ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভি বন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কামদে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা ॥

২য় বর্ষ,
১৩৩২ বৈদ্যাব্দ।

বৈশাখ।

১ম সংখ্যা

তেজস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যমতুলং দেবস্য সঞ্চিন্তয়ন্
সন্ধ্যাশর্ম্মদ মিষ্টদেবমনঘং বৈদ্যানপি ব্রাহ্মণান্।
ধীশাস্ত্রাত্মকবর্ণমণ্ডিতান্ বন্ধূনস্তগ্রাহকান্
স্মৃত্বাহং দধামি নম্র শিরসা সর্ব্বদা সেবাব্রতম্ ॥

প্রার্থনা।

এস বিশ্বেশ্বর, এস পরাৎপর সারাৎসার সর্ব্বেশ্বর! পরমেশ্বর! স্বরূপে আবির্ভূত হও। নববর্ষে দাও নবকর্ম্মশক্তি, দাও নব জ্ঞানবল, আর দাও তোমার প্রতি চিরন্তনী ভক্তি। অন্তর্যামি-রূপে হৃদয়ে থাকিয়া পুতুলের মত তালে তালে খেলাও, আর তোমার চরণে উৎসর্গীকৃত এই শীর্ণদেহ ও বিশুষ্ক জরাগ্রস্থ প্রাণে নব বল, নব প্রজ্ঞা, নব উৎসাহ দান করিয়া তোমার কার্য্য চালাও মঙ্গলময়! আমি আর কিছু জানিনা; কেবল জানি তোমায়, আর বিশ্বাস করি তোমার দয়ায়। বহু বাধাবিঘ্ন, বহু উপদ্রব, নিগ্রহ, তোমারই কৃপায় অতিক্রম করিয়া গন্তব্যপথে চলিতেছি। যাহা করিয়াছি, যাহা করিতেছি, ও যাহা করিব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, যাহা ভাবিয়াছি, ভাবিতেছি ও ভাবিব তৎসমস্তই হে বিশ্বমঙ্গলময়! তোমার আদেশে এবং তোমার উদ্দেশে। যদি ন্যায়ের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া থাকি, সত্যের অপলাপ করিয়া থাকি, শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া জালবচনের সৃষ্টি করিয়া থাকি, ধর্ম্মের হানিকর কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি,

জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম রক্ষায় যদি বিপথগামী হইয়া থাকি, তাহা হইলে তোমার শাসনদণ্ড শীর্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তোমার প্রীতিকর কিছু করিয়া থাকি, পিতৃপিতামহের পিণ্ড লোপের কার্য্য হইতে স্বজাতিগণকে যদি মুক্ত করার ইচ্ছা করিয়া থাকি, শাস্ত্রের ধর্ম্মের ও কুলাচারের মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহার ফলও তোমার উদ্দেশেই অর্পণ করিতেছি। তুমিই শিখাইয়াছ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" তাই আজ নববর্ষের বৈশাখের শুভপুণ্যাহে তোমার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমার কর্ম্মে ও জাতীয় ধর্ম্মে উদাসীন না হই। যেন বিপদে, সম্পদে, দুঃখে, সুখে, ভাবে, অভাবে, বলিতে পারি "ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোমাহম্" তুমি কর্ম্ম, তুমি ব্রহ্ম, তুমি কর্ত্তা, তুমি জ্ঞাতা, তুমি শিব, তুমি শক্তি, তুমি সত্য তুমিই সমস্ত, তুমিই বিশ্বময় এবং সবই তোমার এই বিশ্বাত্মভাব যেন সর্ব্বকার্য্যেই স্মরণ পথে থাকে। যেন কর্ম্মক্ষেত্রে এই সত্যই আমার একমাত্র অবলম্বন হয়। আবার বলি দয়াময়! সব সময় যেন বলিতে পারি—

ত্বয়া হৃষীকেশ। হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

প্রাচীনের পতন ও নবীনের অভ্যুত্থান জগতের মহাসত্য! প্রতি মুহূর্ত্তে এই সত্য আত্মপরিচয় দিতেছে। আর জীবজগৎ নবীনতার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইয়া কায়ক্লেশে আত্মরক্ষা করিতেছে। এই এক অনির্ব্বচনীয় রহস্য। আঁধার ও আলোকের আশ্চর্য্য মিশ্রণে বিষাদ ও আহ্লাদের অপূর্ব্ব মিলনে ইহা চিরদিনই অপূর্ব্ব নব নবায়মান। এও ভগবানের অপার মহিমা সাগরের একবিন্দু, এও এক খেলা। ভক্ত ও ভাবুক পরমেশ্বরের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া কৃতার্থকৃত হইবেন। ইহাতে দুঃখদৈন্য আসিতে পারে, কিন্তু সুখ নিশ্চয়ই আছে। অপচয় থাকিতে পারে, কিন্তু অভ্যুদয় নিশ্চয়ই আছে। ইহা সত্য, ইহা অমোঘ, ইহা অবিনাশী। এই সত্যের অনুবর্ত্তী হইয়া আবার একটী বর্ষ অতীতের কোলে অন্ধকারে ঢলিয়া পড়িল। অপরদিকে নববর্ষ অরুণ কিরণ কিরীট মস্তকে লইয়া পূর্ব্বাকাশে প্রকাশ পাইল।

এই শুভ বৈশাখেই 'বৈদ্য-প্রতিভা' দ্বিতীয়বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈদ্য-প্রতিভার এইবর্ষ বৃদ্ধিদিনে আমরা ভগবচ্চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি, ভগবন্ এযাবৎ তুমিই সহায়, স্বজন, সুহৃদ, গ্রাহক, লেখক, সদুপদেশক, পৃষ্ঠপোষক, পথপ্রদর্শক প্রভৃতির হৃদয়ে অন্তর্য্যামি রূপে থাকিয়া দীন সম্পাদককে উপলক্ষ স্বরূপ রাখিয়া স্বয়ংই জাতীয়-তত্ত্ব প্রচার, জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম রক্ষা রূপ ব্রত সাধন করিয়াছ। হে—বিশ্বরূপ! এই নববর্ষেও তুমি পূর্ব্ববৎ বহুরূপে বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণদের স্বরূপ ও আচার প্রচার করিবে; এই বিশ্বাসে এবং আশ্বাসে আজি আবার নবীন উদ্যমে 'নিমিত্ত মাত্র" সাজিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। ভরসা তুমি; তোমার ইচ্ছারই জয় হউক।

হেকরুণাময়! তুমি জগৎগুরু রূপে প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, আবার

বৈদ্য-প্রতিভা

তুমিই সহকর্ম্মী রূপে নমস্কার গ্রহণ করিয়া অভয়, আলিঙ্গন দিয়া থাক, আবার তুমিই স্নেহাস্পদ শিষ্য রূপে তোমারই আশীর্ব্বাদক রূপের স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া সম্মান, সৎকার প্রয়োগ করিয়া থাক। আজ নববর্ষে পূজা, প্রেম ও স্নেহ এই ত্রিবিধ ভাব স্বীকার করিয়া তুমি তোমারই প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তোমারই প্রদর্শিত, তোমারই আবিষ্কৃত, তোমারই সমর্থিত শিষ্টাচারের মর্য্যাদা রক্ষা কর। আর তোমার মহাশিক্ষা নিজ গুরু রূপে এবং শিষ্য হইয়া জগতে প্রচার কর—

"বেদাভ্যাসাৎ ভবেৎ বৈদ্যঃ স্যাৎ'

ব্রাহ্মণত্বং পাবয়ামাস"

কর্ম্ম সঙ্কুল জটিল জীবন পথে পদার্পণ করিতে করিতে যখন আমরা তোমার প্রতিষ্ঠিত সদাচারে (ব্রাহ্মণাচার গ্রহণে) অমনোযোগী হইয়াছি, যখন পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছি, যখন তোমার মঙ্গল হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কেতকে মূঢ়ভাবে অনাদর করিয়াছি, তখনই বিঘ্ন, বিপদ, তাড়না, লাঞ্ছনা, অনাচার ও অনর্থের কঠোর কশাঘাতে কাতর হইয়াছি। কুকর্ম্মের, (বৈশ্য ও শূদ্রাচারের) কুফল, নিন্দা, গ্লানি, অকাতরে সহ্য করিয়াছি। আবার তোমারই কৃপায় সেই সকল ভ্রম, 'বৈশ্য ও শূদ্রাচার' হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম "ব্রাহ্মণধর্ম্ম" প্রতিপালন করতঃ স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছি। তোমারি দয়ায় বিগত পঞ্চবর্ষের জাতীয় সাধনায় অনেকাংশে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। জাতীয় প্রচার কার্য্যের সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতে পারিয়াছি। তুমিই আচারভ্রষ্ট, সদাচারত্যাগী-বৈদ্য-ব্রাহ্মণসন্তানগণের প্রাণে জাতীয় জীবন গঠনের সাড়া আনিয়াছ, তুমিই বৈশ্যাচার রূপ কুলকলঙ্কের পঙ্কাপোত বৈশ্যত্বনাশক অর্থাৎ মাতৃজাতিজ্ঞাপক 'গুপ্ত' পদবী যথা সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, দত্তগুপ্ত প্রভৃতি ত্যাগ করাইয়া যথা ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদক সেনশর্ম্মা দাশশর্ম্মা পদবীতে দৈব পৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করার এবং আত্মপরিচয় প্রদানের কামনা জাগাইয়াছ। তোমার নিকট কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানাইতেছি, তুমি অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত 'বৈদ্য' নামধেয় বৈশ্য ও শূদ্রাচারী বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণের হৃদয়ে ব্রাহ্মণ্যজ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে জাতীয় আচারে ও কুলধর্ম্মে নিরত কর, তাঁহাদের অন্তর হইতে আত্মাভিমান, অহেতুকী বৈদ্যত্বের গর্ব্ব বিদূরিত কর। মঙ্গলময়! তুমি বহু আচারভ্রষ্টকে আচারবান্ করিয়াছ। তাই আজ নববর্ষে তোমার নিকট নবভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি, যদি এই অধম মোহবশতঃ তোমাকে ভুলিয়া কঠোর কর্ত্তব্যমার্গ হইতে স্খলিত হয়, বাধা বিঘ্নের আক্রমণে কাতর হয়, নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ বা অভাবের তুফানের টানে হাল ছাড়িয়া দিতে চায়, তখন তোমার অভয়হস্তে পূর্ব্ববৎ তাহাকে ধারণ করিতে ভুলিও না। তোমার নিকট যদিও ভ্রমক্রমে অপরাধ করি, তথাপি জানি তুমিই একমাত্র আশ্রয়, তাই আবার বলি ভগবন্!—

ভূয়োস্খলিত পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।

ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং বিভো।

বৈদ্য-প্রতিভা।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা, পূর্ব্বশিমুলিয়া ঢাকা।

নূতন বরষে নূতন হরষে,
"বৈদ্যপ্রতিভা"— অর্ঘ্য-ভার,
এনেছি সাজায়ে তোদের দুয়ারে,
লও ধরি' প্রীতি—উপহার।
নিঃস্ব মোরা করি—মূক অভিনয়,
মূকের বাক্য নিত্য প্রাণে বয়।
ক্ষেপা কোথা পাবে মঞ্জুল ছন্দ?
সঙ্গীতের সপ্ত—ধার!
সাধনা—ক্ষেত্র করিতে মূর্ত্ত,
এনেছি এ-ক্ষুদ্র উপচার!

(২)

এ "প্রতিভা" নহে করিতে প্রচার
সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল দর্শন, বেদ,—
এ-"প্রতিভা" নহে করিতে সৃজন,
দলাদলি, হিংসা, দ্বন্দ, ভেদ।
একতা-মন্ত্রে জাগায়ে জীবন,
ফুটাইবে প্রাণে অমৃত স্ফূরণ।
"অনার্য্য"—বিধান কাব্যে লুপ্ত,
জাগাইবে প্রাণে ঐক্য-তান;—
"সুষুপ্তির মাঝে জাগাইবে 'সাড়া,'
করিবে "প্রতিভা" প্রসক্তি দান!

(৩)

মনুষ্যত্ব চায় সত্ত্বা, আত্মবোধ,
দৈন্য ঘুচাইতে যাচে অধিকার;
'অসমাপ্তি' মাঝে 'পরিপূর্ণ' মাগে,
এ—নহে খেয়াল—এ-নহে বিকার!
আলোময় শাখে ফুটিছে কুসুম,
ঝটিকার সাথে যুঝে মহাক্রম:

'অসাধ্য সাধন—সাধনার ফলে,'—
জেনো এ-টী "বীজমন্ত্র,"
স্বীয় বাহু বলে হও বলীয়ান,
হওনা 'ভীরুর' চালিত যন্ত্র !
নূতন বরষে নূতন হরষে,
আর ছুটি——ভুলে, মান অভিমান,—
ন্যায়ের বিধান হ'বে কবচ,
যদি ছাড় দম্ভ, ছল-প্ররোচন !
মূকের বেদনা কে বুঝিতে চায় ?
মহত্ত্ব কি বাড়ে—— পঙ্ক জড়তায় ?
হিমাদ্রি পাষাণ বক্ষে আগ্নেয়কণা,
যদি মার ঘা' বুকের' --উপর,—
তোমরা কি ভাব 'জম হ'য়ে হিম'
পাষাণ হতেও —'অচল' ছার !

(৫)

সঙ্ঘবদ্ধতায় জাগিছে শক্তি
দ্বন্দ্ব, মতভেদ, করিছে নাশ.
অগাধ সলিলে দেয় বেলাভূমি,
অসীম সঙ্কট আনিছে জয় ।
সহযোগিতায় মনুষ্যত্ব আনে,
প্রশান্তি জাগায় দুঃসহ পীড়নে ।
আত্ম সম্মান পায় কোথা স্থান,
যেথা উৎপাত অপচার ?
"বৈদ্য প্রতিভা" তোদের সুহৃদ,
জাতীয়তা ক্ষেত্রে——সম্পদ-সার ।

সূক্তি-রত্নাবলী ।

[পদ্যানুবাদ সংহিতা, প্রথমো ভাগঃ]

কবিরাজ শ্রীভোলানাথ দাশশর্ম্মা কাব্যরত্ন বাঁকুড়া ।

প্রণম্য পরমং দেবং পূর্ব্বাচার্য্যোপদেশতঃ ।
ভোলানাথো নিবধ্নাতি সূক্তিরত্নাবলীং ভিষক্ ॥ (ক)

প্রণমিয়া পরমেশে, পূর্ব্বাচার্য্য উপদেশে
মল্লভূমি-রাজধানী-বিষ্ণুপুর বাসী।
সূক্তিরত্নাবলী হৃদ্যা, করে ভোলানাথ বৈদ্য
কাব্যরত্নাকর কবিভূষণ উদাসী ॥ (ক)

যেহমী হন্ত নিতান্ততান্তমতয়ঃ স্বাতন্ত্র্যতঃ সন্ততং
বর্ত্তন্তে শ্রুতিযুক্তিলৌকিকবিধীন্ ব্যাধূয় দূরেঽধুনা।
যেষাং চিত্তমপত্রপা নিবিশতে কুত্রাপি নো লেশতঃ
ক্লেশঃ স্যাদুপদেশদেশনমিদং তেষাংহি মে সাম্প্রতম্ ॥ (খ)

নিতান্ত কলুষমতি, যারা স্বেচ্ছাচারী অতি
শ্রুতি যুক্তি লোকাচার দূর করি রহে।
লজ্জালেশ চিত্তদ্বারে, যাদের ঢুকিতে নারে
ক্লেশ এ তাদের প্রতি-উপদেশ নহে ॥ খ

যেষাং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণকথাসুভক্তিঃ
সক্তিশ্চ সূক্তিষু সতাং বিষয়েষ্বরক্তিঃ।
তেষামশেষগুণরাজি বিরাজিতানা—
মেষা ভবিষ্যতি কৃতিস্তু মুদে মদীয়া ॥ (গ)

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণের কথাতে ভকতি।
সূক্তিতে আসক্তি আর বিষয়ে বিরতি ॥
এই সব গুণরাজি যাহাদের আছে।
আনন্দ আনিবে ইহা তাহাদের কাছে ॥ (গ)

প্রায়োঽপিলা তাবদিহত্যসূক্তিঃ
প্রাচাং সুবাচাং মহতামনূক্তিঃ।
বুধৈ বিধেয়া তদিহানুরক্তি
র্নহ্যাপ্তবাক্যেষু সতাং বিবক্তিঃ ॥ (ঘ)

প্রায় এই সব সূক্তি, সবে মাত্র অনুউক্তি
প্রাচীন সাধুর মহাবাক্য অনুসারে।
অতএব বুধগণ, করুন ইহাতে মন
সজ্জন তো আপ্তবাক্য উপেক্ষিতে নারে, ॥ (ঘ)

ক্রমশঃ।

ঢাকা-জিলার বৈদ্যগ্রামগুলির তালিকা।

পরগণে ভাওয়াল।

অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম,এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

১। ছাতিয়ানি পোঃ ভাওয়াল ব্রাহ্মণ-গাঁ, সব পোঃ কালীগঞ্জ। আত্রেয়গোত্র দেব।

২। ব্রাহ্মণ-গাঁ, পোঃ ঐ মৌদ্গল্যগোত্র পদ্মদাশ, বৈশ্বানরগোত্র সেন, শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত, জামদগ্ন্যগোত্র ধর।

৩। ভাদুন, পোঃ পুবাইল, ইহা ঢাকা হেড্ পোষ্টাপিসের অধীনে একটী ব্রাঞ্চপোষ্টাফিস্। কাশ্যপগোত্র ত্রিপুর গুপ্ত, ধন্বন্তরিগোত্র বিনায়ক সেন, মৌদ্গল্যগোত্র চামুদাশ, পদ্মদাশ, ভরদ্বাজগোত্র দাশ, শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত, জামদগ্ন্যগোত্র ধর, পরাশরগোত্র কর।

৪। মারতা, পোঃ জয়দেবপুর, শক্তিগোত্র ছুহিসেন, ধন্বন্তরিগোত্র বিনায়ক সেন, শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত।

৫। কেশরিতা পোঃ ঐ ধন্বন্তরিগোত্র বিনায়ক সেন, বৈশ্বানরগোত্র সেন, মৌদ্গল্য-গোত্র নন্দদাশ শক্তিগোত্র ছুহিসেন, শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত, কৃষ্ণাগোত্র দত্ত।

৬। বড়কাউ, পোঃ পশিবাজার, আত্রেয়গোত্র দেব, শক্তিগোত্র সেন, মৌদ্গল্যগোত্র দাশ, শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত।

৭। মুনসেফপুর, পোঃ কালীগঞ্জ শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত।

৮। মুলগাঁও, পোঃ ঐ শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত, দাশের গোত্র জানা নাই।

৯। পোনাসারী, পোঃ উলুসারা, সবপোঃ শ্রীপুর। শাণ্ডিল্যগোত্রের দত্ত।

জাঙ্গীর পোঃ রূপগঞ্জ, অজ্ঞাত এই স্থানে বৈদ্য আছে। কিন্তু এই স্থান নারায়ণগঞ্জের অধীন। পরগণে ভাওয়াল।

মারতাবাসী শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র সেনশর্ম্মা এবং কেশরিতাবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায় দত্তশর্ম্মা। মহাশয়দ্বয় আমাকে ভাওয়াল পরগণার বৈদ্যগ্রাম গুলির তালিকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মেদিনীপুর-জিলার বৈদ্য-গ্রামগুলির তালিকা।

কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্তশর্ম্মা কবিরঞ্জন। দোনা।

পোঃ আরংকিয়ারাণা, গ্রাম দোনা শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত, মৌদ্গল্যগোত্র দাশ, অত্রেয়গোত্র আদিসেন, শক্তিগোত্রীয় সেন। ধন্বন্তরি গোত্রীয় বিনায়কসেন, ভরদ্বাজগোত্র কর।

পোঃ ভেমুয়া গ্রাম কেবুড় শক্তিগোত্রীয় চন্দ্রিসেন। আত্রেয়গোত্রীয় আদিসেন, শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় দত্ত, মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় দাশ।

পোঃ আতরা গ্রাম ছুৎচড়া ভরদ্বাজগোত্রীয় কর। পোঃ ময়না, গ্রাম চউরা ভরদ্বাজগোত্রীয় কর।

পোঃ ভগবানপুর গ্রাম ধান্দা আত্রেয়গোত্রের আদিসেন। পোঃ ঐ, গ্রাম বাজুবেড়িয়া শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত। পোঃ সবঙ্গ, গ্রাম সবঙ্গ, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দত্ত, শক্তিগোত্রীয় চন্দ্রিসেন, মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় দাশ।

পোঃ কলাগাছিয়া, গ্রাম কলাগাছিয়া শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দত্ত

পোঃ কোলা গ্রাম ছাতিন্না শক্তিগোত্রের চন্দ্রিসেন, আত্রেয়গোত্রের আদিসেন, শাণ্ডিল্যগোত্রে দত্ত।

পোঃ পাঁশকুরা গ্রাম নারান্দা ভরদ্বাজগোত্রের কর, আত্রেয়গোত্রের আদিসেন, মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় দাশ, শক্তিগোত্রের চন্দ্রিসেন।

পোঃ ঘাটপুর গ্রাম পরমেশপুর মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় দাশ।

পোঃ মুরাদা গ্রাম মোহনপুর শক্তিগোত্রীয় সেন ধন্বন্তরিগোত্রীয় বিনায়ক সেন।

মেদিনীপুরে বরপণ প্রথা একবারে নাই। কন্যা বিক্রয় যেমন মহাপাপকর কার্য্য সুত বিক্রি ততোঽধিক পাপ বলিয়াই সকলে মনে করে। এতদঞ্চলে বৈদ্যদের ক্রিয়াকর্ম্ম প্রায়ই সামবেদ মতে হয়। অদ্যাপি কোন বৈদ্যসন্তান জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সেবাবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই।

ভুলসংশোধন।

অধ্যাপক, শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা। প্রেসিডেন্সী কালেজ।

কার্ত্তিক ও পৌষ সংখ্যার বৈদ্য-প্রতিভায় আমার লিখিত ঢাকাজিলার বৈদ্য গ্রামগুলি তালিকায় যে যে স্থলে সংশোধন করিতে হইবে তাহা লিখিতেছি।

৬। নেত্রাবতী এই গ্রামে শক্তিগোত্রের মাধব ও শিয়ালসেন আছে। ২৫। কামারখারা এই গ্রামে মৌদ্গল্যগোত্রের অরবিন্দ দাশ এবং ধন্বন্তরি গোত্রের রামসেন আছে। ২৭। বরাইল—এই গ্রামে শক্তিগোত্রের মাধব আছে। ২৮। নয়না—এই গ্রামে মৌদ্গল্য-গোত্রের নরদাশ এবং ধন্বন্তরি গোত্রের রামসেন আছে। এই রামসেন বংশে অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রায় শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বাহাদুর মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

৩১। বাহেরেক—এই গ্রামে ধন্বন্তরিগোত্রের কন্দর্প এবং মৌদ্গল্যগোত্রের কার্ণ দাশ আছে। ৩৪। গারুরগাঁ এই গ্রামে শক্তিগোত্রের শিয়ালসেন, কাশ্যপগোত্রের মহীপতিগুপ্ত এবং আলম্ব্যায়নগোত্রের ধর আছে। ৩৬। বানারী এই গ্রামে ধন্বন্তরিগোত্রের উচলি এবং মৌদ্গল্য

গোত্রের নন্দদাশ (যদুনন্দন) আছে। এই স্থানে ধন্বন্তরিগোত্রের মাধব নাই। মৌদ্গল্যগোত্রের পাহি দাশ আছে কিনা আমি জানি না। ৩৮। বিদগাঁ—এই গ্রামে (নদীতে ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে) কাশ্যপগোত্রের অশ্বগুপ্ত ছিল। ৩৯। কলমা—এই গ্রামে কায়মৃত্যুঞ্জয়ের সন্তান আছে।

৩১৮ পৃষ্ঠার ধানকুনিয়ার স্থলে Dhankunia) এবং সেনসৈত স্থলে সেনাসৈত আর ৩১৮ পৃষ্ঠার কুমার "গ্রামই" স্থলে কুমরপুর গ্রামই হইবে।

৩২০ পৃষ্ঠার "বৈদ্য ব্যক্তির ইতিহাস প্রণেতা প্রভৃতির দুইপংক্তির কোন ও সার্থকতা নাই। বৈদ্যপ্রতিভার ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত বাখরগঞ্জ জিলার বৈদ্যগ্রাম গুলির তালিকার ৪৫নং গ্রামের নাম বাঠৃধি=ব্+আ+ঠ্+ধ্+ই! ৩২৩পৃষ্ঠাতে উহার যে নাম প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভুল।

চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্তশর্ম্মা, এম, এ, মহাশয় "বৈদ্যগোস্বামী সম্বন্ধে দুই একটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ফাল্গুন সংখ্যার "বৈদ্যপ্রতিভায়" প্রবন্ধের যেই শেষ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর ভাগিনা ও সংস্কৃতাধ্যাপক উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর ভাগিনা নহেন। তাঁহার শ্রীযুক্তা মাতৃদেবীই ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামীর দৌহিত্রী এবং তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক হন্।

নববর্ষের আহ্বান।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা, পূর্ব্ব শিমুলিয়া, ঢাকা)

মানবজাতির পক্ষে নববর্ষ এক অনন্ত অতীতের উদ্বোধক। সকলের অন্তরেই নূতনত্বের পিপাসা জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক। সকলেই পুরাতন ও সনাতনকে অতীত প্লাবন তরঙ্গে আচ্ছন্ন করিয়া, একটানা দুঃখের স্রোতের মধ্যেও একটা সঞ্জীবিত শোকের তীর্থ গড়িয়া,—উহা হইতেও এক অভিনব নবত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। সকলেই চায় নূতন—কেবল নূতন,—নূতন সুখ, নব সাধ, নবীন মুখ, নূতন সাজ, নব আশা ও নবীন সমাজ, সুতরাং সকলেই পুরাতনের মাঝে নবত্বের স্বরূপ গড়িয়া—নবীনতার অসংখ্য পর্ব্ব জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন।

প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি চাতুর্য্যের ভিতর নূতন বলিয়া কিছুই নাই—সুধু একটা পুরাতনের সমাবেশ -অনন্ত, অসীম ও অপরিমেয়! কালের অনন্ত পুরাতন ধারা, আপন বৈচিত্র্যে আপনিই বিভোর হইয়া—উত্তাল তরঙ্গাপ্লুত স্রোতস্বিনীর বক্ষের ন্যায়, শত শত বিলীয়মান বুদ্বুদ্ ফুটাইয়া শত বীচিমালা সূর্য্যকরস্পর্শে অনুরাগরঞ্জিমার শোভা ছড়াইয়া, কেবল উন্মেষে—উল্লাসে, একই নিয়মে, হেলিয়া দুলিয়া ছুটিতেছে। সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, দিবারাত্রি ও ষড়ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রবাহ একই নিয়মে চলিতেছে,—এবং অনন্তকাল একই নিয়মে চলিতে থাকিবে। মানবগণ সেই অসীম একটানা ধারার ভিতরই নবীনত্বের অলৌকিক সৌন্দর্য্য-মাধুরীর সৃষ্টি করিয়া,

অসীম তৃপ্তিলাভ করিতে ব্যস্ত হয়। তাই সুখ, দুঃখ, শোক, হর্ষ, জয় পরাজয় সেই নবীনতারই দ্যোতক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ধরিতে গেলে এই নবীনতার আদান প্রদানই হচ্ছে মনুষ্যজীবন—এবং মনুষ্যসংসারই এই নবীনত্ব ফুটাইয়া চিত্তবৃত্তিগুলি মোহমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিবার জন্যই নববর্ষ। রূপ গুণের ভাব, অভাবের সংবাদ লইয়াই আজ আমরা নববর্ষকে আহ্বান করিতে অগ্রসর হইয়াছি, এবং কালের পরিমাণ কল্পনা করিয়া মাস, দিন ক্ষণের স্তরে স্তরে আমিত্বের পুষ্টি সাধন করিতে আত্ম নিয়োগ করিতেছি। জন্ম মৃত্যুর সংস্পর্শে নূতন পরিচ্ছেদ বদল করিয়া আমরা অনবরত যাতায়াত করিতেছি,—বিরাম নাই,—ক্লান্তি নাই,—আছে শুধু আসা যাওয়া, আর আসা ও যাওয়ার অবিরাম গতি' এই আসা যাওয়ার পথে যখন স্বকর্ম্মাজ্জিত অশান্তিতে বিজড়িত হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে থাকি, তখনই সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের চরণ উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া বলিয়া থাকি :—

"গতা গতেন শ্রান্তোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন"।

এই আসা যাওয়ার মধ্যে নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও আমরা সাদরে নূতনের আবরণ টানিয়া লইয়া,—একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, তন্ময় হইয়া যাই এবং পুরাতন ও নূতনের সংমিশ্রণের মধ্যে এক অসীমতার সৃষ্টি করিয়া একটুকু হাঁপ ছাড়িবার অবসর খুঁজিয়া বেড়াই।

এই অনন্ত কালের অসীম ধারার মধ্য দিয়া আমাদের 'বৈদ্য-প্রতিভা" আজ দ্বিতীয়বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আজ আমরা নববর্ষের অফুরন্ত নবীনতার মাঝে বৈদ্যপ্রতিভাকে নবীনতায় সঞ্জীবিত করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি, তজ্জন্য আমাদের সহৃদয় গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও অনুগ্রাহকগণের নিকট তাঁহাদের সহানুভূতি প্রকাশের জন্য, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার এই শুভ সুযোগ গ্রহণ করিলাম। এখন বৈদ্যপ্রতিভা সমস্ত বৈদ্য সন্তানগণের নিকট চির আদরের সামগ্রী বলিয়া সমাদর লাভ করিলে, পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতা, অক্লান্ত পরিশ্রমী—একনিষ্ঠ সম্পাদক মহাশয়ের অন্তরে যে অসীম তৃপ্তির শান্তি-বারি সিঞ্চিত হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মানুষ মাত্রই পারিবারিক জীব। একাকী স্বতন্ত্র ও নির্দ্বন্দ্ব ভাবে চলিতে পারে না। তাই জীবনকে সমাজে সমষ্টির ব্যষ্টি রূপেই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তাই ইতালীর প্রবীণ সাহিত্যিক বলিয়াছিলেন"। No man is able to attain felicity by him-self without the aid of many, In as-much as he needs many things, Which no one is able to provide alone. Every thing which is good is so in virtue of consisting unity, and conseqeutly that the human race is best disposed when it is most one, that is when it is con cordant" অর্থাৎ কোন মনুষ্যই একাকী অপরের সহায়তা ব্যতিরেকে সুখ, সন্তোষ লাভ করিতে পারে না। কারণ তাহার সুখের উপাদান ও অনুপান অসংখ্য, সেই অসংখ্য অনুপান ও উপাদান সংগ্রহ করা একজনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। যাহাই অব্যভিচারী ও অবিরোধী

ভাবে প্রকটিত হয় তাহাই সৎ। যখন কোন জাতির ভিতর অব্যভিচারী ভাব ও সামঞ্জস্যের ভাব, প্রকটিত হয়, তখনই সেই জাতি সুখ, শান্তি উপভোগ করিবার উপযুক্ত হয়।

উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর স্বাধীনতার বীজ নিহিত থাকিতে পারেনা, প্রকৃত শাসনেই স্বাধীনতা বিকাশ পায়। জাতির মনীষার কুটস্থ শক্তির বিকাশই ধরিতে গেলে প্রকৃত জাতীয় সভ্যতা বিস্তারের সোপান। কোন্ জাতির মনীষা কখন কিভাবে প্রকাশ পাইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বদা সহজ সাধ্য নহে। কাজেই সামাজিক অবস্থার ভিতর এমনই একটা নূতন সুসংস্কৃত স্রোত প্রবাহিত করাইয়া দিতে হইবে, যাহার সঞ্চালনের প্রভাবে সমাজভুক্ত প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে আপনা হইতেই মনীষার বিকাশ হইতে পারে। সমাজশক্তির বিকাশে দোষণীয় প্রথা ও বিশৃঙ্খলার তীব্র তাড়নাকে সংযত ও সংহত করিয়া দেয়। সমাজকে খাঁটি আদর্শে দাঁড় করাইতে পারিলে, সামাজিক অংশগুলি আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া যাইবে। কাজেই সকল দেশে, সকল সময়ে, সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব এত বেশী!

বৈদ্যজাতির সকলের ভিতর যাহাতে সেই মনীষার প্রভাব বিস্তার হইতে পারে তজ্জন্য শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য বৈদ্যসমাজের প্রত্যেক নরনারীই তাঁহার নিকট ঋণী। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির অনুপান ও উপাদান সংগ্রহ করা একজনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই, তিনি আজ সমাজের সকল নরনারীকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিতেছেন। সর্ব্ববিষয়ে আলোচনা প্রযোজ্য, মূল বিষয়টি, সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়া —একটা খাঁটী মীমাংসায় উপনীত না হইতে পারিলে কোন প্রস্তাবই কার্য্যকরী হইতে পারেনা। আমরাই প্রত্যেকেই পৃথকভাবে বহুদূরে অবস্থান করিতেছি। কাজেই মনোগত ভাব আদান প্রদান করিতে হইলে একটা মুখপত্রের প্রয়োজন ইহা সকলেই অনুধাবনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সকল বিষয়েই প্রয়োজন বুঝিয়া আয়োজন করিতে হয়, অভাব বুঝিয়া পূরণ করিবার শক্তি নিয়োজিত করিতে হয়,—সঙ্গে সঙ্গে গন্তব্য পথ লক্ষ্য করিয়া চলিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার ইচ্ছা স্বতঃই মনে জাগরিত হইয়া থাকে। সমাজের কৃতবিদ্য সন্তানগণ এই মুখপত্রের সাহায্যেই সমাজের অভাব, বর্ত্তমান অবস্থা ও আধিব্যাধির ঘাত প্রতিঘাতের বিষয় আলোচনা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন এরূপ আশা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের নিদ্রিত ও অবসন্ন বৈদ্য সমাজকে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই আজ সমবেত শক্তি নিয়োগের ও সঙ্ঘবদ্ধতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করাইবার জন্য, এত বড় দায়ীত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপণ করা হইয়াছে।

গৃহে গৃহে অভাবের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার ও অকাল মৃত্যু জনিত শোকের সংস্পর্শে অনেকেই মুহ্যমান। কোলাহলময় পল্লীসমূহ ক্রমে শ্মশানে পরিণত হইতেছে এবং অনেকেই দিন দিন অন্নসংস্থানের সমস্যায় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করিলে দেখা

ব্যয়, সামাজিক রোগ, যথেচ্ছাচারিতা, বিলাস-সুখোন্মাদতা, বিবাহে পণ প্রথা, মামলাব্যসন, নিঃস্বার্থ সহানুভূতিবিমুখতা, এবং পাণ্ডিত্যাভিমান সর্ব্বস্ব "সবজান্তা" ভাবই প্রধান রিপুরূপে বৈদ্য সমাজকে পেষণ করিতেছে। এই সমস্ত শত্রু দমন ও দূরীভূত করিবার জন্য আলোচনা করিতে হইলে, এই একমাত্র "বৈদ্য-প্রতিভার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। নিঃসঙ্কোচে ভাবের আদান প্রদান করিবার সুবিধা গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। সকলেই যদি স্বীয় গৃহে, স্ব স্ব ভাবে বিভোর হইয়া, সুখ অভিনয় করিতে থাকেন, তবে প্রতিকারের আশা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

প্রাণের কথা না হইলে গান জমেনা,—আবার প্রাণ যদি প্রেমে সঞ্জীবিত না হয় তবে গানও প্রাণ হইতে বাহির হয় না। যদি সকলেই এই গুরুভারপূর্ণ জাতির সমস্যা পূরণের চিন্তা প্রাণের সহিত বরণ করিয়া, প্রতিকারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করেন, তবে সমাজের ভিতর এক নূতন প্রাণের সাড়া জাগিয়া উঠিবে,—এবং এই "মরা জাতিকে" আবার ধ্বংসে করাল কবল হইতে মুক্ত করিয়া দিবে।

গত বৎসর যখন "বৈদ্য-প্রতিভার" প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সমাজের বহু নরনারীর সহানুভূতি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, সম্পাদক মহাশয়, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যথেষ্ট দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই কয়মাসের মধ্যেই "বৈদ্যপ্রতিভা" বহু বৈদ্য সন্তানগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অনেক কৃতবিদ্য বৈদ্য-সন্তানগণ প্রাণের টানে বহু প্রবন্ধ ও কবিতা ইত্যাদি "বৈদ্য প্রতিভার" প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ক্ষুদ্র "বৈদ্যপ্রতিভার" স্থানাভাব বশতঃ সকল প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি পত্রস্থ করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। সেই অসুবিধা কিয়ৎপরিমাণে অপনোদন করিবার জন্য, এই নববর্ষের প্রারম্ভে, "বৈদ্যপ্রতিভার" আকার পরিবর্দ্ধন করিয়া মূল্য দুই টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং অর্থবলই সকল কার্য্যে সাফল্য প্রদান করে ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কথায় বলে "দশের লাঠি একের বোঝা"। সকলের সমবেত সাহায্য লাভ করিতে পারিলে "বৈদ্যপ্রতিভার" শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং "বৈদ্যপ্রতিভার" শ্রীসম্পদ স্থায়ী করিবার জন্য, প্রতিমাসে তিন আনা ব্যয় করিতে কোন বৈদ্যসন্তান কুণ্ঠাবোধ করিবেন না, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, গত বৎসর যাঁহারা "বৈদ্যপ্রতিভাকে" হীন ও সাহিত্য সম্পদহীন মনে করিয়া, বরণ করিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন ভাবিয়া দেখেন বৈদ্যপ্রতিভা তাঁদেরই সম্পদ,—সমগ্র বৈদ্যজাতির শিরমুকুট,—ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ইহার প্রচারের সহিত বিজড়িত নহে। "বৈদ্যপ্রতিভার" আয় দ্বারাই ইহা পরিচালিত হইবে। অর্থের অপ্রতুলে বৈদ্যপ্রতিভা শ্রীহীন হইবে,—এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইতে পারে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একখানা মুখপত্র প্রচলিত রহিয়াছে,—আমাদের অসহযোগিতায় যদি বৈদ্য-

প্রতিভার অস্তিত্ব লোপ পায় তবে কাহারও নিকট আমাদের মুখ দেখাইবার পথ থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের টিটুকারীও অট্টহাসির নিকট আমাদের মস্তক অবনত হইয়া যাইবে। যাহাতে সমবেত চেষ্টায় বৈদ্যপ্রতিভাকে শ্রীমণ্ডিত করিতে পারেন—সাহিত্য সম্পদে অলঙ্কৃত করিয়া বৈদ্যজাতির যোগ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তজ্জন্য সকলেরই অনুরাগ বিন্যস্ত করার প্রয়োজন।

গত বৎসরের আয় ব্যয়ের তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় "বৈদ্যপ্রতিভা" এখনও সম্পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। দেখা যায় মাননীয় সম্পাদক মহাশয় ঘরের অর্থ ব্যয় করিয়া, বৈদ্য জাতির অতীত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের "জড়ভরতের" ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা,—জাতীয় বিকাশপথ কণ্টকাকীর্ণ করিবার প্রয়াস পাইবার মতই প্রতিপন্ন হইবে। তাই আজ প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানের সহানুভূতি অর্জ্জন করিবার জন্য সকলকেই এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেছি। আশা করি প্রত্যেক বৈদ্যসন্তান আমাদের এই উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, "বৈদ্যপ্রতিভার" জীবনীশক্তি স্থায়ী করিতেও ইহার শ্রীসম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করাইতে যত্নবান হইবেন।

যাহাতে বৈদ্য সমাজের "প্রতিঘরে বৈদ্যপ্রতিভা" বিরাজিত থাকে, তজ্জন্য সকলের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশের প্রার্থনা জানাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

উপবীত উপাখ্যান।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সেনশর্ম্মা বরাট গোরক্ষপুর।

নবজীবনের সাথে প্রথম পরিচয় হইতেই আমরা উপবীত গ্রহণ করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হই, সুতরাং এই সময় হইতেই আমাদের পবিত্র কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। উপনয়নোপলক্ষে এক-দিকে যেমন আমরা বেদ গ্রহণ দ্বারা বিদ্যাবিষয়ে দীক্ষিত হই, অপরদিকে তেমনি বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানের অধিকার লাভ করিয়া ধর্ম্মবিষয়েও দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। বোধ হয়, উপবীত দ্বারা আমাদের নবোন্মেষ জীবনের সূত্রপাত হয় বলিয়াই ইহা যজ্ঞসূত্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। উপবীত সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় তত্ত্ব অনুসন্ধানেচ্ছাতেই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রস্তাবনা।

সাধারণতঃ ইহাকে আমরা যজ্ঞোপবীত যজ্ঞসূত্র বা পবিত্র বলিয়াই অভিহিত করি। যজ্ঞ কার্য্য দ্বারা ইহা গৃহীত হয় বলিয়াই যে ইহাকে যজ্ঞোপবীত বা যজ্ঞসূত্র বলা হয়; তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং আমরা পবিত্রভাবে ও পবিত্রজ্ঞানে ধারণ করি বলিয়াই ইহার আর এক নাম পবিত্র বা চলিতভাষায় পৈতা।

আর্য্যযুগে আমাদের এই যজ্ঞসূত্র যে সমস্ত উপাদানে নির্ম্মিত হইত, তাহা অনুসন্ধানে আমরা মনুর উক্তিতে দেখিতে পাই—

মৌঞ্জী ত্রিবৃতৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।

ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী ৪২।২ অঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের সমানগুণত্রয়ে নির্ম্মিত সুখস্পর্শ মুঞ্জময়ী মেখলা করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ ইহার অভাব ঘটে তাহা হইলে—

"মুঞ্জালাভে তু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মান্তক বল্বজৈঃ।

মুঞ্জাদির অপ্রাপ্তিপক্ষে ব্রাহ্মণগণ কুশের মেখলা করিবেন। ক্ষত্রিয় অশ্মান্তক নামক তৃণবিশেষের এবং বৈশ্যেরা বল্বজতৃণের মেখলা করিবেন।

ইহাতে বোধ হয়, আর্য্যগণ ক্রমে তাঁহাদের আদিনিবাস হইতে সরিয়া আসিলে, সেই আদি নিবাসীয় উদ্ভিদাদি তাঁহাদের নূতন বাসস্থানে অপ্রাপ্য হওয়াতেই তাঁহারা নূতন স্থানের উদ্ভিদাদি উপবীতের উপাদান রূপে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন।

উপবীতে তিনটী করিয়া সূত্র থাকায় ইহার অপর নাম 'ত্রিবৃৎ' এবং এই ত্রিবৃৎ গ্রন্থি সম্বন্ধে মনুতে পাওয়া যায় "ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেববা।" ত্রিগুণা মেখলা এক তিন বা পঞ্চগুণিত গ্রন্থিদ্বারা বদ্ধ করিবে। তিনটী সূত্র এক গ্রন্থিতে আবদ্ধ হইয়া উপবীত নির্ম্মিত হয়। আবার এই সূত্রের প্রত্যেকটীতে তিনটী করিয়া গুণ থাকাতে ইহা নবগুণযুক্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু উপবীতের এই তিনসূত্র এবং এক তিন বা পঞ্চগ্রন্থীর প্রকৃত অর্থ কি? তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক্।

গ্রন্থি সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উপনয়ন বিধিতে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—"ততঃ প্রবর সংখ্যায়া পঞ্চত্রয়ো বা মেখলা যজ্ঞোপবীত রূপগ্রন্থয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ।" কিন্তু স্ব স্ব বংশের সংখ্যানুসারেই গ্রন্থির সংখ্যা কল্পিত হইয়াছে। এখানে জানা আবশ্যক যে, বংশের প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিগণকেই 'প্রবর' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। একারণ বোধ হয় ইহাঁদের নামানুসারে উপবীতের গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রভাবের স্মৃতি এবং আদর্শ দৃষ্টান্ত সংরক্ষণই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

দিনে তিনবার যজ্ঞ সম্পাদনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের জন্যই উপবীতের ত্রিসূত্র কল্পিত হইয়াছে। এবং যজ্ঞোপবীত গ্রহের মন্ত্র ইহা আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইতে—যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্যোপবীতেনোপ নহ্যামি এবং "স সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্যত তন্তুং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথাবিদে"। অর্থাৎ এই দেব যেন সূর্য্যকিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন, আমার বোধ হয় ইনি ত্রিগুণসূত্র টানিতেছেন। (দিনের মধ্যে তিনবার যজ্ঞ হয়।) মনুতে আমরা যজ্ঞোপবীতের যে ত্রিবৃৎ বিশেষণ পাইয়াছি, তাহা যেন অবিকল বেদের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবৃৎ হইতেই গৃহীত। যজ্ঞ সূত্রের—সূত্রের কল্পনাটীও যেন ত্রিবেদ তন্ত্র হইতেই পরিগৃহীত। ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা দিনে তিনবার যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়াছে, ইহা হইতে তাহা ও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

অভিধানের উপবীতের অপর এক নাম ত্রিদণ্ডীও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের কায়, মন, ও বাক্য এই ত্রিবিধ প্রকৃতির উপর দিয়া উপবীতের শাসনদণ্ড পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহার নাম ত্রিদণ্ডী হইয়াছে। এই কথা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিতে হইলে ত্রিদণ্ডী, ত্রিদণ্ডধারী যতিঃ। কায়বাঙ্মনোদণ্ডযুক্ত—এই শাস্ত্র বাণীর উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

আমরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া দ্বিজত্ব বা নবজীবন লাভ করি বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। অর্থাৎ প্রথমে সকলেই শূদ্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে এই উপবীতের আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, এই উপবীতের উপাদানের সহিত আর্য্যগণের প্রথম জীবনের পবিত্র স্মৃতি যেমন বিজড়িত রহিয়াছে এবং ইহার ত্রিবৃৎ রূপে আমাদের দৈনিক ত্রিসন্ধ্যাকৃত্যের নির্দ্দেশ রহিয়াছে ও ত্রিদণ্ডী নাম ধারণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব নিহিত রাখিয়াছে।

এইভাবে আমাদের উপবীতের মধ্যে আমাদের আর্য্যজীবনের একটি উচ্চতম অথচ সংক্ষিপ্ত আলেখ্য এই নবসূত্রের সহিত ঐতিহাসিক সূত্রলিপ্ত হইয়াছে।

ঢাকা জেলার হামছাদী গ্রাম নিবাসী আনন্দচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক "প্রতিবাদ"

১৩২৭ বাং পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদস্থলে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দেব, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরান তীর্থ এবং শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী মহাশয়গণ, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য জাতির, জাতিত্বের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা পক্ষপাত মূলক বিদ্বেষ প্রণোদিত কিনা, তদ্বিষয় মৎ প্রদর্শিত কতিপয় প্রমাণ অবলম্বনে প্রবাসী পত্রিকার পাঠকগণ ন্যায়বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন।

প্রথমতঃ একটী কথা এই যে যাহা কিছু সমাজে শাস্ত্র গ্রন্থ দ্বারা সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতেই আর্য্যঋষিদিগের একটী আদেশ বাণীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। আর্য্যঋষিদিগের সেই আদেশ বাণী এই ;

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধ যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা"॥

ইহার অর্থ এই যে, যেস্থলে স্মৃতিতে পুরাণে বিরোধ, সেই স্থলে স্মৃতিবচনই প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে।

আর যেখানে স্মৃতি ও শ্রুতিতে বিরোধ, সেখানে শ্রুতিবচনই প্রমাণ যোগ্য।

অতএব এই প্রমাণ সম্মুখে রাখিয়াই আমরা মত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চারুবাবু নিজেই বলিয়াছেন, স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার হইতে কোন ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হয়। এই কথাটী যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া চারুবাবু অম্বষ্ঠকে অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম হওয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই বচনটী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ১০ম অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট বটে। আর ঐ বচনের পরবর্ত্তী বচনে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, যে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; সেই বৈদ্যের এক পুত্র জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া তদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করাতে সমাজে পতিত হইয়া, গণকঠাকুররূপে পরিণত হইলেন। আবার সেই গণকঠাকুরের একপুত্র শূদ্রাদির দানও প্রেত শ্রাদ্ধাদির দান গ্রহণ করিয়া, সমাজে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরূপে পাতিত্য ভজনা করিতেছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অঃ ১১৪—১৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

এখন একটী কথা এই হইতেছে যে, যদি অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে জাত পুত্রের পুত্র সমাজে গণকঠাকুররূপে পাতিত্য ভজনা করে, আবার সেই গণকঠাকুরের এক পুত্র প্রেতশ্রাদ্ধাদির দান গ্রহণ করিয়া সমাজে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হইল, তবে মূলতঃ অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে যে জন্মিল তাহার মূল ব্রাহ্মণত্বের অন্তরায় কিসে হইতে পারে? যাহার পুত্র পতিত হইয়াও সমাজে ব্রাহ্মণবৎই রহিল, তাহার ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হইয়া, তৎপ্রতি বৈশ্যত্ব আরোপিত হয় কি প্রকারে? আর যদি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বচনের প্রমাণ মূলে সমাজ, বৈদ্যের পতিত পুত্রকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ স্বীকার না করেন, তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ঈদৃশ যাবতীয় বচনগুলিই মিথ্যা ও পণ্ড বলিয়া সমাজ স্বীকার করিবেন। অতএব অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভজ সন্তান যে অম্বষ্ঠ ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; সুতরাং ঐ বচনের উপর নির্ভর করিয়া অম্বষ্ঠের জাতি নির্ণয় হইতে পারেনা।

সমাজে ক্রমপর বিংশতি জন স্মৃতি রচনাকারী ছিলেন, সেই সকল স্মৃতিকারগণের রচনাবলীতে অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই। তদ্ব্যতীত অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে এক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্যতীত অপর কোন ও পুরাণে ও অম্বষ্ঠের মাতা ব্রাহ্মণী পিতা অশ্বিনীকুমার বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই সকল বচনগুলি কেবলই চাতুরীপূর্ণ, মিথ্যা স্বীকার করিতে হইবে।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, পরশুরাম, হারিত, শঙ্খ, লিখিত প্রভৃতি যাবতীয় স্মৃতিকারগণই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বৈশ্যাতে জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

যথা:— "বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে" ইত্যাদি।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্যাভার্য্যাতে অনুলোম ক্রমে যে পুত্র জন্মে তাহার সংজ্ঞা "অম্বষ্ঠ" আর মহর্ষি গালবের বারভদ্রা নাম্নী বৈশ্যাভার্য্যার গর্ভে যে অমৃতাচার্য্যের জন্ম হয়, সেই অমৃতাচার্য্যের পঞ্চবিংশতী কন্যা জন্মে। কালে সেই কন্যাগণকে তিনি বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণের করে সমর্পণ করেন। সেই সকল কন্যার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিয়াছে, তাহারাও অম্বষ্ঠ পর্য্যায়

হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণের বৈশ্যাভার্য্যার গর্ভজ পুত্র প্রথমোক্ত অম্বষ্ঠ, আর অনুলাচার্য্যের দৌহিত্রগণ দ্বিতীয়োক্ত অম্বষ্ঠ। এই উভয়োক্ত অম্বষ্ঠই একতর ব্রাহ্মণ জাতি বটে। আর উপরিউক্ত দুইটী বচনই অম্বষ্ঠের উৎপত্তি বিষয়ক গরীষ্ঠ প্রমাণ।

এস্থলে রাধিকাবাবু উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনন্তরজ জাত পুত্রগণ পিতৃবর্ণ তুল্য; আর একান্তর জাত পুত্রগণ মাতৃধর্ম্মাক্রান্ত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অনন্তর ক্ষত্রিয়া ভার্য্যাতে যে পুত্র জন্মে সে পিতৃবৎ ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণের একান্তর বৈশ্যা ভার্য্যা হইতে যে পুত্র জন্মে, সে মাতৃবৎ মাতৃধর্ম্মাক্রান্ত অধম বৈশ্য।

অম্বষ্ঠগণ যে অধম বৈশ্য এই প্রমাণ রাধিকাবাবু কোথায় পাইলেন? বর্ত্তমান প্রচলিত মনুসংহিতার ১০ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকে লিখিত আছে:—

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান"।

অর্থ—আপন হইতে অনন্তর জাতীয়া ভার্য্যাতে দ্বিজাতিগণের যে পুত্র জন্মে, তাহারা জন্মৎ পিতৃজাতি সদৃশ। মাতা হীনা জাতীয়া হইলেও তাহাতে মাতৃদোষ অর্শিবে না।

দেখা যায় রাধিকাবাবু এই বচনের অনুসরণ করিয়াই ব্রাহ্মণের অনন্তর জাতীয়া ভার্য্যা হইতে জাত পুত্রকে পিতৃবৎ ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রাধিকাবাবু তৎপরবর্ত্তী ৭ম শ্লোকটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, অথবা তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন নাই। তাহাতেই তিনি ব্রাহ্মণের একান্তর জাত অম্বষ্ঠ সম্ভক পুত্রকে মাতৃধর্ম্মী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মনুসংহিতার ১০ অঃ ৭ম শ্লোকটী এই:—

"অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্॥"

অর্থ—অনন্তর জাতীয়া ভার্য্যা হইতে দ্বিজাতিগণের জাত পুত্রগণ যেমন জন্ম মাত্রই পিতৃবর্ণবৎ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা যেমন সনাতন বিধি, তদ্রূপ দ্বি ও একান্তর জাত পুত্রগণও জাত মাত্রই পিতৃবর্ণ তুল্য হয়, ইহাও সেই সনাতন বিধিই বটে।

এই বচনের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণের একান্তরজাত পুত্র অম্বষ্ঠ ও দ্বিঅন্তর জাত পুত্র পারশবও পশ্চাতেই ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইল। রাধিকাবাবু মনুসংহিতার এই বচনটী পরিহার করিয়া, সেই পতিত হইয়াছেন। তৎপর মনুসংহিতার ১০ম অঃ ২৮ ও ৪১ তম শ্লোক দুইটী আলোচনা করিলে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

হাওড়া জিলার অন্তর্গত শালিখা গ্রামের কতিপয় বৈদ্যের তালিকা।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেনশর্ম্মা ১০০ নং বাবুডাঙ্গা রোড্। ২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরিগোত্র, বাবুডাঙ্গা রোড্। ৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ৭৩ নং বাবুডাঙ্গা রোড্। ৪। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ৫৯ নং হুনগঞ্জ রোড্। ৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ৫৬ নং হুনগঞ্জ রোড্। ৬। শ্রীযুক্ত শশধর সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ১০৯ নং সম্ভুনাথ হালদার লেন্। ৭। শ্রীযুক্ত হরমোহন সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ২ নং ক্ষেত্রমিত্রের লেন। ৮। শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মল্লিক সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ৭ নং ধর্ম্মতলা লেন। ৯। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত শক্তিগোত্র ৮ নং ঘোষাল বাগান লেন। ১০। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত শক্তিগোত্র ঘোষাল বাগান লেন। ১১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, কাশ্যপগোত্র ১০৩ ধর্ম্মতলা লেন। ১২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মৌদ্‌গল্যগোত্র। ৩২ নং ঘোষপাড়া লেন। ১৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুপ্ত, মৌদ্‌গল্যগোত্র ৪ নং মোহীনাথ পারাল লেন। ১৪। শ্রীযুক্ত কালীমোহন গুপ্ত, মৌদ্‌গল্যগোত্র ১৬ নং ব্যাপ্‌টিষ্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড্। ১৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মৌদ্‌গল্যগোত্র ২১ নং নন্দীর বড় বাগান লেন। ১৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাশরায়, মৌদ্‌গল্যগোত্র পাঁচকড়ি মোহন্তের লেন।

শালিখার বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণ যে ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়া ও দলিল দস্তাবেজে নাম স্বাক্ষর করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমার জনৈক বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেনশর্ম্মা ও তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺নগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়েরাই শালিখার বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের জাতীয় গৌরব বহুলাংশে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই মন্মথবাবুই তাঁহার পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন করিয়াছেন। যেস্থানে মন্মথবাবুর ন্যায় জাতীয় সংস্কারের একনিষ্ঠ সাধক বিরাজমান, তথায় এইরূপ গুপ্ত প্রীতির নিদর্শন বড়ই মর্ম্মন্তুদ পীড়া দায়ক। এই জ্ঞানানুশীলনের ও জাতীয় জীবন গঠনের যুগে হাওড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানের বৈদ্যব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম গ্রহণে কিরূপ উদাসীন গুপ্ত প্রীতিই তাহার উদাহরণ। ১১।১২।১৩।১৪ সংখ্যক বৈদ্যগণ মৌদ্‌গল্যগোত্রের দত্ত হন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ "দত্ত" পদবীতে আত্ম-পরিচয় দিতেন, দৈব, পৈত্র কর্ম্ম দত্ত উল্লেখেই করিতেন। ইঁহারা গুপ্তের মোহে এইরূপ ভাবে অভিভূত হইয়াছেন যে, আদি পুরুষের নাম সংজ্ঞা রূপে ধারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা নিজের বংশগত পদবী "দত্ত" পরিত্যাগ করিয়া "গুপ্ত" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় বৈদ্যগণের কুলগত পদবী "গুপ্ত" হইতে পারে কিনা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। গুপ্ত পদবী বিশিষ্ট

বৈদ্যের গোত্র উল্লেখে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"গুপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা।
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ।
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়া শ্চত্বারো দেব সম্ভবাঃ"।

"গুপ্ত" বৈদ্যদিগের তিন গোত্র কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণ। দত্তদিগের চারিগোত্র কৌশিক, কশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও মৌদ্গল্য। এতদ্ভিন্ন দত্তদিগের অপর গোত্র ত্রয়ের উল্লেখ রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। যথা :—

"দত্তানামাত্রগোত্রাণা দশ্চ দেশেষ্বপি সর্ব্বতঃ।
এবমাত্রেয় গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ॥
দত্তাঃ কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রা দৃশ্যন্তে বহব স্তথা।
তস্মাদ্দত্তস্য গোত্রাণি সপ্ত জ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ"॥

দেশভেদে আত্রগোত্রের দত্ত যেমন রহিয়াছে, তদ্রূপ আত্রেয়গোত্রের দত্তও আছে। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দত্ত বৈদ্য নানাস্থানে রহিয়াছেন দেখা যায়। সেই হেতু দত্ত বৈদ্যের গোত্র সপ্তবিধ বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন বৈদ্য কুলগ্রন্থকার মৌদ্গল্যগোত্রের "গুপ্ত"কে বৈদ্য স্বীকার করেন নাই। "গুপ্ত" যেমন একজন আদি পুরুষের নাম "দত্ত"ও তেমন অপর একজনের আদি পুরুষের নাম। মহর্ষি মুদ্গলের সেন,, দাশ,, দত্ত নামে তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানবত্তায়, বিদ্যাবত্তায় সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বেদবিদ্যা পরিসমাপ্তি করিয়া বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সমাজে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। এইরূপও স্থান-বিশেষে বৈদ্যগণকে "বৈদ্যি ব্রাহ্মণ বলে। এই জন্য প্রত্যেক বৈদ্যগণই স্ব স্ব আদি পুরুষের নাম স্মৃতি চিহ্নরূপে নামান্তে ধারণ করিয়া আসিতেছেন। কোন বৈদ্যই আদিপুরুষের নাম ত্যাগ করিয়া আত্ম-পরিচয় দেন না। শালিখার মৌদ্গল্যগোত্রীয় "দত্ত" বৈদ্যগণ কোন হেতুতে দত্ত ত্যাগ করিয়া গুপ্তান্ত নাম উল্লেখে আত্ম-পরিচয় দিতেছেন জানিনা। ইহাতে একদিকে যেমন, কুলগত ও শাস্ত্রসম্মত পদবী ত্যাগ করিয়া দৈব পৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করাতে তৎ কর্ম্মফল পণ্ড হইতেছে, তদ্রূপ অপরদিকে তাঁহারা যে বৈদ্যব্রাহ্মণের সন্তান তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না, যেহেতু মৌদ্গল্যগোত্রের "গুপ্ত" বৈদ্য কোন বৈদ্যকুল গ্রন্থে উল্লেখ নাই। এইরূপ ভাবে পদবী পরিবর্ত্তন হওয়ার একমাত্র কারণ, "গুপ্তপ্রীতি" বলিয়াই অনুমান হয়। কোন কোন স্থলে জামদগ্ন্যগোত্রের "ধর" বৈদ্যগণও ধর উপাধি ত্যাগ করিয়া "গুপ্ত" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেন, দাশ, দত্ত, রক্ষিত, নন্দী, সোম কুণ্ড প্রভৃতি যেমন এক একজন আদি বৈদ্যব্রাহ্মণের নাম তদ্রূপ গুপ্ত, একজন আদি বৈদ্যব্রাহ্মণের নাম। দুইজন আদি বৈদ্যব্রাহ্মণের নাম নিজ বংশের দুইজনই আদি পুরুষ বলিয়া স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে

হাওড়া জিলার অন্তর্গত শালিখা গ্রামের কতিপয় বৈদ্যের তালিকা।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেনশর্ম্মা ১০০ নং বাবুডাঙ্গা রোড্। ২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরিগোত্র, বাবুডাঙ্গা রোড্। ৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ৭৩ নং বাবুডাঙ্গা রোড্। ৪। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ৫৯ নং হরগঞ্জ রোড্। ৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ৫৬ নং হরগঞ্জ রোড্। ৬। শ্রীযুক্ত শশধর সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ১০৯ নং সম্ভুনাথ হালদার লেন্। ৭। শ্রীযুক্ত হরমোহন সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ১ নং ক্ষেত্রমিত্রের লেন। ৮। শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মল্লিক সেনগুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্র ৭ নং ধর্ম্মতলা লেন। ৯। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত শক্তিগোত্র ৮ নং ঘোষাল বাগান লেন। ১০। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত শক্তিগোত্র ঘোষাল বাগান লেন। ১১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, কাশ্যপগোত্র ১০৩ ধর্ম্মতলা লেন। ১২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মৌদ্‌গল্যগোত্র। ৩২ নং ঘোষপাড়া লেন। ১৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুপ্ত, মৌদ্‌গল্যগোত্র ৪ নং মোহিনাথ পারাল লেন। ১৪। শ্রীযুক্ত কালীমোহন গুপ্ত, মৌদ্‌গল্যগোত্র ১৬ নং ব্যাপ্‌টিষ্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড্। ১৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মৌদ্‌গল্যগোত্র ২১ নং নন্দীর বড় বাগান লেন। ১৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাশরায়, মৌদ্‌গল্যগোত্র পাঁচকড়ি মোহন্তের লেন।

শালিখার বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণ যে ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়া ও দলিল দস্তাবেজে নাম স্বাক্ষর করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমার জনৈক বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেনশর্ম্মা ও তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺অঘোরনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়েরাই শালিখার বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের জাতীয় গৌরব বহুলাংশে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই মন্মথবাবুই তাঁহার পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন করিয়াছেন। যেস্থানে মন্মথবাবুর ন্যায় জাতীয় সংস্কারের একনিষ্ঠ সাধক বিরাজমান, তথায় এইরূপ গুপ্ত প্রীতির নিদর্শন বড়ই মর্ম্মন্তুদ পীড়া দায়ক। এই জ্ঞানানুশীলনের ও জাতীয় জীবন গঠনের যুগে হাওড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানের বৈদ্যব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম গ্রহণে কিরূপ উদাসীন গুপ্ত প্রীতিই তাহার উদাহরণ। ১১।১২।১৩।১৪ সংখ্যক বৈদ্যগণ মৌদ্‌গল্যগোত্রের দত্ত হন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ "দত্ত" পদবীতে আত্ম-পরিচয় দিতেন, দৈব, পৈত্র কর্ম্ম দত্ত উল্লেখেই করিতেন। ইঁহারা গুপ্তের মোহে এইরূপ ভাবে অভিভূত হইয়াছেন যে আদি পুরুষের নাম সংজ্ঞা রূপে ধারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা নিজের বংশগত পদবী "দত্ত" পরিত্যাগ করিয়া "গুপ্ত" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় বৈদ্যগণের কুলগত পদবী "গুপ্ত" হইতে পারে কিনা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। গুপ্ত পদবী বিশিষ্ট

বৈদ্যের গোত্র উল্লেখে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

" গুপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা।
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ।
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়া শ্চত্বারো দেব সম্ভবাঃ "।

" গুপ্ত " বৈদ্যদিগের তিন গোত্র কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণ। দত্তদিগের চারিগোত্র কৌশিক, কশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও মৌদ্গল্য। এতদ্ভিন্ন দত্তদিগের অপর গোত্র ত্রয়ের উল্লেখ রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। যথা :—

" দত্তানামাত্মগোত্রাণাং দেশ ভেদেহস্তি সম্ভতিঃ।
একমাত্রেয় গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে স্মৃতঃ॥
দত্তাঃ কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রা দৃশ্যন্তে বহব স্তথা।
তস্মাদ্দত্তস্য গোত্রাণি সপ্ত জ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ "॥

দেশভেদে আত্মগোত্রের দত্ত যেমন রহিয়াছে, তদ্রূপ আত্রেয়গোত্রের দত্তও আছে। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দত্ত বৈদ্য নানাস্থানে রহিয়াছেন দেখা যায়। সেই হেতু দত্ত বৈদ্যের গোত্র সপ্তবিধ বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন বৈদ্য কুলগ্রন্থকার মৌদ্গল্যগোত্রের "গুপ্ত"কে বৈদ্য স্বীকার করেন নাই। " গুপ্ত " যেমন একজন আদি পুরুষের নাম " দত্ত "ও তেমন অপর একজনের আদি পুরুষের নাম। মহর্ষি মুদ্গলের সেন,, দাশ,, দত্ত নামে তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানবত্তায়, বিদ্যাবত্তায় সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বেদবিদ্যা পরিসমাপ্তি করিয়া বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সমাজে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। এইরূপও স্থান-বিশেষে বৈদ্যগণকে " বৈদ্যি ব্রাহ্মণ বলে। এই জন্য প্রত্যেক বৈদ্যগণই স্ব স্ব আদি পুরুষের নাম স্মৃতি চিহ্নরূপে নামান্তে ধারণ করিয়া আসিতেছেন। কোন বৈদ্যই আদিপুরুষের নাম ত্যাগ করিয়া আত্ম-পরিচয় দেন না। শালিখার মৌদ্গল্যগোত্রীয় " দত্ত " বৈদ্যগণ কোন হেতুতে দত্ত ত্যাগ করিয়া গুপ্তান্ত নাম উল্লেখে আত্ম-পরিচয় দিতেছেন জানিনা। ইহাতে একদিকে যেমন, কুলগত ও শাস্ত্রসম্মত পদবী ত্যাগ করিয়া দৈব পৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করাতে তৎ কর্ম্মফল পণ্ড হইতেছে, তদ্রূপ অপরদিকে তাঁহারা যে বৈদ্যব্রাহ্মণের সন্তান তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না, যেহেতু মৌদ্গল্যগোত্রের " গুপ্ত " বৈদ্য কোন বৈদ্যকুল গ্রন্থে উল্লেখ নাই। এইরূপ ভাবে পদবী পরিবর্ত্তন হওয়ার একমাত্র কারণ, " গুপ্তপ্রীতি" বলিয়াই অনুমান হয়। কোন কোন স্থলে জামদগ্ন্যগোত্রের "ধর" বৈদ্যগণও ধর উপাধি ত্যাগ করিয়া " গুপ্ত " লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেন, দাশ, দত্ত, রক্ষিত, নন্দী, সোম কুণ্ড প্রভৃতি যেমন এক একজন আদি বৈদ্যব্রাহ্মণের নাম তদ্রূপ গুপ্ত, একজন আদি বৈদ্যব্রাহ্মণের নাম। দুইজন আদি বৈদ্যব্রাহ্মণের নাম নিজ বংশের দুইজনই আদি পুরুষ বলিয়া স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে

নামান্তে ধারণ করিলে তাঁহাদের আদি জননীকে ব্যভিচারিণী করা হয় কিনা তাহা তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? কোন কোন গুপ্ত সাধক বলেন "আমরা বৈশ্যবর্ণীয়, তাই নামান্তে "গুপ্ত" উপপদটির ব্যবহার করিতেছি। যেহেতু "গুপ্তেতি নামাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ। বৈশ্যের "গুপ্ত" শূদ্রের "দাস" সংজ্ঞা শাস্ত্রকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যে জাতি বেদবিধি অধ্যয়নান্তে পুনঃ উপনীত হইয়া "দ্বিজ" উপনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে জাতি বেদজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন মহোচ্চ সম্মানসূচক বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে জাতির অধ্যয়ন, অধ্যাপনাই শ্রেষ্ঠধর্ম, যে জাতি শিক্ষায়, দীক্ষায় এইক্ষণও বঙ্গদেশে যজন ব্রাহ্মণাদির শীর্ষস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই জাতি কি বৈশ্য? তাহারা কি কৃষক ছিলেন? না গোরক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন? যাহারা বলেন আমরা জাতিতে অম্বষ্ঠ, মাতৃকুলের আচার ও পদবী প্রাপ্ত হইয়া গুপ্তান্ত নামে "অম্বষ্ঠ জাতির" বংশধর বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতেছি। তাঁহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে অম্বষ্ঠজাতি বলিয়া আত্ম পরিচয় দিলেও তাঁহাদের স্থান ব্রাহ্মণবর্ণেই হইবে? ভগবান মনু দশম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ নামক জাতির জন্ম হইয়াছে। মহামতি কুল্লুক টীকা করিয়াছেন:- "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং উঢায়ামম্বষ্ঠোখ্যো জায়তে" ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান "অম্বষ্ঠ" নামে পরিচিত হইবে। ব্রাহ্মণের পরিণীতা বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণও যে পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহা মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, শ্রুতি বলেন "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" আত্মাই পুত্ররূপে জাত হয়। ব্যাসদেব মহাভারতে বলিয়াছেন: এবমেতন্মহাবাহো যেন জাতঃ স এব সঃ" হে মহাবাহো! যে যৎকর্তৃক জাত সে তাহাই। মনু বলেন "মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ" মাতা গর্ভে ধারেন মাত্র, পুত্র পিতারই যে যৎ কর্তৃক উৎপন্ন সে তৎ স্বরূপ। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন:-- "যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথা বিধং" যে স্ত্রী যাদৃশ ভর্তাকে ভজনা করে, তদনুরূপ পুত্র প্রসব করে। মনু পুনঃ বলিতেছেন "পতি র্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহজায়তে" পতি ভার্য্যাতে প্রবেশ করিয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করে। মহর্ষি দ্বৈপায়ন বলেন:-- ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ" ব্রাহ্মণ হইতে ত্রিবর্ণীয়া (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা) পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ হইবে। যাঁহারা নিজকে মনুক্ত অম্বষ্ঠ বলিতে চাহেন, তাঁহারাও শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণবর্ণীয় হন। ভগবান মনুই বলিয়াছেন "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং" ব্রাহ্মণদিগের নামান্তে শর্ম্মা সংযোগ করিবে। কোন ব্রাহ্মণ "শর্ম্মা" ত্যাগ করিয়া দৈব পৈত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। বৈদ্যগণ যে মনুক্ত অম্বষ্ঠ নহেন, তাঁহারা যে পূজার্হ জাতি, যজনব্রাহ্মণেরও শ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা "বৈদ্য জাতির উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছি। ব্রাহ্মণের পরিণীতা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তানগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। তবে ব্রাহ্মণের ঔরসে বিধবা বা অধবার

গর্ভে ব্যভিচারোৎপন্ন অপসদ্ অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যবর্ণীয় হতে পারে, যেহেতু "মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ" বর্ণসঙ্করগণ মাতৃজাতীয় হইবে। যাহারা নিজকে বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া সপ্রমাণ করার প্রয়াসী, তাহারা নামান্তে অর্থাৎ সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতি পদবীর সহিত বৈশ্যবর্ণজ্ঞাপক গুপ্ত সংজ্ঞা সংযোগ করিয়া যথা সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত প্রভৃতি উল্লেখে আত্ম পরিচয় দিতে শাস্ত্রের, ধর্মের ও সমাজের কোন বাধা নাই। আর যাঁহারা নিজকে বিশ্বপূজ্য বৈদ্য-ব্রাহ্মণের অধঃস্তন বংশধর বলিয়া আত্ম খ্যাপন করিতে চাহেন, তাহাদিগকে করজোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে নিবেদন করিতেছি আর আপনারা গুপ্ত লিখিয়া আত্ম প্রতারণা করিবেন না, নিজকে বৈদ্য ব্রাহ্মণের বংশধর জানিয়া আর বর্ণসঙ্করের প্রচলন করিবেন না, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণের সুমধুর "অম্বষ্ঠা, জাবন্তা বৈদ্যাঃ" সম্ভাষণে কর্ণ-কুহর অপবিত্র করিবেন না, গালি জননীকে ব্যভিচারিণী প্রতিপন্ন করিবেন না, দেবতাস্থানীয় বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের মুখে বর্ণসঙ্করের কলঙ্ককালিমা লেপন করিবেন না, পিতামহ প্রপিতামহের পিণ্ড লোপ করিবেন না, নিজের ধর্ম কর্ম পণ্ড করিবেন না। যে চক্রদত্ত মাধবকর, বিজয়রক্ষিত শ্রীকণ্ঠনন্দী, সন্ধ্যাকরনন্দী ও গঙ্গাধর ব্যাপিদের প্রমুখ মনীষিগণ বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্কলিত গ্রন্থরাজী এই পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের দুর্বারস্রোতের মুখেও রোগনির্ণয়ে ও রোগ প্রশমনে সুদৃঢ় লৌহপ্রাচীর রূপে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের বংশধরগণ সেই জগৎপূজ্য দত্ত ধর, কর প্রভৃতি আদিপুরুষের নাম পদবীরূপে না লিখিয়া গুপ্ত লিখা কি লজ্জাকর নহে? ইহা কি শাস্ত্র জ্ঞান হীনতার কারণ নহে? ইহা কি জাতীয় তত্ত্ব জ্ঞান বিস্মৃতির হেতু নহে? ইহা কি গড্ডলিকা প্রবাহের মত "গুপ্ত" প্রীতির নিদর্শন নহে? আহো কি বিড়ম্বনা! আহো কি দুর্দৈব! যে রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণের আদর্শ বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণের অনুকরণীয় ছিল, যে রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যজন ব্রাহ্মণগণের কূটনীতিতে ও রাজা গণেশের আদেশে বাধ্য হইয়া পঞ্চাশোচী হইয়াও ব্রাহ্মণাচার ত্যাগ করেন নাই, যে রাঢ়ীয় বৈদ্যগোস্বামিগণ এইক্ষণও শত শত যজনব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরুর ও শিক্ষাগুরুর কার্য্য করিতেছেন, যে রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণের মধ্যে অদ্যাপিও শূদ্রাচার প্রবেশ করে নাই, যে রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ শিক্ষায়, দীক্ষায় আচারে, প্রতিষ্ঠায় ও কৌলীন্যে বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, যে রাঢ়ীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ অনাচারী ও সংস্কারভ্রষ্ট বলিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণের সহিত সম্মিলিত হইতে নারাজ ছিলেন, সেই রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ পদবী পরিবর্তনের (দত্তের স্থলে গুপ্ত লিখার) যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, যেইরূপভাবে সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, দত্তগুপ্ত নামান্তে লিখিয়া বা তদুল্লেখে আত্মপরিচয় দিয়া বিশ্বপূজ্য মহীয়সী জাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাঁহারা পিতামহ প্রপিতামহের স্বাক্ষরিত দলিল দস্তাবেজ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এইরূপ "সেন দাশ ও দত্তের পর "গুপ্ত" সংযোগ করার প্রথাটী আধুনিক প্রতীচ্য শিক্ষার মোহমরীচিকা হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে। যাহারা শূদ্রজাতি হইতে বিভিন্নতা প্রতিপাদনের জন্য বৈশ্যবর্ণাত্মক "গুপ্ত" আমদানী করিয়াছিলেন, তাঁহারা জাতিতত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

তাহা না হইলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জাতির বংশধরগণ বৈশ্যত্ব প্রমাণ করিতে চাহিবেন কেন? কেনই বা শূদ্রপ্রীতিতে ভরপুর হইয়া উঠিবেন! কেনই বা ব্যভিচারজ বলিয়া আত্মখ্যাপন করিতে যাইবেন?

হে বিশ্ব মঙ্গলময়। এই আত্মজ্ঞান বিমূঢ় বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণের প্রায়শ্চিত্ত ত এইক্ষণও হইল না, এখনও কি বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণের প্রতি তোমার করুণা হইবে না! জাতীয় জীবন গঠনের যুগেও কি তাহাদের প্রাণে জাত্যাত্মক জ্ঞানের অনুভূতি জন্মাইবেন না। হে কৃপাসিন্ধু! তাঁহাদের প্রতি কি তোমার কৃপা হইবেনা। তাঁহারা কি কৃপার পাত্র নহেন?

শ্রীখণ্ড ও বৈদ্য গোস্বামিগণ।

শ্রীবসন্তকুমার সেনশর্ম্মা বি এল, নোয়াখালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ গোস্বামিবংশাবতংস পূজ্যপাদ শ্রীল গোবর্দ্ধনানন্দ ঠাকুর তৎপ্রণীত "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিয়াছেন :-

"এই শ্রীখণ্ড গ্রামেই ঠাকুর শ্রীনরহরির জন্ম হয়। আমরা গুরুপরম্পরা শুনিয়া আসিতেছি যে, ঠাকুর নরহরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হয়েন। ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম। এই হিসাবে ধরিলে ১৪৮০।৮১ খ্রীষ্টাব্দে নরহরির জন্ম অনুমিত হয়। ইঁহার পিতার নাম নরনারায়ণ দেব ও মাতার নাম গোয়াদেবী। নরনারায়ণ দেব অতি সুপণ্ডিত ও ভক্তিমান্ ছিলেন। নরনারায়ণের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ ও কনিষ্ঠ নরহরি। মুকুন্দ নরহরি অপেক্ষা ৮।১০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। মুকুন্দ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষরূপ সুখ্যাতি লাভ করায় গৌড়নগরের তৎকালীন বাদ্‌শাহ তাঁহাকে লইয়া যান। ঠাকুর শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীনরহরি ভক্তিশাস্ত্রবিশারদ পিতার নিকট শৈশব হইতে ভক্তি ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে করিতে লালিত পালিত হওয়ায় উভয়েই অল্প বয়সে পরম ভগবত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুকুন্দ গৌড়নগরে গমন করিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই নরনারায়ণ দেবের মৃত্যু হয়। নরনারায়ণের অভাবে নরহরির সমস্ত ভার মুকুন্দের উপর পড়িল। মুকুন্দ ও নরহরি দুই সহোদরে প্রগাঢ় প্রণয় ও প্রাণে প্রাণে ভালবাসা ছিল। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। তবে কি করিবেন বাদ্‌শাহের আদেশ এবং সংসারের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় মুকুন্দকে বাধ্য হইয়া গৌড়ে যাইতে হইল। তবে যাইবার পূর্ব্বেই তিনি নরহরিকে অধ্যয়ন নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপে রাখিবার ও বাটীর অন্যান্য কার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

এদিকে নরহরি প্রখর বুদ্ধি বলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সুপণ্ডিত ও ভক্তি রসজ্ঞ হইয়া

লেন। দিবানিশি ভক্তসঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল এবং তাঁহার অঙ্গে নবানুরাগ প্রকাশ স্বেদ কম্পাদি অষ্ট সাত্ত্বিক চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনবরত অশ্রুপাত হইতেছে, কখন বা প্রেম মূর্চ্ছা হইতেছে, আর যেন কোন এক মহাপুরুষের সন্দর্শনের জন্য প্রাণ ধূ ধূ করিতেছে। যখন নরহরির চিত্তের এই অবস্থা, তখন তিনি একদিন সুরধুনীতীরে বেড়াইতে২ প্রাণের প্রাণ হৃদয় সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়াই বুঝিলেন এই মহাপুরুষই আমার অনুসন্ধানের বস্তু, নতুবা ইঁহার দর্শন মাত্র আমার প্রাণ সুশীতল হইল কেন? তখনই নরহরি শ্রীগৌরাঙ্গচরণে মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিলেন। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, ২—৪ পৃষ্ঠা।

শ্রীমন্মুকুন্দ ও নরহরি সরকার, ঠাকুর প্রমুখ ভগবদ্ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মিলন দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ও শ্রীগৌড়লীলার কিরূপ পুষ্টিসাধন হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব মাত্রই অবগত আছেন, আমরা যথাস্থানে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিব। বর্ণিত গ্রন্থের সংকলন মুকুন্দ ও নরহরি দুইভাই ছিল; বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় আমরা মাধব নামক ভ্রাতার অনুসন্ধান পাই এবং চন্দ্রপ্রভায় মাধব বিশ্বাসের বংশাবলীও সম্যক্ বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রপ্রভা, ৩৫৪—৩৫৫

বহু বৈষ্ণবগ্রন্থে এই দুইভাই এর বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। "ভক্তি রত্নাকর" নামক বৈষ্ণব-চন্দ্রপ্রভা বর্ণিত এই তিনভ্রাতার নামই লিখিত আছে:—

"ভাগ্যবন্ত নারায়ণ দাসের নন্দন।
মুকুন্দ, মাধব, নরহরি তিন জন।"

ভক্তি রত্নাকর, ১১শত বঙ্গ, ৭০৩ পৃষ্ঠা।

"শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব" গ্রন্থে আমরা জানিতে পারি, শ্রীমন্মুকুন্দ ও শ্রীনরহরির পিতার নাম "নরনারায়ণ" ছিল; ভরতমল্লিক নারায়ণ "উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা সম্প্রতি বৈষ্ণব জগতে চিরপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্মহাত্মা মুকুন্দ দাস, শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীকৃত শ্রীমন্মহাত্মা রঘুনন্দন গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়গণের বিবরণ যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থকে পবিত্র ও গৌরবান্বিত করিতেছি।

'অন্তরঙ্গ' নারায়ণ দাস সরকারের জ্যেষ্ঠপুত্র মুকুন্দ গৌড়ের বাদ্‌শাহ হোসেনশাহের রাজবৈদ্য ছিলেন। একদা মুকুন্দ বাদ্‌শাহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দেখিতে পান, রাজভৃত্য ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত চামর দ্বারা গৌড়েশ্বরকেব্যজন করিতেছেন। বাদ্‌শাহের সমীপস্থ উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া মুকুন্দ শিখিপুচ্ছ দর্শনে শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শিখিপুচ্ছধারী দ্বিভুজ মুরলীধরের চিন্তায় তন্ময় হইয়া ভাবাবেশে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে;—

"ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চ মুখ॥

ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম॥
বাহ্যে বৈদ্য হঞা করে রাজ সেবা।
অন্তরে নিগূঢ় প্রেম জানিবেক কেবা॥
একদিন ম্লেচ্ছ রাজা উচ্চ টুঙ্গীতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি।
রাজ শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি॥
শিখি পুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥
রাজার জ্ঞান রাজ বৈদ্যের হইল মরণ।
আপনি নামিয়া তবে করাইল চেতন॥
রাজা বলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁই।
মুকুন্দ বলে অতি বড় ব্যথা পাই নাই॥
রাজা বলে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ বলে রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহা বিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হইল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে॥

চতুর বাদশাহ মুকুন্দের শক্তি ও তন্ময়তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তদবধি তিনি মুকুন্দকে মহাসিদ্ধ জ্ঞানে অধিকতর সম্মান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীনরহরি ঠাকুরকে যে শ্লোকাষ্টক দ্বারা বন্দনা করিয়াছেন, তাহার চতুর্থশ্লোকে মুকুন্দের এই মূর্চ্ছা প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে:-

"যস্য ভ্রাতা সদসি মুকুন্দাখ্যঃ
মূর্চ্ছাদৃষ্ট্বা নৃপশিখিপুচ্ছম্।
তং বিদ্বাংসং সুমধুর ভাষং
বন্দে শ্রীল নরহরি দাসং।"

"যাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দ সভায় রাজার শিখিপুচ্ছ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, আমি সেই বিদ্বান্ ও সুমধুরভাষী শ্রীল নরহরি দাসকে বন্দনা করি।

রাজবৈদ্য মুকুন্দের এই ঘটনার অল্পকাল পরেই গৌড়নগর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এই বিষয়ে শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব "গ্রন্থের চতুর্থ সংখ্যায় যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

যখন শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীনরহরি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গে প্রেমানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, তখন একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিলেন যে, মুকুন্দ শ্রীখণ্ডে গিয়া বাস করুন এবং নরহরি এই প্রকারে আমার নিকট অবস্থান করুন। প্রভু আরও বলিলেন যে, নরহরি আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া সমগ্র গৌড় ভূমিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করুন এবং মুকুন্দ ভবিষ্যতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার নিমিত্ত বিবাহ করুন, কিন্তু উভয়ে পূর্ব্বে মনস্থ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা দুইজনেই আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গে পরমানন্দে দিন যাপন করিবেন। কিন্তু এক্ষণে প্রভুর এই আজ্ঞা শুনিয়া মুকুন্দের মুখ মলিন হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে করযোড়ে বলিলেন, প্রভো! আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়; কিন্তু এইরূপ কঠিন আজ্ঞা কেন করিলেন? সংসার করিব না বলিয়া সংকল্প করিয়া আপনার চরণপ্রান্তে আসিয়া শরণাগত হইয়াছি। প্রভু মুকুন্দের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিলেন, এবং বলিলেন, "মুকুন্দ, তুমি সংসার করিবে বটে কিন্তু তোমাকে সংসারী হইতে হইবে না। তোমার পত্নীর গর্ভে আমার স্বীকৃত পুত্র সাক্ষাৎ মদনাবতার শ্রীরঘুনন্দন জন্ম গ্রহণ করিবেন। অতএব তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। সেই জন্য বলি তুমি শ্রীখণ্ড যাও, তবে আমার বিরহে যখন অত্যন্ত কাতর হইবে। তখন আমি অবশ্যই তোমাকে দেখা দিব।*

আমি তোমাদের নিকট চিরকাল বাঁধা আছি। মুকুন্দ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, প্রভো! আর অধিক কথা বলিতে আমার সাহস হয় না। তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, নরহরি আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং আমার বিবাহ করিবার কাল অতীত হইয়াছে সেই জন্য বলি নরহরি বিবাহ করিলে কি এই কার্য্য সাধিত হইবে না? তদুত্তরে প্রভু বলিলেন, মুকুন্দ! আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তোমার পত্নীর গর্ভে আমার স্বীকৃত পুত্র জন্মিবেন। আর এক কথা এই যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিবাহ না করিলে কনিষ্ঠের বিবাহ বিধি বিরুদ্ধ। তবে তোমাকে আশ্রয় করিয়া যেই মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইবেন, তিনি নরহরি কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইবেন। প্রভু আরও বলিলেন যে, তোমার স্ত্রীলোক প্রতি অনুরাগ নাই, তাহা আমি জানি। তথাপি কোন এক মহৎ উদ্দেশ্য হেতু তোমাকে এ প্রকার আদেশ করিতেছি। এ বিবাহ জন্য কোন প্রকার চেষ্টাই করিতে হইবে না। তুমি শ্রীখণ্ড গমন করিলে, অল্প দিন মধ্যেই কন্যাপক্ষ স্বয়ং চেষ্টা করিয়াই তোমাকে স্ব-কুলোচিতা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যা সম্প্রদান করিবে। শীঘ্রই তুমি শ্রীখণ্ড গমন কর। মুকুন্দ তখন প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট, ভক্তগণের নিকট ও নরহরির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ

* মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক তদীয় 'চন্দ্রপ্রভা' নাম্নী কুলপঞ্জিতে বলিয়াছেন যে, নরহরি বেতর্ড নিবাসী ধন্বন্তরি বংশীয় গরুড়ধ্বজ সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার চারি কন্যা জন্মে।

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৫ পৃষ্ঠা।

বিরহে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীখণ্ড গমন করিতে উদ্যত হইলেন, এবং ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—ভাই নরহরি! এ জগতে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার অনুরাগ, যে অনুরাগ রজ্জুতে তুমি বৈকুণ্ঠ বিহারী পূর্ণভগবান শ্রীগৌরচন্দ্রকে চিরকালের জন্য হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছ।

ক্রমশঃ—

সেনহাটী বৈদ্যব্রাহ্মণের একখানি পত্র।

শ্রীজীতেন্দ্র নাথ দাশশর্ম্মা রায়।।
পোঃ সেনহাটী, দক্ষিণ পাড়া, খুলনা।

মাননীয় কবিরাজ মহাশয়,

আমি আপনার সঙ্কলিত ও প্রকাশিত "বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি" গ্রন্থখানি খুব ভাল ক'রেই প'ড়েছি এবং বৎসরাবধি "বৈদ্যপ্রতিভা"ও রীতিমত পাঠ করছি। নিজে এ পর্য্যন্ত আপনার নিকট কোনও পত্রাদি লিখি নাই। বৈদ্যজাতির শোচনীয় অবস্থা লিখ্‌বার যথেষ্টই আছে, খুব সত্যকথা যে, বৈদ্যজাতি চিরকালই বৈদ্য—এজাতি বৈশ্য বা শূদ্র নহে। যাহা হউক, যদি দিন পাই তবে লিখ্‌বার আশা রহিল।

আমি আপনার নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরিচিত হইলেও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বারা "বৈদ্যপ্রতিভার" গ্রাহক সূত্রে আপনার গুণগ্রাম ও মহত্ত্ব জ্ঞাত আছি। আপনার সময়ের মূল্য যথেষ্ট, তাই আপনার মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে ভয় হয়। কিন্তু বৎসর শেষ হয়ে গেল, এখন দেনা পাওনা হিসাব নিকাশের সময়, তাই আপনার প্রাপ্য সম্বৎসরের আনন্দ লহরী আপনাকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রদ্ধার সহিত উপহার দিতে হাত বাড়িয়াছি, আশা করি দীনের এ অঞ্জলী গ্রহণ ক'রে ধন্য কর্‌তে আপনার ন্যায় সদাশয়ের কৃপণতা আস্‌বে না।

বড়ই লজ্জার বিষয় ছিল পরিচয়টা দেওয়া নিয়ে, নামের শেষ বর্ণজ্ঞাপক "গুপ্তটা" ব'লেই যজনব্রাহ্মণ, যদি তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের দু'একখানা বই দেখে থাকেন, তবে তো কথাই নাই— এমন কি ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণজ্ঞানহীন কুকশ্বরত আমারও ঘৃণা ব্যক্তি হইতে আরম্ভ ক'রে ব্রাহ্মণেতর জাতি, পণ্ডিতই হউন আর মূর্খই হউন এই চিরবিধান বৈদ্যজাতির আভিজাত্য মূলে এমন একটা শ্লেষপূর্ণ ভাব দেখান, যাহাতে অমনি মনে করিয়ে দেয় সেই বৈশ্যবিদ্বেষ্টৃ-গণের কথিত 'মনু' মহাশয়ের নামের ছাপ দেওয়া "অম্বষ্ঠাঃজারজা বৈদ্যাঃ"। আর অমনি ঘৃণায় লজ্জায় মাথা হেট্ হ'য়ে আসে।.

শাস্ত্রজ্ঞানহীন আমি তখন জানিনি কোন্ মহাকুলে জন্ম নিয়ে কার ঈর্ষানলে আভিজাত্য আহুতি দিয়ে কোন স্বার্থপরের অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিজকে দূরে ফেলে পরের সামগ্রী বৈশ্যেরডালী মাথায়

নিয়ে ছিঃ "জারজা বৈদ্যাঃ" ভাবতে ভাবতে একটা জীবনের অর্দ্ধেক কাটিয়ে দিয়ে, জীবন্মৃত হ'য়ে আর যেন বৈদ্যবংশে জন্ম নিতে না হয় এই প্রার্থনা নিয়ে ভগবানকে ডাকছিলুম। তাই বুঝি ভগবান কানে শুনে আপনার ভিতর তার প্রেরণা পাঠিয়ে, আমার এবং আমার মত যা'রা মরমে ম'রেছিল তাদের জন্য অমৃতের ধারা,—আশারবাণী ঘোষণা ক'রে আবার বৈদ্যবংশে জন্ম নিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ ক'রে এই জীবনমধ্যাহ্নে চো'খের উপর হ'তে একটা তীব্র যাতনাময় সূচীভেদ্য জমাট অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে মহান্ সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে—তাই আমার আনন্দ!

পিতা পিতামহ যে ভুল নিয়ে চ'লে গেছেন, যে ভুল নিয়ে আমরাও যেতে ব'সেছিলেম, যে ভুল নিয়ে এখনও বহু বৈদ্যসন্তান হয়তো আমারই মত ছিঃ— "জারজা বৈদ্যাঃ" ভেবে ভেবে বৈদ্যমাতার দারুণ অভিশাপ মাথায় ক'রে, অবনতো বদন ক'রে তারই ইঙ্গিতে চল্‌ছেন তাদের ডেকে বলতে পারবো আর বৃথা 'জারজা' অপবাদ মাথায় ক'রে পরের কথায় বিশ্বাস ক'রে নিজের জ্ঞানদৃষ্টির লোপ ক'রে সমাজে মড়ার মত থাকতে হবে না। ওই দেখ অমৃতের ধারা ব'য়ে যাচ্ছে, এইবার প্রাণভরে পান কর-অমর হবে! —বলতে পারবো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তোমরা, শাস্ত্রনিয়ন্তা তোমরা, তোমরা কোন যাদুকরের যাদুদণ্ডস্পর্শে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে দার্পণতান্ত্রিকের পর পারে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ ওই দেখ জ্বলন্ত আখরে, জীবন্ত ভাষায় মহান সত্যের জ্যোতিঃতে দিগ্‌গুণ উদ্ভাসিত হচ্ছে, এইবার বে'ছে লও—দেখে নেও কে ব্রাহ্মণ কে বর্ণসঙ্কর'। বলতে পারবো যজনব্রাহ্মণ, এই জাতীয় জাগরণের দিনে আর তোমার ভেল্‌কি খাট্‌বে না। ঐ দেখ তোমার অত্যাচারের স্রোত সীমা অতিক্রম করে, পৃথিবীর সমস্ত জাতির জাগরণ এনে দিচ্ছে। একবার ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের দিকে চেয়ে দেখ, একবার বিবেকানন্দ, ভারাখ্যাপা ও ভোলানন্দ মহারাজের দিকে চেয়ে দেখ, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওই আকাশের মত উদার ব্রাহ্মণ্য নিয়ে জগৎকেই তার অধিকার দিয়ে সত্যের মহিমা ঘোষণা ক'চ্ছে। আর এদিকে চেয়ে দেখ আভিজাত্য গৌরবমণ্ডিত বৈদ্য ব্রাহ্মণ আজ ধূলোময়লা সব ঝেড়ে ফেলে দীপ্ততেজে ব্রাহ্মণ্যশক্তি জাগিয়ে নিয়ে, জগতের সমস্ত জাতিকে ব্রাহ্মণের মহান আদর্শ দেখিয়ে, বেদমাতার কৃপালাভে সমর্থ ক'রে পরমপিতা পরমেশ্বরের পদপ্রান্তে উপনীত হচ্ছে। আরও যত কথা বলতে পারবো এ পর্য্যন্ত যত কথা শুনেছি তার সুদে আসলে ফিরিয়ে দিয়ে নির্দ্দায়িক হ'তে পারবো। তাই আমার আনন্দ!!!

সুহৃৎ চট্টলে শ্যামের "প্রতিভার" সঙ্গে মহানগরী কলিকাতায় দীনেশের 'হিতৈষিণীর' সুর এক হয়ে দামামা নির্ঘোষে আজ জগতে মহাসত্যের বাণী ঘোষণা করে একটা বিপুল তোলপাড় সৃষ্টি করে তুলেছে। মানুষের শক্তি নাই, এ গতি রোধ ক'র্ত্তে এ স্রোত বন্ধ নিম্নে প্রবাহিত হ'য়ে সিন্ধুপ্লাবনে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—কি আনন্দ!! এ আনন্দধারা ক্রমে বর্দ্ধিত হবে—আনন্দকোলাহলের তুমুলধ্বনি ক্রমে আনন্দময়ের আনন্দ

মুখরিত ক'রে পরমানন্দের শীতল স্নিগ্ধ জ্যোতিতে জগতে পরম সত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে ব্রহ্মানন্দের মধুর আস্বাদনে মাতিয়ে তুলবে—তাই আমার আনন্দ!

এখনও যাঁদের চৈতন্য হয়নি, তাঁদের জাগরণের জন্য রাক্ষসী মায়ার হাত হ'তে উদ্ধার করবার জন্য যা'তে এই আনন্দ কোলাহল তুমুলতর হয় তাই বল ঋষি! জাতীয় জীবনকে মহানিদ্রার হাত হ'তে রক্ষা করার জন্য এই মহাযজ্ঞের আরম্ভ যাঁরা ক'রেগেছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইহজগতে নাই। স্বর্গে ব'সে তোমাকে শক্তি দিয়ে এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেখবার জন্য ঐ দেখ তোমার দিকে চে'য়ে আছেন। ধন্য তুমি মহাঋষি!—আর তোমার সহযোগী, সহকারী। তাঁরাও ধন্য!! ইতি—

বাখরগঞ্জ জিলার বৈদ্যগ্রামগুলির

(প্রতিবাদ)

(শ্রীসুখরঞ্জন সেনশর্ম্মা, সাহসপুর। পোঃ সাহসপুর ইদিলপুর, বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজ)।

বিগত আশ্বিন মাসের "বৈদ্য প্রতিভা" পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, মহোদয় বাখরগঞ্জ জিলার বৈদ্য গ্রামগুলির একটী তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ তালিকায় কয়েকটী সাধারণ ও কয়েকটী মারাত্মক ভুল রহিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেম বাবুর এবং "বৈদ্য প্রতিভার" মাননীয় পাঠকগণের অবগতির জন্য আমি ঐ ভুলগুলি সংশোধন করিয়া পাঠাইতেছি। আশা করি সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় ইহা পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রে মারাত্মক ভুলের কথাই উল্লেখ করিব।

১। মারাত্মক ভুলের কথা :—

বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত সাহসপুর ও লক্ষ্মীরদিয়া এই দুইটী বৈদ্য গ্রামকে হেমবাবু উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু ইহার একটী গ্রামও উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত নহে। সাহসপুর গ্রাম ইদিলপুর পরগণায় এবং লক্ষ্মীরদিয়া গ্রাম রাজনগর পরগণার অধীন।

ইদিলপুর পরগণাটী অতি বিস্তৃত। এই পরগণার কতক অংশ বরিশাল ও কতক অংশ ফরিদপুর জিলার অধীন। ইদিলপুর বলিলে সাধারণতঃ কেহ কেহ ফরিদপুরের অন্তর্গত ইদিলপুরই বুঝিয়া থাকেন; বাখরগঞ্জ জিলাতেও যে ইদিলপুরের বিদ্যমানতা আছে, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। অথচ বিস্তৃত ইদিলপুর পরগণার তিনভাগের দুইভাগ বরিশালের

এবং একভাগ মাত্র ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত। বরিশাল ও ফরিদপুর জিলার সৃষ্টির পূর্ব্বে সমগ্র ইদিলপুর পরগণা ঢাকা জিলার অন্তর্গত ছিল। তখন এই পরগণার কালেক্টরীর খাজানা ঢাকার কালেক্টরীতে জমা দিতে হইত। ১৮০১ খৃঃ অব্দে বরিশাল জিলার সৃষ্টি হইলে উক্ত পরগণার অধিকাংশ বরিশাল জিলার অন্তর্গত হয় এবং অল্প অংশ ঢাকা জিলার অধীন থাকিয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে ফরিদপুর জিলার সৃষ্টি হইলে শেষোক্ত অংশ ফরিদপুরের অন্তর্গত হয়। কলিকাতা নিবাসী ঠাকুরবংশীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর বরিশাল ও ফরিদপুর এই উভয় জিলার অধীন সমগ্র ইদিলপুর পরগণার জমিদার।

ইদিলপুর আমাদের এ অঞ্চলের বৈদ্যগণের প্রাচীন সাতাশ সমাজের অন্তর্গত একটী বৈদ্য সমাজ। পূর্ব্বে ইদিলপুরের অন্তর্গত বহুগ্রামে বৈদ্যের বসতি থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র সাহসপুর ভিন্ন সুবৃহৎ ইদিলপুর পরগণার আর কোনও গ্রামে বৈদ্যের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ইদিলপুরের যে অংশ বরিশালে পড়িয়াছে, সেই অংশে ছাড়া যে অংশ ফরিদপুরে পড়িয়াছে, তাহার কুত্রাপি যে বৈদ্যের নাম গন্ধ ও নাই, তাহা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বকালে ইদিলপুরের বহুগ্রামে বৈদ্যের বসতি ছিল; কালক্রমে কোন কোন গ্রাম মেঘনা নদের কুক্ষিগত হইয়াছে। এবং কোন কোন গ্রাম হইতে নানা কারণে বৈদ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। যৎকালে সমাজে কঠোর কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন অর্থাভাব প্রযুক্ত স্ব-সমাজে বিবাহ করিতে না পারিয়া এই পরগণার কত বৈদ্য যে অন্য সমাজে চলিয়া গিয়াছেন, কত বৈদ্য যে জাত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কত বৈদ্য যে চিরকুমার থাকিয়া নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর।

প্রাচীন সাতাশ সমাজের অন্তর্গত ইদিলপুর সমাজে বর্ত্তমানে বৈদ্য নাই, কেহ কেহ এইরূপ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। এমন কি,—খ্যাতনামা বেদাচার্য্য পণ্ডিত ৺উমেশচন্দ্র দাশ শর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয়ও উক্ত ভ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনিও তাঁহার "জাতিতত্ত্ব বারিধি" নামক মহাগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইদিলপুর সমাজে এখন আর বৈদ্য নাই। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে পণ্ডিত প্রবর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ঘটিয়াছিল। আমি তাঁহার প্রবর্ত্তিত "মন্বাদমালা" পত্রের একজন লেখক ছিলাম। তিনিও আমাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইদিলপুরসমাজে বৈদ্য আছে; পরন্তু ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত সাহসপুর গ্রাম নিবাসী আমরাই ঐ সমাজের লোক,—এই বার্ত্তা তাঁহাকে জানাইলে তিনি তাঁহার ভুল স্বীকার করেন এবং জাতিতত্ত্ব বারিধির ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই মারাত্মক ভুল সংশোধন করিয়া দিবেন বলিয়া আশা দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যারত্ন মহাশয় আর ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী-গণের মধ্যে যদি কেহ ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন, আশা করি, তিনি ঐ ভুল সংশোধন পূর্ব্বক ইদিলপুর সমাজের অন্তর্গত সাহসপুর গ্রামে বৈদ্য আছেন,—ইহা প্রকাশ

করিয়া পুস্তক নির্ভুল করিতে যত্নবান হইবেন। ইদিলপুর পরগণার যে অংশ ফরিদপুরের অন্তর্গত, সেই অংশে বৈদ্যের বসতি নাই। সম্ভবতঃ এজন্যই ইদিলপুরে বৈদ্য নাই বলিয়া অনেকে ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু সাহসপুর লক্ষীরদিয়াকে কেন যে উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহার কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইদিলপুর ও উত্তর সাহাবাজপুর পরস্পর সংলগ্ন পরগণা। সম্ভবতঃ ইহাই হেমবাবুর ভ্রমের কারণ। কিন্তু ইদিলপুরের অন্তর্গত সাহসপুর গ্রামকে উত্তর সাহাবাজপুরের অন্তর্গত বলিলে ইদিলপুর সমাজের অবমাননা করা হয়। যেহেতু ইদিলপুর বৈদ্যজাতির প্রাচীন সাতাশ সমাজের অন্তর্গত একটী সমাজ। কিন্তু উত্তর সাহাবাজপুর প্রাচীন সাতাশসমাজের অন্তর্গত নহে। পরন্তু যৎকালে বৈদ্যের ঐ সাতাশসমাজ গঠিত হয়, তৎকালে উত্তর সাহাবাজপুরে বৈদ্যের অস্তিত্ব ত দূরের কথা, মনুষ্যের বসতির যোগ্য ছিল কিনা সন্দেহ। সাতাশসমাজ সৃষ্টির বহুকাল পরে স্থানান্তর হইতে অতিঅল্প সংখ্যক বৈদ্য আসিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। (১) উত্তর সাহাবাজপুর অপেক্ষা ইদিলপুরে বৈদ্যের সংখ্যা বরাবরই অধিক ছিল এবং বর্ত্তমানেও অধিকই আছে।

প্রতাপ মল্ল—ভরদ্বাজগোত্র দাশ। কলিকাশী—ভরদ্বাজগোত্রের দাশ। বাউকাঠী—মৌদ্গল্য গোত্র বৃহস্পতি দাশ উপাধি—মহলানবীশ। রণসতী—শক্তিগোত্র মহাব্রতসেন, মৌদ্গল্যগোত্র পাতিদাশ। বেলদাখান—গুপ্ত। বেউথির—শক্তিগোত্র সেন। বিকনা— ধন্বন্তরি উচলিসেন, মৌদ্গল্যগোত্র দাশ। বনমাইল—শক্তিগোত্র শৃগালসেন।

কয়রা—শক্তিগোত্র শিয়ালসেন। মৌদ্গল্যগোত্র নয়দাশ, কাশ্যপগোত্র—কায়ুগুপ্ত, অশ্বগুপ্ত ভরদাশ এবং ধর নাই।

তেওলা—ভরদ্বাজগোত্র দাশ। অভয়নীল—এখানে বৈদ্য নাই। সরমঙ্গল—কাশ্যপগোত্র কায়ুগুপ্ত। মৌদ্গল্যগোত্র কার্ণদাশ। মৌদ্গল্যগোত্র অরবিন্দ দাশ নাই।

সিদ্ধকাঠী—দত্ত আছে। ভাটীয়া—ভরদ্বাজগোত্র দাশ। জয়রতপুর—ধন্বন্তরিগোত্র সেন গৈলা—মৌদ্গল্যগোত্র কার্ণদাশ।

লক্ষীবদিয়া—এই সম্বন্ধেও পূর্ব্বেই বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। পোঃ সাহসপুর। দাদপুর—উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার অধীন গ্রাম। এখানে কাশ্যপগোত্রের অশ্বগুপ্ত ছাড়া অন্য: কোন গোত্রের বৈদ্য নাই। অন্য দুইঘর বৈদ্য একঘর ধন্বন্তরি আদিত্য (শোনা যায়, এই বংশ এক সময়ে নির্ব্বংশ হইতে চলিলে নোয়াখালী হইতে পোষ্য আনিয়া বংশ রক্ষা করেন। সত্য মিথ্যা জানি না।) একঘর উচলি। এই দুইঘর বৈদ্য উক্ত পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর নিবাসী; দাদপুরবাসী নহেন। দাদপুরবাসী উক্ত অশ্বগুপ্ত বংশীয় রজনীকান্ত

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উত্তর সাহাবাজপুরে বৈদ্য আগমনের ইতিহাস "বাসুদেবের মঠ" প্রবন্ধ (পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত) পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। লেখক

রায় চৌধুরী স্থানীয় প্রবলপরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন, সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার খাতপুত্র শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী একণে সমস্ত জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

হেমবাবু তাঁহার তালিকায় মান্দারতলী, আনোয়ার এবং শোনায় বলিয়া যে তিনটী গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ঐ গ্রামগুলির প্রকৃত নাম নহে। ঐ গুলির নাম—মাদারকাটী (মান্দারতলী নহে), আওসার (আনোয়ার নহে) এবং সোণাহার (শোনায় নহে)। বলাবাহুল্য যে, এই বৈদ্যগ্রামগুলিও পিরোজপুর মহকুমার অধীন এবং এই গ্রামগুলি গুলিশাকোটা গ্রামের অন্তর্গত।

কলসগ্রাম—ধন্বন্তরি উচিনিসেন। হরিণাহাট—ধন্বন্তরি রামের সন্তান বিনায়ক সেন। পাটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম্ কলসকাঠীর অন্তর্গত গাড়ুরিয়া গ্রামে একঘর বৈদ্য আছেন। প্রথমতঃ চিকিৎসা ব্যবসায় উপলক্ষে ঐ গ্রামে যাইয়া বাস করিলেও উহাঁরা বহু বৎসর যাবৎ ঐ গ্রামেরই বাসেন্দা হইয়া গিয়াছেন। উহাঁরা শক্তিগোত্র ছিলেন।

বাখরগঞ্জ জিলায় ভোলা বা দক্ষিণ সাহাবাজপুর মহকুমায় কোনও বৈদ্য নাই। মুষ্টিমেয় কয়েকঘর সৎ শূদ্র ছাড়া ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনও ভদ্র হিন্দু উক্ত মহকুমায় নাই।

হেমবাবু বাখরগঞ্জ জিলার বৈদ্যগ্রামগুলির যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দুই একটী ক্ষুদ্র বৈদ্যগ্রামের নাম বাদ পড়িয়াছে, যথা—মহিলা, বেজাহার ইত্যাদি।

আশা করি, হেমবাবু বঙ্গদেশের জেলাসমূহের বৈদ্যগ্রামগুলির তালিকা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিবেন এবং প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক গ্রামের (যে সমস্ত গ্রামে বৈদ্যবাসেন্দা আছে) বৈদ্য মহোদয়গণ এই বিষয়ে সাহায্য করিতে ভুলিবেন না। নিম্নলিখিতরূপে সাহায্য করিলেই যেন ভাল হয়।

কোন্ গোত্র, কাহার সন্তান, কোন বংশ, কত ঘর, কোন পোঃ আঃ উদাহরণ—যেমন, ধন্বন্তরি গোত্র রামের সন্তান—বিনায়ক সেন ১৫ ঘর বৈদ্যব্রাহ্মণ, পোঃ আঃ সাহসপুর।

উত্তর সাহাবাজপুরে বর্ত্তমান সময়ে ধন্বন্তরি আদিত্য একঘর (স্থানান্তর হইতে আগত), উচিনী একঘর এবং কাশ্যপগোত্র অশ্বগুপ্ত দুইঘর, এই চারিঘর মাত্র বৈদ্য আছেন। কিন্তু ইদিলপুরের অন্তর্গত সাহসপুরে বৈদ্য সংখ্যা উহা অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহাদের মধ্যে ধন্বন্তরি গোত্র রামের সন্তান বিনায়ক সেনরাই বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী; পরন্তু সংখ্যানুপাতেও ইহারাই অধিক। এই বংশে আমার প্রপিতামহ মহামহোপাধ্যায়কল্প পণ্ডিত ও ধন্বন্তরি তুল্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য রূপচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহোদয় জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের এই বংশের অশেষ গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। (১) ইঁহারা ভিন্ন শক্তিগোত্র বরুণ সেন, কাশ্যপগোত্র ত্রিপুরগুপ্ত, মৌদগল্যগোত্র মঙ্গলানন্দদাশ ও পাহিদাশ, ভরদ্বাজগোত্র দাশ, কৃষ্ণাত্রেয়গোত্র দত্ত, (২)

(১) তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। লেখক।

(২) জামদগ্ন্য গোত্রের ঘর।

শক্তিগোত্র শিবানসেন ইত্যাদি আছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ খুলনা জেলার অন্তর্গত ভট্টপ্রতাপ হইতে একঘর বিষ্ণুদাশ এবং বরিশাল জেলার অন্তর্গত সিদ্ধকাটী হইতে একঘর শক্তিগোত্রের চিন্তু সেনও এখানে আসিয়া স্থায়ীরূপে বাস করিতেছেন।

লক্ষীবর্দিয়া গ্রামকে ও হেমবাবু উত্তর সাহাবাজপুরের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষীরদিয়া যে রাজনগর পরগণার অন্তর্গত, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে লক্ষীরদিয়া গ্রামে দত্তবংশীয় ৺শিব প্রসাদ রায় নামক একজন বৈদ্য জমিদার ছিলেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী ও উত্তরাধিকারিগণ অনেক দিন হয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা ২০।২৫ বৎসর গত হইল মেঘনার কুক্ষিগত হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত শিবপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সঙ্গে মহারাজা রাজবল্লভের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। শিবপ্রসাদ রায় মহাশয়ের জ্ঞাতিগণ এখন ইদিলপুরের অন্তর্গত সাহসপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট জমিদার শিবপ্রসাদ রায় মহাশয়ের যে সকল প্রাচীন দলিল পত্র আছে, তাহাতে লক্ষীরদিয়া গ্রামের বিষয়—'পরগণে রাজগণ, তপ্পে লক্ষীরদিয়া' এইরূপ উল্লিখিত আছে। লক্ষীরদিয়া ভিন্ন উহার নিকটবর্ত্তী কাশীবগা, বল্লভপুর প্রভৃতি আরও কয়েক খানা বৈদ্যগ্রাম রাজনগর পরগণার অন্তর্গত ছিল; কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রামই এক্ষণে মেঘনা গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল গ্রামবাসী বৈদ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সাহসপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেহবা স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।

২। ক্ষুদ্র ভুলের কথা :—

বরিশাল জেলার চারিটী মহকুমার মধ্যে অধিকাংশ বৈদ্য গ্রামই যে সদর মহকুমার অন্তর্গত, ইহা সত্য বটে; কিন্তু পিরোজপুর এবং পটুয়াখালী মহকুমাতে ও বৈদ্য আছেন। পিরোজপুর মহকুমার অধিনে খালিশাকোটা গ্রাম সমধিক প্রসিদ্ধ। বরিশাল জেলায় গৈলা গ্রামের নিম্নেই বৈদ্যের সংখ্যাধিক্যে খালিশাকোটা স্থান পাইতে পারে। মৌদ্গল্যগোত্র মন্নদাশ বংশীয় খালিশাকোটার রায় মহাশয়েরা বিশেষ সম্মানিত এবং গ্রামের অতি প্রাচীন বাসেন্দা। এই বংশে অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও কবিরাজ জন্ম গ্রহণ করিয়া বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বরিশাল জিলার বিখ্যাত কবিরাজ ৺পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় এই বংশোদ্ভব ছিলেন। (১) গৈলা গ্রামের ন্যায় এই খলিশাকোটা গ্রামেও একটী সংস্কৃতকলেজ বর্ত্তমান আছে।

হেমবাবু তাহার তালিকায় অধুনা গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন অথচ সেখানে বৈদ্য আছে কিনা তাহা লেখেন নাই। এরূপ অনেক স্থলেই বোধ হয়, অনুসন্ধানের অভাবে ভ্রম প্রবাদ রহিয়া গিয়াছে। আমি যে সমস্ত গ্রাম সম্বন্ধে যাহা জানি এস্থলে তাহা পত্রস্থ করিলাম।

(১) বর্ত্তমানে বরিশাল জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সাহসপুর নিবাসী ধন্বন্তরি রায়ের সন্তান বিনায়ক সেন কবিভূষণোপাধিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভরনাথ সেন শর্ম্মা মহাশয়। ইনি এক্ষণে বরিশাল সহরেই চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন

গ্রাম আঁধুনা—শক্তিগোত্র সেন। নলচিরা—মৌদ্গল্যগোত্র নরনাথ।
হেমবাবু শিঙ্গা (পোঃ বাটাজোর) বলিয়া একটী বৈদ্য গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার নাম শিঙ্গা নহে—শিকা। এই গ্রাম বৈদ্য প্রধান চন্দ্রহার গ্রামের অন্তর্গত।

কুন্দিহার বা কুণ্ডহার পিরোজপুর মহকুমার অধীন। এই গ্রামবাসী বৈদ্যগণের মধ্যে কুণ্ড উপাধিধারী বৈদ্যগণই সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহারা কুণ্ড উপাধি লজ্জাজনক মনে করিয়া "দাশ" উপাধি ধারণ করিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদের বেদত্ব।

(শ্রীসুরেন্দ্র প্রসাদ সেনশর্ম্মা নিরাগী চক্রবর্ত্তী, বি, এ,)
পোঃ জামালপুর জিলা ময়মনসিংহ।

অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয় বেদ হিন্দুর নিত্যউপাস্য বস্তু। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য যিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন তাঁহাকে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে—যিনি করিবেন না তিনি নাস্তিক পদবাচ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিয়াও যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিবেন, তিনি "আস্তিক;" আর ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া যিনি বেদকে উড়াইয়া দিবেন তিনি নাস্তিক। বেদই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল—পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রামাণ্য বেদরূপ মূল প্রমাণের অপেক্ষা করে। এই বেদের অধ্যয়ন ও তদর্থ জ্ঞান ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণোধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গোবেদোহধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ"—ব্রাহ্মণ কোন কারণ অপেক্ষা না করিয়া ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিবেন ও তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবেন; তাহাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

এই যে ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ অধ্যয়ন ও তদর্থ জ্ঞানের আদেশ হইল ইহা কি একখানি বেদের অধ্যয়ন, না বহু বেদের অধ্যয়ন? বেদ কয়খানি? কেহ কেহ বলেন বেদ তিনখানি— ঋক্, যজুঃ ও সাম—কারণ, বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হয়। অপর পক্ষের মত অথর্ব্ববেদ সহ বেদ চারিখানি। যাঁহারা বেদ তিনখানি বলেন, তাঁহারা অথর্ব্ববেদের বেদত্ব স্বীকার করেন না। অথর্ব্ববেদের বেদত্ব প্রতিপাদনই, আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়।

ভাষা ও ভাবের ক্রমবিকাশ স্বীকার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক সাহিত্যের তিনটী কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সংহিতাকাল, ব্রাহ্মণকাল, ও সূত্রকাল। তন্মধ্যে সংহিতা গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তৎপর ব্রাহ্মণগ্রন্থ, তৎপর সূত্রগ্রন্থ। ইহার মধ্যে আবার ঋগ্বেদ সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। Earliest literary monument of the Indo-European race. তাঁহাদের মতে অথর্ব্বসংহিতা অর্ব্বাচীন, কারণ ঋগ্বেদে অথর্ব্বসংহিতার উল্লেখ নাই। তবে অথর্ব্ববেদের বেদত্ব উপনিষদ্ ও সূত্রাদির যুগে হইয়াছিল।

আমাদের দেশেও একদল লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, অথর্ব্বসংহিতার মারণ, উচাটন, বশীকরণ আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি আছে এবং যজ্ঞাদিতে অথর্ব্ববেদের যখন সেরূপ উপযোগীতা দেখা যায় না এবং অধিকাংশ স্থলে যখন 'ত্রয়ী' শব্দের গ্রহণ হইয়াছে, তখন অথর্ব্ববেদের বেদত্ব স্বীকার করা চলে না।

আপত্তিকারিদিগের যুক্তি নিম্নে উত্থাপিত করা গেল এবং তাঁহাদের আপত্তির উত্তর ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা উত্থাপিত করা হইবে।

১। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ঋক্, সাম ও যজুর কথা পাওয়া যায়, অথর্ব্বের কোন উল্লেখ নাই। যথা:—

ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥ ঋক্ সংহিতা ১০।৯০।৯

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম, যজু ও ছন্দ সকলের উৎপত্তি হইল।

২। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে:— "ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি"—বিদ্যা তিনপ্রকার অথবা বিদ্যার অবয়ব তিনটী ঋক্, যজু ও সাম।

৩। ছান্দোগ্য উপনিষদেও বিদ্যাকে ত্রয়ী বলা হইয়াছে—"দেবা বৈ মৃত্যোর্ব্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রবিশন্" ছাঃ উঃ ১।৪'২

৪। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন:—

"অগ্নি বায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।

দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋক্ যজুঃ সামলক্ষণম্॥

অগ্নি বায়ু ও আদিত্য হইতে প্রজাপতি যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য তিনবেদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান তিনবেদের কথা বলিয়াছেন:—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।"

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥" গীতা ৯।১৭

"আমিই এই জগতের পিতা ও মাতা, বিধাতা ও পিতামহ, আমিই বেদ্য ও পবিত্র বস্তু এবং আমিই ওঁকার ও ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ।" (কৃষ্ণানন্দ)

৬। অমরকোষাদি বহু লৌকিক গ্রন্থে 'ত্রয়ী' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, যদি বেদ তিনখানিই না হইবে তবে ত্রয়ী শব্দের 'লৌকিক' সাহিত্যে ব্যবহার কেন?

একটু অভিনিবেশ সহকারে আপত্তিকারিগণের উল্লিখিত উক্তি গুলি বিচার করিয়া দেখিলে ও শাস্ত্র হইতে অন্যান্য প্রমাণ উপস্থিত করিলে উহাদের অসারতা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

১। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে 'ঋচঃ' 'সামানি' ও যজুঃ এই তিনটী পদদ্বারা সংহিতাত্রয় বা বেদত্রয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে বলা চলে না। যদি তাহাই শ্রুতির অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে ভাষ্যকার শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য 'ঋচঃ' পদের ব্যাখ্যায় 'ঋগ্বেদঃ' 'সামানি'

পদের ব্যাখ্যায় 'সামবেদঃ,' ও 'যজুঃ' পদের ব্যাখ্যায় যজুর্বেদঃ লিখিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না লিখিয়া পদ তিনটী যেরূপ ভাবে মন্ত্রে আছে, ভাষ্যে অবিকল সেইরূপ ভাবে লিখিয়াছেন; তাহাদের কোন অর্থ প্রদান করেন নাই। অতএব ঋচঃ, সামানি, যজুঃ ইহাদের সামান্য অর্থ ধরিতে হইবে। ঋক্‌শব্দের অর্থ:—

"যঃ কশ্চিৎ পাদবান্ মন্ত্রোযুক্তশ্চাক্ষর সম্পদা।
স্বরযুক্তোঽবসানে ন তামৃচং প্রতিজানতে॥"
যজুর্‌ক্‌প্রাতিশাখ্য ভাষ্যে উবটাচার্য্যধৃত বচন।

অর্থাৎ যে কোন পাদবান্ মন্ত্র অক্ষরসম্পদ দ্বারা যুক্ত ও অবসানে স্বরযুক্ত তাহাকে ঋক বলা হয়। ইংরাজিতে যাহাকে verse বলা হয়, তাহাই ঋক্।

সাম শব্দের অর্থ:— "গীতিষু সামাখ্যা" রৈরূপ রথন্তর শাক্কর্য্য প্রভৃতি সুরসমন্বিত যে ঋক্‌মন্ত্র গানার্থ প্রযুক্ত হয় তাহাকে সাম বলা হয়।

আর যজ্ঞ প্রয়োগার্হ গদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম যজুঃ "যজুর্যজতেঃ",— যাস্ক। বৈদিক মন্ত্র সাহিত্য আলোচনা করিলে পদ্যাত্মক মন্ত্র ব্যতীত চতুর্থ প্রকারের মন্ত্র দেখা যায় না। কাজেই বেদের নাম 'ত্রয়ী' অথর্ব্ববেদ ঋগ্‌লক্ষণযুক্ত মন্ত্রের প্রাচুর্য্য হেতু অথর্ব্ববেদ ঋগ্‌মন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই পুরুষসূক্তে অথর্ব্ববেদের আর পৃথক্ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা ছিলনা বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। ঋচঃ পদ দ্বারা অথর্ব্বের ও গ্রহণ হইয়াছে। কাজেই অথর্ব্ববেদ ত্রয়ী বহির্ভূত নহে। ক্রমশঃ —

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের পত্র।

(১৩৩১ শালের "বৈদ্য-হিতৈষিণী"র ফাল্গুন সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।)

বঙ্গদেশের অতি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-শিরোমণি কাব্যস্মৃতি দর্শনাদি গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষা সমূহের সম্পাদক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পত্র।

শ্রীহরিঃ ৫ নং বিশ্বকোষ লেন বাগবাজার
শরণম্- কলিকাতা, ৭ই ফাল্গুন ১৩৩১ সাল।

অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী
মহাশয় সুচরিতেষু—

ভবাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষঃ —

ভবৎ প্রেরিত বৈদ্যপ্রবোধিনী নাম্নী পুস্তিকাপাঠে আমারও বৈদ্যসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহ দূরীভূত হইল। বৈদ্য যে মন্বাদিপ্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতীয় নহে, পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এতদ্ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ আপনাদের উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী

ও যুক্তিসঙ্গত অখণ্ডনীয় বলিয়াই আমার হৃদ্গত হইল। বৈদ্যগণ চিরংকাল যাবৎ গুপ্তান্ত উপাধি ও পক্ষাশৌচ পালন করিয়া যে তাঁহাদের পিতৃকার্য্যাদি পণ্ড করিয়াছেন তাহাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সুখের বিষয় এই যে, উপাধি বিপর্যায় বা অশৌচ কাল বর্দ্ধন, প্রায়শ্চিত্তার্হরূপে কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। তথাপি "শর্ম্মবর্ম্মাদিকেকার্য্যমিত্যাদি" এবং "নবর্দ্ধয়েদঘাহানি" ইত্যাদি শাস্ত্র ব্যবস্থার অপালনে প্রত্যবায় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতাবতা আপনাদিগের শর্ম্মান্ত উপাধি গ্রহণ ও দশাহ অশৌচ পালন আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। অপিচ ইহাও আশাকরি যে, সকল শাস্ত্রজ্ঞ সদ্‌ব্রাহ্মণই অচিরে আপনাদের স্বধর্ম্ম পালনে সহায়তা করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা সম্যক্ পালন করিবেন।

শ্রীদক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ, কলিকাতা পণ্ডিত সভার সম্পাদক।

রাঢ়ীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের আচারনিষ্ঠা।

১৩৩১ সালের "বৈদ্য-হিতৈষিণীর ফাল্গুন সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

জাতীয় সংবাদ।

১। গত ১৮ই ফাল্গুন হালি সহর (অধুনা জামালপুর মুঙ্গের) নিবাসী শ্রীযুক্ত রামশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্ল কুমার সেনশর্ম্মার শুভ-বিবাহ সাহেবগঞ্জ প্রবাসী শ্রীযুক্ত দৈবকী প্রসন্ন রায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতীলক্ষ্মীবালা দেবীর সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২। গত ২৬ ফাল্গুন বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ড নিবাসী ৺কৃষ্ণলাল মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ কামাখ্যাচরণ মজুমদারের সহিত সাতশৈকা—বামনা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক (সেনশর্ম্মা) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ মল্লিকের কন্যা শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবীর সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

গত ১৭ই ফাল্গুন কড়ুই নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বরাটের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মার কন্যার সহিত কাশীয়াড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মার শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে।

৪। গত ২৭শে ফাল্গুন অরঙ্গাবাদ মহরপার নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত শ্রীখণ্ড বিবেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান হরগোবিন্দ সেনশর্ম্মার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ কবিরাজ মহাশয় মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ হইতে দিয়াছিলেন। সকল বিবাহেতেই কুলপুরোহিতেরা শর্ম্মান্ত সংকল্পে কার্য্য করিয়াছিলেন।

ব্রাত্যের উপনয়নের দিন।

১৩৩১ বৈদ্যাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "বৈদ্যপ্রতিভা"র ২৮৫ পৃষ্ঠায় উপনয়নের কালাকাল বিচার ব্রাত্যের জন্য নহে" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিপাদন করিয়াছি, ব্রাত্যগণের অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ১৫ বৎসর তিনমাস বয়স যাহাদের উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে উপবীত গ্রহণের জন্য কোন রূপ কালাকাল বিচারের আবশ্যক করে না। এমন কি অনধ্যায়ে, দক্ষিণায়নে ও কৃষ্ণপক্ষেও প্রায়শ্চিত্তরূপ উপনয়ন হইতে পারে। গর্গ, কাত্যায়ন ও দক্ষ প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে স্থানে নৈমিত্তিক কার্য্যকর্ম্মের আবশ্যক হয়, তথায় কোনরূপ কালাকালের বিচারের আবশ্যক করে না। আমরা ব্রাত্য বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে জ্ঞাপন করিতেছি ১১।১৪।২০ শে বৈশাখ উপনয়নের বিশুদ্ধ দিন আছে। অকালের বাধা না হইলে পঞ্জিকাকারগণ ঐসব দিনে উপনয়নের দিন নির্ণয় করিতেন, বার, তিথি, নক্ষত্র যোগ প্রভৃতিগত কোন দোষ নাই। আশাকরি ব্রাত্য—বৈদ্যগণ অকালের আপত্তি উত্থাপন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে আর বিলম্ব করিবেন না। অনুপনীত অবস্থায় যে সমস্ত দৈবপৈত্র কার্য্য করা যায়, তাহা যে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হয়না। আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বৈদ্যপ্রতিভায়' বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হইবে।

সৌভাগ্য।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী, উকিল পটীয়া।

প্রমত্ত বিষয় রসে মন।
ফিরাইয়া আন তারে, আত্মারামে কর সমর্পণ
আত্মা সর্ব্ব প্রীতির নিধান।
মুখ্যতার; আর সব বহিরঙ্গ; গৌণ উপাদান।
বিশ্ব যবে পায়নি প্রকাশ,
আত্মা ব্যতিরিক্ত কোন নাহি ছিল সত্ত্বার আভাস।
সৃষ্টির পরেও দেখি তাহা;
আত্মা শুধু বিশ্ব মাঝে, ওতপ্রোত রহিয়াছে আহা!
বিশ্বের বিলয় হয়ে গেলে,
আত্মা নিরপেক্ষ সত্ত্বা, না রহিবে ভুবন মণ্ডলে।
তাই বলি করহ সাধনা.

আত্মা দরশন তরে, কর কর অভ্যাস যোজনা।
অবিরাম অভ্যাসের বশে,
পূর্ব্ব ধারা বিসর্জ্জন করি, আসিবে ইন্দ্রিয়গণ বশে।
ব্রহ্ম ভিন্ন নাহি পদার্থের—
অন্য সত্ত্বা, অন্য উপাদান।
এক প্রাণ এক মনে শুধু, কর কর ব্রহ্মের সন্ধান।
এ চারু বিচিত্র বিশ্বে দেখ,
পঞ্চ রঙ্গে বিবিধ্য তোমারে।
কত ভোগ নিত্য নিত্য তোমা, প্রদান করিছে নির্ব্বিচারে।
শুধু প্রাণ শুধু প্রাণ তব,
বিশাল বিরাট রূপ ধরি।
বহুরূপী বহুসাজ নিয়া, এ জগতে খেলিছ চাতুরী॥
কেন এই খেলা অন্তহীন।
কেমনে বুঝিবে তুমি দীন।
বুঝিবার অভ্যাস করিয়া, বোধাতীতে হ'য়ে যাও লীন॥
আজি যাহা অনায়ত্ত তব
কালে তাহা আয়ত্বে আসিবে।
অভ্যাসেতে যত অসম্ভব, সহজ সুগম সম্ভবিবে।
হৃদি মাঝে যে সম্পদ তব,
চিনিলে সে পরম রতন,
মোহ মুগ্ধ নরপতি নহে, তব সম সৌভাগ্য ভাজন।

নয়াপাড়াগ্রামে চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সফলতা।

শ্রীহর্ষ্যকুমার সেনশর্ম্মা বি, এ, হেড্মাষ্টার পটীয়া হাইস্কুল।

নয়াপাড়া চট্টগ্রামের এক বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রধান বর্দ্ধিষ্ণুগ্রাম। অমরকবি বৈদ্যব্রাহ্মণ কুলতিলক ৺নবীনচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়া নয়াপাড়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিশেষতঃ বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের তীর্থস্থান। চট্টগ্রামের বৈদ্য বংশীয় বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীর বংশধরগণ বহুপুরুষ যাবৎ ধনে, মানে, আভিজাত্যে ও বংশের প্রাচীন কীর্ত্তিতে চট্টগ্রামে সমধিক সম্মানিত। বৈদ্যপ্রতিভার সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে, অর্থব্যয়ে

ও শাস্ত্রাদির গবেষণার সমস্ত বঙ্গের বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে এক নূতন জীবন ও মহোৎসাহ সঞ্চার করিয়া থাকিলেও, এই পর্যান্ত নয়াপাড়া গ্রামের অধিকাংশ বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ এই জাতীয় আন্দোলনে আশানুরূপ উৎসাহ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এইবার নয়াপাড়া গ্রামের বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজপতিগণ তাঁহাদের বহুকালের অবসাদ ও গ্লানি পরিত্যাগ করিয়া নূতন উৎসাহে ও নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়া 'নয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজী স্কুলগৃহে বিগত ২৮শে চৈত্র শনিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় এক মহতী সভা আহ্বান করেন। আহ্বানকারী মহোদয়গণের মধ্যে জমিদার ও দক্ষিণ রাউজান মুন্সেফী আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় বিএল, শ্রীযুক্ত প্রবীনচন্দ্র রায়, জজের উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বিএল, জমিদার শ্রীযুক্ত কমলকুমার রায়, অনারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার রায়, মার্চেন্ট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেনশর্ম্মা প্রভৃতি মহানুভবগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

তাঁহারা যে নিমন্ত্রণপত্র দ্বারা বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে সাদরে আহ্বান করেন, সেই নিমন্ত্রণ পত্রে (১) বৈদ্যজাতির স্বরূপ নির্ণয়। (২) বহু পুরুষ পরম্পরা অনুপনীত বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণ যে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ। (৩) বৈদ্যব্রাহ্মণদের শাস্ত্রোক্ত আচার ও সংজ্ঞা নিরূপণ। (৪) নিখিল বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে একীকরণ ও সদ্ভাব স্থাপনের উপায় নির্দ্ধারণ। (৫) উপনয়নের কালাকাল বিচার ব্রাত্যের জন্য নহে। (৬) শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ৮টি আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ ছিল।

বিগত ২৪শে চৈত্র মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর কার্য্যালয়ে কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে নয়াপাড়া বৈদ্যব্রাহ্মণগণের পক্ষে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় নয়াপাড়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে যোগদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত প্রবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের বিশেষ যত্ন চেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম সহর হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন, চট্টগ্রাম কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত করুণাময় দাশশর্ম্মা শাস্তগির এম এ, পটীয়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্রলাল দত্তশর্ম্মা পলঘাট গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী, জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা দস্তিদার বিএল. মিউনিসিপাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা বিএ, গৈড়লা গ্রামের শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাশশর্ম্মা, জজের উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বি এল, প্রভৃতি আমরা ১৪ জন বৈদ্যব্রাহ্মণ বেলা ১ টার সময় নৌকাযোগে রওনা হইয়া ৩ টার সময় নয়াপাড়া গ্রামে উপস্থিত হইলে, উকিল শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় বিএল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা রায় বিএ, প্রভৃতি বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। জজ আদালতের খ্যাতনামা প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন রায় বি এল, মহোদয়ের সুরম্য গৃহে আমাদের বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছিল। নানাবিধ মিষ্টান্ন ও সুপেয় ঘোলের পানীয়ে সমাগত সকলের শ্রান্তি ক্লান্তি অপনোদনের পর অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় স্কুলগৃহে সভার কার্য্য

আরম্ভ হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে জমিদার ও উকিল শ্রীযুক্ত যাত্রাচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ধলঘাট গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশশর্ম্মা মহাশয় সুললিত ছন্দে বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে মঙ্গলাচরণ করেন. সেই সময় কোয়েপাড়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ দাশশর্ম্মা পেস্কার, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা এম,এ, বি,এল, উকিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা সেরেস্তাদার ও শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস সেনশর্ম্মা প্রভৃতি বিশিষ্ট বরেণ্য বৈদ্যব্রাহ্মণগণ সভায় যোগদান করেন। সভায় প্রায় শতাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ ও যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমাচরণ তর্করত্ন প্রভৃতি কতিপয় যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং কয়েকজন বিশিষ্ট কায়স্থ সভায় যোগদান করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করেন।

চট্টগ্রাম জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বি, এল, মহাশয় যে স্বাগতাভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা সময়োপযোগী ও আলোচ্য বিষয়োপযোগী হইয়াছিল। তিনি অতি সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব, উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা. দশাহাশৌচ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং দৈব পৈত্র কার্য্যে ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে বৈদ্যব্রাহ্মণগণের পক্ষে ব্রাহ্মণানুরূপ কার্য্য করা যে শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত তাহা বিশদভাবে বিবৃত করেন এবং তিনি নয়াপাড়া গ্রামবাসীর পক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সভ্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপর পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়, শাস্ত্রীয় বচন সমূহের অনুবলে বৈদ্যদের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করেন। বৈদ্যব্রাহ্মণগণের পক্ষে যে দশাহাশৌচ গ্রহণ, শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে যে দৈব পৈত্র্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে. না করিলে যে প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে হয় এবং ক্রিয়াফল পণ্ড হইয়া যায়, তিনি তাহা দৃঢ়তা সহকারে প্রমাণ করেন। সমবেত সভ্যগণকে কালক্ষয় না করিয়া ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত আচার পালন করিতে অনুরোধ করেন, তৎপর তিনি দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, "বৈদ্য—ব্রাহ্মণগণের দশাহাশৌচ হইবে না. শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব পৈত্র কর্ম্ম করিতে পারিবে না; এবং বহুপূর্ব্বপুরুষ পরম্পরা অনুপনীত বৈদ্য ব্রাহ্মণ উপনীত হইতে পারিবেন না; শর্ম্মান্ত নামোল্লেখ ব্যতীত দৈব পৈত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, যিনি শাস্ত্রীয় বিচারে প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ড দিব।" উপস্থিত যজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ বাক্ নিষ্পত্তি করেন নাই।

তৎপর জজের উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা দস্তিদার বিএল, মহাশয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একীকরণ ও একাচার গ্রহণ সম্বন্ধেএক সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ দশাহাশৌচ পালন ও শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব পৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন রাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে একীকরণ ও সদ্ভাব স্থাপন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত করুণাময় দাশশর্ম্মা খাস্তগির এমএ, মহাশয় মহেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া একীকরণের ও একাচারের আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বি, এল মহাশয় কেন যে তাঁহার ব্রাত্যমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি তাঁহার ভ্রাতা এবং পুত্রসহ ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সমবেত বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে বুঝাইয়া দেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় মোক্তার মহাশয় বৈদ্যগণ যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাহা স্বীকার করিয়া সমগ্র বৈদ্যগণের পক্ষে যে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ একান্ত আবশ্যক তাহা প্রতিপাদন করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় সুললিত সারগর্ভ ভাষায় বঙ্গীয় বৈদ্যগণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব সমর্থন করিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন তাঁহার বংশের কবিবর ৺ নবীনচন্দ্র সেন, হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল স্বর্গীয় ৺ অম্বিকাচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েক জন উপবীত গ্রহণ করিয়া ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে অনুষ্ঠান রাঢ়ীয় বৈদ্য-সমাজে প্রচলিত দেশাচারের অনুকরণেই করিয়াছিলেন মাত্র। সভাপতি মহাশয় প্রমাণ করেন যে, বর্ত্তমানে যেমন বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দশাহাশৌচ ও শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মানুষ্ঠানের সাড়া পড়িয়াছে, এবং বহু শাস্ত্রাদির গবেষণা হইতেছে তখন তদ্রূপ গবেষণা, একীকরণ ও একতা স্থাপনের প্রচেষ্টা হইয়াছিল না। এবং তদানীন্তন কালের দেশপ্রথা শাস্ত্রমূলক ও সত্যমূলক কিনা তাহার বিচার করিবারও তাঁহাদের অবসর ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া প্রচার কার্য্যের সুযোগ ও অবসর পান নাই। কিন্তু এইক্ষণ শাস্ত্রাদির ও ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা দ্বারা ইহা সর্ব্বতোভাবে ও দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং দেবগণের ন্যায় সম্পূজ্য ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় সমবেত সভ্যগণকে ও তাঁহার দেশবাসিগণকে দলাদলি ও ক্ষুদ্র আত্মাভিমান পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার গ্রহণ ও আচার প্রতিপালনের জন্য উপদেশ দেন।

সভার রীতি অনুসারে ধন্যবাদান্তে রাত্রি ৯টার পর সভা ভঙ্গ হয়। উকিল শ্রীযুক্ত বিনোদ বিমল রায় মহাশয় তাঁহার গ্রামস্থ সমবেত ভদ্র মহোদয়গণকে ও সহর এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে সমাগত বৈদ্য ব্রাহ্মণগণকে চর্ব্ব্য চূষ্য, লেহ্য পেয় নানাবিধ ভোজ্য দ্বারা পরিপাটিরূপে আহার করান। বিনোদ বাবু যে ভাবে অর্থব্যয় করিয়া এবং শারীরিক শ্রম স্বীকারে সমাগত ব্যক্তিদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বিনোদবাবুর মাতাঠাকুরাণী লৌকিকতায় উদারতায় ও স্বধর্ম্ম নিষ্ঠায় সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মত দেবীমূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি আজ কাল অতি বিরল। সেই দেবীর চরণ প্রান্তে সভক্তি প্রণিপাত করিয়া আমার বক্তব্য পরিসমাপ্ত করিলাম। ইতি ৩০শে চৈত্র।

পি. কে. সেনের

চালমুগ্‌রা মলম।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে খোস, পাঁচড়া, দাদ, কোঁচদাদ, পাপড়ী, বিখাউজ, হাজা, ছুলি, কাউর, রক্তদুষ্টি, চুলকানী, নালীঘা, পোড়া ঘা, কাটা ঘা, বিষাক্ত ঘা, গর্মী ঘা, ফোড়া, বিস্ফোট, শিশুদের শরীরের সর্ব্বপ্রকার ক্ষত, সংক্রামক চর্ম্মরোগ, গলিত কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি যে কোনপ্রকার পুরাতন বা নূতন দুরারোগ্য ক্ষত ও চর্ম্মরোগ অচিরে আরোগ্য হয়। ইহা জ্বালা যন্ত্রণা ও দুর্গন্ধবিহীন। প্রতি ছোট কৌটা ।৵০ আনা, বড় কৌটা ।৵০ মাশুল স্বতন্ত্র। ইহাতে পারা বা কোন দূষিত জিনিষ নাই।

পি. কে. সেনের

প্রসন্ন বটিকা।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, আসামের কালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর, কম্পজ্বর, ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, নেকালীন জ্বর, পালাজ্বর প্রভৃতি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা [illegible] মাশুল স্বতন্ত্র।

পি. কে. সেনের

শক্তি বটিকা।

স্নায়বি[illegible]তা নাশক, বল, বীর্য্য, মেধা ও কান্তি বর্দ্ধক, ধাতু দৌর্ব্বল্য, ক্লৈব্য, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ ও [illegible]াদি নাশক এবং বীর্য্যস্তম্ভন ও বাজীকরণের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ১॥০ মাশুল স্বতন্ত্র। নিয়মিতরূপে সেবনে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।

পি. কে. সেনের —

সৌরভ।

(বিনা উত্তাপে নিষ্কাশিত) বিশুদ্ধ তিল তৈল দ্বারা প্রস্তুত। ইহা [illegible] কেশবর্দ্ধক। বর্তমান যুগের ব্যবহারোপযোগী একমাত্র কেশতৈল। মূল্য প্রতি বড় বোতল [illegible] ছোট [illegible] আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

স্বত্বাধিকারী — শ্রী[illegible] সেন।

ওঁ তৎসৎ।

বৈদ্য-প্রতিভা।

ঐকাবরুণ ত্রিদশাদি বন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কামদে।
মোহান্ধকারাপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" সদোজ্জ্বলা॥

১ম বর্ষ, ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ। | জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, কখন হইতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের প্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ভেদে যজ্ঞোপবীত বিভিন্ন হইল কেন? কেনই বা ত্রিদণ্ডী উপবীতের ব্যবস্থা হইল? নবগুণ যজ্ঞোপবীতের বিধানই বা কেন?

এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিতে গেলে, সেই প্রাচীন আর্য্যসমাজের কথা মনে পড়ে। যখন আর্য্যগণ নানাবর্ণে বিভক্ত হন নাই, যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদ হয় নাই, যখন "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রআসীদেকমেব" ছিল সেই ইতিহাসের অজ্ঞাত যুগের কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে! তখন সকলেই আর্য্য, সকলই এক বর্ণীয়, সকলেরই কর্ম্ম সমান ছিল। যিনি অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ করিতেন, তিনিই ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন, কাষ্ঠাহরণ, জলসেচন গোরক্ষা করিতেন, তিনিই আবার অনার্য্যদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ধনুতে জ্যারোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। পিতা অধ্যাপক, পুত্র যোদ্ধা, হয়ত পৌত্র গোরক্ষক হইতেন। তখন কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল না। তখন সমাজে যজ্ঞোপবীতের কোন আবশ্যক ছিল না। যখন বিজিত অনুগত অনার্য্যগণকে আর্য্যগণ আপনাদের চরণতলে স্থাপন করিলেন, তখন তাহারা সমাজের সেবকরূপে সমাজদেহের পাদ রূপে বিজ্ঞাপিত হইল। তখন আর্য্যদিগের স্বতন্ত্রতাসূচক বিশেষ চিহ্নধারণের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই চিহ্নই যজ্ঞোপবীত।

ত্রেতাযুগাদিতে যাঁহারা কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য রূপে বিভক্ত হইয়াছিলেন, এই যজ্ঞোপবীত তাঁহাদের সকলেরই পিতৃসম্পত্তি।

যজ্ঞোপবীতের বিশেষত্ব এই যে ইহা দ্বিতীয় জন্মসূচক। যাহারা এই যজ্ঞোপবীতের অধিকারী তাহারা দ্বিজাতি বা দ্বিজ। জাতি অর্থ জন্ম। যে ভাবে আর্য্য-সন্তানের জন্ম, সে ভাবে অনার্য্যগণও জন্মিয়া থাকে। আর্য্য—অনার্য্য হইতে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য উপনয়ন সংস্কারের বিধানই সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে" শাস্ত্রাদেশ প্রচারিত হইল এবং ভগবান মনুও বিধান করিলেন :—

কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্‌যদ্যোনাবভিজায়তে॥
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাজরামরা॥ ২য় ১৪৮ শ্লোক।

মাতা ও পিতা কাম বশতঃ বালকের যে জন্ম দেন, সেই জন্মে বালক পশ্বাদির ন্যায় মাতৃকুক্ষিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ লাভ করে মাত্র। কিন্তু সমস্ত বেদশাস্ত্রে পারদর্শী আচার্য্য অভিনব জাত বালকের যথা বিধানানুসারে গায়ত্রীর উপদেশ দ্বারা যে জন্ম উৎপাদন করেন, সেই জন্মই যথার্থ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া অজর অমর রূপে গণনীয় হয়।

এই রূপে শাস্ত্রের ধর্ম্মের মধ্য দিয়া আর্য্যগণের দ্বিতীয় জন্ম প্রচারিত হইল। উপবীত রূপ চিহ্ন হইতেই আর্য্যগণ দ্বিজ হইলেন, অনার্য্যগণ শূদ্র রূপে সমাজে অদ্বিজ হইয়া রহিল। তাহাদের উপনয়ন সংস্কার হইল না। তাহারা যজ্ঞসূত্রের অধিকার পাইল না। যজ্ঞোপবীত আর্য্যসন্তান মাত্রেরই এক বিশেষ সম্পত্তি, তাহা আর্য্য অনার্য্যের পার্থক্য জ্ঞাপক বহিচিহ্ন। যখন "কর্ম্মভির্বর্ণতাংগত" কর্ম্ম ভেদে বর্ণভেদ ঘটিল, ব্রাহ্মণ. অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ বৃত্তিত্রয় লইলেন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন, রাজ্যশাসন ও যুদ্ধাদি গ্রহণ করিলেন, বৈশ্য কৃষি গোরক্ষা, বাণিজ্যে মনযোগী হইলেন, তখনই কর্ম্মভেদে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণভেদ ঘটিল। এক আর্য্য সন্তানগণই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য রূপে সমাজে ত্রিবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বর্ণভেদে সমাজ ভেদ হওয়াতে এবং পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটায় তাঁহারা যে, একই বংশোদ্ভব, সেই জ্ঞান তাঁহাদের রহিল না। তাঁহারা কর্ম্মগত বিভিন্ন জাতি হইলেন।

যখন কর্ম্মভেদে বর্ণভেদ হয়, তখন বর্ণত্রয় দ্বিজ হইলেও তাঁহাদের প্রত্যেকের দ্বিজত্বের চিহ্ন স্বতন্ত্রভাবে হওয়ার আবশ্যক হয়। যাহাতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের সহিত ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞোপবীত, ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞোপবীতের সহিত বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত মিশিয়া গিয়া পরস্পরের পরিচয়ের প্রতিবন্ধক না ঘটে, এইজন্য যজ্ঞোপবীতের বিভিন্নতার প্রয়োজন হইয়াছিল। যেমন প্রয়োজন হইল, আয়োজন হইল, শুধু আয়োজন নহে, কার্য্যে পরিণত হইল এবং তাঁহার বিধান শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইল।

অথাহ মনুঃ :— কার্ষ্ণ রৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্বেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ॥ ২য় অঃ ৪১ শ্লোক।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয় ও শণ বস্ত্রের অধোবসন পরিধান করিবে, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী রুরুনামক মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌমবসন এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষলোমের অধোবসন পরিধান করিবে।

মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥ ২য়। ৪২

মুঞ্জালাভে তু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মান্তক বল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা॥ ২য়। ৪৩

ব্রাহ্মণদিগের সমান গুণত্রয়ে নির্ম্মিত, সুখস্পৃশ্য মুঞ্জময়ী মেখলা করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের মূর্ব্বাময়ী ধনুকের ছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত এবং বৈশ্যের শণতন্তু নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা করিবে।

মুঞ্জাদির অপ্রাপ্তি পক্ষে ব্রাহ্মণেরা কুশের মেখলা করিবেন। ক্ষত্রিয়েরা অশ্মান্তক নামক তৃণ বিশেষের এবং বৈশ্যেরা বল্বজ তৃণের মেখলা করিবে। ত্রিগুণা মেখলা স্ব স্ব বংশের রীত্যানুসারে এক, তিন অথবা পঞ্চগ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ করিবে।

কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥ ২য়। ৪৪ শ্লোক

কার্পাস সূত্রের ত্রিগুণিত যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণগণ ধারণ করিবে। ক্ষত্রিয়েরা ত্রিগুণান্বিত শণসূত্রের উপবীত ধারণ করিবে এবং বৈশ্যেরা ঐরূপ মেষলোমের উপবীত ধারণ করিবে।

ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥ ২য়। ৪৫ শ্লোক।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বট অথবা খদির দণ্ড এবং বৈশ্যব্রহ্মচারী পীলু অথবা উডুম্বরের দণ্ড ধারণ করিবে।

কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥ ২য়। ৪৬

কেশ পর্য্যন্ত প্রমাণে ব্রাহ্মণের দণ্ড করিতে হয়, ক্ষত্রিয়দিগের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যদিগের নাসা পর্য্যন্ত প্রমাণে দণ্ড করিতে হয়। কেবল সূত্র ও দণ্ডাদির বিভিন্নতা বিধান করিয়া বর্ণ ভেদে ক্রিয়া ভেদ করিয়াছেন তাহা নহে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী উপনীত হইয়া ভবৎ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা যাজ্ঞা করিবে, অর্থাৎ "ভবতি, ভিক্ষাং দেহি" ক্ষত্রিয় ভবৎ শব্দ মধ্যে করিয়া ভিক্ষা করিবে। অর্থাৎ 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি' বলিবে, বৈশ্যেরা শেষে ভবৎ শব্দের প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ "ভিক্ষাং দেহি ভবতি". কেবল উপনয়ন সংস্কারে যে পরিচয়ের স্পৌকার্য্যার্থ

বর্ণভেদে, দ্রব্যভেদ, ক্রিয়াভেদ করিতে হয়, তাহা নহে, দৈবপৈত্র কর্ম্মে এবং আত্মপরিচয়েও তাহাদের পদবী বিভিন্ন রূপে উচ্চারণ করিয়া বিভিন্নবর্ণ প্রতিপাদন করিতে হয়। যথা মনু :—

শর্ম্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্ত স্যাদ্রাজ্ঞোরক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্ত পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্ত প্রেষ্যসংযুতং॥ ২য় ৩২ শ্লোক।

কুল্লুক টীকা করিয়াছেন :— "ইদানীমুপপদনিয়মার্থমাহ শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্তেতি। এষাং যথাক্রমং শর্ম্ম রক্ষা পুষ্টি প্রৈষ্যবাচকানি কর্ত্তব্যানি" শর্ম্মবর্ম্মভূতিদাসাদীনি উপপদানি কার্য্যাণি উদাহরণানিতু শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতিঃ দীনদাসঃ ইতি। তথাচ বিষ্ণুপুরাণম্ :—

শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্তোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতং।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত, শূদ্রের দাস উপপদ উল্লেখে দৈব পৈত্র কর্ম্ম সম্পাদন করিবে এবং আত্মপরিচয় দিবে।

এই সমুদয় পরিবর্ত্তন, বর্ণভেদের সহিত বিশদ ভাবে দেহ বিস্তার করিয়াছে। যাহারা শাস্ত্রের ধর্ম্মের বিধি নিষেধ রক্ষা পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়া দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পাদন করার প্রয়াসী, তাঁহাদের পক্ষে এই শাস্ত্রীয় বিষয় গুলি বিস্মৃত হওয়া সঙ্গত নহে। শাস্ত্রাদেশের দোহাই দিতে হইলে আমি ব্রাহ্মণ বর্ণীয়, আমি ক্ষত্রিয় বর্ণীয় ও আমি বৈশ্য বর্ণীয় বলিয়া উপবীত গ্রহণ করিলে চলিবে না। উপবীত গ্রহণে বা আচার পালনে শাস্ত্রের সঙ্কোচ বা প্রসার করিলে আরব্ধ কার্য্যই পণ্ড হইয়া যায়। শাস্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ।
হীনাচারঃ পরীতাত্মা প্রেত্যচেহ বিনশ্যতি।
দুরাচারো হি পুরুষঃ লোকে ভবতি নিন্দিতঃ" ॥ বশিষ্ঠসংহিতা।

শাস্ত্রাচারই সকলের পরম ধর্ম্ম, ইহা সুনিশ্চিত। আচার ভ্রষ্ট বা কদাচারীর ইহপরকাল নষ্ট হয়। দুরাচারী ব্যক্তি লোকসমাজে নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ুঃ হয়।

বর্ত্তমানে অনেক বৈদ্যব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার দিকে দৃষ্টি না করিয়া নিজের সুবিধা নিয়া কার্য্য করিতে ব্যস্ত। জাতির পরিচয়ে কেহই শূদ্র বা বৈশ্য বলিতে রাজী নহেন। সকলেই জাতিতে বৈদ্য লিখিতে বা বলিতে আগ্রহান্বিত, তৎপর যৌন সম্বন্ধাদিতে আভিজাত্য গৌরব কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নিকাশ করিতেও মহাব্যস্ত হন্। কিন্তু শাস্ত্রীয় আচার রক্ষা করিতে হইলে তাঁহারা সুযোগ সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ান। বহু বৈদ্যসন্তান আছেন, তাঁহারা নিজকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় জানেন। কিন্তু ব্রাহ্মণাচার প্রতি পালনের কথা উঠিলেই বলিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি মুর্খ ছিলেন? না তাঁহারা আচারতত্ত্ব কিছুই জানিতেন না? তাঁহারা যে ভাবে দৈবপৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমরা আজকালই তাহাই [illegible]। অহো! কি অজ্ঞতা! কি মূর্খতা! তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের পূর্ব-

পুরুষগণ কি যাগৰ ব্যবসায়ী ছিলেন? অশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে "বৈশ্য-উপাধি" যে জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কি হীন ছিলেন? না বেদ তাঁহারা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করিতেন? তাঁহারা লিপিবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি? না যাপ্পীয় যানে চড়িয়া যথেচ্ছ আহারাদি করিতেন? তাঁহারা কি বিজাতীয় সাজ সজ্জায় নিজকে বিজাতীয় ভাবাপন্ন করিতেন? এই সব বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষের দোহাই কোথায়? তবে শাস্ত্র সম্মত, ধর্ম্মসঙ্গত জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিবার কথা উঠিলে তাঁহাদের দোহাই উঠে কেন? অনেকে পূর্ব্বপুরুষের উপাধি সেন ছাড়িয়া রায়, দাশ ছাড়িয়া চৌধুরী ও কানুনগোর, দত্ত ও ধর, কর ছাড়িয়া গুপ্ত প্রভৃতি নিম্নের জাতির পরিচায়ক ও উচ্চ বৃত্তিসূচক উপাধি ত্যাগ করিয়া চাকুরী ও দাসত্বের পদবী গ্রহণ করিতে গৌরব মনে করেন। পূর্ব্বপুরুষের দোহাই এইখানে ত উঠে না। পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, বৃত্তি পরিচয় প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বৈশ্য শূদ্রাচারী হইতে পারেন, তবে সেই বিশ্বপূজ্য বৈদ্যব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইবেন কেন? যে সব বৈদ্যব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রাচারের মূলোচ্ছেদ ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি অশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন? না মূর্খ ছিলেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যসমাজে পুণ্যতম বেদই যাবতীয় জ্ঞান ও পুণ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধার বলিয়া আবহমান কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা বৈদিকী শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না, বৈদিকী আচার গ্রহণে ও পালনে অক্ষম হইতেন, তাহারা সমাজে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত। আর্য্যের চিহ্নই ছিল উপবীত, উপবীত হীনেরা আর্য্যের বংশধর বা বৈদ্য বংশধর বলিতে পারে না। তাহারা অনার্য্য, হীন, শূদ্র। যাঁহারা অনুপবীতী থাকিয়া শূদ্রাচার পালন করেন, আর যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া বৈশ্যাচার পালন করার প্রয়াসী, তাঁহারা যেন নিজকে "বৈদ্য" বলিয়া আত্ম প্রতারণা না করেন। বৈদ্যবন্ধুগণ! আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হয়তঃ অন্য রাজার শাসনাধীনে থাকিয়া ধর্ম্মের ও সমাজের বিপ্লবে পড়িয়া অথবা ব্রাহ্মণগণের কূটনীতিতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণে বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন, হয়তঃ তাঁহারা গ্রন্থাদির অভাবে আলোচনার অভাবে বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে পারেন নাই! আপনারা কি সেই অভাব অনুভব করিতেছেন? যখন জানিতে পারিতেছেন, আপনারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বংশধর, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দেবতা স্থানীয় মুনি ঋষি ছিলেন, তখন কি আপনারা সামান্য একটী ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতীয় গৌরব ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না? যদি আপনারা বৈদ্যজাতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চান, তবে সামান্য একটী ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া, উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন না কেন? আর যদি উপবীত গ্রহণ সমীচীন বোধ করিয়া থাকেন, তবে আত্ম-জ্ঞান হারাইয়া শূদ্রজাতির স্বজাতিত্ব কামনা করেন কেন?

১। [illegible] আর যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যজ্ঞোপবীত গলায় দিয়া মন্ত্র জপিতেছেন

তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। যজ্ঞোপবীত কি ভাবে ধারণ করিতে হয়, যজ্ঞোপবীতের সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, যজ্ঞোপবীত কত দণ্ডী ধারণ করিবে, তাহার তত্ত্ব কেহই রাখেন না, রাখিবার আবশ্যকতাও বোধ হয়, কেহ মনে করে না। কিন্তু যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধানে মনু বলিয়াছেন :—

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পানাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীন আবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে ॥২।৬৩

উহা দক্ষিণবাহুকে উপরে রাখিয়া শিরা বেষ্টনানুসারে বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ কক্ষের নিম্নগামী সীমা পর্য্যন্ত লম্বমান হইবে। এইরূপ যজ্ঞসূত্র ধারণকারীকে যজ্ঞোপবীতী বলে;

"সব্যং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোহবধায় দক্ষিণে অংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি
সব্যং কক্ষমবলম্বনং ভবত্যেবং প্রাচীনাবীতী ভবতি।

বামবাহুকে উপরে রাখিয়া শিরোবেষ্টনানুসারে দক্ষিণস্কন্ধ হইতে বামকক্ষের নিম্নসীমা পর্য্যন্ত লম্বায়মান হইবে। এইরূপ যজ্ঞসূত্র ধারণকারীকে প্রাচীনাবীতী কহে। "পিতৃযজ্ঞে প্রাচীনাবীতী ভবতি" পিতৃযজ্ঞে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে প্রাচীনাবীতী হইবে।

নিবীতী কণ্ঠসজ্জন ইতি শিরোহবধায় দক্ষিণপাণ্যাদাবপাস্যদ্ধৃতে
কণ্ঠাদেব সজ্জনে ঋজুপ্রালম্বে যজ্ঞসূত্রে বস্ত্রে চ নিবীতী ভবতি। কু।

কণ্ঠের সজ্জারূপে অর্থাৎ গলায় মালাকারে যজ্ঞোপবীতধারীকে নিবীতী বলে। এইরূপ ব্যক্তির দৈবপৈত্রকার্য্যে অধিকার নাই। তাহাদিগের যজ্ঞোপবীতকে নিবীত বলে। তাঁহাদের দর্শনে পাপ হয়, তাহাদের দৈবপৈত্র কর্ম্ম সমস্তই অসিদ্ধ হয়, এমন কি তাহাদের অনুষ্ঠিত সন্ধ্যোপাসনাদি সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়।

যজ্ঞোপবীত একদিকে যেমন ধর্ম্মসাধনের পক্ষে পরমসহায়, অপরদিকে আর্য্য অনার্য্য নির্ণায়ক। অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের ন্যায় যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতেন না। এইজন্য বেদে তাহাদিগকে 'অযজ্ঞান' বলা হইয়াছে।

যাহারা ধর্ম্মসাধনের সহিত যজ্ঞসূত্রের কোন সম্বন্ধ নাই মনে করেন, যজ্ঞসূত্র তাঁহাদিগের সহিত যজ্ঞরত আর্য্য সন্তানদিগের পার্থক্য জ্ঞাপন করে এবং যজ্ঞোপবীতধারী যে আর্য্যসন্তান তাহাও বুঝাইয়াদেয়। নতুবা শূদ্রও ব্রাহ্মণে কোন প্রভেদ থাকে না। ভারতবর্ষে এমন কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় নাই, যাহাদের একপ্রকার না একপ্রকার বাহ্যচিহ্ন নাই। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদি, মুসলমান যত জাতি আছে, তাহাদের এক একটী বাহ্যচিহ্ন আছে। কেবল তাহা নহে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যেও চৈতন্য, রামানুজ, নানক প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পৃথক্ ২ বাহ্যচিহ্ন রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। এইরূপ বাহ্যচিহ্নের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। বাহ্যচিহ্ন না থাকিলে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যেমন মুকুটাদি প্রভৃতি বাহ্যচিহ্ন না থাকিলে রাজা-প্রজা [illegible] হইত, [illegible] বিভিন্ন রেলযাত্রী কিম্বা বিভিন্ন কর্ম্মচারীর বাহ্যচিহ্ন না থাকিলে

তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করাও অসম্ভব হইত। প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চিন্তাশীল মহামণীষিগণ বাহ্যচিহ্ন দ্বারা আমাদের হস্তপদ বন্ধন করিয়া গিয়াছেন, আমরা কোন সময়ের জন্যই বাহ্যচিহ্ন ত্যাগ করিতে পারি না। তবে এই বাহ্যচিহ্নের সহিত মূলবস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আর্য্য ঋষিগণ সাধনার পথ সুগম করিয়াছেন। এই বাহ্যচিহ্ন আর্য্যসন্তানদিগের প্রাণে ধর্ম্মভাব আনয়ন করিতে এবং শমদমাদির ভাব জাগাইয়া তাঁহাদিগকে সংযত করিতে আর্য্যঋষিগণ যজ্ঞসূত্রের মহিমা জগতে ঘোষণা করিয়াগিয়াছেন।

ব্রহ্মোপনিষদ্ বলেন :—

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদং।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রবেদপারগঃ

পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র। যিনি এই সূত্রের যথার্থ মর্ম্ম জানেন তিনি বিপ্র, তিনিই বেদজ্ঞ।

যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রেমণিগণাইব।
তৎসূত্রং ধারয়েৎ যোগী যোগবিৎ তত্ত্বদর্শিবান্॥

সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহাতে গ্রথিত রহিয়াছে, তত্ত্বদর্শী যোগিগণ সে সূত্রই ধারণ করেন।

ছন্দোগ পরিশিষ্টে যজ্ঞসূত্রের নাম ত্রিবৃৎ লিখিয়াছেন :—

ঊর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং কার্য্যং তন্তুত্রয় মধোবৃতম্।
ত্রিবৃতঞ্চোপবীতস্যাৎ তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে॥

মহর্ষি দেব বলেন :—

যজ্ঞোপবিতং কুর্ব্বিৎ সূত্রাণি নবতন্তবঃ
ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুনা ত্রিগুণীকৃতং॥
শিবেন নিহিতং গ্রন্থিং সাবিত্র্যাচাভিমন্ত্রিতং।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবশ্চৈব বাসুকিঃ পবনে নলঃ।
শুক্রঃ সূর্য্যঃ সুরাচার্য্যাস্তন্তূনাং নবদেবতাঃ।

অর্থাৎ তিনটী সূত্র দ্বারা এক একটী গ্রন্থি হয়, (নবতন্তু নবসূত্র) দ্বারা যজ্ঞোপবীত হয়। ব্রহ্মা সূত্র উৎপাদন করেন। বিষ্ণু তাহা ত্রিগুণিত করেন, শিব গ্রন্থি বন্ধন করেন, সাবিত্রী উহা মন্ত্রপূত করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকি, পবন, অনল, শুক্র, সূর্য্য, সুরাচার্য্য ইঁহারা তন্তুদিগের নবদেবতা। এক একটী সূত্রে নয়টী তন্তু থাকে। এই নয়টী তন্তু নয়টী দেবতা-বাচক তিন তিনটী সূত্র দ্বারা এক একটী দণ্ডী হয়, ত্রিদণ্ডী হইলে যজ্ঞসূত্র হয়। মনু ত্রিদণ্ডীর অর্থ করিয়াছেন :—

বাগ্দণ্ডোহথমনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।

বাক্য, মন, ও কায় এই তিনটীকে দমন করার জন্য যাহার বুদ্ধি নিশ্চিত রহিয়াছে তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী।

পাঠক মহোদয় চিন্তা করুন, যজ্ঞসূত্রের, সহিত আধ্যাত্মিকভাবের সংযোগ কিরূপে করা হইয়াছে। নয় নয়টী তন্তুতে এক একটী গুণ, তিন তিনটী গুণে এক একটী দণ্ডী; ত্রিগুণের সহিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের সম্বন্ধ নবতন্তুর সহিত শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নবগুণের সমন্বয় করিয়া নবতন্তু বিশিষ্ট ত্রিগুণান্বিত ত্রিদণ্ডীর বিধান করিয়াছেন। কেবল এমন নহে, যজ্ঞসূত্রের গ্রন্থি দেওয়ারকালেও দেবতা ঋষি প্রভৃতির স্মরণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন যথা:—

গ্রন্থিকালে স্মরেদ্বিপ্রান্ সপ্ত ভবতি মূর্ত্তিমৎ।
ব্রহ্মা চ কশ্যপো বিপ্রো নারদঃ কপিলস্তথা॥
মরিচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যো গোতমঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্দক্ষঃ প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠবাল্মীকিস্তথা॥
দ্বৈপায়নো ভরদ্বাজঃ শুক্রো জৈমিনিরেব চ॥
বিত্তরথঃ শুনঃশেফো ভাণ্ডুকর্ণশ্চ রৌরব॥
উর্ব্বঃ সম্বর্ত্তকশ্চৈব শুক্রাচার্য্যবৃহস্পতিঃ।
চন্দ্রসূর্য্যাবুধঃ শ্রীমান্ যজ্ঞসূত্রস্য গ্রন্থিষু।
তিষ্ঠন্তু মম বামাংসে বামস্কন্ধে অহর্নিশ।
ব্রহ্মা-দেবতাঃ সর্ব্বস্য যজ্ঞসূত্রস্য দেবতাঃ।

এই সমস্ত রচনাবলীরপ্রতি নিবিষ্টচিত্তে অভিনিবেশ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, ইহার তুল্য গভীরত্ব অন্য সংস্কারে নাই। যজ্ঞসূত্রের গ্রন্থিকালে প্রাকসংস্কারযজ্ঞে অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারে বৃত-মহর্ষিগণের নাম স্মরণ করিতে হয়। যাহার প্রাক্‌সংস্কারযজ্ঞে যে সব মহর্ষিগণ বৃত হইয়াছিলেন, সেই সব মহর্ষিগণের নাম উল্লেখ করিয়া তাহার যজ্ঞসূত্রের গ্রন্থি দিতে হয়। সেই সমস্ত ঋষিকেই তাহার প্রবর রূপে দেখিতে পাই। প্রবর শব্দের ব্যাখ্যায় কোষকার বলেন :- মুনিব্যাবর্ত্তকো মুনিগণঃ অর্থাৎ যাহার আদিপুরুষের দ্বিতীয়জন্মরূপ উপনয়নসংস্কারযজ্ঞে, যে সমস্ত মুনিগণ হোতৃকর্ম্মে বৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই সেই বংশের প্রবররূপী ঋষি" যাহার সংস্কারকার্য্যে আদিপুরুষসহ তিনজনমুনি বৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ত্রিপ্রবর যথা:— "ভরদ্বাজগোত্রস্য প্রবরাঃ ভরদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত্যাঃ" ভরদ্বাজগোত্রের প্রবর ভরদ্বাজ আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। যে বংশের উপনয়নসংস্কারযজ্ঞে পাঁচজন বৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পঞ্চপ্রবর যথা:— ধন্বন্তর্ব্বাপসারকৌ নৈধ্রুবশ্চাঙ্গিরসো বার্হস্পত্যঃ" ধন্বন্তরি, অপসার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। অর্থাৎ ধন্বন্তরি বংশধরের দ্বিতীয় জন্মরূপ উপনয়নসংস্কারযজ্ঞে ধন্বন্তরিসহ উপরি উক্ত পাঁচজন মুনি বৃত হইয়াছিলেন। তাই ধন্বন্তরিগোত্রের বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের প্রবররূপে পাঁচজন মুনির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, ধন্বন্তরিগোত্রীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই প্রবরের তত্ত্ব রাখেন না, অনেকেই আবার "ব্রাহ্মণবচনাৎ সর্ব্বংসাঙ্গংজাতং" বলিয়া পুরোহিত মহাশয়ের কল্পিত প্রবর উল্লেখে যাবতীয় সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। যে জাতি জ্ঞানগরিমা ও বিদ্যাবত্তার জন্য বিশ্বপূজ্য ছিলেন, সেই জাতির বংশধর-গণের অজ্ঞতার বহর কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রবরের তত্ত্ব লইলে জানিতে পারা যায়। ধন্বন্তরিগোত্র বহুশাখায় বিভক্ত হইলেও মূলতঃ ধন্বন্তরি এক। ধন্বন্তরিগোত্রের প্রবর একই রূপ হইবে। একগোত্রের মধ্যে বিবিধ রূপ প্রবর হইতে পারে না। কিন্তু বিবিধগোত্রে একরূপ প্রবর হইতে পারে। যথা— মৌদ্গল্য, বৈশ্বানর প্রভৃতি গোত্রের প্রবর একরূপ। কিন্তু এক ধন্বন্তরিগোত্রের মধ্যে নানাবিধ প্রবরের সৃষ্টি হইয়াছে দৃষ্ট হয়, ধন্বন্তরির কোন কোন শাখায় ঔর্ব্ব চ্যবনভার্গব প্রভৃতি প্রবর প্রবেশ করিয়াছে, কোন কোন ধন্বন্তরিগোত্রের প্রবরে 'সুশ্রুত' উল্লেখ হইতেছে। বড়ই সৌভাগ্য যে, বিভীষণ, হনুমান্, জাম্বুবান প্রভৃতি বন্যপশু ও রাক্ষসের নাম প্রবেশ করে নাই। কালে যে তাহাও প্রবেশ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

ইঁহারা নিজকে সেই দেবতাস্থানীয় জগৎপূজ্য ধন্বন্তরি বংশধর বলিয়া আত্মখ্যাপন করিতে লজ্জা বোধ করেন না। যাঁহারা নিজ নিজ গোত্র প্রবর জানেন না, তাঁহারা কোন মুখে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন জানি না। বাঙ্গলায় কেন, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই সগোত্রা কন্যার সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। শূদ্রদের সগোত্রা কন্যা বিবাহে পাতিত্য ঘটেনা সত্য, কিন্তু দ্বিজদের সগোত্রা কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন:— সগোত্রাং সপ্রবরাং কন্যাং নোদ্বহেদিতি। সগোত্রা সপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিবে না। মহর্ষি-ব্যাসদেব বলিয়াছেন:—

কুমারী-সম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজাতশ্চ চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥

অপরিণীতা গর্ভজাত, সগোত্রাস্ত্রীর গর্ভজাত এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসজাত এই ত্রিবিধ সন্তানই চণ্ডাল হইয়া থাকে।

সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।

সমানগোত্রা ও সমানপ্রবরা স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চাণ্ডালত্ব ভজনা করে।

পরিণীয় সগোত্রান্তু সমানপ্রবরাং তথা।
তস্যাং কৃত্বা সমুৎসর্গং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

দ্বিজ সগোত্রা কিম্বা সমানপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চান্দ্রায়ণপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। মহর্ষি বৌধায়ন বলেন:— সগোত্রাঞ্চেদমত্যোপযচ্ছেৎ মাতৃবদেনাং

বিদ্যুমৎ” অজ্ঞতাবশতঃ সগোত্রা কন্যা বিবাহ করিলে তাহাকে মাতৃসদৃশ জ্ঞান করিয়া ভরণ-পোষণ করিবে অর্থাৎ তাহার সহিত স্ত্রী স্বামিত্ব সম্বন্ধ রাখিবে না। এইরূপ বহুবচন বিধিবদ্ধ করিয়া শাস্ত্রকারগণ সগোত্রা কন্যা বিবাহের পাতিত্য খ্যাপন করিয়াছেন। কেবল পাতিত্য নহে, চণ্ডালত্ব ভজনা করিতে হইবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভ্রম বশতঃ সগোত্রা কন্যা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মাতৃজ্ঞানে ভরণপোষণ করিবে, তাহার সহিত দাম্পত্য প্রণয় রাখিবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে কোন কোন বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের সমাজপতিগণ কুল রক্ষা করিতে যাইয়া সগোত্রা কন্যা বিবাহে কুলক্ষয় করিতেছেন। অদ্বিজ অর্থাৎ শূদ্রাচারী অবস্থায় সগোত্রা কন্যা অজ্ঞতাবশতঃ বিবাহ করিলে ততঃ দোষের হয় না। যেহেতু শূদ্রদের সগোত্রা বিবাহ অধর্ম্ম বা অবিধি নহে। কিন্তু উপনীত বৈদ্যব্রাহ্মণদের পক্ষে সগোত্রা কন্যা বিবাহ যে কিরূপ দূষণীয় তাহা প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত করা হইল। সগোত্রা কন্যা বিবাহ করা যাহা, নিজবংশের কন্যা বিবাহ করাও তাহা। কারণ সগোত্রের সকলেরই এক আদিপুরুষ সুতরাং একবংশ। তাই স্মৃতিশাস্ত্রকার লিখিয়াছেন “স্নাত্বা শুদ্ধ্যন্তি গোত্রজাঃ” একগোত্রের মধ্যে জ্ঞাতি না হইলেও জননমরণাশৌচে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। পুরোহিতগণ যেমন বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে মাসাশৌচ প্রতিপালন ও দাসদাসী পাঠ করাইয়া শূদ্রজাতি প্রতিপন্ন করিতেছিলেন, সেইরূপ এক গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রবরের সৃষ্টি করিয়া সগোত্রা কন্যা বিবাহ করাইয়া শূদ্রজাতিতে পরিণত করিতেছিলেন। ইহা জানিয়াও যাহারা প্রবর সংশোধন করিতে বা সগোত্রা কন্যা বিবাহ ত্যাগ করিতে নারাজ। তাহারা নিজকে প্রকাশ্য শূদ্রজাতির বংশধর বলিয়া ঘোষণা করিয়া বৈদ্যসংস্রব ত্যাগ করিলে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমাজের গৌরব রক্ষা ব্যতীত হানি হইবে না।

যাবতীয় সংস্কারকার্য্যে প্রবরের উল্লেখ করিতে হয়, সেই প্রবর যদি মনঃকল্পিত যাহা তাহা হয়, তাহাতে সংস্কারকার্য্য কখনও সিদ্ধ হয় না। পুরোহিতগণের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে অথবা সগোত্রে সপ্রবরে শূদ্রদের ন্যায় বৈদ্যগণের যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ প্রবরের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। এই সমস্ত ভুল প্রমাদ সংশোধন করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া অনেক অবান্তর কথার উল্লেখ করিলাম।· আশা করি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থি দেওয়ার কালে নিজ নিজ প্রবরের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থি বন্ধন করিতে হয়। গ্রন্থি বন্ধনের পর, দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠে যজ্ঞোপবীত গলায় ধারণ করিতে হয়। যথা :—

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

যজ্ঞোপবীত ধারণের সংখ্যা নির্ণয়ে বলা হইয়াছে :—

যজ্ঞোপবীতে দ্বে ধার্য্যে শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ কর্ম্মণি।
তৃতীয়মুত্তরীয়ার্থে বস্ত্রাভাবে চতুষ্টয়ম্॥

যজ্ঞোপবীত চারিটী ত্রিদণ্ডী ধারণ করিবে। চারিটী ত্রিদণ্ডী যজ্ঞোপবীত ধারণের উদ্দেশ্য এই যে, দৈব পৈত্র কর্ম্মের জন্য দুইটী, উত্তরীয়ার্থে একটী, বস্ত্রাভাবে একটী। সাধারণতঃ ত্রিদণ্ডী যজ্ঞোপবীতই দ্বিজগণ ধারণ করেন। দৈবপৈত্র কর্ম্মাদিতে অপর কাপড় একখানি উত্তরাস্যে গললগ্ন করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়, চারিদণ্ডী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে সন্ধ্যাকালে (আহ্নিকের সময়) অপর কাপড় না হইলেও সন্ধ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন :—

উপবীতং যজ্ঞসূত্রং প্রোদ্ধৃতে দক্ষিণে করে।
প্রাচীনাবীতমন্যস্মিন্নিবীতং কণ্ঠলম্বিতম্॥

বামস্কন্ধে স্থাপিত যজ্ঞোপবীতের নাম উপবীত, দক্ষিণ স্কন্ধস্থিত উপবীতের নাম প্রাচীনাবীত এবং কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞোপবীতের নাম নিবীত। কূর্ম্মপুরাণকার বলেন :— উপবীতং ভবেন্নিত্যং নিবীতং কণ্ঠসজ্জনম" নিবীত শব্দের ব্যাখ্যায় কোষকার বলিয়াছেন "নিবীতং আচ্ছাদন বস্ত্রং। উড়নী ইতি ভাষা, কণ্ঠলম্বিত উপবীতকে কোন শাস্ত্রকারই যজ্ঞসূত্র বলেন নাই। মাল্যাকারে কণ্ঠে লম্বায়মান করিয়া কখনও যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে না।

ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ ভেদে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের পরিমাণের পৃথকত্ব রহিয়াছে। যথা :—

ঋক্ সাম যজুষাঞ্চৈব বেদ ভেদেন লক্ষণং।
স্কন্ধে সূত্রং সমাদায় নাভেরূর্দ্ধং স্তনাদধঃ।
ঋচামেতদ্ধি যজুষাং নাভি মাত্রং তথৈবচ।
সাম্নাং মূলাদ্বামবাহোর্দক্ষিণারত্নি মানিতম্॥

ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণ বামস্কন্ধ হইতে নাভির ঊর্দ্ধ এবং স্তনের অধোভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। যজুর্ব্বেদীয়দিগের উপবীতের পরিমাণ নাভি পর্য্যন্ত এবং সামবেদীয়গণ বামবাহু মূলদেশ হইতে দক্ষিণ অরত্নি দেশ পর্য্যন্ত পরিমাণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। ব্রহ্মগ্রন্থি জানা না থাকিলে গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রবর সংখ্যায় গ্রন্থি দেওয়া যাইতে পারে। মল মূত্র ত্যাগের সময় যজ্ঞোপবীত দক্ষিণকর্ণে ধারণ করিবে। তাহাতে মলমূত্র ত্যাগ জনিত শরীরের অপবিত্রতা বিদূরিত হয়। মহর্ষি সাংখ্যায়ন বলিয়াছেন :—

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বায়ুরগ্নিশ্চ ধর্ম্মরাট্।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ॥

দ্বাদশ আদিত্য অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, বায়ু, অগ্নি ও যম এই সকল দেবতা ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণকর্ণে সর্ব্বদা বাস করেন।

প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ॥

প্রভাসাদিতীর্থ ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী সমূহ বেদাধ্যায়ীগণের দক্ষিণকর্ণে বাস করে। উপবীতী দ্বিজগণ মলমূত্র ত্যাগের সময় দক্ষিণকর্ণে এই জন্যই উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক উপবীতী বৈদ্যব্রাহ্মণকে শাস্ত্রাদেশ পালন করিতে হয়। যথাবিহিত শাস্ত্রাদেশ পালন না করিলে, তাহার যাবতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়।

আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু হাওড়াজেলার অন্তর্গত শালিখাগ্রামবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সৌভাগ্যবতী পত্নী স্বহস্তে যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিয়া জাতীয়-গৌরব রক্ষা করিতেছেন। মন্মথবাবু তাঁহার পত্নীর স্বহস্ত প্রস্তুতি যজ্ঞোপবীত আমাকে উপহার দিয়াছেন। যজন-ব্রাহ্মণগণ সেই যজ্ঞোপবীত দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতেছেন। একটী যজ্ঞসূত্রে ত্রিদণ্ডী যজ্ঞোপবীত হয়। তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মসৃণ। মন্মথবাবুর পত্নী যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, যদি আমাদের "মালক্ষ্মী" সকলেই এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে যজ্ঞসূত্রের জন্য হইলেও অন্ততঃ যজন-ব্রাহ্মণগণের দ্বারস্থ না হইয়া থাকিতে পারিব। এইজন্য আমি মন্মথবাবুর পুণ্যশীলা পত্নীকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এই যজ্ঞোপবীতশীর্ষক প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

ধনী ও গরীব।

শ্রীমতী বিন্দুপ্রভা দেবী, শ্যামবাজারষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

এক গাছেরি দুইটি কুসুম
    একটি নূতন একটি বাসি,
একটি ফুটে রইল গাছে
    একটি ভূমে পড়্‌ছে খ'সি॥
এক গাছেরি গোড়া থাকে,
    উঠ্‌ছে উচু দুইটি শাখা,
মেলে না'ক তাদের দুয়ে,
    একটি সোজা একটি বাঁকা॥
একটি মোটা একটি সরু
    প্রকৃতির কি খেলা ভাই,
একটি বাড়ে একটি কমে
    এইত শুধু দেখ্‌তে পাই॥
এক জনেরি দুইটি ছেলে
    হওয়া উচিত দুটিই সম,

গুণের বিষয় ভাবলে মনে
ঘুচে যায় সে মতিভ্রম॥
একটি সুবোধ একটি খোকা
দু'টিই আছে পাশাপাশি,
একের মুখে হাসি ভরা
অন্য মুখে কান্না রাশি॥
এক জনেরি দু'খানি পা
একটি ভাল একটি খোঁড়া;
একটি পড়ে জুতা মোজা
আরের কভু নাইক সাড়া॥
বিধির দেওয়া বিষমতা
রয়েছে এই জগত ভ'রে,
ধনী গরীব এ দু'য়ের মাঝে
কার্ পানে কেউ চায় না ফিরে॥
মাখাল ফলের উপরি বেশ
ভিতর কিন্তু বড়ই কালো,
চাঁদের যেমন রূপের বাহার
নিজের কিন্তু নাইক আলো॥
শিশির গ্রীষ্ম বর্ষা যেমন
জলের খেলা চাকার মতন,
কখন হাওয়া কখন বরফ,
বৃষ্টি হ'য়ে পড়্ছে কখন।
জীবন ভরে খেল্ছে সদা
ধনী গরীব সবাই মিলে।
দিবা নিশি এমনি ভাবে,
ইতর বিশেষ মনের ভুলে॥
ধনীর ঘরে নাইক যে ধন,
গরীবকে তা দিলেন বিধি,
ধনীর যত অসার রতন,
গরীবের অমূল্য নিধি॥

নিত্য নূতন আশার পুতুল
ধনীর ঘরে কতই খেলে,
গরীবের সে আশার আশা
হাওয়ায় মিশে অবশেষে।
ধনীর চিত্তে সুখের ভিত্তি
নামমাত্র দেখ্‌লে খুঁজে,
অধনেরও একই দশা
সুখের কলি মুখটি বুজে॥
তবু কিন্তু ধনীর চেয়ে
অধনের সুখ একটু বেশী,
তৃষার নেশায় ধনীর হিয়া
বিভোর নহে দিবা নিশি॥
ধনীর চিন্তা শত শত
বাসনার ত নাইক ওর,
নূতন ধনে ধনীর চিত্ত
সদাই ভাবে হয় বিভোর॥
রামধনুকের সাতটী বরণ
মিশিয়ে দিলে সবই শাদা,
ধনী গরীবের বড় কেবা
বুঝ্‌বে কে এই গোলক ধাঁধাঁ।

কুলীন বৈদ্য-সমাজের প্রতি।

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা রায়, সেনহাটী খুলনা।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নয়টী গুণের সেবক ছিলে তোমরা,—তাই তোমরা কুলীন;—আর সেই জন্যই তোমাদের পায়ের তলে বিশ্ব বন্দ্য বৈদ্য-ব্রাহ্মণ মাথা নীচু ক'রে তোমাদের সেবায় তৎপর ছিল।

এই নয়টী গুণের মধ্যে একটী গুণ যাঁর আছে তাঁর সম্মান মানুষ মাত্রেই ক'রে থাকে। তোমরা বড় কঠোর সাধনায় এই নয়টী গুণের অধিকার লাভ ক'রে ছিলে, কিন্তু হায় বিচিত্র কালের গতি!— তোমাদের এত সাধনার ধন, কাজের কুলীনত্বটিকে আর কোথায় অন্তর্হিত হ'য়েছে কে বল্‌তে পারে?

আজ তোমাদের আচরণ দেখে কে বল্‌বে তোমরা সেই বৈদ্য বন্দিত পরমপূজ্য কুলীনগণের বংশধর? একবার ভেবে দেখছ কি, কি ছিলে কি হ'য়েছ? আজ সেই কুলীন বংশধর তোমরা, কোথায় এসে প'ড়েছ সে কথা কি ভেবে দেখেছ? আমি বল্লালের দেওয়া কৌলীন্য স্বীকার করি না, আমি জানি ঐ নয়টী গুণেই তোমাদিগকে কুলীন ক'রে ছিল। আজও যে তোমরা বৈদ্য সমাজে সসম্মানে মাথা উঁচু ক'রে সমাজের পূজা গ্রহণ কর কেবল তোমাদের পূর্ব্ব পিতৃগণের উপার্জ্জিত তপস্যা ও দানের প্রভাব ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? বর্ত্তমান কুলীন সমাজ! বল্‌তে পারকি তোমাদের কোন গুণের আদর্শ ধ'রে তোমাদের বংশধরগণ সমাজের কাছে পূজার দাবী কর্‌তে পারে?

আজ তুমি কদাচারী—আজ তুমি অবিনয়ী—দাম্ভিক, অবিদ্বান, প্রতিষ্ঠারহিত, তুমি তীর্থ সেবায় বিরত, তুমি নিষ্ঠাহীন, বৃত্তিশূন্য, তপস্যাবর্জ্জিত তুমি কি সাহসে কোনশক্তিতে কৌলীন্য মর্য্যাদা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ কর? — যদি কুলীন বলে পূজা পেতে চাও তবে পূজার পাত্র হও, আর মনে রেখ দ্বাপরের সেই "গুণ কর্ম্ম বিশেষের উপর চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা;" আর তোমারও কৌলীন্য সেই গুণ ও কর্ম্মে নিবদ্ধ॥

যে বৈদ্যজাতি সমস্ত জাতির পিতৃস্থানীয় পূজার্হ, তার পূজা গ্রহণ কর্‌তে হ'লে কদাচারী হ'লে চলবে না; তোমাকে আদর্শ ক'রে এতকাল সমস্ত জাতটা কর্ম্মপথে ছুটে চলছে আর আজ তুমি অনাচারী হ'য়ে, তপস্যা বিহীন হ'য়ে এত বড় একটা জাতকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে কোন অতলে তলিয়ে দিবে;— তা' হবে না!— তোমাকে কর্ম্মী হ'তে হবে! জাতির জাগরণের ভার নিজ হাতে নিতে হ'বে। আর তা' যদি না পার তবে 'আমি বড় কুলীন" ব'লে বৃথা দম্ভ করে এখনও যাঁরা কৌলীন্যের সেবায় বিরত হন নাই আর তাঁদের উপর অত্যাচার ক'রোনা

রাজার অত্যাচার, বজনব্রাহ্মণের অত্যাচার, আর তোমার অত্যাচারে এ জাতটার কি শোচনীয় অবস্থা সংসাধিত হয়েছে, সেকথা একবার ভেবে দেখেছ কি? একবার কি ভেবে দেখেছ, তোমার কত ভাই আজ কায়স্থীভূত, যজন ব্রাহ্মণভূত হ'য়ে তোমাকে পিষে মারবার জন্য বদ্ধকরে ধাবিত হচ্ছে! তাই বলি কুলীন সমাজ আবার তুমি কুলীন হও, আবার তোমার আদর্শে জাতির জীবন সঞ্চার হউক। দেখবে তখন, আর ডেকে বলতে হবেনা "ওগো আমি বড় কুলীন" আগে আমার পূজা কর, দেখবে তখন ভারে ভারে অর্ঘ্য এসে তোমার পায়ে লোটাবে।

তুলে নেও কুলীন সমাজে, যাদের কোল থেকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছ, তোমার ভাই তারা, তাদের কোলে তুলে নেও। ঐ দেখ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সেরপুর ও সম্ভোষপুর প্রভৃতি কত কাল ধ'রে তোমার কোলে উঠবার জন্য আকুলী বিকুলী ক'রে ক'রে আজ হতাশ হ'য়ে অপর দিকে মুখ ফিরায়েছে, আর তাদের ফেলে রেখ না। তাদের কোলে নিলে তোমার কৌলীন্য

ধুয়ে যাবে না। আর যদি না পার তবে তোমার অহমিকা নিয়ে, তোমার গর্ব্ব নিয়ে যেমন দিন দিন ক্ষীণ হ'চ্ছ তেমনি শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যাও! তোমার শরীরে যে ক্ষয় রোগ প্রবেশ ক'রেছে আর তাকে বৃদ্ধি হতে দিও না এখন ও চিকিৎসা কর বহুকাল বাঁচবে।

কুলীন সমাজের মুখপাত্র সেনহাটী! তুমিই রাঢ় হ'তে প্রথম এয়েছ রাঢ়ীয়-সমাজে এখন ও তোমার সমাদর অক্ষুণ্ণ আছে, যা'তে রাঢ়বঙ্গে সমন্বয় হয় এ চেষ্টা তোমার করা উচিত। তুমি উদাসীন ভাবে স্থাণুর মত পড়ে আছ, এজাতীয় জাগরণের দিনে তোমার এ উদাসভাব দেখে মনে হয় এ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, এতকাল ধরে জীবন সংগ্রামে জাতটা অন্তঃসারশূন্য একটা খোঁসায়: মাত্র পরিণত হ'য়েছে।

এখন ও তোমার কথায় পূর্ব্ব উত্তর প্রদেশের বৈদ্যজাতি মাথা নত করে। রাঢ়ীয় সমাজে এখনও তোমার স্থান আছে, তোমার চেষ্টা বৃথা হবে না, তাই বলি আর তোমার নীরবে থাকা সঙ্গত হ'চ্ছেনা, কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়! রত্ন উদ্ধার কর! নিজের জাতকে বাঁচাও!!

প্রবন্ধ লিখক একজন সেনহাটী নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় অরবিন্দের সন্তান, বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে মৌদ্গল্যগোত্রের অরবিন্দের সন্তানগণ মহাকুলীন বলিয়া প্রখ্যাত।

সূক্তী রত্নাবলী।

পদ্যানুবাদ সহিতা।

কবিরাজ—শ্রীভোলানাথ দাশশর্ম্মা কাব্যরত্ন, বাকুড়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কারণেন বিনা কার্য্যং নৈব জাতু প্রজায়তে।
কার্য্যংত্বাজ্জগতঃ কর্ত্তা কোঽপি স্যাদীশ্বরো হি সঃ॥

অকারণ কার্য্য নাই ভাবিয়া দেখনা তাই
এই যে জগৎ এতো কার্য্য ভিন্ন নয়।
তবে এর কর্ত্তা কেহ আছে নাহি সন্দেহ
যিনি কর্ত্তা জেনো সেই ঈশ্বর নিশ্চয়॥ ১।

স্বপ্রকাশে হৃদাকাশে দুর্দ্দর্শে জ্যোতিষি ধ্রুবে।
অরজ্ঞানমন্দবো নাস্তি নাস্তীতি বাদিনঃ॥ ২।

স্বতঃই প্রকাশে হৃদয় আকাশে
স্থির জ্যোতি—তাঁরে দেখা সোজা নয়।
অরজ্ঞানজন্ত জন্মিয়া অগণ্য
নগণ্য নাস্তিক নাই নাই কয়॥ ২।

সংজ্ঞাভেদো যথৈকস্য দ্রব্যস্য স্থানভেদতঃ॥
নামভেদস্তথৈকস্য সম্প্রদায়প্রভেদতঃ। ৩।
স্থানভেদে নামভেদ একই দ্রব্যে যথা।
সম্প্রদায়ভেদে তার ভিন্ন নাম তথা॥ ৩।

(অথাবতরণিকা)

প্রণম্য পরমং দেবং পূর্ব্বাচার্য্যোপদেশতঃ।
'ভোলানাথো' নিবধ্নাতি সূক্তিরত্নাবলীং ভিষক্॥ ১।

(পদ্যানুবাদ)

প্রণমিয়া পরমেশে পূর্ব্বাচার্য্য উপদেশে
জন্মভূমিরাজধানী—বিষ্ণুপুরবাসী।
সূক্তি রত্নাবলী দৃব্ধ করে ভোলানাথ বৈদ্য
কবি বিদ্যানিধি আদি উপাধি বিলাসী॥ ১।

যেহমী হন্তনিতান্ততান্তমতয়ঃ স্বাতন্ত্র্যতঃ সন্ততং
বর্ত্তন্তে শ্রুতিযুক্তি লৌকিক বিধান্ ব্যাধূয় দূরেহধুনা।
যেষাং চিত্তমপত্রপা নিবিশতে কুত্রাপি নো লেশতঃ
ক্লেশঃ স্যাদুপদেশদেশনমিদং তেষাংচি মে সাম্প্রতম্॥ ২

নিতান্ত কলুষমতি—যারা স্বেচ্ছাচারী অতি
শ্রুতিযুক্তি লোকাচার দূর করি রহে।
লজ্জালেশ চিত্তদ্বারে যাদের ঢুকিতে নারে
ক্লেশ এ তাদের প্রতি,— উপদেশ নহে॥ (২)

যেষাং শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণ-কথাসু ভক্তিঃ
সক্তিশ্চ সূক্তিসু সতাং বিষয়েষ্বরক্তিঃ
তেষামশেষগুণরাজিবিরাজিতানা
মেষা ভবিষ্যতি কৃতিস্তু মুদে মদীয়া॥ ৩।

শ্রুতিযুক্তি পুরাণের কথাতে ভকতি।
সূক্তিতে আসক্তি আর বিষয়ে বিরতি।
এই সব গুণরাজি যাহাদের আছে।
আনন্দ আনিবে ইহা তাহাদের কাছে॥ ৩।

প্রায়োহখিলা ভাবদিহত্যাসূক্তিঃ
প্রাচাং সুধাচাং মহতাম সূক্তিঃ।

বুধৈর্ব্বিধেয়া ভণিহানুরক্তি
র্হ্যাপ্ত বাক্যেষু সতাং বিরক্তিঃ ॥ ৪।
প্রায় এই সব সূক্তি সবেমাত্র অনুউক্তি
প্রাচীন সাধুর মহাবাক্য অনুসারে।
অতএব সাধুগণ—করুন ইহাতে মন
সুজনও আপ্ত কথা উপক্ষিতে নারে? ৪। ক্রমশঃ

ময়মনসিংহ বৈদ্য-হিতৈষিণী সমিতির বিশেষ অধিবেশন

বিগত ১৮ই চৈত্র ময়মনসিংহ নগরে সেনবাড়ীর ভূম্যধিকারী ও উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এল, মহোদয়ের ভবনস্থ সুবিশাল প্রাঙ্গণে ময়মনসিংহ বৈদ্য-হিতৈষিণী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় ময়মনসিংহ জেলার প্রত্যেক মহকুমা হইতেই বৈদ্য সন্তানগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য জেলার প্রবাসী বৈদ্য মহোদয়গণও আগ্রহের সহিত এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তিগণও উপস্থিত ছিলেন। সভায় দুইশত বৈদ্য মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র দাশ উকীল মহাশয়ের প্রস্তাবে এই নগরের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা এল, এম, এস মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, বি, এল মহাশয় সমাগত বৈদ্যগণকে সাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক একটী অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে বৈদ্যগণের পূর্ব্বগৌরব, বর্ত্তমান অভাব, অভিযোগ ও তৎপ্রতিকার করণার্থ এই সমিতির স্থাপন ও ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় রচিত একটী গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর সমিতির সভাপতি জজকোর্টের নাজীর শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ সেন মহাশয় সমিতি স্থাপনের পূর্ব্ব ইতিহাস ও ইহার পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তৎপর যাঁহারা সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপক পত্রাদির উল্লেখ করা হয় এবং সেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও চিফ্ অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী রায় বাহাদুরের প্রেরিত বৈদ্য-সম্মিলনীর প্রতি তাঁহার যুক্তিপূর্ণ সহানুভূতি সূচক পত্রখানা পাঠ করা হয়। সেনবাড়ীর অন্যতম ভূম্যধিকারী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কিশোর সেন মহাশয় বৈদ্যজাতির সামাজিক উন্নতি বিধান জন্য একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সুযোগ্য ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেনশর্ম্মা এম, এ, বি, এল মহাশয় একটি

নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বৈদ্যগণের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা প্রতিপাদন এবং চট্টগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করেন। তৎপর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছিল।

১। এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা অনুপনীত আছেন যত সত্বর সম্ভবপর তাঁহারা উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বৈদ্যোচিত সদাচার সম্পন্ন হউন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা কবিরাজ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা তালুকদার।

২। এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, সমস্ত বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যাহাতে একীভূত হন তজ্জন্য প্রত্যেক বৈদ্য সন্তান আন্তরিক চেষ্টা করুন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দাশশর্ম্মা কবিরাজ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা রায় মোক্তার।

৩। এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি কলিকাতা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ঐ সকল সমিতিতে ইহার প্রতিলিপি প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, বিএল।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেনশর্ম্মা তালুকদার।

৪। এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, কলিকাতায় যে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি স্থাপিত আছে ঐ সমিতি অত্র সমিতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া যাহাতে তত্রত্য সমিতিতে অত্র সমিতির সভ্যদিগকে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবার সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হউক্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকিশোর সেনশর্ম্মা মোক্তার।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ওভারসিয়ার।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতি ও উপস্থিত বৈদ্য মহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। সমাগত ন্যূনাধিক দুই শত বৈদ্যগণকে সুরেন্দ্রবাবু প্রচুর জলযোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন। সকলেই সুরেন্দ্র বাবুর বিনয় নম্র ব্যবহার এবং আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর চিত্তবিনোদনার্থ, ম্যাজিক, তেনিস্, লোকুইজম ধনুর্বিদ্যা ইত্যাদি আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান করিতেও সুরেন্দ্র বাবু ত্রুটী করেন নাই।

বৈদ্য-হিতৈষিণী সভার কার্য্যে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

সভায় নিম্নলিখিত বৈদ্য মহোদয়গণ এ ময়মনসিংহ জেলায় সমস্ত গ্রামের ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বৈদ্যসন্তান উপস্থিত ছিলেন, স্থানাভাবে সকলের নাম উল্লেখ করা গেল না।

১। শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রসন্ন রায় এম, এ, ডেপুটী মেজেষ্ট্রেট (মাণিকগঞ্জ)
২। শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় মুন্সেফ (ফরিদপুর)
৩। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দাশশর্ম্মা (বিক্রমপুর)
৪। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল (বিক্রমপুর)
৫। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন সেন (বিক্রমপুর)
৬। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এল (মাণিকগঞ্জ)
৭। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন দাশ বি, এল (বিক্রমপুর)
৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন (বিক্রমপুর)
৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রমোহন সেন (বিক্রমপুর)
১০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শশিকুমার দত্ত (নোয়াখালী)
১১। শ্রীযুক্ত দীলিপকুমার দাশ (যশোহর)
১২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সেন (মুর্শীদাবাদ)
১৩। শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র সেন মোক্তার (নেত্রকোণা)
১৪। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিশ্বাস ওভারসিয়ার (সদর)
১৫। শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সেন (সেরপুর)
১৬। শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র রায় তালুকদার (নেত্রকোণা)
১৭। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন তালুকদার কণ্ট্রাক-টার (নেত্রকোণা)
১৮। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র সেন বি, এ (কিশোরগঞ্জ)
১৯। ডাক্তার রাজকিশোর সেন আই, এম ডি (মহেশ্বরদী)
২০। শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেন বি, এল (টাঙ্গাইল)
২১। শ্রীযুক্ত দীগেন্দ্রনাথ নেয়োগী তালুকদার (জামালপুর)
২২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিক্রমপুর)
২৩। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সেন পোষ্টমাষ্টার (বিক্রমপুর)
২৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় বি, এ, হেড্ মাষ্টার (সদর)
২৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন বি, এল (নেত্রকোণা)
২৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন শিক্ষক (কিশোরগঞ্জ)
২৭। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন তালুকদার (কিশোরগঞ্জ)
২৮। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন উকীল (নেত্রকোণা)
২৯। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন (নেত্রকোণা) অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী।
৩০। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন বি, এল (ফরিদপুর)
৩১। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেন বি, এ (নেত্রকোণা)

প্রত্যেক বৈদ্য সন্তান এই সমিতির দ্বারা উন্নতি করে বার্ষিক দুই টাকা চাঁদা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এল মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হউন্ ইহাই সমিতির প্রার্থনা।

চাঁদার টাকা সহ আপনার ও অন্যান্য যে বৈদ্য পরিবারের বংশাবলী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহার এক খণ্ড প্রতিলিপি বর্ত্তমান সময়ে আপনার ও আপনার পরিচিত বৈদ্য পরিবারে যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম, পিতা ও স্ত্রীলোক পক্ষে স্বামীর নাম, বয়স, বাসস্থান, ডাকঘর, গোত্র, বংশ, শিক্ষার পরিচয় বিবাহিত কি অবিবাহিত কি মৃতদার পুত্র কন্যার সংখ্যা ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত আদমসুমারীর জন্য এক খণ্ড লিষ্ট প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবেন।

সমিতির কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হইয়া আশান্বিত হইলাম। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক বৈদ্যপ্রধান গ্রামে এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় আচার কুলধর্ম্ম রক্ষা করার চেষ্টা না করিলে, বঙ্গীয় বৈদ্যগণ হইতে আচার বৈষম্য বিদূরিত হইবে না। নিখিল বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ এক আচারাধীন হইয়া একই সম্প্রদায়রূপে আত্মনিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে, একীকরণের সুফল পাওয়া যাইবে না। লজ্জা, ভয় রাখিয়া জাতীয় জীবন গঠনের চেষ্টা কখনও ফলবতী হইবে না। যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করিয়া আত্মপরিচয় দিতে সংকোচ করিলে আরব্ধ কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে! ভারতের অন্যত্র বৈদ্যগণ তীর্থগুরুরূপে, মন্ত্রগুরুরূপে, ভিষকরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ যেসমস্ত ঘাত প্রতিঘাতে বৈশ্য ও শূদ্রাচারের অধীন হইয়াছেন, তাহা কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ অবগত আছেন। তদবস্থায় যদি জাতীয় সংজ্ঞা শর্ম্মা পদবী নামান্তে উল্লেখ করিতে লজ্জা, শঙ্কা, ভয়, হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট বৈদ্য-জাতির পূর্ব্ব গৌরবে উদ্ভাসিত এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় বৈদ্যগণের সহিত সম্মিলিত হওয়ার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। চাতুর্বর্ণীয় আর্য্য-সমাজে পঞ্চম কোন বর্ণ নাই। বৈদ্যগণ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়বর্ণ যে নহেন, তাহা মহামান্য বেদ, বেদান্ত ও সংহিতা বলিয়াছেন। সেন, দাস, দত্ত, ধর কর, নন্দী প্রভৃতি উপাধি, শূদ্র, কায়স্থ, বারুই, স্বর্ণবণিক, এমন কি তন্তী জাতীয় পদবীরূপে গণও ব্যবহার করে। বৈদ্যগণ কেবল সেন, দাশ, দত্ত পদবীতে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে থাকিলে, তাঁহারা উক্ত বহুবিধ জাতির মধ্যে কোন জাতির অন্তর্গত তাহা নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে কিনা সমিতির সভ্যগণ চিন্তা করিবেন। আশা করি, "ময়মনসিংহ বৈদ্য-হিতৈষিণীসমিতির" সভ্যবৃন্দ অতঃপর শর্ম্মান্ত নাম স্বাক্ষর করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষা করিবেন।

সম্পাদক বৈদ্য-প্রতিভা।

দশম গ্রহ।

(নমুনা)

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা, পূর্ব্বসীমুলিয়া ঢাকা)।

(১)

নবগ্রহের পরেই জেনো, দশম গ্রহ বরের নাম,
চাঁদের ষোল কলার মত, "পাশের" সাথে বাড়্‌ছে দাম ঃ
কন্যা-কর্ত্তার তোষামোদে, গর্ব্বে ভাবে বরের পিতা,
দেবতারি সমান আমি, ইন্দ্র রাজা মোর মিতা।
কর্ম্মফলে প্রাপ্য যে মোর, "মোসাহেবের" স্তুতিবাদ,
কৃতির মত বরো সাজে, বের করে দুই পংক্তি দাঁত।
চর্ব্ব্য, চুষ্য লেহ্য, পেয়, চল্‌ছে ক'মাস নয় বিরাম,
যাচাই করে দেখ্‌ছে ক'নে পাচ্ছে অশেষ সুখ, আরাম।
কন্যাকর্ত্তা বরের পূজায় দিচ্ছে ধরে জ্যান্ত জীব,
উপচারের ফর্দ্দ দেখে বের করোনা লম্বা জিভ্।
অর্ঘ্য নগদ দু'টি হাজার, সোণা গয়না ভরি বাট্,
বিশ্ব চন্দন সোণার ঘড়ি, চেয়ার, টেবিল, ছাপর-খাট।
বাসন দু'ছেট রূপা, কাঁসার, গ্রামোফন্ আর সেলাই-কল,
দক্ষিণান্ত হীরের আংটি, মোতি, পান্নায় হয়নি চল।
চলা ফেরায় করতে আরাম মোটর-সাইকেল দেওয়াই চাই,
হারমনিয়ম—গানের অঙ্গ, দেওনা তা'তে নিষেধ নাই।
এর পরেও ত্রুটী পেলে, ঝর্‌ছে মুখে হলাহল,
ক'নের পিতার চৌদ্দপুরুষ চায় পাঠাতে রসাতল।
পূজার তন্ত্র খেলো হ'লে, রক্ষা নেই হায় ! ফুলায় গাল,
আব্দার করায় অবোধ কন্যা, ক'নে আটক্—কথার-ঝাল্।

(২)

বসে খেলে ক'দিন চলে, রাজার গোলা যায় তলে,
ডিগ্রোধারি আখর গণে, বেকার ক'দিন কে পোষে ?
পড়ার তাড়ায় ঋণের দায়ে পড়্‌ছে বাঁধা ঘর বাড়ী,
ডাবুছে যে বর অকূলসাগর ! কি দিয়ে জমায় পারি ?

কেরাণীতে ভর্ত্তি হ'তে দেখ্‌ছে শেষে ঘূর্ণিপাক,
ডিগ্রীধারীর সংখ্যা ভারী, মাথা রাখার পায় না ফাঁক।
চল্লিশ টাকা মিলেই যদি বয়না তা'তে ঠাট বজায়,
নুন জুড়াতে ফুরায় "পান্তা" "পান্তা" আন্‌তে নুন্ ফুরায়।
তা'র পরে হায়! ষষ্ঠী মায়ের কৃপায় উঠ্‌ছে ঘর ভরে,
ভাব্‌ছে তখন শ্বশুর "মশায় দেয় না কিছু এর পরে।"
ক্রমে যখন চাপ্‌ছে ঘাড়ে, দশম শনির অসীম কোপ,
ভাব্‌ছে জীবন ঝক্‌মারী হায়! বিয়ে নয় এ অন্ধ কূপ।
অভাব-তাড়ায় প্রণয়-তুফান, কোন্ পথে যে দিচ্ছে ছুট,
ভার্য্যা-পিঠে মার্‌ছে শেষে, শ্বশুর দেওয়া—"ছেঁড়া বুট"।

* * * * * *

ভিটা বাড়ী উজার করে, গড়্‌ল ক'নের সুখের ঘর,
দু'দিনে সব হচ্ছে বিদায়, করছে দৈন্য মাথায় ভর।
সকল গ্রহের সেরা গ্রহ, দশম গ্রহের শক্ত জের,
শুষছে সমাজ, নাই প্রতিকার, ভাব্‌ছে সবায় "কর্ম্মফের"।
ঘরের মেয়ে রাখনা ঘরে? বিয়ের খরচায় চল্‌বে বেশ্,
পরের পয়সায় "তুবড়ি" পুড়ে দেখ্‌না গোল্লায় যাচ্ছে দেশ্।
নারী বলে নয় গো হেয়, এদের আছে সত্ত্বা বোধ,
উৎপীড়নের পেশন সহি, করছে এঁরা বাক্য রোধ।
স্বার্থে গড়া সমাজ শাসন, হয় কি কভু শক্তিমান?
অবিচারের হবেই বিচার, দেখ্ রয়েছেন ভগবান্।

অথর্ব্ববেদের বেদত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা নিয়োগী চতুর্ব্বেদী বি, এ জামালপুর।

শ্রদ্ধাস্পদ সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ও বহু বিচারের পর আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কাত্যায়ন সর্ব্বানুক্রমনীর টীকাকার ষড়্‌গুরুশিষ্যও এই মতের সমর্থন করেন।

২। শতপথ ব্রাহ্মণেও এই অর্থেই ত্রয়ী শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে যে 'ত্রয়ী' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাও যে এই অর্থ

তাহা ছান্দোগ্যের নিম্নলিখিত স্থানটির সহিত মিলাইয়া দেখিলে সহজে বোঝা যায়—"ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমথর্বণং চতুর্থম্" ছা ৭।১।২

এখানে অথর্ববেদকে চতুর্থ বেদ বলিয়া ধরা হইয়াছে "অথর্বণং চতুর্থং বেদং বেদশব্দস্য প্রকৃতত্বাৎ"—শঙ্কর। কাজেই বেদ তিন খানি হইলে পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের বিরোধ হয়। সুতরাং ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ত্রয়ী শব্দের সাধারণ অর্থ ধরিতে হইবে; আর এখানে অথর্ববেদের স্পষ্টতঃ উল্লেখ হেতু ইহার বেদত্ব সিদ্ধ হইল।

মনুসংহিতায় যে "ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্" বলা হইয়াছে, তাহারও সাধারণ অর্থ ধরিতে হইবে। অথবা যজ্ঞকর্ম্মে হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার বৈশিষ্ট্য হেতু বেদত্রিতয়ের উল্লেখ; অথর্ববেদ বা 'ব্রহ্মবেদের' ঋত্বিক্ ব্রহ্মার সর্ব্ববিদত্ব হেতু অথর্ববেদের আর পৃথক্ উল্লেখ করা হয় নাই।

(দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আপত্তির উত্তর দেওয়া হইল)

৩। পঞ্চম আপত্তিতে বলা হইয়াছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "ঋক্সামযজুরেবচ" কথা আছে অথর্ববেদের কথা নাই। বাস্তবিক এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এস্থলে 'চ'কার দ্বারা অথর্ববেদও ঋক্সামযজুর সহিত সমুচ্চিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ কৃষ্ণানন্দস্বামী ও গীতার্থসন্দীপনীতে এই কথাই বলিয়াছেন:—"যজুরেব চ' বাক্যে 'চ'কার দ্বারা অথর্ববেদ উপলক্ষিত হইয়াছে।"

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'বেদ' শব্দের ব্যাখ্যায় স্থলদ্বয়ে বেদচতুষ্টয়ের গ্রহণ করিয়াছেন।

১। "বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈর্নদানৈ নচ ক্রিয়াভিঃ তপোভিরুগ্রৈঃ।" ভঃগী ১১।৪৮

এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন:—"বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্দানৈঃ চতুর্ণামপি বেদানা মধ্যয়নৈঃ"

গীতাভাষ্য।

২। "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥" ভঃগী ১১।৫৩

এই শ্লোকের ভাষ্যেও শঙ্কর অথর্ববেদকে বেদ বলিয়া গণনা করিয়াছেন:— "বেদৈঃ —ঋগ্যজুঃ সামাথর্ববেদৈশ্চতুর্ভিরপি"।

৪। ঋগ্বেদে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই—এই আপত্তির উত্তরে ইহা বলা যায় যে, পুরুষসূক্তে না হয় উল্লেখ নাই কিন্তু অন্যত্র তো অথর্বাঙ্গিরসের কথার উল্লেখ আছে।

"যামথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত" ঋগ্বেদসংহিতা ১:৮০।১৬

এই অথর্বাই ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইঁহাকে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন এইরূপ অথর্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। এই অথর্বার নাম হইতে 'অথর্ববেদ' হইয়াছে। পাণিনীয় সিদ্ধান্ত কৌমুদীর টীকাকার পরিব্রাজকাচার্য্য জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীও বলেন "অথর্বণা প্রোক্তো বেদোঽথর্বা তদ্ভেদোপচারাৎ।"

(সিদ্ধান্তকৌমুদী তত্ত্ববোধিনী ২৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—নির্ণয়সাগর সংস্করণ)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অথর্ববেদ ঋগ্‌বেদ হইতে অর্বাচীন তো নয়ই বরং প্রাচীন।

৫। অথর্ববেদে মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি থাকায় অথর্ববেদ বেদ নহে এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, এ সমস্ত জিনিস যে শুধু অথর্ববেদে আছে তাহা নহে, অন্যান্য বেদেও ইহার অসদ্ভাব নাই। ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডল ও অন্যান্য স্থল অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে, বশীকরণ প্রভৃতির অসদ্ভাব সেসব স্থলেও নাই ইহা দেখা যাইবে।

এই তো গেল মোটামুটী আপত্তির কথা ও তাহার উত্তর। এখন দেখা যাউক অথর্ব-বেদের বেদত্ব স্বীকার না করিলে কি হানি হয় এবং কোন্ কোন্ শাস্ত্র অথর্ববেদকে স্পষ্টতঃ বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। 'গোপথব্রাহ্মণে' অথর্ববেদকে 'ব্রহ্মবেদ' বলা হইয়াছে, কারণ অথর্ববেদীয় ঋত্বিকের নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্ হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ব্রহ্মার অনুজ্ঞা অনুসারে প্রয়োজন বশতঃ কার্য্য করিয়া থাকেন। ঋগ্‌বেদ সংহিতায় আছে :—

"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্,
গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উত্বঃ॥

ঋক্‌বেদ সংহিতা—৮ম অষ্টক, ২য় অ, ২৪ বর্গ ৫ম মন্ত্র।

এতই মন্ত্রের তৃতীয় পাদে "ব্রহ্মাত্বো বদতি জাতবিদ্যাং" অর্থাৎ "ব্রহ্মৈকো জাতে জাতে বিদ্যাং বদতি—ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যঃ"—যাস্ক, নিরুক্তকার যাস্ক ঋষি ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন সর্ব্ব বিদ্য ব্রহ্মা প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বিদ্যা আদেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অপপ্রণয়নাদি বিষয়ে অন্যান্য ঋত্বিগ্‌দিগকে অনুজ্ঞাপ্রদান করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মা মনোরূপ যজ্ঞমার্গ সংস্কার করেন ও অন্যান্য ঋত্বিকেরা বাক্যরূপ যজ্ঞমার্গের সংস্কার করেন। অথর্ববেদকে বৈদিক কর্ম্ম হইতে বাদ দিলে ব্রহ্মাকে বাদ দেওয়া হয় এবং ব্রহ্মাকে বাদ দিলে যজ্ঞ কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় বিপর্য্যস্ত হয়। ব্রহ্মার স্থানের উচ্চতা দ্বারাই অথর্ব-বেদের উচ্চত্ব সহজেই অনুমেয়।

অথর্ববেদকে বেদসংজ্ঞার বাহিরে ফেলিলে পৌরহিত্য চলে না—অথর্ববেদ অবলম্বন করিয়া পৌরহিত্য কার্য্য চলে। আর এ পৌরহিত্যও আধুনিক নহে। ঋগ্‌বেদের প্রথম মন্ত্রে অগ্নিকে 'পুরোহিত' বলা হইয়াছে। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদির পৌরহিত্যের বিবরণও আমরা ঋগ্‌বেদে পাই, আর দেবাপি শান্তনু রাজার পুরোহিত ছিলেন "দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতঃ" ঋক্‌সংহিতা।

(ক্রমশঃ)

ত্রিপুরা-বৈদ্য-বান্ধব সম্মিলনীর প্রস্তাবনা।

সকলেই আজকাল নিজ নিজ জাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। নিজের গণ্ডী যত ছোট হউক না কেন তাহার ভিতরে থাকিয়াই আত্মোন্নতি বিধান শ্লাঘ্য মনে করেন। নমঃশূদ্র এবং মালী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে সম্প্রতি এই জাগরণের ভাব বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। বর্ত্তমান যুগের ইহা একটী মুখ্য লক্ষণ। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইতেই সমষ্টির শক্তি প্রসার লাভ করে। কে জানে এই স্বাতন্ত্র্য সাধনা হইতেই জাতীয় জীবন সংঘটনের মূল উপাদান গৃহীত হইবে কিনা? ইহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে সকলেই নিজ নিজ স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। চারিদিকে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। জাতীয় দুর্গতির দিনে আমরা নিজকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আবার নিজের পরিচয় লওয়ার জন্য ব্যাকুল হইতেছি।

বৈদ্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ইঁহারা দীর্ঘকাল বঙ্গের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রাজত্ব অনেককেই করিতে দেখা যায় কিন্তু মহারাজ বল্লাল একটী উদীয়মান জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে যেভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা অচিন্তনীয় এবং উপমা রহিত। তিনি তাঁহার দানসাগর গ্রন্থে সেন বংশকে "শ্রুতি নিয়ম গুরু" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম রক্ষাই তাঁহার কৌলীন্য প্রবর্ত্তনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সেনরাজ বল্লাল বাঙ্গালীজাতির মর্ম্মগ্রন্থি রচনা করিয়া গিয়াছেন; ভবিষ্যদ্ বংশধরগণ তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

সেন রাজদের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিলে বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হয়। রাজা গণেশ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি মুসলমান শক্তির আশ্রয়ে নিজকে অতি প্রবল মনে করিতেন। বৈদ্য বিদ্বেষ প্রযুক্তই হউক অথবা পরিক্ষীণ ব্রাহ্মণ সমাজ যে বৈদ্যরাজ বল্লালের চেয়েও জাতি বিচারে এবং আভিজাত্য দানে অপ্রতিহত প্রভাব ছিলেন তাহা দেখাইবার জন্যই হউক তিনি ব্রাহ্মণগণের আবেদনপত্রানুরোধে অনুশাসন লিপি দ্বারা বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত অনুশাসন পত্র বঙ্গীয় "এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে এবং সুপ্রসিদ্ধ 'কোলব্রুক্' সাহেব প্রণীত 'হিষ্ট্রি অবদি রিচুয়াল্স্ অব বেঙ্গল' নামক পুস্তকে অবিকল মুদ্রিত আছে। রাজা গণেশের বংশধরগণ এখন মুসলমান, হিন্দুসমাজে শ্রেষ্ঠত্বলাভে তাঁহাদের প্রয়োজন বা প্রচেষ্টা থাকিতে পারে না; কিন্তু রাজা গণেশ বৈদ্য সমাজের যে অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন তাঁহার কলঙ্ক ঘোষণা করিবে।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে কথিত আছে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" অর্থাৎ দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কালের আবর্ত্তনে এবং সমাজের নিষ্পেষণে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকেই আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। উপনয়ন, আচার, অশৌচ, দীক্ষা এবং কুলাচার্য্য

প্রভৃতি যে সকল গুণে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অলঙ্কৃত ছিলেন, আবার আমাদিগকে সেই সকল অর্জ্জন করিতে হইবে।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে একমাত্র আমাদের ত্রিপুরা জিলা ব্যতীত রাঢ় এবং বঙ্গের সকল বৈদ্যসমাজেই প্রবলবেগে সদাচারের সংস্কার সাধন হইয়াছে ও হইতেছে। হে ত্রিপুরাবাসী বৈদ্য মহোদয়গণ! এই জাতীয় জাগরণের দিনে এখনও যদি আমাদের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, তবে দেশকে ও দশকে ছাড়িয়া সমাজের এক কোণেও যে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। আমাদের এই পতনোন্মুখ অবস্থা সন্দর্শনে উৎকণ্ঠায় আতঙ্কিত হইয়া আমরা মুষ্টিমেয় সজ্জশক্তি সেবকরূপে আপনাদের প্রত্যেকের দ্বারস্থ হইতেছি। আসুন! আজ আমরা এই মুহূর্ত্তে সকলে সম্মিলিত হইয়া আদর্শ স্থানীয় রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই। আজ রাঢ়ীয় বৈদ্যবান্ধবগণ স্বজাতি প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। এই ডাকে সাড়া না দিলে চিরদিনের তরে আমাদিগকে সমাজের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। ইতি—

ইহার সহিত "সম্মতি পত্র" ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী পাঠান গেল। আশা করি যথোক্ত নিয়মানুসারে সম্মতি পত্রে স্বাক্ষর করতঃ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনে আমাদের সহায় হইবেন।

ত্রিপুরা-বৈদ্য-বান্ধব সম্মিলনীর প্রচার কার্য্য।

বিগত ১৬ই বৈশাখ বুধবার সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন বি, এ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশ কাব্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কবিরত্ন প্রচার কার্য্যে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা খরিয়ালা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও কসবা প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যাহা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খরিয়ালায় প্রচারের বৃত্তান্ত।

এখানে ১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতে অবসর প্রাপ্ত সেসন্ জজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে এক সভার অধিবেশন হয়। সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও উপস্থিত সকল বৈদ্য মহোদয়গণের সম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ঐ সভার সভাপতির কার্য্য করেন। সভায় খরিয়ালার শ্রীযুক্ত [illegible] সেন, শ্রীযুক্ত [illegible] সেন প্রমুখ সেন বংশীয় বৈদ্যগণ এবং নাটঘরের [illegible] শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি এবং [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]

ও অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্দেশ্য বিবৃত হইলে পর সংস্কার বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহার আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় এই আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। বৈদ্যবান্ধব সম্মিলনীর কার্য্যের সহিত তাঁহারা অশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশ কাব্যতীর্থ মহাশয় রাঢ়ীয় (শ্রীখণ্ড সমাজের) বৈদ্যগণের শালগ্রামশিলা পূজা, দশাহ অশৌচ, অখণ্ডিত উপনয়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণাচারের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিবরণ এবং ব্রাত্য বৈদ্যগণের সংস্কার বিধান সম্বন্ধে কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করতঃ এক বক্তৃতা করেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয়ের প্রস্তাব মতে এবং শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনানুসারে ও সম্মিলনীর উপস্থিত সভ্যগণের অনুমোদন মতে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়কে সম্মিলনীর অন্যতম সভাপতি পদে নিয়োগ করা হয়। সম্মিলনী সুযোগ্য গিরিশ বাবুকে পাইয়া খরিয়ালার এবং সুন্দরগঞ্জ পরগণার অন্যান্য গ্রামস্থ বৈদ্যগণের সংস্কার বিষয়ে বিশেষ আশা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় প্রচারের ইতিবৃত্ত।

এখানে ১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় উক্ত সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বরদচন্দ্র সেন মোক্তার মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তাঁহার বাসা বাটীতে এক সভার অধিবেশন হয়। চুণ্টার অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুপ্ত মোক্তার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাশ মোক্তার, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন উকীল, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ চৌধুরী মোক্তার, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন ও অন্যান্য কতিপয় বৈদ্য সন্তান উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন মহাশয় বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত ও বৈদ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বিবৃত করিলে সমবেত সকল বৈদ্যসন্তানই অত্যন্ত উৎসাহের সহিত "বৈদ্যবান্ধব সম্মিলনীর" সদস্য পদ গ্রহণ করেন। যথাসম্ভব সত্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিসনের সকল বৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। অবশেষে সভাপতি মহাশয়ের মতানুসারে সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

কসবায় প্রচারের বিবরণ।

প্রচারকগণ ১৮ই বৈশাখ শুক্রবার অপরাহ্নে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে এখানে সভা আহ্বান করা সম্ভবপর হয় নাই। এখানে শ্রীযুক্ত মহেশ্বর গুপ্ত এম, এ, বি, এল, উকীল ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুপ্ত উকীল মহাশয়গণ সম্মিলনীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত উকীল মহাশয়ও সম্মিলনীর কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন এইরূপ আশা দিয়াছেন।

নবনির্ব্বাচিত সদস্যগণের তালিকা।

১। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ সাং খরিয়ালা। ২। শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাং চুণ্টা। ৩। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন উকীল সাং উড়শীউরা ৪। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুপ্ত মোক্তার সাং কটী। ৫। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাশ মোক্তার সাং চৌনিখলা ৬। শ্রীযুক্ত মেঘনাদ চৌধুরী মোক্তার সাং মজলিশপুর। ৭। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন সাং মূলগ্রাম। ৮। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুপ্ত উকীল সাং কটী। ৯। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর গুপ্ত এম, এ, বি, এল, উকীল সাং কটী। ১০। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত উকীল কালীকচ্ছ। ১১। শ্রীযুক্ত হলধর সেন, চুলরিয়া।

সম্মিলনীর ৮ম সংখ্যক নিয়মের বিধানমতে পরিবর্দ্ধিত

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন বি, এ, বেঙ্গল পাব্লিসিটি বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব বক্তা, ত্রিপুরা ষ্টেটের রাজস্ব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন অবসর প্রাপ্ত সেসন জজ।

সহকারী সভাপতি—১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন। ২। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেন। ৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন। ৪। শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল; ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন।

সহকারী সম্পাদক—১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশ কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, শব্দশাস্ত্রী, সাহিত্যাচার্য্য। ২। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাশ মোক্তার। ৩। শ্রীযুক্ত কুমার সেন কবিরত্ন। ৪। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সেন।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডাক্তার।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র সেন মোক্তার। ২। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন ডাক্তার ৩। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাশ। ৪। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেন বি, এ, ৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণকুমার সেন। ৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন।

সমিতির অন্যান্য সুযোগ্য সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন রায় ডাক্তার, মাহিলারা, বরিশাল ২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, গৈলা বরিশাল ৩। শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন দাশ বি, এ, রামপুর, ত্রিপুরা ৪। শ্রীযুক্ত

নির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত, চুন্টা ৫। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেন মেহারী, ৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বিশ্বাস, খেয়াইশ, ষ্টেশন মাষ্টার ৭। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন, সাতগ্রাম ঢাকা।

ত্রিপুরা-বৈদ্য-বান্ধব সম্মিলনীর।

সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

১। সভ্য হইবার নিয়ম :— ১। প্রত্যেক সভ্যকে সভার নির্দ্দিষ্ট সম্মতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইতে হইবে। ২। একজন সভ্যের প্রস্তাবে ও একজনের সমর্থনে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক সভ্যের নির্ব্বাচন হইবে। ৩। নির্ব্বাচনের পর প্রত্যেক সভ্যকে প্রবেশিকা এক টাকা এবং বার্ষিক সাহায্য সাধারণতঃ তিন টাকা। (কিম্বা ন্যূনকল্পে এক টাকা) দিতে হইবে। এই সাহায্য প্রতি বর্ষের প্রারম্ভে অগ্রিম বা সমগ্র বর্ষের মধ্যে তিনবার দেয়। ৪। সভার "সাহায্য ভাণ্ডারের" উন্নতি কল্পে তিনি এককালীন ৫০ এক পঞ্চাশ টাকা বা ততোধিক দান করিবেন তিনি "বিশিষ্ট সভ্য" বলিয়া গণ্য হইবেন। তাঁহাকে বার্ষিক সাহায্য দিতে হইবে না। ৫। এই সমিতির প্রত্যেক সদস্য বৈদ্যগণের চিরন্তন অধিকারোচিত শাস্ত্র সম্মত আচার পালনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইবেন। ৬। যদি কোন উৎসাহী সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, সম্পাদককে জানাইলে যথাযথভাবে তাঁহাকে নির্ব্বাচন করা হইবে। ৭। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ প্রয়োজন বোধ করিলে উপরোক্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইবেন। ৮। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ আবশ্যক বোধে উক্ত সমিতির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

সভ্যগণের অধিকার :— ১। প্রত্যেক সভ্য সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া কিম্বা সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া জাতীয় কল্যাণার্থে স্বাভিমত জানাইতে পারিবেন। সংখ্যার আধিক্যানুসারে (ভোট গণনা করিয়া) কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় সেই মতের মীমাংসা করা হইবে। ২। যদি কোন সভ্য বৈদ্যের জাতিতত্ত্ব এবং আচার জানিতে ইচ্ছা করেন তবে সম্পাদকের নিকট জানাইলে তাহার উত্তর শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ প্রেরণ করা হইবে।

বাং ১৩৩২ বৈশাখের কার্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ভাগ্যচন্দ্র সেন, বি, এ, ভূতপূর্ব্ব বোম্বে প্যুর্‌নিসিটি বোর্ডেরবক্তা; ত্রিপুরা ষ্টেটের রাজস্ব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক।

সহকারী সভাপতি— ১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন। ২। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র সেন। ৩। শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার সেন। ৪। শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র সেন, এম, এ, বি, এল, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন।

সহকারী সম্পাদক—১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশ কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, শব্দশাস্ত্রী, সাহিত্যাচার্য্য; ২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কবিরত্ন; ৩। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সেন।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডাক্তার।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যান্য সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, ডাক্তার। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাশ; শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেন, বি, এ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সেন; শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র সেন।

ত্রিপুরাবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণভ্রাতৃগণ! আপনারা জাতীয় জীবন গঠন উদ্দেশ্যে সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন জ্ঞাত হইয়া অপরিসীম আনন্দানুভব করিতেছি। প্রত্যেকের মনে রাখা আবশ্যক বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের পিতৃস্থানীয় ও পূজার্হজাতি। এই জ্ঞান বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি অনিবার্য্য। আপনারা স্ববর্ণীয় (ব্রাহ্মণ-বর্ণীয়) "শর্ম্মা" পদবীতে আত্মপরিচয় দেওয়ার ও দেবপৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করার ব্যবস্থা না করিলে কখনও জাতীয় গৌরব রক্ষা হইবে না। সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতি পদবী, কায়স্থ, স্বর্ণবণিক কৈবর্ত্ত বারুই এমন কি বহিত্রী প্রভৃতি বহুশ্রেণীর ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় জাত্যুক্ত পদবী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। বৈদ্যব্রাহ্মণসন্তানগণ নামান্তে শুধু সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতি লিখিলে উক্ত বহুবিধ জাতির মধ্যে কোন জাতির অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। আপনাদের ন্যায়, কৃতবিদ্য বিশিষ্ট বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণবর্ণ প্রতিপাদক "শর্ম্মা" যথা সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা, উল্লেখে আত্মপরিচয় ও দৈবপৈত্র কর্ম্মসম্পন্ন করার প্রতিবিধান না করিলে অশ্রেষ্ঠ বৈদ্যব্রাহ্মণসন্তানগণ কাহার দৃষ্টান্তে নিজকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন:—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ত তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণ যেইরূপ আচরণ করেন, তদিতর সাধারণ লোকগণও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেই কার্য্যকে প্রামাণ্য বলিয়া খ্যাপন করেন, সকলে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে।

জাতীয় আচার ও সংজ্ঞা বিহীন হওয়াতেই আজ বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে বৈশ্য ও শূদ্রাচার ত্যাগ করার জন্য তুমুল আন্দোলন করিতে হইয়াছে। যদি সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণসন্তানগণ বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালন ও শর্ম্মান্ত নামে আত্মপরিচয় এবং দৈবপৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হন, তাহা হইলে আশা করা যায় অচিরকালের মধ্যে বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ভারতীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক মহাজাতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। আপনারা কালবিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হউন। উপনয়ন, আপনাদিগকে [illegible] [illegible], আপনারা অনুকরণপ্রিয়াশালী জাতি। কলিকাতায় যে "বৈদ্য-ব্রাহ্মণসমিতি"র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, [illegible]

সমিতির মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতীপ্রমুখ সভ্যবৃন্দ সকলেই ব্রাহ্মণাচারে বৈধবৈদ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, এবং শর্ম্মান্ত নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন। যখন রাঢ়ীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের অনুকরণে জাতীয় জীবন গঠন প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের আচার ও সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করাই শ্রেয়। আমরা "চট্টগ্রাম বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর" পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি আপনারা যখন ব্রাত্য, তখন কালাকালের বিচার না করিয়া অনতিবিলম্বে উপবীত গ্রহণ করুণ এবং শর্ম্মান্তনামে আত্মপরিচয় দিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষা করুন!!

সম্পাদক—
"বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী"।

জাতীয়তার প্রসারণ।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন শর্ম্মা, পূর্ব্বসিমুলিয়া, ঢাকা)।

সাধারণতঃ দেখা যায় মানুষ যখন স্বার্থের গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া, সাম্যভাবকে বরণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, তখনই ভ্রাতৃত্ব আপনা হইতেই আলিঙ্গন করিবার জন্য বক্ষ বিস্তার করে। স্বার্থের আবরণ হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে,—ত্যাগের ভিতর আত্ম-প্রতিষ্ঠা বিস্তারের চেষ্টা করিতে না পারিলে,—জগতে কেহই শুধু বাগ্মীতায়, বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে, সুসংবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী হইয়া সকলের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং জাতীয়তার পুষ্টি সাধন করিতে হইলে, সঙ্ঘবদ্ধতা যেমন একান্ত প্রয়োজন,—সেইরূপ ত্যাগের অমোঘ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে না পারিলে সমাজ-ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে না। আমরা কিছুদিন বাক্য-সুধায় আকৃষ্ট অভিভূতবৎ, সমাজসংস্কারকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হই বটে,—কিন্তু স্বার্থের ভীষণ মূর্ত্তির নিকট প্রতিহত হইয়া, যখন সমস্ত আস্থা হারাইয়া ফেলি,—তখন সমাজ সংস্কারককে সংহারকের প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়া, সংস্কারের পথে কণ্টক রোপণ করি।

সমাজের হীন অবস্থাপন্ন কর্ম্মী যদি আত্মাভিমানরূপ শক্তির আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, বড়র সহিত মিলিতে অক্ষম হয়,—সিন্ধু যদি বিন্দুকে আকর্ষণ করিতে ঘৃণা বোধ করে,—অসীম যদি সসীমের সহিত ভ্রাতৃত্ব বিস্তার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে,—তবে সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য একেবারে অসংলগ্ন ও অশান্তিমূলক হইয়া পড়ে! যে পদ্ধতি অনুভূতি আসক্তিকে সংযত রাখে, তাহারই নামই বিচার। মানুষের সুচিন্তিত এবং বিচারের দ্বারা সুসংস্কৃত চেষ্টাই স্বাধীনতা। ইচ্ছাশক্তি [illegible] প্রণালীবদ্ধ ও সংযত হয়—তখনই সাম্য আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। [illegible] আকাঙ্খা যেখানে সংযত ভাবে শাসিত হয়, সেইখানেই বৈষম্য দূর হইয়া যায়। সেই [illegible] প্রতিপাদন করাইবার জন্যই,—সমস্ত অসামঞ্জস্য ভাব বিদূরিত করিয়া, আমরা জাতীয়তা

প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। সমাজভুক্ত সকলের মন প্রাণ একীভূত করিয়া,—সকলের মন হইতে আত্মপর জ্ঞান তিরোহিত করিবার জন্যই,—আমরা সমবায় চেষ্টায় এতবড় বিরাট আয়োজন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। দলাদলির ভিতর আত্মশ্লাঘারূপ বিভীষিকা বক্ষে টানিয়া লইয়া,—কেহ যাহাতে সেই খাটী তপ্যটুকুন বিস্মৃত না হয়,—ইহাই এখন আমাদের নেতাদিগের লক্ষ্য স্থল বলিয়া মনে করি। সংযমই মানুষে ও পশুতে পার্থক্যের বেষ্টন। সংযম দ্বারাই লোক মনশ্চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইয়া দলাদলি বিনিষ্ট করিতে পারে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার পথ উন্মুক্ত করিতে সক্ষম হয়। ভাবাতিশর্য্যে কেহ যদি, নির্ব্বিচারে কোন অশুভ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপন করে, তবে সে আদর্শ সমাজের জীবন্ত উজ্জল চিত্র লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে সক্ষম হয় না।

আমরা ব্যক্তিগত জীবনে দেখিতে পাই, দুঃখের মধ্যে দরদীর স্পর্শ পাইয়া, অর্থাৎ সহানুভূতি লাভ করিয়া, লোক অনেকটা আশ্বস্থ হয়, সুতরাং সেই দরদীর অন্তর, সেই বেদনা অনুভবকারীর অন্তর অপেক্ষা সাতগুণে শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন। ত্যাগের ভিতর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেই মানুষ প্রকৃত দরদী নামের যোগ্য হয়। যদি সমাজ সংস্কারকগণের ভিতর আমরা এতটুকুন দরদের সন্ধান না পাই,—তবে সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সুধু আশ্বাস বাক্যে সঞ্জীবিত থাকিতে পারে না। সমাজ-সংস্কারকগণ সমসাময়িক সমস্ত আঘাত বরণ করিতে সক্ষম না হইলে, সমাজের ভিতর বিশৃঙ্খলতা আপনা হইতেই স্বীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কাজেই স্বার্থত্যাগী না হইলে খাটী দরদী হওয়া অসম্ভব। আবার দরদী হইতে না পারিলে, বাক্যাড়ম্বরে ও বক্তৃতা দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশের প্রয়াস নিতান্ত ভিত্তিহীন প্রতিষ্ঠা।

জাতীয় জীবনের সমগ্র শক্তির কেন্দ্র হইয়াছে ঐক্যভাব ও অন্তরজনীন নির্ভরপরায়ণতা। ইহাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভিতর চিরন্তনভাবে উন্নত ব্যক্তির অন্তর জুড়িয়া থাকে। যখন দেখা যায় স্বীয় শক্তি স্ফুরিত হয় নাই, অথবা চেষ্টা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাইতেছে না, তখন হাল ছাড়িয়া না দিয়া সমাজের মনীষিবৃন্দের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাহা না করিয়া, চরম অবনতির পথে উপনীত হইবার মত বিড়ম্বনা কেহ যদি স্ব-ইচ্ছায়, বিনা বিচারে, মস্তকে তুলিয়া লইতে কুণ্ঠা বোধ না করে, তবে জীবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের আশা তাহার পক্ষে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইবে সন্দেহ নাই। বহু উন্নত ব্যক্তির পরিচালনার উপরই যখন সমাজের ভিত্তি গ্রথিত হইয়া থাকে, তখন জীবনকে সমাজের ব্যষ্টিরূপে গড়িয়া লইলেই জাতীয় জীবন গঠনের পথ উন্মুক্ত হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতায় মানুষকে স্বাধীনতার পথ হইতে বহুদূরে লইয়া যায়। সুসংস্কৃত সামাজিক শাসনের ভিতর স্বাধীনতা আপনা হইতেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কাজেই জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে সামাজিক দুর্নীতি, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি দানব শক্তিকে বিদূরিত করিতে হইবে। মনীষিগণের প্রদর্শিত পথ লক্ষ্যস্থল বলিয়া ধরিয়া লইতে না পারিলে, সমাজ সুসংস্কৃত হইতে পারে না। কাজেই সমাজের গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ হইতে

হইলে আচার, ব্যবহার উন্নত আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ক্ষীণ প্রাণ বর্ত্তমান সমাজ-শরীরে প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করিয়া সবল করিতে না পারিলে, সামাজিক-জীবনে, জাতীয়-জীবনে স্বাতন্ত্র্য প্রভাব ডুবাইয়া দিতে না পারিলে, আমাদের ঐন্দ্রজালিক মোহ নষ্ট হইবে না। ক্রমশঃ—

বিক্রমপুর বৈদ্যব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা।

বিবাহ ঃ— তারিখ ২৩শে বৈশাখ বুধবার। পাত্র সেনহাটি সমাজের অন্তর্গত ফরিদপুরজেলার সেনদিয়া গ্রামবাসী মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় বিষ্ণুদাশবংশীয় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ফণীন্দ্রভূষণ দাশশর্ম্মা মজুমদার। পাত্রী বিক্রমপুর সমাজের অন্তর্গত সোণারঙ্গ নিবাসী শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গুবংশীয় প্রেসীডেন্সীকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ভাবিনী দেবী। পাত্রপক্ষের পুরোহিত ছিলেন বিষ্ণুদাশ বংশের কুলপুরোহিত কোটালিপারা উনসিয়া নিবাসী বৈদিকব্রাহ্মণ শ্রীযুত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য পাত্রীপক্ষের পুরোহিত ছিলেন হেমবাবুর কুল পুরোহিতদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ দক্ষিণ বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। সেনহাটি সমাজের অন্তর্গত সেনদিয়া, কাজুলিয়া, মুগধব ভট্টপ্রতাপ; কাহুরিয়া, সিদ্ধকাঠি প্রভৃতি গ্রামবাসী এবং বিক্রমপুর সমাজস্থ বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও বিবাহ কার্য্য শর্ম্মান্ত পাঠে সম্পন্ন হইয়াছে।

চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সফলতা।

উপনয়ন ঃ— ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত আরকান্দী গ্রামবাসী চট্টগ্রামপ্রবাসী কমিশন অফিসের ক্লার্ক ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সেনশর্ম্মার উপনয়ন সংস্কার ২০শে বৈশাখ ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্য গুরু ছিলেন সুচিয়ার বিখ্যাত ভরদ্বাজবংশীয় শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ শিরোমণি

২০শে বৈশাখ বরমাগ্রামের শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রীমান্ বসুধারঞ্জন দত্তশর্ম্মার ও শ্রীমান্ হৃদয় রঞ্জন দত্তশর্ম্মার উপনয়ন ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অপরাচরণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় আচার্য্য গুরুর কার্য্য করিয়াছেন।

নয়াপাড়াগ্রামের শক্তিগোত্রীয় শ্রীযুত কামিনীকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ও ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে উপবীত গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

বিবাহ ঃ— বিগত ৭ই বৈশাখ, নয়াপাড়াগ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয় স্বর্গীয় ৺অপরাচরণ

দাশশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর সহিত কোয়েপাড়াগ্রামের ধন্বন্তরিগোত্রীয় স্বর্গগত ৺মহেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীমান্ বিনোদবিহারী সেনশর্ম্মার শুভবিবাহ ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

১২ই বৈশাখ বরমাগ্রামের বৈশ্বানরগোত্রীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীর সহিত কোয়েপাড়াগ্রামের ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মার শুভ পরিণয় ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত গচিহাটাষ্টেশনে ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্তনামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

১২ ই বৈশাখ কোয়েপাড়াগ্রামের ধন্বন্তরিগোত্রীয় উকিল ও জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয়াকন্যা শ্রীমতী ননীবালা দেবীর সহিত নয়াপাড়াগ্রামের মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অবলাচরণ সেনের শুভবিবাহ কন্যাপক্ষে সম্প্রদান কার্য্য শর্ম্মান্তনামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু বরপক্ষে বিবাহ সম্পর্কীয়কার্য্য বর্ণপ্রতিপাদক সংজ্ঞাবিহীন অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণ গঠিত আর্য্যজাতির গণ্ডী ছাড়িয়া কেবল "সেন" উল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

নয়াপাড়ার ন্যায় বিশিষ্ট বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে বর্ণপ্রতিপাদক সংজ্ঞাহীন পদবীতে দৈবপৈত্র কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া বড়ই ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। নয়াপাড়ায় কি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত নাই? নতু শ্রীযুত রামহরি বিদ্যানিধিকে বরযাত্রীরূপে যজন ব্রাহ্মণদের সহিত উপস্থিত করা হইয়াছিল কেন? গণকগণ চট্টল সমাজে জলাচরণীয় নহেন।

যে বিবাহে বরযাত্রীরূপে জমিদার শ্রীযুত মোক্ষদারঞ্জনরায়, অনারিমাজিষ্ট্রেট ও জমিদার শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মারায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন, সেই বিবাহ বর্ণাচার হীন হইল কেন?

শাস্ত্রের বিধান ব্রাহ্মণ শর্ম্মা, ক্ষত্রিয় বর্ম্মা, বৈশ্য গুপ্ত, শূদ্র দাস পদবী উল্লেখে দৈবপৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন আর্য্যসন্তান নাই, যিনি বর্ণপ্রতিপাদক সংজ্ঞা ত্যাগ করিয়া দৈবপৈত্র কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কায়স্থ, বারুই, স্বর্ণবণিক এমন কি বহিত্র জাতিরাও সেন, দাস, ও দত্ত সংজ্ঞার সহিত স্ববর্ণানুযায়ী পদবী সংযোগ করিয়া দৈবপৈত্রকর্ম্ম সম্পন্ন করে। বর্ণজ্ঞাপক পদবীর উল্লেখ ব্যতীত দৈবপৈত্রকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হয় না। মনু বলিয়াছেন:—

শর্ম্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥ ২ অঃ ৩২ শ্লোক।

কুল্লুক টীকায় বিষ্ণুপুরাণ হইতে বচন অধ্যাহার করিয়াছেন:—

শর্ম্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতং।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

কুল্লুক ব্যাখ্যা করিয়াছেন:— শর্ম্মবর্ম্মগুপ্তদাসাদীনি উপপদানি কার্য্যাণি উদাহরণানি তু শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুগুপ্তঃ দীনদাস ইতি। কোন শাস্ত্রই বর্ণপ্রতিপাদক পদবী ত্যাগ করিয়া দৈবপৈত্র কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেন নাই। কোন ব্রাহ্মণই উপবীতীই হউক্ অনুপবীতীই হউক্ "শর্ম্মা" ত্যাগ করিয়া দৈবপৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না। কোন বৈশ্যই "গুপ্ত" ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ করে না। কোন শূদ্রই "দাস" পদবী বর্জ্জন করিয়া পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করে না। তবে এই বিবাহ কার্য্য একদিকে শর্ম্মান্ত অপরদিকে অনার্য্যাচার হইল কেন? ইহা কি বিদ্যানিধির ব্যবস্থা? যে গণাচার্য্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরশুরাম সংহিতোক্ত জাতিমালায় উল্লেখ হইয়াছে:—

অম্বষ্ঠাদ্ গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভে সমুদ্ভবঃ।
নক্ষত্রতিথিযোগাদিগ্রহনির্ণয়কারকঃ॥

অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভে যে জাতির উৎপত্তি তাহাদিগকে গণক বলে। নক্ষত্র তিথি যোগ ও গ্রহ প্রভৃতির নির্ণয় করাই তাহাদের বৃত্তি। তাহারাও ব্রাহ্মণবর্ণীয় রূপে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈবপৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং বর্ণজ্ঞাপক পদবী ত্যাগ করিয়া বিবাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করে না। তদবস্থায় বিশ্বপূজ্য জাতির বংশধরগণকে অনার্য্য বা অবর্ণাচারী রূপে বিবাহ করান হইল কেন?

হয়তঃ কোন কোন বিদ্যাদিগ্‌গজ বলিতে পারেন, বর যখন অনুপনীত, তখন তাহার শর্ম্মান্ত নাম উল্লেখ করা হয় কিরূপে? দাসান্ত নাম উল্লেখ করিলেও শূদ্রবর্ণীয় হইয়া যায়। সুতরাং নামগোত্র উল্লেখে দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করা হউক্। বর্ত্তমানে এইরূপ বিদ্যাবাগীশের সংখ্যাই অধিক। তাহারা শাস্ত্রের ধর্ম্মের বিধি বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখার আবশ্যকতা মনে করে না। সুযোগ ও সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখে না যে, যদি যজনব্রাহ্মণের অনুপবীতী সন্তানগণ শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে, তবে বৈদ্যব্রাহ্মণের অনুপবীতীসন্তানগণ শর্ম্মান্ত নাম উল্লেখে দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে না কেন? যদি বলেন যজনব্রাহ্মণের পিতৃপিতামহগণ উপবীতী ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণের সন্তানগণ তদ্রূপ উপবীতী নহে। তাহাতে ধর্ম্মের শাস্ত্রের কোন বাধা আছে কি? শর্ম্মা পদবী বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের জন্মগত অধিকার নহে কি? যদি বৈদ্যগণ বিপ্রবর্ণ সিদ্ধান্ত হয়, তবে শর্ম্মা পদবী ব্যতীত অপর কোন বর্ণীয় পদবীর উল্লেখ করিতে পারা না। ব্রাহ্মণগণ পনরবৎসর তিনমাস গত হইলেই ব্রাত্য হয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় সত্য। কিন্তু তাহার বর্ণান্তর ঘটে না। উপনীত না হইলে যে, সে বর্ণান্তরে পরিণত হয়, এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। যাহারা মনে করেন, বহুপুরুষপরম্পরা অনুপবীতী বৈদ্যগণ শূদ্রবর্ণীয় হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বর্ণান্তর হইয়া থাকিলে বৈদ্যগণ কখনও জাতিতে বৈদ্য লিখিতেন না, জাতিতে শূদ্র লিখিতেন। কোন বৈদ্যই এই পর্য্যন্ত জাতিতে শূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দেন নাই।

বরং বহুবৈদ্যই বজনব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বৈদ্যসন্তানগণ যে বর্ণান্তরে পরিণত হয় নাই বৈশ্য-পরিচয়ই তাহার নিদর্শন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা যাঁহাদের ধর্ম্ম স্বরূপ, যাঁহারা জ্ঞানবত্তায়, বিদ্যাবত্তায় এইক্ষণও বজনব্রাহ্মণাদির শীর্ষস্থানীয় রূপে বিরাজমান; সে জাতি কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইতে পারে? তবে যদি কোন বৈদ্যসন্তান স্বেচ্ছায় বৈশ্য বা শূদ্র হইতে চায়, অদাস জীবনকে দাসত্বে বিনিময় করিতে চায়, কৃষক, গো-রক্ষক বা বেপারীর সন্তান বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত বৈদ্যব্রাহ্মণদের কোন বিরোধ নাই। আর যাঁহারা নিজকে বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির বংশধর বলিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণদের সহিত যৌন সম্বন্ধাদি করিয়া আত্ম-প্রতারণা পূর্ব্বক বৈশ্য বা শূদ্রাচার প্রতিপালন করিতে চায়, তাহাদিগকে বর্ণ ব্যভিচারী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পক্ষান্তরে পাত্রীর পিতা একজন উপবীতী বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হন। তিনি জানেন ব্রাহ্মণের কন্যা ব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণে সম্প্রদান হইতে পারে না। ভগবান মনু দশম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন:—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

বর্ণ-ব্যভিচার অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় পুরুষের উৎকৃষ্ট বর্ণীয়া স্ত্রী গমনে যেসব সন্তান জন্মে, তাহারা বর্ণসঙ্কর হয়। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন:—

কুমারী সম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজাতশ্চ চাণ্ডাল স্ত্রিবিধঃস্মৃতঃ॥

অপরিণীতার গর্ভজাত, সগোত্রাস্ত্রীর গর্ভজাত এবং ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসজাত এই ত্রিবিধ সন্তাই চণ্ডাল হইয়া থাকে। পাত্র ও পাত্রী পক্ষীয় মহানুভবগণ বিচার করুন! এই বিবাহজাত সন্তানগণ কোন বর্ণীয় হইবে? এবং বিদ্যানিধিগণকে জিজ্ঞাসা করুন, এই বিবাহজাত সন্তানগণের জলপিণ্ড আর্য্যশাস্ত্রানুসারে তত্তৎ পূর্ব্বপুরুষগণ পাইবেন কি না!!

শুনা যায়, কোন কোন যজনব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া বেড়ান বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে খচ্চর বানাইবেন। ইহা কি তাহারই পূর্ব্ব সূচনা? ধন্য যজনব্রাহ্মণের কূটনীতি! ধন্য তাঁহাদের প্রভাব!! তাঁহারা বহুস্থলে অজ্ঞ অশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও বৈদ্যবংশধরগণকে শাস্ত্রোপদেশে প্রতারিত করিতেছেন।

২৩শে বৈশাখ ধলঘাটগ্রামের মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত ভিখনচন্দ্র দাশশর্ম্মা মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী প্রমিলাবালা দেবীর সহিত বরমাগ্রামের বৈশ্বানরগোত্রীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মার শুভ-পরিণয় ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত ২৩শে তারিখে নয়াপাড়াগ্রামের শক্তিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেনশর্ম্মার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ভগরবালা দেবীর সহিত বরমাগ্রামের শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রীমান্ হৃদয়রঞ্জন দত্তশর্ম্মার শুভ-বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত পাঠে সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত ২৩শে বৈশাখ কেলিসহর গ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয় স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মাচৌধুরীর

কন্যার সহিত কোয়েপাড়ার ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত শশিকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ জানকীজীবন সেনশর্ম্মার উদ্বাহ কার্য্য ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৩শে বৈশাখ কেলিসহরগ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাশশর্ম্মাচৌধুরীর কন্যার সহিত কোয়েপাড়ার ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীমান হরিজীবন সেনশর্ম্মার শুভ-বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

পরৈকোড়া গ্রামের শালঙ্কায়নগোত্রীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী তারারাণী দেবীর সহিত কেলিসহরগ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী উকিল মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ জ্যোৎস্নাকুমার দাশশর্ম্মা এম্, এর শুভ-বিবাহ বর পক্ষে ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যা পক্ষে পূর্ব্বপুরুষগণের নাম শূদ্রবৎ দাস পদবী উল্লেখে, কন্যাকে দাসী পদবীতে সম্প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ বিবাহ প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এইরূপ অনুলোম বিবাহজাতসন্তানগণ পিতৃবর্ণ ই প্রাপ্ত হইত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
জাতোঽম্বষ্ঠো নিষাদস্তু শূদ্রাং পারশবোঽপি বা॥"

বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈশ্যা স্ত্রীতে অম্বষ্ঠ, এবং শূদ্রাস্ত্রীতে নিষাদ, সংজ্ঞান্তরে পারশব বলে। ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥" ১০ অঃ ৮ শ্লোক।

কুল্লুক টীকা করিয়াছেন :— কন্যাগ্রহণাদত্র উঢ়ায়ামিত্যধ্যাহার্য্যং বিন্নাস্বেন বিধিঃ স্মৃতঃ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃত্বাচ্চ ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং উঢ়ায়ামম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে শূদ্রকন্যায়ামূঢ়ায়াং নিষাদ উৎপদ্যতে যঃ সংজ্ঞান্তরেণ পারশবশ্চোচ্যতে।

এই সমুদয় বচনাবলী হইতে জানা যায়, ব্রাহ্মণগণের শূদ্রকন্যা বিবাহ করারও বিধান ছিল। তজ্জাত সন্তানগণ পারশব শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন। মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন :— "যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথা বিধং। যে স্ত্রী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে তজ্জাত সন্তানগণ তাদৃশ হইবে।

মনু তাহার উদাহরণ দিলেন :—

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
সারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হনীয়তাম॥

বশিষ্ঠপত্নী অক্ষমালা, মন্দপালের পত্নী "শারঙ্গী", কনাদ জননী "উলকী" ও শুকদেবের জননী "শুকী" তাঁহারা সকলেই হীনযোনি জাতা হইয়াও ব্রাহ্মণগণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণী হইয়া সকলেরই পূজনীয়া হইয়াছিলেন।

এই বিবাহে কন্যা শূদ্রাচারে সমর্পিত হইলেও ব্রাহ্মণবরের সহিত সংযুক্তা হওয়াতে ব্রাহ্মণী হইয়াছেন। তজ্জাত সন্তানগণ ও শুকীর গর্ভজাত সন্তান শুকদেবের ন্যায় ব্রাহ্মণই হইবে। মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সী চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্ যুগাৎ ॥

ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে পারশব অর্থাৎ অপসদ পুত্র জন্মে, সে যদি শ্রেয়ান্ অর্থাৎ বিদ্যাগুণ সম্পন্ন হয়, সেই অশ্রেষ্ঠ শূদ্রাপুত্র হইয়াও সপ্তম পুরুষে মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। মহর্ষি উশনা বলেন :—

শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতো পারশবো মতো।
মদ্রকাদীন্ সমাশ্রিত্য জীবেয়ুঃ পূজকাঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে, তাহাতে যে সন্তান পারশব নামে জন্মগ্রহণ করে। তাহারা মদ্রাদি (পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে) দেবপূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

এইরূপ বিবাহ প্রাচীন যুগের প্রথা হইলেও কলিযুগে এইরূপ অনুলোম বিবাহ বর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে।

শালঙ্কায়নগোত্রীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণ কি হেতুতে উপবীত গ্রহণ না করিয়া শূদ্রাচার পালনে নিরত রহিয়াছেন, তাহা জানি না। শালঙ্কায়নগোত্রীয় বৈদ্যগণ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এমন কি যজনব্রাহ্মণেরও বংশধর হইতে পারেন না। যেহেতু যজনব্রাহ্মণের গোত্র বিয়াল্লিশ, বৈদ্যব্রাহ্মণের গোত্র পঞ্চাশ। ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, আদ্য, শালঙ্কায়ন, মাহিষ্য, ধ্রুব, জম্বু ও মার্কণ্ডেয় এই আট গোত্রের যজনব্রাহ্মণ নাই। যে স্থলে ধন্বন্তরি প্রভৃতি আট গোত্রের যজনব্রাহ্মণের সম্ভাবনা নাই, সেই স্থলে ধন্বন্তরি প্রভৃতি গোত্রীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান হয় কিরূপে? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয় কিরূপে? শাস্ত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

"ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রানাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকম্।
তথান্য বর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ" ॥

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর জাতিদিগের গোত্র প্রবরাদি যাজক ব্রাহ্মণের গোত্র ও প্রবর হইবে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর জাতির গোত্রের পৃথক বিধান করেন নাই। কিন্তু বৈদ্যদের গোত্রের বিধান পৃথক্ করিয়াছেন এবং যজনব্রাহ্মণ হইতে আটগোত্র বৈদ্যব্রাহ্মণের অধিক হওয়াতে প্রতীত হইতেছে, বৈদ্যগণ যজন ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান নহে, বরং হরিবংশ পাঠে জানা যায়, বহু যজনব্রাহ্মণ বৈদ্যব্রাহ্মণ হইতে সঞ্জাত। যে রঘুনন্দন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র ভিন্ন অপর বর্ণ নাই বলিয়াছেন, তিনিও গোত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপং। ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োঃ রূপাদিষ্টাতিদিষ্টগোত্রম্" ॥ অর্থাৎ আদিপুরুষ যে নামের ব্রাহ্মণ, তৎঅধঃস্তন বংশধরগণ সেই নামীয় গোত্রভাগী হন্। শালঙ্কায়নগোত্রের

কোন যজনব্রাহ্মণ নাই। শালঙ্কায়ন গোত্রের বৈদ্যগণ যে যজনব্রাহ্মণাদি অপরাপর জাতির শীর্ষস্থানীয়, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তদবস্থায় পইরেকোড়ার শালঙ্কায়নগোত্রীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণ কোন যুক্তি তর্কের অনুবলে শূদ্রাচারী হইয়া থাকিতে চায়েন জানি না।

উপসংহারে অত্যন্ত আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের এক কন্যা রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবুর সুকৃতি পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দত্তশর্ম্মা বি এল মহাশয় বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা বহুদিন হয়, ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবোধবাবুর পত্নী এই বিবাহ উপলক্ষে পিতা সতীশবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ও আশাপ্রদ। তিনি পিতাকে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, আমরা ব্রাহ্মণবর্ণীয়া, আপনি যদি নিজকে জন্মগত ব্রাহ্মণবর্ণীয় মনে করিয়া ব্রাহ্মণাচারে এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহা হ'লে আমরা সেই বিবাহে যোগদান করিতে পারি। শূদ্রাচার যেস্থানে অনুষ্ঠিত হইবে, তথায় আমি উপস্থিত হওয়া সঙ্গত কিনা আপনি বিচার করিবেন। প্রবোধবাবুর স্ত্রী এই বিবাহে সহযোগিতা করেন নাই। ধন্য রায় বাহাদুর! ধন্য প্রবোধ বাবু! ধন্য প্রবোধবাবুর লক্ষ্মী স্বরূপিনী পত্নী!!! মা লক্ষ্মীগণ যদি অতঃপর প্রবোধবাবুর পত্নীর অনুকরণ সকলেই জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন, ব্রাহ্মণাচার যথায় হইবেনা তথায় তাঁহারা যদি পদার্পণ না করেন, আত্মমর্য্যাদা রক্ষায় যদি সকলেই মনোযোগী হন; তাহা হইলেই অচিরে এই আচারভ্রষ্ট জাতি পুনঃ সদাচারী হইয়া উঠিবেন। করুণারূপিণী, কোমল হৃদয়া আমাদের রমণী সমাজ! যদি প্রবোধবাবুর সহধর্ম্মিনীর ন্যায় সকলেই নিজ আত্মীয় কুটুম্ব ও পিতা, পুত্র ও স্বামীকে জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করার জন্য প্ররোচিত ও উৎসাহিত করিতে থাকেন, তবে আমরা আশা করিতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বৈশ্য ও শূদ্রাচারের বিকট দৃশ্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! সতীশবাবুর কন্যা যে আদর্শ দেখাইলেন্ চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়ের সঙ্কলিত পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি।

বৈদ্যগণ যে মনুক্ত অম্বষ্ঠ নহেন, তাঁহারা যে মহর্ষিগণের ঔরসে দেবকন্যার কন্যার গর্ভে সম্ভূত এবং ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, আদ্য, শালঙ্কায়ন প্রভৃতি গোত্র যে যজনব্রাহ্মণের নাই, বহু ব্রাহ্মণবংশ যে বৈদ্য হইতে সম্ভূত এবং বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে যজনব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বঙ্গদেশে এখনও যে, বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ যজনব্রাহ্মণের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজ করিতেছেন, বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ যে যজনব্রাহ্মণজাতিতে আত্মগোপন করিয়া যজনব্রাহ্মণজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, ভারতের অপরাপর প্রদেশস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণগণ এইক্ষণও যে তীর্থগুরু রূপে, মন্ত্রগুরু রূপে, আয়ুর্ব্বৈদিক চিকিৎসক রূপে, সনাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ রূপে সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, বঙ্গীয় সেন ও গুপ্ত রাজগণ ও যে, ব্রাহ্মণাচারে এবং শর্ম্মান্ত নামে আত্মপরিচয় ও দৈবপৈত্র কর্ম্ম করিতেন, দশাহাশৌচ পালন করিতেন, সপ্তশতী ব্রাহ্মণের স্রষ্টা যে বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার প্রমাণাবলী অধ্যাহার করিয়া ৮ পেজী ২৫ ফর্ম্মায় এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যপরিচয়।

এই গ্রন্থে উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা, বহুপুরুষপরম্পরা সংস্কার হীন বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির পুনঃ সংস্কার গ্রহণের শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বহু ব্যবস্থাপত্র, প্রায়শ্চিত্তের বিধান, উপবীত গ্রহণের নিয়মাবলী ও মন্ত্রাদি, সন্ধ্যাপ্রকরণ, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা ও মন্ত্রাদির বঙ্গানুবাদ সহ বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।

ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষাজীবন

কিরূপে শরীর সুস্থ, সবল ও নিরোগ করা যায়, কিরূপে ওজঃধাতুকে অবিকৃত রাখিয়া প্রভূত শক্তিশালী হওয়া যায়, কিরূপে শুক্রধাতু অচল অটল থাকে, কিরূপে স্মৃতিশক্তি, ধারণা শক্তি ও প্রতিভাশক্তির বিকাশ হয়, কিরূপে চিত্তের প্রসন্নতা সাধিত হইতে পারে, কিরূপে প্রাচীনকালীয় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হইত, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানা যাইবে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বলিরহস্য।

বলিরহস্য একটী সারগর্ভ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে হিন্দুর পূজোপচারের বিধান, বলির আবশ্যকতা, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে পূজার বিধান। দুর্গাপূজার আখ্যায়িকার (রামায়ণ মতে) ভিত্তি হীনতা, মহারাজ সুরথের লক্ষ পশুদানের অসত্যতা, মহিষবলিদানের অযৌক্তিকতা প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে। মূল্য ।• চারি আনা।

বৈদ্যজাতির উৎপত্তি।

এই পুস্তক পাঠে, বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই অন্ধচক্ষু খুলিয়া যাইবে। পুস্তকের প্রতিছত্রে একটা "সত্যতার" প্রাণ রহিয়াছে। সেই প্রাণের ভিতর রহিয়াছে গভীরতা এবং বিশালতা যাহারা বৈদ্যব্রাহ্মণের নিন্দাকে [illegible] প্রচার করিতেই অভিলাষী, মরুকে সূত্র বাঁধিবার ন্যায় আপনা [illegible] তাহাদের সেইমত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মূল্য ।• চারি আনা।

পি, কে, সেনের

চালমুগরা মলম।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে খোস, পাঁচড়া, দাদ, কোচদাদ, পাপড়ী, বিখাচ, হচবাত, ছুলি, কাউর, রক্তদুষ্টি, চুলকানী, নালীঘা, পোড়া ঘা, কাটা ঘা, বিষাক্ত ঘা, গর্মী ঘা, ফোড়া, বিস্ফোটক, শিশুদের শরীরের সর্ব্বপ্রকার ক্ষত, সংক্রামক চর্ম্মরোগ, গলিত কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি যে কোনপ্রকার পুরাতন বা নূতন দুরারোগ্য ক্ষত ও চর্ম্মরোগ অচিরে আরোগ্য হয়। ইহা জ্বালা যন্ত্রণা ও দুর্গন্ধবিহীন। প্রতি ছোট কৌটা ।০ আনা, বড় কৌটা ৷৵০ মাশুল স্বতন্ত্র। ইহার পাল্লা না আর দ্বিতীয় জিনিষ নাই।

পি, কে, সেনের—

প্রসন্ন বটীকা।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, আসামের কালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর, কম্পজ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, পালাজ্বর, প্রভৃতি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ১, মাশুল স্বতন্ত্র।

পি, কে, সেনের,

শক্তি বটীকা।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নাশক, বল, বীর্য্য, মেধা ও কান্তি বর্দ্ধক, ধাতু দৌর্ব্বল্য, ক্লীবত্ব, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ ও মেহরোগাদি নাশক এবং বীর্য্যস্তম্ভন ও বাজীকরণের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ১৷০ মাশুল স্বতন্ত্র। নিয়মিতরূপে সেবনে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।

পি, কে, সেনের—

সৌরভ।

(বিনা উত্তাপে নিষ্কাশিত) বিশুদ্ধ তিল তৈল দ্বারা প্রস্তুত। ইহা মস্তিষ্কস্নিগ্ধকারী, সৌরভময়, কেশবর্দ্ধক। বর্ত্তমান যুগের ব্যবহারোপযোগী একমাত্র কেশতৈল। মূল্য প্রতি বড় বোতল ১৷০ টাকা, ছোট ৷৶০ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী[illegible]

[illegible]

ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাদি বন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মিকাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

২য় বর্ষ,
১৩৩২ বৈদ্যাব্দ

আষাঢ়।

৩য় সংখ্যা।

জাতীয়তার প্রসারণ

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন শর্ম্মা, পূর্ব্বসিমুলিয়া, ঢাকা)।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পুরাকাল হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে বহু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, প্রত্যেক সম্প্রদায় যাহাতে আদর্শগুণে উন্নত হইয়া, সময়ে বাহ্যিক না হইলেও, ভিতরে ভিতরে ঐক্যভাবাপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য সুসংস্কৃত রীতি, আচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। ইহাতে বিরোধ, কলহের পরিবর্ত্তে ভ্রাতৃত্বের বীজ বপন করিবারও চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের অন্তরের দুর্ব্বলতায় আমরা আসল সত্যটুকুন বাদ দিয়া বিদ্বেষ ভাবাপন্ন শক্তি বরণ করিয়া অশান্তিরই সৃষ্টি করিয়াছি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুণানুপাতে ভেদাভেদ বাড়াইয়া দিয়া, যাহাতে বৈষম্যের সৃষ্টি না করে, সেই পথে অনেকেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে নাই। এখন আবার সম্প্রদায়ভুক্ত কর্ম্মিগণ আচার ব্যবহারে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিলে, ক্রমে আবার পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। লোকের মনে এক আধটুকুন ঈর্ষাভাব প্রদীপ্ত হওয়া একেবারে অযৌক্তিক না হইলেও, কাম-ক্রোধরূপ ফল প্রসব করিলে, সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। উন্নত হইতে হইলে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহা অপেক্ষা উন্নত হইবার প্রয়াস রূপ ঈর্ষা, নিতান্ত হীনবৃত্তি বলিয়া এরূপ মনে করি না। আকাঙ্ক্ষা উচ্চ না হইলে, জাতীয় প্রভাব বিস্তারের পথ কণ্টকাকীর্ণ। আকাঙ্ক্ষানুযায়ী কম

লাভ সকল সময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তজ্জন্ত নিরাকাঙ্খ, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা জড়তারই পরিচায়ক। আমাদের অতীতের ধারার মধ্য হইতে সার সত্যটুকুন বাহির করিয়া, বর্ত্তমানকে আদর্শ উজ্জ্বল জীবন্ত চিত্রে প্রকটিত করিতে পারিলে, ভবিষ্যতের পথ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইব, নচেৎ গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়া পথ হারাইব।

বৈদ্যজাতি বলিতে বঙ্গের সমগ্র বৈদ্য সন্তানকেই বুঝায়। এই বৈদ্যজাতির ভিতর যদি আবার দলাদলির সৃষ্টি করিয়া, প্রত্যেক জনপদে এক একটি সমাজের সৃষ্টি করি, তবে বৈদ্য-জাতির শক্তি হীন হইতে হীনতর হইবে। জাত্যাভিমান হিসাবে ধরিতে গেলে খাঁটি হিন্দুয়ানী কেহই অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। সামান্ত মৃত্তিকার বাসনের ন্যায় যাহা একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর জোড়া দেওয়া চলেনা, সংস্কার করিলেও ভিতরে একটা "কিন্তুর" সৃষ্টি করে, এইরূপ জাত্যাভিমান শুধু চক্ষু বুঝিয়া আপনাকে জনতার ভিতর লুকাইত করিবার প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই নহে। Hindu caste is an earthen vessel, once you break it, you break it for ever. পরোক্ষে অনাচারের প্রশ্রয় দিয়া, বাহিরে শুচিত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলে, প্রাণের বল অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং সেই বুজরুকির ভিতর হিন্দুয়ানীর দোহাই দিয়া, নব পর্দ্দা টানিয়া লইলে বৈদ্যজাতিই হীন হইবে। আমরাই স্ব-ইচ্ছায় আমাদিগকে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইব। আমাদের এই অন্ধ বিদ্বেষ যতদিন সম্যক্ তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের উদ্ধারের আশা নাই।

অতীতকালের আচারভ্রষ্টের কথা বিস্মৃত হইয়া, সমগ্র বৈদ্যজাতি যাহাতে আবার এক হইতে পারে, তাহারি চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলে সমাজ মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বভাব বা সৌ-ভ্রাত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নানা সামাজিক বৈষম্য সত্বেও, সকলকে এক পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়া দিবে। যাহাতে সমস্ত বৈদ্যসন্তান একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে, তাহার পন্থা নির্দ্ধারণ করাই বর্ত্তমান সময়ে জাতীয়তা গঠনের পক্ষে মূলমন্ত্র।

বর্ত্তমান সময় বৈদ্যসমাজের ভিতর এরূপ সংকীর্ণতা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে কোন বিবাহ কার্য্যে হস্তক্ষেপন করিলে, উভয় পক্ষের ভিতর একটা সমস্যা আসিয়া পড়ে। এই অবস্থার ভিতর দিয়া এই "সারা জাতি" যদি আরও কিছুকাল পরিপুষ্টি লাভ করে, তবে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইবার পক্ষে শীঘ্রই এক অসীম বিপর্য্যয় আসিয়া উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান অবস্থা যে সমাজকে ধ্বংসের দিকে চালিত করিতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। "পণরূপ" বিরাট শত্রু, বর্ত্তমান অবস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া, সমাজকে শোষণ করিতেছে ইহা কেহ অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করিবে। এই জাতীয় জাগরণের শুভ মুহূর্ত্তে, সমস্ত জাত্যাভিমান দূর করিয়া, সকলেই এক সাম্যভাব বরণ করিলে, এই অসীম শক্তির প্রভাবে মন হইতে সমস্ত সংকীর্ণতা চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিবে।

বর্ত্তমান সময় আমরা দেখিতে পাই কোন শিক্ষিত ব্যক্তি ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগমন

করিয়া প্রায়শ্চিত্তব ব্যবস্থা মাথায় লইয়া, গোবর জলে নাড়ী শুদ্ধ করিয়া, সমাজে আবার স্থান লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বপুরুষগণের নীচবর্ণে বিবাহ দোষে, যে সকল বংশধরগণ, বংশ পর্য্যায়ক্রমে, সমাজের শাস্তি মস্তকে বহন করিতেছে, তাহাদিগকে সমাজে তুলিয়া লইবার জন্য কোন ব্যবস্থা করিলে, বৈদ্যজাতি কি একেবারে অধঃপাতে চলিয়া যাইবে? ইহাদের জন্য কি সেরূপ কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা, সমাজের পক্ষে নিতান্তই অপ্রীতিকর কার্য্য? প্রায়শ্চিত্তের অর্থ সামাজিক দুর্নীতি বিস্তারের সোপান নহে। প্রায়শ্চিত্তগত কঠোর শাসনের প্রভাবে, পশ্চাত্তাপদগ্ধ মানবাত্মা পুনর্ব্বার ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা লাভ করে। প্রায়শ্চিত্তে অন্তরের আবর্জ্জনা নষ্ট করিয়া, স্বচ্ছতা লাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

যাহাদের সহিত রক্তের টান রহিয়াছে, যাহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে— তাহাদিগকে পর্দ্দার অন্তরালে টানিয়া দিয়া, আড়ালে বসিয়া থাকিলে বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল হইতে পারে না। তাহাদিগকে আবার সমাজভুক্ত করিয়া, সাম্যতা সংস্থাপন করা— এবং তাহাদিগের ভিতর উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, বর্ত্তমান সময় সমাজের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে! সমাজের বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি দোষণীয় প্রথা ক্রমে অপনোদন হইয়া যাইবে ইহা অভ্রান্ত সত্য! সমাজ বিস্তার লাভ করিলে সমাজের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, তাহা না হইলে আমাদের ন্যায্যদাবী লাভ করিবার অভিলাষ ও চেষ্টা অচিরে জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে। সমাজের কোন প্রথাই ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রবর্ত্তিত বা পরিকল্পিত হইতে পারে না। প্রত্যেক প্রথাই মনুষ্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কতকগুলি মূল সত্য প্রসূত কারণ-শৃঙ্খলার ফল। এই সার সত্য টুকুন যতদিন আমাদের প্রাণে ওতপ্রোতভাবে উদ্বুদ্ধ না হইবে, ততদিন আমরা সেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব।

পণ্ডিতের ক্রূরনীতি।

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে॥

বৈদ্যব্রাহ্মণভ্রাতৃগণ! যাঁহাদের ক্রূরনীতিকে আপনাদের অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণ বৈশ্য ও শূদ্রাচারের অধীন হইয়াছিলেন, যাঁহাদের ক্রূরনীতিতে সহস্র সহস্র বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজদেহ হইতে স্খলিত হইয়াছেন, যাঁহাদের ক্রূরনীতিতে জাতীয় জীবন গঠন ও একতা স্থাপনের পথ বিঘ্ন সংকুল হইতেছে, যাঁহাদের ক্রূরনীতিতে পিতৃবিরোধ, ভ্রাতৃবিরোধ, বন্ধুবিরোধ ঘটিতেছে, তাঁহাদেরই জনৈক ভট্টপল্লীবাসী পণ্ডিত কিরূপ হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছেন, পাঠকগণ! পাঠ করিয়া চিন্তা করুন! স্মরণ রাখিবেন "পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্" অতই আপনারা

তাঁহাদের অনুগত হইবেন, যতই তাঁহাদিগকে শাস্ত্রব্যবসায়ী মনে করিবেন, যতই তাঁহাদের নিকট উপদেশ চাইবেন, ততই আপনারা তাঁহাদের কণ্ঠস্থ বিষে জীবনীশক্তি হারাইবেন।

চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ভট্টপল্লীর জনৈক পণ্ডিতের নিকট বৈদ্যজাতির সংস্কার, আচার ও অনুষ্ঠান কিরূপ হওয়া বিধেয়, তৎসম্বন্ধে সদুপদেশ প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় তদুত্তরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার এক প্রতিলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। পণ্ডিতমহাশয় পত্রে সদুপদেশের ব্যপদেশে হলাহল উদ্গীরণ করিয়া স্বীয় নামের স্বার্থকতা করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্থ বিষ বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজ-দেহকে বিষময় করিতে পারে, আশঙ্কায় তাহার প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগে পত্রখানির সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। পত্র যথা :—

সতত শুভার্থিনঃ শ্রী..................... দেবশর্ম্মণঃ আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনমেতৎ। মহোদয়! আপনার দীর্ঘপত্র অতিমনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। অদ্য হইতে আপনার শুভকামনা সর্ব্বদাই করিব, এইরূপ হৃদয়ে পোষণ করিয়াই প্রথমেই লিখিয়াছি "সতত শুভার্থিনঃ" আপনার পত্র দীর্ঘ হইয়াছে, আমার পত্র দীর্ঘ হইবে না। কারণ উত্তর সরল এবং নিতান্ত সহজ, শাস্ত্র সমস্ত ধর্ম্মের উপদেশক হইলেও জাতিতত্ত্বের পূর্ণ উপদেশক শাস্ত্র নহেন। কারণ শাস্ত্রে জাতির কথা আছে, তাহাতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নিরূপণ আছে বটে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কে কোন জাতির অন্তর্গত তাহাত শাস্ত্রের নির্দ্দেশ হইতে বুঝা যায় না! রামচন্দ্র দাস একটি মানব তাহার অঙ্গে এমন কোন চিহ্ন নাই যে, তদ্দ্বারা শাস্ত্রোক্ত জাতি নির্ণয় হইবে। অতএব ইহা সুনিশ্চিত যে ব্যক্তি বিশেষের জাতি নির্ণয় করিতে হইলে প্রচলিত ব্যবহারকেই আশ্রয় করিতে হয়। সেই ব্যবহারে জাতি স্থির হইলে, শাস্ত্রে সেই জাতির কর্ত্তব্য কি তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়। কিন্তু ব্যবহারে যে জাতি নাম প্রসিদ্ধ, সেই জাতি নাম শাস্ত্রে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। কারণ শাস্ত্র সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ, ব্যবহার চলিত ভাষায় ঘটিত। এমন অবস্থায় সকলের পক্ষে শাস্ত্র আশ্রয় করা কঠিন। এইজন্য মনু বলিয়াছেন :—

"যেনাস্য পিতরোঃ যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গংতেন গচ্ছন্ বিধীয়তে॥"

পিতৃ পিতামহের যে পন্থা সদাচার অনুসারে তাহার অনুবর্ত্তনই বংশধরের কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য দুইটী জাতির উল্লেখ আছে। বৈদ্যজাতীয়া স্বপত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের উৎপাদিত সন্তান অম্বষ্ঠ (যাজ্ঞবল্ক্য) অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি। (মনু) অম্বষ্ঠ জাতি বৈশ্যান্তর্গত।

১। ভার্য্যা স্বতস্ত্রা বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্ দ্বয়োহীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥ মহাভার অনুশাসন পর্ব্ব ৪৮ অঃ।

"বৈদ্য" ২। চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যোচ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসুচা।
বৈশ্যায়াং চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেংপসদাত্রয়ঃ॥ মঃ অঃ ৪৯ অঃ ৯।

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি, ইহাতেও মাতৃবৎ বর্ণসঙ্কর পঞ্চদশাহ অশৌচ হয়। শাস্ত্রে দ্বিবিধ জাতির পরিচয় বৈদ্য সম্বন্ধে থাকিলেও পুরুষপরম্পরাগত আচারে বৈদ্য যে মূলতঃ অম্বষ্ঠজাতি ইহাই নির্ণীত। কিন্তু স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ইহাদিগকে অম্বষ্ঠজাতি বলিয়া স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহারা এখন "শূদ্রত্ব প্রাপ্য" কারণ উপনয়ন সংস্কার নাই, এই শূদ্রত্ব হেতুতেই একমাস অশৌচ। শাস্ত্রোক্ত বৈদ্যজাতি হইলে বর্ণসঙ্কর মধ্যে অস্পৃশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত রূপে ব্যবহার হইত, ব্যবহারে যখন এইরূপ দোষ নাই, তখন প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর যে "বৈদ্য" তাহা এই বাঙ্গালার বৈদ্যজাতি নহে। ইহারা অম্বষ্ঠ, বৈদ্যপণ্ডিত ভরত মল্লিক ও এই মত স্বীকার করিয়াছেন। একমাস অশৌচ ইহারও পোষক। প্রতি লোম বর্ণসঙ্কর হইলে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত চাণ্ডালের যেমন মাতৃনিয়মে দশদিন অশৌচ শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা গর্ভজাত বৈদ্যেরও সেই রূপ পঞ্চদশদিন অশৌচ হইত। রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণের সংস্কার হানি না হওয়ায় তাহাদিগের পঞ্চদশাহ অশৌচ ও দ্বিজত্ব আছে, তাহা সংস্কারোৎপন্ন অম্বষ্ঠত্বের পরিচায়ক, বৈদ্যত্বের পরিচায়ক নহে, বৈদ্যজাতি হইলে তাহার উপনয়ন সংস্কার থাকিত না। প্রতিলোম বর্ণসঙ্করজাতি দ্বিজ হইতে পারে না। দৈনিক প্রচলিত ব্যবহার দেখিয়াই এই সিদ্ধান্ত করিতেছি। যদি বৈদ্যগণ প্রাচীন প্রচলিত ব্যবহারের প্রতিবীতশ্রদ্ধ হন্ এবং তাহাকে অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করতঃ কেহ ব্রাহ্মণত্বের অধিকার চাহেন, পুরুষানুক্রমাগত অনুপনীতত্ব পরিহার করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে উদ্যত হন, তাহা হইলে তাহাদিগের অনুকরণ অন্যেও সেই ব্যবহার উপেক্ষা দেখাইয়া তাহারা যে মহাভারতোক্ত বৈদ্যজাতি অর্থাৎ চণ্ডাল তুল্য অস্পৃশ্য বর্ণসঙ্কর ইহা বলিলে, তাহাদিগকে নিরস্ত করা সহজ হইবে না। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যাঁহারা পুরুষপরম্পরাক্রমে অর্থাৎ তিন পুরুষের অধিককাল অনুপনীত, তাহারা মূলতঃ অম্বষ্ঠ হইলেও এখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ মাসাশৌচ ভাগী। যাঁহারা উপনয়ন সংস্কার বর্জ্জিত হন্ নাই, তাঁহারা দ্বিজ, অম্বষ্ঠ বৈশ্যবৎ পঞ্চদশাহ অশৌচভাগী ও বৈশ্যশ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপ অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি স্মার্ত্তমতে নহে। স্মার্ত্তমতের মূল অনুবচন :—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

মনুসংহিতা প্রণয়ন কালে যে ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মনু তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন মাত্র, কিন্তু শূদ্রত্ব প্রাপ্তির হেতু যে ক্রিয়ালোপ উপনয়নাদি দ্বিজোচিত সংস্কার লোপ তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে দ্বিজজাতির সংস্কার লোপ যাহার হইবে, সে ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়ই হউক, বৈশ্যই হউক, বা মূর্দ্ধাভিষিক্তই হউক অম্বষ্ঠ যাহাই হউক সকলেরই শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইবে। এই জন্যই চট্টগ্রামের পূর্ব্বতন ধার্ম্মিক বৈদ্যগণ কায়স্থের সহিত আদান প্রদানে কুণ্ঠিত হন নাই। এখন তাহাদিগকে সেই আচার ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত অশৌচ হ্রাস উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিলে পাতকগ্রস্ত হইবে।

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন বিহিত আগুশ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গাদি পণ্ড হইবে। পিতৃপুরুষের প্রেতত্ব পরিহার হইবে না, পুত্রের দেহশুদ্ধি হইবে না, তাহার কৃতকর্ম (শ্রাদ্ধকার্য্য ও পূজাদি) অসিদ্ধ হইবে। এই যথেচ্ছাচারণের ফল ম্লেচ্ছত্ব "তে চাস্ম ধর্মত্যাগান্ ম্লেচ্ছত্বং যযুঃ" ইচ্ছায় আত্মধর্ম ত্যাগ ম্লেচ্ছত্ব। বিপদ হেতু দ্বিজজাতির আত্মধর্ম ত্যাগে শূদ্রত্ব ইহাই শাস্ত্র তাৎপর্য্য।

উপাধি প্রভৃতির উল্লেখ কালাচার মতই কর্ত্তব্য। ফলতঃ প্রাচীন আচার কদাচ উল্লঙ্ঘনীয় নহে। লিখিতে লিখিতে আমার পত্রও দীর্ঘ হইল। ইতি—

২০।১.৩২ শ্রী...................... দেবশর্ম্মণঃ।

পত্রে পণ্ডিতমহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞানের আভাষ পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বহু সাধনা করিয়াও মহামহোপাধ্যায় উপাধি না পাইলেও আমাদের ধারণা ছিল, তিনি একজন অশেষ শাস্ত্রবেত্তা ও বহুশাস্ত্রীয় গ্রন্থের উলট্ পালট্ কর্ত্তা। যিনি পত্রের প্রারম্ভে লিখিতে পারেন, আপনার পত্র দীর্ঘ হইয়াছে, আমার পত্র দীর্ঘ হইবে না। কারণ উত্তর সরল এবং নিতান্ত সোজা। পাঠক মহোদয় ইহাতেও বুঝিতে পারেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য কতদূর? তাহার পত্র কতদূর হ্রস্ব এবং কিরূপ সরল ও সোজা।

তৎপর তিনি লিখিয়াছেন:— "শাস্ত্র সমস্ত ধর্ম্মের উপদেশক হইলেও জাতিতত্ত্বের পূর্ণ উপদেশক শাস্ত্র নহেন, ইত্যাদি লিখিয়া উদাহরণ দিয়াছেন "রামচন্দ্রদাসের" অঙ্গে এমন কোন চিহ্ন নাই যদ্দারা সে শাস্ত্রোক্ত জাতি নির্ণয় হইবে। কিন্তু জাতি নির্ণয়ে ভগবান্ মনু ২য় অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে লিখিয়াছেন:—

"শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুক্তং॥"

ব্রাহ্মণ শর্ম্মা, ক্ষত্রিয় বর্ম্মা, বৈশ্য ভূতি, শূদ্র দাস পদবীতে আত্মপরিচয় দিবে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে মহামতি কুল্লুক টীকায় বচন অধ্যাহার করিয়াছেন:—

শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতিক্ষত্রসংযুতং।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

উদাহরণ দিয়েছেন শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতি, দীনদাস। দত্তাসকারান্ত রামচন্দ্রদাস যে শূদ্রবর্ণীয়, তাহা মনুর বিধান হইতে কি জানা যায় না? যদি রামচন্দ্রদাসের শরীরে জাতি নির্ণায়ক কোন চিহ্ন না থাকে, তবে ব্রাহ্মণের শরীরে ব্রাহ্মণবর্ণের চিহ্ন দেখেন কিরূপে? শাস্ত্রের বিধান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই বর্ণত্রয় দ্বিজ, তাঁহাদের দ্বিতীয় জন্ম সূচক উপনয়ন সংস্কার রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সকলেই কার্পাস সূত্রের উপবীত ধারণ করে। উপবীত দৃষ্টে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, জাতি নির্ণয় করা যায় কি? প্রাচীনযুগে যেমন উপবীতের পার্থক্য ছিল, বর্ত্তমানে তাহা নাই। বর্ত্তমানে ঘোষালের মদের দোকান, চক্রবর্ত্তীর জুতার দোকান, ভট্টাচার্য্যের আফিংএর দোকান, মুখোপাধ্যায়ের লোহা লবণের দোকান যে রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে

কি জাতি নির্ণয় হয়? যাহা হীনজাতি শূদ্রেও বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা কি যজন ব্রাহ্মণগণের ব্যবসা নহে? যে দাসত্বের জন্য শূদ্রগণ হীনবর্ণ বলিয়া উপবীত গ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সেই দাসত্বকর্ম্মবিহীন কতজন যজন ব্রাহ্মণ আছেন? তাঁহাদের শরীরে ও কর্ম্মে এমন কি চিহ্ন আছে তাঁহাদিগকে দেখিলেই দর্শকগণ জানিতে পারিবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। ভগবান্ মনু ১ম অধ্যায়ের ৮৮ শ্লোকে ব্রাহ্মণের, ৮৯ শ্লোকে ক্ষত্রিয়ের, ৯০ শ্লোকে বৈশ্যের এবং ৯১ শ্লোকে শূদ্রের কর্ম্ম বিবৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মদৃষ্টে কে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য কে শূদ্র কেই বা অন্ত্যজ তাহা পণ্ডিত মহাশয় বিভাগ করিতে পারেন কি? যেমন ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী দেবশর্ম্মা প্রভৃতি পদবীরূপে যজনব্রাহ্মণ নির্ণয় করা যায়, যেমন ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র প্রভৃতি পদবী দৃষ্টে কায়স্থ নির্ণয় করা যায়, যেমন সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা প্রভৃতি পদবীদৃষ্টে বৈদ্যব্রাহ্মণ নির্ণয় করা যায়, তদ্রূপ নামান্তে 'দাস' পদবী দৃষ্টে কি শূদ্রজাতি নির্ণয় করা যায় না? যিনি রামচন্দ্রদাসের "দাস" পদবী দেখিয়াও তাহাকে শাস্ত্রোক্ত শূদ্রজাতি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, তিনি যে "ব্যক্তিবিশেষের জাতি নির্ণয় করিতে হইলে প্রচলিত ব্যবহারকেই আশ্রয় করিতে হয়।" সেই ব্যবহারে জাতি স্থির হইলে শাস্ত্রে সে জাতির কর্ত্তব্য কি তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়" এইরূপ লিখিবেন বিচিত্র কি? তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল প্রচলিত ব্যবহারে যে সমস্ত যজনব্রাহ্মণ অধ্যাপনাদি বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যজাতীয় বৃত্তির অবলম্বন করিয়াছে, যাহারা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, যাহারা জাতি নির্ব্বিশেষের সহিত আহারাদি করিয়া দেহ পবিত্র করিতেছে, দৈবপৈত্র কর্ম্মের ও অশৌচাদির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া মিলনের পথ সুগম করিতেছে, তাহারা কোন বর্ণের অন্তর্গত? তাহা সর্ব্বপ্রথম নির্দ্ধারিত করা সমীচীন ছিল। পক্ষান্তরে অতীতযুগে বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণদের জাতীয় আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, বর্ত্তমানেও ভারতবর্ষের অন্যত্র বৈদ্যব্রাহ্মণদের ব্যবহার কিরূপ রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিলে পণ্ডিতমহাশয় কখনও এইরূপ কুবনীতি অবলম্বন করিতেন না। পণ্ডিতমহাশয় একবার যজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের প্রণীত 'গৌরবংশাবলী' ও 'দানসাগর' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি পাঠ করুন। তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, যজনব্রাহ্মণদের মধ্যে যে "সপ্তশতি ব্রাহ্মণ" আছে, তাহারা অন্ত্যজ জাতি ছিল। তাহাদিগকে মহারাজ আদিশূর অর্থাৎ ধন্বন্তরিগোত্রীয় লক্ষ্মীনারায়ণ সেন বর প্রদানে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। "বৈশ্বানর গোত্রীয় মহারাজ বল্লাল সেনের বংশই "শ্রুতি নিয়ম গুরু" অর্থাৎ তৎকালীন হিন্দুসমাজে বেদোক্ত কার্য্যকলাপের "গুরু" ছিলেন। সেনবংশই যজন—ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রোক্ত আচারাদি বিধিবদ্ধ করিয়া কৌলীন্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা মহারাজ বল্লালের দানসাগর পাঠে জানা যাইবে। পণ্ডিতমহাশয় একবার বারেন্দ্রকুলজী পাঠ করুন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, অনাচারী বলিয়া—আড়াইশত বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকে মহারাজ বল্লালসেন বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যজাতি বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ অস্পৃশ্যজাতি হইলে সেই বৈদ্যেরা পণ্ডিত মহাশয়ের জাত ভাইদিগকে

অনাচারী সাব্যস্ত করিলেন কিরূপে? তাহা স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধিমহাশয় "সম্বন্ধ নির্ণয়" নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ বিশেষকাণ্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় ঘটকের কারিকা অধ্যাহার করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈদ্যরাজত্বের অন্তে (মুসলমান রাজত্বের সময়ে) বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বংশধর কুল্লুক, মেধাতিথি ও রঘুনন্দন তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অম্বষ্ঠগণের বিরুদ্ধে শাস্ত্রবচন ও টীকা ভাষ্যাদির অপব্যাখ্যা করিয়া থাকিলেও বৈদ্যব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিতে সমর্থ হন নাই। পণ্ডিতমহাশয় তাঁহাদের অধঃস্তন কিনা জানি না॥ পণ্ডিতমহাশয় তৎপর লিখিয়াছেন:— "ব্যবহারে যে জাতির নাম প্রসিদ্ধ, সেই জাতির নাম শাস্ত্রে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ, ব্যবহার চলিত ভাষায় গঠিত এমন অবস্থায় শাস্ত্র আশ্রয় করা কঠিন। পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্য যে বিপথগামী হইয়াছে ইহাও তাহার নিদর্শন। বঙ্গীয়-সমাজে বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ যেমন "বৈদ্য" বলিয়া প্রসিদ্ধ মহামান্য বেদাদি শাস্ত্রেও বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ "বৈদ্য" বলিয়াই প্রখ্যাত। সংস্কৃত ভাষায় যাহা নিবদ্ধ, প্রচলিত ভাষায়ও "বৈদ্য" বলিয়া প্রচলিত, পণ্ডিত মহাশয়ের অবগতির জন্য এইস্থলে কতিপয় শাস্ত্রীয়বচন অধ্যাহার করা হইল। ঋগ্বেদ বলেন:—

অথর্ব্ববেদ বলেন:— গুরুবস্তাবয়েদ্রোগী বৈদ্যং তস্য নমস্ক্রিয়াং।
মুনয়ো যদি গৃহ্নন্তি তে ধ্রুবং দীর্ঘরোগিনঃ॥

ভগবান মনু ৪র্থ অধ্যায়ের ১৭৯ শ্লোকে বৈদ্য শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন:—
ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্ব্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকারও বৈদ্য শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন:—
ভিষগ্‌ভ্যসৌ যতো রোগাং তেনাংশো ভিষগুচ্যতে।
বিদ্যানাং স সমগ্রাণাং ধারণামৃত জীবনাৎ॥
অথর্ব্বসংহিতানাঞ্চ স বৈদ্য ইতি কথ্যতে॥

পদ্মপুরাণকার বলেন:— সব্যাহৃতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ।
উপনীত পঠেদ্বৈদ্যাঃ নরসিংহার্চ্চনং চরেৎ॥
প্রণবাদ্যৈঃ স্বাহাদ্যৈশ্চ মন্ত্রস্যাহরণং চরেৎ॥

মহর্ষি উশনা বলেন:— সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যস্ত্বভিধীয়তে॥

মহর্ষি নারদ বলেন:— "ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ।" মহর্ষি কাত্যায়ন বলেন—"যা বিদ্যানাম্ বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যা ধনং কচিৎ॥" মহর্ষি গৌতম—"স্বয়মৰ্জ্জিতমবৈদ্যেভ্যো বৈদ্য কামং ন দদ্যাৎ।" মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন—"দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।" পণ্ডিতগণ

মেধাতিথি "বৈদ্যা বিদ্বাংসো ভিষজো বা।" লিখিয়া বৈদ্য বিদ্বান্ ভিষক্ যে একার্থ-বাচক তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি অগ্নিবেশ—"বিদ্যাপ্রশস্তাত্যাতীতিবৈদ্যাঃ।" মহর্ষি শঙ্খ—"বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃস্যাৎ।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—"বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততোবৈদ্যাস্ত্রিজাঃ স্মৃতঃ।" মহর্ষি বাল্মীকি—"ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।" (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড) চন্দ্রস্তোত্রে বলা হইয়াছে—"যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যবিদ্যাবিশারদঃ।" কোষকারগণ—"বেদান্ বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ।" মহর্ষি চরক—অনু,তে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা।" ভগবান্ রামচন্দ্র কি বলেন নাই—"বৃদ্ধাংশ্চ জ্ঞাতবৈদ্যাংশ্চব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে।" এইরূপ শত শত বচন উদ্ধৃত করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দেখান যাইতে পারে চলিত ব্যবহারিক ভাষায় যেমন বৈদ্যব্রাহ্মণকে "বৈদ্য" বলা হয়, সেই শাস্ত্র পণ্ডিতমহাশয় সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ বলিয়াছেন, সেই মহাত্মার শাস্ত্রও "বৈদ্যব্রাহ্মণকে" বৈদ্য বলিয়াছেন। কোন বৈদ্যই আপনাকে জাতিতে অম্বষ্ঠ বলেন না। পণ্ডিত মহাশয়ের দায়াদগণের মধ্যে শাস্ত্র ও ব্যবহারগত পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতির মধ্যে শাস্ত্র ও ব্যবহারগত কোন পার্থক্য নাই। সুধীসমাজ বিচার করুন পণ্ডিতমহাশয় কিরূপ কূরমতির পরিচয় দিয়াছেন।

তিনি মনুসংহিতার নাম করিয়া "যেনাস্য পিতরো যাতা" শ্লোকটী উদ্ধৃত করতঃ শেষ পাদে লিখিয়াছেন "তেন গচ্ছন্ বিধীয়তে" তাহার অনুবাদ করিয়াছেন, পিতৃপিতামহের যে পন্থা সদাচার অনুসারে তাহার অনুবর্ত্তনই বংশধরের কর্ত্তব্য। এই শ্লোকটী মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭৮ শ্লোক। যথা :—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"

কুলূক টীকা করিয়াছেন :— "যেনেতি বহুবিধশাস্ত্রার্থ সম্ভবে পিতৃপিতামহাদ্যনুষ্ঠিত এব শাস্ত্রার্থোঽনুষ্ঠাতব্যঃ। তেনগচ্ছন্ন রিষ্যতে নাধর্ম্মেণ হিংস্যতে।" পণ্ডিতমহাশয় "তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে" স্থলে "তেন গচ্ছন্ বিধীয়তে" লিখিয়াছেন। দক্ষিণোপজীবী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দখলে শাস্ত্রসমূহ থাওয়াতে মূল বচনাবলীর বহু পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন এবং দেহচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। "ন রিষ্যতে" তাহা নিন্দনীয় হয় না। তৎস্থলে "বিধীয়তে" তাই বিধি। যাহারা এইরূপ সত্যের অপলাপ করিতে পারে, তাহাদের অসাধ্য কি আছে জানি না। শ্লোকের অর্থ "পিতা পিতামহ প্রভৃতি যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহা যদি সৎপথ হয়, তবে সেই পথে গমন করিলে তাহা নিন্দনীয় হয় না। মনুর শ্লোকে "সতাং মার্গং" "সৎপথ" উল্লেখ করিয়াছেন" বৈদ্য-মনীষিগণ! আপনারা বিচার করুন। যে সব পূর্ব্বপুরুষ নানা ঘটনা বিপর্য্যয়েবশত বিষয় হইয়াছিলেন এবং যজনব্রাহ্মণগণের কূটনীতিতে বৈশ্যধ শূদ্রাচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আচরণীয় পথ সৎপথ? না ত্রিলোকপূজিত যজনব্রাহ্মণদের বরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহারা সদাচারের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া যজনব্রাহ্মণগণকেও শাসন

করিতে সক্ষম ছিলেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহারই সৎপথ। পিতামহ বলিতে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে কি বুঝায় না? ব্রহ্মার একনাম পিতামহ নহে কি? পিতা বলিতে কি আদি পিতাকে অববোধ করা যায় না? পিতামহ ব্রহ্মা যে আচারের বিধান করিয়াছেন, আদি পিতা যে সদাচার পালন করিয়াছেন, তৎবংশধরগণের পক্ষে সেই সদাচারই কি অনুবর্ত্তনীয় নহে? যদি কোন যজন ব্রাহ্মণের পিতামহ বা পিতা জুতার কিম্বা মদের দোকান দিয়া জীবিকা করিয়া থাকেন, পুত্র সৎবৃত্তি অবলম্বনের কামনা করিলে তাহাকেও কি পিতৃপিতামহের বৃত্তির অনুসরণ করিতে হইবে? যে সব যজনব্রাহ্মণ চাকুরী (দাসত্ব) করিতেছেন, যে সব যজনব্রাহ্মণ যথেচ্ছাচারে উদর-পূর্ত্তি করিতেছেন, যে সব যজনব্রাহ্মণ দৈবপৈত্রকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অশৌচাদি পালন করেন না, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রগণ যদি সদাচারী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কদাচারী পিতৃপিতামহের আচারের অনুবর্ত্তন করিবেন, না যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিবেন? যদি যজনব্রাহ্মণের পিতা পিতামহের চুরি করার বা মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার ব্যবসা থাকে, তাহার পুত্র কি সেই ব্যবসার অনুবর্ত্তন করিবে? বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণের অনুবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণ হয়তঃ ঘটনা বিপর্য্যয়ে বা যজনব্রাহ্মণদের কুরনীতিতে বৈশ্য ও শূদ্রাচারের অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। পুত্রগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত আচারকে কদাচার জানিয়াও কি তাহার অনুবর্ত্তন করিবে? ইহা হইতে ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে।

তৎপর পণ্ডিতমহাশয় লিখিয়াছেন, "শাস্ত্রে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য দুইটী জাতির উল্লেখ আছে। বৈশ্যজাতীয়া স্বপত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের উৎপাদিত সন্তান 'অম্বষ্ঠ' (যাজ্ঞবল্ক্য) অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি (মনু) অম্বষ্ঠজাতি বৈশ্যান্তর্গত। তাহার পোষকে বচন উদ্ধৃত করিলেন :—

ভার্য্যা স্বতন্ত্রা বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্ দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তে॥

এই শ্লোকটী মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক। সেই শ্লোকে "ভার্য্যাশ্চতস্রোবিপ্রস্য" পাঠ লিখা আছে। চতস্রের স্থলে, স্বতন্ত্রা পাঠ পণ্ডিত মহাশয় কেন লিখিয়াছেন, কেনই বা তাহার অনুবাদ দেন নাই তাহা সুধীসমাজ বিচার করুন। এইরূপে পবিত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রগুলির দশা কি ঘটাইয়াছে যাহারা শাস্ত্রের আনুপূর্ব্বিক গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই সব কুরাচারীর ব্যবস্থা যে শাস্ত্র ও ধর্ম্মসম্মত নহে তাহা বলাই বাহুল্য। এই শ্লোকের সহিত বৈদ্যব্রাহ্মণদের কি সম্পর্ক আছে জানি না। তৎপর লিখিয়াছেন :—

"চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥" অনুশাসনপর্ব্ব ৪৯ অঃ।

ধন্য পাণ্ডিত্য! ধন্য কুরনীতি! ধন্য উপদেশ! এইরূপ পণ্ডিতই বঙ্গবাসীপ্রেসে মুদ্রিত মহাভারতের সংশোধক, অনুবাদক, সংযোজক ও সংহারক ছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে যে "অব্রাহ্মণাঃ সন্তিতুতে ন বৈদ্যাঃ" বচনটী আছে।

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ 'বৈদ্য' উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, সে অব্রাহ্মণ। যেই মহাভারতে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" লিখিয়া বৈদ্যগণকে যজনব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানীয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে স্থলে ঋগ্বেদ লিখিয়াছেন:—

ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেনসহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি।
ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥ ২২

যাহার ব্যাখ্যায় মহামতি সায়ন লিখিয়াছেন "যস্মৈ রুগার ব্রাহ্মণঃ ঔষধি সামর্থ্যজ্ঞ ব্রাহ্মণো বৈদ্যঃ কৃণোতি করোতি চিকিৎসাং" যেস্থলে বেদ, বেদান্ত স্মৃতিবৈদ্যকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়াছেন, যেইস্থলে পণ্ডিতাগ্রগণ্য সায়ন বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেইস্থলে "চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌচ" পাঠ লিখা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? পণ্ডিতমহাশয় যাহাকে মালবৈদ্য (বেদিয়া) বলে সেই অস্পৃশ্য জাতিটাকে কি দেখেন নাই? "চাণ্ডালো ব্রাত্য বেদ্যৌচ" পাঠ কি ছিল না? চণ্ডালের ন্যায় বেদিয়ার জল যে অস্পৃশ্য তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? চণ্ডালের সহিত যে জাতি নির্দ্দেশ হইয়াছে, সে জাতি কি প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর নহে? সেই প্রতিলোমজবর্ণসঙ্কর জাতি যদি বিশ্বপূজ্য বৈদ্যব্রাহ্মণ হন, তবে পণ্ডিতমহাশয়ের জাতভাই সমস্তেরই কি চণ্ডালত্ব ঘটে নাই? আপস্তম্ব কি বলেন নাই?

শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধি গচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রস্য সম্ভবঃ॥ ১০।৮

...ন করিয়া সহবাসে যে সব পুত্রাদি জন্মাইবে, যাহার অন্ন, তাহার ঐসকল সন্তান জানিবে। যেহেতু অন্ন হইতে শুক্রের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই অন্ন অর্থে তণ্ডুল সিদ্ধকৃত অন্নকে বুঝায় না, আহারীয় বস্তু মাত্রকেই বুঝায়। তণ্ডুল, ফল, মূল দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি, তরিতরকারী প্রভৃতি যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্যই অন্নের পর্য্যায় ভুক্ত, তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ যদি চণ্ডালের ন্যায় অস্পৃশ্য জাতি হয়, তবে তাঁহাদের অন্নদান গ্রহণ করিয়া অন্ন ভোজন করিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের জাতভাইগণ শাস্ত্রোক্ত গতি লাভ করিতে এত আনন্দ প্রকাশ করিতেন না। বঙ্গদেশে এমন নৈষ্ঠিক যজনব্রাহ্মণদের বংশধর কে আছেন, যিনি দক্ষিণার্থ বৈদ্যদের নিমিত্ত হোম করেন না। মহর্ষি পরাশর জলদগম্ভীরনাদে কি বলেন নাই?

"দক্ষিণার্থং তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেৎ শূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥"

যদি কোন ব্রাহ্মণ দক্ষিণার্থ শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবে। আর সেই শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। বৈদ্যগণকে শূদ্র বলিয়া বা অপসদ বর্ণসঙ্কর বলিয়া যদি যজনব্রাহ্মণগণের বিশ্বাস থাকিত, কখনও তাঁহারা বৈদ্যগণের পূজার্চনা

বিবাহ শ্রাদ্ধাদি করাইয়া শূদ্রত্ব বা অপসদত্ব লাভের জন্ম এত ব্যগ্র হইতেন না। পণ্ডিত মহাশয় মনে রাখিবেন "তে হি নো দিবসাগতাঃ" সেই বুভুক্ষীর দিন গত হইয়াছে। বৈদ্যগণ অপসদ বা শূদ্রবর্ণীয় হইলে এমন কোন যজনব্রাহ্মণ আছেন, যাহাদের শূদ্রত্ব বা অপসদ ঘটে নাই? যদি মহাভারতে "চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যো" এইরূপ লিখাও থাকে, তাহা হইলেও যে সেই বচনটী বিশ্বপূজ্য বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না, বোধ হয় পণ্ডিতমহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ কি বলেন নাই?

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রুতেঃ প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"

যেই যেই স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেই সেইস্থলে বেদ বাক্যই প্রমাণ এবং যেইস্থলে স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় সেইস্থলে স্মৃতিবাক্যই শ্রেষ্ঠ। বেদ বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, বেদের কোন স্থানেই অপসদ বৈদ্যের উল্লেখ নাই। বৈদ্যব্রাহ্মণ বর্ণপ্রতিষ্ঠায় বহুপূর্ব্বেই ছিলেন, যখন "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র মাসীদেকমেব" ছিল, তখনই বেদবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন ব্রাহ্মণগণই বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং বেদ বিরুদ্ধ বাক্য শাস্ত্রানুসারে গ্রহণীয় নহে। মনু সংহিতার টীকায় কুল্লূক বৃহস্পতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থ বিপরীতাতু যাস্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥"

মনু অনুলোম, বিলোমবিবাহজাত মানবগণের জন্ম, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বিবরণ বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু মনু কোন স্থলেই বৈদ্যগণকে অনুলোম বা প্রতিলোমজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। বরং চতুর্থ অধ্যায়ে বৈদ্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল তাহা নহে, ভগবান্ মনু তৃতীয় অধ্যায়ের ৮৫ শ্লোকে "ধন্বন্তরয় এব চ" বলিয়া বৈদ্য ধন্বন্তরির পূজার বিধান করিয়াছেন। ধন্বন্তরি যে দেবতাস্থানীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা কি মনু জানিতেন না। মনু দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩৬ শ্লোকে কি বলেন নাই?

"বিত্তংবন্ধুর্ব্বয় কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্য স্থানানি গরীয়ো যদ্ যদুত্তরম্॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৫৫ শ্লোকে "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং" এইরূপ বিধান কি করেন নাই? সেই বিদ্যারই শ্রেষ্ঠত্ব হেতুতেই যে ব্রাহ্মণগণই বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কি মহর্ষি চরক বলেন নাই?

"বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাৎ বৈদ্যো দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥"

চক্রদত্তের টীকায় তত্ত্বাচার্য্য বলিয়াছেন:— যদপি ব্রাহ্মণাদয়ঃ প্রাগুপনীতা তথাপি

আয়ুর্ব্বেদ পঠনারম্ভে পুনরুপনয়নম্। ঋক্‌যজুঃসামানি অধীত্য অথর্ব্বারম্ভে পুনর্ব্রতাবতারণম্।

বিদ্যা সমাপ্তিতে ভিষকের তৃতীয় জন্ম হয়, তখন তিনি বৈদ্য উপাধি লাভ করেন। বিদ্যা সমাপ্তি ব্যতীত "বৈদ্য" উপাধি লাভ হয় না। বিদ্যাসমাপ্তি জ্ঞান হেতু ব্রহ্ম ও ঋষি সত্ত্ব তাহাতে প্রবেশ করে বলিয়া বৈদ্যগণ "ত্রিজ" ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ পণ্ডিতমহাশয়েরজাতভাই হইতে বৈদ্যগণ বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় যে তাহা সুশ্রুতের টিকাকার ও বলিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয় একবার আদমসুমারীর রিপোর্টটা দেখুন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে ও প্রতিষ্ঠায় বৈদ্যগণ যজন ব্রাহ্মণের শীর্ষদেশে এইক্ষণও বিরাজ করিতেছেন। বৈদ্যগণ চণ্ডাল সদৃশ অপসদ হইলে কাব্যপ্রকাশ প্রণেতা মন্মথভট্ট কখনও কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিতেন না "উভয়াভাব স্বরূপস্য চ উভয়াত্মকত্বমপি পূর্ব্ববৎ লোকগুরুভামেব নময়ন্তি নতু বিরোধবিধৌ শ্রীমদাচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদা"

বৈদ্য অভিনবগুপ্তক আমার আরাধ্যপাদ। "কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থখানি পাঠ করুন। বৈদ্য-পুরুষোত্তমের পাদ স্পর্শ করিয়াও বহু যজনব্রাহ্মণ যে অধ্যয়ন করিতেন তাহাও চৈতন্যচরিত পাঠে জানা যাইবে। বৈদ্যঅধ্যাপকগণের নিকট যে বহুযজনব্রাহ্মণ এইক্ষণও অধ্যয়ন করেন তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় অবগত নহেন? জ্ঞানবত্তার, বিদ্যাবত্তার শ্রেষ্ঠ উপাধি মহামহোপাধ্যায় যাহা পণ্ডিতমহাশয়ের ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহা কি অযাচিতভাবে বঙ্গীয়-বৈদ্য ৺দ্বারিকানাথ সেন ৺বিজয়রত্ন সেন প্রাপ্ত হন নাই! রাঢ়ীয় বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহাশয়ের নিকট পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতিভা কতদূর তাহা তিনিই জানেন। পণ্ডিত মহাশয় কি জ্ঞাত নহেন, বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারিকানাথের ও মহামহোপাধ্যায় ৺বিজয়রত্নের পূর্ব্বপুরুষগণ যে অনুপবীতী ছিলেন? তাঁহারা কি উপবীত গ্রহণ করেন নাই? যদি ইঁহারা পণ্ডিতমহাশয়ের উদ্ধৃত 'চণ্ডালোব্রাত্যবৈদ্যো চ' বচনের বিষয়ভূত হন্ তবে পণ্ডিত মহাশয়ের স্বজাতিগণের দশা কি হইয়াছে চিন্তা করিবেন কি?

তৎপর পণ্ডিতমহাশয় লিখিয়াছেন "ব্যবহারে যখন দোষ নাই, তখন প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর যে "বৈদ্য" তাহা এই বাঙ্গালার বৈদ্যজাতি নহে।" বাঙ্গালার বৈদ্যগণ যে "বিপ্রবর্ণীয়" তাহা পণ্ডিতমহাশয় অবগত না হইলেও পণ্ডিতমহাশয়ের স্বজাতি শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহেড়ী, পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয়খণ্ড "ভারতবর্ষের" ৩৪৫।৩৪৬ পৃষ্ঠায় কান্যকুব্জ, সারস্বত ও মধ্যম শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সনাঢ্যায় ব্রাহ্মণের ২৬টী কনোজীয় ব্রাহ্মণের ১০টী মাথুরব্রাহ্মণের ১০টী উপাধি উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বৈদ্য উপাধিক ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বিদুষী সরলা দেবী, পণ্ডিত ৺রামগতি ন্যায়রত্ন, প্রত্নতত্ত্ববিৎ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দচট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ব্রাহ্মণসভার

রচয়িতা, যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাবনার উকিল শ্রীযুত দুর্গাচরণ সান্যাল, বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজ, হলায়ুধভট্ট, সখারাম দেউস্কর, শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি মহামনীষিগণ বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা "বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি" নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে। পণ্ডিতমহাশয় যে ভট্টপল্লীতে বাস্তব্য বলিয়া গৌরব করেন, সেই ভট্টপল্লীর শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুত ভুবনমোহন তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ৺শিবরাম সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত ভবভূতি বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত সতীপতি বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ শিরোমণি, শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ, শ্রীযুত দ্বারকানাথ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুত পঞ্চানন কাব্যতীর্থ, শ্রীযুত শুভঙ্কর শিরোমণি, শ্রীযুত দুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুত নিত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ। ইঁহারা সকলেই বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মা এম, বি, মহাশয়ের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। সেই শ্রাদ্ধে বিভিন্ন দেশীয় বহু অধ্যাপকগণের সহিত উপরি উক্ত ভট্টপল্লীর অধ্যাপকগণ সকলেই উপস্থিত থাকিয়া ও আহারাদি করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় এই সমস্ত অধ্যাপকগণকে প্রথমতঃ অনাচরণীয় করুন্ তৎপর বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণের সহিত বুঝাপড়া করার জন্য আসরে নামিবেন। দেশপূজ্য সমাজমান্য ভুবন মোহন তর্কালঙ্কার, ও প্রমথনাথ তর্কভূষণের নিকট পণ্ডিতমহাশয়ের স্থান হইতে পারে কি? পণ্ডিতমহাশয় একবার বঙ্গীয়-সেনরাজগণের তাম্রশাসন, তাম্রফলক, প্রস্তরফলক ও কোলব্রুক প্রণীত হিস্টরী অব্ দি রিচুয়াল্স অব বেঙ্গল পাঠ করুন, বুঝিতে পারিবেন, ৪।৫ শতবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ কোন বর্ণীয় ছিলেন। মনুসংহিতায় পণ্ডিতমহাশয়ের যদি জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে ১০ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোক ও ৭৭ শ্লোকের সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চয় মনে পড়িত। অধ্যাপনাদি বৃত্তি যে ব্রাহ্মণেতর জাতির হইতে পারে না তাহা ভগবান মনু উক্ত শ্লোকদ্বয়ে বিবৃত করিয়াছেন। বৈদ্যগণের চতুষ্পাটীতে যে যজনব্রাহ্মণগণ নানা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এক অধ্যাপনার অধিকার হইতেও প্রতীতি হইতে পারে, বৈদ্যগণ বিপ্রবর্ণীয়। বৈদ্যগণ স্মরণাতীত কাল হইতে যে দলিলদস্তাবেজে 'জাতে বৈদ্য' লিখিয়া আসিতেছেন, তাহার জ্ঞান পণ্ডিতমহাশয়ের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইলে তিনি আত্মসম্বরণ করিতেন। এই সংখ্যায় চারিজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পাঠ করুন।

তৎপর তিনি রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া তাঁহাদের পক্ষাশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বস্তুতঃ অম্বষ্ঠগণ কি ব্রাহ্মণবর্ণীয় নহেন? তাঁহাদের অশৌচ কি দশাহ হইবে না? পণ্ডিতমহাশয় যে মহাভারতের বচন উদ্ধৃত করিয়া দশাহাশৌচী বঙ্গীয়-বৈদ্যগণকে অনাচরণীয় সাব্যস্ত করিতে প্রয়াসী সেই মহাভারতে অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে ব্যাসদেব কি লিখিয়াছেন,

তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় দেখেন নাই, যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে একবার দেখুন, "মহাভারতের ৪৭ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—"ত্রিষুবর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ" তৎপর ২৮শে শ্লোকে লিখিয়াছেন :-

"ব্রাহ্মণ্যাংব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃস্যান্নসংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈবাস্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥"

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত পুত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণ হইবে। ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান যে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত সন্তানগণও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতমহাশয় মনুসংহিতায় ১০ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের মর্ম্মমতে রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ খ্যাপন করিতে চাহেন, সেই শ্লোকের টীকায় কুল্লুক লিখিয়াছেন "কন্যাগ্রহণাদত্র উঢ়ায়া মিত্যধ্যাহার্য্যং বিবাহেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাচ্চ ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং উঢ়ায়াম্-অম্বষ্ঠাখ্যোজায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে অম্বষ্ঠের জন্ম। রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কখনও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ স্বীকার করেন নাই ও করিবেন না। পণ্ডিতমহাশয় ও এমন কোন শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন না বৈদ্যগণকে যে অম্বষ্ঠ বলে। অম্বষ্ঠ এবং বৈদ্য এক নহে, অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক হইলে অমর বৈদ্যপর্য্যায়ে অম্বষ্ঠ উল্লেখ করিতেন, অম্বষ্ঠপর্য্যায়েও বৈদ্য উল্লেখ করা হইত। দেখা যায় অমরের সময়েও বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ দুইটী সম্প্রদায় পৃথক ছিল। পণ্ডিতমহাশয় রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ খ্যাপন করিয়া মাতৃকুলাচার পক্ষাশৌচের ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রের অনুবলে নির্দ্দেশ করিতে চাহেন জানি না। বর্ণসঙ্করজাতি ব্যতীত মাতৃকুলাচার অন্য কোন অনুলোমজাত সন্তানের বর্জ্জিবে, এমত কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত করিতে পারিবেন কি?

"পণ্ডিতমহাশয় লিখিয়াছেন„ রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণের সংস্কার হানী না হওয়ায় তাহাদিগের পঞ্চদশাহ অশৌচ ও দ্বিজত্ব আছে। তাহা সংস্কারোপেত অম্বষ্ঠের পরিচায়ক, বৈদ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

পণ্ডিতমহাশয় প্রথমতঃ "রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণ লিখিলেন," রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ হইলে, তিনি অম্বষ্ঠ না লিখিয়া বৈদ্য লিখিলেন কেন? রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণ বৈদ্যিব্রাহ্মণ বলিয়া যে প্রখ্যাত তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় জানেন না? রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণকে দ্বিজ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার আছে লিখিয়া পুনঃ কোন যুক্তিতর্কেরবলে মাতৃকুলাশৌচ লিখিলেন জানাইবেন কি? বর্ণসঙ্করগণ মাতৃকুলাচারীই হইবে। বর্ণসঙ্করজাতি যে অনাচরণীয় হয়, তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন, বেদ কি সমুচ্চস্বরে ঘোষণা করেন নাই "অর্দ্ধোবা এষ আত্মানো যজ্জায়া তস্মাদ যাবৎ জায়াং নবিন্দতে নৈতাবৎ প্রজায়তে অসর্ব্বোহি তাবদ্ভবতি অথ যদৈব জায়াং বিন্দতেহথ প্রজায়তে তর্হি সর্ব্বো ভবতি। জায়া

পুরুষাত্মার অর্দ্ধাত্মা, যে পর্য্যন্ত পুরুষাত্মার জায়া গ্রহণ না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণাত্মা হন্ না, অপূর্ণই থাকেন। তৎপর যখন জায়া গ্রহণ করেন ও তাহাতে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি পূর্ণ হন। পুরুষাত্মাই স্বয়ং পুত্র রূপে জায়াতে উৎপন্ন হয়। অন্যত্র লিখিত হইয়াছে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" আত্মাই পুত্র রূপে জন্মে, মহাভারত বলেন "এবমেতৎ মহারাজযেনজাতঃ স এব সঃ" হে মহারাজ! যে যৎকর্ত্তৃক উৎপন্ন, সে তাহাই। বেদ স্মৃতি প্রভৃতির বচন সমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়; পরিণীতা স্ত্রী মাত্রই ধর্ম্মপত্নী। তিনি সপুত্রা হইলেই জায়া নামে কথিত হন্। জায়া ও পুরুষ মিলিত হইয়া এক আত্মা হয়। মনু ১০ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন, সকল বর্ণের মধ্যে অক্ষতযোনি দ্বিজস্ত্রী ও সামান্য তুল্যাপত্নীতে অনুলোমা বিবাহজাত সন্তান জাতিতে পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হয়। এদবস্থায় অম্বষ্ঠগণের মাতৃকুল অশৌচ হওয়ার ব্যবস্থা পণ্ডিতমহাশয় কোথায় পাইলেন? ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পারশবশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এখন কোথায়? পণ্ডিত মহাশয়ের জাতি রূপে সমাজের মধ্যে কি সম্মিলিত হয় নাই। আত্মা কিং ন জায়তে। পণ্ডিতমহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহার পারিপার্শ্বিক বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ যে জাতিতে অম্বষ্ঠ লিখেন, বা অম্বষ্ঠের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দেন্ তেমন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিবেন কি? রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণকে বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া যে সকলে সম্বোধন করেন পণ্ডিতমহাশয় তাহা কি "শ্রুত্বাপি ন শ্রূয়তে" শ্রীখণ্ডসমাজের বৈদ্যগণ যে "ঠাকুর" উপাধিতে পরিচিত, তাঁহারা যে সহস্র সহস্র যজনব্রাহ্মণদের দীক্ষাগুরু তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় "দৃষ্ট্বাপি কিং ন দৃশ্যতে" বিদ্যাবত্তার জ্ঞানবত্তার শ্রেষ্ঠতম উপাধি যাহা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন জাতি প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেই মহামহোপাধ্যায় উপাধি স্মরণাতীতকাল হইতে যে বৈদ্যপণ্ডিতগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় অস্বীকার করিতে পারেন?

ভরতমল্লিক যে তৎকালীন সমাজের অবস্থা দৃষ্ট এবং যজনব্রাহ্মণপণ্ডিতের দ্বারা চালিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা, রত্নপ্রভা লিখিয়াছেন এবং বেদ ও মন্বাদি শাস্ত্রসমূহ যে ভরতমল্লিকের হস্তগত হইতে পারে নাই, তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় অস্বীকার করিতে পারেন? বেদ ও মন্বাদি শাস্ত্রীয় বচন প্রামাণ্য; না যজনব্রাহ্মণের কূটনীতিকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত আচারভ্রষ্ট ভরতমল্লিকের সংগৃহীত বচন প্রামাণ্য সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

পণ্ডিতমহাশয় তৎপর লিখিয়াছেন :— "যদি বৈদ্যগণ প্রাচীন প্রচলিত ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হন্ এবং তাহাকে অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করতঃ কেহ ব্রাহ্মণত্বের অধিকার চাহেন বা পুরুষানুক্রম অনুপনীতত্ব পরিহার করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে উদ্যত হন্, তাহা হইলে তাহাদিগের অনুকরণে অন্যেও সেই ব্যবহারের উপেক্ষা দেখাইয়া তাহারা মহাভারতোক্ত বৈদ্যজাতি অর্থাৎ চাণ্ডাল তুল্য অস্পৃশ্য বর্ণসঙ্কর ইহা বলিলে তাহাদিগকে নিরস্ত করা সহজ হইবে না।"

ইহাতে কি ভবি ভুলিবে, অজ্ঞ, অশাস্ত্রজ্ঞকে এইরূপ ভয় দেখাইয়া সংস্কার কার্য্য হইতে বিরত করা সম্ভব হইলেও পিতৃস্থানীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে নিরস্ত করা কি সম্ভব হইবে? তজ্জন্য চেষ্টা করা কি বাতুলতা নহে? বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে মহারাজলক্ষ্মণের প্রকোপে পড়িয়া উপবীতহীন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। পণ্ডিত রামজীবন লিখিয়াছেন:—

* * * *

লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক্ দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা শূদ্র বল এবে॥
লক্ষ্মণ আজ্ঞাতে বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥

বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠজাতি হইলে যজনব্রাহ্মণপণ্ডিত রামজীবন কখনও "বৈদ্য" শব্দ ব্যবহার করিতেন না। সংস্কারভ্রষ্ট বৈদ্যব্রাহ্মণসন্তানগণ যদি ত্রিপুরুষের পর উপনীত হইবার প্রতিবন্ধক থাকিত, তেমন কোন শাস্ত্রীয়বিধান থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রাণ রাজা রাজবল্লভ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে ৬০৬ জন অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত আনয়ন করিয়া ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বহুপুরুষপরম্পরা যে অনুপবীতী ছিলেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? সেই দেবতুল্য পণ্ডিতমণ্ডলী মদনরত্ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন অধ্যাহার করিয়া রাজা রাজবল্লভকে উপবীত গ্রহণের জন্য যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, সেই ব্যবস্থাপত্রের প্রতিলিপি "বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি" নামক পুস্তকের ১৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং ভট্টপল্লীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের ব্যবস্থাপত্র ও ১৬৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। পণ্ডিতমহাশয়ের পত্রে অনুপবীত বৈদ্যগণ যে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কিম্বা গঙ্গাস্নান করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন না, তেমন কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। বহুপুরুষপরম্পরা অনুপবীতী থাকিলেও যে উপবীত গ্রহণ করিতে পারে, তাহার প্রমাণের যেমন অভাব নাই, তদ্রূপ অশেষ শাস্ত্রবিৎ যজনব্রাহ্মণপণ্ডিত মণ্ডলীর ব্যবস্থা পত্রেরও অভাব নাই। তাহার কয়েকখানির নাম এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল যথা:—

রাজা শ্যামশঙ্কর রায়বাহাদুরের নীত পাতি, ৺কাশীধামের পাতি, বেদ্মার পাতি, নড়াইলের পাতি, বাকলার পাতি, বিক্রমপুরের পাতি, অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যপরিচয় নামক গ্রন্থে এসমস্ত অধ্যাহার করিয়াছি। সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থানীয় দেবতুল্য অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, প্রমাণাদি অধ্যাহার করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রদত্ত পাতির সাহায্যে বঙ্গের শত শত ব্রাত্যবৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তদবস্থায় পণ্ডিতমহাশয়ের এইরূপ উক্তি কি কৃপার যোগ্য নহে?

যে ভট্টপল্লীতে গতপূর্ব্ববৎসর নিখিল বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ সম্মিলন হইয়াছিল, সে সভার সভাপতি

ভট্টপল্লীবাস্তব্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ছিলেন। সমগ্র বঙ্গীয়-পণ্ডিতদিগের শীর্ষস্থানীয় ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত কাশীপতি কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে রাঢ়ীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণের দৈবপৈত্র কর্ম্মাদি ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করাইতেছেন, তাহা ১৩৩১ শালের "বৈদ্য-প্রতিভা" পাঠে জানা যাইবে। রাঢ়দেশীয় যজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে মুখ্যব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করতঃ দশাহাশৌচ গ্রহণে একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করার জন্য নিয়ত পত্রাদি লিখিতেছেন, তাহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "বৈদ্যহিতৈষিণী" নামক পত্রিকা পাঠে জানা যাইবে। শত শত বৈদ্যব্রাহ্মণের বাড়ীতে যে ব্রাহ্মণাচার গৃহীত হইতেছে, তাহা বোধ হয় পণ্ডিতমহাশয় অবগত নহেন। তাঁহার সংজ্ঞার্থে নিম্নে কতিপয় রাঢ়ীয়-বৈদ্যের নাম ঠিকানা উল্লেখ করিলাম। হাওড়ার শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায় মহাশয়ের পিতৃব্যের আদ্যশ্রাদ্ধ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেনশর্ম্মার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ, হাওড়া চাঁদুলগ্রামের ভোলানাথ সেনশর্ম্মার আদ্য-শ্রাদ্ধ, বালিনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মার ভ্রাতার আদ্যশ্রাদ্ধ, রামকৃষ্ণপুরের রাজেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ, রামেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ, ভাজনঘাটের ডাক্তার কান্তিচন্দ্র সেনশর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ, হুগলি জিলার অন্তর্গত রিষিড়াগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ গুপ্তশর্ম্মার পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ, কলিকাতা ৩১।এ ডিক্‌সনরোড্‌ বাস্তব্য শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেনশর্ম্মার মাতৃশ্রাদ্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺যোগজীবন সেনশর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মার মাতৃশ্রাদ্ধ সেই শ্রাদ্ধে ভুবনমোহন তর্কলঙ্কার, কাশীপতিস্মৃতিরত্ন প্রমুখ প্রায় পঞ্চাশজন অধ্যাপক সহযোগিতা করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ১৩৩১ শালের ভাদ্র সংখ্যার বৈদ্য-প্রতিভা পাঠে জানা যাইবে। হুগলী জিলার ভাদাযোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেনশর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর, হুগলী জিলার বৈদ্যবাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মার পত্নীর, হাওড়া জিলার মাজোগ্রামের শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন সেনশর্ম্মার মাতৃশ্রাদ্ধ, বাকুলনিবাসী ভোলানাথ সেনশর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ, ভাদাযোড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সেনশর্ম্মার সহধর্ম্মিনীর, শ্রীখণ্ডনিবাসী ৺দুর্গাচরণ সেনশর্ম্মার, হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমণি সেনশর্ম্মার পিতামহীর, কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী নপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র রায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ, বৈদ্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মার পত্নীর, সাতগড়িয়া নিবাসী স্বর্গীয় অমরেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিনীর, কলিকাতা ১৮।১ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন্‌বাসী পাঁচকড়ি সেনশর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ, সাতসৈকা দীঘপাড়া নিবাসী ভুজঙ্গমোহন রায় সেনশর্ম্মার মাতৃদেবীর, বৈদ্যবাটি বৈদ্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মার স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ শত শত বৈদ্যব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহাদের বাড়ীতে যজনব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণা-চারে দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্ম সম্পন্ন করাইতেছেন।

রাঢ়ীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কতিপয় যজনব্রাহ্মণের কূটনীতি ও রাজাগণেশের আদেশে যে বৈশ্যাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিতমহাশয়ের জানা থাকিলে কখনও হলাহল উদ্গীরণে সাহসী হইতেন না। যজনব্রাহ্মণের আবেদন পত্র ও রাজা গণেশের আদেশ পত্র এইক্ষণও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে রহিয়াছে। তাহার প্রতিলিপি "বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি" নামক পুস্তকের ৬৮।৬৯ পৃষ্ঠায় অধ্যাহার করা হইয়াছে। ইহা পাঠে পণ্ডিতমহাশয়ের কূটনীতি বহুলাংশে সরল হইয়া যাইবে। যাঁহাদের প্রতিভার নিকট পণ্ডিতমহাশয়ের মত শত শত অধ্যাপক নত ছিলেন, যে গঙ্গাধররায় কুলূক মেধাতিথি ও রঘুনন্দনের বুভুক্ষীব বিষয় বিবৃত করিয়া বঙ্গীয়-বৈদ্যগণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের নিকট পণ্ডিতমহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান চন্দ্রের নিকট জোনাকীর মত নহে কি? পণ্ডিতমহাশয় কি ভুলিয়া গিয়াছেন:—

"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে।
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ সঃ পাপভাক্॥"

মহাত্মাগণের অপবাদ যে করে, সে যে কেবল পাপী হয়, এমন নহে যে শ্রবণ করে সেও পাপভাগী হয়। জ্ঞানানুশীলনের যুগে কুলূক, মেধাতিথি ও রঘুনন্দনের ন্যায় যে কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিত থাকিতে পারে, এই ধারণা আমাদের ছিল না। তৎপর পণ্ডিতমহাশয় স্মার্তমতের মূল বচন:—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনে ন চ॥

উল্লেখ করিয়া লিখিলেন—"মনুসংহিতা প্রণয়নকালে যে ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু শূদ্রত্বপ্রাপ্তির হেতু ক্রিয়ালোপ উপনয়নাদি দ্বিজোচিত সংস্কার লোপ তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।"

পণ্ডিতমহাশয় কিরূপ কূটনীতিজ্ঞ একবার দেখুন। রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বের ১৬৬ পৃষ্ঠায় উক্ত বচন মনুসংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তৎপর লিখিয়াছেন:— অতএব বিষ্ণুপুরাণম্ "মহানন্দিসুতঃ শূদ্রা গর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মোনন্দঃ পরশুরাম ইবাখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। তেন মহানন্দ্যাদিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎএবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথৈব অম্বষ্ঠাদিনামপীতি জাতি প্রসাতৃক্রম্॥" ইহার অর্থ "এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে মহানন্দীর শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র অতিলুব্ধ, মহাপদ্ম ও নন্দ পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী হইবে। তাহার পর হইতেই শূদ্রজাতীয়গণই ভূপতি হইবে" বিষ্ণুপুরাণের এই বচন হইতে জানা যাইতেছে যে মহানন্দী পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়জাতির অস্তিত্ব ছিল। এইরূপ ক্রিয়ালোপ হেতু বৈশ্যদিগের এবং অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরও যে শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে এই কথা কেবল জাতিপ্রসঙ্গ বশতঃই উক্ত হইল। এইক্ষণ দেখা যাউক মনু কি লিখিয়াছেন:—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ১০ অঃ ৪৩
পৌণ্ড্রকা-শ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" ১০ অঃ ৪৪

পুণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ, জবন, শক, পারদ, তিব্বত, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অদর্শনে এবং ক্রিয়ালোপ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহাতে ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়ের নাম গন্ধও নাই। মনুর এই বচন হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে সকল ক্ষত্রিয় রাজ্য লাভের জন্য ঐ সকল প্রদেশে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহারাই ব্রাহ্মণের অদর্শনে এবং ক্রিয়ালোপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উপরিউক্ত শ্লোক দুইটী হইতে বুঝা যায়, ক্রিয়ালোপ এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন এই দুই কারণ একত্রিত হওয়াতে এই সকল অর্থাৎ পুণ্ড্র, ওড্র প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শ্লোকে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে, বৈশ্যের ও অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে তাহার নাম গন্ধও নাই। অথচ রঘুনন্দন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠজাতি নাই সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি শাস্ত্র ও যুক্তি কতদূর মানিয়াছেন এবং শাস্ত্রের ও ধর্ম্মনীতির মর্য্যাদা কতদূর রক্ষা করিয়া সত্য উক্তি করিয়াছেন তাহা সুধীগণ বিচার করুন। ইহাতে কোনরূপ জটিলতা নাই, ইহা বুঝিতে অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধিরও প্রয়োজন হয় না। বঙ্গীয়-বৈদ্যগণকে শূদ্র বানাইবার ইহাই হইল মূল দলিল। ইহা কিরূপ বিদ্বেষ পূর্ণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন, পণ্ডিতমহাশয় রঘুনন্দনের পদাঙ্কানুসরণ করিতে যাইয়া ততোধিক ক্রূরনীতির পরিচয় দিয়াছেন। যাহা রঘুনন্দন বলিতে সাহসী হন নাই, তিনি তাহা বলিয়াছেন, বঙ্গীয়-বৈদ্যগণের দ্বিজোচিত ক্রিয়ালোপ ঘটাতে তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রিয়া শব্দে শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পার্ব্বণ, শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার প্রভৃতিকে বুঝায়। বৈদ্যগণের যে ক্রিয়ালোপ হয় নাই, যজনব্রাহ্মণগণ যে তাঁহাদের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সেই অর্থে পুষ্ট হইয়াছেন, তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় স্বীকার করিতে নারাজ? কেহ বৈশ্যাচারী কেহ শূদ্রাচারী হইয়া-ছিলেন, এইরূপ বৈশ্যাচারী শূদ্রাচারী হইবার উপদেশ এই পণ্ডিতমহাশয়ের মত সংকীর্ণচিত্ত ক্রূরমতিগণই কি দেন নাই?

তৎপর পণ্ডিতমহাশয় লিখিয়াছেন "চট্টগ্রামের ধার্ম্মিক বৈদ্যগণ কায়স্থের সহিত আদান প্রদানে কুণ্ঠিত হন্ নাই। পণ্ডিতমহাশয় কি প্রমাণ করিতে চাহেন, চট্টগ্রাম ভিন্ন বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার বৈদ্যগণ অধার্ম্মিক? চট্টগ্রামের বৈদ্য সকলেই যে কায়স্থের সহিত আদান প্রদান করিয়াছেন এই সংবাদ কোথায় পাইলেন। চট্টগ্রামে বৈদ্য ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১৯২১ ইংরাজীর আদম সুমারীর গণনায় প্রায় দশসহস্র। পণ্ডিত মহাশয় চট্টল বৈদ্যদের আভিজাত্যের গৌরবের তত্ত্ব জানিলে কখনও এইরূপ তৈলমর্দ্দনজীবী ও সুবিধাবাদীর ন্যায় স্তোক-বাক্যরূপ ধার্ম্মিক উক্তি করিতেন না। এই অযাচিত সহৃদয়তা কি কপটতা নহে? শত শত বৈদ্য

পরিবার যে শূদ্র সংসৃষ্ট নহেন, সেই অভিজ্ঞতা যে পণ্ডিতমহাশয়ের নাই, তাহা তাঁহার উক্তি হইতে ব্যক্ত হয় নাই কি? চট্টগ্রামের অধিকাংশ বৈদ্যই বাঢ়দেশ হইতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, বশিষ্ঠগোত্রের দাশ, ভরদ্বাজ গোত্রের রক্ষিত, কাশ্যপগোত্রের নন্দী, কাশ্যপ, সাবর্ণ, কৃষ্ণাত্রেয়, মৌদ্গল্য, পরাশর ও কৌশিকীগোত্রের দত্ত, আত্রেয়গোত্রের দেব, জামদগ্ন্য-গোত্রের ধর, গৌতম ও পরাশরগোত্রের কর, গৌতমগোত্রের গুপ্ত, প্রভৃতি বৈদ্যগণ কুলীন বৈদ্যগণের অত্যাচারে ও অদূরদর্শিতায় তাঁহারা কায়স্থীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। চিরপ্রসিদ্ধ বিজয়রক্ষিত শ্রীলরক্ষিত, শান্তরক্ষিত, মাধবকর, মেদিনীকর, শ্রীকণ্ঠনন্দী, সন্ধ্যাকারনন্দী, মুকুন্দদত্ত চক্রপাণিদত্ত, বাণীধর, প্রভৃতি মহারথী বৈদ্যগণের নাম কে না জানেন, যাঁহারা বৈদ্যকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহাদের গৌরবে বৈদ্যগণ গৌরবান্বিত, যাঁহাদের সঙ্কলিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কুলপ্রাপ্ত বৈদ্যগণ পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তির অধিকারী। তাঁহাদের বংশধরগণ যদি কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হন্ তবে বৈদ্য বলিয়া গৌরব করিবার আমাদের কি আছে? চট্টল বৈদ্যগণের মধ্যে যাঁহারা উপরিউক্ত বৈদ্যগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই কায়স্থ সংসর্গী বলিয়া নিন্দনীয়। উপরিউক্ত গোত্রের ধর, কর, নন্দী, দত্ত, দেব প্রভৃতিকে কায়স্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে পণ্ডিতমহাশয় পারেন কি? পণ্ডিতমহাশয় যে ভরতমল্লিকের নাম করিয়াছেন, সে ভরতমল্লিক ধর, কর, নন্দী প্রভৃতিকে বৈদ্য স্বীকার করিয়াছেন? যদি এইরূপ কায়স্থ সংসর্গী বৈদ্যগণ শূদ্রত্বে পরিণত হইয়া থাকে, তবে পণ্ডিত মহাশয়ের স্বজাতিদের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান ও মেথরাদির কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন জাতি? বিক্রমপুরবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ যজন ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছেন "কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই অসবর্ণ বিবাহের নাম ছিল, "ভরার মেয়ের বিবাহ" রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণসমাজে ভরার মেয়ের বিবাহ প্রচলিত ছিল। * * * ভরার মেয়ের প্রলোভন ছিল অধিক বয়স্কা যুবতীরাই ভরার মেয়ে হইয়া আসিত। * * * আমাদের গ্রামে ২।৩ টী ভরার মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটীকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সে নারী শ্রীহট্টের তন্তুবায়ের মেয়ে। মুচির মেয়ে, মুসলমানের মেয়ে বাদ পড়ে নাই। বিক্রমপুরের সমাজ সংস্কারক এবং কবি রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একটি গানে বলিয়াছেন:—

"দিদি! দেখ এসলো বউ দীপকে চেরাক কয়, মনে হয় এটা হিন্দুর মেয়ে নহে?
এমেয়ে ছিল না কি ঢাকালো, কত ঢাক ঢোল বাজালো এসে ঢাকালো
অবশেষে প্রকাশ হল এইটী হিন্দুর মেয়ে নহে।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক গ্রন্থপ্রণেতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুপ্তবিবাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন:— যাঁহাদের আদি পুরুষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যাঁহাদের আদিপুরুষ বংশজ কি শ্রোত্রীয়, বঙ্গীয় কি বারেন্দ্র, বৈদিক কি সপ্তশতী, কি পারশব, কি পশ্চিমা কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি লগ্নাচার্য্য কেহুই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে না * * *

এক সময়ে তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণগণ কন্যা আদান প্রদান করিয়া শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয়ের স্বজাতীয়গণ তাহাদের সহিত আদান প্রদান করিয়া কোন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন তাহা জানাইবেন কি?

পণ্ডিত মহাশয় যজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ, পাঠ করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন তবে অবগত হউন, বেদে আছে "কক্ষীবান বলিবাজের দাসী উসিজের গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিপ্র, ঋষি, ও বেদমন্ত্র প্রণেতা ছিলেন, এমন কি কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা পর্য্যন্ত বহু বেদমন্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন যথা:— কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজঃ" সায়ন ভাষ্য করিয়াছেন" যঃ কক্ষীবান্ ঋষিঃ ঔশিজঃ উশিজপুত্রঃ। কক্ষীবন্তঃ অনুষ্ঠাতৃষু মুনিষু প্রসিদ্ধিঃ। অর্থাৎ কক্ষীবান দাসী উশিজের পুত্র তিনি একজন আনুষ্ঠানিক ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদ, স্মৃতি, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি মহামান্য গ্রন্থ হইতে শত শত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা যায়, বহু ব্রাহ্মণ হীন বর্ণার গর্ভজাত সন্তান! পা[illegible] ব্রাহ্মণের গোত্রে প্রবরে ভার্গব, জামদগ্ন্য চ্যবন, শুনক, শৌণক অগস্ত্য প্রভৃতি উল্লেখ দেখা যায় না কি? তাঁহারা অসবর্ণজাত ছিলেন না কি? তত্তদগোত্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত, ভরার মেয়ের গর্ভজাত সন্তানগণের ও নবগ্রহ নামক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের অপত্যর সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের স্বজাতির বিবাহও আহারাদি অব্যাহতভাবে চলিতেছে নাকি? যদি মুচি, মেথর, হাড়ি, ডোম, চাঁড়াল ও মুসলমান প্রভৃতির সধবা, বিধবাগণকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ জন্মাইতে পারা যায়। তাহা হইলে কায়স্থের মেয়ে বিবাহ করিয়া কি বৈদ্য জন্মান যায় না? বিবাহ মন্ত্র কি পণ্ডিতমহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন? যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন পাঠ করুন।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মমচিত্ত মনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচ মেকমনা জুষস্ব, প্রজাপতি স্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম॥

বিবাহমন্ত্র হইতে এইরূপ বহু বচন কি অধ্যাহার করা যায় না? গোত্রান্তরের উদ্দেশ্য কি? এইরূপ বিবাহ সমাজে বর্ণপ্রতিষ্ঠা হইতে যে প্রচলিত ছিল, তাহা কি অস্বীকার করা যায়? পণ্ডিতমহাশয়ের আশে পাশে রাঢ়ীয়সমাজে বহু ধর ঔপাধিক যজনব্রাহ্মণ যে রহিয়াছেন, তাহারা কি বৈদ্যব্রাহ্মণ নহেন? যজনব্রাহ্মণের পদবী ধর ছিল, তাহা কি পণ্ডিতমহাশয় প্রতিপাদন করিতে পারিবেন? এইবার এই পর্য্যন্ত, প্রয়োজন হইলে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

যজন-ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের পত্র।

বৈদ্য হিতৈষিণী হইতে উদ্ধৃত।

গুণগ্রামাস্পদ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাশশর্ম্মা, কবিরাজ মহাশয়!

সম্প্রতি লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিতেছি যে, আপনারা মন্বাদি শাস্ত্র সম্মত দশাহ অশৌচ ও যজন যাজনাদি ষড়্‌বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, আত্মজাতি বোধে বিপ্রোচিত কার্য্য আরম্ভ করায়

পরমানন্দ লাভ করিলাম। আপনাদিগের স্ব-শ্রেণীস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণগণই অবিলম্বে আপনাদিগের পন্থানুসরণ করুন। ইহাই ভগবৎ সমীপে আমার প্রার্থনা। যেহেতু শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মহানি হয়। ইতি—২রা চৈত্র, ১৩৩১ সাল।

স্বাক্ষর—শ্রীরামকৃষ্ণ শিরোমণি, ২৫।এ, ঘোষের লেন্, কলিকাতা।

অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক সুব্রহ্মচার্য্যকল্প গীতাচার্য্য—শ্রীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা স্মৃতিশাস্ত্রি মহোদয়েষু

সবিনয় নমস্কার নিবেদনম্—

মহাশয় ভবৎ প্রেরিত "বৈদ্যপ্রবোধিনী" নাম্নী পুস্তিকা পাঠে আমার হৃদ্‌বোধ হইল যে বৈদ্য-জাতি মনূক্ত অম্বষ্ঠ নহে, বিশুদ্ধ বিপ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ শ্রেষ্ঠ। এতৎ পক্ষে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ আমার নাই। অতএব আমি সরলান্তঃকরণে বলিতেছি যে, আপনাদের বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাত্রেরই অবিলম্বে দশাহাশৌচ ও শর্ম্মান্ত পদবী প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ইহার ব্যতিক্রম করিলে স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদার হানি করা হয়। অলমতি বিস্তারেণ। ইতি—২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল।

স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীহরিপদ দেবশর্ম্মণাম্, গোবিন্দপুর চতুষ্পাঠী, জিলা মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা গীতাচার্য্য মহাশয়, সমীপেষু।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং—

মহাশয়, বৈদ্যগণ যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ মনূক্ত অম্বষ্ঠ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা আমি পূর্ব্বেও বিশ্বাস করিতাম। এইক্ষণে তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া এবং আপনার প্রদত্ত "বৈদ্যপ্রবোধিনী" পাইয়া ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশে যে সকল বৈদ্য ব্রাত্য ভাবাপন্ন আছেন, তাঁহাদের আচার ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বিদ্বেষবশে আপনাদের উপর অম্বষ্ঠ নামের আরোপ করিয়া এবং অম্বষ্ঠের অনুলোমজত্ব দেখাইয়া মূর্খতা পূর্ব্বক বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকে। ইহা অশাস্ত্রীয় এবং যুক্তিযুক্ত নহে। অম্বষ্ঠেরাও সৎব্রাহ্মণ। যাহা হউক আমাদের দেশের নামধারী বিপ্রগণ জানেন না যে, তাঁহারা ব্রাত্যভাবাপন্ন বৈদ্যদের সংসর্গে নিজেরাই ব্রাত্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ব্রাত্য বৈদ্যদের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আপত্তি মূলেই শোভা পায় না। তদ্দ্বারা তাঁহাদের অধর্ম্মই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ব্রাত্যভাবাপন্ন বৈদ্যগণ সত্বর প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনীত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করুন। ইতি—১৫ই চৈত্র, ১৩৩১ সাল।

পোঃ হরিনারায়ণপুর, গ্রাম আলিপুর, নোয়াখালী। বিদ্যাবিনোদ উপাধিক—শ্রীতারাচরণ শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্তশর্ম্মা স্নেহাস্পদেষু—

বৈদ্যগণ শর্ম্মান্ত উপাধি ব্যবহার এবং দশদিবস অশৌচ পালন করিয়া একাদশাহে ব্রাহ্মণোচিত শ্রাদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া, আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণদের ষড়বৃত্তিই গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন এবং টোল করিয়া দ্বিজ ত্রিবর্ণকে সর্ব্বশাস্ত্র এবং দেবভাষা অধ্যাপন করাইতেছেন। ইহাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য ব্যবহার। সর্ব্ববেদ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদাঙ্গাদি অধ্যয়নান্তে দ্বিজ, বিপ্র, ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় পুনরুপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদবিৎ হইলে, ভিষক্, ত্রিজ ও বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। বহু বংশপরম্পরাক্রমে যে বিপ্রগণ এইরূপে বৈদ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ এক্ষণে বৈদ্যজাতিতে পরিণত, ইহা একবিধ ব্রাহ্মণশ্রেণী মাত্র। মহাভারতে বৈদ্যগণকে মুক্তকণ্ঠে দ্বিজবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সর্ব্বদ্বিজবর্ণের মধ্যে বিদ্যাবত্তায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাঁহাদের সম্বন্ধে স্বয়ং মনু "বিদ্বাংসঃ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা কি প্রকারে মোহান্ধকারে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। বৈদ্যের হৃদয়ে নিজ ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাস ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ রহিয়াছে। মোহরূপ ভস্ম দূর করিলেই পুনরায় তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির এই মোহ দূরীকরণ প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবেই প্রশংসার্হ, বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে সংশয় নাই। এখনও এদেশে তাহাদের বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধি আছে। সমগ্র বৈদ্যসমাজে অবিলম্বে দশাহাশৌচ এবং শর্ম্মান্ত নাম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। সদ্ব্রাহ্মণগণ এই বিষয়ে আপনাদের নিশ্চয় সহায় হইবেন।"যতোধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যত্র কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।"

থানাকুল কৃষ্ণনগরান্তঃপাতী সোনটীকরি গ্রামনিবাসী, শ্রীনিবারণ বিদ্যারত্ন (সেনশর্ম্মা)

সন১৩৩১সাল২২শা চৈত্র।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস।

শ্রীহরেন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মা, বি, এ, ধলঘাট, চট্টগ্রাম।

(১)

হায় রে দারুণ বিধি! একি দশা ঘটিল।
বিনামেঘে বজ্রাঘাত,
ভারতের ইন্দ্রপাত,
সাধের মানস-বীণা অকালেতে টুটিল।

(২)

এখনো শোকের চিতা হিয়ামাঝে গুমরে;
না নিবিতে সে আগুন,
বেড়ে গেল শতগুণ,
এমনি কি অভিশাপ এ জাতির উপরে।

(৩)

অভাগী ভারত-মাতা অভাগী বঙ্গ মোর।
হৃদয়ের রক্ত ঢালি,
কে দিবে পূজার থালি,
"সোণার বাংলা" বলে কে দিবে নয়ন-লোর?

(৪)

রাজার ঐশ্বর্য্য ত্যজি স্বদেশের কারণে;
স্বাধীনতা শত কাজে
ত্রিশ কোটী ভাই মাঝে
আপনা বিলায়ে দিলে জনগণ পালনে।

(৫)

ভারত-অদৃষ্টাকাশে উঠে মেঘ ঘনায়ে,
এ মহাশঙ্কট কাল;
তরী হায়! বানচাল
কালের অতল গর্ভে দিবে নাকি ডুবায়ে?

(৬)

অথবা কি ফল বল ফেরুপাল বাঁচিয়া!
জীবনের গ্লানি সহি
মিথ্যার পসরা বহি
শঙ্কিত অন্তরে বাঁচি কৃপাভিক্ষা মাগিয়া?

(৭)

তোমার পতাকা নিয়ে চলে যাব সে পথে
মহান্ মৃত্যুর সাথে
মিলি সেই আঙিনাতে
যেথায় অগ্রণী তব ছুটেছে অগ্নি-রথে।

(৮)

গৌরব-মুকুট তব হেথা রবে পড়িয়া;
তোমার সে রাজটীকা
মহিমার সে মালিকা
দেশমাতা-বেদিকার রহিবে গো দীপিয়া।

(৯)

তাহার অতীত তীরে তব আত্মা বিহরে;
হেথা বিশ্ব-কবি মিলি
অমর বীণায় তুলি
বরষিবে সুধারাশি সঙ্গীতের লহরে।

(১০)

যাও দেব! লীলা শেষ! জন্মভূমি ফেলিয়া;
তুমি গেলে অস্তাচলে
বিষাদ-রজনী কোলে
অভাগিনী চিরদিন মরিবে গো কাঁদিয়া।

বরিশাল বৈদ্য সভা।

স্থান— রায় শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাশ বাহাদুর উকিল মহাশয়ের বাসভবন, বরিশাল।

তারিখ— ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক— শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের নেতৃত্বে ও শ্রীযুত চিন্তাহরণ সেনশর্ম্মা ও শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়ের আনুকূল্যে সভা আহুত হয়।

সভাপতি— রায় শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দাশ বাহাদুর গভর্ণমেণ্ট প্লীডার।

অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় বৈদ্যগণের উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা এবং সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যগণ একাচারী হইয়া যাহাতে সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। এই সভা বৈদ্যগণকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা অবিলম্বে উপনয়ন গ্রহণ করুন।

প্রস্তাবক— শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা।
সমর্থক— শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন।

সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। এই সভা বৈদ্যগণকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে দশদিন অশৌচ প্রতিপালন প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করুন। প্রস্তাবক— শ্রীআশুতোষ দাশশর্ম্মা মহলানবিশ

সমর্থক— শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

সভার দ্বিতীয় অধিবেশন পর্য্যন্ত প্রস্তাব স্থগিত রহিল।

৩। এই সভা বৈদ্যগণকে অনুরোধ করিতেছে যে, উপরিউক্ত প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হউক। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা।

সমর্থক— শ্রীআশুতোষ দাশশর্ম্মা মহলানবিশ।

সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ক) এই কমিটি প্রয়োজন হইলে সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারিবেন।

(খ) কমিটি শীঘ্রই সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল।

১। রায় শ্রীযুত বিপিনবিহারী দাশ বাহাদুর অবসর প্রাপ্ত জজ্ (গৈলা) সভাপতি (অস্থায়ী)

২। কবিরাজ শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র গুপ্ত (শিকারপুর) সম্পাদক (অস্থায়ী)

৩। রায় শ্রীযুত গণেশচন্দ্র বাহাদুর গভর্ণমেণ্ট প্লীডার (গৈলা)

৪। রায় শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাশ বাহাদুর প্লীডার (গৈলা)

৫। কবিরাজ শ্রীযুত মতিলাল দাশ (গৈলা)

৬। শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (সিদ্ধকাটি)

৭। শ্রীযুত জ্যোতিশচন্দ্র সেন মহলানবীশ জমিদার (বাসণ্ডা)

৮। ডাক্তার শ্রীযুত হারাণবন্ধু রায় (সিদ্ধকাটি)

৯। শ্রীযুত ললিতকুমার দাশশর্ম্মা (রণমতি)

১০। শ্রীযুত ইন্দ্রভূষণ সেন উকিল (ভট্টপ্রতাপ (খুলনা)

১১। ডাক্তার শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ দাশ (বাসুদেব বাড়ী)

১২। শ্রীযুত প্রসন্নকুমার দাশ উকিল (কোটালীপাড়া)

১৩। শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার সেন ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট বিক্রমপুর মূলচর)

১৪ শ্রীযুত লালমোহন সেন, উকিল, (নারায়ণপুর)

১৫। শ্রীযুত আশুতোষ দাশশর্ম্মা, মহলানবীশ (বাউকাটী)

১৬। শ্রীযুত চিন্তাহরণ সেনশর্ম্মা (বিক্রমপুর নয়না)

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সভায় উপস্থিত বৈদ্যগণের তালিকা।

১। রায় শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দাশ বাহাদুর গভর্ণমেণ্ট প্লীডার (কাশিয়া)

২। রায় শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাশ বাহাদুর উকিল (বাহিলারা)

৩। রায় শ্রীযুত মথুরামোহন সেন বাহাদুর উকিল (কেওড়া)

৪। রায় শ্রীযুত ললিতমোহন সেন বাহাদুর একসাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (বিক্রমপুর সোণারং)

৫। শ্রীযুত গিরিজাকান্ত সেন মজুমদার (খামরা (মাণিকগঞ্জ)

৬। শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার সেন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (বিক্রমপুর মূলচর)

৭। শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন উকিল (ভট্টপ্রতাপ (খুলনা)
৮। শ্রীযুত লালমোহন সেন উকিল (নারায়ণপুর)
৯। শ্রীযুত প্রসন্নকুমার দাশ উকিল (কোটালিপাড়া)
১০। শ্রীযুত ভুপালচন্দ্র সেন উকিল (কোটালিপাড়া)
১১। শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র সেন উকিল জমিদার (খলিসাকোটা)
১২। শ্রীযুত দেবীচরণ রায় চৌধুরী উকিল জমিদার (বিক্রমপুর ফুলশালী)
১৩। শ্রীযুত জ্যোতিশচন্দ্র সেন মহলানবীশ জমিদার (বাসন্তা)
১৪। শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ (বিক্রমপুর, সোণারং)
১৫। কবিরাজ শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র গুপ্ত (শিকারপুর)
১৬। কবিরাজ শ্রীযুত মতিলাল দাশ (গৈলা)
১৭। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ দাশ (বাসুদেবপাড়া)
১৮। ডাক্তার শ্রীযুত হারাণবন্ধু রায় (শিহুকাটী)
১৯। শ্রীযুত ললিতকুমার দাশশর্ম্মা (রণমতি)
২০। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেন পোষ্ট-মাষ্টার (বিক্রমপুর, সোণারং)
২১। শ্রীযুত নীরেন্দ্রমোহন সেন (বিক্রমপুর সোণারং)
২২। শ্রীযুত আশুতোষ দাশ বি, এ, (বিক্রমপুর, গাউপাড়া)
২৩। শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় (রুনসী)
২৪। শ্রীযুত ভগবতীচরণ সেন (নারায়ণপুর)
২৫। " সরোজমোহ দাশ (বিক্রমপুর গাউপাড়)
২৬। " প্রিয়নাথ সেন (নারায়ণপুর)
২৭। " নকুলেশ্বর দাশ বি, এ (ফুল্লশ্রী)
২৮। " অন্নদাচরণ সেন (ভট্টপ্রতাপ খুলনা)
২৯। " সুশীলকুমার দাশ বি, এ (বিক্রমপুর মালদা)
৩০। " আশুতোষ দাশশর্ম্মা মহলানবীশ (কাউকাটী)
৩১। " সুরেন্দ্রনাথ সেন (কীর্ত্তিনাশা)
৩২। " চিন্তাহরণ সেনশর্ম্মা টেলিগ্রাফিষ্ট (বিক্রমপুর নয়না)
৩৩। " শিশিরকুমার রায় চৌধুরী (বাসন্তা)
৩৪। " মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (পালং)
৩৫। " শরৎচন্দ্র দাশ (দেউরী)
৩৬। " রসিকরঞ্জন সেন (মাহলারা)
৩৭। " শশিকান্ত গুপ্ত বি, এ (গৈলা)
৩৮। " নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ (গৈলা)
৩৯। " সুরেশচন্দ্র দাশ (গৈলা)

ভুল সংশোধন।

গোয়ালপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন :—গত শ্রাবণের বৈদ্য-প্রতিভার ৭১শ সংখ্যার ৩৯২ পৃষ্ঠায় ঢাকা জিলার বৈদ্যগ্রামগুলির তালিকায় "পঞ্জারিয়া পোঃ পারুলীয়ায়

যে বৈদ্যের গোত্র ও পদবী লিখিত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ আমার বাসস্থান গঙ্গারিয়া-গ্রামে, আমি মৌদ্‌গল্যগোত্রের দাশ।

ঢাকা জিলার ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁ হইতে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন বৈদ্য-প্রতিভায় দ্বিতীয়বর্ষ প্রথম সংখ্যাতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায় মহাশয় আমাদের বংশ পরিচয়ে "পদ্মদাশ" লিখিয়াছেন, ইহা ভুল। আমরা "পদ্মদাশ" আর এই গ্রামে একঘর শক্তিগোত্রের সেন আছেন।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বৈদ্যপ্রতিভায় ৭৪ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, মহাশয়ের জামাতার নাম শ্রীমান্ ফণিভূষণ দাশশর্ম্মা মজুমদার স্থলে, ভুলে শ্রীমান্ ফণীন্দ্রভূষণ দাশশর্ম্মা মজুমদার লিখা হইয়াছে॥

ঢাকা জিলার অন্তর্গত পোঃ মুন্সীগঞ্জ কাজীর গ্রামে শক্তিগোত্রের গুহিসেন, ধন্বন্তরি গোত্রের বিনায়কসেন মৌদ্‌গল্যগোত্রের পদ্মদাশ রহিয়াছেন।

"বৈদ্যপ্রতিভা" বৈশাখ ১৩৩২ "অথর্ব্ববেদের বেদত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে ৩৫ পৃষ্ঠা ত্রয়োদশ পংক্তির "বৈদিক মন্ত্র সাহিত্য আলোচনা করিলে পদ্যাত্মক মন্ত্র ব্যতীত চতুর্থ প্রকারের মন্ত্র দেখা যায় না।" শুদ্ধ—বৈদিক মন্ত্র সাহিত্য আলোচনা করিলে পদ্যাত্মক, গদ্যাত্মক। গদ্যাত্মক মন্ত্র ব্যতীত চতুর্থ প্রকারের মন্ত্র দেখা যায় না" হইবে। বৈদ্যপ্রতিভা জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় অথর্ব্ববেদের বেদত্ব শীর্ষক প্রবন্ধ লেখকের নাম শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা নিয়োগী হইয়াছে, উহা শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা নিয়োগী হইবে।

নোয়াখালীর বৈদ্যব্রাহ্মণদের জাগরণ।

কাঞ্চনপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সফলতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন দত্তশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বিক্রমপুর বাহেরক নিবাসী কর্ণগাঁ ধারার বুরুণবংশোদ্ভব ৺ভৈরবচন্দ্র সেনশর্ম্মা কবিরাজ মহাশয়ের অধুনাতন নোয়াখালী জিলার অন্তঃপাতী কাঞ্চনপুর সাকনীপাড়া প্রবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সেনশর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ স্কুল সবইং কসবা ত্রিপুরা ও তাহার দুই পুত্র শ্রীমান্ ভূপতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ও শ্রীমান্ নীতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ও প্রোক্ত ৺ভৈরবচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পৌত্র ৺গিরীশ চন্দ্র সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীযুক্ত রতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ৮ই আষাঢ় সোমবার যথাশাস্ত্র নিয়মাদি প্রতি-পালন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মাযোগে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত কৈলাসবাবু নবতি-ধেনু মূল্য দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

নোয়াখালীর অন্তর্গত হাজিরপাড়া ভট্টাচার্য্য বাটীর অশেষশাস্ত্রপারদর্শী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ

বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য গুরুপদে বৃত হইয়া, সাকনীপাড়ার গুপ্ত পরিবারের কুল-পুরোহিত অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃতীপুত্র শাস্ত্রানুসন্ধিৎসু শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্যদক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া এবং উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত উপনয়নের আনুসঙ্গিক অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া কাঞ্চনপুর সাকনী পাড়ার বৈদ্য-ব্রাহ্মণসমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

প্রায়শ্চিত্ত দিনে ব্রাহ্মণপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উদয়চন্দ্র দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কতিপয় সদ্ব্রাহ্মণ এবং সাকনীপাড়ার সমগ্র বৈদ্য-ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া সুসম্পন্ন হইতে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

উপনয়ন দিনেও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যব্রাহ্মণ কৈলাসবাবুর গৃহে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

উপনয়ন ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে গ্রামবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কৈলাসবাবুর এই কার্য্যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য কৈলাশ বাবু তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ।

শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূলচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত উদয়চন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা (পিতা ৺কৃষ্ণকিঙ্কর গুপ্তশর্ম্মা), শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নীরোদ মোহন দত্তশর্ম্মা ও তাঁহার পুত্রগণ।

উক্ত কৈলাস বাবু দশাহ অশৌচ গ্রহণ এবং শর্ম্মাযোগে দৈব পৌত্র কার্য্যের পথ সুগম করিবার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কাঞ্চনপুর বৈদ্যসমাজের ভ্রান্তি দূর করিয়াছেন।

শোক প্রকাশ।

ময়মনসিংহ বৈদ্যহিতৈষিণী সমিতির সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন:—

গতকল্য ২১শে জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকার সময় স্থানীয় "বৈদ্য-হিতৈষিণী" সমিতির উদ্যোগে বৈদ্যহিতৈষিণীর কার্য্যালয়ে সুবিশাল "দেবেন্দ্র ভবনে" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের দারুণ শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য এক মহতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় সহরের গণ্যমান্য অনেক ভদ্রলোক ও বহু উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন ও যাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ

শোক প্রকাশ করিয়া সহানুভূতি-সূচক পত্রাদি দিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সহরের প্রবীণ বিজ্ঞ কবিরাজ শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে যখন দেশবন্ধুর অশেষ গুণাবলী ও তাঁহার অকাল তিরোধানে দেশের যে মহৎ ক্ষতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ক নিম্নলিখিত শোক সঙ্গীতটী গীত হইয়াছিল। সেই সময় উপস্থিত সভ্যমণ্ডলি মধ্যে অনেকেই অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল ও প্রস্তাব উপস্থিত সময়ে সভাস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া দেশবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ নীরবে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী মধ্যে কেহ কেহ দেশবন্ধুর অশেষ গুণাবলী প্রকাশ করতঃ বক্তৃতা দ্বারা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করতঃ দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে দেশের মহৎ ক্ষতি হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করেন।

দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া স্থানীয় ডাক্তার ও মিউনিসিপালিটীর চ্যায়ারম্যান শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, এল, এম, এস, মহাশয় কলিকাতা যান। দেশবন্ধুর কিরূপে মৃত্যু হইল তাহা জানার জন্য সভাস্থ সকলে উৎসুক হওয়ায়, বিপিন বাবু তাহা বলিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

গৃহীত প্রস্তাব।

১। এই সভা ত্যাগী স্বদেশ-প্রেমিক, উদার হৃদয় কর্ম্মবীর, বৈদ্যকুলতিলক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সান্ত্বনা কামনা করিতেছেন।

২। উক্ত প্রস্তাব তাঁহার (দেশবন্ধুর) পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করা হউক।

৩ এই সভার মর্ম্ম সংবাদ পত্রে জ্ঞাপন করা হউক।

উদ্বোধন শোক সঙ্গীত।

(১)

গেছ অকালে ডুবিয়া।
বঙ্গের গৌরব রবি; বঙ্গবাসী কাঁদাইয়া।
ত্যাগের মোহন মন্ত্রে বিশ্ব বিমোহিয়া
হে কর্ম্মী হে দেশবন্ধো দেশের লাগিয়া
কত সহিলে হাসিয়া।
কাণ্ডারী বিহীন বঙ্গ তোমা হারাইয়া
দুস্তর কর্ম্মস্রোতে চলেছে ভাসিয়া
কে লবে কূলে টানিয়া।

বঙ্গের কৌস্তভ মণি, পূজার লাগিয়া
জানি না কি আছে, বলো আনিব খুঁজিয়া
দেব স্মরণে থাকিয়া।

রাঢ়ীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা।

বৈদ্যহিতৈষিণী হইতে উদ্ধৃত।

১। গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের আত্মীয় বহুবাজার জেলেপাড়া নিবাসী ৺বিনোদবিহারী রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ গত ১৩ই ফাল্গুন একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করিয়াছেন।

২। ভবানীপুর ৪০ নং গোয়ালটুলীলেনস্থ ৺যদুনাথ সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ নিঃসন্তান বিধায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত পশুপতি নাথ সেনশর্ম্মা মহাশয় একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

৩। শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনশর্ম্মা মল্লিক মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

৪। গত ৩০ শে চৈত্র তারিখে খুলনাজেলার ভাণ্ডারপাড়া নিবাসী শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ দাশশর্ম্মা রায় কলিকাতস্থ ১৫ পঞ্চাননতলা লেনস্থ ভবনে তাঁহার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দেবশর্ম্মা পৌরোহিত্য করিয়াছেন।

৫। গত ১৪ই ফাল্গুন ১৩৩১ শাল ৺বিনোদ বিহারী দাশশর্ম্মারায় কবিরাজের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৬। গত ১৩ই চৈত্র তারিখে কলিকাতায় ৬নং রাজবাগান জংসনরোডস্থ বাটীতে কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ৺নগেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মারায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। রঘুনাথপুরবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যমহাশয় পৌরোহিত্য কর্ম্মে বৃত হইয়াছিলেন। ২৯ শে চৈত্র তারিখে তাঁহার মাতা ৺জগৎলক্ষ্মীদেবীর শ্রাদ্ধও একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

৭। শ্রীখণ্ড সমাজের অন্তর্গত পাঁজোয়া নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত গৌরীদাস গুপ্ত শর্ম্মার পুত্রের উপনয়ন "গুপ্তশর্ম্মা" উপাধি উল্লেখে তাঁহার কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্পন্ন করিয়াছেন।

৮। শ্রীখণ্ড সমাজের কড়ুইগ্রামের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মার কন্যার বিবাহ তত্রত্য বহুব্রাহ্মণের সম্মতিক্রমে "গুপ্তশর্ম্মা" উল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

৯। গত ২৮শে ফালগুন পাঁজোয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় কবিরাজ মহাশয়ের বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ দাশশর্ম্মা পদবী উল্লেখে তাঁহার কুলপুরোহিত স্বেচ্ছায় সম্পাদন করাইয়াছেন।

১০। শান্তিপুর নিবাসী ৺হরিচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেনশর্ম্মার দ্বিতীয় পুত্রের অন্নাশন জুগুণীতে শর্ম্মান্ত পদ ব্যবহারে সম্পন্ন হইয়াছে।

হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হইতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেনশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—হুগলী জিলার "অন্তর্গতরিবিড়া গ্রামে যাজকতা আবশুক হওয়ায় গত ১১শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দশহরা উপলক্ষে রামকৃষ্ণপুরের খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাশশর্ম্মা স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয় উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কালীপদ গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দাশশর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়দিগের বাটীতে মনসা পূজা এবং গঙ্গাপূজা প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয় এই পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চবিংশতি বৈদ্যসন্তানের উপনয়নে আচার্য্য গুরুর কার্য্য করিয়াছেন।

গত জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীখণ্ড সমাজের ঠাকুরবংশের বৈদ্যব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কিশোরানন্দ ঠাকুরমহাশয় মদীয় বাসভবনে পদার্পণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুরমহাশয়ের ভ্রাতা হন্। তাঁহার প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ্যতেজঃ দর্শনে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্তকরা যায় না। এই বঙ্গদেশে তাঁহাদের পঞ্চবিংশতি সহস্র মন্ত্র শিষ্য আছে। তন্মধ্যে দশসহস্রই যজনব্রাহ্মণ। গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করাকে তাঁহারা সৌভাগ্যের পরিচায়ক মনে করেন। যে সমস্ত সঙ্কীর্ণচেতা যজনব্রাহ্মণ বৈদ্যগণকে অব্রাহ্মণ, বলিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীখণ্ডের বৈদ্যঠাকুর মহাশয়দের ব্রাহ্মণ্য দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন। ঠাকুরমহাশয় আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ গুরুতা ও যাজকতা কার্য্য সম্পাদন করার জন্য আত্মনিয়োগ না করিলে, চিরকালই যজন-ব্রাহ্মণগণের করতল গত হইয়া থাকিবেন। তিনি উদাহরণ স্বরূপ বলিলেন, "গতবৎসর আমাদের বংশের জনৈক বৈদ্যসন্তানের মৃত্যু হইলে, আমরা সকলেই দশাহাশৌচ গ্রহণ করি এবং একাদশাহে আদ্য-শ্রাদ্ধ করার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, মৃতব্যক্তির পুরোহিত একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করাইতে প্রথমতঃ অস্বীকৃত হন্। আমরা তাঁহাকে যখন বলিলাম, তবে কি যাজকতা কার্য্যের ভার আমরাই গ্রহণ করিব ? তখন একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইতে আর দ্বিরাপত্তি করিলেন না। আমাদের ন্যায় সর্ব্বত্র যদি গুরুতা ও যাজকতা কার্য্য শিক্ষা করিয়া বৈদ্যগণ জাতীয় আচার গ্রহণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যে সমগ্র বঙ্গীয় সমাজের বৈদ্যব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণের সহিত একই গণ্ডীতে নিবদ্ধ হইতে পারিবেন।"

বৈদ্যব্রাহ্মণ শ্রীযুক্তকিশোরানন্দ ঠাকুরমহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা অভ্রান্ত সত্য। প্রতিগ্রামের ২।৪ জন বৈদ্যসন্তান যদি স্বজাতির মধ্যে যাজকতা করিতে আরম্ভ করেন, যাজকতা কার্য্যকে হীন বৃত্তি মনে না করেন, তাহা হইলে ব্রাত্যবৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ করিতে এবং দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে ইতঃস্তত করিবেন না। যজনব্রাহ্মণের অভাবে দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার ও আশঙ্কা হইবে না। তদ্দর্শনে যজনব্রাহ্মণগণও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বৈদ্যব্রাহ্মণগণ জাতীয় আচার প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর হইতেছেন দেখিয়া মহাযজ্ঞ

পণ্ডিতসমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ বৈদ্যব্রাহ্মণদের দৈবপৈত্রকর্ম্মে, সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সমাজের বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যদি শ্রীখণ্ডসমাজের বৈদ্যব্রাহ্মণদের এবং হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাশশর্ম্মা স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়ের আদর্শে যাজকতা ও গুরুতা কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অনুপনীত বৈদ্যগণকে উপনীত করাইতেন এবং তাঁহাদের দৈব ও পৈত্রকর্ম্ম করাইতে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজে আচার বৈষম্য দৃষ্ট হইত না।

এই বঙ্গীয়-সমাজে এখনও বহু বৈদ্য রহিয়াছেন, যাঁহারা মাসাশৌচ পালন এবং দাসদাসী উল্লেখে দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শূদ্রজাতির সজাতিত্ব ভজনা করিতেছেন। কোন কোন বৈদ্য আছেন, তাঁহারা পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিয়া বৈশ্য-জাতি হইতে আগ্রহান্বিত। কিন্তু বৈদ্যগণ সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির বংশধর। তাঁহারা কেহই বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া আত্মজ্ঞাপন করেন না। তদবস্থায় মাসাশৌচ গ্রহণ করিলে শূদ্রবর্ণে তাঁহাদের স্থান হইতে পারে, কিন্তু পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিলে মাতৃজাত্যশৌচ বিধায় তাঁহারা অস্পৃশ্য চণ্ডাল তুল্য বর্ণসংকর জাতিতে পরিণত হইয়া পড়েন। যে রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণের আদর্শে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বঙ্গীয়বৈদ্যগণ পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিতেছিলেন, আজ সেই রাঢ়ীয়-বৈদ্যব্রহ্মণগণ কুলকলঙ্ককর বোধে তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন। তদবস্থায় যদি বঙ্গীয় বৈদ্যগণ শূদ্রজাতীয় মাসাশৌচ ছাড়িয়া পুনঃ পক্ষাশৌচ গ্রহণে বর্ণসঙ্কর জাতিতে অবনমিত হইতে থাকেন, তবে জাতীয় সংস্কার সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিবে এবং তাঁহাদের জারজত্বের অপবাদও ঘুচিবে না। সমাজে এখনও কতকগুলি বৈদ্য আছেন, যাঁহারা মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়া দাসদাসী উল্লেখে দৈবপৈত্রকর্ম্ম করিতে আত্মশ্লাঘা মনে করেন। তাঁহাদের এই সব কার্য্য দেখিয়া আমেরিকার দাসত্ব প্রথার ইতিহাস মনে পড়ে। আমেরিকা হইতে যখন দাসত্ব প্রথা রহিত করার চেষ্টা হইয়াছিল, তখন কতকগুলি দাস গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিল; তাহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত দাসত্ব করিবে।

এই জাতীয় জাগরণের দিনে কুলাচার ও কুলধর্ম্ম রক্ষার বিধিব্যবস্থা অবগত হইয়া এবং স্বজাতিগণের ব্রাহ্মণ্য দর্শন করিয়াও যাহারা দাস রূপে দৈবপৈত্র কর্ম্ম করিতে চাহে, তাহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত দাস হইয়া থাকিতে ধর্ম্মের, শাস্ত্রের, ও মানব নীতির কোন বাধা নাই। কিন্তু সভ্যজগতে এমন কোন বিধান নাই, ব্রাহ্মণ জাতির বংশধরগণ স্ব স্ব পিতা মাতাকে জীবিতকালে শ্রীযুক্তেশ্বর, শ্রীযুক্তেশ্বরী লিখিয়া এবং সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের মৃত্যুরপর সেই জনক জননীকে দাসদাসী সম্বোধন করিতে পারে? কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।

চট্টগ্রাম-বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সফলতা।

উপনয়ন।

১৫ ই জ্যৈষ্ঠ নয়াপাড়াগ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয়, জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বি, এল মহাশয় ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন। চক্রশালাগ্রামের শ্রীযুক্তদুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যগুরুর কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা রায় বি, এ মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছেন।

১২ই আষাঢ় বরমাগ্রামের ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেনশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মজুমদার ও শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রীমান রমণীরঞ্জন দত্তশর্ম্মা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

নয়াপাড়াগ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ দাশশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীমান পূর্ণেন্দুবিকাশ দাশশর্ম্মা ও শ্রীমান সুখেন্দু বিকাশ দাশশর্ম্মা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীপুর গ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্তমহেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান হীরালাল সেনশর্ম্মা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকা মাণিকগঞ্জের অধীন বেথুয়াগ্রাম নিবাসী চট্টল প্রবাসী মৌদগল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়, ও তৎপুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। ভাটীখাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল দেবশর্ম্মা ব্যাকরণতীর্থ ও মোটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন।

ভাটিখাইন নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাশশর্ম্মা শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথনাথ দাশশর্ম্মা শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাশশর্ম্মা প্রভৃতির আচার্য্য গুরু হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য। তত্রত্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাশশর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীমান হৃদয়রঞ্জন দাশশর্ম্মা শ্রীমান বিজয়রত্ন দাশশর্ম্মা, শ্রীমান মধুসূদন দাশশর্ম্মা, শ্রীমান কানাইলাল দাশশর্ম্মা, শ্রীমান নলিনীরঞ্জন দাশশর্ম্মা যথাবিধানে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপুরগ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত কালী কিঙ্কর সেনশর্ম্মা কবিরাজ মহাশয় ও তৎপুত্র শ্রীমান হৃদয়রঞ্জন সেনশর্ম্মা ও শ্রীমান প্রভাসরঞ্জন সেনশর্ম্মা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

কেলিশহর নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় বহু পূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অবগত হইলাম গত ১২ই আষাঢ় ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীমান

নিকুঞ্জবিহারী দাশশর্ম্মা চৌধুরী, শ্রীমান অনীলকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরীর মহাশয়ের দৌহিত্র এবং আনোয়ারা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ফণীন্দ্র লাল সেনশর্ম্মা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট—[illegible]ঘাটগ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনশর্ম্মা সবরেজিষ্ট্রার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা দেবীর সহিত গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার নবীপাড়া গ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বি, এল এর শুভপরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্নহইয়াছে। এই শুভ-বিবাহে ধীরেন্দ্রবাবু ও রমণীবাবু যেরূপ শাস্ত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয়দিয়াছেন, তাহা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রেরই অনুকরণীয়।

চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে ইতিপূর্ব্বে বহুবিবাহ সমানবর্ণে অর্থাৎ উপবীতীবরের সহিত উপবীতীর কন্যা সম্প্রদান হইয়া থাকিলেও এই শুভবিবাহে একটুকু বিশেষত্ব রহিয়াছে। কন্যার পিতা বহুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু বর অনুপবীতী ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি-বর্গের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়া থাকিলেও তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই উপনীত ছিলেন না। ধীরেন্দ্রবাবু প্রতীচ্য শিক্ষাদীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিসন্তান হইয়াও এই শুভপরিণয়ে যে সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা বৈদ্যসম্মিলনীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে ও উদারতার, দৃঢ়তার ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য কন্যাকর্ত্তাকে অগণিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বিবাহের পূর্ব্বে ধীরেন্দ্রবাবু অভিমত ব্যক্ত করিলেন, আমি অনুপবীত অবস্থায় কিছুতেই উপনীতের কন্যা বিবাহ করিব না। সেরূপ বিবাহ আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত নহে। বিবাহসংস্কারই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ট সংস্কার। প্রতিলোমবিবাহ কোন আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কাম্য হইতে পারে না। সুতরাং আমি ব্রাহ্মণাচারে উপনীত না হইয়া কখনও বিবাহ করিব না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার এবম্বিধ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রনিষ্ঠার দৃঢ়তা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধীরেন্দ্রবাবুকে ব্রাহ্মণাচারে উপনীত করাইয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

সমাজের শিক্ষিত যুবকগণ! বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে জাতীয় সংস্কারের যে জাগরণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, সেই জাতীয় জাগরণে সর্ব্বপ্রথম আপনাদেরই আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। আপনারাই ভবিষ্যসমাজের ভাগ্যবিধাতা। আপনারা যেমন গড়িবেন, বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজ ঠিক সেই ভাবেই গঠিত হইবে। আপনারা জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করার চেষ্টা করিলে সমাজ হইতে বৈশ্য ও শূদ্রাচার অনন্তকালের জন্য উৎখাত হইয়া যাইবে। যে কুসংস্কারে বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ নামের অযোগ্য হইয়াছেন, সেই কুসংস্কার সমাজ হইতে বিদূরিত করার জন্য আপনারা

যদি ধীরেন্দ্রবাবুর স্তায় সৎসাহসের পরিচয় প্রদান না করেন, তবে আপনাদের দর্শন বিজ্ঞানচর্চ্চার ও তূয়োদর্শনের ফল কি হইল?

হে মহোৎসাহী যুবকবৃন্দ! সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্ত আপনারা সকলে অগ্রসর হউন্! আপনারা কায়মনোবাক্যে স্বজাতিকে যজন-ব্রাহ্মণগণের ক্রূরনীতি হইতে রক্ষা করুন!! তাহাতে জাতির মহোপকার সাধিত হইবে, আপনারাও অনন্ত, অক্ষয় পুণ্যের বিমল জ্যোতিঃতে মহীয়সী কীর্ত্তি সম্ভোগ করিতে পারিবেন। সমাজের সমস্ত আশা ভরসা আপনাদের উপর, আপনারা মনোযোগী হইলে সমাজের বৈশ্য ও শূদ্রাচার রূপ কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ ঘটিবে। আপনারা সংস্কার কার্য্যে মনোযোগী হউন!! স্বীয় সমাজের যেই যেই স্থানে বৈশ্য ও শূদ্রাচারের বীভৎস অভিনয় হইতেছে, সেই সেই স্থানে আপনারা মূর্ত্তিমান উৎসাহস্বরূপ উপস্থিত হইয়া আপনাদের তেজোময়ী ভাষাতে সমাজ হৃদয় আলোড়িত করুণ!! সকরুন গাথাতে বৈশ্য, শূদ্রাচারের দোষাবলী কীর্ত্তন করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণের মর্ম্মে মর্ম্মে বিশুদ্ধ জাতীয়তার সঞ্চার করুন!! বিনয়ের কোমল প্রতিবাদবাক্যে অভিমানী গর্ব্বস্ফীত বৈদ্যগণকে যুক্তি তর্কে বশীভূত করিয়া সমাজের মহাকলঙ্ককর বৈশ্যশূদ্রাচার হইতে তাঁহাদিগকে বিরত করুন!!!

ঢাকাজিলার বৈদ্যব্রাহ্মণগণের আচারনিষ্ঠা।

রাজসাহীর শ্রীযুক্ত শ্রীশচরণ গুপ্তশর্ম্মা রায় অবসরপ্রাপ্ত একসাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় লিখিয়াছেন :—

ঢাকা জেলার দাশরাসমাজের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ সুয়াপুরগ্রামনিবাসী ত্রিপুরা গুপ্তবংশীয় শ্রীযুক্ত সতীশচরণ রায় গুপ্তশর্ম্মার কন্তা শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবীর শুভ বিবাহ উক্ত সমাজ অন্তর্গত নবগ্রাম নিবাসী উপরোক্তরূপ রায় উপাধিধারী গণবংশীয় শ্রীযুক্ত নেপালকৃষ্ণ রায় সেনশর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিনয়কৃষ্ণ রায় (বি এ) সেনশর্ম্মার সহিত গত ২রা আষাঢ়, ঢাকা মোকামে শর্ম্মান্ত বাক্য উচ্চারণে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষই যথাবিহিত উপনীত বৈদ্য। বিবাহ বাসরে যে সকল বৈদ্যব্রাহ্মণ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই যে বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির প্রকৃত শাস্ত্রবিহিত সদাচারে ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গৌরব রক্ষাকল্পে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্ত তাঁহারা ধন্তবাদার্হ। সর্ব্বদেশীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ এই সৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ দ্বারা জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশ দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয়ের পত্র পাঠে জানিলাম, ঢাকায় বিগত ১২ই আষাঢ় বহু বৈদ্য ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম ঠিকানা যথাযথভাবে জ্ঞাত না হওয়ায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না, শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বৈদ্যব্রাহ্মণ সভা।

জামালপুর, জিলা ময়মনসিংহ।

১৪ই আষাঢ় রবিবার, ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ।

অদ্য টাঙ্গাইল সহদেবপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ সেনশর্ম্মা নিয়োগী মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় এবং প্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণগণের এক সভা আহূত হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয়, "বৈদ্য প্রবোধিনী" "বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বঙ্গীয় বৈদ্য জাতি যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং মনুপ্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতীয় নহে, তাহা সপ্রমাণ করিয়া উপস্থিত বৈদ্য মহোদয়গণকে নিঃসন্দেহ করেন। তৎপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ছাত্র সুরেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা নিয়োগী মহাশয় বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করেন।

বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা যৌথ মার্চ্চেন্ট মহাশয় তাঁহার বিস্তৃত গৃহে এই সভার অধিবেশনের স্থান দান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

গৃহীত প্রস্তাব।

"এই সভায় বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অনুপনীত সকলেই যত সত্বর সম্ভব ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিবেন। সকল বৈদ্যগণ একাচারী ও বঙ্গদেশের এক সমাজ ভুক্ত হইয়া কার্য্যাদি করিবার চেষ্টা করা হউক।"

উপস্থিত বৈদ্যব্রাহ্মণগণ।

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল গুপ্তশর্ম্মা
২। " " যোগেন্দ্র সেনশর্ম্মা।
৩। " " সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা (বিক্রমপুর)
৪। " " যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা।
৫। ডাক্তার শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা। (বিক্রমপুর)
৬। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনশর্ম্মা বি, এ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট (বরিশাল)
৭। শ্রীযুত কেদারেশ্বর সেনশর্ম্মা

৮। শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা (সিরাজগঞ্জ)

৯। কবিরাজ শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর সেনশর্ম্মা। (বিক্রমপুর)

১০। শ্রীযুত দুর্গাচরণ দেবশর্ম্মা রায়। বি, এম্ সি শিক্ষক— (সিরাজগঞ্জ)

১১। শ্রীযুত ভুবনবিহারী দাশশর্ম্মা (বিক্রমপুর)

১২। রায়সাহেব শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বি এল উকিল (বিক্রমপুর)

১৩। শ্রীযুত হিমাংশুভূষণ সেনশর্ম্মা (বিক্রমপুর)

১৪। কবিরাজ শ্রীযুত দেবেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা

১৫। শ্রীযুত হেমন্তকিশোর নন্দিশর্ম্মা রায় জমিদার (ফুলবাড়িয়া জামালপুর)

১৬। „ মনমোহন সেনশর্ম্মা (পাহাড়পুর, টাঙ্গাইল)

১৭। „ সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা রায়।

১৮। „ প্রফুল্লকুমার গুপ্তশর্ম্মা (বিক্রমপুর)

১৯। „ গিরিশচন্দ্র দেবশর্ম্মা চৌধুরী (ফুলবাড়িয়া জামালপুর)

২০। „ শরচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা জুটমার্চ্চেন্ট (বিক্রমপুর)

২১। „ ভূপেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা নিয়োগী বি এল (মহদেবপুর টাঙ্গাইল)

২২। „ জগদীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা বি এল উকিল (মানিকগঞ্জ)

২৩। „ সুরেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা নিয়োগী বি এল (মহদেবপুর টাঙ্গাইল)

২৪। „ খগেশচন্দ্র দত্তশর্ম্মা বি এল (বাশী টাঙ্গাইল)

২৫। „ হেমন্তকুমার দাশশর্ম্মা সবরেজিষ্ট্রার (বিক্রমপুর)

১৬। „ কুলদাকিঙ্কর দাশশর্ম্মা রায়চৌধুরী (ফরিদপুর)

২৭। „ পরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা হেডমাষ্টার সিংজানী হাইস্কুল

শ্রীরামপ্রসাদ সেনশর্ম্মা।

সংবাদ।

মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন:— মেদিনীপুরবাসী ও প্রবাসী বিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর চেষ্টায় ১৩২৭ সাল হইতে এইখানে কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী পরিগৃহীত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের আদ্য, মধ্য ও উপাধী পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে। যাঁহারা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন বা যাঁহাদের পরীক্ষার উপযুক্ত ছাত্র আছে, তাঁহারা এখানকার সম্পাদকের নিকট ৵১০ ডাকটিকেট সহ আবেদন করিয়া নিয়মাবলী গ্রহণ করিতে পারেন। পরীক্ষার্থিগণকে বিনামূল্যে আহার্য্য ও বাসস্থান দেওয়া যায়।

রংপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি।

বিগত ২০ শে জ্যৈষ্ঠ রংপুরের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে স্থানীয় বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা উকিল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, শ্রীযুক্ত চিন্ময় গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় বৈদ্যগণ যে মুখ্য ব্রাহ্মণ নানাশাস্ত্রীয় বচন দ্বারা বক্তৃতা করিলে পর, নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। এইক্ষণও যে সমস্ত বৈদ্যব্রাহ্মণ অনুপনীত অবস্থায় আছেন, সম্বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিতে এই সভা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন।

২। বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে স্বীয় নামান্তে বৈশ্যজাতি বাচক গুপ্তপদবী যথা দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত দত্তগুপ্ত প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া দাশশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা, উল্লেখে, আত্মপরিচয় ও দৈবপৈত্র কর্ম্ম করিতে এবং দশাহাশৌচ গ্রহণ করিতে এইসভা অনুরোধ করেন।

এই প্রস্তাবদ্বয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

অনেকেই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যিনি দেশের ও জাতির গৌরব স্বরূপ ছিলেন, যিনি তারকেশ্বরের গোলযোগে নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যিনি ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাপক ভালবাশকায়াও "দাশ" নামান্তে লিখিতেন, সেই স্বর্গীয় নরদেবতা চিত্তরঞ্জন দাশের আদ্যশ্রাদ্ধ পঞ্চদশাহে সম্পন্ন হইল কেন?

তদুত্তরে বলা যায়, তিনি জাতির অতীত ছিলেন। তাঁহার যে জাতীয়তার প্রতি একটা প্রগাঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল, তাহা নিশ্চয় রূপে বলা যায় না। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু তাঁহার পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত জনৈক যজনব্রাহ্মণের কন্যা এবং নিজের একটী দুহিতাকেও কায়স্থ বরে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

তদবস্থায় তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ পঞ্চদশাহে সম্পন্ন হওয়া যাহা, একাদশাহে সম্পন্ন হওয়াও তাহা।

যিনি জাতি নির্ব্বিশেষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার ত্যাগে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবমণ্ডিত, সেই ভূদেবের ঐহিক কার্য্য আলোচ্যের বিষয়ীভূত নহে। তিনি জাতিবিশেষের আদর্শ নহেন।

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়ের সঙ্কলিত পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি।

বৈদ্যগণ যে মনূক্ত অম্বষ্ঠ নহেন, তাঁহারা যে মহর্ষিগণের ঔরসে দেবকন্যার কন্যার গর্ভে সম্ভূত এবং ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, অত্রি, শালঙ্কায়ন প্রভৃতি গোত্র যে যজনব্রাহ্মণের নাই, বহু ব্রাহ্মণবংশ যে বৈদ্য হইতে সম্ভূত এবং বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে যজনব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বঙ্গদেশে এখনও যে, বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ যজনব্রাহ্মণের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিবাহ করিতেছেন, বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ যে যজনব্রাহ্মণজাতিতে আত্মগোপন করিয়া যজনব্রাহ্মণজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, ভারতের অপরাপর প্রদেশস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণগণ এইক্ষণও যে তীর্থগুরু রূপে, মন্ত্রগুরু রূপে, আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসক রূপে, সনাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ রূপে সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, বঙ্গীয় সেন ও গুপ্ত রাজগণ ও যে, ব্রাহ্মণাচার এবং শর্ম্মান্ত নামে আত্মপরিচয় ও দেবপৈত্র কর্ম্ম করিতেন, দশাহাশৌচ পালন করিতেন, সপ্তশতী ব্রাহ্মণের স্রষ্টা যে বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন, এতাহার প্রমাণাবলী অধ্যাহার করিয়া ৮ পেজী ২৫ ফর্ম্মায় এই গ্রন্থসঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা।

অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যপরিচয়।

এই গ্রন্থে উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা, বহুপুরুষপরম্পরা সংস্কারহীন বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির পুনঃ সংস্কার গ্রহণের শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মত ব্যবস্থাপত্র, প্রায়শ্চিত্তের বিধান, উপবীত গ্রহণের নিয়মাবলী ও মন্ত্রাদি, সন্ধ্যাপ্রকরণ, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা ও মন্ত্রাদির বঙ্গানুবাদ সহ বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।

ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষাজীবন।

কিরূপে শরীর সুস্থ, সবল ও নীরোগ করা যায়, কিরূপে শুক্রধাতুকে অবিকৃত রাখিয়া প্রভূত শক্তিশালী হওয়া যায়, কিরূপে শুক্রধাতু অচল অটল থাকে, কিরূপে স্মৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি ও প্রতিভাশক্তির বিকাশ হয়, কিরূপে চিত্তের প্রসন্নতা সাধিত হইতে পারে, কিরূপে প্রাচীনকালীয় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হইত, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানা যাইবে। মূল্য ১ এক টাকা।

বলিরহস্য।

বলিরহস্য একটী সারগর্ভ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে হিন্দুর পূজাপদ্ধতির বিধান, বলির আবশ্যকতা, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে পূজার বিধান। দুর্গাপূজার আখ্যায়িকার (রামায়ণ মতে) ভিত্তিহীনতা মহারাজ সুরথের লক্ষ পশুদানের অসত্যতা, মহিষবলিদানের অলৌকিকতা প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে। মূল্য ।• চারি আনা।

বৈদ্যজাতির উৎপত্তি।

এই পুস্তক পাঠে, বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই অন্ধচক্ষু খুলিয়া যাইবে। পুস্তকের প্রতিস্তরে একটা "সত্যকার" প্রাণ রহিয়াছে। সেই প্রাণের ভিতর রহিয়াছে গভীরতা এবং বিশালতা যাহারা বৈদ্যব্রাহ্মণের বিপক্ষে আজও প্রচার করিবার অভিলাষী, মরুবক্ষে ক্ষুদ্র বারিধারার ন্যায় আপনা হইতেই তাহাদের সেইমত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মূল্য ।• চারি আনা।

পি. কে. সেনের

চালমুগ্‌রা মলম।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে খোস, পাঁচড়া, দাদ, কোচদাদ, পাপড়া, বিখাচ, পচঘাত, ছুলি, কাউর, রক্তদুষ্টি, চুলকানী, নালীঘা, পোড়া ঘা, কাটা ঘা, বিষাক্ত ঘা, গর্মী ঘা, ফোড়া, বিস্ফোট, শিশুদের শরীরের সর্ব্বপ্রকার ক্ষত, সংক্রামক চর্ম্মরোগ, গলিত কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি যে কোনপ্রকার পুরাতন বা নূতন দুরারোগ্য ক্ষত ও চর্ম্মরোগ অচিরে আরোগ্য হয়। ইহা জ্বালা যন্ত্রণা ও দুর্গন্ধবিহীন। প্রতি ছোট কৌটা ।০ আনা, বড় কৌটা ।৵০ মাশুল স্বতন্ত্র। ইহাতে পারা বা কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই।

পি. কে. সেনের—

প্রসন্ন বটিকা।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, আসামের কালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, কম্পজ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, [illegible] জ্বর, [illegible] প্রভৃতি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ১, মাশুল স্বতন্ত্র।

পি. কে. সেনের

শক্তি বটিকা।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নাশক, বল, বীর্য্য, মেধা ও কান্তি বর্দ্ধক, ধাতু দৌর্ব্বল্য, ক্লীবত্ব, স্বপ্নদোষ, স্বপ্নদোষ ও মেহরোগাদি নাশক এবং বীর্য্যস্তম্ভন ও বাজীকরণের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ১৷০ মাশুল স্বতন্ত্র। নিয়মিতরূপে সেবনে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।

পি. কে. সেনের

সৌরভ।

(বিনা উত্তাপে নিষ্কাশিত) বিশুদ্ধ তিল তৈল দ্বারা প্রস্তুত। ইহা মনোমুগ্ধকর সৌরভময়, কেশবর্দ্ধক। বর্ত্তমান যুগের ব্যবহারোপযোগী একমাত্র কেশতৈল। মূল্য প্রতি বড় বোতল ১৷০ টাকা, ছোট ৷৵০ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

সোল প্রোপ্রাইটার— শ্রী প্র[illegible] সেন,
[illegible] চট্টগ্রাম।

ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাদি বন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

২য় বর্ষ, ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ | শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

সূক্তি রত্নাবলী।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

কবিরাজ শ্রীভোলানাথ দাশশর্ম্মা কাব্যরত্ন বাঁকুড়া।

বহুরূপতয়া গৌরঃ কৃষ্ণঃ কর্ব্বুর এব চ।
দৃশ্যতে বহুধা লোকৈঃ কৃকলাস ইবেশ্বরঃ॥
বহুরূপধারী তিনি, কভু গৌর গাত্র
কভু কৃষ্ণ সেই প্রভু, কভু বা বিচিত্র।
দেখে তাঁরে সর্ব্বজন, বহুভাবে ক্ষণে ক্ষণ,
বহুরূপী সর্পসম বিচিত্র চরিত্র।
বিচিত্রৈঃ কাচৈঃ খচিতাদেকস্মাদিব দীপতঃ।
নানালোকোদ্ভবস্তদ্বদেকস্মাদেব দেবতঃ॥ ৫
চিত্রকাচ ঢাকা এক দীপ হ'তে যথা।
নানালোক ও বর্ণে, একদেব হ'তে তথা।

* [illegible]

কৃষ্ণরূপং বিনা কৃষ্ণং দূরাদেব প্রতীয়তে।
স্বচ্ছং ভাতি সমীপে তু তোয়ং তোয়নিধেরিব॥ ৬
দূর হ'তে কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ মনে হয়।
জলধি জলের মত কাছে স্বচ্ছ রয়॥
যদা যস্যৈকান্ততয়া সাধনায়াঃ প্রয়োজনম্।
তদা তস্যেশ্বরেণৈব সদ্গুরুর্দিশ্যতে স্বয়ম্॥ ৭
সাধনা সত্যই যবে হয় প্রয়োজন
তখনি করেন তিনি সদ্গুরু যোজন ৭
তেনৈব দীয়তে খাদ্যং যদর্থং ক্রিয়তে শ্রমঃ।
প্রাগেব সৃষ্টেরন্নাদি সৃষ্টস্যাস্য সৃষ্টিকৃৎ॥ ৮
যার জন্য কর শ্রম সেই খাদ্যদাতা
সৃষ্টির পূর্ব্বেই অন্ন সৃষ্টি করে ধাতা॥ ৮
ঘনৈর্বিষয় নির্য্যাসৈঃ সংসারপনসস্রুতৈঃ।
বিজ্ঞানাং জ্ঞানতৈলাক্তশ্চিত্তহস্তো ন লিপ্যতে॥ ৯
এ সংসার কাঁটালের বিষম আটায়।
জ্ঞানতৈলে মাখা চিত্ত হাত না লুটায়॥ ৯
সচ্চিদানন্দরূপং তমীশ্বরং সুসুখাকরম্।
ভুঞ্জানানাং কুতোনাম বিষয়াণাং রসে রতি? ১০
সচ্চিৎ আনন্দরূপ সুখের আধার।
ঈশ্বরে করিলে ভোগ বিষয় কি ছার? ১০

ক্রমশঃ

কয়েকটী কথা।

(অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা, এম্, এ শাস্ত্রী, শ্রীরামপুরকলেজ)

এই প্রবন্ধে কয়েকটী কথার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আমাদের সামাজিক আন্দোলন যে জাতীয় জীবনের অনুকূল, প্রতিকূল নহে; ইহাতে যে জাতীয় শক্তিক্ষয় না হইয়া শক্তি বৃদ্ধি হইবে; ইহা যে বৃথা জাতি কচ্‌কচি নহে, জাতির রক্ষার চেষ্টা, ম্লেচ্ছাচার ও অনাচার পরিত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব ব্রাহ্মণাচার গ্রহণই যে হিন্দুত্বের ও বৈদ্যত্বের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়, একাকারত্ব-প্রিয় বৈদ্যদিগের উপবীতত্যাগ যে মহাভ্রমের কার্য্য, উহা

যে বৈশ্য সমাজের অবমাননাকর ও বৈশ্যদিগের সামাজিক ঐক্যবন্ধনের অন্তরায়, অবৈশ্যদিগের সহিত একাকার হইবার পূর্ব্বে যে বৈশ্য-সমাজের মধ্যে সকলের একাকার ও একাচার হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা যে এই আন্দোলনের ফলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অন্যান্য জাতির সম্মুখে আদর্শ রূপে গণ্য হইব, এবং আমাদের ও অন্যান্য জাতিগুলির যুগপৎ আন্দোলন সাফল্যেই যে বঙ্গসমাজ হইতে চিরকালের জন্য জাতিবিদ্বেষ অন্তর্হিত হইতে পারে, একমাত্র বৈশ্য-ব্রাহ্মণ সমিতিই যে নিখিল বৈশ্যব্রাহ্মণের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে সমর্থ এবং সেইজন্য সকলের পরিপোষণীয়, বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ বৈশ্য-ব্রাহ্মণ সভাগুলির যে রাষ্ট্রীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণসমিতির সহিত একযোগে কার্য্য করা উচিত, এই সকল বিষয় নিয়ে একে একে আলোচিত হইয়াছে।

(১)। আমাদের এই সামাজিক আন্দোলন নিতান্তই ঘরের কথা। এই চেষ্টা অন্য কোন জাতিকে ছোট করিবার জন্য নহে, বা কোনজাতি অপেক্ষা বড় হইবার জন্যও নহে, ইহা সন্মার্গে চলিবার চেষ্টা, সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা মাত্র। যদি কোনও হিন্দুসংসারে কেহ আধ্যাত্মিক বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করেন, দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুশীলনে তৎপর হন, সে কি অপর কাহারও অপেক্ষা বড় হইবার জন্য, না কাহকেও ছোট করিবার জন্য? সমাজ একটী বড় রকমের ঘর সংসারের মত। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ, সামাজিক জীবনেও তদ্রূপ। সদাচার গ্রহণ ও অসদাচার বর্জ্জনের দ্বারা সামাজিক সংস্কারের চেষ্টা সকলের অনুমোদনীয় ও করণীয়। ইহা কাহারও নিকট অমঙ্গলের হেতু বলিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে না, ক্রোধ বা বিদ্বেষের উদ্রেক করিতে পারে না।

২। এই সামাজিক আন্দোলন অনেকটা রাষ্ট্রীয় স্বরাজ আন্দোলনের মত এবং উহা কালে জয়যুক্ত হইবে। মানুষের জীবনের সামজিকের দুইটী দিক্—দুইটী বিভিন্ন ক্ষেত্র। এই দুই ক্ষেত্রেই আমাদের বর্ত্তমান চেষ্টা। বিলুপ্ত অধিকার ও গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য, মনুষ্যত্ব ফুটাইবার জন্য, বাঁচিবার জন্য বা ধর্ম্মরক্ষার জন্য। আমরা এতকাল উভয়ক্ষেত্রেই নিদ্রিত ছিলাম, এখন আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমরা ইংরাজের মুখের উপর বলিতেছি—ও রাষ্ট্রীয় সরাজ আমাদের চাই। সমাজেও আমরা সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অসদাচার পরিত্যাগ করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছি, আমরা বলিতেছি, আমরা পূর্ব্বপুরুষদের চিরাচরিত ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিবই। উভয়ক্ষেত্রেই ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত অধিকারের জন্য দাবী করা হইতেছে। আজ হিন্দুজাতিকে বাঁচাইতে হইলে, হিন্দু সংগঠনে সাহায্য করিতে হইলে বৈদ্য-সমাজকে এইরূপেই তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু-জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বাঁচাইতে হইলে, উহার এক একটী অঙ্গের সর্ব্বাগ্রে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত। বৈশ্যসমাজ একমাত্র ব্রাহ্মণাচার গ্রহণের দ্বারাই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে, ইহার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

৩। কাহারও কাহারও এরূপ মনে হইতে পারে যে এ সব সামাজিক গোলমালের ফল ভাল নহে। ইঁহাদের মতে এই আন্দোলনের ফল এই যে, সমাজের মধ্যে জাতি কচ্‌কচি লইয়াই ব্যস্ত থাকিলে আমরা রাষ্ট্রীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিব না; আর আমরা নিজেরাই মারামারি করিয়া শক্তিহীন হইলে সংহতির অভাবে দেশের কার্য্য করিতে পারিব না। যাঁহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহারা এই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বৃথাই দোষারোপ করেন। সমাজের একতা সাধন করিয়া সংহতি শক্তি বৃদ্ধি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে ভারতবর্ষে সংহতির অভাবে কোন কার্য্যই হইতে পারে নাই। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানদিগের মনোমালিন্য যেমন সাধনার পথে অন্তরায়, তদ্রূপ হিন্দুসমাজের অসংখ্য জাতিগুলির মধ্যে মনোমালিন্যও সাধনার পথে আর এক প্রবল অন্তরায়। বস্তুতঃ সমাজে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিগত বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহার নির্ব্বাণ না হইলে জাতীয় কল্যাণ সুদূর পরাহত। হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতিবিদ্বেষরূপ বিষে সমাজ যেরূপ জর্জ্জরিত তাহাতে কোন দেশহিতকর কার্য্যই সুসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের রাষ্ট্রীয় অবনতির কারণ এই জাতি-বিদ্বেষ। জাতিবিদ্বেষ সম্ভূত ঘৃণা, অবজ্ঞা ঈর্ষ্যা ভারতের অস্থি মজ্জাগত হইয়া ইহার সকল শক্তি অপহরণ করিয়াছে। সংখ্যায় বিশকোটী হইয়াও আমরা ছিন্ন তৃণের ন্যায় বন্ধনহীন। আজি ভারতকে বাঁচাইতে হইলে সকল জাতিগুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের অন্তর্ব্বর্ত্তী জাতিগুলির মধ্যে যাহাতে ঐক্য বিরাজ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা কিরূপে হয়? অস্পৃশ্যের স্পৃশ্যত্ব বণিক্ ও কৃষি জীবীর বৈশ্যত্ব, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব হিন্দুসমাজ স্বীকার করিয়া লইলেই জাতির অনৈক্য দূর হয়। ইহাতে হিন্দুজাতির জাতিভেদ রূপ বৈশিষ্ট্যও রক্ষা হয়, অথচ জাতিগুলির মধ্যে বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে সম্প্রীতি ও বন্ধনের ভাব জাগিয়া উঠে, বৃহৎ সঙ্ঘের অন্তর্ব্বর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘ বৃহৎসঙ্ঘের সহিত এক প্রাণতা স্থাপিত হয়, এবং পরস্পর প্রীতিপূর্ণসাহচর্য্যে প্রত্যেকের মধ্যেই বিশাল জাতি-শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। অতএব যে জাতি যেরূপ সংস্কার গ্রহণ করিতে চায়, যেরূপ সংস্কার গ্রহণে আত্মোন্নতির অভিলাষ করে, হিন্দু-জাতির ভাগ্যোন্নতি এইরূপ সংস্কারের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে জানিয়া চির আকাঙ্ক্ষিত সংস্কারে কাহারও বাধা দেওয়া উচিত নহে। যে জাতি যাহা চায়, তাহা সমগ্র সমাজ দান করিলে, ক্ষোভ ও ঈর্ষ্যা দূর হয় এবং সমগ্র জাতির উষ্ণমস্তিষ্ক শীতল হয়। এইরূপ অবস্থাতেই বিশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে মিলন ও একযোগে কার্য্য করা জাতিগুলির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য সামাজিক আন্দোলনের একটা মীমাংসা সত্বর প্রয়োজন হইয়াছে।

ক্রমশঃ

ফরিদপুরজিলার বৈদ্য-গ্রামগুলির তালিকা।

অধ্যাপক—শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে এই জিলায় ৬০৭৭ জন বৈদ্য ছিল। তন্মধ্যে ২৭৬০ জন পুরুষ এবং ৩৩১৭ জন স্ত্রীলোক। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই জিলায় ৫৫৩০ জন বৈদ্য ছিল। তন্মধ্যে পুরুষ ২৭৩০ এবং স্ত্রীলোক ২৮০০ জন। এই জিলাতে চারিটি মহকুমা আছে। ইহাদের নাম—ফরিদপুর, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ এবং রাজবাড়ী।

সদর মহকুমা—

১। বাগাট—পোঃ দুলালি, সবপোঃ মকসুদপুর ধন্বন্তরিগোত্রের সেন এবং মৌদ্গল্য-গোত্রের বিষ্ণুদাশ।

২। পাঁচই বা পাচৈ—পোঃ মধুখালী, সবপোঃ করকদি শক্তিগোত্রের শিয়ালসেন এবং ধন্বন্তরিগোত্রের লক্ষ্মণ সেন।

৩। কাপাসহাটি—পোঃ মধুখালী, সবপোঃ করকদি দত্ত, ধন্বন্তরিগোত্রের রামসেন, দাশ, গুপ্ত, সেন।

৪। পরমেশ্বরদি—পোষ্ট সূর্য্যদিয়া, সবপোঃ বোয়ালমারী—এখানে রামদাস দত্তনামক একজন বৈদ্য বাস করিতেন। যশোহর কালিয়া হইতে মৌদ্গল্য-গোত্রের অরবিন্দ দাশ বংশীয় কয়েক ব্যক্তি যাইয়া এখানে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫। ধূলদি—ব্রাঞ্চ পোঃ ঈশানপুর, হেড পোঃ ফরিদপুর। দেব উপাধিধারী বৈদ্য ছিল।

৬। ভূষণা—একটি চাকলা। একাংশ যশোহরে। কয়েকটি পরগণার সমষ্টীকে চাকলা বলে। ভূষণা নামে একটি থানাও আছে। এই থানার ভূষণা বজেশর্দি, কদমী, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে বৈদ্যের বাস ছিল। ভূষণা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। ভূষণ গ্রামের ব্রাঞ্চপোঃ মধুখালী এবং সবপোঃ করকদি।

৭। ভাবুকদিয়া—ব্রাঞ্চপোঃ কানাইপুর, হেড পোঃ ফরিদপুর। এখন এখানে বৈদ্য নাই কিন্তু পূর্ব্বে এস্থানে ধন্বন্তরিগোত্রের রোষের বসতি ছিল। রোষগণ এখন এস্থান পরিত্যাগ করিয়া এই জিলায় পাঁচর নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

৮। খাটরা—পোঃ ব্রাহ্মণদি, সবপোঃ সদরপুর।

৯। গোয়ালন্দি—পোঃ মালিগ্রাম, সব পোঃ ভাঙ্গা।

১০। টেপাখোলা—ফরিদপুর সহরের একটি অংশ।

১১। দুলালি—পোঃ দুলালি সব পোঃ মকসুদপুর। ধন্বন্তরিগোত্রের পরিসেন।

১২। মাইজকান্দি— পোঃ ভাঙ্গা।

১৩। মাঝারদিয়া—পোঃ ভাঙ্গা। শক্তিগোত্রের শৃগালসেন এবং শালঙ্কায়নগোত্রের দাশ।

১৪। কদমী— পোঃ রূপাপাত, সবপোঃ মকসুদপুর। এক সময়ে কাশ্যপগোত্রের অশ্বগুপ্তের বংশ ছিল। এখন বৈদ্য নাই।

মাদারীপুর মহকুমা—

১। পাতরাইল— পোঃ দেওরা, সবপোঃ ভাঙ্গা।

২। বিড়ঙ্গল— এক সময়ে কাশ্যপগোত্রের অশ্বগুপ্তের বাস ছিল। এখন নদীগর্ভে।

৩। পাচ্চর— পোঃ পাচ্চর, সবপোঃ বহরমগঞ্জ ধন্বন্তরিগোত্রের রোষসেন, বুরিসেন এবং ভরতসেন। মৌদ্গল্যগোত্রের কার্ণদাশ। কাশ্যপগোত্রের কায়ুগুপ্ত

৪। দৌলতপুর— পোঃ বান্ধব দৌলতপুর, সবপোঃ মাদারিপুর। মৌদ্গল্যগোত্রের নয়দাশ, ধন্বন্তরিগোত্রের বামসেন, দত্ত। আরও কোন কোন বংশ থাকা সম্ভব।

৫। ধূলগ্রাম— পোঃ ধুরাসার, সবপোঃ মাদারিপুর।

৬। সেনদিয়া— পোঃ খালিয়া শক্তিগোত্রের হিঙ্গু (পীতাম্বর) এবং মৌদ্গল্যগোত্রের বিষ্ণুদাশ।

৭। কাকইর— এখন আর এখানে বৈদ্য নাই। প্রবীণ কুলগ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৮। খৈয়রভাঙ্গা— পোঃ ধুরাসার, সবপোঃ মাদারিপুর।

৯। নিলখি— পোঃ হাটশিরুয়াইল, সবপোঃ কবিরাজপুর। এখন বৈদ্য নাই।

১০। সরদারমামুদেরচর— নিলখির নিকট।

১১। মস্তফাপুর— পোঃ মস্তফাপুর। শক্তিগোত্রের গুহিসেন, ধন্বন্তরিগোত্রের উচলি, মৌদ্গল্যগোত্রের কার্ণদাশ, নয়দাশ, পাহিদাশ, পদ্মদাশ, কাশ্যপ গোত্রের কায়ুগুপ্ত, পরাশরগোত্রের কর এবং ঘৃতকৌশিকগোত্রের দত্ত।

১২। শিলখারা— এখন বৈদ্য নাই।

১৩। বল্লভদি— পোঃ বল্লভদি, সবপোঃ মাদারিপুর কাশ্যপগোত্রের ত্রিপুরগুপ্ত, ধন্বন্তরিগোত্রের ভরতসেন।

১৪। খালিয়া— পোঃ খালিয়া, শক্তিগোত্রের শিয়ালসেন এবং ধন্বন্তরিগোত্রের সেন।

১৫। বীরমোহন— পোঃ বীরমোহন, সবপোঃ মাদারিপুর।

১৬। মাইজপারা— পোঃ বীরমোহন, সবপোঃ ঐ

১৭। শেলাপটি— পোঃ শেলাপটি, সবপোঃ কালকিনি।

১৮। নবিবপুর— পোঃ খলিয়া।

১৯। কুড়াশী— এই গ্রাম দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত। পোঃ দাসর্ত্তা, সবপোঃ পালং শক্তি্গোত্রের শিয়ালসেন, ধন্বন্তরিগোত্রের রামসেন এবং বলভদ্রসেন, মৌদ্‌গল্যগোত্রের বিষ্ণুদাশ এবং নিমদাশ, কাশ্যপগোত্রের ত্রিপুর শ্রীমান্ গুপ্ত এবং ত্রিপুর মহীপতি গুপ্ত।

২০। দাসর্ত্তা— পোঃ দাসর্ত্তা, সবপোঃ পালং। এখানে ধন্বন্তরিগোত্রের রামবংশীয় গণ বাস করিতেন। তাঁহারা এখন কুড়াশীতে আছেন। এখন এখানে বৈদ্য নাই। এই গ্রামও দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত।

২১। কোটাপারা – এই গ্রাম " " " পোঃ দাসর্ত্তা সবপোঃ পালং। শক্তি্গোত্রের শিয়ালসেন এবং মাধবসেন, ধন্বন্তরিগোত্রেব রাম এবং উচলি, মৌদ্‌গল্যগোত্রের নিমদাশ এবং সত্যানন্দ দাশ।

২২। পণ্ডিতসার— এই গ্রাম দক্ষিণ বিক্রমপুরের কার্ত্তিকপুরের অন্তর্গত। পোঃ ঘরিসার।

২৩। হোগলা— এই গ্রাম দক্ষিণ বিক্রমপুরের কার্ত্তিকপুরের অন্তর্গত। অনেকে ইহাকে কার্ত্তিকপুব বলেন। পোঃ কার্ত্তিকপুর শক্তি্গোত্র বুরুণ মাধব। ধন্বন্তরিগোত্র রোষ।
মৌদ্‌গল্যগোত্র মঙ্গলানন্দ দাশ। ভরদ্বাজগোত্র দাশ।

২৪। ধামারণ— পোঃ উচলি, দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে। ধন্বন্তরিগোত্রের রোষ।

২৫। মামুদপুর— দক্ষিণবিক্রমপুরের কার্ত্তিকপুরের অন্তর্গত। পোঃ কার্ত্তিকপুর মজুমদার উপাধিধারী পরাশরগোত্রের করের বাস।

২৬। মগব— পোঃ মহীসার, সবপোঃ পালং। শক্তি্গোত্রের বুরুণসেন, এবং শিয়ালসেন, মৌদগল্যগোত্রের কার্ণদাশ, কাশ্যপগোত্রের কায়ুগুপ্ত এবং আর এক প্রকারের গুপ্ত। এই গ্রাম দক্ষিণবিক্রমপুরের মধ্যে।

২৭। দেওভোগ— পোঃ বুরিরহাট, সবপোঃ পালং। এই গ্রাম দক্ষিণবিক্রমপুরের মধ্যে। এক সময়ে এখানে শক্তি্গোত্রের মাধব, ধন্বন্তরিগোত্রের বলভদ্র এবং উচলি, কাশ্যপগোত্রের কায়ুগুপ্তের বাস ছিল। এখন বৈদ্য নাই।

২৮। রামভদ্রপুর— দক্ষিণবিক্রমপুরের মধ্যে। পোঃ রামভদ্রপুর, সবপোঃ কার্ত্তিকপুর। পরাশরগোত্রের করের বাস।

২৯। উপসি— পোঃ উপসি, দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে। শক্তি্গোত্রের মাধব এবং ধন্বন্তরিগোত্রের বলভদ্র। ক্রমশঃ

ময়মনসিংহজিলার টাঙ্গাইল মহকুমার বৈদ্যগ্রামগুলির তালিকা।

(শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা নিয়োগী বি, এ, পোঃ জামালপুর জিলা ময়মনসিংহ।)

টাঙ্গাইল মহকুমা পূর্ব্বে ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জ মহকুমার সহিত যুক্ত ছিল। পরে ইহাকে ময়মনসিংহ জিলার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। এই মহকুমায় উনিশখানি গ্রামে বৈদ্য আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত দুই একটী গ্রামে বৈদ্য থাকিলেও থাকিতে পারে। তাহা আমার ঠিক জানা নাই। এখানকার বৈদ্যেরা সকলেই বৈদ্যের সাতাশসমাজের অন্যতম দাসরা মানিকগঞ্জসমাজের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহাতে কোন ভুল থাকিলে যদি কোন বৈদ্যমহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানান তবে তাহা সংশোধন করা যাইবে।

১। রামনগর পোঃ গোলাবাড়ী—মৌদ্‌গল্যগোত্র অরবিন্দদাশ, শক্তিগোত্র শিয়ালসেন, কাশ্যপগোত্রদের উপাধি রায়।

২। কালীহাতী পোঃ ঐ—মৌদ্‌গল্যগোত্র নরদাশ উপাধি মুন্সী, শক্তিগোত্রের সেনগণ সেন, ধন্বন্তরি সেন, শক্তিগোত্র গণ:সেন (মানিকগঞ্জ নবগ্রামের রায়।)

৩। সহদেবপুর পোঃ টেরকি সবপোষ্টআফিস এলেঙ্গা।

শক্তিগোত্র দুহিসেন উপাধি নিয়োগী ; মৌদ্‌গল্যগোত্র জয়দাশ ; শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত উপাধি রায়, ধন্বন্তরিসেন ; ধন্বন্তরি ত্রিলোচনসেন।

এই 'কান্তকবি' ৺রজনীকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল। এখানে কলিকাতা বেঙ্গলকেমিকেল ওয়ার্কের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ সেনশর্ম্মানিয়োগী প্রভৃতি বৈদ্যমহোদয়গণের বাড়ী।

৪। চেরকী পোঃ ঐ—মৌদ্‌গল্যগোত্র নরদাশ ; শক্তিগোত্র মাধবসেন ; ধন্বন্তরি গোত্র রবি (আদিত্য) সেন। এই গ্রামে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা। (ইঁহা ই :পতামহ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ৺রামলোচন দাশশর্ম্মা মহাশয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালানুবাদ করেন) সুলেখিকা শ্রীযুক্তা অম্বুজাসুন্দরী দেবী (ইঁনি কান্তকবি ৺রজনীকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের ভগিনী) প্রভৃতির বাড়ী।

৫। এলেঙ্গা পোঃ ঐ—কাশ্যপগোত্র মহীপতি গুপ্ত।

৬। বাশী পোঃ এলেঙ্গা। শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত, শক্তিগোত্র বুরুণ সেন ; শক্তিগোত্র দুহিসেন, মৌদ্‌গল্যগোত্র পদ্মদাশ, ধন্বন্তরিগোত্র সেন। এই গ্রামে কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এড্‌ভকেট্, সাহিত্যিক ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম্ এ ডি, এল্ মহাশয়ের বাড়ী। ইঁনি শক্তিগোত্র বুরুণসেন বংশীয়।

৭। ছোট বাগ্রানিয়া পোঃ গালা—শক্তিগোত্র বুরণসেন।

৮। গালা পোঃ ঐ—শক্তিগোত্র স্বর্ণপীঠসেন—উপাধি নিয়োগী ও রায়, কাশ্যপগোত্র দেব -উপাধি রায়; মৌদ্‌গল্যগোত্র পদ্মদাশ, শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত, ধন্বন্তরি বিনায়কসেন, ধন্বন্তরি উচলিসেন।

৯। বেতকা পোঃ টাঙ্গাইল—পরাশরগোত্র কর, মৌদ্‌গল্যগোত্র পদ্মদাশ; কাশ্যপগোত্র অশ্বগুপ্ত।

১০। বোয়ালি পোঃ টাঙ্গাইল—ধন্বন্তরিগোত্র উচলিসেন। (বর্ত্তমানে ইঁহাদের কোন বংশধর নাই)

১১। সাকরাইল পোঃ ঐ—টাঙ্গাইল মহকুমার মধ্যে এই গ্রামেই বৈদ্যের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

মৌদ্‌গল্যগোত্র পদ্মদাশ উপাধি নিয়োগী; ধন্বন্তরিগোত্র বুইসেন উপাধি নিয়োগী; শক্তিগোত্র মাধবসেন; ধন্বন্তরিগোত্রসেন, ধন্বন্তরিগোত্র বিকর্ত্তনসেন, শক্তিগোত্র সেন, শক্তিগোত্র শিয়ালসেন, মৌদ্‌গল্যগোত্র রামদাশ, কাশ্যপগোত্র অশ্বগুপ্ত, শাণ্ডিল্যগোত্র দত্ত।

এই গ্রামে বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুত মনোমোহন নিয়োগী (দাশশর্ম্মা); ডিষ্ট্রীক্ট্ এবং সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয় প্রভৃতির বাড়ী।

১২। ছোটবিন্নাফৈর পোঃ সাকরাইল—কাশ্যপগোত্রের—অশ্বগুপ্ত, কাশ্যপগোত্রের ত্রিপুরগুপ্ত। এইগ্রামে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, ইউনিভার্সিটী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুতঅতুলচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ী।

১৩। ঘাড়িন্দা পোঃ ঐ—শক্তিগোত্র ছুহিসেন (মজুমদার), শক্তিগোত্র হিয়ালসেন, শক্তিগোত্র গণসেন, মৌদ্‌গল্যগোত্র রামদাশ, কাশ্যপগোত্র অশ্বগুপ্ত। শক্তিগোত্র ছুহিবংশীয় শ্রীযুত দেবেশগোবিন্দ সেনশর্ম্মা মজুমদার মহাশয় এখানকার জমিদার।

১৪। নূতনকেদারপুর পোঃ মামুদনগর, সবপোঃ নাগপুর—কাশ্যপগোত্র অশ্বগুপ্ত; কাশ্যপগোত্র ত্রিপুরগুপ্ত। এই গ্রামে "মোগলবংশ" "পাঠানরাজবৃত্ত" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনের ঢাকা অধিবেশনের ইতিহাসশাখার সভাপতি, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত রামপ্রাণ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ী। ইনি কাশ্যপগোত্র অশ্বগুপ্ত বংশীয়।

১৫। পাহাড়পুর— এই গ্রাম এখন নদীকুক্ষিগত। শক্তিগোত্র শিয়ালসেন। এই বংশের কয়েক পরিবার কাতলিগ্রামে ছিলেন। কাতলিগ্রামও এখন নদীকুক্ষিগত ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস বৌলীগ্রামও নদীকুক্ষিগত। ইঁহারা আপনাদিগকে 'বৌলিয়সেন' বলেন। ইঁহাদের কতক, ময়মনসিংহসহর, টাঙ্গাইলটাউন, দিনাজপুর, রামনগর, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে বসবাস করিতেছেন।

ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত কামিনীকমল সেনশর্ম্মা মহাশয় এই বংশীয়।

১৬। কাঁঠালিয়া পোঃ ঐ—কাশ্যপগোত্র অশ্বগুপ্ত। কর—উপাধি রায়; বংশ উপাধি নিয়োগী—জাতি উপাধি ও গোত্র জানি না।

কাশ্যপগোত্র অশ্বগুপ্তবংশীয় শ্রীযুত বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা উপাধি (বক্সী) মহাশয় এই গ্রামের জমিদার। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোক সদারাম গুপ্তশর্ম্মা (বক্সী) মহাশয় বিপুল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক ৺বৃন্দাবনধামে বাস করেন।

১৭। তারাইল—(পোষ্টআফিসের কোন স্থানে তাহা জ্ঞাত নহি) ধন্বন্তরিগোত্র সেন, মৌদ্‌গল্যগোত্র পদ্মদাশ।

১৮। করাইল পোঃ দামুরিক। ধন্বন্তরিগোত্র বিনায়কসেন।

১৯। ভাত গাঁ—(পোষ্টআফিস কোনস্থানে তাহা জ্ঞাত নহি) কাশ্যপগোত্র গুপ্ত।

নারীর মূল্য।

(শ্রীশতদলবাসিনী দেবী, বাঐতারা, সিরাজগঞ্জ।

আজ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমাজের পুনরভ্যুত্থানের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, সমাজের প্রত্যেক নরনারী তাহাতে যোগ দিয়া তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা উচিত। এই সমাজের অধঃপতন যেরূপভাবে সংসাধিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার বাহ্যপ্রলেপে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সমাজব্যাধি দূর করিতে হইলে যে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন আজ তাহা কোথায়? বরপণ রূপ নরমাংস বিক্রয় প্রথায়— যে কসাইখানার অভিনয় আজ সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে কতই না যুক্তি, কতই না তর্ক শুনিতেছি। কিন্তু অতি দুঃখে আজ হাসি পায়, যুক্তিতর্ক শুনিবার কাণ মনুষ্যত্বহীন সমাজে আছে কি? যুক্তিতর্ক শুনাইবার পূর্ব্বে সমাজে খাঁটিমানুষ তৈরী করিতে হইবে; তাই আর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এবং তাহা নিতান্ত বাধ্য হইয়া ভঙ্গ করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ রূপ পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না।

নারীজাতির প্রতি— মাতৃজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সভ্যসমাজে প্রচলিত। আমাদের দেশেও এবিষয়ে শাস্ত্রীয়বচনের অভাব নাই, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় কি? প্রথমে, কন্যা দেখার রকমটাই দারুণ অপমানজনক। বরপক্ষীয় কর্ত্তারা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষকদের চেয়েও একটু বেশী কড়াকড়ি করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যা বরকে পরীক্ষা করার কি কোনই অধিকার নাই? সেই অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় বরের ক্ষতিও কি কম হইয়াছে?

প্রাচীনকালের বরদের মত আর তাহাকে কন্যার মন আকর্ষণের জন্য বহুগুণে বিভূষিত হইতে হয় না। পুরুষ হওয়াই তাহার পক্ষে মস্ত গুণ, তার উপর যদি ইউনিভার্সিটীর চাপরাস্ থাকে তবে ত সোণায় সোহাগা। সমাজকর্ত্তারা আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন, ইহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, বিবাহটা শুধু কন্যার জন্যই প্রয়োজন, বরের জন্য নহে? তাই যত কিছু পরীক্ষা এবং উৎকোচ প্রদান শুধু কন্যার পক্ষে? অবশ্যই শাস্ত্র বলিতেছেন "(কন্যা) দেয়া বরায় বিভূষি ধনরত্ন সমন্বিতা" কিন্তু এই ধনরত্ন দেওয়ার ভারটা কন্যা পক্ষের ইচ্ছা এবং মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর নহে কি? তাহা ছাড়িয়া কন্যাপক্ষকে জুলুম করা হয় কেন? তার পর যখন পাত্রের দর কষা হয়, তখন কন্যার শিক্ষা, দীক্ষা, কুল ও শীলের কোনই মর্য্যাদা আছে বলিয়া মনে করা হয় না কেন? মর্য্যাদা শুধু 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম' সেই রৌপ্যচক্রের এবং একটু একটু সেই জিনিষে, যাহার জন্য সে মোটেই দায়ী নয় অর্থাৎ তার বর্ণের এবং চেহারায়। এই যে পণ দিবার প্রথা ইহাতে কি ইহাই বলিয়া দেওয়া হয় না যে, কন্যা মানুষ নয় সে অতি অধম। বরের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার তার কোন যোগ্যতা নাই। তাই তার হীনতার অভাবটুকু অর্থ দ্বারা পূরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে? নিজের পক্ষে এতটা হীন ধারণা কিছুতেই কল্যাণপ্রদ নয় এবং এইরূপ হীনা স্ত্রীর সহযোগিতা স্বামীর পক্ষেও বোধ হয় খুব মনোরম নয়। যদি এইভাবে দর না করিয়া স্ত্রীর শিক্ষার প্রতি স্বভাবের প্রতি মনুষ্যত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত, তবে বোধ হয় দাম্পত্যজীবন অনেকটা মধুময় হইয়া গঠিত হইত এবং স্বামীর পক্ষেও হয়ত এই দারুণ দুর্দ্দিনে একটা সাহায্য হইতে পারিত। এইরূপে টাকা দিয়া কন্যার দোষরাশিকে আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়ার প্রথা সমাজে গৃহীত হওয়াতে সমাজের কি ক্ষতি হইতেছে না? অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা স্ত্রী তাহার সন্তান সন্ততির শিক্ষার এবং তাহাদিকে মানুষ করিবার ভার স্বামীর উপর রাখিয়া নিজে সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হয়, স্বামীও তাহার কর্ম্মময় জীবনের অনবসর তার জন্য মাষ্টার মহাশয়গণের উপর ছেলের মানুষ হওয়ার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। সমাজে ছেলেরা যেই ভাবে মানুষ হইতেছে তাহা আর উল্লেখ করিয়া লাভ কি? তারপর আর্থিক ক্ষতি অবশ্যই উপরোক্ত ক্ষতির তুলনায় ইহাকে আমি খুব বড় মনে করি না। তবুও ইহাও নিতান্ত তুচ্ছ নহে। বিবাহে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া যে অর্থলাভ করেন, তাহাতে কি তাঁহার কিছু আর্থিক উন্নতি হয়? মোটেই নহে; পরের টাকা ব্যয় করিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ নাই, তাই কি টাকার সঙ্গে তাঁহার নিজেরও কিছু যোগ হইয়া সমাজের বাহিরে চলিয়া যায়। গয়না, জোলা, মালাকর, বাজকর প্রভৃতি এই অর্থে পুষ্ট হয় এবং সমাজ ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়ে। আমি অনুসন্ধান লইয়া দেখিয়াছি এতদঞ্চলের বহু বৈদ্য-জমিদার শুধু এই কন্যাদায়ের জন্যই সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। মানুষ দেখিয়া না শিখিলেও ঠেকিয়া শিখে, কিন্তু তবুও এই হতভাগ্য বৈদ্যজাতির শিক্ষা হইল কৈ? এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উন্নতিপথের অন্তরায় স্বরূপ আইন করিয়া

বিবাহের ব্যয় বাঁধিয়া দিয়াছে। যদি সমাজকর্ত্তারা এই অধঃপতনের পথরুদ্ধ করিতে না পারেন তবে স্পষ্টভাবে আপনাদের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া সরকারের দ্বারস্থ হইয়া ডাঃ হরিসিং গৌড়ের মত কোন তেজস্বী সংস্কারক দ্বারা এইরূপ আইন প্রণয়ণ করাইয়া লউন্ তবুও সমাজ আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবে। কথা আছে—মৃত্যু যার অবধারিত, সে কাহারও হিতবাক্য শ্রবণ করে না। এজাতি আজ মরিতে বসিয়াছে, কাহারও হিতবাক্য ইহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না। এই যে মৃত্যুবৎ অমরতা এবং বিবাহে মর্য্যাদাবৈষম্য ইহার মূলে কি? নারীর প্রতি—মাতৃজাতির প্রতি অবজ্ঞা। নারীও সমাজের অঙ্গ বিশেষ, তাহার প্রতি অবমাননায় তাহার যতই কেন ক্ষতি হউক না, তার চেয়েও বেশী ক্ষতি সমাজদেহের; কারণ ইহাতে ক্রমশঃ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইয়া সমাজদেহ পঙ্গু হইয়া যাইতেছে। অবশ্য আজকাল দুই এক স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহা সমাজরূপ সাগরের তুলনায় গোস্পদ তুল্য, তাই তাহাতে প্রাণে খুব আশার সঞ্চার হয় না। আজ জাতীয় জীবনের সর্ব্বত্র দৈন্য। দেহে শক্তি নাই, হৃদয়ে বল নাই, অন্তরে সাহস নাই! কারবজ্রনির্ঘোষে আবার এজাতি জাগিয়া উঠিবে, আবার জগতের সম্মুখে ইহার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া স্বীয় গরিমা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে?

আজ বাংলার এক প্রান্তে শ্যামাচরণের 'ও অপরপ্রান্তে গণনাথ ও অধ্যাপক হরিপদ শাস্ত্রী' প্রভৃতির যে পাঞ্চজন্য গভীর নিনাদে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার শব্দে সমগ্র বঙ্গ মুখরিত হইয়া উঠিবেনা কি? এই মহামনীষিগণের সংস্পর্শে "সোণারকাঠি" ছুঁইয়া এই জাতি আবার উঠিবেনা কি? বাজাও বাংলা মায়ের সুসন্তান শ্যামাচরণ ও গণনাথ, তোমাদের বিষান বাজাও! যদি জাতি না জাগে, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে পিনাকীর বিষাণের মত তোমাদের বিষাণধ্বনি আজ সমগ্র বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে ভীষণ প্রলয়ঙ্কর তোলপাড় আরম্ভ করুক! তাহাতে দাসভাবাপন্ন বৈদ্য-ব্রাহ্মণ লাঞ্ছিত হউক!! সমাজ শত্রু পশুগণ নিষ্পীড়িত হউক!! এবং সমুদ্র মন্থনে অমৃতধারায় তার প্রকৃত মানুষ জাগিয়া উঠুক! বঙ্গমাতা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, ফলদাতা শ্রীভগবান্ প্রসন্ন দক্ষিণহস্তে বিজয়মাল্য লইয়া তোমাদের দ্বারে উপস্থিত!!

ত্যাগ-তৃপ্তি।

(শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সেনশর্ম্মা বিরাট, গোরক্ষপুর।)

এতকাল তোমাকাছে মাগিয়া মাগিয়া
পাই নাই এক কণা সুখ,
অনন্ত বাসনা শুধু উঠেছে জাগিয়া
আলোড়িয়া মরুসম বুক।

তাই প্রভু, যাহাকিছু স'পিয়া তোমায়
আজি আমি হর্ষে নিরমল,
যতদিই হিয়া মোর সুখে উথলায়
আজি মোর কামনা সফল।

অথর্ব্ববেদের বেদত্ব।

শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা নিয়োগী চতুর্ব্বেদী বি, এ, জামালপুর ময়মনসিংহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

'গোপথব্রাহ্মণে' অথর্ব্ববেদকে 'ব্রহ্মবেদ' বলা হইয়াছে কারণ অথর্ব্ববেদীয় ঋত্বিকের নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্—হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা ব্রহ্মার অনুজ্ঞা অনুসারে প্রয়োজন বশতঃ কার্য্য করিয়া থাকেন। ঋগ্‌বেদসংহিতায় আছে:—

ঋচাংত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্।
গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উত্বঃ॥"

ঋক্‌সংহিতা—৮ম অষ্টক, ২য় অ, ২৪ বর্গ ৫ম মন্ত্র।

এই মন্ত্রের তৃতীয় পাদে "ব্রহ্মাত্বোবদতি জাতবিদ্যাং" অর্থাৎ—"ব্রহ্মৈকো জাতে জাতে বিদ্যাং বদতি—ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যঃ"—যাস্ক। নিরুক্তকার যাস্কঋষি ইহার ব্যাখ্যা বলিতেছেন, সর্ব্ব-বিদ্য ব্রহ্মা প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বিদ্যা আদেশ করিয়া থাকেন—অর্থাৎ অপপ্রণয়নাদি বিষয়ে অন্যান্য ঋত্বিগ্‌দিগকে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মা মনোরূপ যজ্ঞমার্গ সংস্কার করেন ও অন্যান্য ঋত্বিকের বাক্যরূপ যজ্ঞমার্গের সংস্কার করেন। অথর্ব্ববেদকে বৈদিক কর্ম্ম হইতে বাদ দিলে ব্রহ্মাকে বাদ দেওয়া হয় এবং ব্রহ্মাকে বাদ দিলে যজ্ঞকর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় বিপর্য্যস্ত হয়। ব্রহ্মার স্থানের উচ্চতা দ্বারাই অথর্ব্ব-বেদের উচ্চত্ব সহজেই অনুমেয়। সায়ণ ও বলিয়াছেন:—"পৌরহিত্যঞ্চ অথর্ব্ববিদৈব কার্য্যং তৎকর্ত্তৃণাং কর্ম্মণাং রাজাভিষেকাদীনাং তত্রৈব বিস্তরেণ প্রতিপাদিতত্বাৎ"—অথর্ব্বভাষ্যে (উপোদ্‌ঘাতে) সায়ণ। বিষ্ণুপুরাণেও আছে:—

"শান্তি পুষ্ট্যাভিচারার্থা
একব্রহ্মর্ত্বিগাশ্রয়াঃ।
ক্রিয়ন্তেঽথর্ব্ববেদেন
[illegible] ॥ ৩১

বিবাহ চূড়াকরণাদি গৃহকর্ম্মের এবং অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌতযাগের অনেক মন্ত্র অথর্ব্ববেদ হইতে গৃহীত। যদি অথর্ব্ববেদের বেদত্ব না থাকে তবে সে সমস্ত মন্ত্রেরও মন্ত্রত্ব থাকে না।

অথর্ব্ববেদকে প্রাচীনকালে বেদরূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং এখনও করা হইতেছে। ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের প্রত্যহ স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিতে হয়—অথর্ব্ববেদ যদি বেদ না হইয়া থাকে তবে স্বাধ্যায় অথর্ব্ববেদের "শন্নোদেবী" মন্ত্রের অধ্যয়ন হয় কেন? আশ্বলায়নও বিধান করিয়াছেন—"অথ স্বাধ্যায়মধীয়ীত ঋচো যজূংষি সামান্যথর্ব্বাঙ্গিরসো ব্রাহ্মণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতিহাসপুরাণানীতি"। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ৩।৩।১ ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রে অথর্ব্ববেদের উল্লেখের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যে সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্র অথর্ব্বকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহারই কয়েকটী এস্থলে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বাজসনেয়ী সংহিতার ৩০শ অধ্যায়ে অথর্ব্বাণঃ কথা পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টতঃ অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ।

তাপনীয় উপনিষদের মন্ত্ররাজপাদে ঋক্ যজু ও সামের সহিত অথর্ব্ববেদের বেদত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

"ঋগ্ যজুঃ সামথর্ব্বাণশ্চত্বারোবেদাঃ সাঙ্গাঃসশাখাশ্চত্বারঃ পাদা ভবন্তি"—সমস্ত গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্র অথর্ব্ববেদকে বেদ বলিয়া স্বীকার করে।

ভগবান্ পাণিনি তাঁহার বিশ্ব বিশ্রুত অষ্টাধ্যায়ীতে "অথর্ব্বণিক" শব্দ গ্রহণ করিয়া ইহার বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনির বার্ত্তিককার মহর্ষি কাত্যায়নের চরণাদ্ধর্ম্মাম্নায়য়োঃ! এই বার্ত্তিকের উদাহরণে কাশিকাবৃত্তিকার 'আথর্বণঃ' শব্দ গ্রহণ করিয়া ইহাকে 'আম্নায়' বা বেদরূপে স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের ভাষ্যকার যোগদর্শনের কর্ত্তা, চিকিৎসাশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি ব্যাকরণমহাভাষ্যে বা ফণিভাষ্যে অথর্ব্ববেদকে সর্ব্ববেদের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়াছেন এবং বেদ বলিলে অথর্ব্ববেদকেই বুঝায় ইহাও তিনি মহাভাষ্যের স্থানে স্থানে দেখাইয়াছেন। ভাষ্যকার বৈদিক শব্দের উদাহরণ দিতে যাইয়া অথর্ব্ববেদের আদিমন্ত্রের সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করিয়া তৎপর যজুর্ব্বেদাদিমন্ত্র, তৎপর ঋগ্‌মন্ত্র এবং সর্ব্বশেষে সামবেদাদি মন্ত্রের গ্রহণ করিয়াছেন—"বৈদিকাঃখল্পি। "শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে"। "ইষেত্বোর্জ্জেত্বা" অগ্নিমীলে পুরোহিতম্। অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইতি—মহাভাষ্য প্রথম আহ্নিক। মহর্ষি শৌনকের "চরণব্যূহপরিশিষ্টসূত্র" বেদের শাখা নির্ণয়ের গ্রন্থ। উহাতে অথর্ব্ববেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে আছে—"তত্র ব্রহ্মণ চতুর্বিধাং চত্বারো বেদা বিজ্ঞাতা ভবন্তি। ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদশ্চেতি"—চরণব্যূহপরিশিষ্টসূত্র ১।২—৩ বেদ পূর্ব্বে এক ছিল। আমাদকে উক্ত হইয়াছে "সর্ব্ববেদাঃ [illegible] এইকব ব্যাহৃতিঃ প্রাণা এব প্রাণ ঋচ এবং

বিদ্যাৎ"—চরণব্যূহপরিশিষ্টটীকায় মহীদাসধৃতবচন সেই এক বেদকে ভগবান্ যজ্ঞকার্য্যের সুবিধার জন্য—ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্বভেদে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন :—

"তেনাসৌ চতুরোবেদাংশ্চতুর্ভির্ব্বদনৈঃ প্রভুঃ।

সব্যাহৃতিকান্‌সোঙ্কারাংশ্চতুর্হোত্রবিবক্ষয়া॥" ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অতএব উল্লিখিত প্রমাণাবলী হইতে জানা গেল, ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্র অথর্ব্ববেদের বেদত্ব স্বীকার করিতেছে এবং কার্য্যতঃ ও যখন অথর্ব্ববেদের বেদত্ব স্বীকার করিয়া তাহার পারায়ণ ও শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মাদি তদনুসারে চলিতেছে তখন অথর্ব্ববেদের বেদত্বে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে! অথর্ব্ববেদ বেদ। হেতুশাস্ত্রের আশ্রয় নিয়া যে বেদের নিন্দা করিবে সে নাস্তিক—বেদনিন্দুক; সাধুগণ তাহাকে বাহির করিয়া দিবেন। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন :—

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।

স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকোবেদনিন্দকঃ॥"

—মনুসংহিতা ২।১১

"যে দ্বিজ বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদি মতাবলম্বী তর্ক আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের মূলস্বরূপ শ্রুতিস্মৃতি অবজ্ঞা করে, বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয় বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।" ইতি—(বিধুভূষণ গোস্বামি কৃত অনুবাদ)

ত্রিপুরা বৈদ্য-সমাজ।

(শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাশশর্ম্মা, ত্রিপুরা বৈদ্যসমিতির সম্পাদক।)

সে বহুদিনের কথা, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জ বিদ্যালয়ে পাঠদশায় (তখন আমার বয়স নয় বৎসর) কোন এক কায়স্থ ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাই বিবাহ বাড়ীর এক কর্ম্মকর্ত্তা কিজাতি জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে এবং আর একটি বৈদ্যসন্তানকে কায়স্থসমাজ হইতে পৃথক্ ঘরে বসাইয়া দেন। যেখানে বহুলোক বসিয়াছেন সেখান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মনটায় একটু কষ্ট বোধ হইল। কিন্তু বাসায় যাইয়া আমার পিতামহীর নিকট এই বিষয় বলিলে তিনি বলিলেন কর্ম্মকর্ত্তাটী তোমার জাতি রক্ষা করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, বৈদ্য সব সময়ই কায়স্থগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ। তোমার জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহ ৺ভগবানরাম দাশ মহাশয় ৺গঙ্গাধর কবিরাজের সমসাময়িক মুর্শিদাবাদের কবিরাজ ছিলেন। গঙ্গাধর অদ্বিতীয় বেদবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ই বৈদ্যব্রাহ্মণ—এই মতাবলম্বী ছিলেন। গঙ্গাধর দেশবিখ্যাত। তাঁহার মত দেশবাসী সকলে জানে। কিন্তু তোমার

জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহের মতটা তোমাদের পরিবারে চির জাগরূক থাকিবে। তিনি বৈদ্যের বৈশ্যাচারের বিরোধী ছিলেন। তজ্জন্য তিনি মুর্শীদাবাদ হইতে দেশে আসেন নাই"।" কি জন্য যে বৈদ্যজাতি শিক্ষা এবং পদগৌরবে সমাজের এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও রঘুনন্দনের মতকে শাস্ত্রীয় বচন বলিয়া মানিয়া লইলেন—তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। কিন্তু আমার বিশ্বাস এইজন্য পশ্চিমবঙ্গের এবং ঢাকা, যশোহর খুলনায় বৈদ্যসমাজ বিশেষভাবে দায়ী। অম্বষ্ঠকে বৈদ্য জাতির সঙ্গে যোগ করিয়াছেন কারা? শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মার 'কুলীন বৈদ্যসমাজের প্রতি' প্রবন্ধ পাঠে সুখ অনুভব করি নাই। আমি জানি প্রত্যেক জেলায় বৈদ্যসন্তান—তাঁহার নিজ গৌরবে গৌরবান্বিত। ত্রিপুরা জেলার মৌদ্গল্যগোত্রীয় দাশগণ, শক্তিগোত্রীয় সেনগণ কশ্যপগোত্রীয় গুপ্তগণ কুলীন বৈদ্যরূপে দেশের এবং সমাজের অগ্রণীরূপে সম্মানিত। শিক্ষায় এবং পদগৌরবে মুষ্টিমেয় বৈদ্যসন্তান নিজ সমাজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছেন। আদমসুমারিতে যখন পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্য ও কায়স্থসমাজের সংঘর্ষণ হয় তখন ত্রিপুরার উন্নত কায়স্থসমাজ বৈদ্যসমাজের শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই। জীতেন্দ্রবাবুর কাতরোক্তি 'তুলে নেও কুলীনসমাজ যাঁদের, কোল থেকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছ। তোমার ভাই তারা, তাদের কোলে তুলে নেও। এই দেখ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সেরপুর ও গয়েশপুর প্রভৃতি কতকাল ধরে তোমার কোলে উঠ্‌বার জন্য আকুলী বিকুলী করে করে আজ হতাশ হ'য়ে অপর দিকে মুখ ফিরাচ্ছে। আর তাদের ফেলে রেখ না।" জীতেন্দ্রবাবুর এই কাতরোক্তি পাঠ করিয়া চট্টল প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যসমাজ কি মনে করিতেছেন জানি না। ত্রিপুরার বৈদ্যসমাজ সজ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্য—দেশের এবং বৈদ্যজাতির উন্নতির জন্য—বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে কোন কাজে ত্রিপুরার বৈদ্যসমাজ যোগদান করিতে প্রস্তুত কিন্তু জীতেন্দ্রবাবুর কাতরোক্তিতে যোগদান করিতে প্রস্তুত নহে। (চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজও নহে।)

ত্রিপুরার বৈদ্যসমাজের অনেক কায়স্থগণ্ডীতে চলিয়া গিয়াছেন। আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য স্বস্থান ত্যাগী অনন্তরামদত্তের ধারা একে কায়স্থ পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়া নিজ সম্মান বজায় রাখেন। এতদ্দেশে এবং ময়মনসিংহ জেলার এই দত্ত পরিবার অতি প্রসিদ্ধ। মৌদ্গল্যগোত্রীয় নন্দীগণ আত্মগোপনে কায়স্থ পরিচয় দেন। কিন্তু এই পরিবার কায়স্থ পরিবারের অগ্রণী। এইরূপ কয়েকটী বংশ আত্মগোপনে কায়স্থ পরিচয় দেন। কিন্তু যৌন সম্বন্ধ কায়স্থের সঙ্গে তাহারা করেন না।

কোন এক দত্তপরিবারস্থ ভদ্রলোক নিজের বৈদ্যত্ব গোপন করিয়া ক্ষত্রিয়ের পরিচয়ে কায়স্থ সাজিয়াছেন। তাঁর ক্রিয়াকলাপ এখনও বৈদ্য পরিবারের সঙ্গেই হইতেছে। তাহার পৌত্রীকে কাশ্যপগোত্রীয় গুপ্তসন্তানের নিকট বিবাহ দিয়াছেন। এই বিবাহ দশবৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে। এই বিবাহের সময় ঢাকাজিলার এক বৈদ্যসন্তান দত্তকে জিজ্ঞাসা করেন"—

বাবু আপনি কায়স্থ হইয়া কিরূপে বৈদ্যের নিকট নাতিন্ বিবাহ দিতেছেন? দত্তবাবু উত্তরে বলিলেন ক্ষত্রিয় বৈদ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ করিবেন। কিন্তু নিকটে আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"তিনি বলিবেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করিলেন"। আমি বলিলাম আমাদের ব্রাহ্মণত্ব মানিয়া চলিবেন। মনে রাখিবেন ব্রাহ্মণ চারি জাতিতেই বিবাহ করিতে পারেন।

এই অবস্থায় ত্রিপুরার-বৈদ্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন যে, বৈদ্যের ব্রহ্মণাচার পুনরুদ্ধারের জন্ত চট্টগ্রাম নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়ের আন্দোলনে কলিকাতায় বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতি স্থাপন হইয়াছে দেখিয়া; ত্রিপুরার বৈদ্যগণ নিজ ব্রাহ্মণত্ব বজায়ের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। গত বৈশাখমাসে ত্রিপুরার বৈদ্যসমিতি স্থাপনকল্পে কুমিল্লা সেণ্ট্রলব্যাঙ্ক হলে নেতৃস্থানীয় বৈদ্য-সন্তানগণের এক অধিবেশন হয়। সমিতির নাম "ত্রিপুরা বৈদ্য-সমিতি" রা'া স্থির হয়, কারণ সভা "ব্রাহ্মণ" শব্দটীর আবশ্যকতা বোধ করেন না। উক্ত সভায় চুণ্টানিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ত্রিপুরাজেলার সমস্ত বৈদ্যসন্তানকে আহ্বান করতঃ একটী সাধারণ সভার অধিবেশন জন্ত নিম্নোক্ত মহোদয়গণকে নিয়া একটি provisional committee গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন বি, এল, শ্রীযুত নীলকণ্ঠ সেন বি, এল, শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র দাশ, শ্রীযুক্ত হলধর দাশ বি, এল, সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এল, সহ-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেন বি, এল, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাশ বি, এল, শ্রীযুক্ত লোকনাথ সেন, শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র গুপ্ত, উকিল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাশ জমিদার। শ্রীযুত হরিমোহন দাশ এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার সেন উকিল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন বি এল, ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশ বি, এল, সম্পাদকগণ। সম্পাদকগণ জেলার বৈদ্যসন্তানগণের তালিকা প্রস্তুত ক্রমে শীঘ্রই জেলার বৈদ্য-সন্তান গণকে যোগদান করিতে আহ্বান করিবেন। বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির যাহা উদ্দেশ্য, ত্রিপুরা বৈদ্যসমিতিরও তাহা উদ্দেশ্য। আমি এখানে ইচ্ছা করিয়া নামের পর শর্ম্মা ব্যবহার করি নাই। তার কারণ এই:— বন্দোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিধারিগণ কখনও বন্দোপাধ্যায় কি মুখোপাধ্যায় শর্ম্মা লেখেন না। ব্রাহ্মণগণ যেমন কৌলিক উপাধি অথবা শর্ম্মা লেখেন বা শর্ম্মার পর কেহ কেহ নিজ উপাধিটী ব্রেকেটে লিখিয়া দেন, আমাদের পক্ষে তেমনটী হইলে যেন ঠিক মত হয়। দাশ গোষ্ঠী সম্প্রদানে। পাণিনি। এখানে দাশ উপাধিকের ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাপনের জন্য শর্ম্মান্ত পদের আবশ্যকতা হয় নাই। যা'হোক—এ বিষয় সুধীগণের বিচারাধীন। বৈদ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এই মূলমন্ত্র বজায় রাখিয়া অগ্রসর হউন্। আমি নিজে একজন নগণ্য কংগ্রেস কর্ম্মী ছিলাম এবং বর্ত্তমানেও ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কাজ করিতে না পারিলেও মহাত্মাজির প্রদর্শিত অসহযোগ আন্দোলনের সম্পূর্ণপক্ষে। "স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার" এই বাক্য যেমন সত্য, বৈদ্যব্রাহ্মণ এটুকুও তেমন সত্য। কাজেই আমি কংগ্রেসসভ্য থাকিয়াও এই বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী।

(ত্রিপুরা—সদর-মহকুমার বৈদ্যগ্রাম সমূহের তালিকা।)

পোঃ আঃ দারোরা—মৌদ্গল্যগোত্র দাশ (পন্থ) সেন (বিনায়ক)। দেব আত্রেয় গোত্র। কাসারিখোলা—পোঃ আঃ ধামতি—দাশমজুমদার—মৌদ্গল্য (পন্থ) গাঙ্গটিয়া—সেন (শক্তি—ছহিসেন)। দাশ মৌদ্গল্য। গুপ্ত (ত্রিপুর)। দেব-আত্রেয় হয়দরাবাদ—পোঃ আঃ দেওড়া—দাশ মৌদ্গল্য (পন্থ)। শশীদল—পোঃ আঃ হরিমঙ্গল—সেন বৈশ্বানর। উত্তর তেতাভূমি—পোঃ আঃ হরিমঙ্গল—সেন বৈশ্বানর। খলিলপুর—সেন-ধন্বন্তরি। ধামৃতি—দাশ মৌদ্গল্য পন্থ।

প্রবন্ধ লিখক মহাশয় 'দাশ' শব্দ ব্রাহ্মণত্ব বোধে, তদন্তে শর্ম্মা সংযোগ করার আবশ্যকতা নাই লিখিয়াছেন। এজন্য এই অকিঞ্চন সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতে বাধ্য হইলাম। 'দাশ' শব্দ যেমন দানার্থে ব্রাহ্মণত্ব বোধক, তদ্রূপ 'দাশ' শব্দ দংশনার্থে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্ত জ্ঞাপক। কেবল 'দাশ' পদবী উল্লেখে বৈদ্যগণ আত্ম-পরিচয় দিলে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ না কৈবর্ত্ত নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। মুখোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি যেমন ব্রাহ্মণত্ব বোধক, ব্রাহ্মণেতর অপর কোন জাতিতে তাহা সম্ভব নাই। তদ্রূপ সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি পদবী বৈদ্যত্ব বোধক নহে। সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, ধর, কর, নন্দী প্রভৃতি পদবী বারুই, কৈবর্ত্ত, স্বর্ণবণিক, কায়স্থ প্রভৃতি বহু শ্রেণীর ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় জাত্যুক্ত পদবী বলিয়া লিখিয়া থাকেন। বৈদ্যগণও নামান্তে কেবল সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, ধর, কর, নন্দী লিখিলে, তাঁহারা বহুবিধ জাতির মধ্যে কোন জাতির অন্তর্গত তাহা নিরূপণ করা সাধারণের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈশ্য ও শূদ্রাচারী হইয়া থাকাতে বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ বর্ণীয় এই ধারণা সাধারণের নাই। এমন কি এখনও আত্মজ্ঞানহীন বহু বৈদ্যসন্তান আছেন, যাঁহাদের প্রাণেও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞান জাগে নাই। তদবস্থায় সভা, সমিতি, সম্মিলনী, যাহা যে স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তৎসমস্তের সহিত 'ব্রাহ্মণ' শব্দ সংযোগ থাকা আবশ্যক। ইহাতে যেমন সাধারণের প্রাণে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বের জ্ঞান দৃঢ় মূল হইবে, তদ্রূপ শূদ্রাচারী ও বৈশ্যাচারী বৈদ্যগণের আত্মাভিমান ও ভ্রষ্টাচারীত্ব ক্রমশঃ ঘুচিয়া যাইবে। সমাজের অগ্রণী ও সমাজ নেতৃগণ স্বীয় স্বীয় পদবীর সহিত 'শর্ম্মা' সংযোগ করিয়া (সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা প্রভৃতি) আত্মপরিচয় দেওয়ার প্রতিবিধান না করিলে অশ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ কখনও শর্ম্মান্ত নামে আত্মপরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণজাতির বংশধর খ্যাপন করিতে সাহসী হইবেন না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ত্ততে॥

সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, তদিতর সাধারণ লোকগণও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেই কার্য্যকে প্রামাণ্য বলিয়া খ্যাপন করেন, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।

যদি উপনয়ন সংস্কারহীনতা ইহার কারণ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য শর্ম্মা সংযোগ করা বাধা জন্মিয়া থাকে, তাহা যে ভুল তাহা বৈদ্যদের 'গুপ্ত' পদবীর দিকে লক্ষ্য করিলে জানা যায়। 'শর্ম্মা' যেমন ব্রাহ্মণদিগের জন্মগত পদবী, 'গুপ্ত' ও তদ্রূপ বৈশ্যদিগের জন্মগত পদবী। বৈশ্যেরাও-দ্বিজ, তাহাদেরও দ্বিজত্বের জন্য উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়। যদি অনুপবীতী বৈদ্যগণ 'গুপ্ত' পদবী নামান্তে লিখিতে পারেন, অনুপবীতী বৈদ্যগণ নামান্তে 'শর্ম্মা' লিখিতে পারিবেন না কেন? ইহা জুজুর ভয় নহেত? মহাত্মা ৺রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন:— "লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, এই তিন থাকিতে নয়"। লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, রাখিয়া কোন বৈদ্যই জাতীয় গৌরব রক্ষায় আদর্শ হইতে পারিবেন না। শিক্ষিত মনীষিগণ হইতে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হওয়ার আশা আমরা করিতে পারি নাই। আশা করি সমাজনেতৃগণ এই সম্বন্ধে পুনঃ বিবেচনা করিবেন। এই শর্ম্মা পদবী গ্রহণ সম্বন্ধে বহুবার আলোচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবযুগে বৈদ্য-ব্রাহ্মণের অধিকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুকুমার সেনশর্ম্মা শশীদল ত্রিপুরা।)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে ও যখন এরূপ আটাআটি তখন আর অপরের পক্ষে কি কথা আছে দেখুন?

আমরা মূল প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক একবার আসুন্ শ্রীমন্নরহরিসরকার ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসবে কি মৌলিকতা রহিয়াছে দেখিবেন? মহাপ্রভুর উপদেশ মতে শ্রীনিবাস সকলকে যথাস্থানে বসাইলেন্।

দক্ষিণেতে নিতানন্দ বামেতে অদ্বৈত চন্দ্র।
তার বামে গদাধরাচার্য্য॥
ভোজনে বসিলা সবে, রঘুনন্দন আসিল তবে,
করে পরিবেশনের কার্য্য॥
মহাপ্রভুর সুখোল্লাস, করে লয়ে একগ্রাস
দেন প্রভু নিতাইর মুখে॥
এইরূপে পরস্পর, নরহরি গদাধর
ভোজন করয়ে প্রেম সুখে

বলা অনাবশ্যক এই "রঘুনন্দনঠাকুর" নরহরিসরকার ঠাকুর মহাশয়েরই দৌহিত্র, বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন। বৈদ্যব্রাহ্মণ নরহরি, কুলীনব্রাহ্মণ গদাধরাচার্য্যের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিতেছেন এবং গদাধরও

তাহা প্রেমসুখে গলাধঃ করিতেছেন। ইহাতে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ যে অভিন্ন ছিল তাহা কি প্রমাণিত হইতেছে না?

একদিন জগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীল কাশীমিশ্রের ঘরে রথযাত্রার পর প্রভুর আজ্ঞাক্রমে, ভক্তগণের নিমন্ত্রণ হইলে, সেখানে ভোজন কালে কি ভাবে শ্রেণী বিভাগ ক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণসহ বসিয়াছিলেন, তাহা অপর একটী পদাবলী দ্বারা আমরা দেখাইব।

দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ মধ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র
বামেতে পণ্ডিত গদাধর।
সম্মুখে অদ্বৈত রায়, পুলকে পুরীত কায়
হেরি গোরা সুখসুধাকর।
গদাধর বাম পাশে আসিয়া স্ত্রীগণ বৈসে
নিতাইর দক্ষিণে গুরুবর্গ।
বামেতে মহন্তগণ করিল উপবেশন
দ্বাদশ গোপাল সমগ্র।
যেন শিবানন্দ সনে যত ভক্ত বৈদ্যগণে
বসিতে করেন অনুমতি।
শুনিয়া প্রভুর কথা বিনয়ে নোয়াইয়া মাথা
বসিলেন করি নতি স্তুতি।
রায় রামানন্দ সনে, বসেন কায়স্থগণে
অন্য জাতি পৃথক্ বসিলা।
আর যত ভক্তগণে, বসিলেন করি ক্রমে
দেখি বন্ধুর আনন্দ বাড়িলা।

এই যে মহাপ্রভুর ব্যবস্থায় সকলই ভোজনে বসিলেন, এখানে কি শ্রীরাম গদাধরাদি ব্যতীত অপর ব্রাহ্মণ কেহ ছিলেন না? তখন বৈদ্য বলিতে যজন ব্রাহ্মণগণের সহিত অভিন্ন বুঝাইত বলিয়া এইস্থলে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই।

বৈষ্ণবযুগে শ্রীল পুরুষোত্তম কবিরাজ, অভিনব গুপ্ত কবিরাজ, গোস্বামী ভাজন ঘাটের ও শ্রীখণ্ডের ঠাকুরগণ, বোধখানার গোস্বামিগণ ইঁহারা ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ছিলেন।

এস্থলে পাঠকবর্গের অবগত্যর্থে শ্রীল পুরুষোত্তম কবিরাজ প্রভৃতির বহু ব্রাহ্মণ শিষ্যের মধ্যে চৈতন্তচরিত মহাকাব্য হইতে খ্যাতনামা চারিজন ব্রাহ্মণশিষ্যের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে—

তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যঃ যাদবাচার্য্যঃ পণ্ডিতঃ— ॥

দৈবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌরমণ্ডলে।
যেনৈব রচিতা পূর্ব্বে শ্রীমদ্বৈষ্ণব বন্দনা॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মহাপ্রভুর অনুগৃহীত দিগের মধ্যে ঠাকুর, অধিকারী প্রভৃতি উপাধিধারী মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে কেহ কেহ আছেন। সর্ব্বপ্রথম গুরু বৃত্তি শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের নামই বোধ হয় উল্লেখ যোগ্য। "যাঁহারা নরোত্তম চরিত" জানেন তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন। সেই সময় ঠাকুরমহাশয় হইতে কোন কোন ব্রাহ্মণসন্তান মন্ত্র গ্রহণ করাতে সমাজে কিরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছিল। কিন্তু বৈদ্যব্রাহ্মণগণ হইতে বিশিষ্ট কুলের ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র নেওয়ার ফলে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এরূপ কোন মন্তব্য বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখা যায় না। হায় কালের কি অপ্রতিহত প্রভাব! চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ও যে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ, যজন-ব্রাহ্মণসমাজ ভূক্ত থাকিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন, আজ সমাজবিপ্লবে রাজা গণেশের অত্যাচারে তাঁহারা নিজের স্বরূপ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, শূদ্র ও বৈশ্যভাবাপন্ন হইয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন; ইহা কি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় নহে?

হে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ! আশাকরি আপনারা এইক্ষণে এই সকল শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী দ্বারা নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব বোধে নিঃসন্দেহ হইবেন, এবং ভ্রষ্টাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শর্ম্মান্ত উপাধি গ্রহণ, দশাহ অশৌচ পালনে তৎপর হইবেন।

সমাজে দরিদ্রতার কারণ।

(শ্রীচিন্তাহরণ সেনশর্ম্মা, ঢাকা।)

এ জগতে যে সমস্ত প্রধান প্রধান জাতি বিদ্যমান আছে, তাহারা সকলেই ধনবলে বলীয়ান এবং যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহাদি ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, সমস্তেরই মূল কারণ বাণিজ্যাদি দ্বারা ধন বৃদ্ধি। ধনবলে বলীয়ান বলিয়াই ইংরেজ, জার্ম্মান প্রভৃতির এত প্রাধান্য। সংসারে যাহার ধন আছে, তাহার বিদ্যা, মান, যশঃ প্রভৃতি সমস্ত ঐশ্বর্য্যই লাভ হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যাহার অর্থ নাই, তাহার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্বত্রই দেখা যায় এক পরিবারের মধ্যে যে ছেলেটী অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম, সকলেই তাহাকে সমাদর করে। অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলে আত্মীয়স্বজন কেহই তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন না। নীতিকার বলেন:—

"যস্যার্থাস্তস্যমিত্রানি,— যস্যার্থাস্তস্যবান্ধবাঃ।
যস্যার্থঃ স পুমান্‌লোকে,—যস্যার্থাঃ সহি পণ্ডিতাঃ॥"

সংসারে ধনহীনের জীবনধারণ করা অতীব কষ্টদায়ক। সুতরাং ধনহীন জীবনরক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যু তাহার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়ঃ। তথাহি—

"বরং বনং ব্যাঘ্র গজেন্দ্র সেবিতম্
দ্রুমালয়ঃ পক্কফলাম্বু ভোজনম্।
তৃণানি শয্যা পরিধান বল্কলম্
ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবনম্॥"

অভাবসংসারে বাস করিতে হইলে, যাহাতে ধনাগমের পথ প্রশস্ত করিয়া সর্ব্বত্র বরণীয় হইতে পারা যায়, প্রত্যেকরই তদনুরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। নানা কারণে জাতিগত দরিদ্রতা বৃদ্ধি ও কতকগুলি অন্যায় এবং বর্ব্বরতামূলক সামাজিক কুপ্রথার নিষ্পেষণে বৈদ্যসন্তানগণ বাধ্য হইয়াই ক্রমশঃ জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এখনও সময় থাকিতে যদি তাহার যথোচিত প্রতিকারের সুব্যবস্থা করা না যায়, তাহা হইলে পরে সহস্র চেষ্টাতেও কেহ এই স্রোত বন্ধ করিতে পারিবে না। যে বৈদ্যসন্তানগণ বিদ্যা, ধন, মান, জ্ঞান প্রভৃতি উচ্চবৃত্তিসমূহের অধিকারী হইয়া এতকাল সমাজমূর্দ্ধায় স্বীয় আসন স্থাপন করিয়া আসিতেছিলেন এবং এ পর্য্যন্ত কোনরূপ হীন কাজ অপমান বোধে করেন নাই,—হয়তো সেই বৈদ্যগণই অবস্থা বিপর্য্যয়ে বাধ্য হইয়া নীচবৃত্তি অবলম্বন করতঃ স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের উপায় বিধান করিবেন। অতএব এখনও যদি সমাজের শিক্ষিত ও পদস্থ মহাশয়গণ সমাজের দরিদ্রতা মোচন করিতে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে সমাজ ক্রমশঃই দরিদ্রতার চরম-সীমায় উপনীত হইয়া জাতীয় গৌরব রক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িবে। আমরা নানাবিধ বাজে কাজে বা বিলাসিতায় অজস্র অর্থ নষ্ট করিতে দ্বিধা বোধ করি না। কিন্তু সমাজের বা জাতীয় উন্নতিকল্পে যৎসামান্য সাহায্য করাকে নিতান্ত অপব্যয় ও অনাবশ্যক মনে করি। সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণই জাতীয় উন্নতিকল্পে অথবা দরিদ্র—বৈদ্যসন্তানগণকে যৎসামান্য সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক এবং নির্লজ্জের ন্যায় অম্লানবদনে নিজ নিজ অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারাই আবার নানাবিধ বাজে ব্যয়ে সিদ্ধ হস্ত এবং অন্যান্য সকল প্রকার ফণ্ডে চাঁদা দিতে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন। যাঁহারা সমাজের অগ্রণী, যাঁহাদের উপর সমাজের উত্থান পতন নির্ভর করে, তাঁহারা যদি মনোযোগপূর্ব্বক সামাজিক দরিদ্রতার হেতুগুলি সমাজ হইতে তিরোহিত করিবার জন্য উদ্যোগী হয়েন, তাহা হইলেই সমাজ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সমাজ মূর্দ্ধায় নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন। যে জাতির পদস্থ ও সামাজিক ব্যক্তিগণ এত উদাসীন, সে জাতি যে আর কোনও উন্নত লোক সমাজের মধ্যে স্থান পাইবে এমত আশা করা যায় না। আমাদের সমাজের নেতাগণ "শর্ম্মা" উপাধী ধারণান্তর আমাদিগকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদানে সমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষায় চেষ্টিত বটে কিন্তু তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সমাজের প্রকৃত কোনও উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা সমাজ-হিতৈষী বটে কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাঁহারা নিজ নিজ গণ্ডীর বাহিরস্থ অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গীয়-বৈদ্যগণকে কোল দিতে পারিয়াছেন?

বর্ত্তমান বৈদ্য-সমাজের দরিদ্রতার কারণগুলি অনুসন্ধান করিলে, যে যে কারণে সমাজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন হীন হইতেছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটীই প্রধান কারণ। যথা:— (১) বরপণ প্রথা প্রচলন। (২) বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতা। (৩) অসময়ে ও অনুপযুক্ত বিবাহ। (৪) জাতীয় ব্যবসায় অবনতি। (৫) ব্যবসা বাণিজ্যে অক্ষমতা ও অমনযোগিতা। এখন আমাদের সমাজকে যদি এই পাঁচটী মহাব্যাধির হাত হইতে মুক্ত করা যায়, তাহা হইলে সমাজের জন্ম আর কাহাকেও ভাবিতে হইবে না।

(১) বরপণ প্রথা প্রচলন।

বরপণ নামক সংক্রামক ব্যাধি প্রচলিত হওয়ায় দিন দিন সমাজ যে কিরূপ ঘোরতর দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন। বরের দাম দিন দিন যেরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে আর কিছুকাল পরে মেয়েদের বিবাহে অসহযোগিতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইবে। অনেকেই সময় মত মেয়ে বিবাহ দিতে না পারায় সমাজের অনেক ক্ষতি হইতেছে। দুঃস্থ পরিবারের কন্যাগণ আত্মহত্যা মহাপাপের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতাকে কন্যা ভাগিনীর বিবাহদায়রূপ যন্ত্রণাদায়ক ও অপমানসূচক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতেছেন। এইসব দুর্ঘটনাদৃষ্টে অনেকেই সভা সমিতিতে পণ গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারাই আবার নিজ নিজ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে প্রকাশ্যভাবে পণ গ্রহণ না করিয়া প্রকারান্তরে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ আদায় করিয়া থাকেন। অবশ্য টাকার প্রভাবে অনেক কুৎসিতা মেয়ে বিবাহ দিতে হইতেছে সত্য তথাপি উহা যে সমাজের পক্ষে শুভদায়ক নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেহ কেহ স্বীয় কন্যা বিবাহের সময় বিনাপণে বিবাহ দিবার চেষ্টায় নানারূপ শিষ্টাচারিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বিপম্মুক্ত হইলে আর কিছুই তাঁহার মনে থাকে না। যখন নিজ নিজ পুত্রের বিবাহের কাল উপস্থিত হয়, তখন অম্লান বদনে আকাঙ্ক্ষানুরূপ অর্থ গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কেহ কেহ আবার নির্লজ্জের ন্যায় বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার জন্ম মেয়ের বাবাই দায়ী। কারণ ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া ভাবী বধূরই সুখ শান্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—নচেৎ তাঁহার টাকা লইবার কোনও আবশ্যক ছিল না। আর কেহ কেহ বিনাপণে ছেলে বিবাহ দিতেছেন বটে, কিন্তু কেহই অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ব্যতীত গরীবের মেয়ে আনিতে প্রস্তুত নহেন। মেয়ের বাবাকে উদ্ধার করা যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে গরীবের মেয়ে নেওয়াই তাঁহাদের উচিত। কিন্তু তাহারা একটা নাম করিবার জন্ম লোকদেখান বিনাপণে ছেলে বিবাহ দিয়া থাকেন। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে আনিলে যৌতুক গহনাদি যাহা পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত কম নহে—অতএব সে লোভ পরিত্যাগ করা অসম্ভব। পণ না দিয়া যদি মেয়ের বাবাকে সাহায্য করাই

উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যৌতুকাদির মাত্রা কম করেন না কেন? এরূপ না করায় পণ না নিয়া যে তাঁহারা সমাজের প্রকৃত উপকার করিতেছেন তাহা নহে। ক্রমশঃ—

গুপ্তই গুপ্তহন্তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র, যানারি ঢাকা।

উপরোক্ত মীমাংসা হইতে কুতার্কিক ভিন্ন চেতন্যাণগণ সকলেই বুঝিবেন, আমাদের সমাজের বাৎস্য এবং সাবর্ণিগোত্রীয় যজনব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" সূত্র অনুসারে মাতৃধর্ম্মী না হইয়া পিতৃধর্ম্মীই হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে অনুলোম ক্রমে যে পারশবের জন্ম হইয়াছিল, তিনিও পিতৃধর্ম্মী হইয়াছেন। যে অমরকোষ প্রণেতা অমরসিংহের নাম লইয়া ব্রাহ্মণগণ আত্মশ্লাঘা করেন, তিনিও পারশব শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভিন্ন পদার্থান্তর নহেন। তাঁহার পিতা ছিলেন শবরস্বামী, মাতাছিলেন শূদ্রা। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ শালগ্রাম শিলাদি অর্চ্চনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, সাধারণতঃ ইঁহাদিগকে দেবল ব্রাহ্মণ বলে। চট্টগ্রামে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেও যজনব্রাহ্মণ বলা হয়। ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে বিবাহিতা তিন স্ত্রী। প্রকৃত ক্ষত্রিয় কন্যা, বৈশ্যাকন্যা এবং শূদ্রাকন্যা তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ এবং অধঃ দুই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে আমরা বিষ্ণুর সূত্রার্থের ব্যভিচারে পিতৃবর্ণীয় দেখিলাম। কিম্বা মাতৃধর্ম্মী হইয়া বিবাহ সংস্কারের যে বিষ্ণু সূত্র করিলেন "মাতাভস্ত্রা" তিনি একমাত্র অম্বষ্ঠের বেলায় সেই ভস্ত্রা অতল জলে ডুবাইলেন। ইহাও আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি এবং তাহা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আপন পাণ্ডিত্য আপনেই স্বীকার করিয়া লই এমত নহে—অন্যকেও সত্য বুঝিতে বাধা দিয়া থাকি। ইহা অপেক্ষা বৈদ্যজাতির আসন্ন মৃত্যুর অরিষ্ট লক্ষণ আর কি হইতে পারে?

বিষ্ণু বেচারা বলিয়াছেন:—

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসুমাতৃবর্ণাঃ

অর্থাৎ সমানবর্ণেতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের জন্মদাতা পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু অনুলোম ক্রমে যে সমস্ত পুত্র জন্মে তাহারা মাতৃবর্ণ পাইয়া থাকে। সমানবর্ণা স্ত্রীতে সমানবর্ণা পুরুষ সংযোগে যে পুত্র জন্মে, তাহারা ভূঁইফোঁড় হইয়া পৃথক বর্ণ ভজনা করার কি আশঙ্কা আছে, তাহা দুর্জ্ঞেয়। এজন্য কোন সূত্রের আবশ্যক আছে বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু সমানবর্ণ প্রাপ্ত হওয়ার দুইটী পথ উন্মুক্ত থাকায় এই সূত্র আবশ্যক হইয়াছে। প্রথম জন্ম দ্বারা সমানবর্ণ দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা সমানবর্ণত্ব লাভ। এই উভয় প্রকার সমান বর্ণ।

সবর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তান পিতার সবর্ণই হয়। অনুলোম ক্রমে জাত সন্তানের উৎপাদনের ক্ষেত্র বিভিন্ন। এক অনুলোম ক্রমে বিবাহে, অপরাপর, স্ত্রীর গর্ভে এবং কন্যা অবস্থায়, বিনা বিবাহে অনুলোম ক্রমে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের মাতার বর্ণ লাভ স্বীকার্য্য কিন্তু বিবাহসংস্কারে স্ত্রী স্বামীর বর্ণই লাভ করেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনুলোম জাতেরা মাতার বর্ণ পাইয়া যে, যে জাতীয়া কন্যা, সে বর্ণের ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, এবং সেই বর্ণই প্রাপ্ত হইবে বুঝিতে হইবে। এই সূত্র দ্বারা যথাশাস্ত্র বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের পিতৃবর্ণ লাভের কথাই সূচিত হয়। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে কন্যাগণ বিবাহ অবস্থায় যাঁহার সহিত প্রথম সঙ্গতা হন, সেই পতি স্বীয় ভার্য্যার জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুত্র রূপে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন, এই জন্যই সন্তানের জননী জায়া বাচ্যা হন্। তাঁহাকে জায়া রূপে গ্রহণ করিয়া 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই সূত্র অনুসারে সেই পুত্রকে পিতৃ সাদৃশ পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ তদানিন্তন কালে মত্র পুত্রঃ বিবাহ দৈব, আর্ষ প্রাজাপত্য ইত্যাদি রূপ অষ্টপ্রকার বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু বীর্য্যের প্রাধান্যতা হেতুতে সমন্ত্রক বিবাহ সংস্কার ব্যতীতও ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ জননীর কন্যা কালে জন্মিয়াও পিতৃবর্ণ পাইয়াছিলেন। বীরকুল অগ্রণী দাতাকর্ণ পিতামাতা উভয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় পালিত পিতার বর্ণে পরিচিত হইয়াও তাহার জন্মবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হওয়ার পর স্বীয় পুরুষাকার দ্বারা ক্ষত্রিয়ই হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিষ্ণু সংক্ষেপ সূত্র করিতে যাইয়া অর্থ বোধের জন্য যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সন্নিবহ উপদেশ দিয়াছেন যে, যুক্তিযুক্ত বালকের বাক্যও গ্রাহ্য, অযৌক্তিক বৃদ্ধের বাক্যও তৃণবৎ ত্যাজ্য। তদ্যথা :—যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। (ক্রমশঃ)

"দেশবন্ধু" বিয়োগে।

(শ্রীসুরেন্দ্র লাল সেনশর্ম্মা, পূর্ব্ব-সিমুলিয়া, ঢাকা)

ওগো বাগ্মি! দেশবন্ধু! চলে গেলে মহাযাত্রা পথে?
আলোকিয়া ধরাধাম, গৌরবের বৈজয়ন্তী রথে!
সুউচ্চ পর্ব্বত চূড়া, উপপ্লবে গেল কি গো ধ্বসি?
ব্যোম-কক্ষ-চ্যুত হয়ে, শুভ-গ্রহ গেল যে গো খসি!
ভাগ্যহীনা বঙ্গভূমি—গ্রাসিল কি দুষ্ট-কাল-রাহু!
করিতে অশক্ত, জড়, "মহাত্মার" সুমহান বাহু!
বঙ্গ আজ ছত্রভঙ্গ নেতাহারা অক্ষৌহিণী সম,
চারিদিকে হাহাকার, নভঃস্থল গাঢ়-ঘোর-তমঃ!
নিজেরে সর্ব্বস্বহারা করি ছুটেছিলে এ-বঙ্গ ভবনে,
মহা-প্রয়াণে গো ভাই, ঝরে জল সহস্র নয়নে!

দরিদ্রের ছিলে তুমি, চিরবন্ধু কল্পতরু সম,
কাঞ্চন জঙ্ঘার মত, স্থির, ধীর, ছিলে অনুপম!
ত্যাগের অমোঘ-মন্ত্রে, অরাতিরো এনেছ বিস্ময়,
"জাতীয়-শশক-চিত্তে" ঘুচায়েছ কারাগার ভয়!
সর্ব্বত্যাগী দেশহিতে করেছিলে আত্ম সমর্পণ,
রাজ সিংহাসন হ'তে বহু উর্দ্ধে তব পুণ্যাসন!
স্বার্থ, হিংসা, যশ-লিপ্সা বলি দিয়ে গড়েছ সমাজ,
শ্রেষ্ঠ-তর সার "সত্য" তব চিত্তে করিত বিরাজ!
বেশ, ভূষা, আচরণে, কিংবা মুক্তি-শক্তি অনুষ্ঠানে,
জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-গর্ব্ব, রেখেছিলে অক্ষুণ্ণ যতনে!
দিয়েছ "সুবর্ণ-সত্য" ধরাধামে কাব্যোপলে কবি,
তোমার ঈপ্সিত পথ লক্ষ্যস্থল ভাবে ধরাবাসী!
শত্রু-সম ছিল যাঁরা, নোয়াইতে তব উচ্চ শির,
তাঁরা আজি উচ্চ-রোলে, কয়ে সারা বিশ্বেরে বধির!
একাধারে কবি, বাগ্মী, ত্যাগী, জ্ঞানী, সুধী পরিত্রাতা,
তোমার চরণ স্মরি শোকে সব নোয়াইছে মাথা!
মুক্তি মন্ত্র প্রচারক! গড়িয়াছ জাতীয় জীবন,
পারেনি টলাতে তোমা, বজ্রসম ভ্রূভঙ্গি-শাসন!
ত্যাগের ভাণ্ডার লুটি, দেখিয়েছ ত্যাগ-বিশ্বজিৎ,
হিত ব্রতে ছিলে তুমি ভাগ্যবান শ্রেষ্ঠ পুরোহিত!
মৃত্যু বরি' আছ তবু "মৃত্যুহীন" ভারত-আকাশে,
তেজস্কর রবি যথা, ব্যোম পথে চিরদিনই ভাসে;
রবি অস্তাচলে যায়, তারকায় রেখে দ্যোত-ধার,
পুনঃ আসে নিশা শেষে, কোথা তার মৃত্যু অধিকার?
বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল, শ্রেষ্ঠ ছিল প্রাক্তন তোমার,
পুরাতে অপূর্ণ সাধ, ধরাধামে ফিরিবে আবার!
দ্যুলোকে বিশ্রাম শেষে, পুনঃ তব হইবে উদয়,
এই "আশা স্মৃতি" নিয়ে সঞ্জীবিত থাকিবে সবায়!
তব প্রদর্শিত পথ, হবে লক্ষ্য আদর্শ সবার,
"দেশবন্ধু" মন্ত্র সম ধরাতলে হইবে প্রচার!

একখানি পত্র।

(শ্রীসুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায় বি, এল, নয়াপাড়া)

মহাত্মন্!

আপনার আষাঢ় মাসের বৈদ্যপ্রতিভার ভাটপাড়ার পণ্ডিত মহাশয়ের পত্র এবং "পণ্ডিতের ক্রূরনীতি" শীর্ষক ঐ পত্রের জবাব পাঠ করিয়া বেশ একটু আনন্দ লাভ করা গেল। পণ্ডিত মহাশয় নিজের চালেই নিজে মাত হইয়াছেন। যে সব খেলোয়ার সুধু নিজের চালই দেখে এবং প্রতিপক্ষের চাল সম্বন্ধে অন্ধ থাকে; তাদের অদৃষ্টে যে অসংখ্য কিস্তিলাভ ঘটে এবং সর্ব্বশেষ অশ্বচক্রে বা পীলচক্রে ঘুরিতে ২ মাত হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আপনি একজন পাকা খেলোয়ার পণ্ডিতমহাশয় আপনার হাতে, দুই একটি পরাশরি কিস্তি খাইয়া, শেষে "তয়ার মেরের" চাপে মাত্ হইলেন। ইহা দেখিয়া হাসিও পাইতেছে এবং দুঃখও হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগ প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রমী যুগ নহে। আমাদের দেশে এখন বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং শূদ্র এই চারিটি সম্প্রদায় বাস করে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এই চারিটি সম্প্রদায় ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে উন্নতি লাভ করিলে, তবে দেশ উন্নত হইয়াছে বলা যায়। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা করিলে, আপন আভিজাত্যের মোহে অপরের অপবাদ ঘোষণা করিলে সমাজের মঙ্গল বহুদূরে সরিয়া পড়ে। যিনি বা যাঁহারা অপরের উপর হুকুম চালাইতে চাহেন এবং হুকুম না মানিলে শাস্ত্রের দণ্ড উত্তোলন করিয়া ভয় দেখান, তাঁহাদেরও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাঁহারা কে এবং কোথায় আছেন। তাঁহাদের হুকুম দিবার শক্তি আছে, না বহু বৎসর পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাঁহারা স্বাধিকারচ্যুত না স্বাধিকার প্রমত্ত। যেইখানে বুঝিবার ভুল, সেইখানেই যত গণ্ডগোল।

দেশের বৈদ্যগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাহা ব্রাহ্মণবর্ণ এবং বুঝিয়া ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন গ্রহণ করতঃ ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিতে চাহেন। ইহাতে যজনব্রাহ্মণগণ আপত্তি করেন কেন? বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যদি স্বাধিকার লাভ করতঃ আত্মমর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করেন, তবে যজনব্রাহ্মণের ক্ষতি কি? তাঁহাদের এমন কি ক্ষমতা আছে, যাহার পরিচালনা করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে নির্জ্জিত করিতে এবং পতিত করিতে পারেন। যদি শাস্ত্র বাক্য লইয়া তর্কযুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন এবং বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তবে যজনব্রাহ্মণগণের অবস্থা কি যে শোচনীয় হইবে, তাহা ভাবিতে কষ্ট হয়। তখন এমনও প্রমাণ হইয়া যাইতে পারে যে, আধুনিক যজনব্রাহ্মণগণ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে একেবারে অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হইয়া ব্রাহ্মণগণ্ডীর বহির্ভূত হইয়া পড়িয়া আছেন।

ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ, শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের লিখিত বিধি নিষেধ, বর্ত্তমান যজনব্রাহ্মণগণ যে মানিয়া চলেন না, বা তাহার বিপরীত চলেন তাহা তাঁহারা নিজেও জানেন এবং এই বিধি

নিষেধ মানিয়া না চলিলে যে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, শূদ্র হয়, পশু হয়, ম্লেচ্ছ হয় এবং চণ্ডাল হয় ইহাও শাস্ত্রকথা, সুতরাং ব্রাহ্মণের জানা উচিত। কিন্তু যখন সমাজের দিকে দেখি তখন আচার ভ্রষ্ট যজনব্রাহ্মণগণের বিশ্রী মূর্ত্তি দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যাই। ইঁহারা যে ঋষিগণের সন্তান অসীম জ্ঞান ভাণ্ডার বহন করিয়া ভারতের বিপুল হিন্দু-সমাজকে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ন্যায় এবং মোক্ষের পথে পরিচালন করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, ইহা মনে করিতেও গভীর সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

নিজের অবস্থা, শক্তি, বিদ্যা এবং বুদ্ধির ওজন না বুঝিয়া অপরকে ভ্রুকুটী করা বা শাসন বাক্য বলা সঙ্গত নহে। এই কথাটি মানবের কর্ম্মক্ষেত্রে এবং সমাজে সব সময়েই খাটে। যজন ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, শূদ্রাচার এবং ম্লেচ্ছাচার গ্রহণ করিয়া ভোজনে শয়নে যথেচ্ছাচারী হইয়া, এক কথায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে চিরবিসর্জ্জন দিয়া যদি বৈদ্যগণকে শূদ্র বলিয়া বলেন এবং তাহা প্রতিপন্ন করিতে বুঝিয়াই হউক্ বা না বুঝিয়াই হউক্ পুথি হইতে দুই একটা বচন আওরাণ, তাহা হইলে বৈদ্যগণও সেই শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া যজনব্রাহ্মণগণকে শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন করিতে পারেন ; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কলি যুগে পরাশর ঋষির দোহাই মানিয়া চলিতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ খুব চিৎকার করিয়া বলিয়া থাকেন। সেই পরাশর ঋষি কি বলেন একবার দেখুন দেখি :—

সাবিত্র্যাশ্চাপিগায়ত্র্যাঃসন্ধ্যোপাস্ত্যগ্নিকার্য্যয়োঃ।
অজ্ঞানাৎকৃষিকর্ত্তারো ব্রাহ্মণা নামধারকাঃ॥ ৮ম অঃ ১১ শ্লোঃ
যথাকাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণাস্ত্বনধীয়ানা ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥ ২৩ শ্লোঃ

যে সকল ব্রাহ্মণ বেদ অথবা গায়ত্রী জ্ঞাত নহেন, সন্ধ্যা উপাসনা জানে না ও অগ্নিতে হোমক্রিয়া করে না, অথবা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ।

কাষ্ঠ নির্ম্মিত হস্তী বা চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগমূর্ত্তি যেমন প্রকৃত হস্তী বা মৃগ নহে, তদ্রূপ নাম মাত্র ধার অধ্যয়ন বিহীন মূর্খ ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে।

এই রূপ বহু শ্লোক আছে, যাহা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, দেশে যে সকল যজন-ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা নামে মাত্র ব্রাহ্মণের পর্য্যায় ভুক্ত। কারণ শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মকর্ম্ম যাহা তাহা তাঁহারা শপৎ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। যথা—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানংবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

বশিষ্ঠ বলেন :—

যোগস্তপো দমো দানং সত্যং-শৌচং দয়া শ্রুতম্।
বিদ্যাবিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥

যজনব্রাহ্মণগণ যে, শ্লোকোক্ত কর্ম্মগুলিকে বিধিমত তালাক দিয়া দেশ হইতে নিরাকৃত করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। এখন দেখা যাউক এই নামধারী ব্রাহ্মণগণ কোন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কি গতি হইয়াছে। ভগবান্ ব্যাসদেব বলেন :—

যশ্চভুঙক্তেহথ শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্।
ইহজন্মনিশূদ্রত্বং মৃতঃশ্বা চৈব জায়তে॥

যে দ্বিজ একমাস কাল অনবরত কেবল শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং মরিয়া কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলেন, মনু শ্লোকেও কথিত আছে :—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়॥

যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবান অত্রি বলেন :—

সদ্য পতভিমাংসেন লাক্ষয়ালবণেন চ।
ত্র্যহেন শূদ্রোভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥

ব্রাহ্মণ মাংস, গালা লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য পতিত হয় এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনে শূদ্র হয়। পরাশর মুনি বলেন :—

দক্ষিণার্থংতু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেৎ শূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

যদি কোন ব্রাহ্মণ দক্ষিণার্থ শূদ্রের নিমিত্ত হোম করে, তবে সে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবে এবং সেই শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে।

আর অধিক বচন অধ্যাহার করার প্রয়োজন নাই। এখন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মণগণের কি গতি হইয়াছে, তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? পূর্ব্বোক্ত মাপ-কাঠির দ্বারা যদি তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের পরিমাণ করিতে যাওয়া যায়, তবে যে, সেখানে শূদ্রত্ব ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। বৈদ্যব্রাহ্মণগণের শূদ্রত্ব প্রমাণ করিতে আসিয়া মহাশয়গণ যে নিজেই শূদ্র প্রতিপন্ন হইয়া যাইবেন, এ বিশ্বাস পূর্ব্বে তাঁহাদের না থাকিলেও এখন তাহা হওয়া উচিত। অন্যথা বিপদ ঘোরাল মূর্ত্তি ধারণ করিবে। মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবসা, হোটেল দিয়া মাংস বিক্রী মুদির দোকান দিয়া ডাল, চাউল, লাক্ষা, লবণ বিক্রয়, জুতা বিক্রী, মদ্য বিক্রী, দর্জ্জিগিরি, পাচকগিরি প্রভৃতি কার্য্যগুলি কোন মুনির কোন সংহিতায় ব্রাহ্মণের কর্ম্ম রূপে বিহিত আছে, তাহা অধম শূদ্রবৈদ্যগণকে যজনব্রাহ্মণগণ বলিয়া দিবেন কি? অনর্থক অপর সম্প্রদায়ের অপবাদ করিবার নিমিত্ত আপন জজিহ্বাকে নাড়াচাড়া করা পণ্ডশ্রম। যজনব্রাহ্মণগণ ঋষিযুগের ব্রাহ্মণ্যে আর ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না, যে শক্তি হারাইয়াছেন সেই শক্তির ধমক দিয়া অপ্রকৃত বৈদ্য-ব্রাহ্মণের উপর হিংসা এবং ঈর্ষার ঝাল ঝাড়িতে পারিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে মানব সমাজে দীর্ঘ-

কালের মোহজাল ছিন্ন করিয়া উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। জাতীয়-প্রেমে সম্বদ্ধ হওয়ার উপর এই যাত্রার সাফল্য নির্ভর করে। যজনব্রাহ্মণগণও ইহা বুঝিতে পারিয়া সাবিত্রী এবং গায়ত্রী উভয়কে উপাধান স্বরূপ করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা, বোগ্‌দাদ, মিসর প্রভৃতি স্থানে ছুটিয়া চলিয়াছে। এমতাবস্থায় কেহ শূদ্র, কেহ চণ্ডাল, কেহ অস্পৃশ্য প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক কথা বলিয়া মিলনের পথে কণ্টক বিক্ষেপ করা কোন রকমেই কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার জাতীয় জীবনে উন্নতি লাভ করিতে সুবিধা এবং সুযোগ দেওয়া বিধেয়।

বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণবর্ণ, তাহা আপনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাচারে পুনঃসংস্কৃত হইতে চাহিলে যখন ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে কেহ পারিবে না, তখন দেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সহায় হইলে হিন্দুর কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যে সব যজনব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বৈদ্যব্রাহ্মণের উপনয়ন কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা কি শূদ্রাচারী যজনব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ হইতে নিকৃষ্ট ?

বিশ্বশক্তাধিপ নবোদিতসূর্য্য কিরণে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, হিন্দুসমাজের গলিত কুষ্ঠ অস্পৃশ্যতা অচিরে নির্ম্মূল হইবে। "বৈদ্য মস্তিষ্কের অপব্যবহার, বিদ্যার চাপে বুদ্ধি লোপ" প্রভৃতি ক্লিষ্টবাক্য যতই উচ্চারিত হউক না কেন, সমস্ত বৈদ্য ব্রাহ্মণাচারে সংস্কৃত হইলে হিন্দুসমাজে বরাভয় করা এমন এক মূর্ত্তিমতী শক্তি আবির্ভূতা হইবেন, যেই শক্তি প্রভাবে সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতা ভারত মাতার পদতল চুম্বন করিবে।

ঢাকাজিলার বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা।

ঢাকা গোবিন্দপুরের প্রসিদ্ধ রায়চৌধুরী বংশোদ্ভব মৌদ্‌গল্যগোত্র পঞ্চদাশ বংশীয় আবকারি বিভাগের প্রবীণ সবইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আদর্শ চরিত্র বাণিজ্য বিভাগের সমুহের ইন্‌স্পেক্টরস্ অফিসের হেড্‌ক্লার্ক। (২) শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায় এবং অরুণবাবুর পুত্রগণ। (৩) শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায় এম, এ,। (৪) শ্রীযুত অমলচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায়। (৫) শ্রীযুত অমিয়চন্দ্র দাশশর্ম্মা রায়। উক্তগ্রাম বাসী এবং তদ্বংশোদ্ভব কলিকাতা প্রবাসী (৬) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায় তদাত্মজ (৭) শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায়। শক্তিগোত্রীয় উক্ত গ্রামনিবাসী (৮) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা, বিক্রমপুরের স্বর্ণগ্রাম নিবাসী রোষ বংশোদ্ভব চট্টলের স্বনামখ্যাত কালেক্টরির ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত জনার্দ্দনহরি সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা পোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হেড্‌ক্লার্ক (৯) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেনশর্ম্মা ও তদীয় পুত্র শ্রীমান্ অমৃতলাল সেনশর্ম্মা বি, এ, শ্রীমান নিকুঞ্জলাল সেনশর্ম্মা শ্রীমান অমিয়লাল সেনশর্ম্মা এবং পিতৃহীন ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান্ আশুতোষ

সেনশর্ম্মা শ্রীমান মনীন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা। (১০) বিক্রমপুরে বালিগাঁয়ের কর্ণ শিবদাসবংশীয় গোহাটী প্রবাসী শ্রীযুক্ত হরিকুমার দাশশর্ম্মা এতদ্ভিন্ন বাহেরক গ্রামের শক্তিগোত্র গণবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনশর্ম্মা ডাক্তার স্বীয় গ্রামে অনুপনীত পুত্রগণের শুভ উপনয়ন কার্য্য স্বীয় কুলপুরোহিত এবং স্থানীয় পণ্ডিতের সহযোগে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। উমাচরণ বাবু একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী তিনি গ্রামস্থ দুঃস্থ বৈদ্যসন্তানের উপনয়ন কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতেও প্রস্তুত। তাঁহার দৃষ্টান্তে বাহেরক কেন বিক্রমপুরের অনেক গ্রামেই সুফল প্রদান করিবে আশাকরা যায়।

বানারিগ্রামের শক্তিগোত্রীয় বুরুণসেনবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বি, এ, মুর্শিদাবাদের কান্দির সবডিভিসনাল অফিসারের কন্যা শ্রীমতী প্রীতিকণা দেবী পাত্র বিক্রমপুরের আউটসাহী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মার শুভবিবাহ শর্ম্মান্তযোগে কান্দি মহকুমায় ১৯শে আষাঢ় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১০ই শ্রাবণ রবিবার ফরিদপুর পাচইগ্রাম নিবাসী শালঙ্কায়নগোত্রীয় দাশবংশোদ্ভব ঢাকার পুলিস অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মৌলিক দাশশর্ম্মা তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দাশশর্ম্মা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাশশর্ম্মা পুত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্র দাশশর্ম্মা শ্রীযুক্ত সুবীরচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুনীরচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুস্থিরচন্দ্র দাশশর্ম্মা মৌলিক সহ ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন। তিনি ব্রাত্যবৈদ্যগণের জন্য পঞ্জিকায় লিখিত দিনের অপেক্ষা না করিয়াই শুক্লপক্ষে দীক্ষাদিবসে রীতিমত নিষ্ঠার সহিত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সৎ দৃষ্টান্ত আমাদের সামাজিক ব্রাত্যবৈদ্যগণের অনুকরণীয়।

১৫ বৎসর তিন মাস বয়স যাঁহাদের গত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে যে কালাকালের বিচারের আবশ্যক করেনা, তাহা গত চারিবৎসর যাবৎ পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। শূদ্রাচার গ্রহণ করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণ একেবারে শূদ্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। জাতির স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াও যাঁহারা আজি কালি করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহাদের একবার চিন্তা করিয়া [illegible], তাঁহাদের এইরূপ ভাবে সময় অতিবাহিত করা সঙ্গত হইতেছে কিনা? [illegible] ব্রাত্যতাপরিহারের জন্য কালের অপেক্ষা করিতে পারে না। যে সব [illegible] বিচার না করিয়া প্রায়শ্চিত্ত রূপ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন, [illegible] আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অনুপনীত বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বিনয়ে [illegible] আপনারা অন্যপক্ষের অনধ্যায়কাল ত্যাগে উপবীত গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা [illegible]।

রাঢ়ীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের কুলধর্ম্ম রক্ষা।

(বৈদ্যহিতৈষিণী হইতে উদ্ধৃত।)

বহরাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল দাশশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান [illegible] শর্ম্মার বিবাহ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার সহিত ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ লালবাগনিবাসী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস গুপ্তশর্ম্মা উকিল মহাশয়ের পুত্রের সহিত মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ মহম্মদপুরের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ সেনশর্ম্মা বি, এল, মহাশয়ের কন্যার শুভবিবাহ শর্ম্মান্ত উপাধি উল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

১০।৩ হ্যারিসন রোড্ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ মহাশয়ের পত্নী বিভাবতী দেবীর পরলোক প্রাপ্তি হইলে, দশদিবস অশৌচ পালন পূর্ব্বক একাদশ দিবসে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিবারবর্গ দশাহাশৌচ পালন করিয়াছেন। তৎপর মণীন্দ্রবাবুর ভাগিনের ৺পবিত্রকুমার রায়ের শ্রাদ্ধও একাদশদিনে সম্পন্ন হয়।

রামপুরহাটনিবাসী স্বর্গীয় পঞ্চানন রায় (দাশশর্ম্মা) মহাশয়ের বিমাতা জগন্মোহিনী দেবী গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার পুত্রাদি কেহ জীবিত না থাকায় তদীয় দেবরপুত্র শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা রায় মহাশয় ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একাদশাহে তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন।

খুলনার বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের আচারনিষ্ঠা।

খুলনার নিবাসী, বিষ্ণুদাশ বংশোদ্ভব শ্রীযুত অনুকুলচন্দ্র দাশশর্ম্মা (রায় চৌধুরী বি, এল. মহাশয় তাহার তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুত অনন্তমোহন দাশশর্ম্মা (রায় চৌধুরী) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর বরিশাল জিলার ফুলকাঠি নিবাসী ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব রংপুরের উকিল শ্রীযুত চণ্ডীচরণ সেনশর্ম্মা (রায় চৌধুরীর) পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা এম, এ, রি সহিত ১লা বৈশাখ তারিখে কলিকাতায় শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

পাবনা জেলা বাসী বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণাচার।

রাজসাহী হইতে শ্রীযুত শ্রীশচরণ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন:—

নদীয়া জিলার অন্তর্গত দাহপুর নিবাসী গণবংশীয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনশর্ম্মা রায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী উষা দেবীর শুভবিবাহ পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিণাবাগবাটী নিবাসী ৺কৃষ্ণচরণ গুপ্তশর্ম্মা রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা রায়ের সহিত গত ১০ই শ্রাবণ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ মোকামে শর্ম্মান্ত বাক্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষের শাস্ত্রপারদর্শী পুরোহিতগণই সানন্দচিত্তে ও সাগ্রহে শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। এই স্থানে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনশর্ম্মা রায় ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়দের যত্নে "বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী" গঠিত হইয়াছে। আশা করা যায় এই সম্মিলনী স্থানীয় বৈদ্যব্রাহ্মণদের গৌরব সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

পি, কে, সেনের—

পেইন্‌বাম্‌।

সর্ব্বপ্রকার বেদনা ও বাতব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ।

শরীরে যে কোন স্থানে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করে। আমবাত, গেঁটেবাত, পক্ষাঘাত, কটিশূল, কটিবাত, বাধী, খিলধরার, যে কোন প্রকার শূলবেদনা, পেশীসঙ্কোচ, স্নায়ুশূল, রসবাত, সন্ধিবাত, কনকনানি বেদনা পৃষ্ঠে, কোমরে, ঘাড়ে ও উরুতে বেদনা, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন তলপেটে বেদনা, সর্দ্দি কাশজনিত বুক বেদনা, পেট ফাঁপা, পেট বেদনা, মাথা বেদনা ইত্যাদিতে "পেইন্‌বাম্‌" সদ্য ফলদায়ক। মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

পি, কে, সেনের—

দন্তুন।

সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের মহৌষধ।

ইহা মার্জ্জনে দন্তশূল, দন্তক্ষয়, দন্ত নড়া, দন্তে ময়লা থাকা, দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত ও পূঁজ পড়া, মাড়ি ফুলা প্রভৃতি যাবতীয় দন্ত রোগ অতি সত্বর দূরীভূত হইয়া দন্তরাজি মুক্তা সদৃশ উজ্জ্বল ও কান্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি কৌটা ৷৷৹ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।

পি, কে, সেনের—

ডাইজেষ্টাইন।

সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ ও অম্ল রোগের মহৌষধ।

ইহা সেবনে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, পিত্তশূল, বুক জ্বালা পেট বেদনা, পেট কামড়ী, উদরাময় প্রভৃতি দূর হয় এবং ভুক্তদ্রব্য অতি সহজেই পরিপাক হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

পি, কে, সেনের—

গণোডাইন্‌।

সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ (গণোরিয়া) রোগের মহৌষধ।

ইহা সেবনে প্রমেহ, বহুমূত্র, প্রস্রাবকালীন জ্বালা, রক্তস্রাব, শুক্রস্রাব ইত্যাদি বিংশতি প্রকার প্রমেহ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ১৷৹ টাকা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

পি, কে, সেনের—

কাসলীন্‌।

সর্ব্বপ্রকার কাস ও হাঁপানীর অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ১৷৹ টাকা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন,
মার্চেন্ট, মিলওনার এণ্ড ম্যানুফ্যাক্‌চারিং ক্যামিষ্ট, চট্টগ্রাম।

সি. কে. সেনের

চালমুগরা মলম।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগের অব্যর্থ [illegible]। ইহা ব্যবহারে খোস, পাঁচড়া, দাদ, কোচদাদ, পাপড়ী, বিখাচ, হুচখাত, ছুলি, কাউর, রক্তদুষ্টি, চলকানী, নালীঘা, পোড়া ঘা, কাটা ঘা, নিমাক্ত ঘা, গর্মী ঘা, ফোড়া, বিস্ফোটক, শিশুদের শরীরের সর্ব্বপ্রকার ক্ষত, সংক্রামক চর্ম্মরোগ, গলিত কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি যে কোনপ্রকার পুরাতন বা নূতন দুরারোগ্য ক্ষত ও চর্ম্মরোগ [illegible] আরোগ্য হয়। ইহা জ্বালা যন্ত্রণা ও দুর্গন্ধবিহীন। প্রতি ছোট কৌটা ।৶০ আনা, [illegible] ॥৶০ মাশুল স্বতন্ত্র। [illegible] পারা বা কোন দাহক [illegible] নাই।

সি. কে. সেনের

প্রসন্ন বটিকা।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, আমাশয় [illegible] জ্বর, প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর, কম্পজ্বর, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, বৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, [illegible] জ্বর, [illegible] প্রভৃতি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য [illegible] ১, মাশুল স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেনের

শক্তি বটিকা।

[illegible] বল, বীর্য্য, মেধা ও কান্তি বর্দ্ধক, ধাতু দৌর্ব্বল্য, ক্লীবত্ব, স্নায়ুভঙ্গ, স্বপ্নদোষ ও মেহরোগাদি নাশক এবং বার্য্যস্তম্ভন ও বাজীকরণের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ১৷৹ মাশুল স্বতন্ত্র। নিয়মিতরূপে সেবনে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।

সি. কে. সেনের

সৌরভ।

(বিনা [illegible] বিকাশিত) বিশুদ্ধ তিল তৈল দ্বারা প্রস্তুত। ইহা মনোমুগ্ধকর সৌরভময় কেশবর্দ্ধক। বর্ত্তমান যুগের ব্যবহারোপযোগী একমাত্র কেশতৈল। মূল্য প্রতি [illegible] ১৷০ টাকা, তোলা [illegible] মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার—শ্রীপ্রভাতকুমার [illegible]

ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভি বন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কামদে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

২য় বর্ষ, ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ। } ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

সূক্তি রত্নাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কবিরাজ—শ্রীভোলানাথ দাশশর্ম্মা কাব্যরত্ন বাঁকুড়া।

ফলবৃক্ষা যথৈবাত্র পুষ্পবৃত্তিং বিনশ্যতি।
ক্ষীয়ন্তে মানুষী বৃত্তি দৈবস্বোপচয়াৎ তথা॥ ১১
ফলবৃদ্ধি হ'লে যায় পুষ্পবৃত্তি যথা।
দেবত্ব সঞ্চয়ে ঘুচে নরবৃত্তি তথা॥ ১১
হে হরে হর ইত্যুচ্চৈর্ভক্তা ব্যাকুলমানসাঃ।
আহ্বয়ন্তি স্ফুটং তাবদ্ যাবৎ তন্ন দর্শনম্॥ ১২
হরি হরি বলি ডাক আকুলি ব্যাকুলে।
তাবৎ যাবৎ নাহি নেহারে তাঁহারে॥ ১২
স্বর্গে বিবদতে লোকো যাবদ্ বেত্তি ন তৎপদম্।
পশ্চাৎ জানাতি তুষ্ণীং হি যাবৎ প্রাপ্নোতি নো মধু॥
যাবৎ স্বর্গের ক্ষুদ্র লোকেঃ নাহি [illegible]
তাবৎ [illegible] নাহি সেঃ [illegible]

গুণ্ গুণ্ করে ভৃঙ্গ পদ্মেতে তাবৎ।
মধুর মধুর স্বাদ না পায় যাবৎ॥১৩

পশ্যতাং ন বিবাদোঽস্তি স্তম্বেরমমিবেশ্বরম্।
বিবদন্তে যথৈবান্ধাস্তস্য হ্যেকাংশবেদিনঃ॥ ১৪

পূর্ণ হেরি হরিহস্তী না রহে বিবাদ।
দ্বন্দ্ব করে অন্ধ হেরে শুধু হস্তিপাদ॥১৪

সংসারে স্বার্থসঙ্কারে ত্যাগ এব বিশিষ্যতে।
গীয়তে ত্যাগিনঃ কীর্ত্তিরত্যাগীহ বিগীয়তে॥ ১৫

স্বার্থপর এ সংসারে ত্যাগইপ্রকৃষ্ট।
কীর্ত্তিত্যাগী হয় ত্যাগী অত্যাগী নিকৃষ্ট॥ ১৫

শ্রুতং ধর্ম্মকথাপূর্ণং সংপূর্ণমপি সংশ্রুতম্।
নিষ্ফলং নিষ্ক্রিয়াণাংস্তাদ্ যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ॥ ১৬

ধর্ম্মকথাপূর্ণশাস্ত্র হ'ক না অধীত।
নিষ্ফল সে ক্রিয়াহীনে কর্ম্মীই পণ্ডিত॥ ১৬

বেশেনালমিতি প্রাজ্ঞৈ নৈব চোদ্যং কদাচন।
প্রায়োবেশবশং কর্ম্ম তেন বেশঃ প্রশস্যতে॥ ১৭

'বেশ বৃথা' হেন কথা মুখে না আনিবে।
বেশবশে কর্ম্ম তাই বেশে বাখানিবে॥ ১৭

নামশ্রবণ মাত্রেণ যস্যাশ্রু প্রবতি স্বয়ম্।
তস্যৈবোপাসনা পূর্ণা স হি পূর্ণমনোরথঃ॥ ১৮

হরিনাম শুনা মাত্র নেত্র ঝরে যার।
তারই পূর্ণ উপাসনা মনোরথ আর॥ ১৮   ক্রমশঃ

বৈদ্য মস্তিষ্কের অপব্যবহার বা বিদ্যার চোপ বুদ্ধি লোপ।

(পুস্তিকার প্রতিবাদ।)

(শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা, কাব্যতীর্থ, ১১৬ নং অপার চিৎপুররোড্, কলিকাতা।)

শ্রীযুত প্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয় লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হঠাৎ আজ আমার হস্তগত হইয়াছে, পুস্তকখানি কোথা হইতে প্রকাশিত লিখা নাই, গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া

বুঝিতে পারিলাম উহা চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। সেই জন্য পুস্তক সম্বন্ধে আমার সমালোচিত আমার পত্রখানি চট্টগ্রামের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আপনার নিকট পাঠাইলাম।

প্রথমতঃ পুস্তকের নাম দেখিয়াই একটু বিস্মিত হইলাম। উপরে লিখিত আছে "বৈদ্য মস্তিষ্কের অপব্যবহার বা বিদ্যার চাপে বুদ্ধি লোপ।" নিজের মস্তিষ্ক, বিদ্যা ও বুদ্ধি বৈদ্য সমাজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই বোধ দৃঢ় না হইলে কখনো এইরূপ সাহসার দ্যোতক নামকরণে কাহারো প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হয় না। লেখক গ্রন্থের একস্থানে "আমরা শিক্ষিতেরাও সংস্কার মুক্ত হইতে পারি নাই" বলিয়া নিজের শিক্ষাভিমানিতার উল্লেখ করিয়াছেন, চট্টলবৈদ্যসমাজের ভূষণ স্বর্গগত কবি নবীনচন্দ্র সেন, নবীনচন্দ্র দাশ, শরচ্চন্দ্র দাশ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের লেখনী হইতেও কখনো এইরূপ উক্তি প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া জানি না। কিন্তু নবীন লেখক আজ তাঁহাদের জ্ঞান গরিমাকেও পরাভূত করিয়াছেন।

লেখক প্রাচীন আচার ব্যবহারের উপর, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের উপর দোষারোপ করিয়াছেন—সাধারণের বন্দিত দেব দেবীকে উপেক্ষা করিয়াছেন, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিশেষ মানবের উপর প্রভাব বিস্তার করে ইহা তিনি স্বীকার করেন না। শাস্ত্রবচন মানবের বুদ্ধিকে পঙ্গু করে বলিয়া যাঁহার ধারণা, সামাজিক শৃঙ্খলা মনুষ্যত্বের বিকাশক নহে, বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহাকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আচারের আশ্রয় না লইয়া, তাহার দ্বারা চিত্ত সংযম না করিয়া—ঐশ্বর্য্য প্রতীক দেব দেবীর পূজায় প্রথমে মনঃস্থির না করিয়া একেবারেই মানব অন্তর্নিহিত বিশ্বদেবকে লাভ করতঃ এ পর্য্যন্ত কয়জন কৃতার্থ হইয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। শাস্ত্রবাক্য অনুসারে বিচার করিতে গেলে বহুকাল—বহুজন্ম বিধি নিষেধ মানিয়া সদাচার পালন করিয়া, মানব এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন আর তাহাকে গণ্ডীর মধ্যে থাকিবার প্রয়োজন হয় না, যখন আর তাহার সুসংযত চিত্তকে কিছুতেই বিকৃত করিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ এই অবস্থার লোক ছিলেন, তাঁহাদের মত ২।৪ জনকে লইয়া সমাজ নহে, তাঁহাদের স্থান সাধারণ সমাজের অতি উচ্চে। পূর্ব্বে বহু জন্ম যে তাঁহারাও সদাচার পালন করিয়া চিত্ত সংযত করেন নাই এমন কথা বলিবার উপায় নাই, গীতায় ভগবৎ বাক্য বরং তাঁহাদের জন্ম জন্মান্তরের আচারেরই সমর্থন করিতেছেন।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যতি সিদ্ধয়ে,
যততামপি সহস্রাণাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি উপাসক ছিলেন এবং বহু যুক্তি বিচারের বলে, পাশ্চাত্য দেশে পর্য্যন্ত "সসীমের আশ্রয় না লইলে অসীমে পঁহুছান যায় না" বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ওলা শীতলাকে উপেক্ষা করেন নাই। ভগবানের ঐশ্বর্য্যভেদে বহু মূর্ত্তিকল্পনাকে তিনি অধিকারীভেদের সহায়ক বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। গ্রহ নক্ষত্রের গতি বিশেষ মানবকর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে না এমন কথা তিনি কোথাও বলেন নাই।

অনাচারের শাস্ত্রবচন-ভীতি মানবের কর্ম্মগণ্ডী সঙ্কীর্ণ করে সত্য, কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতা মানব বুদ্ধিকে কোন্ পথে পরিচালিত করে? পক্ষান্তরে ঐ গণ্ডী প্রসারলাভ করিতে পারিলেই বা বিধি নিষেধের শৃঙ্খলমুক্ত মানব সমাজ কোন্ শোচনীয় পথে পরিধাবিত হইত তাহা লেখক স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়াছেন কিনা জানি না। তিনি সামাজিক আচার ব্যবহার মানেন না অথচ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অস্বীকার করেন না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তবে কি সামাজিক শ্রেষ্ঠ বিধানগুলি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে? গ্রন্থের একস্থানে তিনি প্রাচীন বিধিকে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে যাইয়া একটা শাশ্বত সনাতন বিধিকে পরিবর্ত্তনশীল মানবদেহের সহিত (যাহা শিশুর খাদ্য তাহা যুবকের প্রাণধারণোপযোগী নহে বলিয়া) উপমিত করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, সৎ, অসৎ, শীতলতা, উষ্ণতা, আলোক, অন্ধকার, জন্ম, মৃত্যু, এই সকল ধর্ম্মের কি কখনো পরিবর্ত্তন সম্ভব? যাহা অবিকারী, নিত্য পদার্থ তাহা কি করিয়া মানবের অবস্থাভেদের সহিত ভিন্ন ২ হইবে? যে আলোক বালককে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা কি পূর্ণবয়স্কের প্রয়োজনীয় নহে? বাস্তবিক মানবধর্ম্ম এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত এবং মানবের সামাজিক বিধান চিন্তা করিয়া দেখিলে এই সৎ, অসৎ, গ্রাহ্য, হেয়, প্রভৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের বাক্যাবলীর সার্থকতা বোধ করিতে না পারিলে তাহাকে অযৌক্তিক বলিয়া উপেক্ষা করা এখনকার একশ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিতের অভ্যস্ত কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক এখন আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্যমূলক দুই চারি কথা বলিয়া পত্রের দৈর্ঘ্য সংযত করিতে হইবে। লেখকের গ্রন্থশেষের স্থূলার্থ এই যে চট্টগ্রামের বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহাদের স্বজাতীয়গণকে ব্রাহ্মণোচিত আচার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, বহুসংখ্যক স্বজাতি তাঁহাদের অনুকূলে আসিয়াছেন কেবল অল্প সংখ্যক যাঁহারা আজও পুনঃ ২ প্রচারের ফলেও প্রতিকূলে আছেন, তাঁহাদের সহিত আচারবানগণ সামাজিক সংস্রব বর্জ্জন করিতেছেন। এই বর্জ্জনপ্রথা লেখকের নিকট নিতান্ত গুরু ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি নানারূপ শ্রুতিমধুর অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া গ্রন্থ প্রকাশের আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। এখন এই বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, এই আন্দোলন সঙ্গত কি অসঙ্গত? নানারূপ শাস্ত্রযুক্তির অকাট্য বলে যখন স্বর্গগত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের সময় হইতে এপর্য্যন্ত উহার বিরোধমূলক কোন শাস্ত্রযুক্তিই উপস্থিত হইয়া সমর্থিত হইতে পারে নাই এবং বর্ত্তমান গ্রন্থ লেখকও যখন তাহার বৈধ প্রতিবাদে সাহসী হন নাই, তখন বৈদ্যব্রাহ্মণগণের জাতীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রচার আন্দোলন অসঙ্গত বলিতে পারা যায় না। যাহা শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত তাহা স্বজাতীয় সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়া জাতীয় কল্যাণকর হয় ইহা বোধ হয় হৃদয়বান লেখক মহাশয়েরও অনভিপ্রেত নহে। এক মতের বহুসংখ্যককে

সাধারণতঃ সত্যবদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, যাঁহারা সামাজিক আচার বর্জ্জিত, সৎকে সৎ বুঝিয়াও জেদের বশে গ্রহণ না করিয়া আচারহীন থাকিবেন, তাঁহাদের সহিত আচারবানগণের সামাজিক সম্বন্ধ কিরূপে স্থায়ী হইতে পারে? তাঁহারা এক মতাবলম্বী বহু আচারবানের উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক নহে কি? পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের নিকট এই জন্যই কি আজ অনেকটা উপেক্ষিত নহেন? অপরাধীর প্রতি নিরপরাধের ঘৃণা দ্বেষমূলক নহে উহা বস্তুতঃ মানবধর্ম্ম ব্যঞ্জক তবে যাঁহারা অতি মানব তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সকলকে প্রেমে বশীভূত করিতে পারেন। প্রেমের অবতার মহাপ্রভু আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন শুনিয়াছি, আবার ইহাও শুনিয়াছি যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করায় তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য হরিদাসকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যাহা প্রেমাবতার মহাপ্রভুর দ্বারা হয় নাই, তাহা সাধারণ মানুষের দ্বারা হইতেছে না দেখিয়া লেখক মহাশয় বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? যাহা হউক্ লেখক মহাশয় যেন মনে করেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার উপরই মানবের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে, আচার হীনতা জন্ম গত কৌলীণ্যকে বজায় রাখিতে পারে নাই, পারিবে না। সর্ব্ববিদ্যার সন্তান হইলে কি হইবে? "গ্র্যাণ্ড হোটেল" দেখিলে লোকে তাহাকে ঘৃণা করিবেই, কারণ লোকে জানে "গুণাঃপূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।" মহাত্মা গান্ধী বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট করিতে কখনই বলেন নাই, তিনি মাদ্রাজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের পুষ্করিণীর পাড় দিয়া অন্ত্যজ জাতির গমনে জলাশুদ্ধি হয় প্রভৃতি ধর্ম্মাড়ম্বরের বিষময় ফলের নিন্দা করিয়া ছুঁৎমার্গ পরিহার করিতে বলিয়াছেন মাত্র, বাস্তবিক ঐগুলি যে যথার্থ ধর্ম্ম নহে উহা কে অস্বীকার করিবে? স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাও বঙ্গদেশের ঐ শ্রেণীর আতিশয্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে, বর্ণাশ্রমীর অবশ্য অনুষ্ঠেয় বিশুদ্ধ আচারকে উদ্দেশ করিয়া কোন নিন্দাবাদ করেন নাই।

পরিশেষে বলিতেছি যে, আশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালনের প্রচার করিতে গেলে দেশের ম্যালেরিয়া কালাজ্বর প্রভৃতির প্রতি যে উদাসীন হইতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই; বস্তুত বলিতে গেলে যে কালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যথার্থ প্রতিপালিত হইত, সেকালে এরূপ অকাল মরণ অল্প ছিল বলিয়াই ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইবে। গ্রন্থশেষে যে তিনটী সর্ত্ত লইয়া লেখক চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের সহিত সহযোগ করিতে রাজী আছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোনটীই আচারবান সামাজিক সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে ইহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, তিনি চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, কায়স্থ বন্ধুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও স্বজাতীয়ের বাড়ীতে সামাজিক পংক্তি ভোজন কখনও এক নহে। আজ আমি সত্য প্রকাশের জন্য অনেক অপ্রিয় কথার অবতারণা করিয়া বোধ হয় লেখক মহাশয়ের মনঃক্ষুন্নের কারণ হইলাম। তথাপি আমার বিশেষ ভরসা আছে যে, তাঁহার মত হৃদয়বানের লেখনী শক্তি যথার্থ সত্যের প্রচারেই ব্যয়িত হইবে, উহা কখনই সত্যের সঙ্কোচ সাধন করিয়া জাতির ক্ষতি করিবে না।

কয়েকটী কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অধ্যাপক—শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীরামপুর কলেজ।

(৪) আমাদের জাতীয় আন্দোলন বহু পুরাতন হইলেও, নূতন করিয়া জাগিয়াছে বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে। ইহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সহিত সমাজ মধ্যে দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে সকল আন্দোলনই দুইমাস বা চারমাস দুই বৎসর কি চার বৎসরে থাকিয়া গিয়াছে কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। সামাজিক ন্যায় সঙ্গত অধিকারের দাবী রাষ্ট্রীয় দাবীর ন্যায় উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক জাতির জাতীয় জীবনের দুইটী দিক্ আছে একটী রাষ্ট্রীয়, অন্যটী সামাজিক। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য লুপ্তাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য যেমন রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, সামাজিক ক্ষেত্রেও তদ্রূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। একদিকে যে ব্যক্তি স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে, সেই অপর দিকে সেইক্ষণেই দাসত্বের লৌহনিগড় অলঙ্কার বলিয়া গলে ধারণ করিতে পারে না। ভক্ত যেমন চারিদিকেই তাহার আরাধ্য দেবতাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তদ্রূপ স্বাধীনতার উপাসক চারিদিকের অবিচারের ও অত্যাচারের মধ্যে স্বাধীনতা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। জাতীয় অভ্যুত্থান ও জাগরণের জন্য আমাদের দেশে যত আন্দোলন হইয়াছে, সেই সকল আন্দোলনের মূলীভূত এই স্বাধীনতার আন্দোলন ক্রমেই সজীব হইয়া উঠিতেছে, ক্রমেই ইহার বল বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা বিলুপ্ত হইবার নহে। জাতিগত আন্দোলনকে বৃথা জাতি কচ্‌কচি বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহারা স্বরাজান্দোলন উপেক্ষাকারী ইংরাজের ন্যায় ভ্রান্ত।

(৫) সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনে এই মূল কথাটী ভুলিলে চলিবে না যে প্রত্যেক জাতি সমাজের এক একটী অঙ্গ স্বরূপ। অপরাপর অঙ্গের আনুকূল্য ও সহানুভূতি ব্যতীত যেমন কোন অসুস্থ অঙ্গ সুস্থ হইতে পারে না, এবং একের অসুস্থতা সমস্ত শরীরেরই অসুস্থতার কারণ হয়, সমাজে কোনও বিশিষ্ট জাতির সংস্কারও অন্যান্য জাতির আনুকূল্য ব্যতীত সম্যকরূপে সম্ভব হয় না, এবং তাহার অসংস্কৃত অবস্থা সমগ্র সমাজের পীড়াকর হয়। আজি যদি সমস্ত বঙ্গসমাজ বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, বণিক ও কৃষিজীবীদিগের বৈশ্যত্ব স্বীকার করে, তবে এই দণ্ডেই সামাজিক স্বরাজ লাভ হয়। এই আনুকূল্য লাভের জন্য প্রত্যেক সংস্কারার্থী জাতিকে সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহাকে ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, এই আন্দোলন কাহারও অপেক্ষা বড় হইবার জন্য নহে, কাহাকেও ছোট করিবার জন্য নহে, কিন্তু নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই। নিজে বিবেকবুদ্ধিশূন্য হইলে অপরেও

তাঁহার প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পোষণ করিবে না। বস্তুতঃ সত্যাগ্রহীর প্রেম, সত্যনিষ্ঠা ও আগ্রহ লইয়া এই আন্দোলন করিতে পারিলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যদি স্বজাতির মধ্যেও কেহ অন্তরায় হন, তাঁহাকে তিরস্কার বা উপহাস করিলে চলিবে না। যে কারণেই তিনি বিরোধী হউন না কেন, তাঁহার সহিত যদি ভ্রমেও শত্রুতাচরণ না করেন, তবে আপনার দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা ও চারিত্র্যোৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া অচিরকালেই তিনি আপনার পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন, সত্যের ও সত্যাগ্রহের এমনই মহিমা। কোনও অঙ্গে ক্ষত হইলে সযত্নে ঔষধ লেপন করিতে হয়, ক্ষতের প্রতিকূল্য করিলে তাহার এমন অবস্থা হয় যে, পরিশেষে ব্যবচ্ছেদ পর্য্যন্ত সম্ভাবিত হইয়া পড়ে। চিরকালের জন্য শরীর বিকলেন্দ্রিয় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই অনিষ্ট পরিহারের জন্য প্রত্যেক কর্ম্মীকে ভিখারীর দৈন্য, ও তরুর সহিষ্ণুতা, লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

(৬) বৈদ্য সমাজকে সুগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা সহজ। কারণ তাঁহারা সংখ্যায় এক লক্ষ মাত্র। শিশু ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাদ দিলে উপার্জ্জনক্ষম বৈদ্যের সংখ্যা ১০।১৫ হাজারের অধিক হইবে না। আপনারা জানেন কলিকাতায় মোহন বাগানের খেলা দেখিবার আকর্ষণে মাঠে ৫০,০০০ লোক জমিয়া থাকে, তবে স্বজাতির স্থায়ী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ১০।১৫ হাজার সুশিক্ষিত বৈদ্যের সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ হওয়া কি এতই কঠিন কাজ?

ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির মধ্যেই শিক্ষার সমধিক সম্প্রসার দৃষ্ট হয়। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের পক্ষে সম্মিলিত হওয়া আদৌ দুষ্কর নহে। আবার বৈদ্যব্রাহ্মণজাতি সংঘবদ্ধ হইয়া আদর্শরূপে কার্য্য করিতে পারিলে, অন্যান্য জাতিও তদ্রূপ করিতে অগ্রসর হইবে। এরূপে প্রত্যেক জাতি সুগঠিত ও সংঘবদ্ধ হইলে সকলগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির সংগঠন ও শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব হইবে না।

বৈদ্যজাতিকে দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ করিবার একমাত্র উপায় বিভিন্ন সমাজে অবিলম্বে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির এক একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রত্যেক বৈদ্যের স্থানীয় কেন্দ্রের সভ্য হওয়া। ব্যক্তিগত মান, অভিমান, বিদ্বেষ ও ঘৃণা ভুলিয়া জাতীয় কার্য্যের জন্য প্রত্যেকেরই সমিতির সভ্য হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় ধনাগারে যেমন প্রজাগণ শত্রু, মিত্র, উদাসীন সকলেই একযোগে সময়মত খাজনা ও শুল্ক জমা দিয়া রাজস্বের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ ১৫ হাজার বৈদ্য আজ ব্যক্তিগত মতদ্বৈধ ভুলিয়া ও ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির জাতীয় ধনাগার পুষ্ট করুন। সহস্রশীর্ষা সমাজ নারায়ণের জীর্ণ মন্দিরের সংস্কারের জন্য বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতি প্রত্যেক বৈদ্যের নিকটে বার্ষিক ২।০টী মুদ্রা মাত্র চাহেন ও কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতেই অচিরে কার্য্যোদ্ধার হইবে।

সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইলে আপনারাই লাভবান্ হইবেন; আপনারা ৫।১০ বৎসরে যে সামান্য অর্থ সমিতিকে দান করিবেন, তাহাই সহস্র গুণ হইয়া আপনাদের উপর পুনর্ব্বার

বর্দ্ধিত হইবে। ৫ বা দশ বৎসরে ১০\ কি ২০\ টাকা দেওয়া বোধ হয় কাহারও পক্ষে কঠিন নয়। পাঁচ বৎসরে ৫\ দিলেও সমিতির প্রভূত উপকার করা হইবে।

যে উদ্দেশ্যে আপনি জীবন-বীমা করিয়া থাকেন, অবিকল সেই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পোষ্য ও প্রতিপাল্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই সমাজের জীবন বীমা করিবার জন্যই যেন বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির হস্তে বার্ষিক ২\।৩\ মাত্র দিতে থাকুন। এরূপ করিলে, কালে সমগ্র সমাজে অসমর্থ রোগী বা বৃদ্ধ, অনাথ শিশু, রক্ষক হীনা বিধবা প্রভৃতির সাহায্য, রক্ষা ও শিক্ষার সুচারু বন্দো-বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। বৈদ্যজাতির দুঃস্থতা ও দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে।

আপনারা অন্ততঃ ৫ বৎসর মাত্র নিয়মিতভাবে সমিতিকে সাহায্য করুন। যাঁহারা সমর্থ তাঁহারা এককালীন দান করিয়া সমিতির বলাধান করুন। কোনও জাতিই বিনা স্বার্থত্যাগে উন্নত হইতে পারে নাই। প্রত্যেককেই একথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে। ২।১ শত টাকা ব্যবসায়ে পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া উহা সমিতিকে দান করিতে হইবে। বিবাহ বা শ্রাদ্ধকালে সমিতির কথা স্মরণ করিতে হইবে। নিজের রক্তে গঠিত ও স্নেহ মায়ায় সংবর্দ্ধিত এই সমিতির প্রতি প্রত্যেকের রক্তের টান দেখা দিউক। ৫ বৎসরে ৫\।১০\ টাকা দান করিলে বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে।

(৮) বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি শীঘ্রই রেজিষ্টারী হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিবে। ইহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। ইহা সমগ্র জাতির সম্পত্তি সমগ্র জাতি কর্ত্তৃক সভাপতি, সহকারী সভাপতি সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি বৎসরে বৎসরে নির্ব্বাচিত হইয়া সভার কার্য্য পরিচালনা করিবেন। কাহারও দোষত্রুটী লক্ষিত হইলে সভা তাঁহার শাসন করিতে পারিবেন, তৎস্থানে অন্য যোগ্যতর ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিতে পারিবেন। ১৩৩১ সালের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ অনেকেই সমগ্র জাতির নিকটে পরিচিত। ইঁহারা স্বজাতির উন্নতিকল্পে বহুকাল হইতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

(৯) বৈদ্যজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে প্রথমেই রাঢ়ীয় শ্রীখণ্ড, সাতসইকা, সপ্তগ্রাম, গোয়াশ প্রভৃতি বঙ্গীয় সেনহাটী, বিক্রমপুর প্রভৃতি ও পূর্ব্ববঙ্গীয় চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অগণিত সমাজগুলিতে একরূপ আচার প্রচলিত করা আবশ্যক। বার রাজপুতের তের হাঁড়ীর মত আমাদের এক লক্ষ বৈদ্যের বিংশতাধিক সমাজ, তাহাদের মধ্যে কোথাও ব্রাহ্মণাচার কোথাও বৈশ্যাচার, কোথাও শূদ্রাচার, আবার কোথাও পাশ্চাত্য প্রভাবে ম্লেচ্ছাচার। এরূপ হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। অন্যান্য সমাজের কদাচারের জন্য ব্রাহ্মণাচারপরায়ণ শ্রীখণ্ডীয় বৈদ্যসমাজের মস্তক হেট হইতেছে। রাঢ়ের মুকুটমণি শ্রীখণ্ডের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ও সদাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া সকল বৈদ্যসমাজ একরূপ আচার পালনে তৎপর হউন। নিজের মনে সন্দেহ বা অবিশ্বাস থাকিলেও সমগ্র জাতি আজ ইহা চাহিতেছে বলিয়া, অন্ততঃ জাতীয় অনুরোধ রক্ষার জন্য এক রূপ আচার গ্রহণ করুন। ইংরেজেরা যেরূপ হ্যাট, কোট, প্রভৃতি ত্যাগের কথা কল্পনাও

করেন না, এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে নানা অসুবিধা সত্বেও জাতীয় গাম্ভীর্য্য ও চরিত্র রক্ষার জন্য সততই একান্ত রক্ষণীয় সদাচার হিসাবে, ঐগুলির ব্যবহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যে আচার বৈদ্যব্রাহ্মণের পক্ষে সদাচার এবং যাহা পালন না করিলে মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম সুরক্ষিত হয় না, তাহা সকলেরই পালন করা উচিত। বিভিন্ন সমাজগুলিতে আচারৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় গঠন কার্য্য অনায়াসসাধ্য হয় এবং সুদূরভবিষ্যতে সামাজিক আদান প্রদানের পথও প্রশস্ত হইতে পারে।

(১০) ভারতবর্ষে বা বঙ্গদেশে এমন কোনও জাতি নাই, যাহার সংখ্যা এত অল্প, অথচ আচার এত বিভিন্ন। যজনব্রাহ্মণ সমাজে যেমন এক আচার, বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজেরও তদ্রূপ এক আচার হওয়া উচিত। যজনব্রাহ্মণ সমাজে কাহারও ১৫ দিন কিম্বা ৩০ দিন অশৌচ নাই, বৈশ্যত্বব্যঞ্জক গুপ্ত উপাধিও নাই, বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ঐগুলি থাকা উচিত নহে, তৎপরিবর্ত্তে নামান্তে শর্ম্মা উপাধি ও দশাহ অশৌচ হওয়াই উচিত। (ক্রমশঃ)

সমাজে দরিদ্রতার কারণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীচিন্তাহরণ সেনশর্ম্মা, ঢাকা।)

কেবল মাত্র বরপক্ষীয়গণকে দোষী করিলেও চলে না। পণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মেয়ের বাবারাই প্রকৃত দায়ী এবং প্রধানতম কারণ। যে জন্যই হউক কন্যাপক্ষীয়গণ যদি নিলাম খরিদ করিতে না যান, তাহা হইলে ছেলের বাবার সাধ্য নাই যে, দাম বৃদ্ধি করে। এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক্ষেত্রে পড়িয়া কন্যাপক্ষীয়গণ নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিতেছেন। তাঁহারা যদি সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েন যে "পণ দিয়া মেয়ে বিবাহ দিব না" তাহা হইলে অতি সহজেই পণ প্রথা নিবারণ হইতে পারে। আমাদের সমাজ-হিতৈষিণী সমিতি সমূহ যদি—"পণ গ্রহণ করিব না"—প্রতিজ্ঞার পরিবর্ত্তে 'পণ দিয়া মেয়ে বিবাহ দিব না" প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লয়েন, তাহা হইলে অতি সহজেই সমাজ হইতে পণপ্রথা নিবারিত হইতে পারিবে আশা করা যায়। এমন কেহই ভীষ্মদেব বা মহাত্মা নাই যে, রৌপ্যখণ্ডগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিবেন। সামান্য দু'একটা কথার জোরেই যদি এতগুলি টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা যে না করে সে মূর্খ। বরং সাপকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে তথাপি ছেলের বাবারূপ জীবকে বিশ্বাস করা যায় না। সাপের বিষদন্তরূপ পণপ্রথা নিবারণ করিতে হইলে ওঝা পাকা হওয়া চাই। পণপ্রথা নিবারণ করা কন্যাপক্ষীয়গণই সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। পণপ্রথার একদিকে যেমন কন্যাপক্ষীয়গণ নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন, অপর দিকে আবার বর কর্ত্তাকে অপব্যয়ের প্রশ্রয় দেওয়া

হইয়া থাকে। যাঁহারা পণ গ্রহণ করেন তাঁহাদের অনেকেরই সেই টাকা সঞ্চিত থাকে না বা কোনও বিশেষ উপকারে আসেনা। পণের টাকা যদি সঞ্চিত থাকিত কিম্বা সমাজের কোনও হিতকর অথবা দেশের কল্যাণে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে ক্ষোভের কোনও কারণ ছিলনা; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে উহার সমস্তই বিলাসিতা প্রভৃতি নানারূপ বাজে কাজে ব্যয়িত হইয়া যায়। পণের টাকা হইতে অন্ততঃ ৫৲ টাকা সমাজের কল্যাণে ব্যয় করিবার সৎসাহস কাহারও আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বিপন্নের শোণিত শোষণ করিয়া এরূপ বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া যে কতদূর বর্ব্বরতা বা ঘৃণ্য কাজ তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য। আবার অধিকাংশ বিবাহেই দেখা যায় বর পক্ষীয়গণ বিপক্ষ অর্থাৎ কন্যাপক্ষকে নানারূপ অপদস্থ ও উৎপীড়িত করিতে পারিলেই তাহারা সময় বিজয়ী ভাবিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হন। এই সমস্ত বরপক্ষগণ কি বাস্তবিকই মানুষ পর্য্যায়ের বহির্ভূত নহেন?

আমাদের মধ্যে অসংখ্য সমাজ বিভাগ ও পণ-প্রথা নিবারণে পরিপন্থী। সমাজের সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন যাহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ টাকা আদায় করিতে সুবিধা পাইতেছে। প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইলে অর্থাৎ যাহার যেখানে সুবিধা পাত্র যোগাড় করিয়া অতি সহজেই কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে সমর্থ হইতেন কিন্তু গণ্ডীবদ্ধ থাকার দরুণ নিজ নিজ সমাজ মধ্যস্থ অর্থগৃধ্নুদিগের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হয়েন। আমাদের সমাজের নেতা মহোদয়গণ আমাদিগকে "ব্রাহ্মণত্ব" প্রদানে প্রয়াসী এবং তদনুরূপ নামান্তে শর্ম্মা ব্যবহার ও অশৌচাদি নিয়ম পালন নিয়াই মহাব্যস্ত, কিন্তু স্ব স্ব প্রাধান্য লোপ ভয়ে কেহই সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে এক সমাজভুক্ত করতঃ সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া পরস্পরের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য অথবা যে কাজ করিলে সামাজিক অর্থাভাব তিরোহিত হইতে পারে সেরূপ কোনও ব্যবস্থায় চেষ্টিত দেখা যায় না। সমাজকে প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রদান করিতে পারিলে সহজেই বর্ত্তমান পণপ্রথার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। অর্থাভাব প্রযুক্ত অনেকেই যথা সময়ে মেয়ে বিবাহ দিতে অসমর্থ। তাঁহারা যাহাতে ভিটাবাড়ী বন্ধক দিয়া কন্যা বিবাহের ইন্ধন যোগাড় না করেন তাহারও সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। "পণ নিব না" প্রতিজ্ঞায় কোনও কাজ হইবে না "পণ দিব না" প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে হইবে।

বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতা।

বড়ই ক্ষোভের বিষয় এই যে বৈদ্যসমাজস্থ অধিকাংশ লোকই ঋণজালে জড়িত। ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে "অমিতব্যয়িতাই" ইহার প্রধানতম কারণ। বৈদ্য জাতির মধ্যে আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। দেখা যায় অনেকের গৃহে অন্ন সংস্থান নাই, হস্ত কপর্দক শূন্য, সর্ব্বদাই পাওনাদারগণের তাগাদা সহ্য করিতে হইতেছে এবং অর্থাভাব নিবন্ধন সংসারে নানারূপ অশান্তি বিদ্যমান; কিন্তু বাহিরে বেশ চাকচিক্যশালী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির ন্যায় নানাবিধ বিলাসের দ্রব্য ও আসবাবে গৃহপূর্ণ করিতেছেন,—

নিত্য নূতন পোষাক পরিচ্ছদে স্ত্রীপুত্রদিগকে সজ্জিত করিতেছেন এবং কতকগুলি অনাবশ্যক ব্যাধি সৃজন করিয়া দৈনিক ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন। ফলে একদিকে যেরূপ অর্থাভাব জনিত অশান্তি ভোগ করিতে হইতেছে, অপরদিকে আবার বিলাসিতার পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অকাল মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। ইহা অপেক্ষা জাতীয় অবনতি আর কি হইতে পারে?

বৈদ্যসমাজে এরূপ লোক সংখ্যা অতি অল্পই আছে, যাঁহারা অর্থাভাব নিবন্ধন নানাবিধ অশান্তি ভোগ না করিয়া থাকেন। বৈদ্যজাতির মধ্যে কি ধনী কি নির্ধন সকলেই নিজ নিজ আয় ও অবস্থার কথা বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদাই আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন; সুতরাং বাধ্য হইয়াই ঋণজালে জড়িত হইতে হয়। এইরূপ প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শেষে এরূপ দাঁড়ায় যে মৃত্যুর পর স্ত্রী পুত্রদিগের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকেনা। বৈদ্যসমাজের মধ্যে এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা পিতৃকৃত ঋণ ছাড়া অন্য কিছু নগদ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। বৈদ্যসমাজের দৈনিক ব্যয় যেরূপ নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী নহে, তদ্রূপ সাময়িক ব্যয় অর্থাৎ বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যাপারেও সেই চিরন্তন প্রথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। বিবাহাদি উপলক্ষে দেখা যায়, কন্যাপক্ষ হইতে অর্থ শোষণ করিয়া নিরর্থক আমোদ প্রমোদে ব্যয় করা হয়। বিপন্নের শোণিত শোষণ করিয়া এইরূপ অপব্যয় করিতে যাঁহারা চিরাভ্যস্ত তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। "কর্ত্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং" প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করা আবশ্যক, নচেৎ সময় বিশেষে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রকারগণও আয়ের এক ষষ্ঠাংশ সঞ্চয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা এই সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির নিরাকরণ করিয়া নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী দৈনিক খরচ পরিমিত অর্থাৎ কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন এবং বিলাসিতা প্রভৃতি আগন্তুক ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত হইতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত এই অধঃপতিত বৈদ্যসমাজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইবে না।

অসময়ে ও অনুপযুক্ত বিবাহ।

সমাজস্থ বর্ত্তমান প্রচলিত অসাময়িক ও অনুপযুক্ত বিবাহাদিও সামাজিক অবনতির অন্যতম কারণ। মহাত্মা মনু বলিয়াছেন :—

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥"৮৯।৯ অধ্যায়

অর্থাৎ গুণবান বর প্রাপ্ত না হইলে, কন্যা যদি ঋতুমতী হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্তও অবিবাহিতাবস্থায় গৃহে থাকে তাহাও ভাল, তথাপি গুণহীন মূর্খের নিকট কখনই কন্যাদান করিবে না। অতএব দেখা যায় আমাদের শাস্ত্রকারেরাও মূর্খ এবং গুণহীন পুরুষের বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমাজের এমনই দুর্দ্দশা যে এই সমস্ত অমূল্য আদেশ পদদলিত করিয়া পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক প্রত্যেকেরই একটী বিবাহ করিয়া

সমাজে দিন দিন ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা চাই। আর অভিভাবকগণ ও নিজ নিজ সন্তানগণের ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা না করিয়া এবং ততোধিক কন্যার পিতার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া পুত্র-বধূ ও পৌত্র মুখ দর্শনাভিলাষে অতি অল্প বয়সেই সন্তানদিগকে বিবাহরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দিয়া সুকুমারমতি বালকদিগের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত ও সমাজে দরিদ্রতার পথ সুগম করিয়া দিয়া দিন দিন সমাজে রুগ্ন সন্তান ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, সন্তানদিগকে বিবাহ দিতে পারিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের শেষ হইল। ইহাতে যে কি বিষময় ফল হইয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখেন না। অবশ্য পণপ্রথা'ও ইহার একটী প্রধানতম কারণ। ছেলের জন্ম হইলেই পিতা একটী হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখেন যে কি ভাবে এবং কত টাকা কন্যার পিতার নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে এবং পড়িতে পড়িতে ছেলেব বিবাহ দিতে পারিলে যে টাকা আদায় করা যাইতে পারে চাকুরিতে প্রবেশ করিলে তাহা হয় না। ইহা একটী বেশ লাভজনক ব্যবসা বটে। বিবাহ হইলে পুত্রকন্যা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আগে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইত বলিয়া বিবাহের পর ৫।৭ বৎসর অতিবাহিত হইত ; কিন্তু এখন বয়স্কা মেয়েদের ঘরে আনার দরুণ এক বৎসর ও অতিবাহিত হইতে চাহে না। এখন ছেলে ও মেয়ের বয়স ৪।৫ বৎসরের বেশী ব্যবধান হইতে দেখা যায় না। পড়িতে পড়িতেই বেশ পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধারের পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। অসময়ে উৎপাদিত সন্তানাদি কখনুই দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হয় না। প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সকল দেশের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য গণই অসময়ে বিবাহের ও সন্তানোৎপাদনে অশেষ অকল্যাণের কথাই বলিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

রংপুর জিলাবাসী বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের জাগরণ।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা সহকারী সম্পাদক।

বিগত ২১শে আষাঢ় ও ৩রা শ্রাবণ গাইবান্ধার সহরবাসী ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অবস্থিত বৈদ্যগণ স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের বাসাবাটীতে সমবেত হয়েন। উক্ত সভাদ্বয়ে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন দাশশর্ম্মা বৈদ্য জাতির ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। সভায় উপস্থিত সমস্ত বৈদ্যগণই বৈদ্যগণের মুখ্য ব্রাহ্মণ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া অবিলম্বে যথারীতি ব্রাহ্মণবৎ সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তবে এ সহরেও নিকটবর্ত্তীস্থান সমূহে যে সকল বৈদ্যব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছেন তাহারা সকলেই বিদেশবাসী। তাঁহারা সকলেই ৺শারদীয় পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইয়া, যাঁহারা অনুপনীত আছেন তাঁহারা উপনীত হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

তৎপর ১০ই শ্রাবণ তারিখে আরও একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এতৎ প্রদেশে কার্য্য পরিচালনের জন্য বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির একটী শাখা সমিতি গঠন করা স্থিরীকৃত হওয়ায় নিম্নলিখিত সদস্যমণ্ডলী দ্বারা একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।—

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা কবিরাজ। ২। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাশশর্ম্মা ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট। ৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন দাশশর্ম্মা কবিরাজ।
৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা কবিরাজ।

পরিচালক সমিতির সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী সেনশর্ম্মা এম এ। ২। শ্রীযুক্ত রমনীমোহন দাশশর্ম্মা বিএ, এল, ৩। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশশর্ম্মা ৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্তশর্ম্মা, ৬। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাশশর্ম্মা।

চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

(অধ্যাপক শ্রীকরুণাময় দাশশর্ম্মা খাস্তগির এম্ এ সম্পাদক।)

মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছা মস্তকে ধারণ করিয়া চট্টগ্রাম বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনী গত বৈশাখ মাসে নববর্ষে পদার্পন করিয়াছে। গত বৎসর শারদীয় অবকাশের পূর্ব্বে আপনাদের সমক্ষে সম্মিলনীর ষান্মাসিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। উহা গত বৎসরের "বৈদ্য-প্রতিভা"র পৌষসংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য আপনাদের সম্মুখে গত বৎসরের একটা সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ উপস্থিত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে চারিটী সাধারণ ও তিনটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রথম অধিবেশনে, গতবৎসরের সভাপতি, সহসভাপতি, সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মেম্বরগণ নির্ব্বাচিত হন। সেই সভায় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ দত্তশর্ম্মা রায় মহাশয় জাতীয় অভাব অভিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য একখানা পত্রিকা প্রচারের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সেই প্রস্তাবানুযায়ী গত বর্ষের বৈশাখ মাস হইতে "বৈদ্যপ্রতিভা" নাম্নী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এই পত্রিকার সাহায্যে জাতীয় সংস্কারের সংবাদ ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানের খবর সমাজে প্রচারিত হইতেছে এবং ইহার ফলে সমাজে কতটা সদাচারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা পরের বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারিবেন। বৈদ্যপ্রতিভা সম্বন্ধে গত ফাল্গুনমাসের বৈদ্য-হিতৈষিণী পত্রিকায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনশর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন

তাহা হইতে কিয়দংশ আপনাদের অবগতির জন্ত উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "বহুকাল পূর্ব্বে বৈদ্যজাতির হিতকল্পে "বৈদ্যসঞ্জীবনী" "ধন্বন্তরি" ও "সন্দ্যায়মালা" প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা যে উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত এপত্রিকার উদ্দেশ্যের যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

বৈদ্য বলিলে বৈদ্যব্রাহ্মণজাতি বুঝায় এবং সদাচার ও স্বধর্ম্ম রক্ষাই যে সেই জাতির জাতীয় ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার উপায় ও প্রচেষ্টা ঐ সকল পত্রিকার পরিচালকগণের মধ্যে একমাত্র স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ব্যতীত আর কেহই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত করেন নাই। ঐ সকল পত্রিকা প্রকাশে বৈদ্যজাতির গৌরব রক্ষা করিতে প্রয়াস করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সুপ্ত বৈদ্যসন্তান দিগকে জাগাইবার জন্ত "বৈদ্য-প্রতিভা" সম্পাদক মহাশয় যেরূপ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, এরূপ চেষ্টা পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা আর কেহই করেন নাই। শর্ম্মান্ত পদ ব্যবহার ও একাদশাহে শ্রাদ্ধ যে বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের চিরন্তন রীতি, নানা কারণে বহুকাল হইতে বৈদ্য সামাজিকগণ যে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সমাজের সে বিস্মৃতি "বৈদ্য-প্রতিভা" হইতে অপনোদিত হইয়াছে। আপনারা সকলেই অবগত আছেন মুষ্টিমেয় বৈদ্যজাতির মধ্যে তিন রকম আচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাচার, বৈশ্যাচার ও শূদ্রাচার। রাঢ়ে ব্রাহ্মণাচার ও বৈশ্যাচার দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে শূদ্রাচার, কচিৎ বৈশ্যাচার দৃষ্ট হয়। এই আচারবৈষম্য দূরীভূত না হইলে কখনও বৈদ্যজাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে না। এই আচারবৈষম্য দূরীকরণ মানসে "বৈদ্য-প্রতিভায়" অনেক শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে এবং উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সমাজে সদাচার প্রবর্ত্তনের জন্ত বহুল চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার ফলে গত বর্ষে প্রায় দ্বিশতাধিক চট্টলবাসী ও চট্টলপ্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন; বহু আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে; বহু দৈব, পৈত্রকর্ম্ম ও বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নাম উল্লেখে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বৈদ্য-প্রতিভা"র জাতীয় সংস্কারের আন্দোলনের ফলে অন্তান্ত জিলার বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজেও জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্ত চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। গত বর্ষে নোয়াখালীতে, বিক্রমপুরে ও ঢাকায় অনেক সভা সমিতি হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে বহু বৈদ্য ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন এবং শর্ম্মান্ত নাম উল্লেখে দৈব পৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। "বৈদ্যপ্রতিভা" প্রচার আমাদের সম্মিলনীর গত বর্ষের প্রধান কাজ। এই কাজে আমরা গ্রাহক মহোদয়গণের ও সম্মিলনীর যে সকল সভ্যগণের সহায়তা পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, ভবিষ্যতেও আমরা তাঁহাদের সহানুভূতি ও সহায়তা পাইতে পারিব।

এতদ্ব্যতীত বিগত মাঘমাসে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিবসে সম্মিলনীর ক্ষেত্রে বহু ব্রাত্য

বৈদ্যসন্তানের উপনয়নের বন্দোবস্ত, এই সম্মিলনীকে করিতে হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে সমিতির গরীব বৈদ্যসন্তানের উপনয়নের খরচ বৈদ্যব্রাহ্মণ-ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। সম্মিলনীর অক্লান্ত কর্ম্মী কবিরাজ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ও অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া এই কার্য্য সমাধা করাইয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার উৎসাহ ও চেষ্টার ফলে চট্টগ্রামের বহু ব্রাত্য-বৈদ্যসন্তান ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সদাচারী হইতেছেন এবং জাতীয়কুলধর্ম্ম রক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেছেন। অধ্যাপক—শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা, শাস্ত্রী, এম, এ, মহোদয় গত ফাল্গুন মাসের "বৈদ্য হিতৈষিণী" পত্রিকায় "জাতীয় জীবন গঠনে চট্টগ্রামের উৎসাহ" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রত্যেক জাতির প্রধান কর্ত্তব্য অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া প্রাণপণে নিজের জাতির উন্নতির চেষ্টা করা। ফলতঃ যে সঙ্ঘশক্তির অভাবে জীবন সংগ্রামে শক্তিহারা হইয়া বৈদ্যজাতি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সেই সঙ্ঘশক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যে দুর্ব্বার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া অতি ক্ষুদ্র অণুপরমাণুও এই অনন্ত বিশ্বে আপন সত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধনই আমাদের জাতীয় জাগরণের একমাত্র উপায়। সকল বৈদ্যকে একমনে একপ্রাণে এই সঙ্ঘশক্তির উপাসনা করিতে হইবে। পরস্পরের মধ্যে ভেদ বা অসদ্ভাব থাকিতে সঙ্ঘশক্তির সম্যক জাগরণ অসম্ভব। এই হেতু বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির যাঁহারা পিতৃস্থানীয়, তাঁহারা নিখিল বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতিকে একরূপ আচার গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি পূর্ব্বক সঙ্ঘগঠন একমাত্র ব্রাহ্মণাচারেই সম্ভব, অন্য আচারে নহে। বৈশ্যাচারী বা স্বেচ্ছাচারী বৈদ্যগণ স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণাচারী হইতে পারেন, ইহাতে শাস্ত্রমর্য্যাদা ও জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয় এবং আত্মারও উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু যাঁহারা আবাহমানকাল হইতে ব্রাহ্মণাচার পালন করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে অসদাচারী হইয়া, অসদাচারীদিগের সহিত মিলন কখনও সম্ভবপর নহে। সপরিচ্ছদ ও নগ্ন এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে হইলে, নগ্নকে বস্ত্র পরিধান করাইবার চেষ্টাই সমীচীন।" এই সম্মিলনী নগ্নকে অর্থাৎ ব্রাত্য বৈদ্যগণকে বস্ত্র পরিধান করাইবার অর্থাৎ উপনীত করাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই কার্য্যের সফলতা আপনাদের উপর নির্ভর করে। যদি আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অনুপনীত আছেন, তাঁহারা সকলেই উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সদাচারী হন, তবে নিখিল বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির মিলনের পথ সুগম হইবে।

গত বর্ষের আর একটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা, এই সম্মিলনীর একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয়ের চট্টগ্রাম পরিত্যাগ। তিনি চট্টগ্রাম হইতে বদলী হইয়া ঢাকা গিয়াছেন। এতদুপলক্ষে গত বর্ষের ২রা আশ্বিন সম্মিলনীর এক অসাধারণ সভার অধিবেশন হয় এবং তথায় কবিরাজ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় যোগেশবাবুকে

একখানা অভিনন্দন প্রদান করেন। উহা গত কার্ত্তিক মাসের "বৈদ্যপ্রতিভায়" প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সভায় উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের আলোকচিত্র গৃহীত হয় এবং যোগেশ বাবুকে তাহার এক কপি দেওয়া হয়।

গত বর্ষে বিক্রমপুর অম্বষ্ঠ সম্মিলনী ও নোয়াখালী জিলার বৈদ্যসম্মিলনীর বার্ষিক সভায় যোগদান করিবার জন্য আমাদের সম্মিলনীকে আহ্বান করা হইয়াছিল। সম্মিলনীর পক্ষ হইতে কবিরাজ মহাশয়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা দস্তিদার বি, এল মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দাশ শর্ম্মা মহাশয় বিক্রমপুর সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ অগ্রহায়ণ মাসের "বৈদ্যপ্রতিভায়" প্রকাশিত হইয়াছে। নোয়াখালী বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে আমাদের সম্মিলনীর পক্ষ হইতে একমাত্র কবিরাজ মহাশয় যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ গত পৌষ মাসের বৈদ্যপ্রতিভায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সব কাজ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনী প্রচার কার্য্যেও মনযোগী হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে গত ২৯শে চৈত্র নয়াপাড়া গ্রামের কয়েক জন বিশিষ্ট বৈদ্য মহোদয়গণের আহ্বানে, সম্মিলনীর পক্ষ হইতে কবিরাজ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সেনশর্ম্মা বি, এ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্ম বি, এল, শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্রলাল দত্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দাশশর্ম্মা বি, এ, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাশশর্ম্মা, ও সম্পাদক নয়াপাড়া গ্রামে যান এবং স্থানীয় হাইস্কুলে এক মহতী সভায় যোগদান করেন। ঐ সভায় নয়াপাড়া ও কোয়েপাড়া গ্রামের বহু বৈদ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে অনেকে বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একীকরণ ও একাচার গ্রহণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সভার বিস্তৃত বিবরণ গত বৈশাখ মাসের বৈদ্যপ্রতিভায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আয় ব্যয়ের হিসাব ঃ— গত বৎসর "বৈদ্যপ্রতিভার" মোট ৭২০ জন গ্রাহক হইতে পত্রিকার চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। গত ফাল্গুন মাসের "বৈদ্যপ্রতিভা"র গত বৎসরের ১৬ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ তারিখ পর্য্যন্ত মোট আয় হইয়াছিল ১০০৩৷৵০ আনা। তৎপর ৯৮ জন গ্রাহক হইতে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে ১১৮৷০ আনা। তাহা হইলে গত বৎসরের আয় সর্ব্বসমেত ১১২১৸৵০ আনা হইয়াছিল এবং ব্যয় ১২২৬৸১০ আনা। যাহা ঘাটতি আছে, তাহা এই বৎসরের আয় হইতে পূরণ করা যাইবে।

উপসংহারে আমাদের সম্মিলনীর সফলতা বিষয়ে বৈদ্যহিতৈষিণীতে প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয়ের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

"যোগেশ বাবু ও কবিরাজ মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের বহু পূর্ব্বে চট্টগ্রামকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। যখন বঙ্গের অপরাপর অংশে বৈদ্যসন্তানগণ ভ্রান্তি সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন ছিলেন, তখন সাগরচুম্বিতচরণা শৈলকিরীটিনী চট্টলা তরুণ তপনের রক্তরাগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন পশ্চিম বঙ্গে বহু যুগের বৈশ্যাচার রূপ জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া প্রাচীন

কলকরণি মুগ্ধ বৈদ্যসন্তানদিগকে দিনমুখের সমাগম বার্তা নিবেদন করিতে পারে নাই, তখন চট্টলার পুণ্যক্ষেত্রে বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের বেদধ্বনিতে মুখরিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছিল। এক সময়ে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ প্রভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, সেই চট্টগ্রাম এখন বর্ণাচার পালনে বৈদ্যজাতির তীর্থভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে।"

উপরোক্ত উক্তি কি আমাদের চট্টগ্রামের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় নহে? হে চট্টল বাসী ও চট্টল প্রবাসী বৈদ্যভ্রাতৃগণ, আসুন, আমরা সকলে একত্রিত হইয়া সমাজে সদাচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করি। যদি আমাদের মধ্যে বৈশ্যশূদ্রাচাররূপ কদাচার দূরীভূত হইয়া সদাচার প্রবর্ত্তিত হয়, তবে নিখিল বঙ্গীয় বৈদ্যগণের মিলনের পন্থা সুগম হইবে। আসুন, আমরা সকলে সেই মিলনের দিন সত্বর আনয়ন করিবার জন্য প্রয়াসী হই। সর্ব্বশেষে, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে আমার অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

ফরিদপুর জিলার বৈদ্যগ্রামগুলির তালিকা।

(অধ্যাপক—শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ।)

৩০। মসুরা দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে—পোঃ ভোজেশ্বর, সবপোঃ উপসি। শক্তিগোত্রের সরকার উপাধিধারী বুরুণসেন। ইঁহারা পূর্ব্বে বিখ্যাত জপসাগ্রামে বাস করিতেন।

৩১। ধানুকা—দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে, পোঃ পালং।

৩২। বোকাইনগর—দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে।

৩৩। নগর—দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে, পোঃ উপসি। শক্তিগোত্র শিয়াল, মাধব, পদ্ম ও হিঙ্গু (পীতাম্বর)। ধন্বন্তরিগোত্র বলভদ্র, উচলি। মৌদ্গল্যগোত্র বিষ্ণুদাশ (এখন নির্ব্বংশ), কার্ণদাশ। কাশ্যপগোত্র কায়ুগুপ্ত।

এই গ্রামের অধিকাংশ বৈদ্যই পূর্ব্বে বিখ্যাত জপসা গ্রামে বাস করিতেন।

৩৪। পালং—দক্ষিণবিক্রমপুরের মধ্যে, পোঃ পালং। শক্তিগোত্র মাধব, হিঙ্গু, বর্দ্ধালদ, প্রভাকর, পীতাম্বর), বুরুণ (করগাঁও)। ধন্বন্তরিগোত্র বলভদ্র। মৌদ্গল্যগোত্র বিষ্ণুদাশ, কার্ণদাশ, নরদাশ (রঘুনন্দন), নিমদাশ, পাহিদাশ, সত্যবন্তদাশ। কাশ্যগোত্র কায়ুগুপ্ত, মহীপতিগুপ্ত। ভরদ্বাজগোত্র দাশ, আরও কোনও ২ বংশ থাকার সম্ভব। এই গ্রামের অধিকাংশ বৈদ্যই পূর্ব্বে বিখ্যাত রাজনগরগ্রামে বাস করিতেন।

৩৫। ডোমসার—দক্ষিণবিক্রমপুরের মধ্যে, পোঃ কুঁয়রপুর, সব পোঃ চিকন্দি। শক্তিগোত্র হিঙ্গু (বর্দ্ধালদ)। ধন্বন্তরিগোত্র [illegible]। মৌদ্গল্যগোত্র নিমদাশ।

৩৬। কুঁয়রপুর—দক্ষিণবিক্রমপুরের মধ্যে, পোঃ কুঁয়রপুর, সব পোঃ চিকন্দি। শক্তিগোত্র হিন্দু (ধর্ম্মীজন, প্রভাকর) গণ, মাধব, শিয়াল। ধন্বন্তরিগোত্র বৈদ্যবল্লভ, উচলি, রায়। মৌদ্গল্য গোত্র নিয়দাশ। কাশ্যপগোত্র কায়ুমৃত্যুঞ্জয়, কায়ুনীলাম্বর।

গোপালগঞ্জ মহকুমা।

১। কাশীয়াণী—পোঃ কাশীয়াণী (Kasiani)। এই গ্রামে ধন্বন্তরিগোত্রের উচলি প্রভৃতি বহু বৈদ্যের বাস।

২। পিজলিয়া—পোঃ কাশীয়াণী। সেন, দাশ, দেব।

৩। কোটালীপাড়া—ইহা একটি পরগণা। এখন ইহা গোপালগঞ্জ মহকুমার মধ্যে। পূর্ব্বে ইহা মাদারিপুর মহকুমার মধ্যে ছিল। এই পরগণার অনেক গ্রামে বৈদ্যের বাস।

৪। কাশাতলী—পরগণা কোটালিপাড়া, পোঃ কোটালিপাড়া। ধন্বন্তরিগোত্র উচলি, মৌদ্গল্যগোত্র পাল্লদাশ, নয়দাশ। এতদ্ব্যতীত কর উপাধিধারী বৈদ্যও আছে।

৫। পিঞ্জরি—পরগণা কোটালিপাড়া, পোঃ পিঞ্জুরি (Pinjuri) সব পোঃ কোটালিপাড়া। শক্তিগোত্র হুহিসেন। ধন্বন্তরিগোত্র উচলি। মৌদ্গল্যগোত্র কার্ণদাশ, নয়দাশ। পরাশরগোত্র কর। এতদ্ব্যতীত ধরও আছে।

৬। গোয়ালঙ্ক (Goalanka)—পরগণা কোটালিপাড়া, পোঃ পিঞ্জুরি, সব পোঃ কোটালি পাড়া, ধন্বন্তরিগোত্র উচলি। পরাশরগোত্র কর। বৈশ্বানরগোত্র সেন।

৭। দীঘিরপাড়া—পরগণা কোটালিপাড়া, পোঃ পিঞ্জুরি, সব পোঃ কোটালিপাড়া। শক্তি-গোত্র শিয়াল এবং হুহিসেন।

৮। আমতলী—পরগণা কোটালিপাড়া, পোঃ কোটালিপাড়া। মজুমদার উপাধিধারী করের বাস।

৯। ডহুরাতলী—পরগণা কোটালিপাড়া, পোঃ কোটালিপাড়া। পরাশরগোত্র করের বাস।

১০। বোয়ালিয়া—পোঃ মকসুদপুর (Maksudpur)। সেন এবং দত্তের বাস।

১১। কাফুরা—পোঃ কাফুরা (Kafura)। নিয়োগী বৈদ্যের বাস।

১২। কাজুলিয়া—পোঃ কাজুলিয়া (Kajulia, সব পোঃ গোপালগঞ্জ। ধন্বন্তরিগোত্র বিবর্দ্ধন, আদিত্য, কন্দর্প (এখন নির্ব্বংশ)। মৌদ্গল্যগোত্র বিষ্ণুদাশ।

"বর্ত্তমান বর্ষের বৈদ্যপ্রতিভার প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুত সুখরঞ্জন সেনশর্ম্মার প্রবন্ধে অবগত হইলাম যে বাখরগঞ্জ জিলার বৈদ্যগ্রামগুলির আমি যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা ছাড়া ঐ জিলার গাভরিয়া (পোঃ কলসকাঠি) মহিষা, বেজাহার প্রভৃতি আরও কয়েকটি বৈদ্যগ্রাম আছে। ডাকরিয়া পটুয়াখালী মহকুমার মধ্যে। খলিশাকোটা, মাদারকাঠি, (আমি ভুলে মাদারতলী লিখিয়াছিলাম) আলোয়ার, শোনার, বানরিপাড়া এবং কুন্দিহার এই ছয়টি গ্রাম পিরোজপুর মহ-

কুমার মধ্যে। ইহা ছাড়া আর গ্রামগুলি সদর মহকুমার মধ্যে। সুখরঞ্জন বাবুর পত্রে আরও অবগত হইলাম যে, সাহসপুর ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত এবং সাতাইশ সমাজের অন্তর্গত ইদিলপুর সমাজের অধীন। আর লক্ষ্মীদিয়া বা লক্ষ্মীর দিয়া রাজনগর পরগণার মধ্যে। আমি ভুলে সাহসপুর ও লক্ষ্মীদিয়াকে উত্তর সাহবাজপুর পরগণার মধ্যে লিখিয়াছিলাম। প্রবন্ধের ৩০ পৃষ্ঠাতে সুখরঞ্জন বাবু লিখিয়াছেন যে, সিদ্ধকাঠিতে দত্ত আছে। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, এই উক্তি ভুল। আর আমার লিখিত কোনও ২ গ্রামে বৈদ্য নাই এবং কোনও ২ গ্রামে আমার লিখিত বংশ নাই একথা তিনি বলেন। আমি অনেক কুলগ্রন্থ দেখিয়া লিখিয়াছি।

কোনও ২ গ্রামে পূর্ব্বে বৈদ্য ছিল। কিন্তু এখন নাই এরূপ হইতে পারে। যথা খুলনা জিলার চন্দনীমহল, শুভরারা এবং তোনিলহট্ট। আর কোনও ২ বংশ লোপ পাইতে পারে। আমি যে সব গ্রন্থ দেখিয়া লিখিয়াছি তাহাতেও ভুল থাকিতে পারে। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। সুখরঞ্জন বাবু বলেন যে, "অভয়নীলে" বৈদ্য নাই। অথচ ৺শ্যামলাল মুন্সী তাঁহার অম্বষ্ঠতত্ত্বকৌমুদীর ৮৯৩ পৃষ্ঠাতে বলিতেছেন :—

"অমী বল্লভাত্মাসাঞ্চ, অভয়নীলসম্ভবঃ।
মহেশচন্দ্ররায়শ্চ জয়দাশ কুলোদ্ভবঃ॥"

সুখরঞ্জন বাবু বলেন "কয়বা"তে ভবদাশ নাই। অথচ শ্যামলাল মুন্সী তাঁহার পুস্তকের ৮৯০ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন :—

"হরিসেনো ব্যবশাপি কয়েরা গ্রাম সম্ভবাং॥"
গোপাল দাশকন্যাঞ্চ ভব বংশসমুদ্ভবাং॥"

একখানা পাতরাতে দেখিয়াছি মাহিলাড়া নিবাসী বিষ্ণুদাশ বংশীয় দুর্গাপ্রসাদ রায়ের তৃতীয় কন্যাকে কয়েরার রাজারাম ধর বিবাহ করেন। অথচ সুখরঞ্জন বাবু বলেন যে, কয়েরাতে ধর নাই। আমি নিজকে কখনও প্রমাদশূন্য বলিয়া মনে করি না। আমার প্রবন্ধের প্রতি সুখরঞ্জন বাবুর ন্যায় একজন সমাজহিতৈষী লোকের যে দৃষ্টি পড়িয়াছে তজ্জন্য আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। অনুসন্ধানে আরও জানিলাম যে, আটক গ্রামে ধন্বন্তরিগোত্রের বিকর্ত্তন আছে। ক্রমশঃ

যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে শেষ কথা।

শ্রীমন্মথনাথ সেনশর্ম্মা, শালিখা হাওড়া।

মাননীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় জ্যৈষ্ঠ মাসের "বৈদ্য-প্রতিভা"তে যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে;

কিন্তু কত হস্ত পরিমাণ সূতা লইয়া উপবীত প্রস্তুত হইবে সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। উক্ত প্রবন্ধের পরিশিষ্টে আমার নাম সংশ্লিষ্ট থাকাতে ২।১ জন বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান পৈতা প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অতএব যদি কোন বৈদ্যব্রাহ্মণ স্বহস্তে পৈতা প্রস্তুত করিয়া ধারণ করিবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন, সেই জন্ত তাহার বিষয় লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিব।

তন্তু বা সূতা তিন প্রকার, (১) কার্পাস তুলাকে হাতে পাকদিয়া যে সূতা প্রস্তুত হয় তাহা উত্তম, (২) আস্‌লা বা টেকোর সাহায্যে যে সূতা তৈয়ারী হয় তাহা মধ্যম আর (৩) চরকার সাহায্যে যে সূতা উৎপন্ন হয় তাহা অধম বলিয়া কথিত আছে। বর্ত্তমানে হাতে পাক দিয়া অর্থাৎ অঙ্গুলীর টিপ্‌নী দিয়া আর কেহ সূতা কাটিতে পারেন না। আস্‌লা বা টেকোর সাহায্যে কেহ কেহ সূতা কাটিয়া থাকেন আর গান্ধী মহারাজজি অনুকম্পায় আজকাল অনেকেই পুনরায় চরকায় সূতা কাটিতেছেন। ইংরাজের কৃপায় কলের সূতারই প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু কলের সূতার দ্বারায় কোনরূপ ধর্ম্মকার্য্য হয় না অতএব উহা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

"ত্রিবৃদূর্দ্ধং বৃত্তং কার্য্যং তন্তুত্রয়মধোবৃতম্।
ত্রিবৃতঞ্চোপবীতংস্যাৎ তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে" ॥ কর্ম্মপ্রদীপ

৯৬ হস্ত পরিমাণ তিনটি তন্তুকে (সূতাকে) একত্রে লইয়া উপরদিকে পাক দিবে, তৎপরে তাহাকে তিন ভাঁজ করিয়া নীচের দিকে পাক দিবে ইহাই নবতন্তু হইবে। সেই নবতন্তুকে (ন খেই সূতাকে) তিন তার করিয়া একটি গ্রন্থি দিবে, ঐ তিন তারকে ত্রিদণ্ডী বলে। চলিত কথায় আমারা যাহাকে একদণ্ডী পৈতা বলিয়া থাকি।

এইরূপ ভাবে উপবীত প্রস্তুত করিবার তাৎপর্য্য এই:—যজ্ঞকর্ম্ম করিবার জন্ত যখন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়, তখন সেই কর্ম্মকে আয়ত্ত করা আবশুক। কর্ম্মসূত্র স্বরূপ এই জন্ত "কর্ম্মসূত্র" বলিয়া একটি কথাও প্রচলিত আছে। অতএব যজ্ঞসূত্র ধারণে সেই কর্ম্ম সূত্র গ্রহণ করা হয়। কর্ম্ম তিন প্রকার, কায়িক, বাচিক ও মানসিক অথবা বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক। এই জন্ত ঐ সূত্রকে তিন ভাঁজ করা হয়—

"কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্। গীতা।

কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। পরম ব্রহ্মের স্থান উর্দ্ধে; সুতরাং বেদের স্থানও উর্দ্ধে। যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে স্বভাবতঃ তদভিমুখই হইয়া থাকে। এই জন্ত তন্তু বা সূতাকে উপর দিকে পাক দিতে হয় অর্থাৎ পাক ঐ উপর দিকেই থাইয়া থাকে। নীচের দিকে থাকনা সূতা; এলাইয়া যায়। উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ, এই জন্ত ঐ পাকান তেতার সূতাকে তিন ভাঁজ করিতে হয়, এবং তাহাকে (কর্ম্মকে) এই কর্ম্ম ভূমিতে আয়ত্ত করিবার জন্ত নীচের দিকে পাক দিতে হয়

অর্থাৎ এবার আর উপরদিকে পাকদিলে আর পাক থাইবেনা। তাহার পর তাহাকে করিয়া লইতে হয়। দণ্ড শব্দের অর্থ দমন অর্থাৎ সংযম। ত্রিদণ্ডী ধারণে বাক্‌দণ্ড, কায়দণ্ড ও মনোদণ্ড করা বুঝায়।

"ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুনা ত্রিগুণীকৃতম্।
রুদ্রেণতু কৃতো গ্রন্থিঃ সাবিত্র্যাচাভিমন্ত্রিতম্॥ গৃহ্যসংগ্রহ

প্রথমতঃ ব্রহ্মা সূত্র প্রস্তুত করেন, বিষ্ণু তাহা ত্রিদণ্ডী করেন, রুদ্রগ্রন্থি দেন এবং সাবিত্রী দেবী মন্ত্রপূত করেন। সেই জন্য দীক্ষিত ভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে—

"ওঁ ব্রহ্ম যজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সমীতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্যবিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিব॥"

অতএব এই মন্ত্র দ্বারা যিনি সূতা প্রস্তুত করেন অর্থাৎ পৃথিবী সৃজন করেন, সেই ব্রহ্মাকে স্মরণ করিয়া সূত্র নির্ম্মাণ করিবে।

"ওঁ ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধানিদধে পদ সংমূঢ়মস্যপাংশুলে।*

এই মন্ত্র পাঠে যিনি ত্রিদণ্ডী করেন অর্থাৎ জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন সেই বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া ত্রিদণ্ডী করিবে।

"ওঁ আবো রাজান-মধ্বরস্য রুদ্রং হোথা সত্যযজং রোদস্যোঃ।
অগ্নিংপুরাতনয়িত্নোরচিত্তা-দ্বিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বং॥"

এই মন্ত্রে যিনি গ্রন্থি দেন অর্থাৎ সমস্ত সংহার করেন সেই রুদ্রকে স্মরণ করিয়া গ্রন্থি দিবে।

"ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ"

এবং এই গায়ত্রী পাঠে সেই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী শক্তি স্বরূপা সাবিত্রী দেবীকে স্মরণ করিয়া তাহার পর উপবীত ধারণ করিবে। স্মৃতি শাস্ত্রেও এই ভাবে উপদেশ দিয়াছে—

"ত্রিরাবেষ্ট্য দৃঢ়ংবদ্ধা হরিব্রহ্মেশ্বরান্ নমন্।
যজ্ঞোপবীতং পরম-মিতি মন্ত্রেণ ধারয়েৎ॥"

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রকে প্রণাম করত তিনফের করিয়া গ্রন্থি দিয়া "যজ্ঞোপবীতং পরমং" ইত্যাদি মন্ত্রে ধারণ করিবে। উপনয়ন কালে আচার্য্য মানবকে (উপনয়ন সংস্কার বালককে) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়া দেন।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
প্রজাপতের্যৎ সহজংপুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চশুভ্রম্
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তুতেজঃ॥

---

* যজুর্ব্বেদী—পাঠান্তরে, ঋগ্বেদী—পাংশুরে।

হে মাণবক, যে যজ্ঞসূত্র অত্যন্ত পবিত্র, যাহা পূর্ব্বে ব্রহ্মার সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা আয়ুর্বর্দ্ধক, শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদক ও নির্ম্মল যাহা যজ্ঞপুরুষেরই উপবীত, সেই যজ্ঞসূত্র তুমি ধারণ কর, তোমার শারীরিক সামর্থ্য ও ব্রহ্মতেজ হউক। এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দেখিয়া কোন্ ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় ঐ যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যজ্ঞসূত্রের নবতন্তুর নয়টি দেবতা ও নবগুণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে অতএব এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এবং অপরাপর শাস্ত্রীয় প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

উপবীত প্রস্তুত প্রণালী।

গ্রন্থিবিহীন নবতন্তু অর্থাৎ ন খেই সূত্রে দ্বিজাতি কন্যা (মতান্তরে ব্রাহ্মণকন্যা) যজ্ঞোপবীত নির্ম্মাণ করিবেন। পুরুষে ও প্রস্তুত করিতে পারেন।

৪৪ হাত লম্বা তিন খাই একত্রে উপরদিকে পাক দিবেন ঐ রূপ ভাবে ৪৪ হাত সূতা তিন দফায় পাকদিতে হইবে, পাক সম্পূর্ণ হইলে ঐ তিনটি পাক দেওয়া তেতার সূতাকে আবার এক সঙ্গে করিয়া নীচের দিকে পাকদিতে হইবে পাকসম্পূর্ণ হইলে একটি প্রমাণ ত্রিদণ্ডী এবং মাঝারি চার দণ্ডী পৈতা প্রস্তুত হইবে। একসঙ্গে বেশী পৈতা প্রস্তুত করিতে হইলে বেশী সূতার প্রয়োজন। তিন বাণ্ডিল সূতা তিনটি চরকীতে বসাইয়া তিনটি মুখ একত্র করিয়া একটি লাটাইতে গুটাইতে হইবে, চরকীর অভাবে চরকায় নলী পড়াইয়া সূতা কাটিবেন। পর পর তিনটি নলী পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ তিনটি মুখ একত্র করিয়া লাটাইতে জড়াইবেন যতদূর সম্ভব হয়। তাহার পর ২২ হস্ত ব্যবধানে দুইটি খোঁটা বা গাড়ু বসাইবেন. সেই লাটাইয়ের তিন খেই সূতা ক্রমান্বয়ে উহাতে জড়াইতে হইবে। সূতা নিঃশেষ হইলে যে মুখ হইতে সূতা আরম্ভ হইয়াছে সেই মুখে কালীর চিহ্ন বেশ করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে প্রত্যেক কালীর দাগ ২২×২=৪৪ হাত করিয়া সূতা থাকিবে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত মতে পাকদিয়া পৈতা প্রস্তুত করিতে হইবে। পাক দিবার পূর্ব্বে সূতাকে তিন চারি দিবস জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে সূতা শক্ত হইয়া থাকে ও পাক মরিয়া যায়। একটি পৈতার সর্ব্বসমেত ৪৪×৩=১৩২×৩০ বা ৪৪×৯=৩৯৬ হাত সূতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সূতার কোনরূপ গাঁট থাকিলে চলিবে না। টেকোতেও কেহ পাকদিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দফার পাকে গুপারীর ছাল বা ভিজে ন্যাকড়া দিয়া কেহ মাজিয়া লইয়া থাকেন বা সূতা গুটাইয়া তাঁজ করিয়াও কেহ কেহ এক পাথর জলে পৈতা সমস্ত ফেলিয়া মাজিয়া লইয়া থাকেন। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অম্বুবাচীর তিন দিবস এবং স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্মের তিন দিবস পৈতার সূতা কাটা নিষিদ্ধ। সূতা কাটিবার জন্য যে পাঁজা তৈয়ার হয় পৌষ মাসের সম্বন্ধে তাহা কেবল সেই পাঁজ সেই মাসেই শেষ করিতে হইবে। মাঘ মাস কিম্বা তাহার

তাহার পরবর্ত্তী মাসে সেই পাঁজে পৈতার জন্য সূতা কাটিলে অব্যবহার্য্য হইবে। অতএব আমার নিবেদন বৈদ্যব্রাহ্মণেরা যদি নিজেরা স্বহস্তে পৈতা প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। স্বহস্তে করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে প্রাণে যে কতদূর শান্তি আসে ও মন প্রফুল্লিত থাকে তাহা যিনি নিজে করিয়াছেন, তিনি জানেন; অপরে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

কেদার কুল-পঞ্জিকা।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

(শ্রীবিপিনবিহারী দাশশর্ম্মা চৌধুরী, উকিল, কেণিসহর।)

অনেক দিন ধরিয়া চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ "কেদার বংশের" বিস্তৃত কুলপঞ্জিকা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার উদ্যোগ করিতেছি! কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ নানা কারণে তাহা এখন যাবত সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। অথচ বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই তজ্জন্য বিশেষ তাড়া দিতেছেন। তদ্ধেতু এই সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জিকা প্রবন্ধাকারে বৈদ্য প্রতিভায় প্রকাশ করিলাম। ইহাতে প্রস্তাবিত বিস্তৃত কুলপঞ্জিকার সম্পূর্ণ আভাস পাওয়া যাইবে। আমার স্বর্গীয় পিতৃব্য ৺বেণীমোহন দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত একখানি প্রাচীন কুলজী আমাদের কাছে আছে। তাহা এখন অতি জীর্ণ হইয়াছে। ঐ খানি geneological treeর আকারে লিখিত বলিয়া প্রকাণ্ড মেপের ন্যায় হইয়াছে। তাহা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক বলিয়া তদবলম্বনে পুস্তকাকারে প্রস্তাবিত কুল-পঞ্জিকা রচিত হইতেছে। এই কার্য্যে জ্ঞাতিবন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই আমাকে উপকরণ সংগ্রহ ও উপদেশাদিদানে সাহায্য ও উৎসাহিত করিয়া থাকিলেও পটীয়ার প্রবীণ উকিল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী ও চট্টগ্রাম কালেক্টরীর পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হেড্‌ তৌজীনবীশ অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ও চট্টগ্রাম কষ্টম অফিসের ক্লার্ক শ্রীমান যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা কারকর্ত্তা মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পিতৃব্য মহাশয়ের উল্লিখিত কুলজীর শিরোভাগে বংশের ঐতিহাসিক তত্ত্বজ্ঞাপক কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে। ঐ শ্লোকগুলিতে অনেক নকলে বহুতর লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সংশোধন করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ সংশোধন করিতে অনেক বাদ দিতে হয় ও নূতন শব্দ সন্নিবেশিত করিতে হয়। তাহাতে ঐতিহাসিক তত্ত্বের ব্যত্যয় ঘটিবে বলিয়া শ্লোকগুলি যেরূপ আছে অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কারণ ঐ শ্লোকগুলি ছাড়া বংশের অপর কোন ইতিহাস লিপিবদ্ধ নাই। জ্ঞাতিবন্ধুগণ ও বৈদ্যপ্রতিভার

পাঠক মহোদয়গণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রস্তাবিত বিস্তৃত কুলপঞ্জিকা প্রণয়নে উপদেশাদি দানে সাহায্য করিবেন ইহাও এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

চট্টগ্রাম আবকারী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব হেডক্লার্ক বিক্রমপুরনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহোদয় এই স্থান হইতে বদলী হইয়া যাওয়ার সময় আমা হইতে ঐ শ্লোক গুলির নকল নিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে বংশের প্রাচীন তথ্য সংগ্রহে যথাসাধ্য উপদেশ প্রদান করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই যাবত তাঁহার কোন উপদেশ পাই নাই। দাশশর্ম্মা মিশ্রমহাশয় যদি কোন তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন যথা সম্ভব শীঘ্র জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। উক্ত দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয় ইহাও বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতা অঞ্চলে "মহির দাশ" নামে পরিচিত কতকগুলি বৈদ্যব্রাহ্মণ আছেন। সেই সব বৈদ্যব্রাহ্মণের সহিত আমাদের আদিপুরুষ "মহির দাশ" মহাশয়ের সম্পর্ক থাকা সম্ভব। আমি এযাবত ঐরূপ বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের কাহারও নাম ধাম না পাওয়ায় পত্রাদি লিখিয়া জানিতে পারি নাই। সুতরাং এই প্রবন্ধের সাহায্যে আমি উক্তরূপ বৈদ্যব্রাহ্মণ মহোদয়গণেরও উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি। এই কার্য্যে আমাকে যে যে রূপ সঙ্গত উপদেশ প্রদান করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

অবতরণিকা।

কেদারবংশীয়েরা ভরদ্বাজগোত্রীয় "ভরদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত্য" ত্রিপ্রবরযুক্ত সামবেদীয় কৌথুমী শাখার বৈদ্যব্রাহ্মণ। এই বংশের আদিপুরুষগণ দক্ষিণরাঢ়ীয় বনবিষ্ণুপুর, বর্ত্তমান বাঁকুড়া, নামক প্রসিদ্ধ নগরে বাস করিতেন। শোভাসিংহ নামক নরপতির রাজত্বকালে এ বংশের একতম আদিপুরুষ ৺গুরাধর দাশ ঐ নগরে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ৺মহির দাশ অত্যন্ত পণ্ডিত লোক ছিলেন। কতিপয় যবনরাজ কর্ত্তৃক শোভাসিংহের রাজ্য আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইলে ৺মহিরদাশ স্বীয় পুত্র ৺হংসপতি সমভিব্যাহারে আদি বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব-দেশে আসিয়া "যোগীদীপ প্রকাশ যুগদিয়া" নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ৺হংসপতির বংশধরগণ অদ্যাপি "যুগদিয়া" ও দুর্গাপুর নামক স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা তথায় ভরদ্বাজচৌধুরীর বংশধর বলিয়া পরিচিত। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী যুগদিয়া ষ্টেটের ম্যানেজার মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ লোক।

৺মহিরদাশের অপর পুত্র নরহরি। নরহরির পুত্র ৺পীতাম্বরদাশ সপরিবারে তীর্থ পর্য্যটন মানসে বাহির হইয়া চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থ পরিভ্রমণানন্তর নানা স্থানে অস্থায়ীভাবে কাল যাপন করিয়া অবশেষে পটীয়ার এলেকা চক্রশালা পুরীতে আসিয়া স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে তথায় স্থায়ী বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বসতি করিতে থাকেন এবং স্বীয় অসীম ক্ষমতাবলে উত্তরে কর্ণফুলী নদী হইতে দক্ষিণে শঙ্খ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড,

অর্থাৎ পটীয়া থানার এলেকাধীন সমস্ত স্থান অধিকারভুক্ত করেন। পূর্ব্বে ঐ বিস্তৃত ভূখণ্ডের নামই "চক্রশালা পুরী" ছিল। বর্ত্তমানে উহা নানা ভাগে বিভক্ত ও ভিন্ন ২ গ্রামে আখ্যায়িত হইয়া কেবল উক্ত মহাপুরুষের ভদ্রাসন ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ কতিপয় স্থান ব্যাপিয়া "চক্রশালা" গ্রামটী প্রাচীন নাম রক্ষা করিতেছে। তন্মধ্যেও উক্ত ভদ্রাসনের স্থানটী সেই মহাপুরুষের একতম বংশধর ৺কন্দর্প রায়ের প্রতিষ্ঠিত মঠের পবিত্র নাম স্মরণীয় করিয়া "মঠপাড়া" নাম ধারণ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে উপরোক্ত ঘটনাদি সংক্ষেপে জানা যায়। বিস্তৃত ভাবে বংশের ইতিবৃত্ত সহ কুলপঞ্জিকা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও যথা সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

(১) রাঢ়ায়াং যাম্যভাগেঽভূদতি সুনগরে বঙ্গবিষ্ণুপুরাখ্যে।
শোভাসিংহস্য রাজ্যে নরপতিকরিণো দাশ শুক্লাম্বরাখ্যঃ॥
ভরদ্বাজাখ্যগোত্র প্রবরত্রিতয়ক কৌথুমীশাখয়া চ।
ধারাজাত মহিম্নস্য চ ভিষকবংশোদ্ভূতো বিপশ্চিতঃ॥
শোভাসিংহস্য যুদ্ধে যবন নৃপতিনা রাজ্যভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ।
যোগীদ্বীপঙ্গতোঽসৌ নিজসুতসহিতো হংসপত্যাভিনাম্না॥
তেজ্জ পীতাম্বরাখ্য ঙদনুজ সহজ শ্রীরাম নাথো দাশঃ।
জাত পীতাম্বরস্যাত্মজ মুকুট ইব মদন রাঘবোদাশনাম॥

(২) তস্মৌ পীতাম্বরংসৌ সতনুজা বিদুষা রাঘবাখ্যোনধীমান্।
ভূচক্রে চক্রশালা পুরমুপানিবসন্ চট্টলগ্রাম মধ্যে॥
তস্যাপি রাজ্যমাসীৎ কর্ণফুলী সরিতো দক্ষিণাস্তশ্চযাবৎ॥

(৩) গৌড়দেশস্থিতং পূর্ব্বং রাঢ়ায়াঞ্চ অতঃপরং।
নবদ্বীপ শিবস্থানং বাসো কুলীনমণ্ডলং॥
রাজ্যভঙ্গ প্রসঙ্গাচ্চ বঙ্গরাজ্যমুপাগত।
তীর্থক্ষেত্র প্রযত্নেন বসবাস যথা তথা॥
যত্রাস্তি বাসুদেবশ্চ যত্রাস্তে হরপার্ব্বতী।
যত্রস্থানে জলে বহ্নি চাটিগ্রাম মনোরমে॥

- ৺লক্ষ্মণ চন্দ্র
  - ভবাক্ষ
    - শুক্লাম্বর
      - মহিরদাস
        - নরহরি
          - পীতাম্বর
            - রাঘবচন্দ্র
              - শিবদাস (কারকণ শাখা)
              - শঙ্করদাস
                - নারায়ণদাস
                  - শম্ভুদাস (কানুনগোর শাখা)
                  - হরিদাস
                    - দেবীপ্রসাদ
                      - শ্রীরাম কারকণ (ভাটীখাইন শাখা)
                        - আশুপ্রসাদ — নিঃ সন্তান
                        - গৌরীপ্রসাদ (গুয়াতলী শাখা)
                        - দুর্গাপ্রসাদ
                          - অমরনাথ — নিঃ সন্তান
                          - যাদব রায় (যাদবশাখা)
                          - কেদার রায় (নিজশাখা)
                            - চাঁদরায়
                            - ঘনেশ্যাম
                            - কৃপারাম
                              - জয় নারায়ণ (নিজ শাখার ১ম বিভাগ)
                              - রুদ্র নারায়ণ (নিজ শাখার ২য় বিভাগ)
                          - যশরায় (জয়গোপাল শাখা)
                          - মাধবরায় (মাধবশাখা)
                          - কন্যাদ্বয় — রতন পার্ব্বতী
                        - চণ্ডীপ্রসাদ (সীতারাম শাখা)
                        - প্রসাদ রায় (রামরায় শাখা)
              - গোবিন্দদাস
                - লক্ষ্মণদাস
                  - দুর্লভ নেগুইনদার
                  - চাঁদ খাস্তগির (চক্রশালা শাখা)
                  - পরাণ
                - রামদাস
                  - কন্দর্পরায় (ধলঘাট শাখা)
        - হংসপতি (ইহার বংশধরগণ দুর্গাপুর ও যুগদিয়া বাস করেন)।

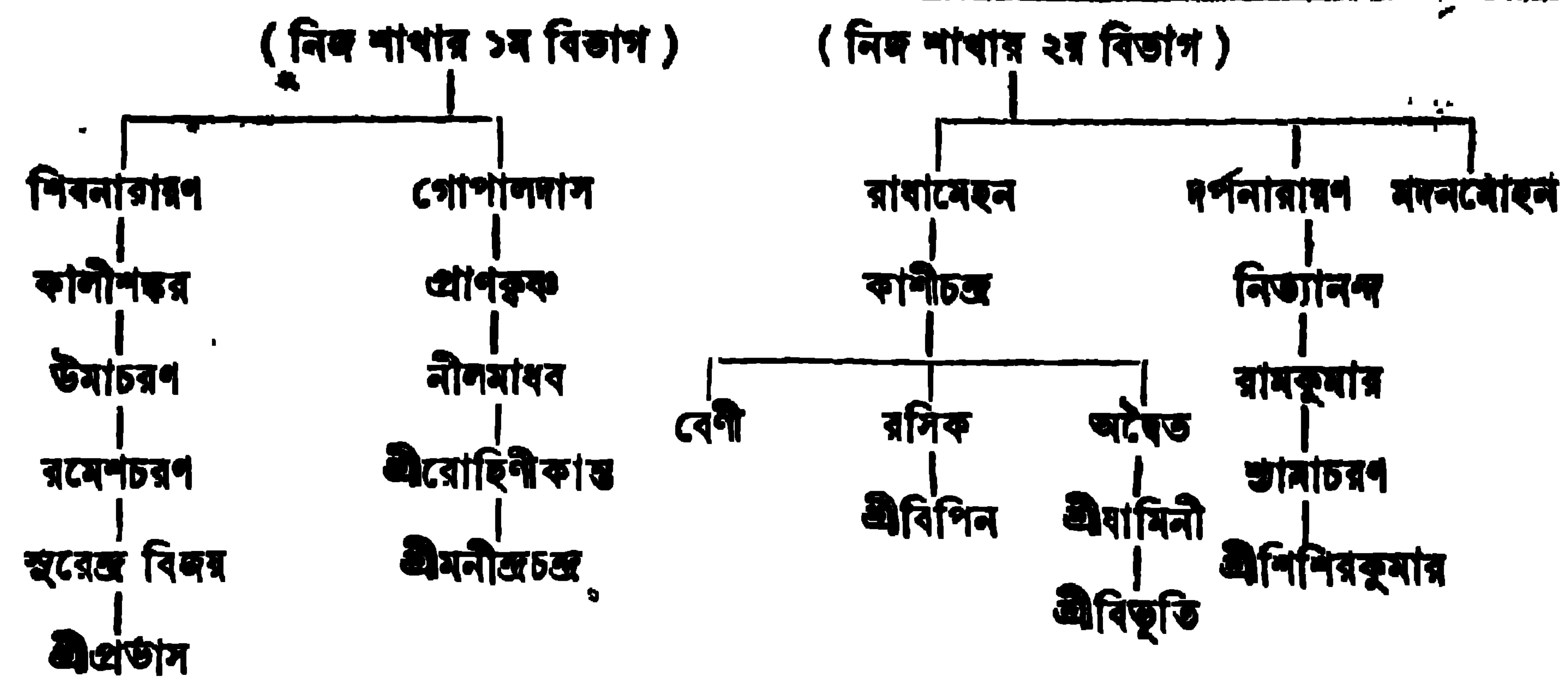

বংশের·বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই প্রবন্ধে বংশের অন্যান্য শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র লিপি করিয়া কেবল ৺কেদার রায়ের লাইনটি generation বা পুরুষ সংখ্যা প্রদর্শনের জন্য বিস্তৃতভাবে শেষ বংশধর পর্য্যন্ত দেখান হইল। তাহাতেও স্থানাভাবে অনেক ছেলের মধ্যে একটি একটি ছেলের নাম মাত্র দেখান হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে এই কুলজীতে বিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরিচয় রক্ষিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের অপর কোন ও বংশের এত অধিক পুরুষের পরিচয় রক্ষা করেন নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কারকণ শাখা। ৺শিবদাস কারকণ শাখার আদি ব্যক্তি। ৺শিবদাসের অধস্তন একতম বংশধর ৺নন্দরাম নবাবের অধীনে কারকনের বা রাজস্ব কর্ম্মচারীর কাজ করিতেন বলিয়া ৺নন্দরাম কারকণ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহা হইতে এই শাখার সকলেই "কারকণ" উপাধিতে পরিচয় দিয়া থাকেন। কারকণ শাখার লোকগণ দুই গ্রামে বাস করেন। ৺নন্দরামের পরবর্ত্তীগণ কেলীসহর গ্রামের এবং তাঁহার পিতৃব্য ৺গোবিন্দ দাসের পুত্র ৺দেবী প্রসাদের পরবর্ত্তীগণ সারোয়াতলী বাস করেন। কেলিসহর বাসী কারকণগণের মধ্যে ৺যাত্রামোহন কারকণের ছেলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র কারকণ ও ৺রামচন্দ্র কারকণের ছেলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র কারকণ বর্ত্তমানে বিশেষ পরিচিত। সারোয়াতলী নিবাসী কারকণগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাশ এম, এ, প্রফেসার বর্ত্তমানে বিশেষ পরিচিত।

কানুনগোয় শাখা। ৺শম্ভুদাস কানুনগোয় শাখার আদি ব্যক্তি। ইঁহার পরবর্ত্তীগণের মধ্যে ৺রঘুনাথকানুনগোয় ও রাঘব কানুনগোয় দুই সহোদর নবাবের অধিনে কানুনগোয় বা জরিপ কর্ম্মচারীর কাজ করিতেন বলিয়া কানুনগোয় উপাধিতে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহা হইতে পরবর্ত্তী সকলেই কানুনগোয় উপাধিতে পরিচিত। ইঁহাদের বাসস্থান কেলিসহর। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত

রসিকচন্দ্র কানুনগোয়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র কানুনগোয় (দারোগা), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র কানুনগোয় (উকিল), শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রলাল কানুনগোয় (বিএ), শ্রীসারদাচরণ কানুনগোয় (রেলওয়ে অফিসার) ও শ্রীযুক্ত বামাচরণ কানুনগোয় পেনসনার) বিশেষ পরিচিত। এই শাখার *মধ্যে কেহ কেহ চৌধুরী ও অপর কেহ কেহ বৈদ্য উপাধি রক্ষা করিয়াছেন দেখা যায়। বৈদ্য উপাধিধারিগণ ক্রমে নিঃসন্তান হইয়া লুপ্ত হইয়াছেন। চৌধুরী উপাধিধারীদেব মধ্যে বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত রামকানাই চোধুরী পেনসন প্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচাবী এবং ৺প্রাণকৃষ্ণ কেরাণীর পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চৌধুবী বিশেষ পবিচিত।

ভাটিখাইন শাখা। ৺শ্রীবায় কারকণ ভাটিখাইন শাখার আদিব্যক্তি। আদিব্যক্তি কারকণ উপাধিধারী থাকিলেও পববর্ত্তীগণ জমিদাবী ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া চৌধুরী উপাধিতে পরিচিত। এই শাখার আদিব্যক্তিব ছেলেগণ আদিবাসস্থান চক্রশালা ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী ভাটিখাইন গ্রামে খামাব বাড়ীতে বাস করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ভাটিখাইন শাখায় বর্ণিত হইল। বর্ত্তমানে ৺গিবিশচন্দ্র চৌধুরীব ছেলে শ্রীযুক্ত জগতচন্দ্র চৌধুবী, ৺হরচন্দ্র মুনফেব পৌত্র শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বব দাশ বি এ, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাশ পোষ্টমাষ্টার ৺যাত্রামোহন চৌধুরীর ছেলে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল দাশ ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল দাশ ও শ্রীযুত যতীন্দ্রলাল দাশ দাশ (এড্ভোকেট), শ্রীযুত নবীনচন্দ্র চৌধুবী এড্ভোকেট), শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী নাজির এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুবী উকিল বিশেষ পবিচিত।

ধলঘাট শাখা। ধলঘাট শাখাব আদি ব্যক্তি দুর্ল্লভ নেগুইনদার। ইঁহারই কন্যা বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ ভূসম্পত্তি লাভ করতঃ ধন্বন্তব গোত্রীয় ঐ গ্রামবাসী সেন বংশীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ববর্ত্তী গন্ধর্ব্ববায় সেন প্রথমতঃ চট্টগ্রাম বসতি স্থাপন করেন। উক্ত দুর্ল্লভ নেগুইনদারের ঔরসজাত সন্তানগণ ক্রমে নিঃসন্তান হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছেন। পোষ্যপুত্রের সন্তানগণ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া তাঁহার ভূসম্পত্তি ও ভদ্রাসন অধিকার করিয়া অদ্যাপি আছেন। পরলোকগত ৺জগবন্ধু চৌধুবী (সন্ন্যাসী) শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চৌধুবী (চিত্রকব) শ্রীযুত অম্বিকাচরণ দাশ (মোক্তার) শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চৌধুরী (পেন্সনপ্রাপ্ত কালেক্টরীব হেড্ তৌজিনবীস) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চৌধুরী (পেন্সনপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী) এই শাখার বর্ত্তমান বিশেষ পরিচিত লোক।

চক্রশালা শাখা। ৺চাঁদ খাস্তগিরি চক্রশালা শাখার আদিব্যক্তি। এই শাখার লোকগণ পূর্ব্ব পুরুষের আদি বাসস্থানে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চৌধুরী বি, এল, উকিল, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ চৌধুরী এম এ বি এল এডভোকেট এবং ৺জগবন্ধু চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুত সুরেন্দ্রলাল চৌধুরী এই শাখার বর্ত্তমান বিশেষ পরিচিত লোক।

অবান্তবস্ত্য :— অতঃপর ৺কন্দর্পরায়ের পরবর্ত্তীগণের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে উক্ত মহাপুরুষ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া তৎ-সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পাঠকগণ ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। ৺কেদাররায়ের নামে

বংশে পরিচিত হইলেও তাঁহার পিতামহ ৺কন্দর্পরায় যে তদপেক্ষা কোন অংশে খাট ছিলেন এমন নহে। ৺কন্দর্পরায়ের মঠ প্রতিষ্ঠা ও দিঘিখনন ইত্যাদি অনেক পুণ্য ও জনহিতকর কার্য্যের নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠের ভগ্নাবশেষ আছে, এবং তাঁহার খনিত দিঘি এখনও কন্দর্পরায়ের দিঘি বলিয়া পরিচিত। তৎকালীন কোন পণ্ডিত তাঁহার ক্ষমতার বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। তাহা সর্ব্বত্র অদ্যাপি লোক মুখে শুনা যায়।

চক্রশালা পূর্ব্বকাশী শ্রীমতী মণিকর্ণিকা।
চক্রবর্ত্তীনন্দনঃ ব্যাসঃ কন্দর্পঃ কালভৈরবঃ॥

৺কন্দর্পরায় পাঁচপুত্র রাখিয়া যান। তন্মধ্যে প্রথম নিঃসন্তান। অপর চারিপুত্রের পরবর্ত্তী গণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ৺কন্দর্পরায়ের দ্বিতীয় পুত্র গৌরীপ্রসাদের পরবর্ত্তীগণ গুয়াতলী গ্রামে বাস করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে "গুয়াতলী শাখায় বর্ণনা করা হইল। পরলোকগত ৺প্যারীমোহন চৌধুরী ব্রাহ্ম প্রকাশ Rev P. M. Choudnury ও তদীয় কনিষ্ঠ ৺যাত্রামোহন চৌধুরী সেরেস্তাদারের পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ভক্তরঞ্জন চৌধুরী ও শ্রীযুত মনোরঞ্জন চৌধুরী এবং কক্সবাজার মুন্সেফীর ভুতপূর্ব্ব মোক্তার ৺প্রসন্নকুমার চৌধুরী ও তদীয় পুত্র শ্রীযুত মণীন্দ্রলাল চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই শাখার বিশেষ পরিচিত লোক।

সীতারাম শাখা। কন্দর্পরায়ের চতুর্থ পুত্র ৺চণ্ডীপ্রসাদের পরবর্ত্তীগণ "সীতারাম শাখায়" বর্ণিত হইয়াছে। কারণ তন্মধ্যে একতম ৺সীতারাম চৌধুরী বিশেষ পরিচিত লোক ছিলেন বলিয়া ৺চণ্ডী প্রসাদের পরবর্ত্তীগণ যেই বাড়ীতে বাস করেন তাহা সীতারাম চৌধুরীর বাড়ী" নামে পরিচিত ৺শরচ্চন্দ্র চৌধুরী উকিল ও তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চৌধুরী ও ৺রামচন্দ্র চৌং ডাক্তার) ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার চৌং উকিল ও ৺রামচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র চৌং এম এ, বি এল, ও শ্রীমান কিরণচন্দ্র চৌং বি এল, এবং ৺উমাচরণ চৌং ডাক্তার ও তদীয়পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান মণীন্দ্রলাল চৌং এম এ বি এল, ও শ্রীমান ধীরেন্দ্র লাল চৌং (স্বর্ণকার) এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চৌং কবিরাজ এই শাখার বিশেষ পরিচিত লোক।

রামরায় শাখা। ৺কন্দর্পরায়ের পঞ্চমপুত্র ৺প্রসাদরায়ের স্বনামখ্যাত পুত্র ৺রামরায় চৌং হইতে তদীয় পরবর্ত্তীগণ "রামরায় শাখায়" বর্ণিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌং মোক্তার ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্র লাল চৌং ডাক্তার শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চৌং, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রলাল চৌং এবং ৺কিশোর চন্দ্র চৌং (মহাপেজ) মহাশয়ের পুত্রগণ এই শাখার বিশেষ পরিচিত লোক।

যাদব শাখা। কন্দর্পরায়ের তৃতীয়পুত্র ৺দুর্গাপ্রসাদ রায়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে ১ম পুত্র ৺অমরনাথ নিঃসন্তান। ২য় পুত্র যাদব রায় হইতে তৎপরবর্ত্তীগণ "যাদব শাখায়" বর্ণিত। "যাদব

শাখার” শেষ ব্যক্তি ৺নবীনচন্দ্র চৌধুরী গত ১২৫৯ মঘি সালের প্রবল ঝটিকায় ঘর চাপা পড়িয়া অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছে। তাহা হইতে এই শাখা বিলুপ্ত।

জয়গোপাল শাখা। ৺কন্দর্প রায়ের ৪র্থ পুত্র উক্ত ৺দুর্গাপ্রসাদের ৩য় পুত্র ৺কাশরায় চৌধুরীর একতম পরবর্তী স্বনামখ্যাত ৺জয়গোপাল চৌধুরী হইতে এই শাখা “জয়গোপাল শাখা” বলিয়া খ্যাত। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরদাস চৌধুরী এবং ৺বংশীমোহন চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই শাখার বর্ত্তমান বিশেষ পরিচিত লোক।

মাধব শাখা। ৺কন্দর্প রায়ের পুত্র উক্ত ৺দুর্গাপ্রসাদের ৫ম পুত্র ৺মাধব রায় হইতে এই শাখা পরিচিত। ৺ঈশানচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার ও তৎপুত্র শ্রীমান অসিতরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন চৌধুরী ও তদীয় পুত্র শ্রীমান নিকুঞ্জলাল চৌং, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র চৌং বি, এ, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌং কবিরাজ এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চৌং প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই শাখার বর্ত্তমান পরিচিত লোক।

কেদারের নিজ শাখা। ৺কন্দর্প রায়ের ৩য় পুত্র উল্লিখিত ৺দুর্গাপ্রসাদের ৩য় পুত্র স্বনামধন্য ৺কেদার রায়ের পরবর্ত্তীগণ তদীয় নিজ শাখায় দুই বিভাগে বর্ণিত হইয়াছে। ৺কেদারনাথের পুত্র ৺কৃপারাম, তাহার দুই পুত্র ৺জয়নারায়ণ ও ৺রুদ্রনারায়ণ।

নিজ শাখার ১ম বিভাগ। ৺জয়নারায়ণ চৌধুরীর পরবর্ত্তীগণ “নিজ শাখার ১ম বিভাগে বর্ণিত হইয়াছে। ৺কালীশঙ্কর দারোগার পৌত্র ৺রমেশচরণ রায় ও তদীয় পৌত্র শ্রীমান প্রভাসরঞ্জন রায়, ৺নীলমাধব চৌং (প্রকাশ মাধব বাবু) র পুত্র শ্রীযুক্ত রোহিনীকান্ত চৌং ও তৎপুত্র শ্রীমান মণীন্দ্রলাল চৌং, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চৌং এবং শ্রীযুক্ত সুখেন্দু বিকাশ চৌং এই শাখার বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ লোক।

নিজ শাখার ২য় বিভাগ। উল্লিখিত রুদ্রনারায়ণ চৌং পরবর্ত্তীগণ “নিজ শাখার ২য় বিভাগে” বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় শ্যামাচরণ চৌং বিএল উকিল ও তৎপুত্র শ্রীমান শিশিরকুমার চৌং এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চৌং এম, এ, বিএল, শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ চৌং এডভোকেট, শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন চৌং, শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন চৌং বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চৌং ও শ্রীমান বিমলচন্দ্র চৌং বিএ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই শাখার বর্ত্তমান পরিচিত লোক। প্রবন্ধ লিখকও এই শাখার একতম নগণ্য ব্যক্তি।

খোয়াজা কানুনগোয়পাড়া বৈদ্যবান্ধব সমিতি।

কানুনগোয়পাড়া হইতে অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত শিশিচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—১৩৩২ বৈদ্যাব্দের ১৫ই শ্রাবণ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বসন্ত

কুমার দাশশর্ম্মা কানুনগোর মহাশয়ের সভাপতিত্বে অখিলবিদ্যালয়ে বৈদ্য-ব্রাহ্মণদিগের জাতীয় আচার কুলধর্ম্ম সংরক্ষণ কল্পে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে।

সভার প্রারম্ভে দেশবন্ধু ৺চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ এবং সমবেত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্বর্গগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমিতির নাম "খোরলা কানুনগোয়পাড়া বৈদ্যবান্ধব সমিতি" রাখা হইল।

২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় যে অকাট্য শাস্ত্রযুক্তি ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব দ্বারা বৈদ্যগণের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, নির্ভুলবোধে এই সভা তাহা গ্রহণ করিলেন।

৩। চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে এবং তাহার শাখা সমিতি রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে এই সভা দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন।

৪। জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম সংরক্ষণ কল্পে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে এই সভা বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে অনুরোধ করেন।

৫। এই সভা অপরাপর সমাজের বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া সকল সমাজের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিবেন, দুঃস্থ ও অসহায় বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন এবং কেহ কাহাকে হিংসা ও ঘৃণা করিবেন না। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত বৈদ্যব্রাহ্মণসন্তান এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন। অধিকাংশ সভ্যগণের অনুমোদনে সভার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে পারিবে। এবং বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির মুখপত্র "বৈদ্যপ্রতিভা" সংরক্ষণকল্পে এই সভা প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন এবং প্রত্যেকে ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৮। উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

সভাপতি :— শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশশর্ম্মা কানুনগোর অবসর প্রাপ্ত সেরেস্তাদার।

সম্পাদক :— শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র দত্তশর্ম্মা অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার।

মেম্বরগণ :— শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দাশশর্ম্মা কানুনগোর ডাক্তার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দত্তশর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাশশর্ম্মা কানুনগোর, ডাক্তার, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল দত্তশর্ম্মা, জমিদার, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তশর্ম্মা জমিদার। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দত্তশর্ম্মা, ক্লার্ক, খাসমহাল। শ্রীযুক্ত যদচন্দ্র দত্তশর্ম্মা, শিক্ষক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্তশর্ম্মা, এম, এ, শিক্ষক, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্তশর্ম্মা, এম, এ।

কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ সকলেই কানুনগোয়পাড়া গ্রামবাসী। খোরলা গ্রামের বৈদ্যব্রাহ্মণের নাম কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণের তালিকায় কেন ত্রুটি হইয়াছে জানি না। কানুনগোর বংশের নামাকরণে গ্রামের নাম কানুনগোর পাড়া হইয়াছে। কানুনগোর নবাবদত্ত সম্মানসূচক উপাধি। ইহা বৈদ্যব্রাহ্মণদের অর্জিত পদবী নহে। এইরূপ উপাধি কায়স্থাদি

বহুবিধ জাতিতে রহিয়াছে। নামান্তে কেবল 'কানুনগোয়' পদবী লিখিয়া আত্মপরিচয় দিলে সেই বহুবিধ জাতির মধ্যে কোন জাতির অন্তর্গত তাহা নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়ে। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ জাতিগত পদবী (দাশশর্ম্মার) সহিত কানুনগোয় লিখাতে তাঁহারা যে বৈদ্য-ব্রাহ্মণের বংশধর এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে নবাবদত্ত উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহাও সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় হইয়াছে। তাঁহারা ভরদ্বাজগোত্রীয় "দাশ" মহর্ষি ভরদ্বাজের 'দাশ' 'রক্ষিত' 'কুণ্ড' ধর প্রভৃতি যে সমস্ত সন্তান বেদত্রয় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয়বার উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক পুণ্যতম আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে বিদ্যা সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দ্বিজ, বৈদ্য, প্রাণাচার্য্য প্রভৃতি সমুচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যতমা চিকিৎসা বৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধঃস্তন বংশধরগণ আদি পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক নাম পদবীরূপে ধারণ করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া বৈদ্য উপাধি পাইতে পারেন নাই, তাঁহারা যজনব্রাহ্মণরূপে আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। এই ভরদ্বাজগোত্রীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ ও যজনব্রাহ্মণ যে একই মূলস্থ উভয় সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ যে মহর্ষি ভরদ্বাজ, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মহর্ষি ভরদ্বাজই সর্ব্বপ্রথম সুরপতি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া ভূর্লোকে প্রচার করিয়াছিলেন। চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে শিক্ষায়, জ্ঞানে, প্রতিষ্ঠায় ও ধনধান্যে এই বংশপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও বহু ব্যক্তি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমুচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া এই বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

এই বংশের গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণের পাশে কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় দত্ত বৈদ্যব্রাহ্মণগণের নাম উল্লেখ হইয়াছে দেখিয়া বড়ই আশান্বিত হইলাম এবং মনে হইতেছে মঙ্গলময় এই অধঃপতিত চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার অপার করুণা বর্ষণ করিতেছেন। যে বর্জ্জন নীতির ও আত্মদ্রোহিতার ফলে লক্ষ লক্ষ বৈদ্যব্রাহ্মণ যজনব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে, যে যজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যা বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনুপাতে এককালে নগণ্য ছিল; আজ তাঁহাদের সংখ্যা যথাক্রমে দ্বাদশ ও পঞ্চদশ লক্ষ হইয়াছে। ইহা জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব স্বজাতিকে স্বশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেছেন এবং তাঁহাদের সহিত কোলাকুলি করিয়া জাতীয় শক্তি ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই ধন্যবাদের পাত্র। এই কৃষ্ণাত্রেয়গোত্র সম্বন্ধে "বৈদ্যজাতির ইতিহাস" লিখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা বি, এল, মহাশয় বৈদ্যজাতির ইতিহাসের প্রথম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছেন:—

"চট্টলবাসী দত্তবংশের এক শাখা কৃষ্ণাত্রেয়গোত্র সম্ভূত। এই বংশের পূর্ব্ব নিবাস নবদ্বীপ, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ যখন মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ময়মনসিংহে গমন করেন। তথা হইতে কেহ কেহ শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়েন। কথিত আছে যে, এই বংশের আদিপুরুষ মহাত্মা শ্রীনিবাস দত্ত তাঁহার পুত্র

ও পরিবার সহ মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক উপক্রত হইয়া মহাতীর্থ চন্দ্রনাথে আগমন করেন। তদবধি এই বংশ চট্টলসমাজে বাস করিতেছেন। শ্রীনিবাসের পুত্র নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠের দুইপুত্র মুকুন্দ ও রামানন্দ। জ্যেষ্ঠ মুকুন্দরামদত্ত অতিধার্ম্মিক ও প্রেমিক ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন এবং নবদ্বীপে প্রেমাবতার মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন।" এই মুকুন্দদত্তকে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ, বৈদ্য উল্লেখ করিয়াছেন।

চতুর্ভুজ স্কন্দপুরাণের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"কৃষ্ণাত্রেয় কুলোদ্ভূতো দেবলো মুনিপুঙ্গবঃ।
কৌৎস্তদেশং সমাশ্রিত্য যজ্ঞহোম পরায়ণঃ॥
ব্যূবাহ স মহাতেজাঃ কন্যাং সত্যবতীং শুভাং।
তস্মাৎ জাতৌ তু দ্বৌপুত্রৌ দেবদত্তাভিধানকৌ॥"

"কৌৎস্তদেশনিবাসী কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় যজ্ঞহোমপরায়ণ দেবলঋষি একবিংশতি কন্যা সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবলের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে দেব ও দত্ত নামে দুই পুত্র জন্মে।" ইঁহারা বেদবিদ্যা সমাপ্ত করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় অভিহিত হন্। কৃষ্ণাত্রেয় দত্ত বৈদ্যব্রাহ্মণের প্রবর উল্লেখে শাস্ত্রকার বলেন :—

"কৃষ্ণাত্রেয়ো বশিষ্ঠশ্চ আত্রেয়শ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
দত্তানাং প্রবরা এতে কৃষ্ণাত্রেয়কুলোদ্ভবাম॥"

কৃষ্ণাত্রেয় কুলোদ্ভব দত্তদিগের ত্রিপ্রবর কৃষ্ণাত্রেয় বশিষ্ঠ ও আত্রেয়। দত্ত-বৈদ্যব্রাহ্মণদের প্রকার ভেদে মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন :—

সাবর্ণিরপি,—"দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ॥
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়া, শ্চত্বারো" দেব সম্ভবাঃ।

*   *   *   *   *

দত্তানামাদ্যগোত্রাণাং দেশভেদে হস্তি সন্ততিঃ।
এবমাত্রেয়গোত্রেঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ।
দত্তাঃ কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রা দৃশ্যন্তে বহবস্তথা।
তস্মাদস্য গোত্রাণি সপ্তজ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ॥

কুলপঞ্জিকাকার মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক প্রথমত কৌশিক, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও মৌদ্গল্যগোত্রের দত্তের উল্লেখ করেন, তৎপর আত্র, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয় এই গোত্রত্রয় উল্লেখ করিয়া দত্ত বৈদ্যব্রাহ্মণের সপ্তগোত্র নিরূপণ করেন। পাঠান্তরে পরাশর, গৌতম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি পঞ্চগোত্র দত্তের উল্লেখ করিয়া দত্ত সংজ্ঞক বৈদ্যের বাদশগোত্র নির্ণয় করিয়াছেন। বৈদ্যজাতির ইতিহাস লিখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা বি, এল মহাশয় বৈদ্যজাতির ইতিহাসের

দ্বিতীয় ভাগের ৩৮ পৃষ্ঠায় দত্ত পদ্ধতি বৈদ্যব্রাহ্মণের নিম্নলিখিত গোত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা :— ১। শাণ্ডিল্য। ২। কৌশিক। ৩। ঘৃতকৌশিক। ৪। কৃষ্ণাত্রেয়। ৫। কাশ্যপ। ৬। মৌদ্‌গল্য। ৭। গৌতম। ৮। পরাশর। ৯। আদ্য। ১০। আত্রেয়। ১১। ভরদ্বাজ। ১২। অগ্নিবেশ্ম।

দত্ত সংজ্ঞক বৈদ্যব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে সেন, দাশ ও গুপ্ত সংজ্ঞক বৈদ্যব্রাহ্মণের ন্যায় আভিজাত্যের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যথা :—

ভরতমল্লিক :—

উত্তমৌ সেনদাশৌ চ গুপ্তদত্তৌ তথৈব চ।
দেবঃ করশ্চ মধ্যস্থৌ রাজসোমৌ কুলাধমৌ॥ ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তর।

৩২ নং জয়মিত্রের ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, আপনারা 'অম্বষ্ঠ'কেও ব্রাহ্মণ বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু বিষ্ণুসংহিতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে লিখা আছে :—"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" ইহার মীমাংসা কি হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যায় :—মহর্ষি বিষ্ণু "সবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি" না লিখিয়া 'সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি' লিখাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, ব্রাহ্মণের পরিণীতা অনুলোমা পত্নীগণও বিবাহসংস্কারে ব্রাহ্মণের সমানবর্ণীয়া হয়। যেহেতু দ্বিজবালিকাগণ বিবাহ সংস্কারের পূর্ব্বে সকলেই শূদ্রা থাকেন। যেমন দ্বিজ কুমারেরা "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে" জন্ম দ্বারা শূদ্র ও উপনয়নসংস্কার হইতেই দ্বিজত্ব লাভ করে। তদ্রূপ "সাহি শূদ্রসমা তাবৎ যাবদ্বেদে ন জায়তে" দ্বিজবালিকাগণও বিবাহসংস্কারের পূর্ব্বে শূদ্রা সদৃশ থাকেন। ভগবান্ মনু দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৭।৬৮ শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া॥
এষপ্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ।
উৎপত্তি ব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ :—

দ্বিজস্ত্রীগণের বৈবাহিক অনুষ্ঠানই তাঁহাদের বৈদিকউপনয়নসংস্কার। ইহাই তাঁহাদের দ্বিতীয় জন্মব্যঞ্জক। পতিকুলে থাকিয়া পতির সেবা করাই, তাঁহাদের গুরুকুলে বাস। গৃহে রন্ধনাদি কার্য্যই তাঁহাদের অগ্নিতে হোম ও যজ্ঞানুষ্ঠান। বিবাহ মন্ত্রে বলা হইয়াছে :—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসং ত্বচাত্বচম্।
ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।"

পতি পত্নীকে বলিতেছেন—"তোমার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত, অস্থি অস্থির সহিত

মাংস মাংসের সহিত, ত্বক ত্বকের সহিত একাত্মীভূত করিলাম। তোমার হৃদয় আমার হউক; আমার হৃদয় তোমার হউক, তুমি আমার সহিত একমনা হইয়া আমার বাক্যেরবশবর্ত্তিনী হও।"

পতি দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সংমাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদ্রেষ্ট্রী দধাতু নৌ।" হে ললনে! সমুদয় দেবগণ ও জলময়ী দেবী আমাদের উভয়ের হৃদয় মিশাইয়া এক করুন।" এই বিবাহ মন্ত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, পতি যে বর্ণীয় বিবাহসংস্কারে পত্নীও তদ্বর্ণীয় হয়। পতি এবং পত্নী উভয়ে মিশিয়া একাত্মীভূত হয়। মনু বলিয়াছেন—পতি শুক্ররূপে ভার্য্যায় প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভভাবাপন্নতায় ভার্য্যাতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। জায়ার জায়াত্ব এই যে জায়াতে জন্ম হয় এই জন্য উহাকে জায়া বলা হয়। জায়া, পুরুষ এবং পুত্র ইঁহারা একাত্মা, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিমত। স্বামী ও স্ত্রী এক এবং অভিন্ন; ভর্ত্তা আপনা হইতেই আপনাতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রুতি বলেন—অর্দ্ধোহবা এষ আত্মানো যজ্জায়া তস্মাৎ যাবৎ জায়াং ন বিন্দতে নৈ তাবৎ প্রজায়তে। অসর্ব্বোহি তাবদ্ভবতি। অথ যদৈব জায়াং বিন্দতেহথো প্রজায়তে, তর্হি সর্ব্বো ভবতি। অস্যার্থঃ—জায়া পুরুষাত্মার অর্দ্ধাত্মা। যে পর্য্যন্ত পুরুষাত্মার জায়া গ্রহণ না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণাত্মা হন না। তিনি অপূর্ণই তৎপর যখন জায়া গ্রহণ করেন ও তাহাতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখনই তিনি পূর্ণ হন্। পুরুষাত্মাই স্বয়ং পুত্ররূপে জায়াতে উৎপন্ন হয়। শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন :—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"এবমেতন্মহারাজ যেন জাতঃ স এব সঃ।" হে মহারাজ! যে যৎ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সে তাহাই। বৃহস্পতি বলেন :—

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারিকাঃ।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা স্তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া॥
আম্নায়ে স্মৃতি তন্ত্রে চ লোকাচারে চ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা" ॥

বৈবাহিক মন্ত্রসকল উঢ়াস্ত্রীগণের পিতৃগোত্র ত্যাগ করাইয়া পতিগোত্রে গোত্রান্তরিত করে। (হিন্দুবিবাহের বিশেষত্ব গোত্রান্তর) অতএব পতিগোত্র ধরিয়াই তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবে। বেদে, স্মৃতি, তন্ত্রে এবং লোকাচারে স্ত্রীকে সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর শরীরার্দ্ধ বলা হইয়াছে। ভগবান্মনু উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিলেন :—

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হনীয়তাম্॥

বশিষ্ঠপত্নী অক্ষমালা, মন্দপালের পত্নী, শারঙ্গী, কণাদ জননী উলকীও শুকদেব জননী শুকী তাঁহারা সকলেই হীনযোনি জাতা হইয়াও ব্রাহ্মণগণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণীরূপে সকলেরই পূজনীয়া হইয়াছিলেন। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মহর্ষি বিষ্ণু "সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি" লিখিয়াছেন। অর্থাৎ অনুলোমজাতীয়া কন্যাগণ বিবাহ সংস্কারে

পতির সমান বর্ণীয়া হয়। যদি কেবল বিবাহিতা ব্রাহ্মণের কন্যাগণ ব্রাহ্মণী হইবেন, তজ্জাত সন্তানগণ কেবল ব্রাহ্মণত্ব ভজনা করিবেন, ইহাই মহর্ষি বিষ্ণুর উদ্দেশ্য হইত ; তাহা হইলে তিনি "সমান বর্ণাসু" না লিখিয়া "সবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি" লিখিতেন। অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ কখনও লিখিতেন না—"মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ।" বর্ণসঙ্করগণই মাতৃবর্ণীয় হইবে। কোন শাস্ত্রকারই বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলেন নাই। যে স্থলে ভগবান্ মনু হীনযোনি জাত ব্রাহ্মণের পুত্রকেও ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, সেস্থলে মহর্ষি বিষ্ণু যথাশাস্ত্র পরিণীতা দ্বিজকন্যা, ক্ষত্রিয়া, ও বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তানগণকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নির্দ্দেশ করা কি সম্ভব হইতে পারে? তাহা হইলে মহাভারতে মহর্ষিব্যাসদেব কখনও বলিতে পারেন কি ?

"ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণোভবেৎ" ত্রিবর্ণীয়া পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয়। ইহা স্পষ্টরূপে বলিলেন—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্নসংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়াঞ্চ যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
তথৈব ব্রাহ্মণশ্চ স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণাৎ॥

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণীয়া পত্নীতে জাত পুত্র নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ হয়। ক্ষত্রিয়া পত্নীতে যে পুত্র হয়, সেও নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ হয় এবং বৈশ্যাপত্নীতে যে পুত্র হয়, সেও নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ হয়।

যে শূদ্রা বিবাহ মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ তারস্বরে নিষেধ করিয়াছেন, সে শূদ্রার অমন্ত্রক বিবাহজাত সন্তান পারশবাখ্য ব্রাহ্মণ হইল, সেও মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইল না। পরন্তু কেবল ব্রাহ্মণবর্ণীয় হইল এমন নহে, দেবপূজার অধিকার লাভ করিল। তৎসম্বন্ধে মহর্ষি উশনা বলেন—

শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতা পারশবা মতাঃ।
মন্ত্রকাদীন্ সমাশ্রিত্য জীবেয়ুঃ পূজকাঃ স্মৃতাঃ॥

সুতরাং ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তানগণ যে পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া যাজনাদি কার্য্যে রত হইতেন, মাতৃবর্ণ পাইতেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবান মনু কোনস্থলেই ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তানগণকে অব্রাহ্মণ বলেন নাই। বরং ক্ষেত্র হইতে বীর্য্যের প্রাধান্যই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মহর্ষি বিষ্ণু যে 'অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ' বলিয়াছেন, তাহা যথাশাস্ত্র বিবাহিতা পত্নীর কথা নহে। বিধবা, অথবা বা অবিবাহিতা অনুলোমজাত সন্তানগণই মাতৃবর্ণ হইবে এবং তাহারা বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য হইবে। বর্ণসঙ্কর ব্যতীত কেহই মাতৃবর্ণ হইতে পারে না। কেমন কোন বচন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হয় নাই। এতদ্ভিন্ন আরও বহু বচন অধ্যাহার করা যাইতে পারে, বিবাহিতা পত্নীগণ পতির সবর্ণা হন, এবং তজ্জাত সন্তানগণ পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এমন কি বহু হীনযোনিজাত ব্রাহ্মণের সন্তান হীন হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

যথা :—ভবিষ্য পুরাণঃ—

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ ॥
মৃগীজো ঋষ্যশৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে ॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রযোনিজাঃ ॥

ভারতভূষা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কৈবর্ত্তকন্যা প্রভব, পরাশর অতি অন্ত্যজ শ্বপাক কন্যাজাত মানবদেবতা জীবন্মুক্ত শুকদেব শুকীহইতে প্রসূত। বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কণাদ উলকীর গর্ভসম্ভূত; মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী হইতে জাত, সূর্য্যবংশের কুলগুরু জগদ্বন্দ্য বশিষ্ঠ স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশীর গর্ভসম্ভূত, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল নাবিককন্যা হইতে প্রসূত এবং মুনিরাজ মাণ্ডব্য মণ্ডুকী নাম্নী অতি হীনবংশ প্রভবা নারীর গর্ভসম্ভূত। ইহারা হীন জাতীয়ার গর্ভজাত হইয়াও বীজ প্রাধান্যে ব্রাহ্মণের সন্তান বিধায় সকলেই ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণ মুখ্য ব্রাহ্মণরূপে এই বিশাল ভারতীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়, ভারতের বহু ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণের অনুলোমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। মহর্ষি বিষ্ণু ইহা জানিতেন বলিয়াই "সবর্ণা" না লিখিয়া "সমান বর্ণা" লিখিয়াছেন এবং "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" অপত্নীভূতার গর্ভজাত সন্তানকে মাতৃবর্ণেই স্থান দান করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

উপবীত গ্রহণ।

অনেকেই পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আগামী শারদীয় বিজয়াদশমী দিনে উপবীত গ্রহণ করা যায় কিনা? তদুত্তরে নিবেদন করিতেছি, যাঁহাদের বয়স ১৫ বৎসর তিন মাস গত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে উপবীত গ্রহণের কোনরূপ কালাকাল বিচারের যে আবশ্যকতা নাই, তাহা একাধিক বার "বৈদ্য-প্রতিভায়" আলোচিত হইয়াছে। বিজয়াদশমীতে পক্ষ, বার, তিথি ও নক্ষত্র প্রভৃতি বিহিত রহিয়াছে। মলযোগজন্য প্রভৃতি দোষ নাই, কালশুদ্ধি আছে, দক্ষিণায়নের আপত্তি ব্রাত্য দ্বিজসন্তানদের পক্ষে হইতে পারে না। পত্রলিখক মহোদয়গণের অবগতির জন্য পুনঃ এই স্থলে কালাকাল বিচার যে ব্রাত্যের জন্য নহে, তৎপ্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল। "নৈমিত্তিকোপনয়নং দক্ষিণায়নে অস্তাতাস্তে কালেঽপি ভবত্যুপনীতি"। পুনঃ।
বিপ্রস্ত জন্মিরতাপি গৌণীযাচতুরাননে।
দক্ষিণে চ বিশাংবাৰ্দ্ধং মানুষ্যানে ন সুক্তরাং ॥

অনধ্যায়েঽপি কুর্ব্বীত যস্ত নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
"অপিনা" দক্ষিণায়ন কৃষ্ণপক্ষয়োঃ সমুচ্চয়ঃ॥
নৈমিত্তিকং প্রায়শ্চিত্ত রূপং পারস্করঃ। তত্র
"নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা তথা।
তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্ত বিধীয়তে॥

দক্ষিণায়নে শুক্রাস্তাদি অকালেও নৈমিত্তিক উপনয়ন হইতে পারে। মলমাস তত্ত্বধৃত গর্গ বচনানুসারে জানা যায়, বিপ্র ও ক্ষত্রিয়ের মৌঞ্জিবন্ধন উত্তরায়নে হইবে এবং দক্ষিণায়নেই বৈশ্যের বিধি। কিন্তু অনধ্যায়েও উপনয়ন সিদ্ধ হয়। পারস্কর বলেন :—অনধ্যায়ে এমন কি দক্ষিণায়ন ও কৃষ্ণপক্ষেনৈমিত্তিক (প্রায়শ্চিত্ত রূপ)উপনয়ন হইবে। আবার দক্ষ বচনে দেখা যায়, যেখানে নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মের আবশ্যক হয়, তথায় কোন রূপ কালাকালের বিচারের আবশ্যক করে না।

ইহা হইতে সুস্পষ্ট জানা গেল, ব্রাত্য ব্রাহ্মণের উপনয়নে কোন রূপ কালাকাল বিচারের আবশ্যকতা নাই। উদ্ধৃত শাস্ত্র হইতে জানা যায়, অনধ্যায় এমন কি দক্ষিণায়নে কৃষ্ণপক্ষেও প্রায়শ্চিত্তরূপ উপনয়ন হইতে পারে। "এমত অবস্থায় যাঁহারা যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বচনচাতুর্য্যে ও অসরল ব্যাখ্যায় ভুলিয়া বা নগণস্তাগ্রতোগচ্ছেৎ" এই স্বার্থপর স্থায়বাদের অনুসরণ করিয়া উপাসনার চরম সাবিত্রী অধিকার লাভে কালক্ষয় করিতেছেন, তাঁহারা জাতীয় গৌরব রক্ষার পথে কিরূপ প্রতিবন্ধক ঘটাইতেছেন, তাহা তাঁহারাই বিচার করিবেন।

উপবীত গ্রহণ কেবল ব্রাহ্মণত্বখ্যাপনের জন্য নহে। 'উপনয়ন' দ্বিজাতির আত্মমর্য্যাদা ও সামাজিক দায়িত্ব জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করে। "উপনয়ন" বৈদ্যব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ প্রকারে বলিয়া দেয় যে, সে সেই অনন্ত শক্তিরই অংশ; সুতরাং সে অনন্ত শক্তিধর। এই আত্মবোধই বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতিকে সর্ব্বপ্রকার হীনতা হইতে রক্ষা করে। ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ ব্যতীত সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজকে একাচারের অধীন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিবার পক্ষে অপর কোন পন্থা নাই। রাঢ়ীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক যোগে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, আজ তাঁহারা অখণ্ডিত উপবীতের গর্ব্ব করিতেছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে স্বজাতি বলিয়া গ্রহণ করিতেও ঘৃণা বোধ করেন। যাঁহারা উপবীত গ্রহণকে মিলনের পরিপন্থী বলেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। স্বজাতির সহিত যাঁহারা সম্মিলিত হইতে পারেন না, তাঁহারা বিভিন্ন জাতির সহিত সম্মিলিত হওয়ার কামনা কিরূপে করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা, এম. এ, মহাশয় লিখিয়াছেন :— প্রিয়দাবাবু নাকি কলিকাতার রাস্তায় ২ পর্য্যন্ত যায় তার নিকট তাঁহার পুস্তিকা বিলি করিয়াছেন। যদি বিতরণ বৈদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতেন, তবে ও এতটা দোষের মনে করিতাম না। বর্ত্তমান আন্দোলনের সাফল্য আমাদের জাতির সঙ্ঘশক্তির উপরই নির্ভর করিতেছে। তবে দুই একজন বিভীষণ বরাবরই থাকিবে। মহারাজ রাজবল্লভের সময়

ও এই বিভীষণেরাই তাঁহার সমুদ্দেশ্যের বাধা দেয়। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুর কুরশালী নিবাসী ৺গোপালকৃষ্ণ রায় কবীন্দ্রবল্লভ মহাশয় তাঁহার "অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা" গ্রন্থে সেই সময়ের বিভীষণদের কথা অলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের জন্ত আজ আমরা এত গ্লানি ভোগ করিতেছি। রাঢ়ে বিভীষণের আবির্ভাব না হওয়ায় সকলে একযোগে উপবীত গ্রহণ করায় আজ তাঁহারা অখণ্ডিত উপনয়নের গর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের মধ্যে ও যদি সে সময়ে সকলে একযোগে উপবীত গ্রহণ করিতেন, তবে আমরাও আজ অখণ্ডিত উপনয়নের গর্ব্ব করিতে পারিতাম।" চট্টগ্রামে যখন মহাকবি নবীনবাবু, তাহার পুত্র নির্ম্মল বাবুকে, সবজজচন্দ্রকুমারবাবু তৎপুত্র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিরঞ্জনবাবুকে এবং সবজজ তাঁরাচরণ বাবু তৎপুত্র মুনসেফ কুমুদবাবুকে উপবীত দেওইয়া ছিলেন, তখন যদি তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধু, বান্ধব ও কুটুম্বগণকে উপবীত দেওয়াইয়া জাতীয় শক্তি সমুন্নত করিতেন, বা উপবীত গ্রহণের জন্ত আন্দোলন চালাইতেন, তাহা হইলে এই চট্টলসমাজের বৈদ্যগণকেও এত নিন্দা গ্লানি সহ্য করিতে হইত না।" চট্টলসমাজের বৈদ্যগণ শিক্ষা, দীক্ষা, সম্পদে অপরাপর সমাজের বৈদ্যগণ হইতে তত পশ্চাৎপদ না হইলেও উপবীত হীনতার জন্ত সমগ্র বঙ্গীয় সমাজের নিকট নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। আজ যদি রাঢ়ীয়—বৈদব্রাহ্মণগণের স্তায় বঙ্গীয়-বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ একযোগে সকলেই উপবীত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নিন্দার দায় হইতে যে মুক্ত হওয়া যায় ইহা কাহাকে ও বলিয়া দিতে হইবে না। যাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যয় বহন করার অসমর্থতা জ্ঞাপন করিয়া উপবীত গ্রহণে বিরত, তাঁহারা একবার নিম্নে উদ্ধৃত ব্যবস্থাপত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন, তাহা হইলে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের ব্যয়বাহুল্যের আশঙ্কা বিদূরিত হইবে।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ প্রভৃতি মহামান্ত পণ্ডিত সমাজ ব্যবস্থা দিয়াছেন, একান্নভুক্ত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তৎপরিবারস্থ অপরাপরগণকে আর ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। যথা :—

বহূনাং সম্মতো যত্র দদ্যাদেকং ধনং নরঃ। করণং কারয়েদ্বাপি সর্ব্বৈরেব কৃতং ভবেৎ॥ ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ মহাভারতাদি সংবাদাচ্চ একপাকেন বসতাং স্ত্রীবালবৃদ্ধানাং ভ্রাত্রাদীনাঞ্চ ব্রাত্যতাক্ষয়ার্থ মেকেন প্রায়শ্চিত্তে কৃতে সর্ব্বেষাং পাপক্ষয়ঃস্যাৎ। যত্র বহূনাং সম্মত স্তেন একেন কৃতে পাতকে সর্ব্বেষাং পাতকম্। যথা :—"পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।" ইতি। একেন কৃতে প্রায়শ্চিত্তে সর্ব্বেষাং পাতকক্ষয়ো যথা :—

ভীমসেনার্জ্জুনৌ চৈব তথা মাদ্রবতী সুতৌ।
ইষ্টবন্তো ভবিষ্যন্তি যজ্ঞৈষ্টবতি পার্থিব॥

ইতি মহাভারতীয়ে অশ্বমেধপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভগবদ্বাক্যং। তথাচ—উপসংহারেঽপি বৈশম্পায়নঃ—"দাধা চাবভৃতে রাজা বিপাপ্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ। স ভ্রাজমানঃ শুশুভে মহেন্দ্র স্ত্রিদশৈরিব। উক্তং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপি "অবিভক্তানামেকং প্রায়শ্চিত্তং বিভক্তানাঞ্চ পাদং

পাদমিতি।" "ভ্রাতৃণামবিভক্তানামেকো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে। বিভাগে সতি ধর্ম্মো হি ভবেদেষাং পৃথক্ পৃথক্" ইতি নারদঃ। আম্নায়ে স্মৃতি-তন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা।" ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ জায়ায়াঃ স্বতন্ত্রং প্রায়শ্চিত্তং নাস্তি।

"যে ব্যক্তি বহুজনের সম্মত, তিনি একাকী ধন দান অথবা প্রায়শ্চিত্তাদি করিলে, তাহাই তাহার অনুগত জনগণেরও কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।" মহাভারতেও এই ব্যবহারের অনুরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব একান্নভুক্ত স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও তাঁহাদের ভ্রাতা প্রভৃতি সকলের ব্রাত্যতা দোষক্ষয়ের জন্ত সর্ব্বসম্মত প্রধান ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেই অন্যান্য সকলেও দোষমুক্ত হইবেন। ইহার উদাহরণ, যথা,—মহাভারতে অর্জ্জুন বলিতেছেন—এই সমস্ত জ্ঞাতিকুটুম্ব প্রতিপক্ষকে হনন করিলে, আমাদের সকলকেই পাপভাগী হইতে হইবে। আবার সর্ব্বসম্মত একজন প্রধান পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সকলের পাপক্ষয়েরও উদাহরণ মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভগবদ্বাক্যে দেখা যায়। যথা—হে রাজন্ যজ্ঞাদি দ্বারা তোমার পাপক্ষয় হইলেই ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই পাপমুক্ত হইবেন। এই বাক্যের উপসংহারে বৈশম্পায়ন ও বলিয়াছেন "রাজা যুধিষ্ঠির স্নান ও যজ্ঞ সমাপন করিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণসহ পাপমুক্ত হইলেন। তখন দেবগণ সহ দেবরাজ ইন্দ্রের মত তিনি শোভা পাইতে লাগিলেন।" স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যরঘুনন্দনও ব্যবস্থা করিয়াছেন—"একান্নভুক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। কিন্তু ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে অপরাপর ভ্রাতাকে মুখ্য প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" নারদ বলিয়াছেন— "ভ্রাতৃগণ অবিভক্ত থাকিলে একটী মাত্র ধর্ম্ম্য কর্ম্ম ব্যবস্থেয়। কিন্তু বিভক্ত ভ্রাতৃগণের জন্ত পৃথক পৃথক কার্য্যের বিধান কর্ত্তব্য।" বৃহস্পতি বলেন—"ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি, তন্ত্র ও লোকাচার সর্ব্বত্রই পত্নীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী সুতরাং পুণ্যাপুণ্য ফলেরও সমভাগিনী বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন"। অতএব বৃহস্পতির বাক্যানুসারে পত্নীরও স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক।

এই ব্যবস্থা অবগত হইয়া ব্যয় বাহুল্যের বা কালাকালের তর্ক নিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে বোধ হয়, কেহই আর ইতস্ততঃ করিবেন না। জাতীয় আচারের, কুলধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠাই হিন্দুজাতির বিশেষত্ব। জগতের কোন সভ্য জাতিই জাতীয় আচার ত্যাগ করেন নাই। বৈদ্য বন্ধুগণ! একবার আপনাদের আদিপুরুষগণের আচারের প্রতি লক্ষ্য করুন! ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করুন! গবেষণা করুন!! তবে বুঝিতে পারিবেন, আপনাদের জাতীয় আচার কিরূপ ছিল, আপনারা কোন বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, কেন জাতীয় আচার ত্যাগ করিতে আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ বাধ্য হইয়াছিলেন। জাতীয় আচার ত্যাগ করাতে আপনারা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বৈদ্যমহোদয়গণ! আর দলাদলি করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। যুক্তি, যুক্তি বলিয়া বর্ত্তমান বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজকে কলঙ্কিত করিবেন না। বিজয়া দশমী দিনে উপবীত গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবেন। তৎপর দিনও উপবীত গ্রহণ করা যায়।

বিবাহ ঃ—বিক্রমপুরের অন্তর্গত বাসিবা নিবাসী নিমদাশবংশীয় শ্রীযুত শশীমোহন দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবীর সহিত গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যপাড়াগ্রামের ধন্বন্তরিগোত্রীয় ৺যামিনীকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুখেন্দুলাল সেনশর্ম্মার শুভ-পরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ মধ্যপাড়া নিবাসী ধন্বন্তরি গোত্রীয় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিকুসুম দেবীর সহিত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ভরাকরনিবাসী কর্ণদাশবংশীয় শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাশশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অমীয়লাল দাশশর্ম্মার শুভ-বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৮শে আষাঢ় কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক বিক্রমপুর গাঙ্গুড়গাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান প্রমোদরঞ্জন সেনশর্ম্মার শুভবিবাহ জেমসেদপুরের পুলিশ ইনেস্পেক্টর কোয়রপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অনুনাবাণী দেবীর সহিত শুভ-বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। এই বিবাহে বিভিন্ন সমাজের বহু বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সহযোগিতা করিয়াছেন। পাত্রপক্ষে নগদ টাকা গ্রহণাদির কোন প্রকারের দাবী করেন নাই।

বিক্রমপুর টঙ্গিবাড়ীগ্রামবাসী চট্টলপ্রবাসী কাশ্যপগোত্রীয় স্বর্গীয় ৺বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মার শুভবিবাহ বালিগাঁগ্রামের মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবীর সহিত ব্রাহ্মণাচারে গত ২৯শে শ্রাবণ তারিখে গৌহাটী সহরে সম্পন্ন হইয়াছে। পুড়াপাড়াগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মাখনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরপক্ষে পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। কাসাতিলী কোটালীপাড়া শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীমান শ্রীবজ্রনাথ সেনশর্ম্মার দ্বিতীয়কন্যার সহিত ব্রাহ্মণাচারে শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ কাসাতিলীগ্রামের শ্রীযুক্ত গোপালগোবিন্দ দাশশর্ম্মার পুত্র শ্রীমান বিজয়রঞ্জন দাশশর্ম্মার বরিশাল গৈলা গ্রামবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মার কন্যার সহিত শুভবিবাহ কার্য্য ব্রাহ্মণাচারে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

সভা ঃ—গত ২রা শ্রাবণ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত কুলকুণ্ডলিনীপ্রসাদ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের বাসায় বৈদ্যব্রাহ্মণের এক সভা হয়। সভায় প্রায় ৬০ জন বৈদ্যব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত চিন্ময় গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় নানাশাস্ত্রীয় বচন দ্বারা বৈদ্যব্রাহ্মণ যে মুখ্যব্রাহ্মণ তাহা প্রমাণ করিলে, সভায় গুপ্তান্ত নামের পরিবর্ত্তে শর্ম্মান্ত নাম ও পক্ষাশৌচের পরিবর্ত্তে দশাহাশৌচ সকলেই গ্রহণ করিবেন সাব্যস্ত হয়। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

উপনয়ন ঃ—ঢাকাজিলার অন্তর্গত বাহেরকনিবাসী গণবংশীয় শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনশর্ম্মা ডাক্তার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান পার্ব্বতীচরণ সেনশর্ম্মার উপনয়ন ১৩ই আষাঢ় ব্রাহ্মণাচারে

সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত গ্রামের নিজ পুরোহিত শ্রীযুক্ত কালীমোহন ভট্টাচার্য্য তন্ত্রধারের ও বড়পাড়াগ্রামের শ্রীযুক্ত রামচরণ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যগুরুর কার্য্য করিয়াছেন।

বাদালীপুরের খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাশশর্ম্মামহাশয় লিখিয়াছেন বৈশাখ ১৩২৩ শ্রাবণ সংখ্যার "বৈদ্য পত্রিকা" পড়িয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে আমাদের সংশয় দূর হইয়াছে। আমরা ও আমাদের গ্রামস্থ অনেকেই ব্রাহ্মণাচারে উপবীত নিয়াছি। এখন হইতে আমাদের ক্রিয়া কর্ম্ম সমস্তই ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইবে।

ঢাকা ফরিদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা [illegible] লিখিয়াছেন ফরিদপুরের কোটালীপাড়ার অন্তর্গত পিঞ্জুরি গ্রামবাসী [illegible] ঢাকার [illegible] পণ্ডিত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহোদয় গত বৈশাখমাসে [illegible] আচার প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্যোগী হওয়ায় সে সমস্ত বৈদ্যব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণাচারে [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বয়ং আচার্য্যগুরুর কার্য্য করিয়াছেন। কুল পুরোহিত এবং কুলগুরুগণ [illegible] তাঁহাকে ঋত্বিকরূপে সাহায্য করিয়াছেন। বঙ্গদেশের মধ্যে কোটালীপাড়া একটী ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত। এইগ্রামে এবং উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের স্বগ্রামে শাস্ত্রজ্ঞ ও স্বধর্ম্মনিরত বহু সজ্জনব্রাহ্মণ বাস করেন। হেমবাবুর পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ৺যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা কবিরাজমহাশয় সেইসব ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহানুভূতিতে নিজবাড়ী ক্রিয়াকাণ্ড নিজেই সম্পন্ন করিতেন। এমন কি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেন। হেমবাবু একজন ক্রিয়াজ্ঞ পণ্ডিত। ব্রাত্যবৈদ্যব্রাহ্মণদের পক্ষে উপবীত গ্রহণের যে কালাকাল বিচারের আবশ্যকতা নাই, তাই তিনি ব্রাত্যবৈদ্যব্রাহ্মণগণকে অকালে উপনীত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে অপর ব্রাত্যবৈদ্যবন্ধুগণের চক্ষু উন্মীলন হউক ইহাই প্রার্থনা। তিনি যে সমস্ত বৈদ্যব্রাহ্মণকে [illegible] উপবীত দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা। জিলা ফরিদপুরগ্রাম [illegible] কোটালীপাড়া মৌদ্গল্যগোত্রীয় মাণবক শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দাশশর্ম্মা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ [illegible]শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র দাশশর্ম্মা; পরাশরগোত্রীয় শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত করশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ করশর্ম্মা। গ্রামপিঞ্জুরী কোটালীপাড়াগ্রাম [illegible]গোত্রীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেনশর্ম্মা শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনশর্ম্মা।

গ্রাম আটর্ক জিলে বরিশাল মৌদ্গল্য গোত্রীয় মাণবক শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মাখনলাল দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গোপাললাল দাশশর্ম্মা।

ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভি বন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মিকাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

২য় বর্ষ,
১৩৩২ বৈদ্যাব্দ

আশ্বিন।

৬ষ্ঠ সংখ্যা

উদ্বোধন

(কবিরাজ—শ্রীশীতলচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা শাস্ত্রী, পলাশপাই, মেদিনীপুর।)

হে বৈদ্যব্রাহ্মণ। বিশ্ব বরণীয়।
ত্যজ নিদ্রা সবে উঠ উঠ জাগি।
দুয়ারে দুয়ারে বাজিছে দুন্দুভি
সুপ্ত-বৈদ্যগণ নিদ্রাভঙ্গ লাগি।
কি হয়েছ তুমি তুমি কিবা ছিলে,
শোন কর্ণ পাতি রাখহ গৌরব।
যায় হিন্দু ডুবে ধর্ম্মদ্রোহী হেতু
প্রলয় প্রমোদে ওই হাহারব।
ভাব দেখি তব অতীত কাহিনী
কি উচ্চেতে তুমি ছিলে অবস্থিত;
দেবতা অর্চ্চিত হে বৈদ্যব্রাহ্মণ।
সর্ব্বত্রাহ্মণাখ্যে হ'তে আখ্যায়িত।
তুমি দ্বিজ, বিশ্ব-ব্যাধি নিবারণ
প্রকৃত ব্রাহ্মণ তুমি বৈশ্য নও;
ভিষক্ বৃত্তি কি বৈশ্যের আচার
কেন ভ্রান্ত হ'য়ে বিপথেতে যা'ও?
এখনো তোমার স্বজাতি গয়ায়
হিন্দুগণ গুরু গয়ালী ব্রাহ্মণ।
মথুরায় দোবে অম্বষ্ঠসেনীয়া
তোমাদের জাতি নিখিল বন্দন।
অসাড় দেহটা হউক স্পন্দিত
এই আবাহনে এই জাগরণে।
দৈব পৈত্র্য কাজ পতীকৃত হেতু
ব্যথিত হউক বক্ষঃ এইক্ষণে।
দেখ বেদ স্মৃতি পুরাণ খুঁজিয়া
চতুর্ব্বর্ণ মাঝে কোথা তব স্থান;
ভেঙ্গে যাক্ ঘুম অবসাদ তব
হউক বিস্মিত লাগি এ পতন।

চতুর্ব্বেদ বেত্তা হে বৈদ্যব্রাহ্মণ !
দেখ ইতিহাসে পতন তোমার,—
ঈর্ষা দ্বেষে ভরা যজন বিপ্রের
কি ঘোর অন্যায় ঘোর স্বেচ্ছাচার।
সর্ব্বপ্রতি পরি নেতৃত্ব তোমার
করিয়া দর্শন ওই ব্রাহ্মণেরা—
যবন রাজত্বে ব্রাহ্মণ শাসক
গণেশকে স্বীয় কুটযুক্তি দ্বারা—
করি অনুরোধ পাশবিক বলে
গ্রাহ্য করায়েছে এই বৈশ্যাচার,
তাই তুমি হেয় পতিত নতুবা
পূজ্য তব স্থানে কে আছে বা আর।
কি ঘোর অন্যায় অত্যাচারে এক
শ্রেষ্ঠ জাতিটীকে করেছে পাতিত।
স্মরিলে হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক
দংশনের জ্বালা হয় অনুমিত।
যাক্ তাহা জাগো হয়েছে প্রভাত
ছিঁড়ে ফেল ক্রূত কদর্য্য বন্ধন।
নাস্তিকতা নহে মঙ্গলের হেতু
মঙ্গলের হেতু শাস্ত্রীয় বচন।
ধর দশাহেতে অশৌচ তোমার
লও উপবীত ব্রাহ্মণ আচার।
এ নহে নূতন—শাস্ত্রের সম্মত,
হোক্ উদ্বোধন আজিকে তোমার।

তবে অনুরোধ, শুধু উপবীত
দশাহ-অশৌচ করিলে গ্রহণ !
হবে নাক তব শাস্ত্র বাক্য রাখা
জাতি কার্য্য ধর হে বৈদ্যব্রাহ্মণ !
নাশ ভারতের অকাল মরণ
রোগ শোক তুমি, সত্যযুগ হ'তে
যে রূপেতে রক্ষা করে এসেছিলে
আজিও সেরূপ হইবে করিতে।
জাগিবার মত হোক্ জাগরণ,
প্রতীচ্যের মোহে ভুলিও না আর।
যে ভুল করেছে হিন্দু ওই মোহে
আসিয়াছে দিন তাহা শোধিবার।
হে ঋষি সন্তান ! নহে দাস বৃত্তি
তব গ্রহণীয় শূদ্রকর্ম্ম যাহা,
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কর বরণীয়
শুভ্র নিষ্কলঙ্ক অনুপম তাহা।
ত্রিকালজ্ঞ ঋষি মণ্ডলী ভারত
মঙ্গলের তরে বহু সাধনায় ;
যে বাণী এঁকেছে শাস্ত্র মাঝে তাঁর
উপেক্ষিলে ডুবে যাবে দরিয়ায়।
ফের গৃহমুখে ফের হিন্দু ফের
জাগো মুগ্ধ ভ্রম অন্ধ যেবা আছ
হিন্দুর বৈশিষ্ট্য জয়ন্তী পতাকা
উড়াইতে হ'বে সাজ সব সাজ।

কয়েকটী কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(অধ্যাপক—শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী, এম, এ, শ্রীরামপুর কলেজ।)

১১। নামান্তে 'শর্ম্মা' শব্দ ব্যবহার ও দশাহ অশৌচ পালন ব্রাহ্মণের বাহ্য আচার মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কারণ বাহ্য লইয়াই বিচার উপস্থিত হয়। শম, দম, তিতিক্ষা

প্রভৃতি আভ্যান্তর ব্রাহ্মণ লক্ষণ সকল জাতিতেই দেখা যায়। ঐ সকল ব্যক্তিরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইলেও যাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত উপবীত ধারণ করেন না এবং দশাহাশৌচ পালন করেন না তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন না। বাহ্য আচার দেখিয়াই লোকেদের শ্রেণী বিভাগ এই যে, শ্রীখণ্ডীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যব্রাহ্মণগণের অন্ন গ্রহণ করেন না, এবং তাঁহাদের সহিত সামাজিক আদান প্রদান করেন না, তাহার একমাত্র হেতু তাঁহাদের বাহ্য কদাচার। তাঁহাদের মধ্যে সাধু ও পণ্ডিত ব্যক্তি বহু থাকিতে পারেন, কিন্তু বাহ্য দ্বিজ আচার পরিত্যাগ করার জন্য তাঁহাদের সহিত সামাজিক আদান প্রদান ধর্ম্মবিগর্হিত ও অশাস্ত্রীয় জ্ঞানে শ্রীখণ্ডীয় সদাচার পরায়ণ বৈদ্যগণ সেরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে অনুতপ্ত চিত্তে গঙ্গাস্নান ও হরিনাম দ্বারা শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত সমাপনান্তে উপবীত ধারণ করিলে বহুপুরুষপরম্পরা ক্রমে ব্রতহীন হইলেও পুনর্ব্বার এরূপ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণধর্ম্ম পালনের অধিকারী ও সকলের গ্রহণযোগ্য হইবেন। এইরূপে সমগ্র বৈদ্যজাতি একরূপ আচার গ্রহণ করিলে জাতির আত্মসম্মান জাগিয়া উঠে। সকলে স্লেচ্ছাচারী বা শূদ্রাচারী হইয়া একাচার বিশিষ্ট হওয়া কদাপি সম্ভব নহে কারণ অদ্যাপি সহস্র সহস্র বৈদ্য সযত্নে ব্রাহ্মণাচার রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা প্রাণান্তেও স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নহেন। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে হিন্দুশাস্ত্র বা আর্য্যশাস্ত্রও অন্ততঃ মোটা মোটা বিষয়ে মানিয়া চলিতে হয়। এই আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে বৈদ্যব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাচারই আশ্রয়ণীয় আর্য্য আচার বর্জ্জনীয়। আজ কাল অনেক আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি তাহাদের শূদ্রনাম ঘুচাইতে ইচ্ছুক, কিন্তু শূদ্রাচার পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজাচার গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের শাস্ত্রই তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে শূদ্র না বলিয়া কেহ জোরে দ্বিজ বলিলেই তাঁহারা দ্বিজ হইবেন না বা দ্বিজ অধিকার পাইবেন না। এক্ষণে শূদ্রাচার পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজাচার গ্রহণ করিতে হইলে, ব্রাহ্মণাচার গ্রহণই শাস্ত্রসম্মত ও সমাজের পক্ষে অশেষকল্যাণকর। বৈশ্যা-চারী ও শূদ্রাচারী বৈদ্য উভয়েই পতিত। শূদ্রাচারীর পুনঃ সংস্কারকালে বৈশ্যাচার গ্রহণ বিচারসহ নহে, শাস্ত্রসম্মতও নহে। কি শূদ্রাচারী, কি বৈশ্যাচারী উভয়েরই প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব রক্ষায় বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। সিংহশাবক যত কাল আপনাকে শৃগাল শাবক বলিয়া মনে করে, ততকাল সত্য সত্যই শৃগালবৎ কাপুরুষতা ও নীচাশয়তা প্রকাশ করে, সিংহশাবক বলিয়া জ্ঞান হইলেই তাহার সিংহবিক্রম জাগিয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সমগ্র বৈদ্যজাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্রাহ্মণাচার অবলম্বন দ্বারাই তাহা সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নহে। দুই দশজন ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে ভিন্ন মত হয়েন, তাঁহাদেরও বহুজন মতের অনুরোধে নিজমত ত্যাগ করাই উচিত। হয়ত, ঐ দুই দশ জন অতীব তেজস্বী মানী, সুপণ্ডিত ও কুলাচার পরায়ণ মহানুভব ব্যক্তি, কিন্তু তথাপি কুলাচার বা লোকাচার সকল সময়েই সদাচার না হইতে পারে ইহা জানিয়া অভিমান বর্জ্জন পূর্ব্বক বহুজন মতের অনুরোধে ও শাস্ত্রের অনুরোধে নিজ মত বিসর্জ্জন দেওয়াই উচিত, অথবা অমত সত্বেও যথাসম্ভব বহুমত মানিয়া চলাই উচিত।

১২। জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সংস্কারের প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইলে, তাহাই শ্রেয়ঃ। জগতে কোনও জাতিই নিজের জাতীয় স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। আমাদেরও জাতিভেদরূপ হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। জাতিভেদ প্রথা ভালই হউক আর মন্দই হউক, উহা এতকালের প্রাচীন ও হিন্দুর এরূপ অস্থি মজ্জাগত যে, জাতি ভেদ তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা আর হিন্দুর জাতীয় অস্তিত্ব বিলোপ করা একই কথা। বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে আমরা আমাদের জিনিষগুলির প্রতি মমতাহীন হইতে শিখিয়াছি, যাহা বিলাতী সমাজে নাই, তাহা কেন আমাদের সমাজে থাকিবে, এইরূপই যেন আমাদের মনের ভাব। কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষার দোষে বা ব্রাহ্মণের কার্পণ্য জনিত নিষ্ঠুর ব্যবহারে নৈরাশ্য ও জিজ্ঞাসার উত্তেজনায় জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিলে কিছু কাল পরে আর আমরা আমাদের প্রাচীন আর্য্যবংশধর বলিয়া চিনিতে পারিব না। একটী প্রকাণ্ড সৈন্যদল যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা দলে বিভক্ত, সুবিশাল হিন্দুজাতিও তদ্রূপ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত। আপনার জাতি গৌরব রক্ষণে এবং জাতীয় সদাচার অনুশীলনে যে ব্যক্তি উপেক্ষা করিয়া ম্লেচ্ছবৎ ব্যবহার করে, সে নিজযূথ ভ্রষ্ট বিশ্বাসঘাতক সৈনিকের ন্যায় নিন্দনীয়। সহস্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত এই বিশাল হিন্দুসমাজ সহস্র কক্ষে সুশোভিত অনুপম রাজপ্রাসাদের ন্যায়। যে এই জাতিভেদরূপ বিচিত্র প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদকামনায় হিন্দুজনোচিত আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া অপরকেও সেই কার্য্যে উৎসাহিত করে, সে ঐ রাজভবনকে ধূলিসাৎ করিয়া পথিপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিলাষী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ঐ রাজভবন ধূলিসাৎ না করিয়া তাহার উপযুক্ত সংস্কারই কর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক কক্ষবাসীর মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, এবং যে কক্ষেই বাস করুক সকলের এই জ্ঞান হয় এই রাজপ্রাসাদ তাহার, যাহাতে সকলে মিলিয়া একযোগে ঐ রাজভবন দস্যুতস্করাদির হস্ত হইতে রক্ষা করা যায়, সেইরূপ সংস্কার করাই প্রয়োজনীয়। যাহাতে কোন কক্ষবাসী গর্ব্বভরে অপর কক্ষের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে, যাহাতে কেহ অবজ্ঞাত ও অপমানিত হইয়া অপরের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা না করে, এরূপ সাধুতা সকলেরই অবলম্বন করা উচিত। যাহাতে সকলের সমান সুখ সুবিধা ও অধিকার থাকে, তাহা দেখা উচিত। জাতিভেদের যতই নিন্দা থাকুক উহা বহুকালের প্রাচীন এবং এখন উহা হিন্দুজাতির একমাত্র বিশিষ্ট লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি জাতি ভেদ রক্ষা করিয়া হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান সম্ভব হয়, তবে উহার মূলোৎপাটনের প্রয়াস কখনই সমীচীন নহে। বস্তুতঃ জাতিভেদ ততদূর দোষের নহে। যে দোষে জাতিভেদ দুষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সেই দোষই বর্জ্জনীয়। রোগকে না তাড়াইয়া রোগীকে তাড়াইলে চলিবে না। জন্মগত যে কদর্য্য মনোভাব, অধিকার বৈষম্য উচ্চনীচ জ্ঞান, সম্মানের গুরু লাঘব উৎকট মাত্রায় আবির্ভূত হইয়া সমস্ত হিন্দুসমাজকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, সেই মনোভাবের চিকিৎসা সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে নিখিল আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতিতে বিভক্ত ছিল; তখন এই চারি জাতিরই বেদে অধিকার ছিল ও

উপনয়ন হইত। পরে অনার্য্য শূদ্রগণ আর্য্যজাতির গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, বিজিত অনার্য্য শূদ্র ও আর্য্যশূদ্র মিশিয়া এক বিশাল শূদ্রজাতির সৃষ্টি হইলে, তাহাদের জন্য কালোচিত কঠোর বিধি ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে অবধি শূদ্রের বেদাধিকার ও উপনয়ন বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজজাতির অদ্যাপি একই মন্ত্রে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম হইয়া থাকে এবং একই বেদে অধিকার। বিশিষ্ট অধিকার বা প্রভেদ যাহা ছিল, তাহা সামান্যই এবং তাহাতে প্রত্যেকেরই সুবিধা ছিল বলিয়া কাহারও মনে চাঞ্চল্যের উদয় হইত না। বৈশ্য ধনার্জ্জন করিয়া প্রভূত ভোগসুখের অধিকারী হইত, ক্ষত্রিয় সকলের উপর প্রভুত্ব করিত এবং রাজজাতি বলিয়া সম্মানিত হইত; ব্রাহ্মণ নিঃস্ব হইয়াও সকলের পূজা পাইত। এইরূপে নির্ব্বিবাদে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিত। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির অস্তিত্বই নাই, তাহারা শূদ্ররূপে বিরাজ করিতেছে। অনার্য্য শূদ্রগণের প্রতি বিজেতা আর্য্যদিগের যে বিজাতীয় ঘৃণা ও রূঢ় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধে দৃষ্ট হয় (বিজিতের প্রতি বিজেতার এরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক হইলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে শূদ্র বলিয়া প্রচার করা ও পরে ঐ আরোপিত শূদ্রত্ব হেতু দ্বিজাধিকার হইতে বঞ্চিত করা এবং তাহাদিগের সহিত পদে পদে বিজিত অনার্য্যবৎ ব্যবহার করাই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক। ইহার ফলেই বঙ্গদেশ জাতিগত বিদ্বেষানলে দগ্ধীভূত। আজ উহা নির্ব্বাণ করিবার সময় আসিয়াছে। ঐ নিগৃহীত ক্ষত্রিয়গণকে ক্ষত্রিয়ের অধিকার ও বৈশ্যগণকে বৈশ্যের অধিকার দান করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। আজ যদি বঙ্গে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, বণিক ও কৃষিজীবীদের বৈশ্যত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে নিখিল বঙ্গ দ্বিজ অধিকারলাভে তৃপ্ত হইয়া শীতল মস্তিষ্কে নানা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। যাহার যে জাতিনাম আছে তাহা বজায় থাকুক, কিন্তু "আমি দ্বিজ" এই জ্ঞান ফুটিয়া উঠুক, শূদ্রোচিত অবমাননার পরিবর্ত্তে দ্বিজ সম্মানলাভ করিলে ও শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইলে, হিন্দুর জাতিভেদ রূপ বৈশিষ্ট্য ও সনাতন চাতুর্ব্বর্ণ্য যথার্থই রক্ষা পায়। পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের মধ্যে যাহা বা পার্থক্য ছিল এখন তাহাও নাই। এখন যাহার যে বৃত্তি ইচ্ছা সে সেই বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে ও নিজ চারিত্র্যোৎকর্ষ ও গুণের হিসাবে সমাজে সম্মান পাইতেছে, সুতরাং এক্ষণে দ্বিজ আচার গ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসিগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িলে, দ্বিজত্ব হিসাবে সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় সকল অধিকারে সমান হইয়া ও (অহিন্দুগণকে সমাজে শূদ্ররূপে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া) বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন।

সমাজে দরিদ্রতার কারণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীচিন্তাহরণ সেনশর্ম্মা, ঢাকা।)

এবং নানাবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন। একেই বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় বালকদিগের পরমায়ুর এক চতুর্থাংশ ক্ষয়িত হইয়া যায়, তদুপরি সংসারানভিজ্ঞ বালকদিগের পৃষ্ঠে বোঝার উপর শাকের আটীবৎ যুবতী ভার্য্যাটী প্রাণ নাশকর হইয়া থাকে।

যতদিন পিতা কি অন্য অভিভাবক জীবিত থাকেন এবং সংসারের কোনও রূপ চিন্তা করিবার আবশ্যকতা না থাকে ততদিন পর্য্যন্ত দিনগুলি একরূপ সুখেই কাটিয়া যায় কিন্তু কাল ক্রমে পিতা কি অভিভাবকের মৃত্যু হইলে তাহার স্কন্ধে এরূপ দুর্ব্বিসহ ভার চাপিয়া পড়ে যে, সারা জীবন তাহার ফল ভোগ করিতে হয় এবং সাংসারিক নানাবিধ অভাব অভিযোগের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াও তাহার কোনও রূপ সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার জীবনভার বহন করা দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়ে। যৌবনের প্রথম প্রভাতের সময় অনশন ক্লিষ্ট পুত্র কন্যার চিন্তা এবং তদুপরি কন্যাবিবাহরূপ দানসাগরের দুশ্চিন্তা প্রভৃতি হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিয়া মানসিক স্ফূর্ত্তি, উদ্যম চেষ্টা প্রভৃতি উচ্চবৃত্তি সমূহ সমস্তই অকালে শুষ্ক হইয়া গিয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন করিয়া দিয়া জীবনটাকেই বৃথা করিয়া দেয়। অবশেষে ইতঃস্ততঃ অর্থান্বেষণে বহির্গত হইয়া ২৫।৩০৲ টাকা মাহিনার কোনও রূপ একটা চাকুরী বা গোলামী যোগাড় করিয়া অতি কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয় এবং শারীরিক শ্রমানুযায়ী আহারাদির সংস্থান করিতে না পারায় পরমায়ু হ্রস্ব করিয়া আনিয়া স্ত্রীপুত্রদিগকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া নরলীলা সাঙ্গ করে। আর্থিক অনটন নিবন্ধন নিজেরাও যেরূপ কষ্টে দিনপাত করে তদ্রূপ অর্থাভাব প্রযুক্ত বাধ্য হইয়াই সন্তানদিগকে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা দিতে অক্ষম হওয়ায় তাহাদিগেরও ভবিষ্যৎ জীবন তমোময় করিয়া দিয়া দরিদ্রতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দেয়। এই সমস্ত সন্তান সন্ততি দ্বারা সমাজে দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ভিন্ন অন্য কোনই উন্নতি বা উপকার হইতে পারে না। সংসার প্রতিপালন ভিন্ন কন্যা-বিবাহ সন্তানগণের শিক্ষাদান ও চাল প্রভৃতি বজায় রাখিতেও অনেক অর্থের আবশ্যক।

বলদর্পিত জ্ঞানোন্নত য়ুরোপীয়ান ও আমেরিকানগণ অথবা মুসলমান জগতে কোথাও কন্যা বিবাহ প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। অবশ্য কন্যাদের বাল্যকাল ভাল কি মন্দ তাহা আমার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই এবং দরকারও নাই। এক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ বলিতে আমি বালকদিগের কথাই বলিব। বাল্যবিবাহ ও অনুপযুক্ত বিবাহকে জগতের সকল সভ্য জাতিই অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন। সেই জন্যই তাহাদের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ উর্ব্বর মস্তিষ্ক সম্পন্ন বিক্রম বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় জাতিকে উন্নতির অত্যুচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হইতেছেন এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়রূপ আখমাড়া কলের (যাহার নিষ্পেষণে পিতা পুত্র উভয়ের রসই বহির্গত

হয়) নিষ্পেষণে ছাত্রদিগকে ভগ্নস্বাস্থ্য করিয়া দেয় তদুপরি বিবাহে তাহাদিগের মৃত্যুপথ আরও সুগম করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কোনও উপকার সাধিত হয় না। পণ্ডিত প্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বলিয়াছেন—এক একটী পরীক্ষায় ছাত্রদের অর্দ্ধেক রক্ত শোষিত হইয়া যায়, তাহার উপর আবার বিবাহ এত ড্রেনেজ কি কখনও সহ্য হয়? বাল্যবিবাহ ছাত্রদের পক্ষে একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক। বাল্যবিবাহ মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতির সুবিস্তৃত জীবনপথকে রুদ্ধ করিয়া বা সঙ্কীর্ণ করিয়া মানুষকে অধঃপতিত করিয়া থাকে।" যে বিবাহের উপর সামাজিক ও সাংসারিক ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি মানুষের সৌভাগ্যের দ্বার স্বরূপ বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সেই কুসংস্কারাপন্ন বাল্যবিবাহে সমাজ পরিপূর্ণ নিতান্ত অপরিণাম দর্শিতার পরিচায়ক মাত্র।" অতএব উপার্জ্জন অক্ষম এবং অন্ততঃ ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে সন্তানদিগকে বিবাহ দেওয়া কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে।

জাতীয় ব্যবসাই জাতীয় উন্নতির একমাত্র সোপান। জাতীয় ব্যবসার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশে জাতীয় বৃত্তি অন্যের হস্তগত হইয়া জাতীয় গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিতেছে। যে আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "বৈদ্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার জন্য বৈদ্যগণের "দ্বিজ" আখ্যাপ্রাপ্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ত্তমান, আমরা সেই আয়ুর্ব্বেদে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সামান্য চাকুরীর জন্য আজ সকলের পদানত। আজ কাল সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা যে, ৫।৭ গ্রাম খোঁজ করিলেও একজন শিক্ষিত বৈদ্য চিকিৎসক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে আমরা এতই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি যে উহার উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করা দূরে থাকুক—পরিবারস্থ যে ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষায় অকৃতকার্য্য এবং নিতান্ত মূর্খ বলিয়া পরিচিত তাহাকে "কবিরাজ" করিবার মানসে কয়েক দিন সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া একজন কবিরাজের নিকট কয়েক বৎসর রাখিয়া এক ডিস্‌পেন্সারী খুলিয়া দেই। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যাহার উপর মনুষ্যের জীবন মরণের সমস্ত ভার, তাহা কি এতই সহজ? এই সমস্ত মূর্খ ছেলেদিগকে কবিরাজ বানাইবার ফলেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপর লোকের আস্থা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। কার্য্যতঃ এই শ্রেণীর কবিরাজদিগের কার্য্য কলাপে একদিকে যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপর অনাস্থাপ্রকাশ পাইতেছে অন্যদিকে আবার তেমনই সমাজে দিন দিন দরিদ্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ৪০।৫০ টাকার কেরানী হইতে ২৫।৩০্ টাকা আয়ের কবিরাজেরা অনেক সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারে, এবং লোকের নিকটও অনেক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথাযোগ্যরূপ সুশিক্ষিত না করাইয়া চিকিৎসক বানাইবার ফলে লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা লোপ পাওয়ায় তাহারা নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালনোপযোগী অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইতেছে না। অতএব বাধ্য হইয়াই অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। যথাযোগ্যরূপ শিক্ষিত করিয়া কবিরাজ করিলে আর এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না অথচ তাহারা অতি সহজেই উন্নতিসাধন করিতে ও সম্মান লাভে সমর্থ হয় যাহা বি, এ, এম, এ, পাশ করিলেও বা কোনও চাকুরি দ্বারা হইবার আশা নাই। একজন কবিরাজ

যেমন সকল সমাজ হইতে এবং সকল প্রকার মানুষ হইতে আদর যত্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে একজন হাকিম বাবু তাহা কখনই পাইতে পারেন না। আজ কাল কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত কৃতবিদ্যসন্তান আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইতেছেন; তাহাতে ভবিষ্যতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কতকটা উন্নতির আশা করা যায়। আজকাল ৪০।৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরি যোগাড় করিতে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশধারীদের যে কষ্টভোগ ও পদলেহন করিতে হয়—তাহারা যদি গোলামীর মায়া ত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসার উন্নতি করিতে সচেষ্ট হয়েন, তাহা হইলে অতি সহজেই কৃত কার্য্য হইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গোলামীর উপর আমাদের এমনই একটা স্নেহ দৃষ্টি যে,, বাল্যকাল হইতেই আমরা চাকুরী করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকি এবং কোনও রূপ একটা চাকুরী যোগাড় করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করি এবং জীবনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইল বলিয়া মনে করি। ইহাই জাতীয় অবনতির লক্ষণ। অতএব প্রত্যেক পরিবারস্থ মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছেলেকে সুশিক্ষিত (ক্রমশঃ)

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন।

(মহারাজের সমসাময়িক কবি গোবিন্দভট্ট লিখিত।)

(শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা, বি, এল; নোয়াখালী।)

বল্লাল ভূপালকো লাল,
রাজা লছ্মন সেন দয়াল;
জয় কিয়া উত্তর বাঙ্গাল,
    পাছ আকে পিতাকি রাজ পায়া হ্যায়।১॥
বালক কালমে কর্কে আড়ি,
জিত লিয়া রাজসিংকা পুরী—
রাণী কিয়া অতুল কুমারী,
    বিজয়ী নাম জাগায়া হ্যায়।২॥
বিক্রমপুরমে রাজধানী,
সাজসে বৈকুণ্ঠ বাখানি,
মহারাজ বল্লাল দানী,
    বিরাজ নাম বানায়া হ্যায়।৩॥

রাজা আকে সেন লছমন্,
পিতৃদত্ত পায় সিংহাসন,
ঐছা কিয়া রাজত শাসন,
    ভারত ভূমকো পায়া হ্যায়।৪
পিতাকা পাত্রকে পাত্র প্রধান,
অগাধ গুণাকর সর্ব্ব-বিদ্বান্
মন্ত্রিপদ সে পায় সম্মান,
    দেব-সমাজ সাজায়া হ্যায়।৫॥
শঙ্করন্ ঔর ভট্ট অরবিন্দ,
পৃথ্বীধর দিনকর ভবানন্দ,
সদা সুকাব্য করত প্রবন্ধ,
    বহুৎ বিধান রচায়া হ্যায় ৬।

সেনাপতি হ্যায় রণজয় বীর,
যোধবিশারদ বোধ গভীর,
বৈরী মারকে লাবে শির
ধম ধম ধুম লাগায়া হ্যায়। ৭ ॥
বৈছা ভূপত তৈছা মন্ত্রী,
মন্ত্র সভাসদ্ বিদ্যাতন্ত্রী,
ভট্ট নট্ট সভাগুণ মন্ত্রী,
ইন্দ্র সভাকো লজ্জায়া হ্যায় ।৮ ॥
বিক্রমসেনসে বানায়া পুর,
যাগ কিয়া হৈ আদিশূর,
বল্লাল কিয়া কুলীন ভরপুর,
লছ্মন আকে সব্‌সে বাঢ়ায়া হ্যায় ।৯ ॥
সেনা সামন্ত লেকে সঙ্গ
জয় করত উড়িস্যা, বিহার, বঙ্গ
বৈরী সব্‌কো কিয়া বল ভঙ্গ
দেশ বিদেশ্‌মে ভাগায়া হ্যায় ।১০ ॥
ভাগীরথী সে হোকর পার,
দুর্গ বানায়া দুর্গ পাহাড়,
পিতৃশত্রু সব্ কিয়া সংহার,
বিবাদী সব্‌কো মিলায়া হ্যায়। ১১ ॥
গৌড়্‌মে কর্‌কে বাসস্থান,
যুদ্ধ কিয়া ভস হিন্দুস্থান,
বহুৎ দয়া দিয়া ছন্‌ছন্
রীত নীত শিক্ষায়া হ্যায় ।১২ ॥
যোধমে সযোধকো রাজত লিয়া
দিল্লীপর ভি চড়াউ কিয়া
বৈরী সব্‌কো মার্ দিয়া
জয় ডঙ্কা বাজায়া হ্যায় ।১৩ ॥
বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা তিন,
নাম রক্ষা রাজতকে অধীন,
রাজপাটমে বৈঠে স্বাধীন,
রাজ কাজ চালায়া হ্যায় ।১৪ ॥
রাজা লছ্‌মন রাজপাট্‌মে বৈঠে হি,
রামরাজ কেয়া প্রজাপালন হি,
সব্‌কো কুলমান বঢ়ায়া হি
দয়া ধরম্‌কে সাথ রাজকী কিয়া হ্যায় ।১৫ ॥
হিন্দুজাত্‌মে ছত্রিশ জাতি,
সব্‌কো দিয়া সমাজ পাতি,
ক্রিয়া করম্ ধরমকো খ্যাতি,
বিচার আচার সব্‌কো বাতায়া হ্যায় ।১৬ ॥
পাপী ব্রাহ্মণকো শির্ মুড়া দিয়া,
অবিচারী ছত্রী কো রাজত ছিন্ লিয়া,
অনাচারী বৈদ্যকো উপবীত তোড়্ দিয়া
সাধুসমাজকে সম্মান বাঢ়ায়া হ্যায় ।১৭ ॥
যৎ না শত্রু থা অসুর সমান,
আর উদ্ধার কে কিয়া ছন্‌হান্,
গোবিন্দ ভট্ট করে গুণ গান,
ত্রেতাকে লছ্‌মন ফের আয়া হ্যায় ।১৮ ॥

[আমার জ্যেষ্ঠভ্রাত প্রবীণ কুলজ্ঞ স্বর্গীত আনন্দচন্দ্র সেন মহোদয়ের হস্তলিখিত পুস্তক হইতে সংগৃহীত। পণ্ডিতকুল বরেণ্য মহাত্মা স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও তদীয় গ্রন্থে মুক্তাগাছার রাজ-বৈদ্য পণ্ডিত স্বর্গীয় দেবীপ্রসাদ দাশ কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া স্বীয় গ্রন্থে উক্ত কবিতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন আমার প্রকাশিত কবিতা ও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত কবিতার মধ্যে দুই স্থলে পার্থক্য আছে।]

বৈদ্য-মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা, পূর্ব্বসিমুলিয়া, ঢাকা।)

চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত- শ্রাবণের বৈদ্যপ্রতিভার ক্রোড়পত্র পাঠে, বহুদিনের চলিত "যেমন "ঠাকুর" তেমনি মুগুড়" এই গ্রাম্য কথাটি স্মরণ পড়িল।

"বিশ্বপ্রেম না মস্তিভ্রম" পুস্তিকার ভাষা তাজা, বাক্যরচনা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত অন্তর্নিহিত কথার ঝাঁজে মস্তিষ্ক বিকৃতির আশঙ্কা থাকিলেও, "অপ্রিয় সত্য হইলেও বলিতে হইবে" এই খাটী কথাটি বোধ হয় অনেকেই সমর্থন করিবেন। পুস্তিকার প্রতি স্তরে সন্নিবেশিত সত্য তথ্য জ্ঞাপক যুক্তিতর্ক একেবারে "নস্যাৎ" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বহু মণীষীবৃন্দের পক্ষেও অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস হয়। "বৈদ্যমস্তিষ্কের অপব্যবহার বা বিদ্যার চাপে বুদ্ধিলোপ" এই উদ্ভট বিশেষণগুলি, বৈদ্যসমাজের সংস্কারকগণের উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে যাইয়া—"উল্টা বুঝিলিরে রাম" হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না,—তাহার প্রচলনের একাগ্রতা লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ বিকৃত মস্তিষ্কেরই পরিচায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন করাইতে চান, তবে রাসায়নিক গবেষণা দ্বারা নূতন কিছু করিতে চেষ্টা করাও, একেবারে বিকৃত মস্তিষ্কের অপব্যবহারের ধারার মধ্যে পড়িয়া, আত্মপ্রকাশ করিবে? "যাহা পূর্ব্বপুরুষদিগের ভিতর ছিল না এরূপ শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যে একাগ্রতা দেখাইও না,"—এই উপদেশ অনুসরণ করিতে দেখিলে, গ্রাম্য ঠান্‌দিদি সখন কবির ভাষায়, মুখ নাড়িয়া, দন্তপংক্তি বাহির করিয়া বলিবেন—

যেমন আছ তেমনি থাক,
কায়েথের লাথি মাথায় রাখ।

তখন বিলাতের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামান্য রসায়ন তত্ত্ববিদ্ ডাঃ স্নাও কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত, সাতটি ধাতুর মিশ্রণকে সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণের অভিনব বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যেও, তাহার মুখবন্ধ করিবার সামগ্রীগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বাহির করিতে অনেক ঘর্ম্ম নির্গত করাইতে হইবে।

স্বীয় সামাজিক অবস্থার চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা, সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া জীবনের উচ্ছৃঙ্খল গতি সংযত করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই, মানবজাতির ভিতর ক্রমোন্নতির পথ চিরদিনই উন্মুক্ত রহিয়াছে। স্বীয় অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকা যদিও নীতি উপদেশের অঙ্গীভূত, তথাপি সামাজিকতা হিসাবে—জাতীয় সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান হিসাবে, এই সাধুবাক্য অনুসরণ করিলে, "কূপ-মণ্ডুক" হইবার পথই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। সকলেই যদি অবস্থা ভেদে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিরাকাঙ্ক্ষ

হইয়া বসিয়া থাকে, তবে জাতীয়তাক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে, এমন কি ধর্ম্মানুষ্ঠানক্ষেত্রে, এক অসীম বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই। মানুষ যদি এই নীতি অনুসরণ করিয়া জীবনের লক্ষ্যস্থল চিরদিনের মত গণ্ডীবদ্ধ করিতে পারে, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিজ্ঞান ও রাসায়নিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আসিয়া দাঁড়াইত না। যাহা ছিল না তাহারই প্রচলনের জন্য মণীষিগণ চিরদিন আত্ম নিয়োগ করিয়া থাকেন, ইহার ভিতর নূতন কথা কিছুই নাই। এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মজ্জাগত মনোবৃত্তির অন্তর্গত বলিয়া একমাত্র মনুষ্যই দিন দিন চরম উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জাতীয়তা ক্ষেত্রে, ও কর্ম্মক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত লোকের স্থান নিতান্তই অপরিসর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

যদি কেহ প্রচলিত পদ্ধতিকে আকড়াইয়া ধরিয়া, ন্যায়ানুমোদিত পরিবর্ত্তন হইতে আপনাকে জোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার উদ্যমশীলতা ও একাগ্রতার প্রতিস্তরে একটা গভীর স্বার্থের পূতিগন্ধ, আপনা হইতেই লোক চক্ষুর নিকট আত্মপ্রসারণ করিবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক জাতি যখন সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু জীবনের একটি সমষ্টি, তখন প্রত্যেক জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে বিস্তৃতি লাভের পথ করিতে না পারিলে, উন্নতির পথ চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া যাইবে। অনিয়ন্ত্রিত আত্মবিকাশে যেমন প্রকৃত উন্নতিলাভ করা যায় না, তেমন নিয়ন্ত্রিত দমননীতির অধীনেও শান্তিসুখ লাভ হয় না।

যদি স্বচ্ছ বিমল গঙ্গা-সলিল দ্বারা একটি কূপ পূর্ণ করিয়া চারিদিকে সুদৃঢ় আবরণে আচ্ছাদন করিয়া রাখা যায় এবং সেই আবদ্ধ গঙ্গা সলিল যদি সূর্য্যকরস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া, নূতন জলধারায় পুষ্টিলাভেও অক্ষম হয়, তবে অচিরে সেই পবিত্র জলরাশিও মারাত্মক বিষে পরিণত হইবে। বহুকাল যাবৎ সমাজে যে সমস্ত আচার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে; তাহার বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক অবস্থার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইলে, সেই প্রচলিত রীতিনীতিরই সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ভিতরই একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, সকলেই আচার নিষ্ঠার দিকে অধিক মনযোগী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। কাজেই বৈদ্য জাতির পক্ষে ঘাত প্রতিঘাতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আকড়াইয়া ধরিয়া গলাবাজী করিলে সমাজ সংস্কারের পথ সুদূর পরাহত। যতদূর সম্ভব বর্ত্তমানের সহিত অতীতকালের আচার পদ্ধতির তুলনা করিয়া, উভয়ের অন্তর্নিহিত দোষণীয় অংশ বর্জ্জন ও নূতন শাস্ত্রসঙ্গত সুনিয়ন্ত্রিত আচার নিষ্ঠার প্রচলন স্পৃহা, "মস্তিষ্কের অপব্যবহার" বলিয়া কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে না।

আমাদের জাতীয় সংস্কারক বলিতে সমগ্র শিক্ষিত ও জ্ঞানী বৈদ্যব্রাহ্মণগণকেই বুঝায়। জাতীয়তা ক্ষেত্রে যে সমস্ত মণীষিবৃন্দ অযাচিতভাবে ঘরের খাইয়া, সমাজের উন্নতির জন্য আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিদ্যার খ্যাতি ও বাগ্মিতা, অধ্যাপক মহাশয় অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। অধ্যাপক মহাশয়ের সমকক্ষ বিদ্বান বৈদ্য সমাজে ভুরি ভুরি রহিয়াছেন। এই

অনুষ্ঠান জাতি কচকচি নহে, ইহাকে লক্ষ্য করিয়া "বৈদ্য মস্তিষ্কের অপব্যবহার ও বিদ্যার চাপে বুদ্ধিলোপ" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশকের স্থান কোথায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা সুধী মাত্রই বিবেচনা করিবেন। বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির প্রায় পনর আনা লোকই যদি এই উদ্ভট বিশেষণ মাথায় করিয়া লইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন, তবে অধ্যাপক মহাশয়ের ন্যায় এক আনি মাত্র "So called Educated" এর সংখ্যা, এই জাতীয় সংস্কারকের বৈঠকে না থাকিলে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি হইবে, লিখক মহাশয় চিন্তা করিবেন।

"বিদেশীয়েরা আসিয়া আমাদের দেশে কুষ্ঠাশ্রম করিয়া যাইতেছেন" ইহা কেবল পরিতাপের বিষয়ীভূত করিয়া ক্ষ্যান্ত না থাকিয়া, একটা কুষ্ঠাশ্রম তৈয়ার করিয়া লোকের দুঃখ নিবারণে তৎপর হইলে, তবেই "Example is better than precepts" এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া, বৈদ্যজাতি বাস্তবিকই গৌরবান্বিত হইত। কেবল Crocodile tears এ নদীর জল স্ফীত হইতে পারে, কিন্তু মানব জাতীয় শুভানুষ্ঠানে কোনই উপকার দর্শে না। যাহাদের বাবুগিরি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, এবং যাহারা সাহেবী চালে চলিয়া প্রার্থী দীন দরিদ্রকে অপভাষা প্রয়োগ করিয়া, বিদায় করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তাহাদের পক্ষে "Even truths utterd by them, seemed to have come blasted from their lips" ছাড়া আর কোন মন্তব্য প্রযোজ্য নহে।

জীবনকে সুসংস্কৃত আচারনিষ্ঠার গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখিতে সাধুচেতা লোকেই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের গলাবাজীর কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই দেখা যায়—তাহারা ভিতরে ভিতরে উচ্ছৃঙ্খলতার পথই উন্মুক্ত করিতে ব্যস্ত! যাহারা উদার নীতি অনুসরণ করিয়া, বিশ্বপ্রেম ও ভ্রাতৃত্বকে, কেবল Great Exstern Hotelএ বসিয়া তৃপ্তি সম্পাদনের সুবিধার গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিতে চায়, জাতীয়সংস্কার ও শুচীত্বের অনুষ্ঠান গুলি দেখিলে তাহাদিগের গাত্রজ্বালা যে উপস্থিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি থাকিতে পারে? কুলীনের ছেলে কুলীন হইবে, নবটি কুল লক্ষণ নাই বা থাকিল, এরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠার মত সহজলভ্যপথ আর কি হইতে পারে? সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিবার অনুষ্ঠান, রসাতলে যাইবার উন্মুক্ত সোপান, নহে। সাম্যভাব বরণ করিতে হইলে, শুচীত্বকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। ন্যায়নিষ্ঠার উপর বিশ্বপ্রেম স্তম্ভ থাকিলে সাম্য আসিয়া আপনা হইতেই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, বহু সম্প্রদায়ের ভিতর "একাকার মিলনযুগ" কবে আসিবে কেহই বলিতে পারে না এবং কোন দিন আসিবে কিনা তাহাও জোর করিয়া বলা অসম্ভব। সকল সম্প্রদায়ের ভিতরই হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষের ভাব মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত ঘৃণিত মনোবৃত্তিগুলি বলি দিতে না পারিলে, কেবল বহু ধর্মাবলম্বী, এক টেবিলভুক্ত হইয়া

আহারের ব্যবস্থা করিলেই বিশ্বপ্রেম পরিস্ফুট হইতে পারে না। বিভীষণের সাধুতা অনুকরণীয় হইলেও তাঁহার ভ্রাতৃদ্রোহীভাব চিরকাল, সকল সময়ই বর্জ্জনীয়।

"বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের দাবীর ভিতর শুধু ব্রাহ্মণের পদবী বা "লেজুড়ী" জুড়িবার দাবী করা কিংবা পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে পূজা অর্চ্চনা ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দাবী করা ভিন্ন আর কোন মহত্তর সাধু উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।" ইহা অধ্যাপক মহাশয়ের লিখা।

ইহা শুনিয়া পল্লীগ্রামের "পদিপিসিকে" গত বৃহস্পতিবার, বলিতে শুনিয়াছি "রাসায়ন শিল্পের গবেষণার ফলে উনপঞ্চাশের অবির্ভাব।" পদিপিসির মুখ বন্ধ করিতে "সাত পড়ল কাপড়ের চাপেও" কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই, ইহাতে যদিও পুত্রশোকের আর্ত্তনাদ সহজে থামিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

লেজুড়ী জুড়িবার স্পৃহা বঙ্গদেশের প্রায় সাড়ে পনর আনা লোকেরই মজ্জাগত মুদ্রা দোষ। বহু অর্থব্যয় করিয়া New years day, Kings birth day উপলক্ষে অনেক দেশ বরেণ্য রাসভার মণীষীকে এই লেজুড়ী জুড়িবার জন্য উদ্গ্রীবের ন্যায়, বহুরজনী বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইতে দেখা গিয়াছে। লিখক মহাশয়ও সেই লেজুড়ের হাত এড়াইতে ইচ্ছা করেন কি? তবে শর্ম্মারূপ লেজুড়ের অতিরিক্ত আশঙ্কায় শঙ্কিত হইতে দেখিয়া মনে হয়—কিমাশ্চর্য্যমতপরম্। তবে আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে পারি যে, জাতীয়তা রক্ষা করে, বাতুলের গলাবাজী শুনিয়াও এই শর্ম্মারূপ অতিরিক্ত লেজুড় বহন করিবার শক্তি এখনও বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ হারাইতে পারে নাই। অনেক মণীষী এম এ, লেজুড়ীর উপর মহামহোপাধ্যায় জুড়িয়া, অতিরিক্ত শর্ম্মা লেজুড়ী বহন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন। তবে "লেজুড় কাটা" শেয়ালের উপদেশ শুনিয়া অনুসরণ করিবার স্পৃহা না থাকিলেও, "লেজুড়" বিভীষিকার কারণ জানিতে প্রত্যেক বৈদ্য সন্তানই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

যজমান ব্রাহ্মণের কিম্ভূত কিমাকার অর্থহীন শব্দ শ্রবণ করিয়া, তাহাই কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত লোকের ন্যায় আওড়াইয়া, পিতৃপুরুষের পিণ্ডির ব্যবস্থা করা অপেক্ষা, অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিবার স্পৃহা, বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে জাগরিত হইয়াছে। উপবীত বহু যুগ হইতে বৈদ্যসমাজে প্রচলিত। দশাহাশৌচ প্রতিপালনের নিয়ম নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও শাস্ত্র সম্মত। বৈদ্যসন্তানগণ হীন ব্যবসা করিতে এখনও ঘৃণা বোধ করেন। কোন নীচ কার্য্যে কোন বৈদ্যসন্তান এখনও আপনাকে বিলাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন। পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে পূজা অর্চ্চনার দাবী করার উদ্দেশে লেজুড়ী জুড়িতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা একজন শিক্ষিত বৈদ্যসন্তানের মুখে শুনিলে বলিতে হয়—"পৃথিবী দুইভাগ হইয়া যাও।"

প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

একখানি পত্র।

(শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা দস্তিদার বি, এল।)

মাননীয় বৈদ্যপ্রতিভার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সম্প্রতি দুইটী পুস্তিকা পাঠ করিলাম। একটীর নাম "নূতন ব্রাহ্মণত্বের নমুনা।" লিখক আমার আত্মীয় ও শ্রদ্ধেয় সুহৃত শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়দারঞ্জন রায়। দ্বিতীয়টীর নাম "প্রতিভার বিকার।" লিখক অশর্ম্মাপদবীধারী শ্রীশ্যামাচরণ সেন। তিনি নিজ নামের অন্তে অশর্ম্মা পদবী সংযোগ করিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তিনি নিজকে অশর্ম্মা মনে করিলেও আমার চক্ষে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ বৈদ্যব্রাহ্মণ এবং শর্ম্মান্ত নামে উল্লিখিত হওয়ার অধিকারী। ইতিপূর্ব্বে উক্ত প্রিয়দাবাবুর রচিত "বৈদ্যমস্তিষ্কের অপব্যবহার" নামক আরও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়াছি এবং উক্ত পুস্তিকার প্রতিবাদ বৈদ্যপ্রতিভায় প্রচারিত ও প্রকাশিত "বিশ্বপ্রেম না মতিভ্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। এই সব প্রবন্ধ ও প্রতি প্রবন্ধে যে সব বাদানুবাদ দেখিলাম তাহাতে আমি অতিশয় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আমি চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর একজন সভ্য ও চট্টলবাসী। প্রিয়দাবাবুকে আমি অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীসন্তান এবং রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। আমি যতদূর জানি তিনি নিজের অধ্যাপনা কার্য্য ব্যতীত সংসারের ও সমাজের অন্যান্য কার্য্যে একরকম নির্লিপ্ত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি অবিবাহিত ও অসাংসারিক। আমার বিশ্বাস আমাদের বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সুদূর প্রবাসে থাকিয়া সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই; অথবা কতিপয় স্বার্থান্বেষী দুরভিসন্ধিপূর্ণ নারদবৃত্তি ব্যক্তিগণের স্তোক বাক্যে প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হইয়া তিনি নিজের স্বাভাবিক সরলতা বশতঃ বঙ্গদেশের বিভিন্ন সমাজের বৈদ্যগণের আচার বৈষম্য দূরীভূত করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির মধ্যে একতা ও সহানুভূতি স্থাপন ও অদূর ভবিষ্যতে পণপ্রথা ইত্যাদি সমাজের কুপ্রথার বিলোপ সাধন পূর্ব্বক সমগ্র বৈদ্যজাতির মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ বৈদ্যজাতিকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর যে মহান্ উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা রহিয়াছে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতিভাময়ী লেখনীকে তিনি বিপথগামী করিয়া "বৈদ্যমস্তিষ্কের অপব্যবহার" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার পরবর্ত্তী পুস্তিকা দুইটি ও একই ছাঁচে রচিত। ভাবের ধারা ও যুক্তির ধারা একই। "প্রতিভারবিকার" শীর্ষক পুস্তিকাটি যদিও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনের নামাবরণে ও ছদ্মবেশে লিখিত, তথাপি অভিজ্ঞ লোকের চোখে প্রিয়দাবাবুই তাহার অন্তরালে আছেন বলিয়া বোধ হইবে। ভাষা ও রচনাভঙ্গী অভিন্ন।

সে যাহাহউক, এইসব অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন বাদানুবাদ আত্মকলহ ও মতভেদ দেখিয়া

আমি বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছি। আমাদের দলাদলি ও আত্মকলহই আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উভয়পক্ষই বিষমভুল করিতেছেন। আমরা বৈদ্যগণ অভিশপ্তজাতি। যে বৈদ্যগণ বিশ্বপূজ্য ছিলেন, মহর্ষি ব্যাসদেব যে বৈদ্যজাতিকে দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ, শ্রেয়াংসঃ উক্তি করিয়া শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণত্বের অধিকারী বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন, যে বৈদ্য বিদ্যাবত্তায় ঔদার্য্যে ও মহত্বতায় বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জাতি বলিয়া আদমসুমারীতে পরিগণিত হইয়াছে, যে বৈদ্যব্রাহ্মণ এক সময়ে বঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন—সেই বৈদ্যজাতি যদি ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতা ও আত্ম প্রাধান্যের প্রবলবন্যার আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে শক্তিহীন হইয়া পড়েন, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে।

বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর কার্য্য প্রণালী কয়েকটী নির্দ্ধারিত সামাজিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহা সামাজিক ভাবেই গড়া। ইহার সঙ্গে রসায়নশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরতত্ত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি ও দেশাত্মবোধ ও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়ের বিশ্বপ্রেম ও খদ্দর প্রচার ও খাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর উদ্দেশ্য একাঙ্গীভূত নহে। রাজনীতি ও নিখিল ভারতবাসী স্বদেশ-প্রেম অতি উচ্চ বিষয় সন্দেহ নাই। তাহা অতি বিশাল। কিন্তু বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর কার্য্যের গতি ও ভাবের ধারা স্বতন্ত্র। সমাজনীতি ও রাজনীতি বিভিন্ন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এবং বিভিন্ন উপাদানে গঠিত।

আমি প্রিয়দাবাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য নহি। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তিনি আমার ন্যায় অল্পবিদ্য ব্যক্তি হইতে অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত সন্দেহ নাই। অবশ্য তিনি নিজে যে অতিরিক্ত শিক্ষিত তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন—আমাদের মত মতিভ্রান্তের হাতেই বৎসর বৎসর এই প্রকার বহু "সমুচ্চখেতাবধারী" মতিমানদের সৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে প্রিয়দাবাবু বুঝাইতে চাহেন যে, শিক্ষাবিভাগে তিনি অসাধারণ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া অনেক উচ্চপদস্থ খেতাবধারী ধন্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি নির্ভুল ও নিখুত এবং তিনি যে সব যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করা আমাদের মত অনুচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। এতৎ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে যাঁহারা নিজকে অতি শিক্ষিত মনে করেন এবং অতিশিক্ষার বা অতিরিক্তশিক্ষার গুরুভারে যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কোনও নির্দ্দিষ্ট ইস্যু আলোচ্য বিষয় বা বিসম্বাদিত বিষয়ের নির্দ্ধারিত আলোচনায় সংযত ও সীমাবদ্ধ না হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করেন এবং "অতিরিক্ত বিদ্যার চাপে বুদ্ধি লোপ" হইয়া যাঁহাদের মন আলোচ্য বিষয় অতিক্রম করিয়া উচ্চভাবের অনুগতে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া যুক্তি ও তর্ককে অসংবদ্ধ ও মলীন করে তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই শ্রেণীর তার্কিক ধান ভানতে যাইয়া শিবের বিবাহ কথার উত্থাপন করেন। বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে প্রকৃত অভিজ্ঞতা

লাভ না করিয়া সুদূর প্রবাস হইতে পরের মুখে ঝাল খাইয়া বা নিজের তথাকথিত শিক্ষার অভিমান ও আত্মশ্লাঘার মদিরায় মদমত্ত হইয়া নিজকে অসাধারণ ও সাধারণের বহির্ভূত অদ্ভুতভাবে উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া যাঁহারা নিজকে মনে করেন এবং সম্মিলনীর বিরুদ্ধে যাঁহারা বিরুদ্ধ বা বিকৃত ভাব অকারণ পোষণ করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা মহাত্মাগান্ধী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণের উচ্চভাবের ও বিশ্বপ্রেমের যেই দোহাই দিয়াছেন এবং সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, ক্ষেত্রজসন্তানোৎপত্তি ইত্যাদি কুসংস্কারকে যে সমর্থন করেন না, সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর বা কলিকাতার বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির সভ্যগণের বা অন্য বৈদ্যসজ্জনগণের কি মতভেদ আছে?

প্রকৃত বিষয়ের সমালোচনা বা অনুসন্ধিৎসা পরিত্যাগ করিয়া অনেক অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথার উত্থাপন করায় লেখকের মতির ভ্রাম্যমানত্ব ও কেন্দ্রভ্রষ্টতা সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতিতে সকলদেশে, সকল সম্প্রদায়ে এবং এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায় নানাবিধ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রথা আচার ও অনুষ্ঠান যে প্রচলিত আছে ইহা কোন সত্যগ্রাহী উদারহৃদয় ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে, যে স্থলে, শিক্ষা বিকারগ্রস্ত হইয়া 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' এই কথার ধার ধারে না, এবং আত্মগরিমার মোহ মদিরায় নিজকে অনন্যসাধারণ জ্ঞান করে, সে স্থলে শিক্ষাদৃপ্ত ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি আলোচ্য বিষয়কে পরিত্যাগ বা অতিক্রম করিয়া যে কেন্দ্রাপসারিণী গতি অবলম্বন করিবে তাহাতে সন্দেহের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর এবং কলিকাতার প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায়ের আচার বৈষম্য অপনোদন করিয়া সমস্ত বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক আচার স্থাপন এবং বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির একীকরণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে সহানুভূতি সমবেদনা স্থাপন। যদি অশৌচ বৈষম্য থাকে এবং দৈব ও পৈত্র কার্য্যে আচার ও অনুষ্ঠানের তারতম্য ও পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির পরস্পরের সহিত সামাজিক মিলন ও একীকরণ সুদূর পরাহত। বৈদ্যব্রাহ্মণদের সংখ্যা বঙ্গদেশের অন্যান্য জাতির তুলনায় অতি কম। আমাদের সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও চেষ্টা যে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার বৈদ্যব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ দেশের সামাজিক অভিমান ও খুটিনাটি ত্যাগ করিয়া উদার ভাবে এক হইয়া এক মহতী জাতির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা অতি সহজ কথা। কিন্তু প্রিয়দাবাবু অকারণ ধর্ম্মনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, রাজনীতি ও নানা বিধ তত্ত্ব কথার ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া কালিকলমের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। শীতলা, ওলা বা জলাকুমারীর সঙ্গে বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর কি সম্পর্ক বুঝিতে পারিলাম না। পূজা পার্ব্বণের কথা, পাঁঠা বলির আধ্যাত্মিকতত্ত্বের কথা শ্রাদ্ধের দার্শনিক ব্যাখ্যা, হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের বর্ণনা এবং বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, কেশবসেনের মহিমা কীর্ত্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার "নূতন ব্রাহ্মণত্বের নমুনা" শীর্ষক প্রবন্ধের

একস্থলে তিনি যে rara avis অর্থাৎ একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উক্তি করিয়াছেন—"উড্রূপ, অলকট্, বেশান্ত ও মোক্ষমুলর কি বলিয়াছেন বা কি না বলিয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা তাহা আমরা কোন অংশে কম জানি না। তবে সকল লোকের অর্থ গ্রহণের ক্ষমতা সমান নহে।" কেহ কেহ ইহাতে আত্মপ্রশংসার গন্ধ অনুভব করিতে পারেন এবং লেখক রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্যের সঙ্গে সময় সময় অবকাশ মত উনপঞ্চাশবৃত্তি অবলম্বন করেন বলিয়া মনে করিতে পারেন। দুইপাত কেমিষ্ট্রী পড়িয়া উক্ত বিষয়ে পরীক্ষাতে কৃতিত্ব লাভ করিয়া এবং কয়েকজন ছাত্রকে কেমিষ্ট্রী পড়াইলে যে, জগৎ বিখ্যাত সুধীবরেণ্য মহামতি উড্রূপ, মোক্ষমুলর ইত্যাদি চিন্তাশীল ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে পারা যায়, ইহা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির পূর্ব্বে জানা ছিল না। রসায়নশাস্ত্রের অনেক কৃতবিদ্য অধ্যাপক আছেন, অনেক P. R. S. D.sc ইত্যাদি উচ্চ উপাধিধারী আছেন, তাঁহাদের জ্ঞানোৎকর্ষ ও বিচার বুদ্ধির প্রখরতা প্রিয়দাবাবুর সমতুল হইয়াছে কিনা জানি না। সে যাহা হউক্ প্রিয়দাবাবুর আমাদের বহুকালের অজ্ঞতা দূর করিয়াছেন এবং অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছেন। এতদিন পরে জানিতে পারিলাম যে আমার দেশবাসী এমন একজন মহাশয়ব্যক্তি আছেন, যিনি জ্ঞানে ও মহিমায় ও অর্থ গ্রহণ ক্ষমতায় জগৎ বিখ্যাত উড্রূপ, বেশান্ত ও মোক্ষমুলর প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে অতিক্রম করিয়াছেন এবং তাহাতে আমি নিজকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি। তাঁহার তুলনা দিবার ক্ষমতা মাদৃশ মন্দবুদ্ধি লোকের নাই। "তিতীর্ষুঃ দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।" অথবা "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিববামনঃ।" কি আর তুলনা দিব? তুমি অতুলনীয়। তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।

সর্ব্বশেষে প্রিয়দাবাবু বলিয়াছেন—"সহস্রবিধ শাস্ত্রবিধি ও আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়াও অনেক সময়ে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন, কিন্তু মহাপুরুষের প্রচারিত যে কোন একটি বাণী (যেমন সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে; বা প্রতিবাসীকে নিজের মত ভালবাসিবে, ইত্যাদি) জীবনে ঐকান্তিকতার সহিত অনুসরণ করিতে পারিলে অনন্তের পথে শুভযাত্রা নিঃসন্দেহে সহজ ও সরল হইয়া উঠে।" অবশ্য প্রিয়দাবাবুর এই উচ্চভাব অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। ইহাতে প্রিয়দাবাবু বুঝাইতে চাহেন যে, চট্টলবৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী ও কলিকাতার বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির সভ্যগণ পাঠশালার শিশুশ্রেণীর ছাত্র এবং সেই পাঠশালার তিনি গুরুমহাশয় রূপে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন এবং অনেক নূতন কথা শিখাইতেছেন। যেন সম্মিলনীর সভ্যগণ এই সব বিষয়ে অজ্ঞ।

প্রকৃত শিক্ষা এক বিষয় এবং শিক্ষার অভিমান আর এক বিষয়। ইহা কেমিকেল বাহাদুরী বটে। বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর উদ্দেশ্যকে তিনি নিতান্ত ভ্রান্তভাবে দেখিয়া নানাবিধ তত্ত্বকথা ও নীতিকথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি কি মনে করেন যে, বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী সামাজিক কুপ্রথার পক্ষপাতী? তিনি কি মনে করেন যে, বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী সত্য কথা না বলিবার জন্য এবং প্রতিবাসীকে

নিজের মত ভাল না বাসিবার জন্ত উপদেশ দিতেছেন ? তিনি কি মনে করেন যে, বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর উদ্দেশ্য সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, ক্ষেত্রজ সন্তানোৎপত্তি, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি কুপ্রথার সমর্থন ও প্রচলন করা ? তিনি কি মনে করেন যে, বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি দেশবরেণ্য মহাপুরুষগণের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ? যদি তাহা তাঁহার ধারণা হয়, তবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তিনি বিষমভুল করিয়াছেন এবং তাঁহার বিচারবুদ্ধি আলোচ্য বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া তাঁহার তর্ক ও যুক্তিকে অসংযত জটিল ও কুটিল করিয়াছে। আমাদের বিচারবুদ্ধি সংযত লক্ষ্যাভিমুখী ও নির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই। অসংযত ভাবে এক বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিলে কোনও সুমীমাংসা হয় না, বরং তখন নানাবিধ কল্পনা জল্পনা ও তর্কজালের কুহেলিকায় বিচারবুদ্ধি বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। প্রিয়দাবাবু মহাত্মাগান্ধীর দোহাই দিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"তাই তিনি (মহাত্মা গান্ধী) বর্ত্তমানে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন অর্থে অন্ত্যজজাতিকে সমাজে জলাচরণীয় করিবার জন্ত উপদেশ প্রদান করেন; লোকমান্ত মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণ তিলকের মৃতদেহ তিনি ও মৌলানা সৌকত আলি একসঙ্গে কাঁধে করিয়া বহন করিয়াছিলেন।" এ সব কথার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ইহা কি মস্তিষ্ক না প্রলাপোক্তি ? প্রিয়দাবাবু অন্ত্যজজাতিকে মহাত্মার উপদেশানুযায়ী জলাচরণীয় করুন না কেন ? সেই বিষয়ে যদি নিখিল হিন্দুসমাজের অভিমত হয়, তবে বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর কোনও আপত্তি বা মতভেদ নাই। মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণ মহামতি তিলকের মৃতদেহ দেশপূজ্য মহাপুরুষ সৌকতালির সঙ্গে এক কাঁধে বহন করা বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর অনেক সভ্যই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন।

তবে এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, মহাত্মা গান্ধী হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মের এবং পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের দুইটী বিভাগ আছে। একটী আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক বিভাগ অপরটী আচার বা আনুষ্ঠানিক বিভাগ। মুসলমানধর্ম্মে এই আচারকে সরা বলে। খ্রীষ্টধর্ম্মেও আচার ও অনুষ্ঠান আছে যাহাকে ritual বলে, একই কথা। আচার, সরা ও ধর্ম্মপদ্ধতি এক পর্য্যায়ভুক্ত।
মহাত্মা গান্ধী বা তাঁহার পরিবার বা বংশের অন্তান্ত সজ্জনগণ কোনও না কোন জাতীয় অনুষ্ঠান বা আচার প্রতিপালন করেন। তাঁহার বাড়িতে বা বংশীয়দের বাড়ীতে শৈব ও পৈত্র্য ও বিবাহাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোনও আচার বা ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত নাই বলিয়া প্রিয়দাবাবু বলিতে পারেন না। মহাত্মা গান্ধী অহিংসনীতি ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ইত্যাদির মন্ত্রগুরু হইলেও পারিবারিক ও জাতীয় আচার ও অনুষ্ঠানকে ভারতমহাসাগরে বা আরবসাগরে নিক্ষেপ করেন নাই। তিনি শৈব, পৈত্র ও অন্তান্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে জাপানীয়, ইয়োরোপীয় বা অন্ত কোনও জাতীয় আচারপদ্ধতি অবলম্বন করেন না। সেরূপ মহামতি সৌকতালি ও তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ মুসলমান সম্প্রদায়ের রীতি নীতি ও প্রথা অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার দেশহিতৈষণা ও বিশ্বপ্রেম, তাঁহার জাতীয় সরাকে বিকলাঙ্গ

করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দুধর্ম্মে প্রচলিত বা খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত আচার অনুসরণ করেন কিনা প্রিয়দাবাবু বলিতে পারেন। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য, অসভ্য, কি বর্ব্বর সমস্ত জাতিতে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপদ্ধতি বা আচার প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টের উপাসকগণ হিন্দুর নিয়মে বা মুসলমানের শরা অনুযায়ী আচার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন না। আবার খ্রীষ্টানগণের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে; যেমন ক্যাথলিক প্রোটেষ্টাণ্ট, পিউরিটান, প্রেসবিটারিয়েন, কোয়েকার, এপিসকোপেলিয়ান ইভেনজেলিষ্ট প্রভৃতি। তাঁহারা এক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শাখাভেদে ও শ্রেণীভেদে বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আচার ও অনুষ্ঠানের দ্বারা অনুশাসিত।

প্রিয়দাবাবু কবিবর নবীনচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিজের অনন্যসাধারণ ভাবগ্রাহিতা বা অর্থগ্রহণক্ষমতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কবি নানারসের ও নানাভাবের অবতারণা করেন। কবিহৃদয় কোনও নির্দ্দিষ্টভাবে সীমাবদ্ধ নহে। যে কবি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিকধর্ম্ম মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অভিব্যক্ত করেন, তিনি আবার লৌকিকধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানেরও পক্ষপাতী। নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রিয়দাবাবু বলিয়াছেন—

একজাতি মানব সকল, একবেদ মহাবিশ্ব একই সকল।
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয়, একমাত্র মহাযজ্ঞ নিষ্কাম সাধনা॥

নবীনবাবুর বিশ্বপ্রেমের ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার উল্লেখ করিয়া প্রিয়দাবাবু বুঝাইতে চাহেন যে, চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর ও কলিকাতার বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির সভ্যগণ বা অন্যান্য বৈদ্যসজ্জনগণ নবীন বাবুর এই উচ্চ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার ভুল। প্রত্যেক উদারহৃদয় বৈদ্যসন্তানই নবীনবাবুর এই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত। কিন্তু নবীনবাবুর যেমন উদার বিশ্বপ্রেম ছিল, আচারাদি বিষয়ে তাঁহার সেইরূপ মারাত্মক মতিভ্রম ছিল না। তাঁহার পুত্র আমার সহপাঠী ও প্রিয়-সুহৃদ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্রকে উপনীত করিয়া সামাজিক অনুষ্ঠান ও লৌকিক আচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে শূদ্রজাতীয়া পত্নী গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের জন্যও কোন অন্ত্যজা বা প্রিয়দাবাবুর বর্ণিত "পাটেলী" পত্নী আনেন নাই। তিনি বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়া "একজাতি মানব সকল" অভিমত প্রকাশ করিয়াও অবৈদ্যের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই। প্রিয়দাবাবু বলেন—"নবীনবাবু ও তাঁহার সমসাময়িক চট্টগ্রামের কৃতি বৈদ্যসন্তানগণ কেহই "শর্ম্মা" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া সমাজে কোনও উপদ্রবের সৃষ্টি করেন নাই; নবীনচন্দ্র শুধু পশ্চিমদেশীয় বৈদ্যসম্প্রদায়ের সহিত চট্টগ্রামের বৈদ্যদের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই জাতীয় সংস্কার উপনয়নের উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তিনি কখনও ইহার জন্য কোন বৈদ্যসন্তানের সহিত বা ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সহিত বাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন নাই; হইবারও কোন কারণ ছিল না।"

যদি সামঞ্জস্য রক্ষা নবীনবাবুর অভিপ্রেত ছিল, তবে বৈদ্য-ব্রাহ্মণসম্মিলনীর সভ্যগণের ও

সেই একই মহান্ উদ্দেশ্য যে, পশ্চিমবঙ্গীয় কেন, ভারতের সর্ব্বস্থানের বৈদ্য-ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা। ভারতের বিভিন্নস্থানের বৈদ্যগণ যে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণবর্ণ জ্ঞাপক শর্ম্মান্ত পদবী উল্লেখে যে দৈব ও পৈত্রকর্ম্মাদি সম্পন্ন করেন; ইহা কাহারও অবিদিত নাই। মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর পরলোকগত স্বামী রামভুজদত্ত চৌধুরী জাতিতে বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন। সরলাদেবী নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার শ্বশুরবংশের একশাখা বৈদ্য নামে খ্যাত। কে না জানে যে, গয়ালীপাণ্ডাগণ বৈদ্যব্রাহ্মণ। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যগণের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছে এবং কলিকাতা, বর্দ্ধমান, হুগলী হাওড়া প্রভৃতি রাঢ়দেশীয় অন্যান্য বৈদ্যগণের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ও সমাজবরেণ্য বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ দশাহ অশৌচ প্রতিপালনপূর্ব্বক শর্ম্মান্ত নামে দৈবপৈত্র কার্য্য সমাপন করিতেছেন। যদি প্রিয়দাবাবুর স্বীকৃত ও সমর্থিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, তবে যথাশীঘ্র সকলে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব ও পৈত্র কার্য্য এবং বিবাহাদি যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন কবিতে হইবে। ইহা না করিলে সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না এবং একাচার ও একধর্ম্ম-পদ্ধতি না হইলে একীকরণ ও জাতীয় মিলন হইবে কি না প্রিয়দাবাবু নিজেই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। নবীনবাবু ও তাঁহার সমসাময়িক লোক "শর্ম্মা" উপাধি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া প্রিয়দাবাবু বলিয়াছেন—আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। যদি নবীনবাবু এখন জীবিত থাকিতেন এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্য-প্রধানগণ যে সামাজিক আন্দোলনে যোগ-দান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈবপৈত্রকর্ম্ম ও দশাহাশৌচ প্রতিপালন করিতেছেন তাহা দেখিতেন, তখন তিনি কি করিতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনিও শর্ম্মান্ত পদবী সংযোগে দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দশাহাশৌচ প্রতিপালনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেন। বাদবিসম্বাদ বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর উদ্দেশ্য নহে। ব্রাহ্মণসম্প্রদায় গায়ে পড়িয়া আক্রমণ করিলে বা বিসম্বাদ করিলে আত্মরক্ষা করিতে হয়। আবার বৈদ্যসন্তানের মধ্যে যাঁহারা সম্মিলনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম কবিতে না পারিয়া বিভীষণবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং যাঁহারা নাইট্রিক এসিড ও সালফারিক এসিডের কারখানা হইতে হটাৎ অবতরণ করিয়া তাণ্ডবনৃত্য পূর্ব্বক নিজের মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ না করিয়া অপরের মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করেন, তখন যদি কেহ আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহা কখনও দোষজনক হইতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অশৌচ ত প্রতিপালন করিতেই হইবে। দেবী বা দাসী পাঠে বা যে কোনও পাঠেই হউক বিবাহ, ও ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন ত করিতেই হইবে। আচার ও অনুষ্ঠান ত একেবারে কর্ণফুলী নদীগর্ভে বা বঙ্গোপসাগরে বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে না। যদি আচরি মানিতে হয়, তবে শূদ্রাচার ও বৈশ্যাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈদ্যের জাতীয় ও বর্ণগত আচার অর্থাৎ ব্রাহ্মণাচার গ্রহণে দশাহাশৌচ পালন করিলে প্রিয়দাবাবু দোষজনক কেন মনে করেন

বুঝিতে পারিলাম না। দেব্যাস্তু স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ। স্ত্রীগণ ত সকলেই দেবীমূর্ত্তি। বিশেষতঃ পরলোকগতা মাতা, পিতামহী, মাতামহী প্রভৃতি প্রমাতৃগণ ত সকলেই দেবলোকে গমন করিয়া দেবীত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দাসী সম্বোধন না করিয়া দেবী সম্বোধন করিলে প্রিয়দাবাবুর চিত্তচাঞ্চল্য বা গাত্রদাহ হইবার কোনও কারণ ত দেখি না। প্রিয়দাবাবু বলেন দাসী বা দেবী তাঁহার নিকট সমান। সামাজিকভাবে ব্যতীত দার্শনিকভাবে দেখিলে আমরাও সমান মনে করি। তবে পৃথিবীর যাবতীয় মানবসমাজে আচার ও অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য দশাহাশৌচ, শর্ম্মা ও দেবী পাঠ করিলে এবং বঙ্গীয় বৈদ্যগণ একাচার সম্পন্ন হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইলে জাতীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের স্বজাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন হইলে পরে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক জাতির সঙ্গে সমবেত হইয়া আমরা এক বিশাল ভারতীয় মহাজাতিতে পরিণত হইব যে সন্দেহ নাই। নিজেদের মধ্যে যদি আচারবৈষম্য ও মতভেদ থাকে, আমরা মুষ্টিমেয় অল্পসংখ্যক বৈদ্যগণ যদি একাচারনিষ্ঠ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারি এবং পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ও দলাদলির সৃষ্টি পরিপোষণ করি, তবে আমাদের দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম কেবল মুখের কথা মাত্র।

নবীনবাবুকে শেষবয়সে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রেঙ্গুনপ্রবাসী হইতে হইয়াছিল বলিয়া প্রিয়দাবাবু যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা প্রিয়দাবাবুর পরিবারস্থ এবং অন্য পরিবারস্থ নবীন বাবুর জ্ঞাতিবর্গের জ্ঞাতি হিংসার জন্যই হইয়াছিল। বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর সভ্যগণের সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই। এখনও নবীনবাবুর পরিবারস্থ জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে প্রিয়দাবাবুর পরিবারস্থ লোকের সামাজিক মিলামিসা আছে কিনা প্রিয়দাবাবুই বলিতে পারেন। তবে আমি যতদূর জানি নবীন বাবু উপনয়নের জন্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রিয়দাবাবু যে প্রকাশ করিয়াছেন, প্রিয়দাবাবু উপবীত গ্রহণ করিয়া নবীনবাবুর উপদেশ এখনও পালন করেন নাই। প্রিয়দাবাবুর জানা উচিত; উপবীত ধারণ আর্য্যজাতির জাতীয় চিহ্ন। "প্রতিভারবিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রিয়দাবাবুর স্তুতিবাদকারী লেখক বৈদ্যজাতির গৌরব রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ডি, লিট, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া প্রিয়দাবাবুর গুণ কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখকের উপাধি অশর্ম্মা না হইয়া অগ্নিশর্ম্মা হইলে সমীচীন হইত। উক্ত লেখকের পোষাকেও ছদ্মবেশে প্রিয়দাবাবু নিজেই নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। ভগবান্ মহাভারতে বলিয়াছেন—আত্মপ্রশংসা মরণ তুল্য।

প্রিয়দাবাবু তাঁহার প্রবন্ধে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে আক্রমণ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ততার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর সভ্যগণের মধ্যে সকলেই চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। চিকিৎসকগণ যে প্রাণাচার্য্য ও প্রাণদাতা ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। দেবরাজ ইন্দ্র, ভগবান্ রামচন্দ্রও চিকিৎসককে তাত বৈদ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রিয়দাবাবু লিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই মানুষের হীন পশুবৃত্তি উত্তেজক পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুত করিয়া নীতিবিগর্হিত

নামাকরণ ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থ ও রক্তশোষণ পূর্ব্বক বিত্তসঞ্চয়ে রত হইয়াছেন ইত্যাদি।” ইহার প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। অন্ত কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি এইরূপ উক্তি করিলে তাহাকে আমরা শীঘ্র বহরমপুরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতাম। কিন্তু প্রিয়দাবাবু আমাদের দেশ বাসী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহার এই উক্তি আমরা উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করি। আয়ুর্ব্বেদ কি কেবল পশুবৃত্তির উত্তেজক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে? চিকিৎসকগণ কি কেবল মানবের পশুবৃত্তি উত্তেজিত করেন? এই বিশালভারতে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সেবন করেন, তাঁহারা সকলেই কি পশুত্ব লাভ করিয়াছেন? ইহারই নাম কি শিষ্টাচার? ইহাই কি বহুকালের রসায়ন শিক্ষার সুফল?

প্রিয়দাবাবু কি জানেন না যে, তাঁহার সম্পূজ্য অধ্যাপক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলকেমিকেল কোম্পানী অশান্, গ্লিসিরো, ফস্কেটিন ইত্যাদি উত্তেজক ঔষধ আবিষ্কার করতঃ বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করিয়া দেশবাসীর অর্থশোষণ করিতেছেন? কিন্তু আমরা ইহা অর্থ শোষণ বলি না বরং বেঙ্গলকেমিকেল হউক বা চিকিৎসকগণই হউন তাঁহারা দেশের ও দশের যথেষ্ট উপকার করেন। সেরূপ Huxley's Nervigor হাক্‌স্লিরনারভিগার, সেনাটোজেন পোটেন্সিপিল, পোট্রেন্সিঅয়েল, ভাইব্রোনা, কম্পাউণ্ড ডামিবানা পিল প্রভৃতি বিলাতী ঔষধ বিজ্ঞাপনমূলে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে দেখা যায়। তবে কেবল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের কি অপরাধ হইল বুঝিতে পারিলাম না।

ইহাতে আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে, যাঁহারা শিক্ষাভিমানী তাঁহারা সুবিধানুযায়ী শিষ্টাচার ও ভদ্রতাকে অতিক্রম করিতে পারেন।

ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং। ন চাপি বেদাধ্যয়নং॥
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে। যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥

অনৈক ইংরেজ কবির কথা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলি—

A man having got A little brief knowledge Plays such pranks
Before High Heaven As make the angels weep.

“প্রতিভার বিকার” শীর্ষক প্রবন্ধে “অশর্ম্মা” মহাশয় লিখিয়াছেন মুন্সেফ শশিজীবন প্রভৃতি চট্টগ্রামের কয়েকজন খ্যাতনামা বৈদ্য, বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই ইহা তাঁহার কি আত্মবিস্মৃতি? মুন্সেফ শশীবাবু যে দশাহাশৌচ গ্রহণ করেন, শর্ম্মান্ত নামে দৈবপৈত্রকর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তাহা লিখকের জানা উচিত ছিল। অনেকে পূর্ব্বে একটু ইতঃস্তত করিলেও শেষে সম্মিলনীর সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন। যাঁহারা প্রথম প্রথম করেন নাই, তাহা স্থিতিশীলতা বা মানবিক দৌর্ব্বল্যতা বশতঃ। কিন্তু সম্মিলনীর বিরুদ্ধে তাঁহারা কোন দিন ও বিরুদ্ধমত পোষণ করেন নাই। তবে প্রিয়দাবাবুর ন্যায় দুই চারজন নাই যে নয়। সে যাহা হউক আশা তাঁহারাও তাঁহাদের ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করিবেন, বলিয়া আশা করি। “ভবতি বিজ্ঞতমঃ

প্রয়োজনঃ।" এখনও ছয় মাসগত হয় নাই এই অশর্ম্মা মহাশয়ও ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত গচিহাটা ষ্টেসনে যাইয়া তাঁহার পুত্রের বিবাহ শর্ম্মা ও দেবী নামোল্লেখে সম্পন্ন করিয়াছেন। নিজে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে পিতৃ পিতামহাদির বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় না কি? "প্রতিভার বিকার" পুস্তিকা শ্যামবাবুর লিখা নহে। মুন্সেফ শশীবাবু গত বৎসর ২০শে আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের নিকট লিখিয়াছিলেন—"আপনার শ্রমজাত সাধনা ও গবেষণার ফলে আমাদের মোহান্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আমাদের বাড়ীতে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সঙ্কল্প হইয়াছে। আমার খুড়তত্ ভাই কবিরাজ শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র সেন শর্ম্মা মহাশয়ের পৌত্রের জননাশৌচে তিনি ও আমরা দশদিন গ্রহণ করিয়াছি।" চলিত আশ্বিন মাসে যে শশীবাবু তাঁহার খুড়ী মার আদ্যশ্রাদ্ধ (অপুত্রক বিধায়) একাদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, কোরেপাড়ার দেড় শতাধিক ব্রাহ্মণ অন্নাহার করিয়াছেন। তাঁহার অশর্ম্মা মহাশয় অবগত নহেন?

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা বিদ্যাভূষণ সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস্ মহাশয় কবিরাজ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়কে লিখিয়াছেন—

আপনার "বৈদ্যপ্রতিভা" নামক মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে পাইতেছি। খুব ভালই হইতেছে।

আপনি চট্টগ্রামে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। আমি নিয়তই শতমুখে আপনার প্রশংসা করিয়া থাকি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও আপনার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনি শতায়ুঃ হইয়া বৈদ্যজাতির আচার সংস্কারে কৃতকার্য্য হউন। ইহা হইতে কবিরাজ মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? গুণীগুনং বেত্তি ন বেত্তি নিগুণঃ।

এখন উপসংহারে আমি দুই একটী কথা প্রিয়দাবাবুকে বলিতে চাহি। ভাই! আপনি আমার বিজয়াসম্ভাষণ গ্রহণ করুণ। আশাকরি মা দুর্গার আশীর্ব্বাদে আমাদের দুঃখ, দৈন্য ও পরস্পরের মতভেদ অপসারিত হইবে। আমরা আমাদের দলাদলি রোষরোষি ও বাদানুবাদ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও প্রীতিবন্ধনে আকৃষ্ট হইব।

আপনি আত্মবিস্মৃত হইবেন না, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ চট্টগ্রামের গৌরবস্থল ছিলেন। আপনি সেই সমাজপতিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি এত কথা লিখিলাম এবং আপনার মতামতের সমালোচনা করিলাম, তজ্জন্য আশাকরি আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবেন না। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন চট্টল-বৈদ্যসমাজের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, আপনি ও আপনার পিতৃ পিতামহগণের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক এই জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমাদের সম্মিলনীর এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক হউন। আমি আপনার স্বর্গীয় পিতা ও আপনার মাতৃদেবীর চরণধূলি মাথায় করিয়া সাহসের সহিত বলিতে পারি যদি আপনি উদারভাবে আমাদের বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর কার্য্য প্রণালী প্রতিধান করেন, তবে আমরা আশা করিতে পারি যে, অদূরভবিষ্যতে আপনি ও আমাদের মতাবলম্বী হইবেন এবং আপনি আমাদের

আচারসংস্কার কার্য্যে কোনও অনুদারতা বা একদেশদর্শিতার নিদর্শন পাইবেন না। আপনি অগৃহী। সুতরাং সংসারের ও সমাজের বড় ধার ধারেন না। যাঁহারা অগৃহী তাঁহাদের উদ্দামতা ও আকস্মিক বা সাময়িক ভাবপ্রবণতা স্বভাব সিদ্ধ। তাঁহারা theoretical বা কল্পনা প্রিয়তা কখনও practical বা ব্যবহারিক নহে। আপনি চট্টগ্রামের আব, হাওয়াতে দলাদলি ও গালা-গালির উৎপত্তি হয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি তাহা সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ বলিয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি! আপনি শৈলকিরীটিনী, সাগরকুন্তলা, সরিৎমালিনী প্রকৃতির রম্যভূমি পার্ব্বতীমাতা চট্টলার সন্তান। আপনি জানেন, এই চট্টলভূমিতে একাল ও সেকাল যুগপৎ বর্ত্তমান। ইহার পূর্ব্বদিগে পার্ব্বতীয় জাতির অট্টহাস্য ও অপরদিকে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল ফেনিল সমুদ্র রবিকরোদ্ভাসিত তরঙ্গহিল্লোলে সৈকতভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্ট ও বুদ্ধধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আপনার জন্মভূমি সুজলা, সুফলা ও মলয়জশীতলা। এই চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা যেমন হিন্দুর প্রধান তীর্থস্থান, তেমন মুসলমান সম্প্রদায়ের বার আউলিয়ার কর্ম্মভূমি। এইদেশে পর্ত্তুগীজ খ্রীষ্টীয়ানগণ বহুশতাব্দি হইতে বাস করিতেছেন এবং ইহা বৌদ্ধধর্ম্মেরও এক প্রধান কেন্দ্র। সমস্ত ধর্ম্মের সমন্বয় এই চট্টলভূমিতে হইয়াছে। এই দেশে ধর্ম্মভেদে ও সম্প্রদায়ভেদে দলাদলি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা নাই। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। এই বাক্য থাকা স্বত্বেও আমি বলিতে চাহি, আপনি সুদূর কলিকাতা প্রবাসী হইলেও আপনাব বর্ণিত চট্টগ্রামের আবহাওয়ার দোষ হইতে আপনি সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। যেহেতু আপনি উদারভাবে ভাবিয়া দেখুন আপনিই ত গায়ে পড়িয়া সর্ব্বপ্রথমে "বৈদ্য মস্তিষ্কের অপব্যবহার" নামক পুস্তিকা বাহির করতঃ অকারণ গালিবর্ষণ করিয়া আপনার বর্ণিত চট্টগ্রামের আবহাওয়ার পরিচয় দিয়াছেন। আপনি ত জানেন যে, কায়স্থ মনীষিগণ সমাজসংস্কারে কিরূপ যত্নবান্ হইয়াছেন। মাননীয় কমিশনার মিষ্টার কিরণচন্দ্র দে, হাইকোর্টের খ্যাতনামা জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ কায়স্থমনীষিগণ কায়স্থ সমাজের সংস্কারের জন্য কিনা করিয়াছেন এবং কিনা করিতেছেন তাহা ত আপনার অবিদিত নহে। ইহা সকলেই জানে যে, কায়স্থসমাজের অনেক বিশিষ্ঠ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশাহাশৌচ গ্রহণ করতঃ শূদ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনি বৈদ্য। আর্য্যঋষির বংশে আপনার, জন্ম। আপনার জানা উচিত বৈদ্যশব্দের অর্থ বৈশ্য নহে। বৈদ্য শব্দের অর্থ বিদ্বান। "সর্ব্ববেদেষু নিপুনঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ। চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যশ্চাভিধীয়তে। বৈদ্য শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য বৈশ্যের কর্ম্ম। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ কেহ ও কৃষক বা হলজীবী ছিলেন না। গোপালন, গোচারণ বা বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্ম তাঁহাদের ছিলনা। বৃথা অভিমান ও দ্বেষ পরিত্যাগ করুন! আত্মবিস্মৃত হইবেন না। আত্মপ্রতারণা করিবেন না। আমাদের সহযোগী আমাদের সহকর্ম্মী হইয়া বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল করুন! স জাত যেন জাতেন যাতি বংশসমুন্নতিং। এখনও যদি আপনার ভ্রম থাকে তবে তাহার প্রতিকারের

উপায় আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতে পারি। আপনার স্তুতিবাদকারী "প্রতিভার বিকার" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক ও দৈনিক জ্যোতিতে প্রবন্ধ লিখক শর্ম্মা মহাশয়গণ এবং আপনি নীতি-বিগর্হিত পেটেণ্ট ঔষধ প্রচারক চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসিত হইতে অনিচ্ছুক হইলে আপনার ভক্তিভাজন মাতুল মহাশয় হইতে খানিকটা বিবেকানন্দ মোদক ও সুমতিপ্রসারণী তৈল গ্রহণ করিয়া কিছু দিন ব্যবহার করুন; আমার বিশ্বাস অচিরে আপনাদের ভ্রমের অপনোদন হইবে এবং আপনাদের যুক্তি ও মতের স্নায়ু কার্য্যক্ষম হইয়া প্রকৃত তথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আপনারা আমাদের স্তম্ভস্বরূপ হইবেন।

বিজয়া দশমী।

(শ্রীহরেন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মা এম এ ক্লাশ ইউনিভার্সিটি কলেজ।)

আজ ভা'য়ে ভা'য়ে, বন্ধুতে বন্ধুতে, দেশের প্রত্যেক নরনারীর জন্ত একটা বিপুল মৈত্রভাব সকলের অন্তরের মধ্যে বহিয়া যাইতেছে। এই কথাটা বিজয়া সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলেই স্বতঃই মনে পড়ে, সমস্ত বছর খুঁজিয়া এমন আর একটা দিন পাওয়া যাইবে না, যখন পরকে আপন বলিয়া বুকে টানিয়া নিতে হইবে এবং দূরকে নিকট বলিয়া মানিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করি না। এমন কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রভাব আজ বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে, আকাশে বাতাসে খেলিয়া বেড়াইতেছে, যাহার আভাসে সমগ্র হৃদয়খানিতে নূতন জীবনের সঞ্চার অনুভব করিয়া থাকি? যাহার শ্যামল-স্নিগ্ধ অঞ্চল-স্পর্শ আমাদের নিভৃত অন্তরের ভুবনজোড়া আসনের প্রতিচ্ছবিখানি দেখিতে পাই, এবং একটা বছরের সমস্ত ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার আবর্জ্জনা গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া বিশালতার মধ্যে আবার নব জন্ম লাভ করিয়া থাকি।

শাস্ত্রের গণ্ডী ছাড়িয়া দিই। যাহা হৃদয়ে বাজে, যাহার চিরন্তন প্রেরণা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কোন না কোন সময় আলোড়িত করে, সেই সত্যের দিক দিয়া বলিতে গেলে, মনে হয়, ইহার কারণ হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বজনীন্ ভাবের মধ্যে মাটীর পুতুলকে প্রাণময়ী মন্ত্রশক্তির দ্বারা আপনার করিয়া লওয়া, অর্থাৎ মৃণ্ময়ীকে চিন্ময়ী করার ক্ষমতা সম্ভবতঃহিন্দু ধর্ম্মেরই বিশেষত্ব। ভক্তির বা প্রেমের চরম পরিণতি মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্য-রসের আস্বাদন পাইয়াছে বলিয়া হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ধর্ম্ম জগতের শীর্ষস্থানীয়। এই রসের উৎসে ভরপুর বলিয়া বৈষ্ণবকবিতা বিশ্বের সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন। জানি না অন্ত কোন ধর্ম্মের ভক্তের সঙ্গে জগজ্জননী আসিয়া রাম-প্রসাদের ন্যায় গৃহ-কর্ম্মে যোগদান করিত কিনা, কিম্বা অন্ত কোন দেশের ইতিহাসে সাধকের লিখিত অসম্পূর্ণ কবিতার অঙ্গ পূর্ণ করিবার জন্ত আরাধ্য দেবতা নিজেই সাধকের মূর্ত্তি ধরিয়া অলক্ষিতে লেখনী ধারণ করিত কিনা, কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় এই গঙ্গাঘাটের সম্মিলিত লক্ষ নরনারীর

কণ্ঠধ্বনি ও ঐক্যতান, বোধ হয়, অন্য কোন জাতির জীবনে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া যাইবে না। মাটির দেবতাকে বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়ের শূন্যতার মধ্যে মাধুর্য্যরসের প্রতিষ্ঠা করা ও বিশ্বের মঙ্গলের জন্য "স্বস্তি" উচ্চারণ করা হিন্দুর একটা অভিনব কীর্ত্তি; আর যাঁহারা নিজকে অমৃতের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন, সেই কীর্ত্তির জন্ম তাঁহাদের মধ্যেই সম্ভব। তাই কবি গাহিয়াছেন—

প্রাণের সাধক তুমি, সাধনীয় প্রাণ।

———:•:———

বিক্রমপুর-বৈদ্যসম্মিলনীর বার্ষিক সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

গত ১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার মুলচরগ্রামে অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌জজ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিক্রমপুর-বৈদ্যসম্মিলনীর চতুর্বিংশবার্ষিক অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

"এতাবৎকাল বৈদ্যজাতির বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত তাহা নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং বিক্রমপুর সমাজস্থ বৈদ্যসন্তানগণের পক্ষে অংগৌণে ব্রাহ্মণবর্ণোচিত উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ ব্রাহ্মণ বর্ণজ্ঞাপক শর্ম্মা সংজ্ঞা প্রয়োগে আত্মপরিচয় দান, শর্ম্মান্ত নাম উচ্চারণে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পাদন, দশাহ অশৌচ প্রতিপালন এবং প্রয়োজন হইলে যজন ও যাজন কার্য্য স্বয়ং গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। অতঃপর বৈদ্য সন্তানগণ অনতিবিলম্বে সম্মিলিতভাবে এতদনুযায়ী কার্য্যে ব্রতী হউন।"

প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা (সোণারঙ্গ), সমর্থক—শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিত্র (বানারি)

সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মিলনী পূর্ব্ববাঙ্গালার অনুপনীত বৈদ্যগণকে দলবদ্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিবার জন্য কতিপয় বৈদ্যব্রাহ্মণের স্বাক্ষরযুক্ত এক নিবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন। যাঁহাদের উপনয়নকাল অতীত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে জ্যোতিষের দিনের প্রয়োজন নাই। এতৎ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা পত্র প্রদত্ত হইল। প্রায়শ্চিত্তের জন্য বেশী কিছু ব্যয় করিতে হইবে না। যিনি বা যাঁহারা উপনয়নের ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ বা আচার্য্যের অভাবে প্রবল ইচ্ছা সত্বেও উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তিনি বা তাঁহারা আমাদিগকে জানাইতে কাল বিলম্ব করিবেন না। আমরা ব্যয়ভার বহন করিব এবং আচার্য্যও প্রেরণ করিব।

সম্পাদক বিক্রমপুর-বৈদ্যসম্মিলনী

সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ও সভাপতির অভিভাষণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণে বৈদ্য-ব্রাহ্মণজাতির উৎপত্তি ও স্বরূপ নির্ণয়, অশৌচ এবং একীকরণ সম্বন্ধে যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইতে পারিলাম না। তাঁহার অভিভাষণ সম্বন্ধে কার্ত্তিকসংখ্যায় আলোচনা করিব। যদি স্থানের সঙ্কুলন হয় অভ্যর্থনা সভাপতির অভিভাষণও কার্ত্তিকসংখ্যায় প্রকাশ করিব। (নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তরে) আমাদের প্রেরিত পত্রখানি সভায় পঠিত হওয়ায় এবং তদনুসারে সভার সিদ্ধান্ত হওয়ায় আমরা চট্টগ্রাম-বৈদ্য-ব্রাহ্মণসম্মিলনীর পক্ষ হইতে বিক্রমপুর-বৈদ্যসম্মিলনীর সভ্য মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

"বিক্রমপুর বৈদ্য-সম্মিলনী" হইতে প্রকাশিত।

ব্যবস্থাপত্রম্।

তথাচাপস্তম্বোক্তধর্ম্মসূত্রম্, "যস্তু প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নম্, তস্য ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তং তাবদ্ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রহ্মচর্য্যম্, তদশক্তৌ চাচান্ত ষষ্ট্যধিক ত্রিশত সংখ্যক রজত খণ্ড দানম্, তথা দরিদ্রস্য ষষ্ট্যধিক ত্রিশত সংখ্যক তাম্রখণ্ডদানম্, তথা চাতি দরিদ্রস্য ষষ্ট্যধিক ত্রিশত সংখ্যক কপর্দ্দিক দান যথোপনয়ং বিধেয়ম্।

তত্র ব্যবস্থাপত্রম—অধস্তনবহুপুরুষানুপনীতাতি দরিদ্র-বৈদ্যব্রাহ্মণস্য ব্রাত্যপাতকক্ষয়ার দ্বাদশবর্ষব্রহ্মচর্য্যব্রতানুকল্প ষষ্ট্যধিক ত্রিশত সংখ্যক কপর্দ্দক দানরূপপ্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যম্।

ব্রাত্যোপনয়নে কালবিচারো নাস্তি।

প্রমাণং যথা—"অনধ্যায়েঽপি কুর্ব্বীত যস্ত নৈমিত্তিকং ভবেদিতি," "ভ্রাতৄণা মবিভক্তানা মেকোধর্ম্মো প্রবর্ত্ততে' ইতি নারদ বচনাদ্ জ্যেষ্ঠকৃত প্রায়শ্চিত্তেনৈব ভবেদপরেষামপ্যেকত্বার্থবত্তিনাং ভ্রাতৄণাং পাপক্ষয়ঃ। তথা চ শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা, ইতি বৃহস্পতি-বচনাৎ স্ত্রীণাং পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তং নাস্তীতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

গুপ্তোপাধিক-শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং শাস্ত্রি-কাব্যতীর্থ-কবিরত্নানাম্। সেনোপাধিক আচার্য্য—শ্রীহেমচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং কাব্যতীর্থ বিদ্যালঙ্কার শিরোমণীনাম্। সেনোপাধিক—শ্রীসুধাংশুভূষণ দেবশর্ম্মণাং কাব্যতীর্থ বাচস্পতীনাম্। দাশোপাধিক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ ব্যাকরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থানাম্। দাশোপাধিক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার দেবশর্ম্মণাং কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্নানাম্। দাশোপাধিক—শ্রীঅমৃত লাল দেবশর্ম্মণাং কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণানাম্।

নোয়াখালী পূর্ব্ব-বঙ্গীয় বৈদ্যসমিতি।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সেনশর্ম্মা সাওগাঁও, ঢাকা।

প্রতিবৎসর শারদীয়া শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে কোন না কোন গ্রামে নোয়াখালী পূর্ব্ব-বঙ্গীয় বৈদ্যসমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। নোয়াখালী বৈদ্যসমিতি বলিতে নোয়াখালী জিলাবাসী বৈদ্যগণ; চট্টগ্রামের উত্তর পশ্চিম অংশের দুর্গাপুরগ্রামের বৈদ্যগণ এবং কুমিল্লার দক্ষিণাংশের কতিপয় গ্রামের বৈদ্যগণকে বুঝায়। নোয়াখালীতে বৈদ্যের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক পনরশত হইলেও নোয়াখালীসমাজের বৈদ্যের সংখ্যা অষ্টাদশশতেরও অধিক। এইবারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়মানুসারে ১৩ই আশ্বিন তারিখে 'দানড়া' (সেনেরখিল) গ্রামে সভা আহ্বান করা হইয়াছিল।

আমাদের 'বৈদ্য-প্রতিভার' সম্পাদক, বৈদ্যগণের মুখ্যব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদক, অক্লান্তকর্ম্মী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ সেন শর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় উক্ত সভায় আহূত হইয়াছিলেন। বিক্রমপুর বৈদ্যসম্মিলনীর অধিবেশনও ১৩ই আশ্বিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং উক্ত সভাতেও তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নোয়াখালীর নিমন্ত্রণ-পত্র পূর্ব্বে হস্তগত হওয়ায় এবং তথায় উপস্থিত হইবেন প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে, তিনি বিক্রমপুর বৈদ্য-সমিতিতে যোগদান করিতে পারেন নাই। আমি প্রচারক বলিয়া সহচর রূপে তাঁহার সহিত নোয়াখালী সভায় যোগদান করার উদ্দেশ্য ১২ই আশ্বিন সোমবার রাত্রি ৯টার গাড়ীতে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ৩টার ফেনীষ্টেসনে উপস্থিত হই। নোয়াখালীবাসী চট্টগ্রামের সুযোগ্যডাক্তার শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাশ শর্ম্মা মহাশয় আমাদিগকে অভ্যর্থনা করার জন্য ফেনীষ্টেসনের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেসন ফাজিলপুরে উপস্থিত ছিলেন। ফেনীষ্টেসন হইতে মটরযোগে রওনা হইয়া প্রায় পাঁচটার সময় সভামণ্ডপে উপস্থিত হই। উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের নাটমন্দিরে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও মধুর আলাপে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ডাক্তার মহিমবাবু সহ স্থানীয় বৈদ্যদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া আমরা আলাপ পরিচয় করি এবং জানিতে পারিলাম, বৈদ্য-কুলরত্ন অমরকবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় যখন ফেনী সাব্‌ডিবিসনের অফিসার ছিলেন, তখন স্থানীয়বৈদ্যদের সহায়তায় রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিলাম। কবি প্রবরের প্রতিভা যে সর্ব্বতোমুখী ছিল, ফেনী এবং তন্নিকটস্থ স্থানসমূহ দর্শন করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সেনেরখিল গ্রামে ৩২।৩৩ ঘর বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তন্মধ্যে ধন্বন্তরি শক্তিগোত্রের সেন, মৌদ্গল্য ও ভরদ্বাজগোত্রের দাশ, শাণ্ডিল্য গোত্রের দত্তবংশীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ বসতি করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত বহুবিগ্রহ, বিগ্রহসমূহের মন্দির ও গ্রামের পুরাতন অট্টালিকা দেখিলে মনে হয়, তথায়

বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের প্রদত্ত বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দানের কথাও শুনিতে পাইলাম। তাঁহাদের নিকট জানিলাম তথাকার অধিকাংশ বৈদ্য রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নোয়াখালীর সুযোগ্য উকিল "বৈদ্যজাতির ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন শর্ম্মা বি, এল, মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিজয়ার পর তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষ্যাতে প্রীতিসম্ভাষণ ও আলিঙ্গনাদিতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিলাম।

জমিদার শ্রীযুক্ত শশীভূষণ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের বাসভবনে মধ্যাহ্ন আহার সমাপনান্তে ৩ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

বৈদ্যজাতির গৌরব মাননীয় বসন্তবাবুই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন শর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির স্বরূপ, সংজ্ঞা, আচার, বৈশ্য ও শূদ্রাচারী হওয়ার হেতু, বহুপুরুষপরম্পরা অনুপনীতদের উপনয়নের অধিকার, বৈদ্য ব্রাহ্মণদের চিকিৎসা-বৃত্তি যে পাতিত্যের হেতু নহে, যজনব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-ব্রাহ্মণ পৃথক নির্দ্দেশের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য সভা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে পর, বেলা সাড়ে-তিনঘটিকার সময় তিনি বেদের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই চিকিৎসা করিতেন। চিকিৎসা-বৃত্তিকব্রাহ্মণগণের সম্মান এত অধিক ছিল যে, মুনি ঋষিরাও তাঁহাদিগকে প্রতিনমস্কার করিতে হইত। তাঁহারা ভাতবৈদ্য নামে প্রখ্যাত ছিলেন।

দেবতাদিগের মধ্যে যেমন সর্ব্বাধিক বিদ্বান ও ধীমানগণ চিকিৎসা কার্য্যে নিরত হইতে পারিতেন এবং সম্পূজিত হইতেন, তদ্রূপ মর্ত্ত্যলোকেও বিদ্যাসমাপ্তকারী ব্রাহ্মণগণই চিকিৎসা কার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন। মনুসংহিতার ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচন উল্লেখ করিয়া দর্শাইলেন যে মন্ত্র, ব্রত, জপ, হোম ও যজ্ঞ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ এইক্ষণও বৈদ্য ধন্বন্তরিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। ধন্বন্তরি যে স্বর্লোক হইতে নরলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রতিপাদন করেন। বেদবিদ্যা সমাপ্তির জন্য যে, ব্রাহ্মণগণ সমুচ্চসম্মানসূচক 'বৈদ্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবকে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে বৈদ্য বিশেষণে সম্মানিত করিতে মণীষিগণ যে গৌরব অনুভব করিতেন তাহা প্রতিপাদন করেন। গুণ ও কর্ম্মানুসারে যে, ত্রেতাযুগে বর্ণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণই যে গুণ ও কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণে পরিণত হইয়াছিলেন, অধ্যাপন যাজন ও প্রতিগ্রহ বৃত্তিত্রয় যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ছিল না, শূদ্রগণ যে পরবর্ত্তী যুগে উপবীত গ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, দ্বিজ বলিলে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে অববোধ করে, ব্রাহ্মণগণ যে চতুর্বর্ণীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন, তজ্জাত সন্তানগণ যে পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন, পরবর্ত্তীকালে যে শূদ্রা বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল

ব্রাহ্মণের বিবাহিতা শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাতসন্তান পারশবগণ যে, দেবপূজাদির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব প্রভৃতির বংশধরগণ যে ব্রাহ্মণসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এক বিশাল ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, বঙ্গদেশের সহস্র সহস্র বৈদ্য-ব্রাহ্মণ যে সেই বিশালব্রাহ্মণসমাজে আত্মগোপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপাদন করেন।

তিনি বুঝাইয়া দিলেন, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদৈক, বেদদ্বয় এবং বেদত্রয় পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইতেন, আর যাঁহারা ঋক্, যজুঃ, সাম বেদত্রয় অধ্যয়ন করিয়া পুনঃ উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্যতম অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা দ্বিজ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। অথর্ব্বেদ সহ অন্যান্য ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ প্রভৃতি অষ্টাদশবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া যাঁহারা বিদ্যাসমাপ্ত করিতেন, তাঁহারা "বৈদ্য" উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। এই বৈদ্য উপাধি তৎকালে অত্যন্ত সমুচ্চ গৌরবের ছিল। বর্ত্তমানে যেমন "ডাক্তার" উপাধি বিজ্ঞানের, রসায়নের বা আইনের যে কোন বিষয়ের সমুচ্চজ্ঞানবত্তার নিদর্শন; অতীতকালেও তদ্রূপ যে সব ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদে নিপুণ, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ও চিকিৎসাকুশল হইতেন, তাঁহারাই "বৈদ্য" উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ভিষক, বৈদ্য, দ্বিজ প্রভৃতি উপাধিতে তাঁহারা সম্মানিত হইতেন। বৈদ্যোপাধিকব্রাহ্মণ পুণ্যতমাচিকিৎসা-বৃত্তিক হওয়াতে তাঁহারা সপ্তকর্ম্মা চাতুর্বৃত্তিক ছিলেন। চিকিৎসাবৃত্তির ন্যায় শ্রেষ্ঠতম যশস্কর, আয়ুষ্কর ও পুণ্যজনক বৃত্তি দ্বিতীয় নাই। ইহা দেববৃত্তি বলিয়াই পরিগণিত। বিদ্বানেরাই যে দেবতা, বিদ্বান বলিলেই যে বৈদ্যকে বুঝায় তাহা জ্ঞাপন করেন। দেবতাস্থানীয় বিশ্বপূজ্য বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণই যে দেববৃত্তির (চিকিৎসার) অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিলেন। তৎপর মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৯৬। ৯৭ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩৬। ১৫৫ শ্লোক উল্লেখ করিয়া এবং মহাভারতের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিলেন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্য উপাধিক ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ এবং যে সব ব্রাহ্মণ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামের অযোগ্য ছিলেন। মনুসংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, অধমজাতীয় ব্যক্তিগণ কখনও উচ্চজাতির বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু আপদকালে উচ্চজাতীয় ব্যক্তিগণ স্বকীয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইলে অধমজাতীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। তাই সাধারণ ব্রাহ্মণগণ পুণ্যতমাচিকিৎসা সমুচ্চবৃত্তি বলিয়া অবলম্বন করার পক্ষে প্রতিসিদ্ধ হইলেন। দ্বিতীয় বার উপনীত হইয়া বিদ্যাসমাপ্তিপূর্ব্বক "বৈদ্য" উপাধি যে সব ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সমুচ্চদেববৃত্তি অবলম্বন যে পাতিত্যের কারণ, তাহা প্রতিপাদন করেন। চিকিৎসাবৃত্তি কেবল বৈদ্যব্রাহ্মণের জন্য যে শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উশনা প্রভৃতি মহর্ষিগণের বচন উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

তিনি মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ১ম ও ৭৭ শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন, এবং অধ্যাপনা দ্বারা বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণবর্ণীয় নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপাদিত হয়। অধ্যাপনা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের পক্ষে প্রতিসিদ্ধ রহিয়াছে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বেদাদি অধ্যয়ন করিতে পারেন কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও অধ্যাপনায় অধিকার নাই। কিন্তু বৈদ্যগণ আবহমানকাল হইতে অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন, বৈদ্যদের নিকট যে যজনব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করিতেন, তাহা কাব্য প্রকাশ, চৈতন্যচরিত, ভাবপ্রকাশ, সুশ্রুত, প্রভৃতি গ্রন্থের বচন দ্বারা প্রতিপন্ন করেন এবং সংহিতাদির বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিলেন যে, সংহিতাকারগণ তারস্বরে বৈদ্যদের অধ্যাপনার উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপনার সমুচ্চ মহামহোপাধ্যায় উপাধি আবহমানকাল হইতে যে বৈদ্য-অধ্যাপকগণ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন এবং বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার যুগেও যে বহু বৈদ্য অধ্যাপক এই বঙ্গদেশেও মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়াছেন, তাহা দর্শাইলেন। বর্ত্তমানেও যে বৈদ্য অধ্যাপকগণের নিকট ব্রাহ্মণসন্তানগণ অধ্যয়ন করেন, জাতিনির্ব্বিশেষে অধ্যাপনার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও অদ্যাপি যে কোন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, বিদ্যালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, বিদ্যারত্ন, সার্ব্বভৌম, বাচস্পতি, সরস্বতী, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি উপাধি যে স্মরণাতীতকাল হইতে বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের ছিল, বর্ত্তমানেও রহিয়াছে তাহা প্রতিপাদন করেন। কালিদাস, শঙ্কু, বররুচি, ধন্বন্তরি, বোপদেবগোস্বামী প্রভৃতি বিশ্ববন্দ্য মহাকবিগণ যে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা প্রতিপাদন করেন। বৈদ্য-মহারাজগণই যে বঙ্গদেশের ভাগ্য নিয়ামক ছিলেন, ক্রমান্বয়ে ১৭শত বৎসর, বঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার এমন কি সুদূর দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বৈদ্য-রাজত্বের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, বৈদ্য-মহারাজ আদিশূর যে বঙ্গদেশে পুনঃ বৈদিকধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, সাতশত অন্যান্য জাতিকে বর প্রদানে যে, ব্রাহ্মণত্বে উন্নমিত করেন, এবং বৈদ্য-মহারাজ বল্লাল যে বেদোক্ত ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করায় পক্ষে গুরু স্বরূপ ছিলেন, বল্লালই যে ব্রাহ্মণাদির সমাজপতিত্ব কুলাচারের আদিঃ নিয়ন্তা ছিলেন, তৎপুত্র গৌড়েশ্বর যশঃসিন্ধু মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবশর্ম্মা যে, ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একমাত্র চক্রবর্ত্তী স্বরূপ ছিলেন; তাঁহাদের শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে যাবতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম যে নির্ব্বাহ হইত, গুপ্তশর্ম্মা, ধরদেবশর্ম্মা, সেনদেবশর্ম্মা প্রভৃতি পদবী যে বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের বিশপূজ্যত্ব ঘোষণা করিত, বঙ্গের বিখ্যাত বিখ্যাত যজনব্রাহ্মণগণ যে, বৈদ্যগণকে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে প্রশংসাপত্রাদি প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ শর্ম্মান্তনামে ও তেওয়ারী, মিশ্র, পাণ্ডে পদবীতে যে পরিচিত ছিলেন; কেবল বৈদ্যব্রাহ্মণ ও যজনব্রাহ্মণদের গোত্রই যে পৃথকভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যজনব্রাহ্মণের গোত্র ৪২, আর বৈদ্যব্রাহ্মণের গোত্র ৫০, তন্মধ্যে ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, আত্রি, শালঙ্কায়ন মহর্ষি, ধ্রুব, মধু ও মার্কণ্ডেয় ৮গোত্র যে যজনব্রাহ্মণের নাই। বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে যজনব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান নহেন, তাহা তিনি দৃঢ়তা সহকারে প্রতিপাদন করেন।

পক্ষান্তরে হরিবংশের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন যে, বহু যজনব্রাহ্মণ বৈদ্যব্রাহ্মণের অধস্তন বংশধর। মনূক্ত অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য যে এক নহেন, কোষকার অমরের সময়েও যে অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি ছিল না, "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" পাঠে যে অমরেরও পরবর্ত্তীকালে মনুসংহিতার পবিত্র কলেবর কলুষিত হইয়াছে, তাহা অমরকোষের চিকিৎসক, বৈদ্য ও ভিষক শব্দের পর্য্যায় বাচক শব্দ দেখাইয়া প্রতিপাদন করেন, তিনি বলেন যদি অমরের সময়ও অম্বষ্ঠগণের চিকিৎসা বৃত্তি থাকিত এবং অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য একার্থবাচক হইত, তাহা হইলে কোষকার অমর নিশ্চয়ই বৈদ্যশব্দের পর্য্যায়ে অম্বষ্ঠ এবং অম্বষ্ঠশব্দের পর্য্যায়ে বৈদ্যশব্দ সংযোজিত করিতেন। অপিচ অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসাবৃত্তিক হইলে নিশ্চয়ই অম্বষ্ঠের পর্য্যায়ে চিকিৎসক শব্দ এবং চিকিৎসক শব্দের পর্য্যায়ে অম্বষ্ঠ শব্দের উল্লেখ করিতেন। কিন্তু অমর রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক, বৈদ্য ও চিকিৎসক এই কয়েকটি শব্দই পর্য্যায়বাচকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে মনু ব্রাহ্মণের বিবাহিতা শূদ্রা পত্নীর সন্তান পারশবকে ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে মনু বীজের প্রধান্যতা স্বীকার করিয়াছেন, যে মনু হীনজাতীয়া অক্ষমালা শারঙ্গী, শুকী, উলকী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্তা হওয়াতে ব্রাহ্মণী নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্হনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তত্তজ্জাত সন্তানগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, সে মনু কখনও কি প্রতিলোমজাত সূত মাগধাদি জাতির সহিত ব্রাহ্মণের পরিণীতা দ্বিজকন্যার গর্ভজাত সন্তান অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিতে পারেন? তাহা যেমন মনুর রচিত নহে, অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্ পদও মনুর প্রণীত নহে, তৎপোষকে শাস্ত্রের বহু বচন উদ্ধৃত করিলেন। মনূক্ত অম্বষ্ঠগণও যে ব্রাহ্মণবর্ণীয়, তাহা মহাভারতের ও অন্যান্য শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করেন। এমন কি অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তানও যে দ্বিজপদ বাচ্য, তাহা পরশুরাম সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেসব বৈদ্যব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, তাঁহারা যে শর্ম্মান্ত নামে আত্মপরিচয় দেন, দৈবপৈত্র কার্য্য সে শর্ম্মান্ত নামে সম্পন্ন করেন এবং দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করেন, তাহা প্রতিপাদন করেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং প্রাচ্য প্রতীচ্যজ্ঞান সম্পন্ন মণীষী-বৃন্দ ব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গীয়-বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত অভিমত দিয়াছেন তাহাও জ্ঞাপন করেন। বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকেই যে তীর্থগুরু রূপে, মন্ত্রগুরু রূপে, যাজকব্রাহ্মণ রূপে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং যজনব্রাহ্মণগণও যে তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাও জ্ঞাপন করেন।

বৈদ্যব্রাহ্মণগণের যে সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা ছিল, তাহা মহামতি রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করেন, দশাহ অশৌচ যে বৈদ্যব্রাহ্মণগণের একান্ত কর্ত্তব্য। বিদুষী সরলা দেবীর সহিত যে ৺রামভুজ দত্তচৌধুরী উপাধি বৈদ্যব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইয়াছে, গয়া প্রভৃতি তীর্থের তীর্থগুরুগণ যে বৈদ্যব্রাহ্মণ, তাঁহারা এইক্ষণও যে গুপ্তশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, পদবি ত্যাগ করেন নাই, উড়িষ্যার বহুব্রাহ্মণ যে ধরশর্ম্মা, করশর্ম্মা, নন্দীশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা

উল্লেখে আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, মেদিনীপুরের "দাশ" উপাধিক ব্রাহ্মণগণকে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব স্থাপন করিতেছেন, পরশুরাম কর্তৃক নিঃক্ষত্রিয় অর্থাৎ তৎকালে ক্ষত্রিয়জাতির প্রভাব বিলুপ্ত হওয়াতে বৈদ্যব্রাহ্মণগণই দেশ শাসন, প্রজারক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একাংশ যে ব্রহ্মক্ষত্রিয় ও ভূমিহরব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, বিহারাদি প্রদেশে যে এইক্ষণও ভূমিহর—ব্রাহ্মণগণ স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, ক্ষত্রিয়বৃত্তি ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করাতে বৈদ্যব্রাহ্মণ হইতে যে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, এবং আভিজাত্য গৌরবেও যে তাঁহারা কথঞ্চিৎ হীন হইয়াছেন, বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্য এতই অধিক ছিল যে, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতির মিশ্রোপাধিক ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহারা যৌন সম্বন্ধ করাকেও জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণকর মনে করিতেন। যাঁহারা যৌন সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজে যে নিগৃহীত হইয়াছিলেন তাহা প্রতিপাদন করেন। বৈদ্যমহারাজগণ যে যজনব্রাহ্মণাদির কুলাকুল বিচার করিতেন, সদাচারী, অনাচারী নির্ণয় করিতেন, অনাচারী বলিয়া যে আড়াইশত বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে নির্বাসন দণ্ডে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন, বহুযজনব্রাহ্মণকে, বঙ্গীয়-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিকে সেনরাজগণ অনাচারী বলিয়া যে অনাচরণীয় করিয়াছেন, তাহা বিশদভাবে বিবৃত করেন।

বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কখন কি কারণে শূদ্র ও বৈশ্যাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কি কারণে বৈদ্যব্রাহ্মণের সংখ্যা অসম্ভাবিত রূপে হ্রাস হইল, কেনই বা রাজা রাজবল্লভ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অধ্যাপক আনয়ন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেনই বা পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া পক্ষাশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, কখন হইতে রাঢ়ীয়-বৈদ্যগণ গুপ্তান্ত নামোল্লেখে আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করেন, কিরূপে তাহা পূর্ববঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে সংক্রামিত হয়, তাহা যে বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পক্ষে মহাকলঙ্ককর হইয়াছে, তাহা সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

বৈদ্যরাজত্বের সময়ে হীনজাতি হইতে যে সপ্তশতী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, বহু ব্রাহ্মণ যে অতি হীনজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ সমাজে যে ভরার মেয়ের বিবাহ প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে হীনজাতীয়া স্ত্রী ব্রাহ্মণী এবং তজ্জাত সন্তানগণ বীজ প্রাধান্য হেতু ত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তাহা প্রতিপাদন করেন।

জাতিনির্বিশেষে শিক্ষার অধিকার পাওয়া সত্বেও যে শিক্ষায় বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ অপরাপর জাতির শীর্ষস্থানীয়, বৈদ্যগণ যে এইক্ষণও বিদ্বানজাতি বলিয়া গর্ব্ব করার সম্পূর্ণ অধিকারী, তাহা ১৯২১ ইংরেজীর আদমসুমারীর রিপোর্ট উল্লেখ করিয়া প্রতিপন্ন করেন।

তিনি অগ্নিপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিলেন, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য, শূদ্র, এবং বর্ণ সঙ্কর জাতিরা যাজকব্রাহ্মণের গোত্রে গোত্রান্বিত, ক্ষত্রিয়াদি জাতির জন্য কোন শাস্ত্রকার গোত্রের পৃথক বিধান করেন নাই। দশাহ অশৌচের অধিক অশৌচ গ্রহণ করিলে যে বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের প্রত্যবায় ঘটে, এবং পক্ষাশৌচ বৈশ্যজাতীয় হেতু বৈদ্যগণের পক্ষে যে মহাকলঙ্কর

হয়, পক্ষাশৌচ গ্রহণকারী বৈদ্যগণ যে প্রকারান্তরে নিজকে বর্ণসংকরজাতি বলিয়া খ্যাপন করিতেছেন, এবং বর্ণসঙ্কর হইলে যে অনাচরণীয় হইতে হয়, তাহা তিনি বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিলেন। অজ্ঞতা বশতঃ পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিয়া বৈদ্যগণ যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছেনও করিতেছেন, তাহাতে যে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত পৈত্র কর্ম্মাদি পণ্ড হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বহুযজনব্রাহ্মণপণ্ডিতের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করেন।

তিনি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সভা ক্ষেত্রে সর্ব্বসমক্ষে সমুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, প্রকাশ্য সভায় শাস্ত্রীয়বিচারে বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ বর্ণীয় নহেন, বৈদ্যগণের দশাহ অশৌচ হইতে পারে না, শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিলে তাহা যে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইবে না, যিনি প্রতিপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি ৫০০ পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ড দিবেন এবং তিনি যে মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই উপবীত পুনঃ মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করতঃ ত্যাগ করিবেন। পক্ষান্তরে বলেন উপনীত হউন্ বা অনুপনীতই হউন্ যাঁহারা নিজকে বৈদ্য বলিয়া জানেন, তাঁহারা বর্ণ প্রতিপাদক শর্ম্মান্ত নাম উল্লেখ ভিন্ন যে সমস্ত দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, বা করিবেন, তাহা যে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইতেছে না বা হইবে না তাহা দৃঢ়তা সহকারে বলেন। শর্ম্মান্ত নামে আত্মপরিচয় দেওয়া দৈব পৈত্র কার্য্যাদির অনুষ্ঠান এবং দশাহ অশৌচ গ্রহণ যে বৈদ্যের জন্মগত অধিকার, তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন॥ বর্ত্তমান আন্দোলনের বিষয় অবগত হইয়াও যাঁহারা ষোড়শাহে বা একত্রিংশদিবসে আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেছেন তাঁহাদের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকার্য্য যে পণ্ড হইতেছে, তাহাও তিনি নিঃসংশয় রূপে প্রতিপাদন করেন। তাঁহার এই উক্তির বিরুদ্ধেও অর্থাৎ মাসাশৌচী পক্ষাশৌচী বৈদ্য আখ্যাধারীগণের কার্য্য যে সিদ্ধ হইতেছে, যিনি প্রমাণ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেও তিনি যথেষ্ট পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বর্ণজ্ঞাপক পদবী উল্লেখ ব্যতীত যাঁহারা কেবল সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত উল্লেখে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা যে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইতেছেনা তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য যে পণ্ড হইতেছে, তাহা শাস্ত্রীয় বচন অধ্যাহার করিয়া প্রতিপাদন করেন। তিনি দৃঢ়তা সহকারে বলেন, এমন কোন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত নাই, যিনি বলিতে পারেন, বর্ণজ্ঞাপক পদবী উল্লেখ ব্যতীত দৈব পৈত্র কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইতে পারে? তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, এই জাতীয় জাগরণের দিনে কতগুলি মহাপুরুষ আছেন, তাঁহারা 'নগণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ" এই স্বার্থপর ন্যায়বাদের অনুসরণ করিয়া এইক্ষণও উপবীত গ্রহণ করিতেছেন না, তাঁহারা আজি কালি করিয়া বা কেহ ব্রাহ্মণের অভাব, কেহ পঞ্জিকায় দিন উল্লেখিত হয় নাই, কেহ যজন ব্রাহ্মণ দ্বারা উপবীত গ্রহণ সমীচীন নহে, কেহ পারিবারিক অশান্তি, কেহ অমুক ব্যক্তি উপনীত হইলে আমি উপবীত গ্রহণ করিব, কেহ সমাজের কি অবস্থা হয় দেখি, এইরূপ অহেতুকী আত্মঘাতীকর, উক্তি করিয়া সংস্কার কার্য্য পিছাইয়া ফেলিতেছেন, এই সব মহাপুরুষগণ নিজকে যে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য মনন করিতেছেন, বা গৌরবের দাবী করিতেছেন, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা

সেই রূপ গৌরবের দাবী করার যোগ্যতা যে এখনও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য সেই সব মহাপুরুষগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যাবস্থায় তথাকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় কতিপয় বৈদ্যসন্তানকে কেন্দ্রীভূত করিয়া কয়েকটী প্রশ্ন করেন, কবিরত্ন মহাশয় তৎসমস্ত প্রশ্নের উত্তর অতিপ্রাঞ্জল ভাষায় দেন। অতঃপর দুর্গাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মামহাশয় সেই আপত্তিকারী পণ্ডিতমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ধর্ম্মতঃ বলুন দেখি? এই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি শুনিয়া বৈদ্যগণ কোন বর্ণীয় বলিয়া আপনার ধারণা হইয়াছে? পণ্ডিতমহাশয় সরলপ্রাণে উদারহৃদয়ে বলিলেন, বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণবর্ণীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কবিরত্নমহাশয় তৎপর বহুপুরুষপরম্পরা অনুপনীত বৈদ্যগণ যে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন, একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে বহু ব্যক্তি থাকিলে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, এবং দরিদ্রের পক্ষে তিনকাহনকড়ি অর্থাৎ ৵৵ পনর আনা তাম্রখণ্ড উৎসর্গ করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয়, তাহার শাস্ত্রীয়বচনাবলী উল্লেখ করিয়া বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ, করিয়া দশাহাশৌচ গ্রহণ ও শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পাদন করা ব্যতীত যে বঙ্গীয়-বৈদ্যগণের মধ্যে জাতীয়জীবন গঠন হইতে পারে না, একীকরণের মহাকল্যাণকর সুফল লাভের যে সম্ভাবনা নাই, একীকরণ ব্যতীত বরপণপ্রথা তিরোহিত হইবে না এবং ভাবের আদান প্রদান হইতে পারে না; তাহা প্রতিপাদন করিয়া সভাপতি মহাশয়কে ও সমবেত বৈদ্যব্রাহ্মণ সজ্জনগণকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক রাত্রি সাড়েসাত ঘটিকার সময় অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে চারিঘণ্টা কাল বক্তৃতা দেওয়ার পর তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। তৎপর নোয়াখালীবাসী কলিকাতাপ্রবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্তশর্ম্মা কবিরাজ মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যগণ যে শর্ম্মান্ত নামে আত্মপরিচয় প্রদান, দশাহ অশৌচ গ্রহণ এবং শর্ম্মান্ত বাক্যে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন এবং কবিরত্ন মহাশয়কে, সভাপতি মহাশয়কেও দূরদেশ হইতে সমাগত বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন অতঃপর সভাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়।

অনুপনীত সমস্ত বৈদ্যসন্তানগণ যত সত্বর সম্ভব ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন গ্রহণ করা শর্ম্মান্ত নামে আত্ম-পরিচয় প্রদান এবং শর্ম্মান্ত বাক্যে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করা ও দশাহাশৌচ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক মাধবসিং গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাশশর্ম্মা বি এ, সমর্থক দুর্গাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্তশর্ম্মা কবিরাজ মহাশয় অনুমোদন করিলে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। অনেকেই ১৬ই কার্ত্তিকের মধ্যে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। অপর কয়েকজন সভ্যও প্রস্তাবের প্রতিপোষকে বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের নাম ঠিকানা অবগত হইতে পারি নাই বিধায় এইস্থলে উদ্ধৃত করা গেল না।

সভাতে দুইশতাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট বৈদ্যের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা বি,এল, বিক্রমপুর, শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দাশশর্ম্মা কাঞ্চনপুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা কাঞ্চনপুর, শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন সেনশর্ম্মা মাধবসিং, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাশশর্ম্মা বি এ, মাধবসিং, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র দাশ শর্ম্মাকবিরাজ মাধবসিং, শ্রীযুক্ত শ্রীযদুনাথ গুপ্তশর্ম্মা কবিরাজ মাধবসিং, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শশীকুমার গুপ্তশর্ম্মা সেনেরখিল, শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার সেনশর্ম্মা পাইকপাড়া, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা জমিদার দুর্গাপুর চট্টগ্রাম, শ্রীযুক্ত লোকনাথ সেন শর্ম্মা কবিরাজ বাতিসা ত্রিপুরা, শ্রীযুক্ত যশোদা কুমার দাশশর্ম্মা জমিদার আমিরাবাদ, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাশশর্ম্মা ডাক্তার আমিরাবাদ স্থানাভাব বশতঃ অপর বৈদ্যমহোদয়গণের নাম উল্লেখ করা হইল না। এই সামাজিক সভার অন্তে রেজিষ্টারি কৃত সমিতির কাজ আরম্ভ হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন, তথায় বিদ্যাশিক্ষা, চিকিৎসা, অন্নবস্ত্রের কষ্ট, গৃহদাহ, কন্যা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত প্রার্থীগণকে সাহায্য করা হয় এবং অক্ষম বৈদ্যগণের উপনয়নের সাহায্যের জন্য ৩০০ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখা হয়। তাঁহাদের এই শুভ অনুষ্ঠান বৈদ্য-ব্রাহ্মণ মাত্রেরই অনুকরণীয়, প্রত্যেক জেলায় জেলায় যদি বৈদ্যব্রাহ্মণগণ পরস্পর সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করেন, তাহা হইলে দুঃস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণগণের কোন রূপ অভাব অভিযোগের সম্ভাবনা থাকে না। সমিতির উদ্যোক্তৃগণকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সফলতা।

বরমাগ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদারমহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমান মনোমোহন সেন শর্ম্মার কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বিগত ১৭ই ভাদ্র তারিখে, তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলে ২৩শে ভাদ্রতারিখে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপন করিয়া জাতকাশৌচ ত্যাগ করিয়াছেন।

কোরেপাড়া গ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ সকলেই দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্রগণ একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

কোরেপাড়াগ্রামের ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের এক পুত্র ১৭ই শ্রাবণ তারিখে জন্মিলে, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ সকলেই দশাহে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া জননাশৌচ ত্যাগ করিয়াছেন।

বরমাগ্রামবাসী বৈশ্বানরগোত্রীয় শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনশর্ম্মা ডাক্তার মহাশয়ের পৌত্রের অন্নপ্রাশন ১৫ই ভাদ্র তারিখে ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৬ই আশ্বিন শুক্রবার কোরেপাড়া গ্রামবাসী স্বনামধন্য মুনসেফ্ শ্রীযুক্ত শশিজীবন

সেনশর্ম্মা মহাশয়ের খুড়ীমা ৺অন্নপূর্ণা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশবাসরে ব্রাহ্মণাচারে বেদমন্ত্র নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত অন্নপূর্ণাদেবী নিঃসন্তান বিধায় শশীবাবু নিজেই আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য একাদশাহে সম্পন্ন করিয়া কুল ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ সকলেই দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন। কোয়েপাড়ার প্রবীণপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর কাব্যতীর্থ শ্রীযুক্ত উমাচরণ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ডাক্তার, শ্রীযুক্ত হরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কোয়েপাড়ানিবাসী প্রায় দেড়শত যজনব্রাহ্মণ উক্ত শ্রাদ্ধকার্য্যে অন্নাহার করিয়া সহযোগিতা করিয়াছেন। কোয়েপাড়াগ্রামের শতাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ আহারাদি করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। এডভোকেট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয় এই শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোয়েপাড়ায় যজন ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রনিষ্ঠার ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অবস্থা দেখিয়া বিরুদ্ধ বাদীরা কিবলিবেন জানিনা। যাঁহারা কৃষ্ণবাবুর ও শশীবাবুর ব্রাহ্মণাচারের প্রতি সন্দিহান ছিলেন, তাঁহারা এই শ্রাদ্ধকার্য্য দেখিয়া কি বলিবেন? যাঁহারা যজনব্রাহ্মণের অভাব হইবে মনে করিয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ জাতীয় কলঙ্ক কর পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিয়া ষোড়শাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা একবার চিন্তা করুন! ধন্য শশীবাবু! ধন্য শশীবাবুর ধর্ম্মনিষ্ঠা!

ভাটীখাইনগ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা চৌধুরীমহাশয়ের স্ত্রীবিয়োগে তাঁহার জ্ঞাতি পটীয়ার খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর দাশশর্ম্মা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শিবদাস দাশ শর্ম্মা চৌধুরী শ্রীমান অসিত রঞ্জন দাশশর্ম্মা চৌধুরী শ্রীমান অরবিন্দ দাশ শর্ম্মা চৌধুরী প্রভৃতি সকলেই দশাহে ক্ষৌর কর্ম্ম সমাপন করিয়া জাতীয় গৌরব ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

গুয়াতলীগ্রামের বিখ্যাত ভরদ্বাজগোত্রীয় স্বর্গীয় দিগাম্বরচৌধুরী মহাশয়ের পত্নী মুক্তাকেশী দেবী গত ৪ঠা আশ্বিন তারিখে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দাশশর্ম্মা চৌধুরী মিউনীসিপাল স্কুলের শিক্ষক, শ্রীযুক্ত ভক্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা চৌধুরী পেস্কার, প্রভৃতি বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

আলমপুরগ্রামবাসীভরদ্বাজগোত্রীয় খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্রদাশশর্ম্মা রায়সাহেব মহাশয় মহাষ্টমী তিথিতে ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্তনাম উল্লেখে সংকল্প করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। চক্রশালা গ্রামের বিখ্যাত মহারাজ ভট্টাচার্য্যবংশের ৮৫ বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ বহুশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় দীক্ষা গুরুর কার্য্য করিয়াছেন।

বিক্রমপুর বৈদ্য-সমিতির সাফল্য।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয় ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন :—

বিগত ২১শে ভাদ্র রবিবার শ্রীযুক্ত অনুকুল চন্দ্র শাস্ত্রীমহাশয়ের ঢাকা পাটুয়াটুলীস্থিত ঔষধালয়ে কলিকাতা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির শাখাসমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়া স্থায়ীসভা গঠনের মন্তব্যে স্থীর হইয়াছে, আগামী শারদীয় পূজার অন্তে কোনএক দিন বিরাট সভা আহ্বান করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই সভায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাশশর্ম্মা শ্রীযুক্ত অনুকুল চন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেনশর্ম্মা কবীন্দ্র, ডাক্তারশ্রীযুক্ত অবনী নাথ দাশশর্ম্মা, উকীল শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশশর্ম্মা শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেনশর্ম্মা, এসিটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেনশর্ম্মা এবং আবকারী বিভাগের সাবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ২৮শে ভাদ্র রবিবার পেন্সনপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা শাস্ত্রী সম্পাদকমহাশয়, তাঁহার বাসভবনে সভার স্থান দিয়াছিলেন। যশোহর ও বিক্রমপুরাদি সমাজের বহুবিশিষ্ট এবং পদস্থ বৈদ্যসন্তান এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণবর্ণীয় এবং মুখ্যব্রাহ্মণ তাহা অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। শাস্ত্রীমহাশয় এক সারগর্ভপ্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় কুলুকের ব্যখ্যার দুষিত অংশের সভ্যমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব এবং কর্ত্তব্য বিশদ ভাবে বুঝাইলে সভার কার্য্য শেষ হয়। উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইয়াছেন। একসিলেক্টকমিটির উপর সভার নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার অর্পিত হইয়াছে। ঢাকাসহরস্থ বিভিন্নসমাজের বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ লইয়া এক কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(পরম শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মামিশ্র মহাশয়ের ঢাকা বদলি হওয়া নিরর্থক হয় নাই।)

শ্রীযুক্ত চিন্ময় গুপ্তশর্ম্মা ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন। তিনি প্রচার কার্য্যোপলক্ষে যখন কুমিল্লা জেলায় গিয়াছিলেন, তখন দারোরা নামে এক সমৃদ্ধ গ্রামেও গিয়াছিললেন, তথায় কয়েক ঘর বৈদ্য-ব্রাহ্মণ আছেন। ২১শে ভাদ্র তারিখে স্থানীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীতে এক সভা হয়, কয়েক জন বৈদ্য-ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। বৈদ্যের মুখ্যব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক অনেক প্রমাণ দেওয়ায় সভায় সকলেরই প্রতীতি জন্মিয়াছে, বৈদ্যগণ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কিছু নহে। যথা সম্ভব শীঘ্র

সকলেরই সদাচারে প্রত্যাবর্ত্তন আবশ্যক,। ২৮শে তারিখ জেলায় বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতিতে যথা কর্ত্তব্য স্থির হইবে।

বিগত ৫রাশ্রাবণ শনিবার শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত কুলকুণ্ডলিনীপ্রসাদ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের বাসাতে বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের এক সভা হয়। সভায় প্রায় ৬০ জন বৈদ্য ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত চিন্ময়বাবু নানাশাস্ত্রীয় বচন দ্বারা বৈদ্যগণযে মুখ্যব্রাহ্মণ তাহা প্রমাণ করিলে, সভায় গুপ্তান্ত নামের পরিবর্ত্তে শর্ম্মান্ত নাম ও পক্ষাশৌচের পরিবর্ত্তে দশাহ অশৌচ সকলেই গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রাজমহল হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মামহাশয় লিখিয়াছেন, গত ৪টা শ্রাবণ আমার খুল্লতাত ৺নলিনীনাথ সরকার দাশশর্ম্মা ৺গঙ্গালাভ করেন। দশাহে ১৪ই শ্রাবণ আমরা তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছি। সমস্ত কার্য্যই ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছিল।

শর্ম্মান্ত সঙ্কল্পে দুর্গোৎসব।

ঢাকা জয়দেবপুর হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন। অত্রস্থ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা কবিরাজ মহাশয় শ্রীশ্রীশারদীয় দুর্গাপূজা শর্ম্মান্ত নাম উল্লেখে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। মহেন্দ্রবাবুর গুরুদেব কোটালীপাড়া নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় পূজা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং আমি তন্ত্রধার ছিলাম।

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত সহদেবপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) মহাশয়ের বাড়ীতে গত বৎসর শারদীয়া পূজার পর হইতে যাবতীয় দৈব ও পৈত্র কার্য্য শর্ম্মান্ত সঙ্কল্পে সম্পন্ন হইতেছে। এই বৎসর তাহাদের বাড়ীর বার্ষিক দুর্গোৎসব ও শর্ম্মান্ত সঙ্কল্পে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

যাঁহারা গয়ার গয়ালীগণকে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা একবার ২৫শে ভাদ্র তারিখের দৈনিক বসুমতীর "গয়ার" পিতৃপক্ষের মেলা যাত্রীদের ভীষণ ভিড় "শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে অবগত হইতে পারিবেন, পণ্ডিত শ্রীব্রজভূষণ দত্তশর্ম্মা স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্য প্রণালী তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই পণ্ডিতমহাশয় গয়ালীব্রাহ্মণ। দত্তশর্ম্মা পদবী কি যজন ব্রাহ্মণের সম্ভব? এইরূপ শত শত উদাহরণেওকি, বঙ্গীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের শর্ম্মান্ত নামে আত্ম-পরিচয় প্রদানের সৎসাহস জন্মিবে না? জাতীয় গৌরব রক্ষা করার প্রেরণা প্রাণে কবে জাগিবে?

চট্টগ্রামে এই বৎসর শারদীয় দুর্গাপূজার প্রায় ৪০ চল্লিশ বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারে শর্ম্মান্ত নামে সঙ্কল্প হইয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ সকলের নাম ঠিকানা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। বড়ই আশার ও আনন্দের কথা যে, সেনহাটীর মহাকুলীন অরবিন্দের সন্তান শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র নাথ

দাশশর্ম্মা কবিরাজ মহাশয়, চট্টগ্রামপ্রবাসী তাঁহার খুড়াশ্বশুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য যজন-ব্রাহ্মণের সহায়তা ব্যতীত নিজে সম্পন্ন করিয়াছেন। তজ্জন্ত আমরা তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

আসাম হইতে "বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ" মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার সেন বিদ্যাভূষণ এম, ডি, ভিষকরত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত।

এসকে লাহিড়ী এণ্ড কোং ৫৬নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থখানির ভাষা সরল ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। ইহা তীর্থভ্রমণকারীদিগের পথপ্রদর্শক। ইহাতে উত্তরা খণ্ডের মানচিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় এবং হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ, লালাচটি হইতে বদরিকাশ্রম লালসাঙ্গা হইতে মেহেল চৌরী ও গণাই, গণাই হইতে রামনগর, কর্ণপ্রয়াগ হইতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত চটিগুলির দূরত্ব ওবিবরণ উল্লেখিত হওয়াতে এবং অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, স্বর্গাশ্রম, দেবপ্রয়াগ, বিল্বকেদার, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, গুপ্তকাশী, গৌরীকুণ্ড, শ্রীশ্রীকেদারনাথ, কালীমঠ, মধ্যমহেশ্বর, উখীমঠ, তুঙ্গিনাথ; রুদ্রনাথ গোপেশ্বর লালসাঙ্গা, পিপুলকোটী, কামেশ্বরমহাদেব, জোশীমঠ, বিষ্ণুপ্রয়াগ পাণ্ডুকেশ্বর, বৈখানসতীর্থ বদরিকাশ্রম, বৃদ্ধবদ্রী, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, আদবদ্রী, মেহেলচৌড়ী, বুড়াকেদার, রামনগর, প্রভৃতি তীর্থের ইতিবৃত্তি যেরূপ ভাবে নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণের কামনা আপনা হইতেই প্রাণে জাগিয়া উঠে। ইহার বহুল প্রচার আবশ্যক।

বাংলার বর্ত্তমান অর্থসমস্যা ও জাতীয় ব্যবসায়ঃ—

শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ভট্টাচার্য্য প্রণীত—মূল্য ৸৹আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান আশুতোষ লাইব্রেরী চট্টগ্রাম ও বাণ্ডেল গ্রন্থকারের নিকট।

বাঙ্গালাভাষায় এই প্রকারের পুস্তক এই প্রথম, আমরা সাদরে এইপ্রকারের পুস্তকের সংবৰ্দ্ধনা করি। এই অনিবার্য্য অর্থসমস্যায় সবজান্তা ও বিজ্ঞতাভিমানী বাঙ্গালীর জানিবার ও লক্ষ্য করিবার অনেক বিষয় ইহাতে আছে, আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, জাতির অস্তিত্বে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কৃতকার্য্যতার উপায় নির্ণয় এই পুস্তকের প্রধান লক্ষ। অর্থহীন বাঙ্গালীর আয়ের পথ কি করিয়া সুগম হইতে পারে, ব্যক্তিগত ঔদাসীন্য হইতে ক্রমে ক্রমে জাতীয় দুর্গতি কিরূপে শোচনীয় হইয়া থাকে, কি কি কারণে আজকার ধনীবাঙ্গালী, আবার কালই সাধারণ মধ্যবিত্ত, এবং ক্রমশঃ দরিদ্র শ্রেণীতে স্থান পাইতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে হইয়াছে। ইহা পাঠে ব্যবসায়িকা বুদ্ধি জাগরিতা হইবে, ব্যবসা দ্বারা অর্থাগমের কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। এইরূপ পুস্তক বহুল প্রচার হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সভা।

কালীহাতী, টাঙ্গাইল।

১২ই আশ্বিন, ১৩৩২ সাল বৈদ্যাব্দ।

বিগত ১২ই আশ্বিন সহদেবপুর ও কালীহাতী গ্রামের বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের সহযোগে কালীহাতী গ্রামে এক বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সভা আহুত হয়। কালীহাতী নিবাসী প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা (মুন্সি) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সহদেবপুর নিবাসী শ্রীযুত রামপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) মহাশয় "বৈদ্যপ্রবোধিনী" "বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বৈদ্যজাতি যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং মনুপ্রোক্ত অম্বষ্ঠজাতীয় নহে তাহা প্রতিপাদন করেন। তৎপর সহদেবপুর নিবাসী কলিকাতা "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির সভ্য শ্রীযুত সুরেন্দ্র প্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) বি, এ, মহাশয় বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। অনন্তর নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

গৃহীত প্রস্তাব।

এই সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বিধায় অনতি-বিলম্বে অনুপনীতগণ যথাশাস্ত্রীয় উপনয়ন গ্রহণ করিবেন এবং শাস্ত্রীয় যথারীতি আচার পালন করিবেন এবং সমগ্র বৈদ্য সমাজের উন্নতি কল্পে সকলেই যথাসাধ্য যত্নবান হইবেন।

উপস্থিত বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ।

(১) শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা (মুন্সি) ডাক্তার সভাপতি। (২) শ্রীযুক্ত দেবীদাস সেনশর্ম্মা রায় ডাক্তার। (৩) শ্রীঅবনীপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) এম, এ, বি এল মুন্সেফ (সহদেবপুর।) (৪) শ্রীদুর্গাগোবিন্দ দাশশর্ম্মা (মুন্সী) অনারী ম্যাজিষ্ট্রেট। (৫) শ্রীযুত সুরেন্দ্রচরণ দাশশর্ম্মা (মুন্সী) বি এল উকিল। (৬) শ্রীযুত প্রাণশঙ্কর সেনশর্ম্মা এম, এ, বি এল উকিল কলিকাতা হাইকোর্ট। (৭) শ্রীযুত জ্ঞানশঙ্কর সেনশর্ম্মা এম্ এস সি, বি এল্ উকিল পুলিশকোর্ট কলিকাতা। (৮) শ্রীযুত প্রিয়গোবিন্দ দাশশর্ম্মা (মুন্সী) (৯) শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দাশশর্ম্মা (মুন্সী) (১০) শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা (মুন্সী) (১১) শ্রীযুত শিশিরকুমার দাশশর্ম্মা (মুন্সী) (১২) শ্রীযুত হীরালাল সেনশর্ম্মা (রায়) (১৩) শ্রীযুত প্রাণগোবিন্দ দাশশর্ম্মা (মুন্সী) বি, এল উকিল (১৪) শ্রীযুত নীরদকুমার দাশশর্ম্মা (মুন্সী)। (১৫) ভূদেবপ্রসাদ সেনশর্ম্মা। (১৬) শ্রীযুত প্রতাপগোবিন্দ দাশশর্ম্মা (মুন্সী)। (১৭) শ্রীযুত সুনীলকৃষ্ণ দাশশর্ম্মা (মুন্সী)। (১৮) শ্রীযুত রমেশগোবিন্দ দাশশর্ম্মা (মুন্সী) (১৯ শ্রীযুত নীহারকৃষ্ণ দাশশর্ম্মা (মুন্সী) (২০) শ্রীযুত অনিলকুমার দাশশর্ম্মা (মুন্সী)। (২১) শ্রীযুত হিমাংশুনাথ দত্তশর্ম্মা (রায়) (সহদেবপুর)। (২২) শ্রীযুত সারদাচরণ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) (সহদেবপুর)। (২৩) শ্রীযুত সলিলকৃষ্ণ দাশশর্ম্মা (মুন্সী) (২৪) শ্রীযুত রামপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) সহদেবপুর। (২৫) শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা (রায়)। (২৬) শ্রীযুত অনিলকৃষ্ণ দাশশর্ম্মা (মুন্সী) (২৭) শ্রীযুত উপেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) বি, এল (সহদেবপুর)। (২৮) শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) মানিকগঞ্জ (২৯) শ্রীযুত কুলদাচরণ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) এম, এ, বি, এল. উকিল (সহদেবপুর) (৩০) শ্রীযুত উপেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা। (৩১) শ্রীযুত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) সহদেবপুর। (৩২) শ্রীযুত সুধাকান্তি সেনশর্ম্মা (রায়) (৩৩) শ্রীযুত সুরেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) বি, এ (সহদেবপুর)

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়ের সঙ্কলিত পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি।

বৈদ্যগণ বেদানুক্ত অম্বষ্ঠ নহেন, তাহারা ব্রাহ্মণগণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে সঞ্জাত এবং ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, আদ্য, শক্তিবর্দ্ধন প্রভৃতি গোত্র যে বঙ্গজব্রাহ্মণের নাই, বহু ব্রাহ্মণবংশ যে বৈদ্য হইতে সম্ভূত এবং বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গজব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বঙ্গদেশে এখনও যে, বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ বঙ্গজব্রাহ্মণের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজ করিতেছেন, বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ যে বঙ্গজব্রাহ্মণজাতিতে আত্মগোপন করিয়া বঙ্গজব্রাহ্মণজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, ভারতের অপরাপর প্রদেশস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণগণ এখনও যে তীর্থগুরু রূপে, মন্ত্রগুরু রূপে, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক রূপে, সনাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ রূপে সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, বঙ্গীয় সেন ও গুপ্ত ব্রাহ্মণগণ ও যে, ব্রাহ্মণাচারে এবং শর্ম্মান্ত নামে আত্মপরিচয় ও দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন, দশাহাশৌচ পালন করিতেন, সুবর্ণবতী ব্রাহ্মণের সৃষ্টা যে বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার প্রমাণাবলী অখ্যাচার করিয়া ৮ পেজী ২৫ ফর্ম্মায় এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যপরিচয়।

এই গ্রন্থে উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা, বহুপুরুষপরম্পরা সংস্কারহীন বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির পুনঃ সংস্কার গ্রহণের শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বহু ব্যবস্থাপত্র, প্রায়শ্চিত্তের বিধান, উপবীত গ্রহণের নিয়মাবলী ও মন্ত্রাদি, সন্ধ্যাপ্রকরণ, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা ও মন্ত্রাদির বঙ্গানুবাদ সহ বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষাজীবন।

কিরূপে শরীর সুস্থ, সবল ও নিরোগ করা যায়, কিরূপে ওজঃধাতুকে অবিকৃত রাখিয়া প্রকৃত শক্তিশালী হওয়া যায়, কিরূপে শুক্রধাতু অচল অটল থাকে, কিরূপে স্মৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি ও প্রতিভাশক্তির বিকাশ হয়, কিরূপে চিত্তের প্রসন্নতা সাধিত হইতে পারে, কিরূপে প্রাচীনকালীয় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হইত, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানা যাইবে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বলিরহস্য।

বলিরহস্য একটী সারপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে হিন্দুর পূজাপদ্ধতির বিধান, বলির আবশ্যকতা, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে পূজার বিধান, দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিকতা (শাস্ত্রীয় মতে) ভিত্তি হীনতা, মহারাজ [illegible] লক্ষ পশুদানের অসত্যতা, মহিষবলিদানের অযৌক্তিকতা প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে। মূল্য ।০ চারি আনা।

বৈদ্যজাতির উৎপত্তি।

এই পুস্তক পাঠে, বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই অন্ধচক্ষু খুলিয়া যাইবে। পুস্তকের প্রতিস্তরে [illegible] প্রাণ রহিয়াছে। সেই প্রাণের ভিতর রহিয়াছে গভীরতা এবং বিশালতা। যাঁহারা বৈদ্যব্রাহ্মণের বিপক্ষে অদ্ভুত প্রচার করিবার অভিলাষী, [illegible] তাঁহাদের [illegible] তাঁহাদের লেখনী ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মূল্য ।০ চারি আনা।

ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাদি বন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মিকামদে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

২য় বর্ষ, ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ। কার্ত্তিক { ৭ম সংখ্যা

কয়েকটী কথা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(অধ্যাপক—শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী এম, এ।)

(১৩) কেহ কেহ উপবীতকে উপহাস করিয়া উহা ত্যাগ করিতে চাহেন। কিন্তু কেন? উপবীতের কোন সার্থকতা নাই, ইহা বলা চলে না। ধর্ম্মবিশ্বাসীর নিকট ধর্ম্মার্থ এবং সমাজ বাদীর নিকট সমাজ বন্ধনার্থ ইহার প্রয়োজন আছে। উপবীত ধারণ ভিন্ন যদি সমগ্র বৈদ্য-ব্রাহ্মণজাতির সঙ্ঘবদ্ধ হইবার দ্বিতীয় উপায় আর না থাকে, তবে ধর্ম্মে যিনি যত বড় অবিশ্বাসী হউন না, এই বাহ্যলক্ষণ তাঁহাকে ধারণ করিতেই হইবে। এই বাহ্যলক্ষণটী জাতীয়তা রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জানিয়াই কোন ব্রাহ্মণ সন্তান কখন ইহা ত্যাগ করেন না। সন্ধ্যা করুন, নাই করুন, ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকুক না থাকুক, আমি ব্রাহ্মণ এই অভিমানই তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তদ্রূপ প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণেরও, ধর্ম্মের জন্য না হউক, সামাজিক একতার জন্যও অন্ততঃ উপবীত ধারণ, দশাহ অশৌচ পালন ও নামান্তে শর্ম্মা পদবী ব্যবহার একান্ত কর্ত্তব্য। একান্ত উশৃঙ্খল নাস্তিকদিগেরও সমাজের অনুরোধে ইহা ধারণ করা কর্ত্তব্য। ভাল মন্দ সকল সময়েই সকল সমাজে আছে, যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন। ষোল আনা ধর্ম্মপালন হয় ভাল, নচেৎ ৸৹ ৷৹ ।৹ বা এক আনা মাত্রই বা পালন কেন না করি? "অকরণাৎ মন্দকরণং শ্রেয়ঃ" জাতীয় ধর্ম্ম ও সদাচার ষোল আনা পালন করিতে পারিব না বলিয়া

হাল ছাড়িব কেন? এক আনা পারিলে, এক আনাই করিব। সুতরাং যে সকল অনুপনীত বৈদ্য বিলুপ্ত ধর্ম্মের ও জাতীয় গৌরবের উদ্ধার মানসে উপবীত গ্রহণের অভিলাষী, তাঁহারা ত ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইবেনই, যাঁহারা ধর্ম্ম ও জাতীয়গৌরব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন তাঁহাদের সামাজিক ঐক্যবন্ধনের অনুরোধে যথাবৎ উপবীত ধারণাদি ব্রাহ্মণাচার পালন করিয়া চলাই উচিত।

(১৪) পাশ্চাত্য কুশিক্ষার প্রভাবে জাতীয় আচারে ও ধর্ম্মে আস্থাহীন কোন কোন ব্যক্তি বলেন—"জাৎ-ফাৎ কেন বাপু? পৈতা ফেলিয়া সব একাকার হও; একাকার না হইলে দেশের রক্ষা নাই।" এরূপ কথা সুস্থচিত্তে যাহারা বলেন, তাঁহারা জাতীয় মর্য্যাদার প্রতি বাল্যকাল হইতেই শ্রদ্ধা ভক্তি হারাইয়াছেন। ধর্ম্মে শ্রদ্ধাশূন্য এই সকল ব্যক্তি প্রকৃত একাকারত্ব, ভারতের কল্যাণকর একাকারত্ব কিরূপে হয়, তাহা জানেন না। জাতির বাহিরের সঙ্গে একাকার হইবার পূর্ব্বে জাতির মধ্যে একাকার হওয়াই ত অগ্রে কর্ত্তব্য। আর বাহিরের সহিত একাকার হইতে হইলে ম্লেচ্ছাচারী ও শূদ্রাচারী জাতিগুলির সহিত একাকার হইতে চেষ্টা না করিয়া হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্রাহ্মণদিগের সহিত একাকার না হন্ কেন? আবার দেখুন, উপবীত ত্যাগ করিয়া শূদ্রাচারীদের সহিত একাকার হইতে ইচ্ছা করিলেও, শূদ্রাচারী কোন সমাজই ঐরূপ আচরণ ধর্ম্ম সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিবে না। যাহারা শূদ্রাচারী তাহারাই শূদ্রাচার ত্যাগ করিয়া দ্বিজাচার গ্রহণ করিতেছে। ধনবান বণিক্‌জাতি ও কায়স্থজাতি আপনাদিগের বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক উৎসাহে উপবীত ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, এক্ষেত্রে উপবীত ত্যাগী বৈদ্য কাহার সহিত একাকার হইবেন? ফলতঃ উপবীত ত্যাগ করিলে সমাজের নিম্ন-স্তরে স্থান গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। উপবীত ও বেদ ত্যাগ করিয়া একাকার হইবার আদর্শ ব্রাহ্মণজাতি কি দেখাইতেছেন? ব্রাহ্মণজাতি যখন উপনয়নাদি সংস্কার ও বৈদিকধর্ম্ম পালন করিয়া সকলকে আচারনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দিতেছেন, যখন সহস্র সহস্র বৈদ্যব্রাহ্মণ সেই আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন, তখন দুইদশ জন, কি দুইশত বা চারিশত বৈদ্য-সন্তান ম্লেচ্ছাচার হইলেই কি হিন্দুসমাজ একাকার হইয়া জাতিভেদ বর্জ্জিত হইয়া পড়িবে? আর তাহা যদি না হয়, তবে বৃথাই সদাচার বর্জ্জন করিয়া নিন্দার ভাজন হইয়াও বৈদ্যসমাজের মাথা হেট করিয়া তাঁহারা কি পৌরুষ দেখাইতেছেন? মোটকথা এই যে, জাতিভেদ সহজে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলে, আর জাতিভেদ না উঠাইয়া হিন্দুজাতিকে রক্ষা করা অসম্ভব হইলে, এরূপ চেষ্টায় না হয় দোষ দেখিতাম না। কিন্তু জাতিভেদ যখন সহজে উঠিবার নয়, যখন জাতি মানিয়াই সকলকে বিবাহাদি কার্য্য করিতে হইতেছে, এবং যখন জাতিভেদ বজায় রাখিয়াও হিন্দুজাতিকে রক্ষা করা সম্ভব দেখিতেছি, তখন যাহা জাতীয় সদাচার বলিয়া গণ্য ও যাহা সমগ্র জাতিটার ঐক্য বন্ধনের একমাত্র নিদান, তাহা পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নয়।

(১৫) বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া এমন কেহ মনেও ভাবিবেন না যে

বৈদ্যব্রাহ্মণে ও রাঢ়, বারেন্দ্র বা বৈদিকব্রাহ্মণে বিবাহাদির সূত্রপাত হইল। ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে এমন বহু শ্রেণী আছে যাহাদের মধ্যে বিবাহাদি হয় না, পান ভোজনও চলে না; বৈদ্যও ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া আপনার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিতে চাহেন না। বৈদ্য পাচক ও পুরোহিত হইয়া নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উপার্জন পথ বন্ধ করিবে এরূপ অমূলক আশঙ্কারও কোন হেতু নাই।

'পুরোহিত', 'আচার্য্য', 'উপাধ্যায়' বলিলে যেমন ব্রাহ্মণকেই বুঝায় "বৈদ্য" বলিলে প্রাচীন কালে সেইরূপ ব্রাহ্মণকেই বুঝাইত। এখন মুসলমান ও নাপিতেও "কবিরাজ" ও "বৈদ্য" হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুরাজ্যে ব্রাহ্মণের পুত্র বিদ্বান হইলে তবে "বৈদ্য" সংজ্ঞা লাভ করিত। বৈদ্য বলিয়া কোন জাতি ছিল না। "বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়াজাতিরুচ্যতে। অস্তুতে বৈদ্য শব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা।" অর্থাৎ "বিদ্যা সমাপ্ত হইলে ভিষক ব্রাহ্মণ ("বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক রক্ষোহামীবচাতনঃ,"—ঋগ্বেদ) 'ত্রিজ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই কৃতবিদ্য "বৈদ্য" প্রথম জন্ম হেতু অর্থাৎ বৈদ্যের সন্তান বলিয়াই 'বৈদ্য' নাম ধারণ করিতে পারেন না। লেখা পড়া সাঙ্গ করিয়া যথার্থ বিদ্বান হইলে তবেই পারেন। প্রতিগ্রহ ও যাজনের নিন্দা থাকায়, বৈদ্য-বিপ্রেরা অধ্যাপনা মাত্র অবলম্বন করিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকটিত করিতে থাকিলেও চিকিৎসা বিদ্যা বংশানুক্রমিক হইলে কালক্রমে বৈদ্যের পুত্র 'বৈদ্য' বলিয়াই বিদিত হইতে লাগিল। রাঢ় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের শৈশবাবস্থায় যাজন ব্রাহ্মণদিগের যজমান বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কিছুকাল সমাজে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গে বৈদ্যব্রাহ্মণ অধ্যাপক ভূরি ভূরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সর্ব্ববিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহারা অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিলেন। এই বৈদ্যব্রাহ্মণগণ বহুস্থলে ব্রাহ্মণসমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। কিন্তু কাল ক্রমে যজনব্রাহ্মণগণ, বৈদ্যব্রাহ্মণদের রাজশক্তির বিলোপও গৃহবিবাদের সুযোগে, সমাজে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। বিদ্বান্ যাজনব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে বৈদ্যব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিলেও সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ বৈদ্যব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ সম্মান দান করিতে এখন প্রস্তুত নহেন। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে বৈদ্যব্রাহ্মণজাতি সর্ব্বাপেক্ষা আত্মবিস্মৃত বলিয়া বোধ হয়। যে যাহা বলিতেছে, বৈদ্যসন্তান চুপ করিয়া শুনিতেছে। কেহ বলিতেছে—"অম্বষ্ঠানাম্ চিকিৎসনম্" অতএব এই চিকিৎসাপর বৈদ্যজাতি ও মনূক্ত অম্বষ্ঠজাতি অভিন্ন। বৈদ্যব্রাহ্মণের উপর অম্বষ্ঠত্বের আরোপ রজতে শুক্তিভ্রমের মত। আর যদিই বঙ্গবাসীর এই অশ্রুতপূর্ব্ব ও অজ্ঞাত পূর্ব্ব জাতিসংজ্ঞাটী বৈদ্যদিগের নিজস্ব হয়, তাহা হইলেও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের অপলাপ হয় না। কারণ শাস্ত্রানুসারে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণীয় না হইয়া অন্য বর্ণীয় হইতেই পারে না। রঘুনন্দন ও অমর অম্বষ্ঠের পাতিত্যের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগকে রেহাই দিয়াছেন, ইহাতেই রঘুনন্দন ও অমরের উক্তি অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। অন্যত্র

যে দোষ, মূর্দ্ধাভিষিক্তেরও সেই দোষ। আর মনুর সময়ে যদি অম্বষ্ঠ পতিত হইত, তাহা হইলে মনু তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেন। রঘুনন্দনের উক্তি দ্বারাই সপ্রমাণ হয় যে, অম্বষ্ঠ মুখ্য ব্রাহ্মণ, অন্যথা পাতিত্য সম্ভব হয় না। যদি যজনব্রাহ্মণগণ কেহ পতিত না হন, তাহা হইলে বঙ্গের বৈদ্যব্রাহ্মণ কেন অভিধানকার অমরের কথায় বা ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের কথায় পতিত হইবেন? ক্ষত্রিয়েরা ও বৈশ্যেরাই বা কেন পতিত হয়? নিখিল শাস্ত্র দর্শন করিয়া জনদগ্নিতুল্য প্রতিভা সম্পন্ন ৺গঙ্গাধর কবিরাজ ও অন্যান্য বৈদ্যবুধগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে যে কারণেই হউক্ বৈদ্যব্রাহ্মণগণ মুখ্যব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণাচার ত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে অব্রাহ্মণোচিত কদাচারে নিমজ্জিত করিয়াছেন, এক্ষণে ঐ কদাচার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা ধর্ম্মহানি অবশ্যম্ভাবী। বৈদ্যেরা অন্য কোন জাতিকে ছোট করিবার জন্য বা অন্য কোন জাতি অপেক্ষা বড় হইবার জন্য এই চেষ্টা করিতেছেন না। শাস্ত্রানুসারে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশ্য এবং সামাজিক সঙ্ঘভাব গঠন পূর্ব্বক জাতিকে জাগ্রত করিবার জন্য এইরূপ করিতেছেন।

বৈদ্যব্রাহ্মণজাতি বাঙ্গালীজাতির একটী অঙ্গ। প্রত্যেক অঙ্গের পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন ও বিরোধশূণ্য হওয়া উচিত। বৈদ্যসমাজ ব্রাহ্মণ্য লাভের চেষ্টায় কোনও সমাজের সহিত বিরোধ বা সংঘর্ষ করিতে চাহেন না। অপর সমাজদিগের অনুমোদন ক্রমেই নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহেন। আমরা জানি বহু সদ্‌গুণশালী যজনব্রাহ্মণ বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের সমাজসংস্কার চেষ্টার প্রতিকূলে নহেন, বরং অনুকূল। যেরূপ দেখা যাইতেছে, পুরোহিত সঙ্কট কোথাও হইবে না, নিজেদেরও পুরোহিত করিতে হইবে না। তথাপি কোন কোন স্থানে সংস্কার কার্য্যে কিঞ্চিৎ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, প্রীতিভরে সেই বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। সামাজিক অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও বিনয়সহকারে নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য যত্নবান হইতে হইবে। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে স্বরাজ কামীরা যেমন বিলুপ্ত অধিকারের দাবী করিতেছেন, সমাজ ও তদ্রূপ বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক্ প্রভৃতি জাতির অধিকারের চেষ্টা যুগপৎ আবির্ভাব হওয়াই স্বাভাবিক, এই সমাজিক স্বরাজলাভের উদ্যমে প্রাণপন করিয়া সকলে অগ্রসর হউন। সত্যাগ্রহীর সত্যনিষ্ঠা ও আগ্রহ লইয়া আপনাদের কার্য্য করিতে হইবে। সুফল। অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমানকালে যদি বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের নেতৃগণ একত্র মিলিত হইয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং বণিক ও কৃষিজীবীর বৈশ্যত্ব স্বীকার করিয়া লন্, তাহাহইলে ব্রাহ্মণসমাজ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে একদিনেরও অধিক প্রতিকূলতা করিতে সাহসী হইবেন না। একদিবসের মধ্যেই বাঙ্গালীর ভদ্রসমাজের শূদ্রনাম ঘুচিয়া যায়, একদিনেই বাঙ্গালী হিন্দুর দুরপনেয় কলঙ্ক মুছিয়া অপূর্ব্ব শ্রী দেখা দেয়। যে সকল ব্রাহ্মণবৎ বিদ্বান ও যশস্বী ব্যক্তি ভ্রান্তিবশে শূদ্রনাম ধারণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে নানা দ্বিজ অধিকার

হইতে বঞ্চিত আছেন, সেই দ্বিজাধিকার লাভ করিতে হইলে' মানুষের অধিকার অর্জন করিতে হইলে, অবিলম্বে সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক শূদ্র নাম ত্যাগ করুন্। দ্বিজগণের মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের মধ্যে জাতিবিশেষ ফুটিয়া উঠিবার মত তেমন কোন প্রভেদ বা পার্থক্য নাই। বঙ্গের বৈদ্য, কায়স্থাদি অসংখ্য জাতি, জাতি নাম বজায় রাখিয়াও যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পায় ও দ্বিজ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণের সমতুল হয় তবে চিরকালের জন্য বঙ্গসমাজ হইতে জাতিবিদ্বেষ ওদলাদলী অন্তর্হিত হয়, ও শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষিত হয়। সকল জাতিগুলি চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তিবশতঃ পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতাভরে প্রীতিপূর্ণ হইলে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে একযোগে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে। যে জাতিবিদ্বেষের ফলে বাঙ্গালা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পরপদানত, সেই জাতিবিদ্বেষের স্বাভাবিক মৃত্যু প্রত্যেক জাতির বিলুপ্ত অধিকারের প্রত্যর্পণেই সম্ভব হইতে পারে। বঙ্গবাসী দ্বিজাধিকার পাইলেই অলৌকিক কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব জাতিরূপে অচিরে পরিণত হইবে।

ত্রিপুরা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতি।

২৮শে ভাদ্র, ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ।

ত্রিপুরা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি স্থাপনের জন্য ১৩৩২ বৈদ্যাব্দের ২৮শে ভাদ্র পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় কুমিল্লা সেণ্ট্রালব্যাঙ্ক হলে এ জেলার বৈদ্যব্রাহ্মণগণের এক সভা হয়। সভায় জেলার অধিকাংশ বৈদ্যব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন। আর যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা পত্র দ্বারা কলিকাতা-বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির নিয়মাবলী গ্রহণের পক্ষে এবং সভার কার্য্য দ্বারা বাধ্য থাকিবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাশ শর্ম্মার প্রস্তাবনে এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশ শর্ম্মার সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে চুণ্টানিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন শর্ম্মা বি, এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন শর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশ শর্ম্মার নিকট লিখিত পত্রগুলি সভায় পাঠ করিবার জন্য সভাপতি মহোদয় শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশ শর্ম্মাকে অনুরোধ করেন। পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন শর্ম্মা, পেন্‌সনপ্রাপ্ত ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্ত শর্ম্মা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ উকীল এম এ উপাধিধারী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত শর্ম্মা, চুণ্টানিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রামকানাই সেন শর্ম্মা, মনিয়ন্দনিবাসী শ্রীযুক্ত বিপ্রচরণ গুপ্ত শর্ম্মা, মেহারীনিবাসী শ্রীযুক্ত সারদা

কুমার সেন শর্ম্মা, আগরতলার প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা, গজরার শ্রীযুক্ত হরকুমার সেন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথ সেন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ শর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী শর্ম্মা, মজলিশপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মেঘনাদ চৌধুরী শর্ম্মা, আগরতলার শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরী শর্ম্মা, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী শর্ম্মা, গাজাটিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন শর্ম্মা, রুটীনিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুপ্ত শর্ম্মা, চুন্টানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রেমকৃষ্ণ সেন শর্ম্মা, মেড়ারী নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ সেন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন শর্ম্মা, এবং শ্রীবাদপুরনিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দত্ত শর্ম্মা সম্পাদকগণের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মণানুযায়ী দশাহ অশৌচধারী বরিশালজেলার অন্তর্গত কেওড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্ময় গুপ্ত শর্ম্মা মহাশয়কে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া একটী বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। চিন্ময়বাবু একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে বৈদ্যব্রাহ্মণ এবং যজনকারী ব্রাহ্মণগণকে শুধু ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজা পরিচিত করিয়া দেন। বৈদ্যশ্রেষ্ঠ আদিশূর যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দেশে না থাকায় কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইতে কান্যকুব্জাধিপতির নিকট দূত পাঠাইলে কান্যকুব্জাধিপতি ব্রাহ্মণ পাঠান দূরে থাকুক দূতকে অপমান করিয়া দেন। তখন বঙ্গে তীর্থপর্য্যটন ভিন্ন ঐ দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আসিলে পতিত হইতেন। প্রথম যুদ্ধে আদিশূরের সৈন্য বিধ্বস্ত হয়। দ্বিতীয়বার বঙ্গের সেনাপতি কান্যকুব্জের রাজার গো ও ব্রাহ্মণে ভক্তি জানিয়া সাতশত বলদ পৃষ্ঠে ডোম বাগ্দি প্রভৃতি জাতি হইতে সাতশত লোককে গলায় পৈতা দিয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন। গো ও ব্রাহ্মণ অবধ্য সুতরাং কান্যকুব্জের রাজা যুদ্ধ না করিয়া পঞ্চব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। বলদ পৃষ্ঠারোহী সাতশত ব্রাহ্মণ আদিশূরের নিকট বর প্রার্থী হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—আজ হইতে তোমরা ব্রাহ্মণ হইলে। আজ এই সাতশত ব্রাহ্মণের বংশধর বাংলার বক্ষে ব্রাহ্মণ রূপে যাজন ইত্যাদি কার্য্য করিতেছেন। এইরূপ ব্রাহ্মণ, ৫০০ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রাজাগণেশের নিকট বৈদ্যব্রাহ্মণগণ বৈশ্যাচারী হইয়াছেন বলিয়া দরখাস্ত করেন। রাজা বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে বৈশ্যাচারী হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন, ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের সঙ্গে পংক্তিভোজন নিষেধ করেন। পশ্চিমবঙ্গের শ্রীখণ্ডসমাজের বৈদ্যব্রাহ্মণগণের অসংখ্য ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে। তাঁহারা তথা কথিত এই ব্রাহ্মণগণের গুরুরূপে সর্ব্বদাই পূজিত হইয়া থাকেন। গয়ার গয়ালী পাণ্ডাগণ দাশ শর্ম্মা, সেন শর্ম্মা প্রভৃতি উপাধিধারী এবং তাঁহারা বৈদ্যব্রাহ্মণ। উৎকলে ধরশর্ম্মা, কর শর্ম্মা, দত্ত শর্ম্মা, দাশ শর্ম্মা, সেন শর্ম্মা, এবং গুপ্ত শর্ম্মা বংশ অনেক। মহাভারত হইতে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" বাক্য এবং পাণিনীর সূত্র হইতে দাশঃ গোয়ৌ সম্প্রদানে উদ্ধৃত করিয়া এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব তিনি প্রতিপন্ন করেন। তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ

পণ্ডিতগণের মতও সভায় পাঠ করেন। তৎপর লোহগড়নিবাসী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন শর্ম্মা বি এ মহাশয় সুললিত সুমধুর ভাষায় একটী বক্তৃতায় বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, শব্দশাস্ত্রী, সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশশর্ম্মার প্রস্তাবনে, এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বিএল মহোদয়ের সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মার অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।—বঙ্গদেশের অন্যান্য সমিতির নামের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য ও বৈদ্যসমাজকে সজ্ঞবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই সমিতির নাম "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-সমিতি" রাখা সঙ্গত। সুতরাং এই সমিতির নাম "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-সমিতি" রাখা হউক।

২য় প্রস্তাব। কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির নিয়মাবলী (যাহা নিম্নে লিখিত হইল) এই সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হউক! প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ সেনশর্ম্মা বি, এল সমর্থক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা (চৌধুরী) অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাশশর্ম্মা। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩য় প্রস্তাব। কর্ম্মচারী নিয়োগ। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাশ শর্ম্মা মহাশয়কে এই সমিতির সভাপতি করা হউক। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশ শর্ম্মা অনুমোদক— সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেন শর্ম্মাবিশ্বাস; সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৪র্থ প্রস্তাব। পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেনশর্ম্মা, দারোরানিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীযুক্ত লোকনাথ সেনশর্ম্মা, পেন্সনপ্রাপ্ত জজ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেনশর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র নাথ সেনশর্ম্মা বি, এল মহাশয়গণকে সহঃ সভাপতি নির্ব্বাচন করা হউক। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশশর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুপ্তশর্ম্মা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৫ম প্রস্তাব। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে সম্পাদক নির্ব্বাচন করা হউক।
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি এল, শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা বি এল, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশ শর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাশ শর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, উকিল; প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দাশশর্ম্মা,—সমর্থক শ্রীযুক্ত হলধর দাশ শর্ম্মা, অনুমোদক,—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন শর্ম্মা। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত।

নিম্নলিখিত সভ্যগণকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক। শ্রীযুক্ত হলধর দাশশর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাশ শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত শর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুকুমার দাশশর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিধুভূষণ সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কবিরাজ অজিতকুমার দত্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কবিরাজ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত শর্ম্মা। প্রস্তাবক—শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র দাশ শর্ম্মা, সমর্থক শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাশ শর্ম্মা, সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে নিয়া একটী কার্য্যকরী সমিতিগঠিত হউক হউক। দশজন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্যকরী সভার কাজ চলিতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা. কাব্যতীর্থ, শব্দশাস্ত্রী, সাহিত্যাচার্য্য। রায় শ্রীযুক্ত কমলনাথ দাশ শর্ম্মা বাহাদুর,• পেন্‌সনপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্তশর্ম্মা, বি এ, পেন্‌সনপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র সেন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চৌধুরী শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সেন শর্ম্মা শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র চৌধুরী শর্ম্মা; শ্রীযুক্ত মেঘনাথ চৌধুরী শর্ম্মা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী প্রভৃতি শতাধিক সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাশ শর্ম্মাকে কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাশ শর্ম্মা, এম, এ বি, এল, কে হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করা গেল সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

'ত্রিপুরা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির' সভ্যগণকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় আচার ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হইলাম। জাতির স্বরূপনের কলঙ্ক বিদূরিত করার জন্য দেশের শিক্ষিত সমাজই আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক তাঁহাদের অনুকরণে অপরাপর বৈদ্যগণ জাতীয় সংস্কার গ্রহণ করিবেন। সভাসমিতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়া শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব, পৈত্রকর্ম্ম সম্পাদন এবং দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া কুলধর্ম্ম রক্ষা না করিলে সমাজে একীকরণের ও একতা স্থাপনের ভাব জাগিবে না। ব্রাত্য বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কালাকালের বিচার না করিয়া সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হউন এবং শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈবপৈত্র কার্য্য করুন; তৎসংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করুন। তাহা হইলে অপরাপর বৈদ্যগণও তদাদর্শে জাতীয়জীবন গঠন করিতে তৎপর হইবেন। চৌধুরী বৈদ্যদের কুলগত পদবী নহে। সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি পদবীই তাঁহাদের কুলগত পদবী চৌধুরী নবাবদত্ত উপাধি, তাহার সহিত শর্ম্মা সংযোগ করা বিসদৃশ হইয়াছে। আশা করি অতঃপর কুলগত পদবীর সহিত শর্ম্মা সংযোগ করিয়া তাঁহাদের পরিচয় দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক মহাশয় চেষ্টা করিবেন।

দোটানা।

(নক্সা)

শ্রীসুরেন্দ্র লাল সেনশর্ম্মা,—পূর্ব্ব সিমুলিয়া, ঢাকা।

পণপ্রথা যে শুষছে সমাজ বলছে সবার "তখন,"
"ক'নের বিয়ে" পড়ছে যখন ঘাড়ে!
পায়ের ঘামে ভিজিয়ে মাথা শুষ্ক কণ্ঠ নিয়ে,
ঘুরছে যখন বরকর্ত্তারি দ্বারে!

বিনাপণে বিয়ের প্রথা "শুভ অনুষ্ঠান"
বুঝায় সবায় কথায় সমাবেশে ;
উপমারি তুফান ডেকে উদাব নীতি তখন,
করছে প্রচার, বরের পিতাব পাশে !
সমাজ প্রথার দোষ দেখিয়ে বল্‌ছে কত মতে,
রসাল ভাবের শব্দ করি, জড়;
বিনাপণে বিয়ে দিতে বল্‌ছে সবায় জোরে,
হ'কনা তা'রা যতই উদাস, দর !
এর পরে হায় ! ছেলের বিয়ের ধব্‌ছে যখন ধোয়া,
করছে বদল এক নিমেষে সুর,
ছেলের পড়ার বোঝার কথা বল্‌ছে তখন হেসে,
মুছিয়ে ফেলে, "উদারনীতির" ঘোর !
শক্ত হ'য়ে চক্ষু বুজে, চাচ্ছে হাজার চারি,
নেহাৎ পক্ষে গহনা ভরি যাট্‌,
যাতায়াতের "খরচা" কিছু চাচ্ছে গলা ঝেড়ে,
এব ভিতয় আর হয় না যে ছাট্‌ কাট্‌ !
নেহাৎ যদি না হয় রাজী, চাপায় পড়ার ভাব,
গহনা পত্র ? দেও যা প্রাণে চায় !
ঘর বুঝে সব দিলে নেহাৎ থাক্‌বে যে গো মান,
মোসাহেবগণ দিচ্ছে কথায় সায় !
বল্‌ছে পণের নয় স্বপক্ষে, তবে কিনা জানেন,
ছেলেব মায়ের, হয় না যে হায় !মত,
পড়ে গেছে মহাগোলে, যে যা বলে বলুক,
পণ ছাড়া হায় ! দেখ্‌ছে না যে পথ !
গোটানা এই ভেল্কী খেলায়, যাচ্ছে গোল্লায় দেশ,
স্বার্থ ত্যাগের ধার ধারে না কেউ,
গরজ বুঝে বলছে খাসা "দেওনা তুলে পণ,"
আসবে ফিরে এতেই পণের ঢেউ ?
সবায় যদি স্বার্থ ছেড়ে চিত্ত করে স্থির,
কাজ দেখিয়ে হয় গো কাজের কাজী !
আস্থা পেয়ে তাঁর চরণে পড়্‌বে সবায় নুয়ে,
তাঁর আদেশে, হ'বে সবায় রাজী !

চট্টগ্রাম বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর প্রচারকের কাহিনী।

(শ্রীহারাণচন্দ্র সেনশর্ম্মা, সাঁওগাঁও, ঢাকা।)

বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর নিয়োগমতে বৈদ্য-চতুষ্পাঠীর চাঁদা সংগ্রহ, বৈদ্য-প্রতিভার প্রচার ও গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য যখন আমি চট্টগ্রাম ত্যাগ করি, তখন মনে মনে বড়ই আশা করিয়াছিলাম বৈদ্য-চতুষ্পাঠী, জাতীয় অনুষ্ঠান এবং "বৈদ্য-প্রতিভা" জাতীয়পত্রিকা, সমস্ত বৈদ্যই ইহা প্রীতির চক্ষে দেখিবেন এবং পত্রিকার প্রভুত গ্রাহক সংগ্রহ হইবে। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় আমাদের বৈদ্যজাতির এই সহৃদয়তা আমাদের জাতি হইতে লোপ পাইতেছে। পূর্ব্বে কোনও বৈদ্যের গৃহে কোন একটী বৈদ্য উপস্থিত হইলে, যে কোন প্রকারে হউক তিনি আগন্তককে সাহায্য করিতেন। বৈদ্য হইলেই বৈদ্যকে "ইনি আমারই একজন" এই পরমাত্মীয়ভাবে গ্রহণ করিতেন। হয়ত অনেকেই বলিবেন এই অভাবের দিনে এই ভাব থাকিতে পারে না। কোনও লোককে আমরা যে কোন সময়ে ইচ্ছা থাকিলে তনু, ধন ও মন এই তিন প্রকারে সাহায্য করিতে পারি। এই অভাবের দিনে ধন দ্বারা সাহায্য করিতে সক্ষম না হইলেও অপর দুইটীর কোন একটীর দ্বারা কি সাহায্য করিতে পারি না? একটা সহানুভূতি-সূচক কথাও কি নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়া যাইবে? আমার সময় নাই, আমার সময় নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে? হে বৈদ্যবংশধর! তোমার পিতা, পিতামহগণের যে গৌরব ছিল, তাহা কি লোপ পাইবে না? বৃদ্ধ পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নী, দাস, দাসী যেমন তোমার উপর নির্ভর করে, তুমি যেই জাতি হইতে জাত, সেই জাতির কিছু কি তেমন তোমার নিকট প্রাপ্য নাই? কিন্তু আমরা এই সবকে বাজে মনে করি। এই সব বাজে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া সে সময়টা উপন্যাস বা চুট্‌কী গল্প পড়িয়া উপভোগ করিলে কৃতার্থ জ্ঞান করি। এই সব বিষয় ভাবিলে আমাদের জাতিটা যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

বঙ্গের ব্রাহ্মণ-শূদ্রের যুগে আমাদিগের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যে শূদ্রের গণ্ডীতে মিশিবেন তাহার আর বিলম্ব নাই।

একজন আগন্তুক বৈদ্য হইতে একজন বৈদ্য প্রচারক সম্মানের দাবী বেশী করিতে পারেন। বৈদ্যভ্রাতৃগণ কোথায় সেই প্রচারককে সম্মানের চক্ষে দেখিবেন, না তাহার পরিবর্ত্তে আমি যেন অনেকের নিকট একটা ভীতির বস্তু হইয়াছিলাম। আমাকে পরিহার করিবার জন্যই যেন তাঁহারা কত নূতন নূতন কুতর্ক উপস্থিত করিতেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিতেন। উহাতে যে মর্ম্মান্তিক কত কষ্ট পাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। অনেকের নিকটেই পত্রিকার গ্রাহক

শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য ভিক্ষার্থীর ন্যায় তিন চার বার যাইতে হইত, কোথাও তর্কবিতর্কের পর পত্রিকা পড়িয়া পত্রিকা তাহাদের উপযোগী হইবে কিনা ইহা নির্ব্বাচন করিবার জন্য পত্রিকা রাখিয়া দিতে হইত। পরে কেহ স্বইচ্ছায়, কেহ পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া চক্ষু লজ্জার খাতিরে গ্রাহক হইতেন, কেহ পত্রিকার গ্রাহক হইবেন না বলিয়া পত্রিকা ফেরৎ দিতেন। আমি ২৯শে শ্রাবণ চট্টগ্রাম হইতে যাই। ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর পরিভ্রমণ করিয়া ২৩শে ভাদ্র প্রত্যাবর্ত্তন করি। এই ২৫ দিনে ফেনীতে ৮ জন, লাকসাম ৩ জন, নোয়াখালী ২২ জন, কুমিল্লা ১৮ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও শশীদল ৮ জন,চাঁদপুর ৭ জন মোট ৬৬ জন নূতন গ্রাহক পত্রিকা গ্রহণ করেন। এই ৬৬ জনের মধ্যে মাত্র ১৪ জনে পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিয়াছেন। বৈদ্য-চতুষ্পাঠীর জন্য কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। আমি আসিবার পর ফেনীর প্রফেসার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন-শর্ম্মা বৈদ্য-চতুষ্পাঠির জন্য ১৲ টাকা মনিঅর্ডার-যোগে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই সব স্থলে সকলেই যে আমাকে বিসদৃশভাবে দেখিয়াছেন, বৈদ্যগণ মধ্যে আমি যে সমপ্রাণতা পাই নাই তাহা নহে। যাঁহারা গ্রাহক হইয়াছেন সমস্তকেই আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তবে বিশেষভাবে আমি যাঁহাদের নিকট সাহয্য পাইয়াছি তাঁহাদের নাম উল্লেখ না করিলে আমাকে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়।

ফেনীতে শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাশ উকিল, শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র দাশ, প্রফেসার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা, এম, এ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকিশোর সেন, নায়েব নাজির শ্রীযুক্ত বিনয়-ভূষণ দত্ত।

লাকসাম—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার দাশ রেলওয়ে ডাক্তার।

নোয়াখালিতে বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রণেতা বৈদ্য-গৌরব শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা উকিল, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাশ, শ্রীযুক্ত বগলামোহন দাশশর্ম্মা উকিল, ভুলুয়ার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ সেনশর্ম্মা মজুমদার, শিক্ষক অবিনাশচন্দ্র সেন, লোন অফিসের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন জেল বোড, শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর দাশ, শ্রীযুক্ত কৈশিকীলাল রায় সাবরেজিষ্টার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দত্ত মোক্তার, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ সেন জেল ডাক্তার, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল সেন ডাক্তার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সেন, অরুণ স্কুলের হেডমাষ্টার।

কুমিল্লাতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ মহাকেজ সোনারঙ্গ কম্পাউণ্ড, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সেন সেরেস্তাদার (ইন্দু বাবু পীড়িত তাহার ভ্রাতা) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন উকিল, শ্রীযুক্ত লোকনাথ সেন কবিরাজ, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সেন কবিরাজ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন উকিল, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশ উকিল।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানদারঞ্জন দাশ নাজির শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন সেন ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র সেন মোক্তার, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্ত উকিল, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ দত্ত মোক্তার।

শশীদল, ত্রিপুরা শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন জমিদার। চান্দপুর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাশ কবিরাজ। উপরিউক্ত বৈদ্যগণ আমাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন কেহ আমাকে বাসায় স্থান দিয়া, কেহ নানা উপাচারে ভোজন করাইয়া, কেহ গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া আমাকে যথোচিত সম্মান করিয়াছেন।

বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রণেতা নোয়াখালীর সুযোগ্য উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়কে না জানেন এইরূপ বৈদ্য বোধ হয় অতি অল্পই আছেন। তিনি বৈদ্যজাতির স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। তিনি আমাদের বৈদ্য-প্রতিভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়কে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিলেন। প্রকাশ করিলেন, যদি প্রত্যেক জেলাতে জেলাতে কবিরাজ মহাশয়ের মত কর্ম্মী ও ত্যাগী পুরুষ থাকিত, তবে আমাদের অনুষ্ঠানের সাফল্য লাভের বিলম্ব হইত না। তাঁহার বৈদ্যজাতির ইতিহাস অনেক বৈদ্য-সন্তানই আদরের সহিত পড়েন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার লিখিত বহু পুস্তক অর্থের অনটনে ছাপা হইতে পারিতেছে না। যদি ছাপা হইত তবে বৈদ্যজাতির একটা গৌরবের জিনিষ হইত এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ বহুপরিমাণে উপকৃত হইতে পারিত। আমাদের প্রত্যেক বৈদ্যই তাঁহাদের নিজ বংশাবলী তাঁহার নিকট পাঠাইয়া তাঁহার বৈদ্যজাতির ইতিহাস আনাইয়া পাঠ করা উচিত। উপহার দেওয়ার কালীন যদি বৈদ্য-সন্তানগণ বৈদ্যজাতির ইতিহাস উপহার দিতেন, তাহা হইলে পুস্তক মুদ্রন বিষয়ে তিনি অনেক সাহায্য পাইতে পারিতেন। তিনি যদি বৈদ্যজাতি হইতে এই সহানুভূতি না পান, তবে বহু গ্রন্থরত্নই মুদ্রনের অভাবে লুপ্ত হইবে। অনেকেই বোধ হয় জানেন স্বর্গীয় ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বহু গ্রন্থ অর্থের অনটনে লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমাদের বৈদ্যজাতির মধ্যে বিলাসীতার বীজ বহু পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, উহাই আমাদের ধ্বংসের কারণ। আমি অনুরোধ করি অন্ততপক্ষে আমাদের পান তামাকের অবান্তর খরচগুলি হ্রাস করিয়া হইলেও জাতীয় অনুষ্ঠানকে বাঁচাইতেই হইবে। এই অনুষ্ঠানের যদি একটী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়, তবেই এই বৈদ্যজাতির বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। নতুবা ধ্বংস অনিবার্য্য। বড়ই দুঃখের সহিত আমি বলিতে বাধ্য যে, যে সমস্ত বৈদ-সন্তান পত্রিকার বার্ষিক মূল্য নগদ আদায় না করিয়া চারিমাসের পত্রিকা রাখিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যার পত্রিকা রীতিমত পাঠাইয়াছি। তন্মধ্যে দেখিতেছি, কেহ কেহ আশ্বিন সংখ্যার পত্রিকা ফেরৎ দিয়াছেন। যাঁহারা পত্রিকার বার্ষিকমূল্য দুইটাকা দিতে সমুৎসুক নহেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ হইতে যে সমস্ত পত্রিকা রাখিয়াছেন, তাহা ফেরৎ পাঠাইয়া জাতীয়গৌরব রক্ষা করিবেন। জাতীয়পত্রিকাখানি বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা কি প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানের কর্ত্তব্য নহে?

আমার বৈদ্যভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের সমাজের বরপণের পৈশাচিক নিষ্ঠুর কাহিনী বিবৃত করিয়া এই বৈদ্যজাতির আশু ধ্বংস কামনা করিলেন। চট্টগ্রাম বৈদ্য-সমাজে বরপণ রূপ কালকূট এখনও প্রবেশ করে নাই। তাঁহাদের নিকট আমার এই নিবেদন যেন তাঁহারা ইহার প্রতি সবিশেষ মনোযোগ রাখেন এবং সমাজে যেন এই কালকূট প্রবেশ করিতে না দেন। এই বরপণ সম্পর্কেই নানাজনে নানাভাবে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। জনৈক বিক্রমপুরবাসী বৈদ্যবন্ধু বলিলেন, বিবাহের বরপণ পূর্ব্বে কথাতেই সাব্যস্থ হইত, বিনা দলিলে কথার উপর নির্ভর করিয়া লেনা দেনা হইত, এমন কি কথা অনুসারে বিবাহের পর ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত পড়া খরচ চালাইয়া আসিতে দেখা যাইত। কিন্তু সময়ের এত অধঃপতন হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে কোন কোন ও স্থলে বিবাহের পণ বাবদ কিছু টাকা অগ্রিম নিলেন এবং ঘটনাক্রমে বিবাহ হইল না, সেই স্থলে অগ্রিম টাকা ফেরত দিতেছেন না। ইহা হইতে সমাজের আর কি অধিক কলঙ্ক হইতে পারে আমি জানি না। ত্রিপুরাবাসী বৈদ্যদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, অতি পূর্ব্বে বিক্রমপুর ও ত্রিপুরাতে বৈদ্যগণের মধ্যে সম্বন্ধ হইত এবং এই জন্য ত্রিপুরাবাসীকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত। আজকাল সম্বন্ধাদি হইতেছে না। যদিও হয়, তবে বিক্রমপুরবাসী ত্রিপুরাবাসীকে কুটুম্ব বলিয়া লোক-সমাজে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। এইরূপে ত্রিপুরাবাসী বহু অর্থব্যয় করিয়া বিক্রমপুরবাসী হইতে অপমানের ঝুড়ি ক্রয় করেন। যেই সমাজে এতই নীচ ব্যবহার প্রচলিত, সেই সমাজ লইয়া সমস্ত বৈদ্যগণের মধ্যে সম্বন্ধের চেষ্টা একটা ভেল্‌কি মাত্র। লোকের মন ভোলান চাল ভিন্ন আর কিছু নহে।

কোন গ্রাজুয়েট বৈদ্য-যুবক আমি জাতি মানি না, শূদ্র সঙ্গে একত্র ভোজন করি, আপনাদের আন্দোলনের আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, আমাকে এই বলিয়া গৌরব অনুভব করিলেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানকে অপর জাতির নিকট অপমান করিলেন। এই সব কলঙ্ক কাহিনী আমি সুধীগণের গোচরীভূত করিলাম, যাহাতে এই সব কলঙ্কের অপনোদন হয় সকলে সমবেত হইয়া সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ফরিদপুর জিলার বৈদ্য-গ্রামগুলির তালিকা।

অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ।

১। কানুরিয়া—পোঃ কানুরিয়া (Kanuria) সব পোঃ বাটকিয়ামারি (Batkiamari)। শক্তিগোত্রের হিন্দু (পীতাম্বর) এবং মৌদগল্যগোত্রের বিষ্ণুদাশ।

২। খান্দারপারা—পোঃ খান্দারপারা, সব পোঃ মকসুদপুর শক্তিগোত্রের হিন্দু (পীতাম্বর) এবং মৌদগল্যগোত্রের বিষ্ণুদাশ।

৩। মহারাজপুর—পোঃ বনগ্রাম, সব পোঃ বাটকিয়ামারি (Batkiamari)। পূর্ব্বে বৈদ্যর বাসছিল এখন বৈদ্য নাই।

৪। রূপাপাত—পোঃ রূপাপাত, সব পোঃ মক্‌সুদপুর (Maksudpur)

৫। বিদ্যাধর—পোঃ কাশীয়ানী (Kasiani) কাশ্যপগোত্রের অশ্বগুপ্ত।

৬। ঘুন্‌সী (Ghunsi) পোঃ মোচনা (Mochna) সব পোঃ বাটকিয়ামারি (Batkiamari) একসময়ে এখানে ধন্বন্তরিগোত্রের ঘোষ বংশীয়েরা বাস করিতেন, এখন বৈদ্য নাই।

৭। কাওয়ালদিয়া—পোঃ মক্‌সুদপুর।

রাজবাড়ী মহকুমা।

১। ক্রোকুদি বা করকুদি—পোঃ করকুদি (Karadi) এক সময়ে এখানে শক্তিগোত্রের গণ ও মাধবের বাস ছিল। এখন এখানে বৈদ্য নাই।

২। নলিয়া—পোঃ নলিয়া (Nalia), সব পোঃ বালিয়াকান্দি (Baliakandi)

৩। বাণীবহ—পোঃ বাণীবহ (Banibaha), সব পোঃ রাজবাড়ী। শক্তিগোত্রের হিন্দু এবং মাধব,ধন্বন্তরি গোত্রের বৈদ্যবল্লভ, মৌদগল্যগোত্রের অরবিন্দ দাশ এবং নয়দাশ। আরও কোন কোন বংশ এখানে থাকার সম্ভব।

৪। তুলসীবরাট—পোঃ পাঁচুরিয়া (Panchuria)

৫। মেঘচামী—পোঃ মেঘচামী (Megchami) সব পোঃ বালিয়াকান্দি (Baliakandi)। এইগ্রাম বঙ্গীয় বৈদ্যগণের আদি সাতাইস সমাজের অন্যতম। ধন্বন্তরিগোত্রের বিকর্ত্তন (ত্রিলোচন) এবং কবিসেন মৌদগল্যগোত্রের নিমদাশ এবং শাণ্ডিল্যগোত্রের দত্ত। কোন কোন বংশ এখন বিদ্যমান নাই।

৬। আড়কান্দী—পোঃ বেতাঙ্গা (Betanga) সব পোঃ বালিয়াকান্দি (Baliakandi) ধন্বন্তরি গোত্রের উচলি এবং কবি। শক্তিগোত্রের মাধব।

৭। সুরপুর—পোঃ রাজবাড়ী। দাশ এবং গুপ্ত। বিক্রমপুরের মধ্যেও সুরপুর নামে একটি বৈদ্যগ্রাম ছিল।

৮। বেড়াডাঙ্গা (Beradanga) পোঃ রামদিয়া (Ramdia) সব পোঃ সোনাপুর। ধন্বন্তরি গোত্রের আদিত্য মৌদগল্যগোত্রের রামদাশ।

৯। শিবপুর পোঃ রামদিয়া (Ramdia) সব পোঃ সোনাপুর। মৌদগল্যগোত্রের রামদাশ।

১০। ভেতুলিয়া—পোঃ বহরপুর (Baharpur) সব পোঃ সোনাপুর। শক্তিগোত্রের হিন্দু

১১। বারমল্লিকা—এই গ্রাম বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের আদি সাতাইস সমাজের অন্যতম। গ্রামটী রাজবাড়ী মহকুমার মধ্যে বলিয়াই মনে হয়। কেহই আমাকে ইহার প্রকৃত অবস্থান বলিতে পারেন নাই, সেনহাটিবাসী ৺শ্যামলাল মুন্সী মহাশয়ের অম্বষ্ঠ তত্ত্ব-কৌমুদির ১৯২। ১৯৩পৃ ষ্ঠাতে

দেখা যায় যে, এই গ্রামে শক্তিগোত্রের মাধববংশের বাস ছিল। সেনহাটিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্তহড়ের প্রকাশিত সদ্বৈদ্যকুল-পঞ্জিকার পরিপূরিত অংশের ৩৬ পৃষ্ঠাতে দেখা যায় যে এই গ্রামে শক্তিগোত্রের গণবংশের বাস ছিল।

১২। পাঁচুথুপী—শক্তিগোত্রের মাধব এবং দত্তের (গোত্র জানা নাই) বাস।

১৩। বেলগাছি—পোঃ খান্‌গঞ্জ (Khanganj) ধন্বন্তরিগোত্রের উচলি এবং কাশ্যপগোত্রীয় ত্রিপুরগুপ্তের বাস।

১৪। তেনারি—পোঃ রামদিয়া, সব পোঃ সোনাপুর। বঙ্গীয় বৈদ্যদের আদি সাতাইস সমাজের অন্যতম। শক্তিগোত্রীয় গণের বাস। আরও অনেক বংশ থাকার সম্ভব।

১৫। তেঘরী—পোঃ রামদিয়া সব পোঃ সোনাপুর। বঙ্গীয়—বৈদ্যদিগের আদি সাতাইস সমাজের অন্যতম। শক্তিগোত্রীয়গণের বাস। আরও অনেক বংশ থাকার সম্ভব।

১৬। আরবেরিয়া—পোঃ বাণীবহ। ধন্বন্তরি গোত্রের আদিত্যের বাস।

১৭। লক্ষ্মণদিয়া—পোঃ লক্ষ্মণদিয়া (Lakshmandia) সব পোঃ বালিয়াকান্দি (Baliakandi) কাশ্যপগোত্রের গুপ্তের বাস।

১৮। হাড়োয়া - পোঃ খান্‌গঞ্জ শক্তিগোত্রের মাধব এবং শিয়াল। মৌদগল্যগোত্রের নিমদাশ।

পূর্ব্বোক্ত গ্রামগুলি ছাড়া আমরা কুলপঞ্জিকায় ইদিলপুর, ফতেয়াবাদ এবং জালালপুরের উল্লেখ পাই। ইদিলপুর একটী পরগণা। ইহা বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের আদি সাতাইস সমাজের অন্তর্গত। ইদিলপুরের অধিকাংশই ফরিদপুরের মধ্যে। এই অংশে এখন কোন বৈদ্য নাই। বাখরগঞ্জ জিলার মধ্যে ইদিলপুরের একাংশ পড়িয়াছে। এই অংশে বিখ্যাত সাহসপুর নামক বৈদ্যগ্রাম অবস্থিত। ফতেয়াবাদ একটী পরগণা। ইহার কতকাংশ ফরিদপুর জিলাতে এবং কতকাংশ যশোহর জিলাতে। জালালপুরও একটী পরগণা। ইহার একাংশ ঢাকা জিলাতে একাংশ ফরিদপুর জিলাতে এবং একাংশ বাখরগঞ্জ জিলাতে অবস্থিত।

এই জিলার মাদারিপুর মহকুমার সেনদিয়া এবং গোপালগঞ্জ মহকুমার খান্দারপাড়া, কাহুরিয়া ও কাজুলিয়া বঙ্গীয়-বৈদ্যদিগের কুলীন গ্রাম মধ্যে গণ্য হয়। এই চারিটি গ্রামের বৈদ্যদিগকে বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের সেনহাটি শাখার অন্তর্গত বলা উচিত। গত বর্ষের বৈদ্য-প্রতিভার ৩৫৫ পৃষ্ঠায় একজন লেখক "সেনদিয়া"কে ভুলে "সোন্দয়া" লিখিয়াছেন। তিনি ভুলক্রমে ঐ পৃষ্ঠায় গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশীয়ানা নামক গ্রামকেও কুলীনস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কাশীয়ানী কুলীনস্থান নহে।

ধোরলা কানুনগোয় পাড়া বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যেমন সেন, দাশ সংজ্ঞক বৈদ্যব্রাহ্মণগণ সমাজে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ গুপ্ত ও দত্ত সংজ্ঞক বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণও শ্রেষ্ঠ। দেব ও কর সংজ্ঞক বৈদ্য ব্রাহ্মণ মধ্যম। রাজ ও সোম সংজ্ঞক বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ অধম। এইরূপ বহু বচন দ্বারা দত্ত সংজ্ঞক বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের আভিজাত্য গৌরব প্রকটিত হইয়াছে। বিদ্যাবত্তায় জ্ঞানবত্তায় দত্ত-সংজ্ঞক বহু বৈদ্য-ব্রাহ্মণ জাতীয়গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহাত্মা চক্রপাণিদত্ত, অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার অরুণদত্ত, সংক্ষিপ্তসার প্রণেতা ক্রমদীশ্বর দত্ত, কলাপপরিশিষ্ট প্রণেতা শ্রীপতি দত্ত, সুপদ্মব্যাকরণ রচয়িতা পদ্মনাভ দত্ত, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনদেবশর্ম্মার সন্ধি বিগ্রাহিক নারায়ণদত্ত ও তাঁহার রাজ-সভার পঞ্চরত্নের অন্যতম কবি সারণ দত্ত, প্রমুখ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অভ্যুদয়ে এই সব দত্ত বংশ সমলঙ্কৃত এবং বৈদ্য-ব্রাহ্মণজাতি মহা গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বৈদ্যব্রাহ্মণ ও যজনব্রাহ্মণ ব্যতীত সংস্কৃতের অধ্যাপনা ও গ্রন্থসঙ্কলন করার অধিকার অপর কোন বর্ণের ছিল না। তাহা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। এমন একদিন ছিল দ্বিজসন্তান ব্যতীত সংস্কৃত অধ্যয়ন করার অধিকার অপরের ছিল না। স্বর্গীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতিরা সস্কৃত অধ্যয়নের অধিকার লাভ করিয়াছেন। চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণদত্ত গৌড়াধিপতি নয়পাল দেবের খাদ্য পরীক্ষক অমাত্য ছিলেন। কুল-পঞ্জিকারগণের গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে, বিনায়ক প্রভৃতি বৈদ্য সমাজপতিগণ দত্ত সংজ্ঞক বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের সহিত সর্ব্বদাই যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন। বৈদ্যজাতির ইতিহাস লিখক মাননীয় বসন্তবাবু লিখিয়াছেন—দত্তদের সহিত যৌন সম্বন্ধে কুল-বিঘাতক বলিয়া যে কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন, তাহা সমীচিন ও সাধীয়ান নহে। কারণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ কুল-পতিগণ দত্তবংশের সহিত ক্রিয়া করিয়াছেন। তিনি বহু বচন অধ্যাহার করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, রাঢ়ীয়সমাজের মহাকুলীন মহাত্মাসাঙ্গুসেন ব্রহ্মদত্তের দৌহিত্র ছিলেন। বঙ্গীয়-সমাজের আদি সমাজপতি মহাত্মারবিসেন মহামণ্ডল দত্তবংশীয় বনমালী দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। চট্টল বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমাজে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দত্ত বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কুল-গৌরবে অত্যন্ত গৌরবান্বিত। চট্টল—বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমাজে এমন কোন বিশিষ্ট বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বংশ নাই যাঁহাদের বংশের সহিত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দত্ত বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের যৌন সম্বন্ধ হয় নাই। তদ্রূপ কৃষ্ণাত্রের, মৌদগল্য প্রভৃতি দত্তোপাধিকব্রাহ্মণদের সহিত সেন ও দাশোপাধি বিশিষ্ট বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের যৌন সম্বন্ধ হইয়াছে। চট্টগ্রামের এই দত্ত-বংশোদ্ভব হাড় দত্ত অতি প্রসিদ্ধ

ব্যক্তি ছিলেন। মহাত্মা ভরতমল্লিক তদীয় চন্দ্রপ্রভায় হাড়দত্তের বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শক্ত্যো ভুবনীসেনস্য দুহিতুর্গর্ভসম্ভব।
তৃতীয়পক্ষে পুত্রৌ দ্বৌ ভর্গন শ্রীকরাবপি।
চাটীগ্রামীয়দত্তস্য হাড়দত্তস্য সূনুজৌ॥

বসন্তবাবু তদীয় বৈদ্যজাতির ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "মহাত্মা মুকুন্দরামদত্তের কনিষ্ঠ শ্যামানন্দদত্ত, রামানন্দের যদুচাঁদ ও মাধবচাঁদ নামে দুইপুত্র জন্মে। ইহারা পটীয়ার অন্তর্গত আমোচিয়া গ্রামে বসতি করেন। বর্ত্তমানে আমোচিয়া কানুনগোপাড়া নামে পরিচিত। মাধব নিঃসন্তান। যদুচাঁদের দুইপুত্র পরাণবল্লভ ও বিনোদরায়। পরাণবল্লভ ভরদ্বাজ গোত্রীয় কানুনগোয় উপাধিক দাশবংশীয় শ্রীরায়ের কন্যা শিবানীর পাণি গ্রহণ করেন। এই কানুনগোয়বংশের সহিত কৃষ্ণাত্রেয়দত্তগণের বহু যৌন সম্বন্ধ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পাইরেকোড়া, ধলঘাট, সারোয়াতলী, ধোরলা, হাওলা, শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈদ্য-ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত উক্ত কৃষ্ণাত্রেয়দত্তবৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের আদান প্রদান হইয়াছে। এই কৃষ্ণাত্রেয়দত্তবংশ বিক্রমপুরান্তর্গত শিয়ালদি, চাঁপাতলী গ্রামে বর্ত্তমান আছেন। বাখরগঞ্জজিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীদিয়া, সাহসপুর, দাদপুর প্রভৃতি গ্রামে রহিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত ভত্তৎ সমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের সহিত আদান প্রদান চলিতেছে। ত্রিপুরাজিলার অন্তর্গত চাঁদপুরের অধীন সিন্দেরগাঁও পরগণায় পাইকপাড়া গ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের বৈদ্যব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছে। অপর একশাখা নোয়াখালীজিলার মাদাবিগ্রামে বসতি করিতেছেন। তাঁহাদের সহিতও তথাকার অপরাপর গোত্রীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের যৌন সম্বন্ধ অবাধে চলিতেছে। রাঢ়ীয় সমাজেও কৃষ্ণাত্রেয়দত্ত বৈদ্য-ব্রাহ্মণের অভাব নাই। তাঁহারা সর্ব্বত্রই বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে এই বংশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহু কৃতি ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাদের যাবতীয় দলিল পত্রে যে জাতিতে "বৈদ্য" লিখা আছে, তাহা মাননীয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এল, মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলেন। কেহ কেহ বলেন, চট্টগ্রামে ঘটক না থাকায়ও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচারী হইয়া বৈশ্যাচারী বৈদ্যগণের উর্দ্ধে স্থান লাভ করিতেছেন দেখিয়া, বিশেষতঃ কুলীন বৈদ্যব্রাহ্মণগণের অদূরদর্শীতায় ও অনাদরে এইরূপ বহু বৈদ্য-ব্রাহ্মণবংশ কায়স্থমহাসাগরে বিলীন হইয়াছেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থপ্রণেতা বিপ্রদাসমুখোপাধ্যায় কায়স্থদিগের গোত্র ও পদবির উল্লেখ করিয়া "শুভ-বিবাহতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—বসু গৌতমগোত্র, ঘোষ সৌকালিন, শাণ্ডিল্য ও বাৎস্য। মিত্র-বিশ্বামিত্র, গুহ-কাশ্যপ। দত্ত-মৌদগল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, দত্তাত্রেও ও বশিষ্ঠভেদে পাঁচ গোত্র। সেন আলম্যান ও বাসুকী। সিংহ ভরদ্বাজ ও বাৎস্য। দাস আত্রেয়, নাথ পরাশর, পালিত শাণ্ডিল্য, নন্দী আলম্যান, কর গৌতম, দেব ঘৃতকৌশিক ও দত্তাত্রেয়, চন্দ্র কাশ্যপ, নাগ সৌপায়ন, রাহা শাণ্ডিল্য, ভদ্র কাশ্যপ, ধর কাশ্যপ, কুণ্ড গৌতম

সোম লৌহিত্য, রক্ষিত বাৎস্য, অঙ্কুর ভরদ্বাজ, বিষ্ণু গৌতম, আদ্য মৌদগল্য, আদ্য শাণ্ডিল্য নন্দন গৌতম, চোড মৌদগল্য, হোড়ী কাশ্যপ, রাণা, দাল্‌ভ্য, ভূইঞা আলম্যান্, বল দালভ্য চাকি গৌতম, রাহুত আলম্যান্, আদিত্য গৌতম, রুদ্র কাশ্যপ, সানা অগ্নিবাৎস্য, বর্দ্ধন ঘৃত কৌশিক, শূর বাৎস্য, ধারা হংসন, ধনু দালভ্য, নাহা লৌহিত্য গোত্র।

বিপ্রদাসবাবু সমগ্র 'বঙ্গীয়-কায়স্থদের কুলপঞ্জী ও কুল-পর্দ্ধতি দেখিয়া বহুকাল শ্রম এই সামাজিক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে অদ্যাপি কোন প্রতিবাদ হয় নাই। কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর, কৌশিক, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্রের দত্ত যদি কায়স্থ সমাজে থাকিতেন বা থাকিবার কোন বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এত বড় একটা সামাজিক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাঁহাদের কি স্থান হইত না? কায়স্থ কুলতিলক ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের "শব্দকল্পদ্রুম" দেখুন। তাহা হইতেও জানিতে পারিবেন, তিনি আলম্যান্ গোত্রের নন্দী, কাশ্যপ গোত্রেরধর, বাৎস্য গোত্রের রক্ষিতগণকেই কায়স্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাশ্যপ গোত্রের নন্দী, ভরদ্বাজগোত্রের রক্ষিত, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক প্রভৃতি গোত্রের দত্ত যে কায়স্থ হইতে পারে না এবং চট্টগ্রামে ব্যতীত বঙ্গীয় অপরাপর জিলায় যে তাঁহারা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তাহা বৈদ্যজাতির ইতিহাসে বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন।

মৌনদান।

(শ্রীহরিপদ দাশ শর্ম্মা বিশ্বাস।)

মেঘমালা সায়াহ্ন আকাশে
ভরেছিল মধু বেদনায়;
আকুল মলয় হা হুতাশে
কি আবেশে লেগেছিল গায়!
কি আবেশে অশ্বথের পরে
কচি কচি পাতাগুলি নড়ে,
গেয়ে যেন শ্রান্তিভরা তান
আকুল অজ্ঞাত এক বিষাদের সুরে
তুলেছিল ভরিয়া পরাণ।
তেয়াগিয়া রুদ্ধ কারাবাসে
যত ছুটে চলিয়াছে মন
তত শুনি অধীর বাতাসে
প্রকৃতির আকুল রোদন

কোথা কি যে গেছে হারাইয়া
শূন্য হৃদি না পায় খুঁজিয়া,
ব্যথা শুধু বাজিছে পরাণে,
দেখেছিনু কোন সাঁজে কাহারে কখন
ভুলেছিনু কার সুধা গানে।

তুমি বালা দেখা দিলে আসি
হাসিমাখা মুখ খানি নিয়ে,
কি মাধুরী উঠেছিল ভাসি
তোমারও সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়ে।

আলসে অবশ তনুলতা
মাখা তাহে কি স্নেহ মমতা
ঝরঝর নদীর মতন,

কি সুষমা খেলেছিল শরীরে তোমার
মুকুলিত মুকতা-যৌবন।

মুক্ত বেণী মেঘমালা মত
ঘন কৃষ্ণ ভ্রমর কুন্তল,
তরঙ্গিত মৃদু বাতাসে
বক্ষোবাস চপল চঞ্চল।

ওষ্ঠপুটে ফুটিয়া বাঁধুলী
সুধারসে তুলিল আকুলি
দন্ত পাতি দাড়িম্বের দানা
গোলাপ কপোল যুগ আবক্ত সরমে
কম্বু-কণ্ঠ গুঞ্জিত সাহানা।

চম্পক অঙ্গুলী দুটী দিয়ে
ধরেছিল বকুলের মালা,
জিজ্ঞাসিনু মুগধ চাহিয়ে
"কার তরে গাথিয়াছ বালা"
তুমি শুধু ঈষৎ হাসিয়া
গলে মোর দিলে পরাইয়া
তব সেই বকুলের হার;
কহিলে না কোন কথা মৌন হাসিটুকু
রেখে গেলে হৃদয়ে আমার।

বঙ্গীয়-বৈদ্যের আচার বৈষম্য।

(কবিরাজ—শ্রীচন্দ্রশেখর দাশশর্ম্মা স্মৃতিকণ্ঠ, হাওড়া।)

বর্ত্তমান সময় এই দেশীয় বৈদ্যদিগের ভিতর যেরূপ বর্ণগত আচার-বৈষম্য দেখিতে পাই, সেইরূপ আর কুত্রাপি কোন জাতিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে ইঁহারা ত্রিবিধ আচারেরই পোষক, তন্মধ্যে কতকগুলি বৈশ্যাচারী, কতকগুলি শূদ্রাচারী, এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণাচার বিশিষ্ট, যে স্থলে বৈশ্যাচার, সে স্থলে বৈদ্য বৈশ্য, যে স্থলে শূদ্রাচার সেই স্থলে বৈদ্য শূদ্রবিশেষ এবং যেখানে ব্রাহ্মণাচার তথায় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই অভিহিত। একারণ লোকে ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না ইঁহারা জাতিতে কোন বর্ণ।

নানারূপ ঘাত প্রতিঘাতে ও কতকগুলি যজনব্রাহ্মণের বাক্‌চাতুর্য্যে বা কুচক্রে পড়িয়া ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বর্ণজ্ঞান হারাইয়া বসিয়াছেন। ইঁহারা যে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জাতি সে জ্ঞান ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। অনেকেরই অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাই আজ বাঁশী হারাইয়া শিশি ফুকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই আজ ইঁহারা "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" হইয়াও নিকৃষ্টের পদদলনে এবং মধ্যে মধ্যে যজনব্রাহ্মণগণের সুদৃঢ় দলনে দলিত হইতেছেন। কুসংস্কার আস্তে আস্তে আসিয়া ইঁহাদিগকে আস্ত আটাসমেত্ গিলিয়া বসিয়াছে বলিয়াই কেহ বৈশ্যের ন্যায়, কেহ শূদ্রের ন্যায়, কেহ বা স্বেচ্ছানুরূপ ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া মনে করেন, আমাদের শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মকার্য্য করা হইল ও আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপ্রতিপালন করিলাম।

যাঁহারা ব্রাহ্মণাচার বিশিষ্ট তাঁহারা শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব পৈত্র প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ও দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করেন এবং বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। যাঁহারা বৈশ্যাচারী তাঁহারা বণিক্, সাহা, তেলী প্রভৃতি বৈশ্যদিগের ন্যায় গুপ্তান্ত করিয়া ক্রিয়া কর্ম্ম করেন ও আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, এবং পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব খ্যাপন করেন ও ষোড়শ দিনে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করেন। অথচ ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিতে প্রস্তুত নহেন। কেহ ইহাদিগকে বৈশ্য বলিলে ইহারা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। তাই অগ্রে ইহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

দ্বিজ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায়। তাঁহাদের অপকান্নে (কাঁচা চাউলে) মাতৃপিতৃ পিণ্ডদান শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও ভ্রান্তিবশে বা কুচক্রীগণের কুচক্রে অনেকেই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত আমান্নে করিয়া থাকেন। তাহা সিদ্ধ হইতেছে কিনা একবার ভাবিবার অবকাশ তাঁহারা পান না ইহাই বিচিত্র।

লঘুহারিত বলেনঃ—সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পক্কান্নে নৈবকার্য্যাণি সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ॥

দ্বিজমাত্রেরই (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) সপিণ্ডী করণাবধি ১৬টী শ্রাদ্ধ সামিষ পক্কান্নে সম্পন্ন করিবেন। তথাহি নবশ্রাদ্ধং ত্রিপক্ষেচ দ্বাদশশ্চৈব মাসিকম্।
ষন্মাসেচাব্দিকশ্চৈব শ্রাদ্ধান্যেতানিষোড়শ॥
যস্যৈতানি ন কুর্ব্বীত একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ।
পিশাচত্বংস্থিরং তস্যদত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি।
অকৃতংতদ্বিজানীয়াৎ স নাম পিতৃঘাতকঃ॥ লিখিত সংহিতা স্মৃতিঃ।

আদ্যশ্রাদ্ধ ১টি ত্রিপক্ষে মাসিক সপিণ্ডীকরণ দ্বাদশমাসে দ্বাদশটি এবং ষন্মাসিক ২টী এই ১৫টী শ্রাদ্ধ দ্বিজগণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের) বিধিবিহিত সামিষ পক্কান্নে নিষ্পন্নকরা কর্ত্তব্য। সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত ১৬টী শ্রাদ্ধ যিনি বিধিপূর্ব্বক সামিষ পক্কান্নে না করেন, তিনি শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাঁহার পিতামাতা প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন্ না। পরন্তু সেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তা পিতৃমাতৃ বধ জনিত পাপে পাপী হন। সুধীগণ এইক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, যে সব বৈদ্য কাঁচা চাউলের পিণ্ডদান মাতৃপিতৃ উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন বা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের পিতামাতার ঊর্দ্ধগতি কিরূপ হইতেছে।

তৎপর উপনয়ন ও কুশণ্ডিকার কথা, যথাকালে বা যথানিয়মে উপনয়ন দেওয়াটা অনেকেই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। কোন রূপে বিবাহের পূর্ব্বে একগাছ সূতা গলায় দিতে পারিলেই হইল। কেহ কেহ বা বিবাহকাল অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কন্যাপক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইলেই পৈতাটা গলায় ঝুলাইয়া দেন। পক্ষান্তরে কুসংস্কার বা ভ্রান্তিবশে বলিয়া থাকেন; বৈদ্যের পৈতাত ঢাকের বাঁয়া। ইহার জন্য আর ব্যস্ততার প্রয়োজন কি

ইহাত আর বাজে না। অবশ্য যন্ত্র বাজাইতে না জানিলে যে বাজে না তাহা ধ্রুবই। আচ্ছা ইহা কি একবার ভাবিবার বিষয় নহে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিধিবৎ যথাকালে উপনয়ন না হইলে ব্রাত্যত্ব দোষে সেই বংশের পিতৃপিণ্ডাদি যে লোপ হয়, সেই পুত্র যে পিণ্ডদানের অধীকারী হয় না, তাহা ভগবান মনু লিখিয়াছেন—

ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎপাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ ॥২১।
ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাত ব্রাত্যান্নিচ্ছিব রেব চ ॥২২।
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্র স্বাত্বত এব চ ॥২৩।১০ম অঃ।

ব্রাত্যব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে যে পুত্র জন্মে তাহাকে পাপ স্বভাব সম্পন্ন ভূর্জ্জকণ্টক জাতি বলে এবং বিশেষ বিশেষ দেশে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধও শৈখবলে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিব, নট, করণ, খস, নামক জাতির উৎপত্তি হয় এবং ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও স্বাত্বত বলে।

মনু আরও বলেন স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।২৪ উপনয়ন রূপ স্বকর্ম্ম ত্যাগেন চ বর্ণসঙ্করো জায়তে। ইতি কুল্লুকঃ উপনয়নসংস্কার বা স্বীয় বর্ণোচিত স্বকর্ম্ম ত্যাগে বর্ণসংকরজাতির উৎপত্তি হয়॥ অপিচ গীতাও বলেন—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ।
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসোভীতীত্যনুশুশ্রুমঃ॥

বর্ণসঙ্করবংশে জন্ম নরকের নিমিত্তই হয়, অর্থাৎ সে বংশকে নিরয়গামী করে' এই হেতু কুলঘ্নী দিগের পিতৃ পিতামহগণ পতিত হন এবং পিণ্ড উদকাদি ক্রিয়া সমস্তই লোপ হয়। এই সকল বর্ণসঙ্কর কারক দোষে দোষী এমন কুলঘ্নীদিগের নিরন্তর জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। হে জনার্দ্দন! আমি জানি কুলধর্ম্ম বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে পর তাঁহাদিগকে নিয়তই নরকে বাস করিতে হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিধিবৎ উপনয়নসংস্কার না হইলে নরক বাস সুনিশ্চিত তাহা বলাই বহুল্য।

নিয়মিত পাণিগ্রহণ বা কুশণ্ডিকা না হইলে সে স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী হইতে পারেন না; তিনি দাসী বিশেষ বা রক্ষিতা বলিয়া গণ্য হন এবং তজ্জাত পুত্র পিতৃপিণ্ডদানে অধিকারী নহেন। বৃহস্পতি বলেন:—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারকাঃ

পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া।
আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রেচ লোকাচারে চ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলেসমা॥

সমূহ পাণিগ্রহণ মন্ত্র দ্বারা কন্যা যেমন পিতৃগোত্র ত্যাগ করতঃ পতিগোত্র প্রাপ্ত হইয়া পতির গোত্রানুসারে পিণ্ড ও উদকাদি ক্রিয়ার অধিকারিণী হন, তদ্রূপ পতির পুণ্যাপুণ্যেরও ফলভাগিনী হইয়া থাকেন। এই হেতু সে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া কথিতা হয়েন বেদ, স্মৃতি তন্ত্র এবং লোকাচারে ইহা প্রসিদ্ধ।

স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমেপদে।
ভর্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥ লিখিতসংহিতা

বিবাহাদি সপ্তপদী গমনের পর স্ত্রী পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া স্বামী গোত্র ভাগিনী হয় এবং সে স্ত্রী মৃত হইলে তাহার স্বর্গ কামনায় দান, শ্রাদ্ধ ও তর্পন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পতির গোত্রানুসারেই হইবে।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাংনিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥ ৮ অঃ ২২৭ মনু। অত্র কুল্লুক :— বৈবাহিকা মন্ত্রা নিয়তং নিশ্চিতং ভার্য্যাত্বে নিমিত্তং তৈর্ম্মন্ত্রৈর্যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তৈ ভার্য্যাত্ব নিষ্পত্তেঃ তেষাস্তু মন্ত্রাণাং সখা সপ্তপদী ভবেতি মন্ত্রেণ কন্যায়াঃ সপ্তমে দত্তে পদে ভার্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সমাপ্তির্ব্বিজ্ঞেয়া এবঞ্চ সপ্তপদীদানাৎ প্রাগ্‌ভার্য্যাত্বানিষ্পত্তেঃ সত্যানুশয়ে জগ্যানোর্দ্ধং।

বিবাহ নিষ্পাদক যে সকল মন্ত্র উহা ভার্য্যাত্বের নিমিত্ত হয়, কিন্তু উক্ত মন্ত্র দ্বারা কন্যার সপ্তপদী গমন হইলে ভার্য্যাত্বের সমাপ্তি ঘটে। নতুবা ইহার পূর্ব্বে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। যদি বরের মনস্থ বা পছন্দ না হয়, তাহা হইলে সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে ঐ কন্যাকে ত্যাগ করিতে পারা যায়, সপ্তপদী গমনের পর ত্যাগ করিতে পারা যায় না।

তাহা হইলেই দেখুন বিবাহে সপ্তপদী গমন না হইলে যখন স্ত্রীত্ব সিদ্ধ হয় না, তখন তৎগর্ভ-জাত পুত্র পিতৃপিণ্ডদানের অধিকারী হইতে পারেন কি না।

যাঁহারা বৈশ্যাচারী তাঁহারা কি বলিতে পারেন? যে তাঁহাদের পিতৃপিতামহগণ চাষা বা বণিক্ ছিলেন, যদি তাহা না হয়; তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে বৈশ্যাচারে কিম্বা শূদ্রাচারে তাঁহাদের যে সব বিবাহাদি হইতেছে, তাহা শাস্ত্র সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ কৃষি, গোরক্ষ, বাণিজ্য হইা বৈশ্য বা বণিকদিগের স্বভাবত জাতিগত ধর্ম্ম।

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যধর্ম্মস্বভাবজং। বৈদ্যরা যে বৈশ্যও শূদ্রবর্ণীয় নহেন, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তৎপর বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ যে জাতিতে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ সে কথা আমরা শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি এবং বহুবার যে সভাসমিতি করিয়া বলিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ব্রাহ্মণ যেকোন অবস্থাতেই পতিত হউকনা কেন দশাহ অশৌচ গ্রহণ ও একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ

সম্পন্ন করাই বিধি। ভগবান মনু বলেন—

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রোযোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তু দ্বিহীনোদশভির্দ্দিনৈঃ॥

সাগ্নিক বেদযাজীব্রাহ্মণ একদিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবেন, কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তিনদিন অশৌচ পালন করিয়া চতুর্থদিনে শুচি হইবেন। অগ্নি ও বেদ বর্জ্জিত ব্রাহ্মণগণ দশদিন অশৌচ গ্রহণ করতঃ শুচি হইবেন।

তথাহি—জন্মকর্ম্মাদিভির্ভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্তু দশাহং সূতকং ভবেৎ॥ পরাশর স্মৃতিঃ।

জাতকর্ম্মাদি বিহীন সন্ধ্যাদি উপাসনা বর্জ্জিত কেবল নামে মাত্র নামধারী ব্রাহ্মণ দিগকে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। মনু পঞ্চম অধ্যায়ে ও বলিয়াছেন—নবর্দ্ধয়েদঘাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ নচতৎকর্ম্মকুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ।

অশৌচের দিন বৃদ্ধি করিবে না অর্থাৎ যে অশৌচ দশদিনে ত্যাগ করিতে হয়, তাহা ১৫দিন কিম্বা একমাস প্রতিপালন করিবে না। শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত করিবে না, যে হেতু তাদৃশ অশৌচ গ্রহণ করিলে হোমাদির ব্যাঘাত হয়। বৈদ্য বলিয়া আত্মপ্রতারণা পূর্ব্বক যাহারা পক্ষাশৌচ মাসাশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, তাহারা বাস্তবিকই পাপী হইতেছেন তাঁহাদের কৃতশ্রাদ্ধাদি সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইতেছে।
তাই গীতা বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্যবর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধির্ণবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥ ২৩।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ॥
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তু মিহার্হসি॥২৪।১৬অঃ গীতা।

যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার মত কর্ম্ম করেন, তাহার কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, তিনি কোন উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন না। অতএব শাস্ত্র প্রমাণানুসারে কোনটি কার্য্য কোনটি বা অকার্য্য তাহা জানিয়া শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে যত্নবান্ হইবেন। সুতরাং আমাদের দশাহ অশৌচ পালন করাই কর্ত্তব্য। এইক্ষণে আমরা ভ্রষ্টাচারী কুবৈদ্যের কথা কিঞ্চিৎ বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন আমরা গো বৈদ্যের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়াছি। অবশ্য বর্ত্তমান সময় গোবৈদ্যগণের মধ্যে অনেকেই গো চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়া মানুষের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এখন তাহারা গোবৈদ্য না বলিয়া কেবল বৈদ্য বলিয়াই থাকেন। সুতরাং এমত অবস্থায় কুবৈদ্য এবং গোবৈদ্যদিগকে পৃথক করিয়া লওয়া ও দুঃসাধ্য। সে যাহা হউক কুবৈদ্যগণও গোবৈদ্যের

ন্যায় দাসদাসী উল্লেখ করিয়া ক্রিয়াকর্ম করিয়া থাকে, উপনয়ন গ্রহণ করে না। ইঁহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই শূদ্রের ন্যায়। অথচ ইহারা শূদ্র বলিতে নারাজ, শূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে বা বৈশ্যচারী বৈদ্যগণ বৈশ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে সত্যের অপলাপ করিতে হয় না।

ইতিপূর্ব্বে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে বহুশাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে এস্থলে অনাবশ্যক বশতঃ তাহা উল্লিখিত হইল না।

দুঃখের বিষয়, যে জাতি একসময় সদাচার প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। যে জাতি বিদ্যাবত্তা ও পুণ্যতমা চিকিৎসা কার্য্য দ্বারা সমস্ত জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব পদলাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা আপনার বাহুবলে বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে একাধিপত্য বিস্তার করতঃ দিল্লীর অত্যুচ্চ সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, যে জাতি এতদ্দেশীয় যজনব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কুলাকুল নির্ণয় করিয়া কৌলীন্য প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা এক সময় জাতীয় আচার ব্যবহার ও সামাজিক বিষয়ে নেতা ছিলেন, যে জাতি কুত্রাপি নীচ কার্য্যে অগ্রসর হন নাই, যাঁহাদিগকে মহাভারতে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" বলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও পূজিত হইয়া প্রাণাচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইতেন, তাঁহারা আজ যজনব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় বিমুগ্ধ হইয়া নিজেদের অবস্থার কথা ভুলিয়া আত্মহত্যা করিতে বা স্বধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। ইহা অপেক্ষা বৈদ্যদের অধঃপতন আর কি হইতে পারে? যদি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহেন, যদি স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মপালন করা ধর্ম্ম সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আসুন আজ আমরা সকলেই জুজুর ভয় ও হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বর্ণোচিত (ব্রাহ্মণোচিত) স্বধর্ম্ম পালনে রত হই, এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, বা অসতিবৎসরেও সাবালক না হই, তাহা হইলে বলিবার কথা কিছুই নাই।

বর্ণাশ্রমং সমংনাস্তিধর্ম্মমন্ত্র মিহেষ্যতে॥ ইহজগতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সদৃশ আর ধর্ম্ম নাই। ইহা আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন, অতএব কুসংস্কার বা ভ্রষ্টাচার পরিত্যাগ করতঃ বিধিবৎ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য কি না তাহা একবার ভ্রষ্টাচারী বৈদ্যদের ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি?

চট্টল ভ্রমণ প্রসঙ্গে।

(কবিরাজ—শ্রীজীতেন্দ্রনাথ দাশ শর্ম্মা রায়, সেনহাটী)

সুদীর্ঘ তিনমাস প্রবাস পর্য্যটনের পর নানা দেশের নানাভাব লইয়া আজি নিজদেশে ফিরিয়াছি! এই দীর্ঘকাল চট্টল প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত সমাজের অবস্থা যাহা জ্ঞাত হইয়াছি, আজ জাতীয়পত্রিকা "বৈদ্যপ্রতিভায়" সেই কথাই বলিব। আজ বলিব, প্রকৃতির রম্যলীলানিকেতন চারুচট্টলার বৈদ্যব্রাহ্মণগণের সদাচার ও স্বধর্ম্মের কথা, আরও বলিব, বহুকাল সঞ্চিত চট্টল-বৈদ্যগণের প্রতি বদ্ধমূল ভুল ধারণায় পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রভৃতি সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যসমাজ ঘৃণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, সকলের ধারণা চট্টলবাসী বৈদ্যগণ কায়স্থের সহিত যৌন সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমানে কায়স্থেরই দলপুষ্টি করিতেছেন। এই বদ্ধমূল ধারণা হইতেই চট্টলার বৈদ্যসমাজ উপরি উক্ত সমাজসমূহে মিশিবার অধিকার হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

আজ চট্টলে গিয়া যাহা দেখিলাম, যাহা বুঝিয়া আসিলাম, তাহা এই ধারণা সমূহের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। চট্টলার আর সেই দিন নাই, আজ তাঁহারা আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। সত্যবটে একদিন ছিল; যেদিন চট্টল সমাজের কেহ কেহ কায়স্থের সহিত যৌন সম্বন্ধাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু চট্টলসমাজের সমস্ত বৈদ্যগণ কখনও সেই দোষে দুষ্ট হন নাই। বহুতর বৈদ্য-পরিবারে কায়স্থ সংসর্গ একেবারে ঘটে নাই। অন্যান্য বৈদ্যসমাজের ন্যায় বরপণপ্রথা উৎকটভাবে চট্টল-বৈদ্যসমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সাতসমুদ্র তেরনদীর পরপারে কন্যা নির্ব্বাসন করিতে এখনও চট্টল বৈদ্যগণ প্রস্তুত নহেন। তাই চট্টল-বৈদ্যগণ অপরাপর বৈদ্যসমাজের ন্যায় হতশ্রী হইয়া পড়েন নাই। চট্টলার কুললক্ষ্মীগণের নেত্রনীরে চঞ্চলাকমলা দূরে ভাসিয়া যান নাই। চট্টল-বৈদ্যকুমারীর পিতার দেহরক্ত বরপণ সংগ্রহ চিন্তায় শুকাইয়া যায় না। অপরাপর বৈদ্য-সমাজের ন্যায় বরের বাপের অসঙ্গত আচরণ গুলি বেমালুম হজম করিতে এখনও চট্টল বৈদ্যঅভ্যাস করেন নাই। তাঁহারা জানেন বিবাহ যেমন কন্যার পক্ষে প্রয়োজন বরের পক্ষেও ঠিক তেমনই প্রয়োজন। এপর্য্যন্ত চট্টল কুমারী নিজের জ্বালা, পিতার জ্বালা, মাতার জ্বালা মিশাইয়া সমাজের বুকে জ্বালাকর তুষানল জ্বালিবার চেষ্টা করেন নাই।

চট্টলে বল্লালী-কৌলীন্য প্রথা নাই। ঘটকের ঘটকালী নাই। কুলীন বিদায় করিয়া বরপণ দিয়া, দূরদেশে কন্যা প্রদান করিয়া, এই দারুণ দুর্দ্দিনে জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া অপরাপর বৈদ্যসমাজের ন্যায় অন্তঃসার শূন্য হইয়া চট্টলবৈদ্যগণ পড়েন নাই। সদাচার, বিনয় বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠার উপরই অনেকাংশে চট্টল বৈদ্যসমাজে কৌলীন্য নিহিত রহিয়াছে। তাই সমাজের দৃঢ় বন্ধন শিথিল হয় নাই। সমাজবন্ধন শিথিল হয় নাই বলিয়াই, আজ সর্ব্বপ্রথম এই

মিলনের যুগে চট্টগ্রামের কৃতি-বৈদ্যগণ বঙ্গের সমগ্র বৈদ্যজাতিটীকে বৈদ্যগৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবার নিজ হাতে গ্রহণ করিয়া মিলনের পথে ছুটীয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই রাখি বন্ধনের দিনে সমগ্র বৈদ্যসমাজ পূর্ব্বব্যবহার, দলাদলী ও মনোমালীন্য প্রভৃতি ভুলিয়া আজ যদি নামমাত্র বৈদ্যকেও সম অধিকারী মনে করিয়া গরীয়সী বৈদ্যমাতার রাতুলচরণতলে লুটাইয় পড়েন, আর দেশকাল হিসাবে প্রাচীন রীতি নীতি যতদূর রাখা সম্ভব, তাহা রক্ষা করিয়া পুনঃসমাজগঠনে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে আবার "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রমাসীদেকমেব" যুগের মত বৈদ্যগণ তাঁহাদের লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনরুদ্ধার করিয়া একটা মহাজাতি রূপে উত্থিত হইতে পারেন। প্রচলিত বর্জ্জননীতি সমাজ হইতে প্রত্যাহার করিলে বোধ হয়, আর দুঃখ করিয়া বলিতে হয় না 'আমরা মুষ্টিমেয়'

যদিও চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যগণের সহিত বিক্রমপুর, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, চব্বিশপরগণার বৈদ্যগণের কন্যা আদান প্রদান স্থানের দূরত্ব বলিয়া এতদিন ঘটে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে রেল ও ষ্টীমারের কল্যাণে সেই দূরত্ব তিরোহিত হইয়াছে। এখনকার দিনে স্থানের দূরত্ব কেবল কল্পনা মাত্র। তাঁহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদান ও যৌন সম্বন্ধাদির প্রতিবিধান না করিলে একীকরণের ও একতা সংস্থাপনের মহাকল্যাণকর সুফল সম্পূর্ণ রূপে ঘটিবে কিনা চিন্তাশীল মনীষিগণই বলিতে পারেন। আমরা মনে করি ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ, দশাহাশৌচ পালন, শর্ম্মান্তনামোল্লেখে আত্মপরিচয় দেওয়া ও দৈব পৈত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক সদাচার একরূপ হওয়া আবশ্যক এবং জাতীয়বিশিষ্টতা গুলি একযোগে রক্ষা করিয়া চলাই এই মিলনমন্ত্র সাধনের প্রধান অনুষ্ঠান ও প্রথম কর্ম্ম হওয়া উচিত। প্রত্যেক বৈদ্যসমাজ হইতেই কদাচার গুলি যতই প্রিয় হউক না কেন, তাহা রক্ষার সাপক্ষে কল্পিত যুক্তি সমূহের অবতরণিকা না করিয়া বিনা বিচারে পরিহার করতঃ তৎস্থানে সদাচার প্রবর্ত্তিত না হইলে, মিলনের পথ যে সুগম হইবে না তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মিলনের পথে চট্টল-বৈদ্যগণ কখনও যে অন্তরায় হইবেন না, বৈশ্য ও শূদ্রাচার যে চট্টল-বৈদ্যসমাজ হইতে অদূর ভবিষ্যতে উৎখাত হইয়া যাইবে, তাহা 'চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী'র সভার কার্য্য প্রণালী দৃষ্টে বুঝিতে পারিয়াছি। ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালন ব্যতীত যে বঙ্গীয় বৈদ্যদের মধ্যে একতা সংস্থাপন বা একীকরণ ঘটিবে না, তাহা চট্টল-বৈদ্যগণ বেশ ভাল মতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাই তাঁহারা ত্রিপুরা-বৈদ্যসমিতির সম্পাদকের ন্যায় তৎসমাজের উন্নত কায়স্থের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বলিতে পারেন নাই "আমরা জীতেনবাবুর কাতর উক্তিতে মিশিতে প্রস্তুত নহি" চট্টল-বৈদ্যদের আকাজ্ঞা ক্ষুদ্র নহে, তাঁদের সাধনা নীচ নহে ত্রিপুরার ন্যায় সঙ্কীর্ণগণ্ডীতে চট্টল-বৈদ্যগণ আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তাঁহারা সেনহাটী বৈদ্যদের কৌলীন্য স্বীকার করেন। বঙ্গীয় অপরাপর সমাজের বৈদ্যগণও সেনহাটী বৈদ্যদের

কৌলীন্য স্বীকার করেন। সেনহাটীসমাজের বৈদ্যগণ যেমন রাঢ়ীয়সমাজের বৈদ্যগণের অবমাননা করেন না বরং তাহাদিগের মিলনের পবিত্রতা স্বীকার করেন, তদ্রূপ বঙ্গের অপরাপর সমাজের বৈদ্যগণও সেনহাটী সমাজের পবিত্রতা অস্বীকার করেন না। ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলার বৈদ্যগণ ক্রমে ক্রমে কদাচারী হইয়া পড়াতে এবং যাঁহারা সুরি ও কায়স্থাদির সহিত যৌন সম্বন্ধ করেন নাই, তাঁহারাও সদাচার রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেনহাটী-সমাজের বৈদ্যদের মধ্যে এখনও অসবর্ণ রক্ত প্রবেশ না করায় তাঁহারা ত্রিপুরা প্রভৃতি সমাজের বৈদ্যদিগকে তুলিয়া লইবার দাবী রাখেন, সে দাবী অগ্রাহ্য করিবার অধিকার ত্রিপুরার বৈদ্যদের আছে বটে। কিন্তু সেনহাটীসমাজের বৈদ্যগণ দুর্ব্বল নহেন। অথবা ঠেকিয়া আজ তুলিয়া লইবার কাতর প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত হন নাই, ইহা ধ্রুব সত্য।

প্রবন্ধ লিখক জীতেনবাবু সেনহাটীর অরবিন্দের সন্তান। সেনহাটীর অরবিন্দ যে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে মহাকুলীন তাহা অস্বীকার করা যায় না। জীতেনবাবুর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার যে রূপ উদার ভাব দেখিয়াছি, যে রূপ মহাপ্রাণতার পরিচয় পাইয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। তিনি একজন সদাচারী উপবীতী বৈদ্য-ব্রাহ্মণ। তাঁহার সহৃদয়তায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যগণকে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতির বৈদ্যদিগকে সেনহাটী দূরের কথা বিক্রমপুরসমাজের বৈদ্যগণও যে একদিন ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমি বিক্রমপুরের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নের সময় বুঝিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে যে বহুপরিমাণে কদাচার ছিল; তাহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? জীতেনবাবু যে চট্টল প্রভৃতির বৈদ্যগণকে সমাজে উঠাইয়া নেওয়ার আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহাপ্রাণতাই বিকাশ হইয়াছে। সদাচারী বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের উদারতা ব্যতীত সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে একীকরণ কি সম্ভব হইবে? সমাজের উচ্চস্তরের বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ যদি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া একতা স্থাপন এবং জাতিগঠন উদ্দেশে আত্মত্যাগ না করেন, এবং চট্টলাদি সমাজের বৈদ্যদের সহিত কন্যা আদান প্রদান না করেন তবে কি বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণদের সংকীর্ণগণ্ডীর অবসান হইবে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে এবং সদাচার গ্রহণ করিয়া কুলধর্ম্ম ও জাতীয়তা রক্ষা না করিলে, কখনও মহাকল্যাণকর একীকরণের সুফল পাওয়া যাইবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল জাতীয় অভিমান করিতে থাকিলে, সেই অভিমানটুকু নিজসমাজের মধ্যে শোভা পাইবে সত্য কিন্তু নিজ সমাজের বাহিরে যে তাহাদের স্থান হইবে না, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝেন। বড়ই আশার কথা যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকটী যৌন সম্বন্ধ চট্টল বৈদ্যদের সহিত বিক্রমপুর সমাজের বৈদ্যদের ঘটিয়াছে, তাহাতে মিলনের পথ অনেকাংশে সুগম হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন বারিষ্টার মহাশয় কলিকাতার মেয়র পদ প্রাপ্তি উপলক্ষে—

কলয়সি কলিকাতা-রাজধান্যাং মহদ্ভিঃ
পদ মতুল মনেকৈঃ কাঙ্ক্ষিতং "মেয়রাখ্যাম্"
প্রভবতি নহি হর্ষো গৌরবাদ্যো হৃদি স্বে
কুরু জনহিত কার্য্যং সুষ্ঠু দেশপ্রিয়! ত্বম্॥

শ্রীচট্টলে শম্ভুপদারবিন্দ
পূতে প্রসিদ্ধা "বরমা" সুপল্লী।
তত্রৈব বৈশ্বানরগোত্র সম্ভবা
স্তিষ্ঠন্তি বৈদ্যাঃখলু সেনশর্ম্মণঃ॥

তদ্বংশজাতো বহুমান যুক্তো
নেত্রোৎসবঃ শ্রীলযতীন্দ্রমোহনঃ।
ক্ষীরাব্ধিজাতোহি যথা সুধাংশু
র্লোকান্ সমগ্রানভিনন্দতি ধ্রুবম্॥

বয়ং পরেশস্য চরণাব্জ যুগ্মে
সমুন্নতিং তে ননু কামযামহে।
দিশত্বশেষং তব শর্ম্ম ধাতা
সৌভাগ্যযুক্তো ভব দীর্ঘজীবী।

"চেতনা-হীন"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা, রায় বাগ্‌বাটী।

ছায়ানট।

সুখের সময় চেতনা হারা,
দুঃখের আঘাতে জেগেছি;
ঘৃণিত তাড়িত নিকটে সবার,
তাই তো ফিরিয়া এসেছি।
তুমি যে আমার শুধু আপনার,
জেনেছি ফিরিয়া সকল দুয়ার,
হৃদয় ভরিয়া উঠে হাহাকার,—
আঁখি তাই জলে ভ'রেছি॥
এবে অবেলায় আসি' তব দ্বারে,
যাব কিহে, নাথ, যাব কিগো ফিরে?
অনুতাপানলে তাপিত পরাণ
বহিয়া সাথে এনেছি॥

"জীবমৃত"

মিশ্র ব্যাগের সুর।

সুপ্তিতে মগন বিশ্ব ধরণী আঁধার।
আসি' আলো নাশে তমঃ তনয় কাহার॥
জগতে জ্ঞানের আলো দিল যারা,
গভীর তিমিরে আপনাহারা, আপনাহারা'
মোহ--নিদ্রা অচেতন—বিধি বিধাতার
অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরণ দ্বারে,
বাজিছে করুণ বাণী মরম তারে,--ব্যাকুল সুরে,
ভু'লে গেলি মায়াবি ঘোরে,—
বিতরি' রুধিরে আজি নিজে শবাকার॥

বিক্রমপুর বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্মরক্ষা।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন—বিগত ৺বিজয়া দশহরায় সোণারঙ্গ গ্রামে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় আউটসাহী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরহিত্যে তত্রত্য রোষসরকার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা মহাশয় তদীয় উপযুক্ত পাঁচপুত্রসহ ও উক্ত গ্রামের মৌদগল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাশ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাশ শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রমোহন দাশ ও শ্রীযুক্ত অমলেন্দু দাশ উক্ত তারিখে যথারীতি ব্রাহ্মণ আচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে উপনীত হইয়াছেন। গত ভাদ্রমাসে কালা-কালের বিচার ত্যাগ করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র, শ্রীযুক্তমানদাচরণ, শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রচন্দ্র দাশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন। ইহা ব্রাত্যবৈদ্যগণের অনুকরণীয়। জননাশৌচ মৃতাশৌচ দশাহে বহুলস্থলেই সম্পন্ন হইতেছে। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পৌত্রের জননাশৌচ গাউপাড়াগ্রামবাসী ঢাকার কবিরাজ শ্রীমান নিবারণচন্দ্র দাশশর্ম্মা তাঁহার কন্যার জননাশৌচ দশাহে প্রতিপালন করিয়াছেন। মদীয় তর্পণশ্রাদ্ধের ভোজ্য শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশশর্ম্মা গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান গোপালচন্দ্র দাশ ১০ বৎসরের বালক মূলচর সভায় তাহার পিতা শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ দাশশর্ম্মা কবিরাজ সহ উপস্থিত থাকিয়া স্বেচ্ছায় গুপ্ত পদবী পরিহার করিয়া শর্ম্মা পদবী যথা দাশশর্ম্মা ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া বিক্রমপুর বৈদ্য সমিতির কার্য্যের সাফল্য মনে করি।

সোণারঙ্গবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ মহাশয় লিখিয়াছেন—আমার বাড়ীতে অষ্টমী দিন ঘটপূজা এবং মহাষ্টমীতে যে কালীপূজা হইয়াছে তাহার সংকল্প শর্ম্মান্ত পাঠে হইয়াছে। আমাদের গ্রামের মুন্সীবাড়ীর দুর্গাপূজাতে শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ সেনের নামে শর্ম্মান্ত সংকল্প পাঠ হইয়াছে। ১৮ই আশ্বিন আমি বরিশালের অন্তর্গত গৈলা পৌঁছিয়াছিলাম। সেখানে ১৯শে আশ্বিন সোমবার উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে একটি সভা হয়। সেই সভাতে বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মবর্ণের অন্তর্গত এবং উঁহাদের ব্রাহ্মণাচার করা যে কর্ত্তব্য এই কথা আমি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। গৈলা ফুল্লশ্রীতে একটি বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। গৈলা ফুল্লশ্রীবাসী বৈদ্যগণ আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরবাসী শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জপ্রবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাশশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—বার্দ্ধক্য বসতঃ হস্তকম্প দোষে লিখাপড়া করিতে সম্প্রতি আমি প্রায় অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া বহুদিন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। আমি ও আমার পিতৃব্য স্বর্গীয় ৺দেবীপ্রসাদ দাশশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় ৫০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ উপনীত হইয়া এযাবৎ রীতিমত উপনয়ন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। মৎপ্রণীত অম্বষ্ঠভাবাবলী প্রকাশের সময় বৈদ্য ব্রাহ্মণ বিষয়ে আলোচনা না থাকায় দুর্ভাগ্য বশতঃ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। যাহা হউক আপনাদের উদ্যম চেষ্টায় সমস্ত বৈদ্যমণ্ডলী একতা বন্ধনে জাতীয় উৎকর্ষতা রক্ষা করিতে যত্নবান হউন ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

আমার পরিবারস্থ ছোট ছোট ছেলেদের নামান্তে দাশশর্ম্মা ব্যবহারশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে। অত্রস্থ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডপণ্ডিত বিক্রমপুর পরাণীমণ্ডল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরহিত্যে আমাদের যাবতীয় পূজাপার্ব্বণ আদিকার্য্য দাশশর্ম্মা ব্যবহারে নির্ব্বাহ হইতেছে। অতঃপর শ্রীহট্টবাসী বৈদ্যগণকে জাগরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইতেছে।

কমলাগ্রামে নিমদাস বংশীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় বিগত ৬ই কার্ত্তিক স্বীয় কুলপুরোহিত দ্বারা ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন।

রাঢ়ীয় বৈদ্য-ব্রহ্মণগণের স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা।

(বৈদ্য হিতৈষিণী হইতে উদ্ধৃত)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম্,এ, মহাশয় লিখিয়াছেন:—

গত ২৬শে আশ্বিন কলিকাতা নগরীতে খুলনা পয়োগ্রামনিবাসী শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গু-আড্ডাকর বংশীয় ডাক্তার ৺পুলিনবিহারী সেনশর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। খুলনার কুলীনসমাজে ইহাই প্রথম একাদশাহে শ্রাদ্ধ। অন্যতম পুরোহিত ছিলেন সোণারঙ্গ বৈদ্যসমাজের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত রোহিনীকুমার বিদ্যাভূষণ। পয়োগ্রাম

বৈদ্যসমাজ একবাক্যে একাদশাহে শ্রাদ্ধ অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাঁরা মহাকুলীন বৈদ্য এই কার্য্য পয়োগ্রামসমাজে বিশেষ আদর্শ রূপেই গৃহীত হইবে। গত ৩রা কার্ত্তিক মঙ্গলবারে খুলনা জেলা সেনহাটী গ্রামনিবাসী মৌদগল্যগোত্রীয় অরবিন্দবংশীয় শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত মজুমদার মহাশয় কলিকাতা নগরীতে তাহার খুল্লপিতামহীর আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

১। ত্রিজত্ব সংস্কার (আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন)।

একালে ইহা নূতন ব্যাপার। কিন্তু প্রাচীনযুগে ইহার পরিচয় সকলে জানিতেন। সেকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজাতির বালকদিগকে যথাকালে উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বেদপাঠ আরম্ভ করিতে হইত। এই সংস্কারের জন্যই ঐ তিনজাতির দ্বিজনাম হইয়াছিল। বেদপাঠ সমাপন করিয়া যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ পড়িতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদিগকে আবার আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন বিধান অনুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে হইত। তাহাই ত্রিজত্ব সংস্কার।

বর্ত্তমানযুগে বিশেষতঃ বাংলাদেশে বেদপাঠ লুপ্তপ্রায়। কিন্তু বেদপাঠারম্ভের অভিনয় স্বরূপ উপনয়নসংস্কার জাতি রক্ষার জন্য প্রচলিত আছে। ইহাই এখন দ্বিজত্ব সংস্কার সেই সংস্কার সময়ে গায়ত্রী এবং এক একটী বেদমন্ত্র একবার উচ্চারণ করিয়াই বেদপাঠের অনুকল্প অভিনীত হইলেও পেটের দায়ে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে এখনও অনেকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু, আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন প্রথা বহুকাল বিলুপ্ত হইয়াছে। যে হেতু দ্বিজত্ব সংস্কারের মত এই ত্রিজত্বসংস্কার কোন জাতিরই জাতি রক্ষক রূপে সমাজে স্বীকৃত নহে। কিন্তু বৈদ্যনামে যাঁহারা চিরপরিচিত তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন বিধানানুসারে উপনীত হইয়াই যে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কালধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্য ও বেদপাঠ লুপ্ত হইলেও বৈদিকসংস্কার যখন প্রচলিত আছে, তখন আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন প্রচলিত থাকিতে আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন বিলুপ্ত হইলে তাহা অন্যায় হয় না কি?

সুখের বিষয় এই অন্যায় আচরণের সংশোধন বিষয়ে কোন কোন বৈদ্য পণ্ডিতের মনোযোগ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মাধব করের বংশধর দিনাজপুরের প্লিডার, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় এই কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সুযোগ্যপুত্র শ্রীমান চারুচন্দ্র রায় বি'এস সি কে যথানিয়মে উপনীত করিয়া আয়ুর্ব্বেদ পড়াইবার জন্য মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী এম, এ, এল, এম,এস, মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তিনিও তাহা সোৎসাহে অনুমোদন করায়, বিদ্যারত্ন মহাশয় পুত্রসহ উপস্থিত হইয়া গত ৯ই শ্রাবণ উপনয়নের দিন স্থির করেন।

সৎকার্য্যের কেমন একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতী পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমার সেনশর্ম্মা বি এস সি, তাঁহার ২টী ভাগিনেয়

শ্রীমান্ চারুচন্দ্র ও সুবোধচন্দ্র দাশশর্ম্মা এবং তাঁহারই আর কয়েকটী ছাত্র বাঁকুরা বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীমান্ ভোলানাথ দাশশর্ম্মা ও মালাবার নিবাসী শ্রীমান্ এরমণ নম্বুতিরি চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ নিরঞ্জন সেনশর্ম্মা। এই সাতজন আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থী একত্র আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কবিরাজমহাশয়ের বেলঘরিয়াস্থিত "কল্পতরু" উদ্যান বাটিকায় যথানিয়মে প্রশস্ত বেদী প্রস্তুত করিয়া যথাবিধানে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও ভিষকগণের অর্চ্চনা পূর্ব্বক যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করা হইল।

ভিষগর্চ্চনায় আমন্ত্রিত হইয়া আমরা ও সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই নিভৃত উদ্যানে উদাত্তস্বরে মন্ত্রপাঠ এবং প্রজ্জলিত হোমশিখায় আহুতি দান দেখিয়া প্রাচীনকালের তপোবন মধ্যে মহর্ষিগণের যজ্ঞ কার্য্য আমাদের স্মরণ হইতেছিল।

বৈদ্যের প্রাচীনগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যই বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির প্রতিষ্ঠা। সেই সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায়মহাশয় এবং তদনুরাগী বিদ্যারত্নমহাশয় সেই দিন বিলুপ্ত প্রায় একটী প্রধান গৌরবের পুনরুদ্ধার করিয়া বৈদ্যসমাজের যে অসীম উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অন্যান্য কবিরাজমহাশয়গণ ও এই আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে মনযোগী হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

কলিকাতার বৈদ্য-ব্রাহ্মণ কবিরাজ মহোদয়গণের কর্ত্তব্য, আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নার্থিগণের জাতি নির্ণয় করিয়া আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন' কার্য্য সম্পন্ন করা এবং আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করা। বহু আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থী বালক, বৈদ্যেতর জাতি তাহাদের কেহ কেহ নিজ পদবীতে বৈদ্যের পদবী সংযোগ পূর্ব্বক বৈদ্যবংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করতঃ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নার্থ কলিকাতার কবিরাজ মহাশয়গণের আশ্রয়ে বাস করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক জিলায় 'বৈদ্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নার্থী বালকের পরিচয়, সে উপবীতী কিনা তাহা সমিতির সম্পাদক হইতে অবগত হইয়া শিক্ষার্থীকে স্বগৃহে বাসস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি।

২। শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে বিবাহঃ—

গত ২৭শে শ্রাবণ শুক্রবার বাঁচিনিবাসী (পূর্ব্ব নিবাস কাঁচড়াপাড়া) শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ (রায়) দাশশর্ম্মা মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র (রায়) দাশশর্ম্মার সহিত ৬১ নং আমাহার্ষ্ট রো কলিকাতার বাসা বাটীতে চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের মধ্যমভ্রাতা শ্রীযুক্ত মণীলাল গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কমলাবালা দেবীর শুভবিবাহ হইয়াছে। ইঁহারা উভয়পক্ষই শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বিগত ২৬শে ফাল্গুন পাবনাজেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামনিবাসী ৺গোপালগোবিন্দ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিশ্চন্দ্র সেনশর্ম্মার সহিত টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত সহদেবপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চারুবালা দেবীর শুভ-বিবাহ ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষের কুলপুরোহিত সানন্দে এই বিবাহ শর্ম্মান্ত উপাধি ব্যবহারে সম্পন্ন করাইয়াছেন।

গত ২৯শে শ্রাবণ তারিখে হুগলী চুচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাশশর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সোখড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ (রায়) সেনশর্ম্মার কন্যার বিবাহ কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীর বাসাবাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষেরই কুলপুরোহিত এবং কুলগুরু উপস্থিত থাকিয়া শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে বিবাহ সম্পাদন করাইয়াছেন। সমুদ্রগড়নিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত এবং বহু বৈদ্যব্রাহ্মণের ও আমাদপুরনিবাসী চৌধুরী মহাশয়দিগের কুলগুরু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়া উভয় পক্ষের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

গত ১০ই শ্রাবণ রবিবার পাবনা জেলার হরিণা বাগবাটীনিবাসী ৺কৃষ্ণচরণ (রায়) গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মার সহিত নওগাঁ (রাজসাহী) নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী উমাদেবীর শুভ-বিবাহ শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সুসম্পাদিত হইয়াছে।

৩। দীক্ষাগ্রহণ—ফরিদপুরজেলার মোত্তার মাঝারদিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় গত ১৪ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ২৯।৯ চাউলপটি লেইন ভবানীপুরের বাসাবাটীতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত সন্তুষ্টচিত্তে এই কার্য্যে শর্ম্মান্ত উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টারের এই সশর্ম্মানুরাগ ও দীক্ষাগ্রহণ এবং জাতীয়গৌরব রক্ষার আগ্রহ দেখিয়া আমরা অতিমাত্র আনন্দিত হইয়াছি।

হুগলী বাসুনানিবাসী রায়বাহাদুর সারদাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তাঁহার কৃতী পুত্রগণ যথারীতি একাদশাহে ব্রাহ্মণোচিত আচারে তাঁহাদের ভবানীপুরস্থ বাসাবাটীতে সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের নানাস্থানে পূজাবকাশে প্রচার ও সভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই আশাতিরিক্ত সাফল্য হইয়াছে।

বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির যে সকল সদস্য শারদীয়াপূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই এবার শর্ম্মান্ত পদবী উল্লেখে সঙ্কল্প করিয়া পূজা সম্পন্ন করিয়াছেন।

কলিকাতা হরিঘোষষ্ট্রীট নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিন্দুচরণ দাশশর্ম্মা (রায়) মহাশয়

চিরদিনই স্বয়ং দুর্গাপূজা করেন, এবারেও করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা প্রভৃতির স্বহস্ত পাচিত পক্বান্ন দ্বারা দেবীর ভোগ প্রদত্ত হয় এবং যাজক-ব্রাহ্মণগণও সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বাঁকুড়াজেলার হাড়মাসড়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাশ দাশশর্ম্মা মহাশয় সম্প্রতি কয়েকটী উভয়পক্ষের শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে বিবাহের সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। গত ১২ই বৈশাখ ১৩৩২ শাল এই সকল বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

(ক) পাত্র—কাশীনিবাসী, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সেনশর্ম্মা। পাত্রী হাড়মাসড়া নিবাসী ৺মাখনলাল দাশশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

(খ) পাত্রী হাড়মাসড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সেনশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবী। পাত্র মালিয়াড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ দাশশর্ম্মা।

(গ) হাড়মাসড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ সেনশর্ম্মা। পাত্রী অম্বিকানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীনচন্দ্র দাশশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী বসুমতী দেবী।

(ঘ) পাত্রী অম্বিকানগরের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী। পাত্র সুপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্তশর্ম্মার পুত্র শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ গুপ্তশর্ম্মা।

(ঙ) পাত্রী—ডেলাইডিহা নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী। পাত্র কুয়াপুবনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা।

(চ) পাত্রী—মেদিনীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাশশর্ম্মাব কন্যা শ্রীমতী ঊষাবালা দেবী। পাত্র মণ্ডলকুলীনিবাসী শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ সেনশর্ম্মা।

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় তাহার পুত্রের জাতশৌচ দশাহ পালন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ সংবাদ—(১) সাতশৌকা সমাজের জামনানিবাসী ৺জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক (সেনশর্ম্মা) মহাশয় ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার কর্ম্মস্থলে সহসা দেহত্যাগ করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে একাদশাহে ত্রিবেণীতীর্থে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে।

(২) গত ২৩শে আশ্বিন শুক্রবার নবদ্বীপ বেদরাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধ একদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা নবদ্বীপে বাধা বিঘ্নের আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির নিকট পুরোহিতের সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায় সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা গীতাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাশশর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভিরাম শিরোমণি মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রবাবুর নিকট বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ বুঝিয়া তাঁহাদের নবদ্বীপ কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ই শেষে স্বয়ং এই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং কুলগুরু শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপের সমস্ত বৈদ্য-মহোদয়গণ এই শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ সদাচার গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন।

পাবনা পাকসি হইতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, আমার বাটীতে দুর্গোৎসব ব্যাপারে সংকল্পাদি শর্ম্মান্ত বাক্যেই নির্ব্বাহ করিয়াছি। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ গত শ্রাবণমাসে দশাহে সম্পন্ন করাইয়াছি। আমাদের কুলপুরোহিতগণ কেহ কোন আপত্তি করেন নাই। নবাব দত্ত উপাধি সরকার নামেই আমরা পরিচিত।

সদ্ দৃষ্টান্ত।

শ্রীহারাণচন্দ্র সেনশর্ম্মা প্রচারক সাওগাঁও ঢাকা।

বৈদ্যপ্রতিভার মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গত পূর্ব্ব বৎসর কৃতিত্বের সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়া ইউনিভার্সিটী কলেজের ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীতে এম, এ অধ্যয়ন করিতেছে। সম্পাদক মহাশয়ের সদাচার ও সচ্ছল অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া ঢাকা জিলার দুইটী বৈদ্য-পরিবার, তাঁহাদের কোন একটী পরিবারের কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বিক্রমপুর কলমাগ্রামনিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাশশর্ম্মা ঘটকরাজ দ্বারা ২৪শে কার্ত্তিক তারিখে শ্যামাচরণবাবুর নিকট একচিঠি লিখিয়া পাঠান। বিক্রমপুরে বরপণ রূপ কুপ্রথা যেরূপ প্রচলিত, সেই নিয়মানুসারেই উক্ত কন্যাকর্ত্তাদের মধ্যে শক্তিগোত্রীয় মাধবের সন্তান ২০০০৲ এবং নিম্নদাশবংশীয় ১৫০০৲ এবং তৎসঙ্গে গহনাদি দানসামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে পণ স্বরূপ দিবেন বলিয়া জ্ঞাপন করেন। মেয়ে দেখিয়া যেটী পছন্দ হয়, তাহার সঙ্গেই কার্য্য হইতে পারিবে উল্লেখ করেন। সম্পাদক মহাশয় চট্টগ্রামবাসী বৈদ্য। ঢাকা জিলা হইতে ঘটকরাজের এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার ছেলের বিবাহের প্রস্তাব সম্বলিত পত্র পাওয়াতে তিনি গৌরবই অনুভব করিলেন। তদুত্তরে তাঁহার নামে ঘটকরাজকে ও কন্যাকর্ত্তাকে চিঠি লিখিবার জন্য আমাকে বলিলেন। (আপনারা দয়া করিয়া যে আমার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। রাশিগত দোষ রহিয়াছে বলিয়া একবৎসর শ্রীমানের বিবাহ হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ শিক্ষাজীবনের কার্য্য পরিসমাপ্ত ব্যতীত শ্রীমানের বিবাহ আমি সঙ্গত মনে করি না। আগামী বৎসরের মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। আমরা উপবীতী বৈদ্য। সুতরাং অনুপবীতী বৈদ্য-পরিবারের সহিত শ্রীমানের বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করার ইচ্ছা আমার নাই। আশীর্ব্বাদ করিবেন, আমার বা আমার অধস্তন বংশীয়গণের প্রাণে যেন কন্যাকর্ত্তা হইতে কোন বিষয়ের দাবী করার বাসনা না জন্মে।)

হে বিক্রমপুরবাসী বৈদ্যবন্ধুগণ! দেখুন কিরূপ ভাবে ত্যাগ এবং বিনাপণে বিবাহ করাইবার বাসনা চট্টল-বৈদ্যগণের প্রাণে জাগিয়াছে। চট্টল-বৈদ্য-সমাজের মধ্যে এখনও তেমন পণ গ্রহণ রূপ মহাপাপ প্রবেশ করে নাই। এইরূপ সদ্দৃষ্টান্ত কি বঙ্গের অপরাপর সমাজের বৈদ্যগণ প্রদর্শন করিয়া কন্যা-কর্ত্তাগণের তাপিতপ্রাণ শীতলকরিতে পারেন না? সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টান্ত বরকর্ত্তাদের অনুকরণীয় নহে কি? ইহাই জাতীয় শক্তি রক্ষার পক্ষে প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অভিমান ও স্বার্থত্যাগ ব্যতীত সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যগণের মধ্যে একীকরণ বা একতা স্থাপন কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

চট্টগ্রাম বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সফলতা।

ধলঘাটগ্রামবাসী মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় অত্রত্য ডিঃ বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত হেড্‌ক্লার্ক বাবু ৺প্রসন্নকুমার দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দাদার মহাশয় বিগত ১লা কার্ত্তিক ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ রবিবার প্রতিপদ্ তিথিতে ৭৮ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান বিধায় তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার মহাশয় দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে আদ্যশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ দশাহাশৌচ প্রতিপালন করিয়া জাতীয়গৌরব ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

কেলিসহর গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় ৺পূর্ণচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার প্রাতে প্রায় ৬টার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়া জাতীয়গৌরব ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীপুরগ্রামবাসী কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গুপ্ত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে উপনীত হইয়াছেন। পরৈকোড়া গ্রামবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর স্মৃতিরত্ন মহাশয় আচার্য্যগুরুর কার্য্য করিয়াছেন। বরমাগ্রামের বৈশ্বানরগোত্রীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব সেনশর্ম্মা বি, এল উকিল মহাশয় ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সঙ্কল্প করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

নোয়াখালী বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের জাগরণ।

স্কুলসমূহের সবইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় ত্রিপুরা কসবা হইতে লিখিয়াছেন :—নোয়াখালীর অন্তর্গত কাঞ্চনপুর ও মাধবসিংগ্রামের নিম্নলিখিত বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা। ২। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা পিতা শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেনশর্ম্মা, গ্রাম কাঞ্চনপুর, শক্তিগোত্র। ১৬ই আশ্বিন, আচার্য্যগুরু শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবিনোদ।

৩। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাশশর্ম্মা, পিতা—৺রাজীবলোচন দাশশর্ম্মা, গ্রাম কাঞ্চনপুর, নয়গ্রাম মৌদ্‌গল্যগোত্র, ১৭শে আশ্বিন, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য।

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা, পিতা—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাশশর্ম্মা, গ্রাম কাকনপুর, নরদাস মৌদ্গল্যগোত্র, ১০শে আশ্বিন, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য।

৫। শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ গুপ্তশর্ম্মা পিতা—৺প্রসন্নকুমার গুপ্তশর্ম্মা, গ্রাম কাকনপুর, মহীপতি গুপ্ত, কাশ্যপগোত্র, ২৮শে আশ্বিন, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য।

৬। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা পিতা—৺প্রসন্নকুমার গুপ্তশর্ম্মা, গ্রাম কাকনপুর, মহীপতি গুপ্ত, কাশ্যপগোত্র, ২৮শে আশ্বিন, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য।

৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা পিতা—৺উদয়চন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, গ্রাম কাকনপুর, মহীপতী গুপ্ত কাশ্যপ, ২৯শে আশ্বিন, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য।

৮। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা পিতা—৺উদয়চন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, গ্রাম কাকনপুর, মহীপতি গুপ্ত, কাশ্যপগোত্র, ২৮শে আশ্বিন, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য।

৯। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা পিতা—উদয়চন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, গ্রাম কাকনপুর, মহীপতি গুপ্ত, কাশ্যপগোত্র, ২৮শে আশ্বিন, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য।

১০। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ গুপ্তশর্ম্মা বি, এল উকিল পিতা—৺কালীকমল গুপ্তশর্ম্মা, গ্রাম কাকনপুর, মহীপতিগুপ্ত, কাশ্যপগোত্র, ১২ই কার্ত্তিক, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য।

১১। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দাশশর্ম্মা পিতা—৺কালীশঙ্কর দাশশর্ম্মা, গ্রাম মাধবসিং, পদ্ম, মৌদ্গল্যগোত্র, ১৩ই কার্ত্তিক, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবিনোদ।

১২। শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার দাশশর্ম্মা পিতা—শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দাশশর্ম্মা, গ্রাম মাধবসিং, পদ্ম, মৌদ্গল্যগোত্র, ১৩ই কার্ত্তিক, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবিনোদ।

১৩। শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাশশর্ম্মা পিতা—৺ঈশ্বরচন্দ্র দাশশর্ম্মা, গ্রাম মাধবসিং, পদ্ম, মৌদ্গল্য গোত্র, ১৩ই কার্ত্তিক, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবিনোদ।

১৪। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা পিতা—৺ঈশ্বরচন্দ্র দাশশর্ম্মা, গ্রাম মাধবসিং, পদ্ম, মৌদ্গল্য গোত্র, ১৩ই কার্ত্তিক, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবিনোদ।

১৫। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা পিতা—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা, গ্রাম মাধবসিং, পদ্ম মৌদ্গল্যগোত্র, ১৩ই কার্ত্তিক, আচার্য্যগুরু—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাশশর্ম্মা ও তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার যত্নে ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উৎসাহে উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের উপনয়নকার্য্য ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত তারিখে প্রায় ৩০ জন যজনব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়াছেন। যজনব্রাহ্মণ, বৈদ্যব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি প্রায় ১২৫ জন লোক ঐ তারিখে রাজকুমার বাবুর বাটীতে অন্নাহার করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী। এই জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত মাধবসিংহ গ্রামে নিম্নলিখিত বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ২৫শে কার্ত্তিক বুধবার ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাচন্দ্র সেনশর্ম্মা তস্য পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা। আচার্য্য গুরু শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ। প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বতিধেনু মূল্য ২২॥০ টাকা দান করিয়াছেন। পুরোহিত শ্রীযুক্ত উদয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কালিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী অপকৃত শ্রীযুক্ত কালী কুমার চক্রবর্ত্তী। উক্ত কার্য্যোপলক্ষে অনেক যজনব্রাহ্মণ ও বৈদ্যব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন।

কেদারকুলপঞ্জিকা।

(শ্রীশিশিরকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী এম, এ, বি এল।)

ভাদ্র সংখ্যার বৈদ্যপ্রতিভায় উপরিউক্ত নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। আমি কেদারবংশজাত সুতরাং নিজবংশের ইতিহাস যতটা সম্ভব নির্ভুল হয়, এ ইচ্ছা আমার স্বাভাবিক। প্রবন্ধে কতগুলি আপাত বিরোধী ঘটনার সন্নিবেশ হইয়াছে দেখিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহার আলোচনা করিতে আমার এই প্রয়াস। বলিয়া রাখা ভাল, নিম্নে যাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহা আমার ব্যক্তিগত ধারণা মাত্র। তাহাতে ভুল থাকিলেও তাহা দেখাইয়া দিলে আমি নিজেই সুখী হইব ও উপকৃত মনে করিব।

প্রথমতঃ :—লেখক মহাশয়ের পিতৃব্যলিখিত "কুলজীর শিরোভাগে বংশের ঐতিহাসিক তথ্যজ্ঞাপক সংস্কৃত শ্লোকের" মর্ম্মার্থের সহিত কুলপঞ্জিকায় সন্নিবিষ্ট নামধারার সামঞ্জস্য হয় না। প্রথম দুই শ্লোকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, শুক্লাম্বর মহিম্নদাশের পিতা নহেন, পূর্ব্বপুরুষতও নহেন, তাঁহার অধস্তন-বংশধর, কেন না তিনি "মহিম্নসা ধারাজাতঃ।" 'মহিম্নের' নামে শুক্লাম্বরের পরিচয়ের কারণ মহিম্ন বিপশ্চিৎ। শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট এবং ইহা ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ :— পীতাম্বর নরহরির পুত্র ইহা চতুর্থশ্লোক হইতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব শ্লোকগুলির সহিত চতুর্থ শ্লোককে যুক্ত করিয়াছে একটি মাত্র শব্দ—তজ্জঃ (প্রবন্ধে তেজ্জঃ লিখিত আছে।) তজ্জঃ—শব্দের তিনটি অর্থ হইতে পারে—

(১) মহিম্নস্য ধারায়াং জাতঃ অর্থাৎ তস্যাং জাতঃ।

(২) শুক্লাম্বরাৎ জাতঃ } তেন বা তস্মাৎ জাতঃ

(৩) হংসপতেঃ জাতঃ }

প্রথম অর্থ সমীচীন, ইতিহাসের দিক হইতে আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। বাঙ্গালার ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, রাজা শোভাসিংহ ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে (১৬১৮

শকে) বা প্রায় সেই সময়ে ঢাকার মুসলমান রাজপ্রতিনিধিকে আক্রমণ করেন। মেদিনীপুর জেলার চেতো নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। মুসলমানরাজ বিষ্ণুপুরের রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। শোভাসিংহ সম্বন্ধে এখনো অনেক কিম্বদন্তী মেদিনীপুরে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই :—

ঢাকা নিতে হয়ে ধিঙ্গী।
ধেয়ে এলো শোভা সিঙ্গী॥

শোভাসিংহ এই যুগপৎ আক্রমণ প্রতিহত করিতে যাইয়া নিজ শিবিরে বর্দ্ধমান রাজনন্দিনী কর্তৃক নিহত হন। বলা বোধ হয় বাহুল্য, শোভাসিংহ ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমান বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ও বর্দ্ধমান নৃপতিকে নিহত করিয়া তাঁহার কন্যাকে হরণ করেন।

পীতাম্বর যিনিই হউন, ইহা ইহাতে অনুমানকরা যাইতে পারে, শুক্লাম্বর প্রায় ১৬১৮ শকে আদি বাসভূমি ত্যাগ করেন।

কেলিসহরগ্রামের প্রসিদ্ধ 'মঠবাড়ী'র উৎকীর্ণ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, কেদার ভগ্নী পার্ব্বতীদেবী ১৭১৬ শকে উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন :—

শৈলেন্দুকালামৃত বহ্নি সংখ্যে শকে চ বিষ্ণোঃ পরিতেৎর্কতোঃ।
শ্রীপার্ব্বতী সর্ব্বগুণাভিরামা দদ্যাৎ মঠং শ্রীমণিরাম বাম॥

অর্থাৎ আদি বাসস্থান ত্যাগ ও মঠ প্রতিষ্ঠার কাল ব্যবধান প্রায় ১০০ একশত বৎসর। বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল হিসাবে বর্ত্তমানে একপুরুষে সতের বৎসর গণনা করা হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন দীর্ঘতর ছিল বলিয়া যদি গড়ে একপুরুষে বিশবৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে এই সময়েপাঁচ পুরুষের ব্যবধান আমরা পাই। কুলপঞ্জিকাতে পীতাম্বরের স্থান যদি ১ হয়, তবে পার্ব্বতীর স্থান হয় ৭।

পীতাম্বর যখন চট্টগ্রামে আসেন, তখন রাঘবদাশ বিদ্বান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে মধ্যবয়স্ক বলিয়া অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। এই যুক্তিসঙ্গত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণার রীতি-অনুসারে রাঘবদাশ ও পার্ব্বতীর ব্যবধান একশত বৎসর অনুমান করা খুবই সমীচীন।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, শুক্লাম্বর যে সময়ে হংসপতির সহিত যোগীদ্বীপ আগমন করেন; পীতাম্বরও সেই সময়ে রামদাসের সহিত বনবিষ্ণুপুর ত্যাগ করেন। অর্থাৎ শুক্লাম্বর ও পীতাম্বর সমসাময়িক। সুতরাং পীতাম্বর ও শুক্লাম্বরের ন্যায় "মহিমত ধারাজাত।" নামসাম্যে উভয়ের ভ্রাতা হওয়াও বিচিত্র নহে। পিতাম্বরকে শুক্লাম্বরের পৌত্র ধরিলে মঠের উৎকীর্ণ শ্লোকের তারিখের সহিত অদ্ভুদ বিরোধ উপস্থিত হয়।

তৃতীয়তঃ—কুলজীর উল্লিখিত "শ্লোকগুলি ছাড়া বংশের অপর কোন ইতিহাস লিপিবদ্ধ নাই" এই অনুমানও বোধ হয় সুসঙ্গত নহে। প্রসিদ্ধ মট্টপাড়াগ্রামে যে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি

নিচয় এইবংশের মহিমা এখনও প্রচার করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে এখনও কোন অনুসন্ধান হয় নাই। আমাদের পুরোহিত বংশেও অনেক হস্তলিখিত পুঁথি আছে তাহাতে আমাদের বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনেক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন। সেভাবেও প্যারীমোহন চৌধুরী ও বাবুরমেশচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার মহোদয়ের নিকট অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে বা ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তাহা ছাড়া আদিবাসস্থানে কেহই এ পর্য্যন্ত কষ্ট করিয়া গমন করেন নাই।

চতুর্থতঃ—বিভিন্ন শাখার মধ্যে কতকগুলি শাখা সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা আছে। অনেক বয়োবৃদ্ধগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী শুনিয়াছি। যে যোগেশবাবু লেখক মহোদয়কে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সংগ্রহ অনেক সময় বিচার বুদ্ধি বা যথেষ্ঠ তথ্যানুসন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ইহা তাঁহারই নিজ মুখে শুনিয়াছি। "কুলপঞ্জিকা" সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও যথাসময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।" এই ঘোষণার উপর আমার নিবেদন এই—যথাযথ সমস্ত তথ্য অনুসন্ধান না করিয়া অতিরিক্ত আগ্রহতাড়িত হইয়া ভ্রান্তিসঙ্কুল বংশ-পঞ্জিকা যেন মুদ্রিত বা প্রকাশিত না হয়।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সভা।

বাঁশী (টাঙ্গাইল)

১৬ই আশ্বিন ১৩৩২ শাল (বৈদ্যাব্দ)

বিগত ১৬ই আশ্বিন বাঁশীগ্রামে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সভা আহূত হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সহদেবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] সেনশর্ম্মা (বিরোধী) মহাশয় বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর কলিকাতা "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির" সভ্য সহদেবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] সেনশর্ম্মা (বিরোধী) মহাশয় বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেন।

গৃহীত প্রস্তাব।

এই সভায় স্থির হইল যে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বিধায় অনুপনীতগণ অনতিবিলম্বে যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত সদাচার পালন করিবেন।

উপস্থিত বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ।

১। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা (সভাপতি) (বাঁশী)। ২। শ্রীযুক্ত [illegible] সেনশর্ম্মা (পাড়া)। ৩। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেনশর্ম্মা (বাঁশী)। ৪। শ্রীযুক্ত [illegible] সেনশর্ম্মা (বাঁশী)। ৫। শ্রীযুক্ত [illegible] সেনশর্ম্মা (বাঁশী)। ৬। শ্রীযুক্ত [illegible] (সেনশর্ম্মা [illegible])। ৭। [illegible] প্রসাদ সেনশর্ম্মা (বিরোধী) এম এ, বি এল [illegible] শ্রীযুক্ত

মতিমোহন দত্তশর্ম্মা আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্ট কলিকাতা মিউজিয়াম। ৯। জিতেন্দ্রমোহন দত্তশর্ম্মা (বাণী) ১০। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা (বাণী)। ১১। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী)। বি, এল; উকিল (সহদেবপুর)। ১২। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) সহদেবপুর। ১৩। শ্রীযুক্ত পদ্মিনীমোহন দত্তশর্ম্মা, বাণী। ১৪। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা (বাণী)। ১৫। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ সেনশর্ম্মা বাণী)। ১৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন দত্ত শর্ম্মা (বাণী)। ১৭। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা (নিয়োগী) বি, এ (সহদেবপুর)। ১৮। শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ সেনশর্ম্মা, নিয়োগী (সহদেবপুর)।

একটী প্রশ্নের উত্তর।

নোয়াখালীর অন্তর্গত কাঞ্চনপুরগ্রামবাসী উপবীতী বৈদ্যব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন-শর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, তৎসমস্তের উত্তর ক্রমশঃ দেওয়ার চেষ্টা করিব। ১ম প্রশ্ন—উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন বৈদ্যব্রাহ্মণগণ অনুপবীতী ব্রাত্য-বৈদ্যব্রাহ্মণগণের পঙ্ক্তিতে ভোজনে উপনয়নসংস্কারের দোষঘটিবে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে প্রথমতঃ ব্রাত্য নির্দেশ করা আবশ্যক। ব্রাত্য সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন:—

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতে র্বিশঃ॥৩৮।২
অতউর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥৩৯।২

ব্রাহ্মণের গর্ভাবধি ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠাবধি ১৫ পনরবৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতিবর্ষ অর্থাৎ ভূমিষ্ঠের পর ২১ বৎসর ৩মাস পর্য্যন্ত, বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বৎসর অর্থাৎ ভূমিষ্ঠের পর ২৩ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল অতিক্রান্ত হয় না। এইতিন বর্ণের দ্বিজ সন্তানগণ যদি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত না হয় অর্থাৎ উপনীত না হয়, তাহা হইলে ইহারা গায়ত্রী ভ্রষ্ট হইয়া মাননীয় মহাত্মাদিগের নিন্দনীয় হয় এবং তাহাদিগকে ব্রাত্যবলা হয়। মনু দশম অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে লিখিয়াছেন:—

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥

দ্বিজাতিরা পরিণীতা সবর্ণাস্ত্রীতে যে পুত্র উৎপাদন করে, উহারা যদি উপনয়নসংস্কার বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তানদিগকে ব্রাত্য বলে। তৎপূর্ব্বে মনু লিখিয়াছেন:—

নৈতৈরপূতৈর্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ ব্রাহ্মণঃ সহ॥৪০।২

মহামতি কুল্লূক টীকা করিয়াছেন:—এতৈরপূতৈর্ব্রাত্যৈর্যথাবিধিপ্রায়শ্চিত্তমকৃতবদ্ভিঃ সহ আপদ্কালেঽপি কদাচিদধ্যাপনকন্যাদানাদীন্ সম্বন্ধান্ ব্রাহ্মণো নাচরেৎ॥

অর্থাৎ ব্রাত্যেরা যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ না করিলে, ব্রাহ্মণেরা

আপৎকালেও এই অপবিত্রদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাইবেন না এবং তাহাদিগের সহিত কোন ক্রমেই কন্যাদানাদি কোন সম্বন্ধ নিবন্ধ করিবে না।

ইহা হইতেই প্রশ্নকারী বৈদ্যবন্ধুগণ জানিয়া নিন্, ব্রাত্য বৈদ্যদের সহিত পান, ভোজন ও বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সমীচীন কিনা? কেবল তাহা নহে একাদশ অধ্যায়ে ৬০ হইতে ৬৭ শ্লোক পাঠ করিলে জানা যাইবে, ভগবান্ মনু ব্রাত্যগণকে উপপাতকী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৯২ শ্লোকে সেই উপপাতকীর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। যথা:—

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥১৯২।১১।

কুল্লূক টীকা করিয়াছেন: যেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং আনুকল্পিককালেঽপ্যুপনয়নং যথাশাস্ত্রং ন কৃতবান্ তান্ প্রাজাপত্যত্রয়ং কারয়িত্বা যথাশাস্ত্রমুপনয়েৎ॥ যত্তু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিঃ ব্রাত্যস্তোমাদি প্রায়শ্চিত্তমুক্তং তেন সহাস্য গুরুলাঘবমনুসন্ধায় জাতিশক্ত্যাদ্যপেক্ষো বিকল্পো দ্রষ্টব্যঃ।

ব্রাহ্মণাদির উপনয়নে যে মুখ্যকল্প অনুকল্প বিধানকাল উক্ত আছে, উহাতে যদি উপনয়ন না হয়। তবে তদ্দোষ নিবারণার্থ ত্রিপ্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিবে। জাতি ও শক্তি অনুসারে ব্রাত্যস্টোম প্রায়শ্চিত্ত বিকল্প জানিবে। এই সমুদয় বচনদ্বারা স্পষ্ট জানা যায়, ব্রাত্যগণ উপপাতকী। উপপাতকীর সহিত পান্ ভোজন, আদান প্রদান যিনি করিবেন, তিনিও পাতক গ্রস্ত হইবেন। তবে ভগবান্ মনু তদ্দোষ প্রশমনার্থ বলিয়াছেন -

কৃত্বাপাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥২৩১।১১ অঃ

পাপ করিয়া যদি অনুতাপ করে, পাপ আর করিব না বলিয়া সংকল্প করে, তবে সে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজের যেই রূপ অবস্থা অর্থাৎ এখনও শতকরা ৬০ জন অনুপবীতী, তদবস্থায় যদি অনুপবীতী বৈদ্যদের সহিত পান, ভোজন ও বিবাহাদি বর্জ্জন করা যায়, তবে অনেক উপবীতী বৈদ্যের কন্যা সম্প্রদান করায় এবং জ্ঞাতি, আত্মীয়, ও কুটুম্বদের সহিত সদ্ভাব রাখার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র এবং ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁহাদের সহায় ভগবান্। তিনিইত বলিয়াছেন:—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সুতরাং শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ কোন উপবীতী বৈদ্যব্রাহ্মণ অনুপবীতী ব্রাত্য বৈদ্যদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারেন না, এবং অনুপবীতী ব্রাত্য বৈদ্যের পাচিত অন্ন আহার করিতে পারেন্ না। শাস্ত্রের একাংশ গ্রহণ ও একাংশ ত্যাগ করিয়া সুবিধাবাদী হওয়া সদাচারের লক্ষণ নহে। [ক্রমশঃ]

ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা

ওঁকারস্বরূপ ত্রিকলাতি কলিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মিকামদে ।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা ॥

২য় বর্ষ, ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ ।	অগ্রহায়ণ ।	৮ম সংখ্যা ।

সূক্তি রত্নাবলী ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।)

কবিরাজ—শ্রীভোলানাথ দাশশর্ম্মা কাব্যরত্ন, বাকুড়া ।

সম্মানে চাপমানেচ বিজয়ে চ পরাজয়ে ।
লালনে তাড়নে চৈব সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ ॥১৯
মান, অপমান কিবা জয় পরাজয় ।
লালন তাড়ন সাধু সমভাবে লয় ॥১৯
প্লাব্যন্তে বর্ষয়া যদ্বৎ পরিপুষ্টা পয়োগাঃ ।
ভাব্যন্তে কৃপয়া তদ্বৎ সর্ব্ব এব মহাত্মনাম্ ॥২০
খাল বিল নদী যথা ভাসে বন্যাভরে ।
সাধুর কৃপায় তথা সকলেই তরে ॥২০
আশ্রিত্যৈকং মহাত্মানাং একাকিনং সমুদ্ধৃতা ।
তরন্ত্যনেকে সংসারে বৃহৎকাষ্ঠমিবোদধৌ ॥২১
দৈবাৎ আসন্ন এক সাধুজনাশ্রয়ি ।
সংসার সাগরে যায় অনেকেই তরি ॥২১
অপূর্ণ পণ্য সম্পূর্ণান্ সংসারি শকটান্ বহুন্ ।
একোহনড্বান্ বাহীযথাঃ কর্ষতি লীলয়া ॥২২

পাপভারপূর্ণ বহু সংসারীবাহনে।
ভবতার গুরিরই টানে অবতরে ॥২২

উৎকর্ষতে সন্নিকৃষ্টো বিপ্রকৃষ্টোঽপেক্ষ্যতে।
মহতাং মহতাং প্রায়ো জনো জহ্নুসুতামিব ॥২৩

সাধুর সাধুত্ব যথা গঙ্গার উপর।
নিকটস্থ হেলা করে দূরস্থ আদর ॥২৩

দূরং যাঃ প্রাপ্তি মাহাত্ম্যং মহতাংহি ন চান্তিকম্।
বহুলং শাল্মলীতূলো দীপালোকশ্চ দাম্যতে ॥২৪

সাধুর সাধুত্ব শোভে দূরে—কাছে নহে।
মূলে কি শিমূলতূলা দীপালোক রহে। ২৪

সাঁরা গন্ধসেবিনঃ স্যুস্তরবো মলয়ানিলাৎ।
অসারা বংশরজ্জাতা ভবন্তি ন চ কিঞ্চন॥

ভাববন্তো ভবন্ত্যেবং সন্তোঽনন্ত প্রসাদতঃ।
ন কিঞ্চিদপি জায়ন্তে বিষয়াসক্তচেতসঃ ॥২৫

বহিলে মলয় বায়, চন্দন হইয়া যায়
সসার মলয়তরু কিন্তু না অসার।

তথা হরিকৃপা গুণে, ভাববান্ই সাধু হবে
অসার সংসারী জীব কিবা হবে তার ?২৫

নক্ষত্রকুলমধ্যাহ্নে ধ্রুবং নক্তং দিবা দিবম্।
নক্তং ব্যক্তং দিবাঽব্যক্তং আত্মভান্বতিরোহিতম্॥

এবমেব হৃদিব্রহ্ম নিত্যং নিত্যাপি হিতম্।
অবোধ পিহিতং যেন নো হি জ্ঞানেন দৃশ্যতে ॥২৬

আকাশে নক্ষত্ররাশি, প্রকাশে তো দিবানিশি।
রাতে দেখি, সূর্য্যতেজে দিনে দেখা নাই।

নিত্য ব্রহ্ম তথা নিত্য, হৃদয়ে করেন নৃত্য
অজ্ঞানে আবৃত তাই দেখা নাহি পাই ॥২৬ (ক্রমশঃ)

বিক্রমপুর বৈদ্য-সম্মিলনীর চতুর্ব্বিংশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের

অভিভাষণ।

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্,
এবং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥

এই পর্য্যন্ত মহামান্য গবর্ণমেণ্টের অধীন বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীরূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ ও তদুপলক্ষে কেবলমাত্র আইনের গবেষণা ও তাহার কূটতর্কালোচনা ও মীমাংসার কার্য্য অতিবাহিত করিয়া বর্ত্তমানে জীবনের অপরাহ্ন সমাগমে অবসর গ্রহণ করিয়াছি মাত্র; সুতরাং বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এ পর্য্যন্ত বৈদ্যজাতির স্বার্থ সম্বন্ধীয় কোন প্রকার আন্দোলনে কিংবা বৈদ্যজাতির উন্নতিবিধায়িনী কোন প্রকার সম্মিলনী বা সমিতি ইত্যাদিতে যোগদান করিবার সুযোগ জীবনে লাভ করি নাই অথবা বৈদ্যজাতির ঐতিহাসিক বা সামাজিক তথ্য সম্বলিত কোন প্রকার গ্রন্থাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাদি করিবার সুযোগও জীবনে প্রাপ্ত হই নাই। এই কারণে বৈদ্যজাতি বা সমাজের আভ্যন্তরিক বিষয়সমূহে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই। বৈদ্যসমাজে আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির অভাব নাই। বর্ত্তমান সম্মিলনীতে আপনারা আমাকে সভাপতিত্ব প্রদানে আপনাদের স্বজাতিপ্রীতি মহানুভবতা ও অকপট উচ্চহৃদয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং এই মহত্ত্ব ও উদারতার জন্য আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তি-সামান্য জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্যতৎপরতা দ্বারা সম্মিলনীতে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়া দায়িত্ব ও গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইবে কিনা জানি না; তথাপি আপনাদের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া আমি বৈদ্যসমাজ সম্বন্ধে অল্প সময়ের মধ্যে যে সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহাই আপনাদের সমীপে নিবেদন করিতেছি।

আজ নিতান্ত শোকসংকুলচিত্তে এই সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভে ভারত-বিশ্রুত, বিক্রমপুরের গৌরবমণি, বৈদ্য-বংশ-উদ্ভূত স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি। বঙ্গবাসীর চিত্তরঞ্জন, সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তরঞ্জন, অকালে অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন, ইহাতে বঙ্গবাসী তাঁহার বিরহে শোকাকুলিত হইয়া রহিয়াছে। প্রবাসী-প্রবাসী বাঙ্গালী, শুধু বাঙ্গালী নয় সমগ্র ভারতবাসী তাঁহাদের পূর্ণ সুহৃদ স্বদেশীকে হারাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল [illegible] সেন বি, এল,

মহাশয় বৈদ্যসমাজের একজন সুযোগ্য ব্যক্তি ও বৈদ্যসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে বৈদ্য-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আমি তাঁহার জন্যও শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতামাতা ও আত্মীয়গণের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।... * * * * *

বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণত্ব সংস্কারের অধিকারী এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। প্রাচীন যুগ হইতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উপনয়ন প্রভৃতি দ্বিজোচিত সংস্কারাদি প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্র চর্চ্চা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলন করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে দেশকালপাত্রানুযায়ী বিপ্লবের ফলে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে, তাঁহারা ব্রাহ্মণগণ হইতে একেবারে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন কি ঘটনাচক্রে স্থান ও অবস্থা বিশেষে উপবীত পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বিবরণ পরে আলোচনা করিব।

একটী কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বৈদ্যজাতি বলিতে আমরা যাহা বুঝি বাঙ্গালার বাহিরে সেরূপ কোন জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। আমি বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার বাহিরে বৈদ্যজাতি নাই বা কোন কালে ছিল না; বরং আমি বলি বৈদ্যজাতি বাঙ্গালাতে সৃষ্ট হয় নাই বা তাঁহারা বরাবরই বাঙ্গালার অধিবাসী নহেন। তাঁহারাও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া বসতি ও আধিপত্য যে বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহারা যেমন বাঙ্গালাদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তেমনই অন্যান্য প্রদেশেও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহির বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণজাতির সহিত একীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার বৈদ্যগণ আজিও আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, সমগ্র ভারতে চিকিৎসা-বৃত্তিকে মিশ্র বা মিছির ব্রাহ্মণগণ, চিকিৎসা-বৃত্তিক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ, গোয়ালিয়রের সেনাঢ্য ব্রাহ্মণ, মথুরার চৌবে ও সেনোপাধিক চিকিৎসা ও যাজনবৃত্তিক মাথুর ব্রাহ্মণ, রাজপুতনার চন্দ্রশর্ম্মী ব্রাহ্মণ, অযোধ্যার অমৃত সেন ব্রাহ্মণ, মগধ বা গয়ার সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা ও দত্তশর্ম্মোপাধিক গয়ালী ব্রাহ্মণগণ, ইটোয়ার সেনশর্ম্মা ও পাঞ্জাবের দত্তশর্ম্মোপাধিক, সারস্বত চৌধুরী ব্রাহ্মণ, নাগপুরের গুপ্তশর্ম্মা ব্রাহ্মণ, মেদিনীপুর ও বীরভূমের শর্ম্মা বর্জ্জিত সেন দাশোপাধিক ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের বৈদ্যোপাধিক ব্রাহ্মণ, ও সেনবি ব্রাহ্মণসকল, মিথিলার মিছির ব্রাহ্মণ, ত্রিবেদী প্রভৃতি উপাধিধারী ভূমিহর ব্রাহ্মণবৃন্দ এবং আসামের বেজবড়ুয়াগণ অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতিরই অবস্থান্তর বিশেষ। পক্ষান্তরে বাঙ্গালার বৈদ্যগণ নানা কারণে আচারভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং হিন্দু-সমাজে অব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। বাঙ্গালার বৈদ্যদের এরূপ বিপর্য্যয়ের অবস্থাভেদের কারণানুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ দুইটী

কারণে বাঙ্গালার বৈদ্যগণ এই অধঃপাতকে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই কারণ দুইটার একটী এই, অতি প্রাচীনকালে বৌদ্ধযুগের ঠিক পরবর্ত্তীকালে উক্ত যুগে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের বিশেষ অভ্যুদয় হেতু অপর ব্রাহ্মণগণের মনে ঈর্ষ্যাবিদ্বেষমূলক নানা প্রকার মতবাদ প্রচলন ও বাঙ্গালার বৈদ্যগণের বিশিষ্ট কারণে বাধ্য হইয়া উপবীত ত্যাগ; সেই যুগে অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য বলিয়া সাতিশয় পূজিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং রাজগণের অনুগ্রহে বৈদ্যবৃত্তি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণেরই অধিকৃত থাকাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই সময়ে যাজক ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যবিদ্বেষবশতঃ নানাবিধ শ্লোক রচনা করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণগণকেই অপদস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হন, এবং সেই সময়েই "ব্রাহ্মণঃ ভিষজং দৃষ্টা সচেলো জলমাবিশেৎ" প্রভৃতি শ্লোক রচিত হয়, চিকিৎসকের অন্নপূযের ন্যায় ঘৃণনীয় বলিয়া বিঘোষিত হয় এবং শ্রাদ্ধকালে বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ বর্জ্জনীয় বলিয়া ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়। বৈদ্যগণ অবশ্য বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য বশতঃ এই সকল বিদ্বেষভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই এবং বাঙ্গালার বাহিরের ভারতের অন্যান্য স্থানের বৈদ্যব্রাহ্মণগণ তাহাদের ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার ও উপনয়নাদি সংস্কার অক্ষুব্ধচিত্তে যথাবিহিতরূপে প্রতিপালন করিয়া আসাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব আজিও অবিকৃত রহিয়াছে। ফলে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত রহিয়া আজিও আপনাদের জাতীয় গৌরব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ রহিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার বৈদ্যগণ নানা কারণে স্বতন্ত্র জাতিরূপে অবস্থিত থাকায় ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার ব্যবহার রক্ষা করা সত্ত্বেও এই বিদ্বেষের ষোল আনা ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিশেষতঃ বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের বিবাদের ফলে বহু বৈদ্য উপবীত ত্যাগ করাতে বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গালায়, বৈদ্যগণ বৈশ্যাচারী হওয়াতে অধিকতর হীন হইয়া পড়িয়াছেন। লক্ষ্মণসেন পিতার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন এবং নিজ জননী ও কতকগুলি বৈদ্যসহ রাঢ়দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সহিত যে সকল বৈদ্য রাঢ়ে গিয়াছিলেন তাঁহারা রাঢ়ীয় বৈদ্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বৈশ্যাচারে তাঁহাদের উপনয়নাদি চলিতেছে এবং যাঁহারা বল্লালের সহিত সমাজবদ্ধ রহিলেন তাঁহারা হড্ডিকা সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাঁহাদের উপনয়ন কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। বোধ হয়, এই উপনয়ন ত্যাগের ফলে শ্রীভ্রষ্ট হওয়াতে বঙ্গজ বৈদ্যসমাজে একটা শৌথিল্যের আবির্ভাব হয় এবং স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ যে সকল স্থানে বল্লালী প্রভাব তাদৃশ কার্য্যকর হয় নাই সেই সব স্থানে, যথা কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায়, ঢাকা জেলায় মহেশ্বরদি পরগণায়, বৈদ্যের জাত্যন্তরের সহিত আদান প্রদান প্রচলন হয় এবং সেন নাগ প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্যগণ কায়স্থদের সহিত একবারেই মিশিয়া যান এবং পরবর্ত্তীকালে কায়স্থ বলিয়াই পরিগণিত হন। কাজেই বৈদ্যজাতির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে, আবার এদিকে কালক্রমে লক্ষ্মণী বৈদ্যেরা এবং রাঢ়ীয় থাকের অর্থাৎ বর্দ্ধমান, হুগলী, চব্বিশপরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর ও যশোহরবাসী বৈদ্যগণ বল্লালী থাকের বৈদ্য অর্থাৎ ঢাকা

বিক্রমপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যদের সহিত আদান প্রদান বন্ধ করেন। আর ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট চট্টগ্রামাদির পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজ "কায়স্থ সংসর্গী" এই সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়া পড়াতে অপরাপর বৈদ্যগণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করেন এবং কালক্রমে যখন যশোহর ও ফরিদপুরের বৈদ্যগণ যাইয়া বিক্রমপুর ও বরিশালের বৈদ্যগণ সহ আদান প্রদান করিতে আরম্ভ করেন তখন রাঢ়ীয়গণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গজ থাকে পরিণত করিয়া দেন। উল্লিখিত বিপ্লবসমূহের প্রভাবে বাঙ্গালার মুষ্টিমেয় বৈদ্যগণের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক আচরণে বৈদ্যজাতির দুর্ব্বলতা রহিয়া যাইতেছে। আভ্যন্তরিক মালিন্য দূরীভূত করিয়া সমস্ত বৈদ্যসমাজকে একীভূত করিতে না পারিলে বৈদ্যজাতির এই দুর্ব্বলতা কস্মিন কালেও ঘুচিবে না, সমস্ত বৈদ্যজাতিকে একই সাধারণ সামাজিক স্বার্থে প্রণোদিত করিয়া আত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিতে না পারিলে, সকলের সমবেত চেষ্টা একযোগে প্রয়োগ করাইতে না পারিলে বৈদ্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তন ও বৈদ্যসমাজের উন্নতি বিধান কোনটাই সম্ভবপর নহে। অবশ্য যাঁহারা পূর্ব্বেই কায়স্থীভূত হইয়া পড়িয়াছেন কিংবা কায়স্থদের সঙ্গে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন এবং আচার ব্যবহারেও কতকটা শৈথিল্য অবলম্বন করিয়া বৈদ্য সাধারণ হইতে বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে কিংবা সমাজভুক্ত করিয়া লইতে আমি বৈদ্যসমাজকে অনুরোধ করি না এবং এইরূপ কার্য্যে ব্যক্তিগতভাবে আমিও বিরোধী। এই প্রসঙ্গে আমি বেশী দূর অগ্রসর হইতে চাহি না, অধিকতর আলোচনা করিলেও যে বিশেষ ফল হইবে তাহারও কোন প্রকার নিশ্চয়তা নাই। "গতস্য শোচনা নাস্তি।" "সময়ের সারবর্ত্তমান"। আমরা এই মহাসত্যের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান সমাজকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিব। বৈদ্য সমাজে আবার পূর্ব্ব আচার প্রতিষ্ঠাকল্পে আমরা আত্মনিয়োগ করিয়া বৈদ্যসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে যত্নবান হইব। Heart within & God over head, এই মন্ত্রটী লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে প্রকৃতি আমাদের সহায়িকা, নিয়তি আমাদের আজ্ঞাধীনা, পুরুষকার আমাদের অনুগত ভৃত্যের ন্যায় পরিচালিত হইবে। বৈদ্যসমাজ আবার পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিবে। বৈদ্যসন্তানগণ নিরাশ হইও না। "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে"।

এখন কিসে বৈদ্যজাতির উন্নতি বিধান হয়, কিসে বৈদ্যসমাজের পূর্ব্বগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, কি করিলে বৈদ্যগণ আবার হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা সংস্থাপনে সমর্থ হন, তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে যে বর্ত্তমান সমাজে এত অধঃপতন কেন? কোন সাধক কবি বলিয়াছেন "ওরে না ঘুচিলে মনের ময়লা, সত্যপথে যায় না চলা"।—আমাদের উন্নতি লাভ করিতে হইলে স্ব স্ব ব্যক্তিগতভাবে মনের ময়লা ঘুচাইতে হইবে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে সমাজের আভ্যন্তরিক ময়লা ঘুচাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে। যে সকল কদাচার বৈদ্যসমাজকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, যে সকল কঠোর

মমতা বৈদ্য-জনসাধারণকে সংসারে প্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, তৎসমুদয় সমাজ হইতে সবলে যথাসম্ভব দূর করিতে হইবে এবং সরলতা ও পবিত্রতার উপর দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমাজোন্নতির সহজ পন্থা প্রদর্শন করিতে হইবে। একথা সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত ও প্রকৃতিগত স্বার্থপরতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সহানুভূতি ও আন্তরিক মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রত্যেকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের অপরাপর জাতির স্বার্থে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া কিংবা নিজেদের স্বার্থ সাধনার্থ অপরের সহিত বৃথা বিরোধে প্রবৃত্ত না হইয়া, অথচ অপরের মনস্তুষ্টি প্রসাধনের জন্য অসত্যকে প্রশ্রয় না দিয়া নিঃস্বার্থ ও অকপটভাবে স্ব-ভাবে পরিচালিত হইয়া আমরা আমাদের উন্নতির পথ অনুসরণ করিব। তাহাতে যে কোন বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন স্ববলে অতিক্রম করিব। যে কোন বিপদ আসুক না কেন অকাতরে বরণ করিয়া লইব। মনে মনে এই প্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমার মতে বৈদ্যজাতির জাতীয় উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান একান্ত দরকার :-- (১) ধর্ম্ম সংস্থাপন, (২) যথাবিহিত উপনয়নসংস্কারকার্য্য সম্পাদন ও অশৌচ সংস্কার (৩) বৈদ্য-সমাজের পণপ্রথা নিবারণ, (৪) দরিদ্র ও নিঃসহায় বালক বালিকাদের শিক্ষাধার ও বিধবাদের ভরণপোষণার্থ সমাজের আত্মশক্তি পরিচালন ও [৫] জাতীয় অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনুশীলন ও বিস্তৃতি সাধন। ক্রমশঃ এই বিষয়গুলি আলোচনা করা যাউক।

[১] ধর্ম্ম সংস্থাপন :—

ধর্ম্ম সংস্থাপন ব্যতীত আচারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে না। সমস্ত জাতিই ধর্ম্মলোপ হওয়াতে আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। আচার এবং ধর্ম্ম এমন ভাবে জড়িত যে একটার লোপ হইলে অপরটারও সেই সঙ্গে শক্তির হ্রাস ও মলিনতা প্রাপ্তি ঘটিবে। আমি দেখিতেছি যে ধর্ম্মলোপ হওয়াতেই আমরা আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। এই বিষয় বল্লালসেনের হস্তিকাসংগ্রহ সাক্ষ্য দিতেছে। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে হইলে আমাদের স্বেচ্ছাচার ত্যাগ করিতে হইবে। শাস্ত্রে বলে—

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ বেদোক্ত ক্রিয়াবিহীন, মূর্খ এবং সর্ব্বপ্রকার বৈদিক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, শাস্ত্রজ্ঞানবিজ্ঞ শিশ্নোদরপরায়ণ ও নিষ্ঠুর তাহাকে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ বলা যায়।

আমাদের এই সামাজিক ব্রাহ্মণদিগকে আদর্শ না করিয়া আমাদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে চেষ্টা করা উচিত। ব্রাহ্মণগণও বৈদিক-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত। আপনারা বেলে, তাঁহাকে যাতায়াত করিলে দেখিবেন যে, ব্রাহ্মণগণ কিরূপ কদাচার করিতেছেন। গোয়ালন্দ হইতে ঢাকা আসিতে মাত্র ঘণ্টা লাগে, এই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে কেবল অজ্ঞাধিক্ নহে, ব্রাহ্মণ

ও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ মধ্যে অনেকেরই জাহাজে উঠিবামাত্র জঠরাগ্নি এত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে যে ম্লেচ্ছপক্ক অন্নাদির আহুতি ব্যতীত সেই প্রবল জঠরাগ্নি প্রশমিত হয় না। বন্ধুগণ! এইরূপ আচার থাকিলে কি ধর্ম্ম থাকে? এই সব লোকের মধ্যে ধর্ম্মের কিছুমাত্র উদ্দীপনা হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনা; বাস্তবিক এই উপাসনার উপযুক্ত লোক আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অতি বিরল। পৃথিবীতে দুইটী বিপরীত গতির খেলা নিরন্তর চলিতেছে, সেই দুইটী গতি আমাদের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে চলিতেছে; কিন্তু আমরা বিষয়াসক্ত লোক, এই জন্য সেই দুইটী গতি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ভাগ্যবান্ লোক ব্যতীত এই দুই গতির ক্রিয়াশক্তি আপনার অভ্যন্তরে কেহই অনুভব করিতে পারে না। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনি সেই গতি দুইটী লক্ষ্য করিয়া ওঁকার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মেতে লীন হইয়া থাকেন। তাঁহার কোন কামনা থাকে না, তাঁহার আহারাদি দৈহিক কোন কার্য্যের জন্য কোন ভাবনা থাকে না। আমি আপনাদিগের এইরূপ ব্রহ্মোপাসনা না করিলেই যে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হইবে না, তাহা বলিতেছি না। বেদোক্ত ক্রিয়ার যথাবিহিত অনুষ্ঠান, এবং পূজা সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য দ্বারা নিজের শরীর ও মনকে পবিত্র করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই সব কার্য্য করিলেই ক্রমে মনের দুর্ব্বলতা দূর হইবে, আমিষ ঘুচিয়া যাইবে, সুখে দুঃখে সমচিত্ততা জন্মিবে, নিষ্ঠুরতা চলিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, এই সব আচারানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি সংযত ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহা দ্বারা কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়েন না, কাহাকেও তিনি দ্বেষ করেন্ না। তিনি সকামানুষ্ঠানে স্পৃহাশূন্য হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সকলে একত্র হইয়া আচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম্মসংস্থাপনের চেষ্টা করুন।

(৩) বৈদ্যের উপনয়ন ও অশৌচ—

এই প্রবন্ধে স্থানান্তরে লিখিত আলোচনা দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব ও দ্বিজত্ব প্রমাণিত হইয়াছে সুতরাং তাঁহাদের উপবীত ধারণ ও ব্রাহ্মণোচিত অন্যান্য সংস্কার যে যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাঢ় ও বঙ্গ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র বৈদ্যগণ আবহমান কাল ব্রাহ্মণের ন্যায় দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। গয়ার গুপ্তশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা প্রভৃতি, লাহোরের দত্তশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা, বলিয়া সীতাপুর প্রভৃতি স্থানের দত্তশর্ম্মা বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ রূপে চলিতেছে। আমরা আরও দেখিতে পাই, বৈদ্য-ব্রাহ্মণ তীর্থগুরু, এবং মন্ত্রগুরু এবং চিকিৎসকরূপে এখনও ব্রাহ্মণ অন্যান্য জাতি হইতে সম্মান পাইতেছে।

যে জাতি পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বে জগদ্বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে জাতিতে কালিদাস, ভবভূতি, ধন্বন্তরি, রোপদেব, বাগ্ভট, চক্রপাণি দত্ত এবং জয়দেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া জগদ্বাসীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে জাতি বঙ্গদেশে সমাজপতিরূপে ব্রাহ্মণগণের কুলাকুল নির্ণয় করিয়া শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন, যে জাতিকে মহর্ষি ব্যাসদেব "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" বলিয়াছেন। যে জাতিকে মনু ব্রাহ্মণেষু ত্রিষাংসঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই জাতি

বর্ত্তমান সময়ে কেন এত অধঃপতিত হইল ইহার কারণ সংক্ষেপে পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি এবং আরও দেখাইয়াছি যে বল্লালসেন এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের মধ্যে ঘোরতর সামাজিক মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় কতক বৈদ্য লইয়া লক্ষ্মণসেন রাঢ়ে চলিয়া যান এবং এ দেশে যে সব বৈদ্য থাকেন, তাঁহারা বল্লালসেনের সহিত সামাজিকবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে ক্রমে ক্রমে শূদ্রাচার গ্রহণ করিয়া উপবীত ত্যাগ করেন এবং কতক শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যান। পরে মহারাজ রাজবল্লভ বৈদ্যগণের এইরূপ অধঃপতনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দেন যে, অনুপবীত বৈদ্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত ধারণ পক্ষাশৌচ পালন তাঁহাদের শাস্ত্রানুমোদিত। সেই ব্যবস্থানুসারে পূর্ব্ববঙ্গে কতক কতক বৈদ্য উপবীত ধারণ করিয়া পক্ষাশৌচ পালন করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও পণ্ডিতমণ্ডলীরও এই ব্যবস্থা। বাস্তবিক এই ব্যবস্থা মতে বৈদ্যগণ বৈশ্যের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্র বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব ঘোষণা করিতেছে। শাস্ত্র বলিতেছে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ"। এইরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণগণ কি করিয়া বৈদ্যগণকে বৈশ্যাচার অবলম্বন করিতে ব্যবস্থা দিলেন তাহা আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতেছিনা। এই ব্যবস্থা আমার মতে যুক্তিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং ঈর্ষামূলক বোধ হইতেছে। বৈদ্যজাতি কখনও বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়া কি কৃষিকার্য্য, কি বাণিজ্য, কি পশুপালন কিছুই করেন নাই। বৈদ্যগণ এখনও অন্য জাতির ন্যায় হীন কাজ করেন না। দেখা যায় যে রাজা গণেশের আদেশ মতে রাঢ়ের বৈদ্যগণ পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ও জাতিতত্ত্বের প্রতিবাদ।

১৩৩২ সালের কার্ত্তিকসংখ্যার মাসিকবসুমতীপত্রিকায় "জাতিতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হই নাই। যাহারা অশাস্ত্রজ্ঞ, বা শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ, তাহারা যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রলাপোক্তি করিবে, বা সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করার চেষ্টা পাইবে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মনে করিয়াছিলাম "দদ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্" এই নীতি অবলম্বন করিব। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে "জাতিতত্ত্বের" প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রবন্ধ লিখক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় কোন বর্ণীয়, তাঁহার বাসস্থান কোথায়, কুলীন না শ্রোত্রীয়, রাঢ়ীয় না বঙ্গীয়, জাতিতত্ত্বে পরিস্ফুট হয় নাই। 'কবিরত্ন' প্রভৃতি উপাধি বেওয়ারিশমালের ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে এইরূপ উপাধি বৈদ্যপণ্ডিতগণের নামান্তে ব্যবহার হইত। বর্ত্তমানে

কোন কোন আয়ুর্ব্বেদিক ব্রাহ্মণচিকিৎসক যজনব্রাহ্মণত্ব গোপন রাখার উদ্দেশ্যে 'কবিরত্ন' প্রভৃতি উপাধি পদবী রূপে ধারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন কোন আয়ুর্ব্বেদিকচিকিৎসক পাণ্ডিত্য জাহির করার উদ্দেশ্যে একাধিক স্বকপোল কল্পিত উপাধি পদবী রূপে ব্যবহার করিতেছেন। এই কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি পদবী সেই শ্রেণীর কিনা জানি না। কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি পদবী বা উপাধি দৃষ্টে তঁাহার বর্ণনির্ণয় হয় কি না তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন। যিনি নিজকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা উপাধি ধারণ করিতে পারেন এবং নানা উপাধি প্রচার করিয়া শাস্ত্রবিদের ভান করিতে পারেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিমাণ সুধীসমাজ নির্ণয় করিবেন।

বারিধিমহাশয় সূচনায় লিখিয়াছেন :—"কয়েকজন বিশিষ্ট বৈদ্য, যোগী, মাহিষ্য ও কায়স্থ তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক আমার নিকট পাঠাইয়া তৎসমস্তের আলোচনা পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র তাঁহাদের 'জাতিতত্ত্ব' লিখিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন" ইহা পাঠ করিয়া "হাতি ঘোড়া হ'ল তল, ভেড়ায় বলে কত জল" এই প্রবাদ বাক্যটী মনে পড়িল। কোন আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট বৈদ্য যে, স্বীয় 'জাতিতত্ত্ব' লিখিবার জন্য অপর কোন জাতিকে অনুরোধ করিবেন এই উক্তি কি হাস্যস্পদ নহে? যে জাতি বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানবত্তার জন্য 'বৈদ্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে বৈদ্যের লক্ষণে মহর্ষি উশনা তারস্বরে বলিয়াছেন :—"সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যস্ত্বভিধীয়তে॥ সর্ব্ববেদে যিনি অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রে যিনি পারদর্শী এবং যিনি চিকিৎসা কুশল তিনিই বৈদ্য। যে স্থলে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন :—

> বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
> অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃপূর্ব্বজন্মনা॥
> বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষ মথাপি বা।
> ধ্রুবমাবিশতিজ্ঞানাৎ তস্মাৎ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥ চরক, চিকিৎসা ১অঃ।

বিদ্যাসমাপ্তিতে ভিষকের তৃতীয় জন্ম হয়, তখন তিনি "বৈদ্য" উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাসমাপ্তি ব্যতীত "বৈদ্য" উপাধি লাভ হয় না। বিদ্যাসমাপ্তি জ্ঞান হেতু ব্রহ্ম ও ঋষি সত্ত্ব তাহাতে নিশ্চয় প্রবেশ করে বলিয়া বৈদ্যগণ 'ত্রিজ' অর্থাৎ যজনব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। মেধাতিথি "বৈদ্যা বিদ্বাংসোভিষজো বা" লিখিয়াছেন। "মন্বর্থবিপরীতাতু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে" বলিয়া মহর্ষি বৃহস্পতি যে মনুস্মৃতির প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন, সেমনুস্মৃতির ১ম অধ্যায়ের ৯৭ শ্লোকে আছে :— "ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ" যে মহাভারতের নাম করিয়া বিশ্বপূজ্য বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতিকে অনাচরণীয় সাব্যস্ত করিতে বারিধিমহাশয়ের বিদ্যা উথলিয়া উঠিয়াছে; সেই মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে মহর্ষিব্যাসদেব লিখিয়াছেন :—"দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ"

দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যই শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন:— "বিদ্যা প্রশস্ত্যাস্তীতি বৈদ্যঃ" প্রশস্তবিদ্যা আছে অর্থে বৈদ্য। মহর্ষিগণও বলিয়াছেন:—বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃস্যাৎ" বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই জন্য বৈদ্য। এই সব প্রবচন কি বিদ্যাবারিধিমহাশয় অবগত নহেন? বারিধিমহাশয় কি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পাঠ করেন নাই? বিদ্যানাং স সমগ্রাণাং ধারণান্মৃতজীবনাৎ। অথর্ব্বসংহিতানাঞ্চ স বৈদ্য ইতি কথ্যতে॥ রোগনাশ করেন বলিয়া তিনি ভিষক, মৃতের জীবনদান হেতু এবং সমগ্রবিদ্যার পারদর্শীতা হেতুতে তিনি বৈদ্য। বৈদ্যগণ প্রাচীনতম কালে যেমন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, মহারাজবল্লাল ও যুবরাজলক্ষ্মণের বিবাদে বঙ্গীয়-বৈদ্যদের মধ্যে কেহ কেহ শূদ্রাচারী হইতে এবং ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে যবনব্রাহ্মণগণের কুটনীতিতে ও রাজাগণেশের আদেশে কেহ কেহ বৈশ্যাচারী হইতে বাধ্য হইয়া থাকিলেও এই বিজাতীয় রাজশাসনের যুগেও সেই বৈদ্যের বংশধরগণ শিক্ষায় ব্রাহ্মণদের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই জ্ঞান যদি বিদ্যাবারিধিমহাশয়ের অন্তরে না জাগিয়া থাকে, তবে একবার ১৯১১ ইংরাজির আদমসুমারীর রিপোর্ট পাঠ করুন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন; বিদ্যাবারিধির স্থান কোথায়? এই শিক্ষাদীপ্ত বঙ্গীয় সমাজে শতকরা ৫৩ জন বৈদ্য, ৪০ জন ব্রাহ্মণ লেখাপড়া জানেন। বৈদ্য-জাতীয় ও অপরাপর জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৩৫ জন বৈদ্য. ১২ জন ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানেন্। ইংরাজী ভাষাবিদ্ পুরুষগণের মধ্যে শতকরা ২০ জন বৈদ্য, ১১ জন ব্রাহ্মণ এবং একসহস্র স্ত্রীলোকের মধ্যে ২০ জন বৈদ্য, ৫ জন ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোক লিখাপড়া জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ২৫ জন বৈদ্য, ৫ জন ব্রাহ্মণ বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সংস্কৃতশাস্ত্রাধ্যায়ী বলিয়া বারিধিমহাশয় গৌরব করিতেছেন সেই সংস্কৃতপরীক্ষায় প্রতি দশসহস্রের মধ্যে ২৫ জন বৈদ্য, ৮ জন, ব্রাহ্মণ সংস্কৃতপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্কুল কলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক ও পরিদর্শকগণের মধ্যে প্রত্যেক দশ সহস্রে ৫৬ জন বৈদ্য, ২৭ জন ব্রাহ্মণ, শিক্ষকতা কার্য্য করিতেছেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণের মধ্যে অর্থাৎ যাঁহাদের নাম রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হয়, তাঁহাদের মধ্যে প্রতি দশহাজারে ২০ জন বৈদ্য, ৩ জন ব্রাহ্মণ রাজকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহা হইতে বৈদ্যদের জ্ঞানবত্তার, বিদ্যাবত্তার এবং জন্মগত বিশিষ্টতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? যে মহামহোপাধ্যায় উপাধি বারিধিমহাশয় জীবনব্যাপী সাধনা করিলেও লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না, ব্রাহ্মণের অত্যুচ্চ সম্মানের সেই মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী বৈদ্য যে, স্মরণাতীত কাল হইতে এই বঙ্গদেশে আছেন, তাহা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যারত্ন,বাচস্পতি বিদ্যাসাগর, বিদ্যার্ণব প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট শত শত বৈদ্য যে বঙ্গদেশে বিরাজমান্ তাহা কি বারিধিমহাশয় জানেন না? বহু মহামহোপাধ্যায় যজনব্রাহ্মণপণ্ডিত বৈদ্যদের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কি শুনেন নাই?

এই বঙ্গদেশে অশেষশাস্ত্রজ্ঞ বহু-বৈদ্যব্রাহ্মণ ও যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিত বর্ত্তমান থাকিতে তথাকথিত পণ্ডিতের নিকট "জাতিতত্ত্ব"সম্বন্ধে আলোচনা করার অনুরোধ কি বিস্ময়কর নহে? বারিধিমহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি, যে হেতু তিনি "বৈদ্য" শব্দ সর্ব্বাগ্রে যোজনা করিয়াছেন, বারিধিমহাশয় বৈষ্ণবকবি জয়ানন্দচক্রবর্ত্তী কৃত নদীয়াখণ্ডে লিখিত :—বৈদ্যব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বৈসে। মহোৎসব করে সবে মনের হরিষে॥ এই কবিতাটী পাঠ করিয়া থাকিবেন।

তৎপর লিখিয়াছেন :—সমগ্র প্রবন্ধ সম্পূর্ণ না হইলে (অর্থাৎ ৫ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত না হইলে) প্রতিবাদের উত্তর দিতে সমর্থ হইব না। প্রতিবাদের উত্তর দিতে যে কখনও সমর্থ হইবেন না তাহা স্বতঃসিদ্ধ। বারিধিমহাশয়ের এই উক্তি পাঠ করিয়া ঠাকুরদাদার গল্প মনে পরিল,"আমি তোমাকে প্রকাণ্ড লৌহমুদ্গর দ্বারা দশঘা আঘাত করিব, তৎপর তুমি যত পার আমাকে আঘাত করিবে। দশঘা লৌহমুদ্গরের আঘাতে সে জীবিত থাকিলেইত আঘাতকারীকে পুনঃ আঘাত করিতে পারিবে। বারিধি মহাশয়ের উক্তিও তদ্রূপ নহে কি? ৫ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত "জাতিতত্ত্ব" প্রকাশিত হইতে কত মাস বা কত বর্ষ লাগিবে, তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের কোন উল্লেখ নাই। হয়ত, তাঁহার জীবিতাবস্থায় ৫ম পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইবে না। তিনি বিশ্ববন্দ্য বৈদ্য সম্প্রদায়কে যথেচ্ছা গালি দিবেন, আর বৈদ্যগণ নিরবে সেই গালি হজম করিবেন, ভবী কি ইহাতে ভুলিবে? তবে আক্ষেপের বিষয় যে, শাস্ত্রের অপলাপকারী কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুহকে পড়িয়া কোন কোন বৈদ্যসন্তান জাতীয়সংস্কার কার্য্যে "নগণস্যাগ্রতোগচ্ছেৎ" এই স্বার্থপর ন্যায়বাদের অনুসরণ এইক্ষণও করিতেছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

বারিধিমহাশয় তৎপর লিখিয়াছেন :—"ব্রাহ্মণ জুতা বেচিতেছে, মুচি বেদ পড়িতেছে, শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতেছে। এই যথেচ্ছাচারের যুগে অনেকেই যোগী, স্বামী, মহর্ষি, রাজর্ষি হইয়াছেন ও হইতেছেন।" এইরূপ উক্তি কি বারিধিমহাশয়ের সাজে? নিজের বেলায় "আটি সাটি পরের বেলায় দাঁতকপাটী" নিজের উপাধির প্রতি একবার দৃষ্টি করিলে সেই অনুশোচনা তিরোহিত হইয়া যাইবে। যে ব্রাহ্মণ, জুতা বিক্রয় করিতেছে, সে কি ব্রাহ্মণ? যে মুচি বেদ পড়ে, সে কি মুচি? যে শূদ্র ব্রাহ্মণ, হইতেছে সে কি শূদ্র? শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে কখনও এইরূপ প্রলাপোক্তি করিতেন না। শাস্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষং দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে। নবৈশূদ্রো ভবেচ্ছুদ্রঃ ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, সত্যবতীপুত্র জাবাল, উলকীপুত্র কনাদ প্রভৃতি শতশত ব্যক্তি কি হীনযোনি-জাত হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন নাই? শূদ্রপুত্র কবষ কি ব্রহ্মর্ষি হন্ নাই? সত্য বটে, একদিন ব্রাহ্মত্ব লাভ সাধনা সাপেক্ষ ছিল। বর্ত্তমান সমাজে যে যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মূলে কি যজনব্রাহ্মণগণ নহেন? যে সুরা বিক্রয় করাতে বৈশ্যজাতি আজ সুরী আখ্যা ধারণ করিয়াছে, স্বর্ণকারের কার্য্য করাতে যে বৈশ্যজাতি আজ জল অনাচরণীয় হইয়াছে, সেই সমস্ত কার্য্য যদি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ না করিতেন, যদি নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্য

মহামান্যশাস্ত্র গ্রন্থসমূহে জাল বচনাবলীর সমাবেশ না করিতেন, যদি বেদাদি অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছের দাসত্ব ও হীনবৃত্তি গ্রহণে আত্মশ্লাঘানুভব না করিতেন, তাহা হইলে কি আজ সমাজে যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত হইত? পুরাণের উপপুরাণের সৃষ্টি কি এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ করেন নাই? এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বনাম ব্যাসদেব সাজিয়া শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিদের বচনের বিপরীত বচন সৃষ্টি করিয়া মহামান্য শাস্ত্রকে ও শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণকে অবমাননা করেন নাই? এই শ্রেণীর যজন ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত পণ্ডিতগণ কি "ব্রাহ্মণ বচনাৎ সর্ব্বং সাঙ্গং জাতম্" বলিয়া ব্রাহ্মণেতর যজমানদিগকে প্রতারণা করেন না? যে দৈবকার্য্যে দুইজন, পিতৃকার্য্যে তিনজন অথবা উভয় কার্য্যে এক এক জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার বিধি, তথায় শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া তদতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা কে দিতেছেন? "না দেবোদেবমর্চ্চয়েৎ" স্থলে কাহারা যজমানের প্রতিনিধি রূপে দেবতা পূজা করিয়া যথেচ্ছাচারের অভিনয় করিতেছেন?

বারিধিমহাশয় তৎপর লিখিয়াছেন:—"ইহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা বিবর্জ্জিত স্বার্থপরতা পরিশূন্য সর্ব্বভূত-হিতৈষী সমুদারচিত্ত ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত চিরন্তন নিয়ম।" এই ঋষি-তনয়টী তদুক্তির একটী বর্ণও প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ কোন ব্যক্তিই মুনি ঋষিদিগকে স্বার্থপর বলেন না। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ যে বিশ্ব হিতৈষী ছিলেন, তাঁহারা দেবতাস্থানীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহা বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন এবং বলিয়া থাকেন:—

> "নক্রুধ্যেন্নপ্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঽমানিতশ্চ যঃ।
> সর্ব্বভূতেষ্বভয়দ স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
> যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ।
> যত্র কচন শায়ীচ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
> বিমুক্তং সর্ব্ব সঙ্গেভ্যো মুনিমাকাশবৎ স্থিতম্।
> অস্বমেকচরং শান্তং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

এই সমস্ত বচনাবলী যাঁহাদের লিখনী-প্রসূত, তাঁহারা ভূদেব নামে পরিচিত হইয়াছিলেন যে তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রসমূহে যাঁহারা নিজের শক্তিহীনতা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ও স্বমত সমর্থনের ও রাজাগণেশের আদেশ রক্ষার্থ এবং আড়াইশত অনাচারী ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করার হেতুতে "যেন তেন প্রকারেণ" মনগড়া টীকা-টীপ্পনী করিয়া পবিত্র শাস্ত্ররাজীকে কলুষিত করিয়াছেন, আজ তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততিগণ ব্রাহ্মণ্যশক্তি হারাইয়া স্বার্থপরতার ও প্রতারকের, অভিনয় দেখাইতেছে এবং আত্মপ্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য মিথ্যা উক্তির অবতারণা করিতেছে।

তৎপর বারিধিমহাশয় লিখিয়াছেন :—"যে ব্রাহ্মণের সম্মান জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্ত তাঁহার পদাঘাতের চিহ্ন সাদরে ও গৌরবে স্বীয় বক্ষঃস্থলে চিরতরে উত্থানরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন * * * তাঁহার ব্রাহ্মণ্য তেজ মহাপ্রলয়েও বিলুপ্ত হইবার নহে?" তাহা কি বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ অস্বীকার করেন, বরং তাহাযে সম্পূর্ণ সত্য ইহাই স্বীকার করিবেন। গয়ালী সাতশত ঘর বৈদ্য-ব্রাহ্মণ, শ্রীক্ষেত্রের ধর, কর, নন্দী ব্রাহ্মণগণ, মেদিনীপুরের দাশোপাধিক ব্রাহ্মণগণ, শ্রীখণ্ডের গোস্বামী ব্রাহ্মণগণ তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে যে বহু যজনব্রাহ্মণকে পদধূলি প্রদান করিয়া তদুক্তির স্বার্থকতা প্রতিপাদান করিতেছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বারিধিমহাশয় তৎপর লিখিয়াছেন :—"বজ্রমণি বাহিরে মলাবৃত হইলেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ-জ্যোতিঃ অন্যের অগোচরে অন্তরে বিরাজমান থাকে। শরীরগর্ভস্থ অলক্ষ্যমাণ অগ্নিপরমাণুই কালে কালাগ্নিতে পরিণত হইয়া দিগন্তব্যাপি বিশাল অরণ্য ভস্মীভূত করে।" ইহাইত সত্য কথা, বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এই বঙ্গদেশে যজন-ব্রাহ্মণদের ক্রূরতায় ও আত্মদ্রোহানলে জাতীয় আচারহীন হইয়া পড়িলেও তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ-জ্যোতিঃ প্রভাহীন হয় নাই। বৈদিকযুগে যেমন শিক্ষায়, প্রতিষ্ঠায় বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ দ্বিজ জাতির শীর্ষ-স্থানীয় ছিলেন। ভারতের অপরাপর প্রদেশস্থ বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ যেমন বর্ত্তমানেও তীর্থগুরু রূপে, মন্ত্রগুরুরূপে দ্বিজ-জাতির শীর্ষদেশে বিরাজ করিতেছেন, নানা ঘটনা বিপর্য্যয়ে আভি-জাত্যের বৈশিষ্ট্য হইতে বঙ্গীয়বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ কথঞ্চিৎ ভ্রষ্ট হইয়া থাকিলেও তাঁহারা যে দেবতাস্থানীয় বিদ্বান্-জাতির বংশধর, তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। বারিধিমহাশয় মনে রাখিবেন :—

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং।
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণম্॥
ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুধামিক্ষু খণ্ডম্।
প্রাণান্তেপি প্রকৃতি বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাম্॥

তৎপর বারিধিমহাশয় লিখিয়াছেন :—"ব্রাহ্মণের অস্তিত্বেই হিন্দু-সমাজের অস্তিত্ব, ব্রাহ্মণের বিলোপে হিন্দু-সমাজের বিলোপ; ইহা ধ্রুব সত্য। ব্রাহ্মণ বলিতে কি জুতা বিক্রেতা, মদ বিক্রেতা লোহা, লবণ বিক্রেতা, ক্রূরাচারী সত্যাপলাপকারী, যজনব্রাহ্মণগণ না জগন্মান্য দ্বিজ-জাতির গুরুস্থানীয় দ্বিজশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ? তাহা বারিধিমহাশয় বিষহীন ক্রূরসর্প রূপে যতই ফনা বিস্তার করিবার চেষ্টা করুন না কেন; কদাপি বৈদ্যব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবেন্ না। কখনই বৈদ্য-ব্রাহ্মণজাতির আভিজাত্য গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবেন না। ভস্মাবৃত করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিকে রাখিবার সেই কাল গত হইয়াছে। মনে রাখিবেন :—

বনে বা হর্ম্মোবা কুচকলসে বা মৃগদৃশাং।
মনেস্তুল্যং মূল্যং সহজ সুভগস্তদ্দ্যুতিমতঃ॥

তৎপর বারিধিমহাশয় "প্রথমপরিচ্ছেদে" "অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য" শীর্ষক-প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন:—"আমরা বাল্যে ও যৌবনে দেখিয়াছি, চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ বৈদ্যগণ আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দিতেন। কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখিতেন এবং ১৫ দিন পূর্ণাশৌচ পালন করিতেন।" বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ যে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। তিনি বৈদ্যদের যজ্ঞসূত্র ছিল, লিখিয়া বৈদ্যেরা যে দ্বিজ অন্ততঃ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও বৈদ্যগণ জাতিতে বৈদ্যই লিখেন। বৈদ্যগণ যে কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখিতেন তাহা জানি না। যদি কেহ রাখিয়া থাকেন তাহার জন্য দায়ী কে? বৈদ্যগণ যে বৈশ্যাচারী হইয়া পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন করিতেন তাহার নিদান কোথায়? তাহা বোধ হয় বারিধি মহাশয় অবগত নহেন। তাঁহার সংজ্ঞার্থে এই স্থলে বঙ্গীয়-বৈদ্যদের পক্ষাশৌচ গ্রহণের হেতু নির্দ্দেশ করার জন্য যজনব্রাহ্মণদের আবেদনপত্র ও যজন-ব্রাহ্মণরাজ গণেশের আদেশপত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইল।

১৪১৫ খৃষ্টাব্দে রাজাগণেশ দিনাজপুরের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলে পর, যজনব্রাহ্মণগণ যেই আবেদনপত্র পেষ করিয়াছিলেন তাহা এই:—

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদবেদাঙ্গাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রনধীতত্বয়া যজনাদি ষট্‌কর্ম্মসু চৈষাং অধিকারাস্তিষ্ঠন্তি। চতুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়াসু পুণ্যতমা চিকিৎসা এতেষাং বৃত্তিঃ য ষট্‌কর্ম্ম। যদুক্তং অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতমিতি। যচ্চ বিহিতানাং ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রজাতীনাং কন্যাসু জাতঃ পুত্রঃ পিতৃবৎ জনন মরণাশৌচ মাচরেয়ুঃ। যথোক্তং ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং যে স্বে স্বে সুতসূতকে তেষান্তু পৈত্রিকং শৌচং বিভক্তানাঞ্চ মাতৃকমিতি। তদপি অধুনা ন সমীচীনং যতঃ এতে পিতৃসংসর্গত্যাগিনঃ আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্ মাতৃকুলাশৌচ ভাগিনঃ ষট্‌কর্ম্ম সন্ত্যাজ্য চিকিৎসাবৃত্ত্যৈব জীবিষ্যন্তি, তথা পোষ্যবর্গপরিপোষণায় অথ বৈশ্যবৃত্তিং করিষ্যন্তি ইতি আবেদন পত্রম্।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া বেদবেদাঙ্গাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করায় যজনাদি ষট্‌কর্ম্মে ইঁহাদের অধিকার আছে। চতুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়ার মধ্যে পুণ্যতমা চিকিৎসা ইঁহাদিগের প্রধানতমবৃত্তি এবং সেই ষট্‌কর্ম্মও অন্যতমবৃত্তি। যে হেতু উক্ত হইয়াছে, অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসাই বৃত্তি। যে হেতু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া কন্যাতে উৎপন্ন পুত্র পিতার ন্যায় জনন ও মরণাশৌচ গ্রহণ করিবেন। যথা উক্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে স্বীয় স্বীয় জনন ও মরণাশৌচে, তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতৃসম্বন্ধীয় অশৌচ গ্রহণ করিবেন, মাতৃসম্বন্ধীয় অশৌচ গ্রহণ করিবেন না। তাহা এখন আর যুক্তিযুক্ত নহে। যে হেতু ইঁহারা পিতৃসংসর্গত্যাগী ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন। সেই হেতু ইঁহারা মাতৃকুলবিহিত অশৌচ গ্রহণ করিবেন এবং যজনাদি ষট্‌কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল চিকিৎসাবৃত্তিদ্বারা জীবনযাপন করিবেন ও পোষ্যবর্গ পরিপোষণের জন্য বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ইহাই হইল আবেদন পত্রের মর্ম্মার্থ।

বারিধিমহাশয় একবার অবহিত চিত্তে অনুধাবন করুন। এই আবেদন পত্রে স্পষ্টই যজনাদি ষট্‌কর্ম্ম বৈদ্যগণের বৃত্তি ছিল এবং দশাহাশৌচ ছিল; ষট্‌কর্ম্মের সহিত পুণ্যতমা চিকিৎসা প্রধানতম বৃত্তি রূপে বৈদ্যগণ অনুশীলন করিতেন। এই আবেদনপত্রে যজনব্রাহ্মণগণ ক্রূরতা অবলম্বন করিলেও সম্পূর্ণরূপে সত্য গোপন করিতে পারেন নাই। আবেদনপত্রে বৈদ্য শব্দ উল্লেখ করিয়া বিশ্ববন্দ্যবৈদ্যদিগকে নিগৃহীত করার জন্য পুনঃ অম্বষ্ঠ শব্দের যোজনা করিয়াছেন এবং অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি উল্লেখ করিয়া ক্রূরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কোষকার অমরের সময়েও যে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি ছিল না। অম্বষ্ঠ শব্দের পর্য্যায় বাচকশব্দ দৃষ্টে জানা যায়। যদি কোষাকার অমরের সময়ে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি থাকিত, অমর নিশ্চয়ই চিকিৎসকশব্দে বৈদ্য, ভিষক্‌, ৮ ~~[illegible]~~ রোগহারী প্রভৃতি শব্দের সহিত অম্বষ্ঠশব্দের উল্লেখ করিতেন। অমরের সময়েও যে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি ছিলনা, তাহা বারিধিমহাশয়ের উল্লিখিত অমরকোষই প্রমাণ। মনুসংহিতায় অম্বষ্ঠঞ্চ চিকিৎসিতম ; এই পাদৈকদেশ কি এই প্রকৃতির ক্রূরমতি ব্রাহ্মণদের কর্ম্ম নহে। যে মনু "ধন্বন্তরয়ে নমঃ" বলিয়া বিশ্ববলিতে ধন্বন্তরির পূজার বিধান করিয়াছেন, সে মনু বিশ্বপূজ্যজাতির পুণ্যতমাচিকিৎসাবৃত্তি অম্বষ্ঠের উপর অর্পণ করা কি সম্ভব? পণ্ডিতাগ্রণী ৺ভরতশিরোমণি মনুসংহিতার টীকা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :— অনুলোম বিলোম জাতি সম্বন্ধে অবিচার দৃষ্ট হয়। একের মধ্যে কায়স্থ নিন্দিত অপর অম্বষ্ঠ শূদ্র মধ্যে পরিগণিত। পরন্তু উক্ত বচনের রচনাও ও আধুনিক বোধহয়। ইহা মনুর প্রণীত বলিয়া কদাপি বিশ্বাস যোগ্য নহে। অতএব অনুভূত হইতেছে যে, এপ্রকার ভ্রম কুসংস্কার বর্ণবিদ্বেষ মূলক বচন কৃত্রিম। এই সমস্ত কল্পিত বচনের প্রতিকূলে এবং যথার্থ অনুকূলে অমরসিংহের অভিধান এবং অন্যান্য সমূলক শাস্ত্র। ইহা হইতে তৎকালীন ক্রূরমতি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ঘৃণিত মন্তব্য আর কি হইতে পারে? যজনব্রাহ্মণরাজগণেশ আবেদন পত্রের উত্তরে আদেশ দিলেন :— সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যা তপোজ্ঞানযুক্তাঃ বিদ্বাংসশ্চ আসন্‌। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনাঃ আচরভ্রষ্টাশ্চাভবন্‌। অতঃ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গণেশচন্দ্র নৃপতে রনুজ্ঞয়া বিপ্রাণামনুরোধাৎ অদ্য প্রভৃতি অম্বষ্ঠা বৈশ্যাচারিণো ভবিষ ন্তি মূলা ব্রাহ্মণাঃ অম্বষ্ঠৈঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেয়ুঃ। যে চ ব্রাহ্মণাঃ অমীভিঃসহ ভোজনাদিকং করিষ্যন্তি তে পতিতা ভবিষ্যন্তি। ইতি আদেশ পত্রম। (কোলব্রুক্ ক্রচাল অব বেঙ্গল)

সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগেতে বৈদ্যগণ তপঃ প্রভাব সম্পন্ন এবং বিদ্যাবন্ত ছিলেন। অধুনা ইহাঁরা প্রভাব রহিত ও সদাচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই হেতু ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গণেশচন্দ্রনৃপতির আদেশ ক্রমে অদ্যাবধি অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যাচারী হইবেন। মূল ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠগণের সহিত আর ভোজনাদি করিবেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ ইহাদের সহিত আহারাদি করিবেন তাঁহারা পতিত হইবেন। ইহাই হইল আদেশ।

এই আদেশের পর বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে পঞ্চদশাহাশৌচ পালন করিতে রাজশাসনের ভয়ে

বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তখন মহারাজ ছিলেন দিল্লীর মুসলমানজাতি। সুতরাং মুসলমান মহারাজের অনুগৃহীত রাজার আদেশ প্রতিপালন ব্যতীত, বঙ্গীয়-বৈদ্যদের অন্য কোন উপায় অবলম্বন করার সুযোগ ছিল না। তৎপর যখন বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ যজনব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেন, যজনাদি কর্ম্ম, বেদাদিশাস্ত্র ব্রাহ্মণদের করায়ত্ত হইল, তখন হয়তঃ সুযোগ বুঝিয়া আত্মবিস্মৃত বৈদ্যগণকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞসূত্র কোমরে রাখিবার উপদেশ দিতে পারেন। হয়তঃ বলিয়া থাকিবেন, কোন ব্রাহ্মণ আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নমস্কার করিলে আপনি নির্ব্বংশ হইবেন, আপনার অধোগতি হইবে, ব্রাহ্মণগণ হইতে পৃথক্ থাকার উদ্দেশ্যে কটীদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করুন; এইরূপ হিতোপদেশের ফলে হয়তঃ কোন কোন বৈদ্য, কটীদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারেন; ইহার জন্য দায়ী কে? এইরূপ হিতোপদেশ এই জ্ঞানানুশীলনের যুগেও কি অবিরাম চলিতেছে না? এখনও কি কোন কোন ব্রাহ্মণ নিতান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বলে না? আপনার একটী পুত্র, ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিলে আপনাদের অমঙ্গল হইতে পারে; এই সব উপদেষ্টার উপদেশ শুনিয়া বহুবৈদ্য এইক্ষণও বৈশ্যাচার ও শূদ্রাচার পালন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বৈদ্য-ব্রাহ্মণজাতির কলঙ্ক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

তৎপর বারিধিমহাশয় লিখিয়াছেন:— "তারপর বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে ইদানীন্তন বৈদ্যগণের প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক দেখিয়াছি। তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ১৫দিন অশৌচ পালনেরও সমর্থন করিয়াছেন।" বারিধিমহাশয়ের বয়স কত হইয়াছে জানি না। "বৃদ্ধঃস্যাৎসপ্ততেরূর্দ্ধম" সপ্ততিবৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ককে বৃদ্ধ বলা যায়। বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভ ৭০বৎসর। কিন্তু সিরাজগঞ্জের গোপীমোহনের বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত, প্যারীমোহন কবিরাজের "বৈদ্যবর্ণ বীনির্ণয়" উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের "জাতিতত্ত্ববারিধি" যে সঙ্কলন হইয়াছে, প্রায় পঞ্চ-বিংশতি বৎসরেরও অধিক। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যেই "জাতিতত্ত্ববারিধি" সংকলিত হইয়াছে, তাহার কোন স্থানেই পক্ষাশৌচের উল্লেখ নাই। বিদ্যারত্নমহাশয় শর্ম্মান্ত পদবী উল্লেখেই জাতিতত্ত্ববারিধি মুদ্রিত করিয়াছেন। সেনহাটীর শ্যামলাল মুন্সিমহাশয় যে ১৮৩৮ শকাব্দে অম্বষ্ঠতত্ত্ব কৌমুদী নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন:—অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণ বৈদিকী ও কণোজী ব্রাহ্মণাদির ন্যায় দশদিবস অশৌচ প্রতিপালন করিবেন। ইহা শাস্ত্র লিখিত। বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা যে পঞ্চদশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা শাস্ত্রের বিধান অতিক্রম করিয়া আপনাদিগের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ অসময়ে সম্পাদন করিয়া শ্রাদ্ধের শুদ্ধিতায় অপকৃষ্টতা সম্পাদন করিতেছেন, ইহা ন্যায্য নহে। আমি তাঁহাদের সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা ঐ কুপ্রথা বিদূরিত করিয়া যথাশাস্ত্র দশদিবস অশৌচ পালন করিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

এই গ্রন্থটী সংকলন হইয়াছে প্রায় দশ বৎসর। [redacted] "বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি" প্রকাশিত হইয়াছে যে প্রায় তিন বৎসর। এই ইদানীন্তনকাল কত বৎসর পূর্ব্ব হইতে গৃহীত হইবে তাহা সুধীবৃন্দ বিচার করিবেন।

তৎপর বারিধিমহাশয় লিখিয়াছেন :—"সম্প্রতি ব্রাহ্মণাদ্‌বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনামজায়তে" এই মনুবচনে অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে আর প্রস্তুত নহেন? বারিধিমহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞানের বহর দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। এই সব ব্যক্তি পণ্ডিত আখ্যাধারণ করিয়া কোন্ সাহসে মাসিকপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হয় বুঝি না। এই বচনটি মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৮ অষ্টমশ্লোকের শেষার্দ্ধ। তাহার টীকায় অম্বষ্ঠ-বিরোধী কুল্লুক লিখিয়াছেন, "কন্যাগ্রহণাদত্রউঢ়ায়ামিত্যধ্যাহার্য্যং বিন্নাস্বেব বিধিঃস্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাচ্চ ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং উঢ়ায়ামম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে।" পণ্ডিতপ্রবর ভরতশিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন, "পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অম্বষ্ঠ বলা যায়।" মহর্ষি উশনা বলিয়াছেন :—বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে। কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোহাপি তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ॥ "বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন সন্তানকে অম্বষ্ঠ বলে; তাহার জীবিকা কৃষিকার্য্য ও পাচকতা কর্ম্ম প্রভৃতি।" এই কৃষিজীবী অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ মুজাফর জেলা প্রভৃতিতে ভূমিহরব্রাহ্মণ নামে প্রখ্যাত। তাঁহারা তথায় "ভূমিহরব্রাহ্মণ" নামাকরণে এক কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারা কৃষিজীবী, মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন :—সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বিট শূদ্রা কন্যকা উপযেমিরে॥ তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী। সর্ব্বেতে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ সত্য, ত্রেতা ও দাপরযুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতেন, তন্মধ্যে বৈশ্যজা ভার্য্যাতে যে সকল তনয় জন্মে, তাহারা সকলেই বেদ বেদাঙ্গ পারগ মুনি বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। মহর্ষি পরাশর বলেন :—"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোহ্যম্বষ্ঠো মুনিসত্তমঃ" ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে জাত মুনিশ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকায় পণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর বলেন :— ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠ নাম পুত্রো ভবতি। বিন্নাসু-উঢ়াসু এব স্মৃতঃ উক্তো বেদিতব্যঃ। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণোভবেৎ" তিন বর্ণের পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণই উৎপন্ন হয়। উক্ত মহাভারতের ৪৭ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—ব্রাহ্মণাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্নসংশয়ঃ। ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈবস্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণাৎ॥ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে ও বৈশ্যা স্ত্রীতে জাতপুত্র ব্রাহ্মণ হয়।" দায়ভাগ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে :—"ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহিব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণোভবেৎ। স্মৃতাশ্চবর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাধিগম্যতে।" ব্রাহ্মণ হইতে ত্রিবর্ণীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণই হইবে। যে হেতু চতুর্ব্বর্ণ কথিত, পঞ্চমবর্ণ স্বীকৃত নহে। ব্যাসসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০মশ্লোকে লিখিত আছে :— উঢ়ায়াহ সবর্ণায়ামন্যাং, বা কামমুদ্বহেৎ। তস্যামুৎপাদিতঃপুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥ সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিয়া ইচ্ছানুসারে অপর দ্বিজকন্যা বিবাহ করিতে পারিবে। সেই অসবর্ণা পত্নীর পুত্রও পিতৃবর্ণ হইতে হীন হয় না। তৎপর লিখিত হইয়াছে :— "বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু" ব্রাহ্মণের

বিবাহিতা সবর্ণা বা অসবর্ণা দ্বিজবর্ণের সকল স্ত্রীতেই জাত সন্তানের ক্রিয়াকর্ম্ম ব্রাহ্মণানুরূপ হইবে। মনু ১০ম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে লিখিয়াছেন:— সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষত যোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ সকল বর্ণের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অক্ষতযোনি ও দ্বিজত্বসামান্যে তুল্যা পত্নীতে অনুলোমজ সন্তান জাতিতে পিতৃবর্ণ হইয়া থাকে। এই সমুদয় বচন ব্যতীত এইরূপ আরও বহুবচন দ্বারা জানা যায়, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ অম্বষ্ঠসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ নামে সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বেদবেদাঙ্গপারগ মুনি বলিয়াই খ্যাত ছিলেন এবং মুখ্য-ব্রাহ্মণের ন্যায় শর্ম্মান্ত নামে দৈব এবং পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাহা উৎকলকারিকা পাঠেও জানা যায়। যথা:—"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ। মৌদ্‌গল্য দাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥ ধন্বন্তরিঃ সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ। শাণ্ডিল্যশ্চ চন্দ্রশর্ম্মা অম্বষ্ঠা ব্রাহ্মণা ইমে॥ স্বর্গীয় পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন:— করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ। আত্রেয়ো রথশর্ম্মা চ নন্দিশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥ কৌশিকো দাশশর্ম্মা চ সেনশর্ম্মা চ মুদ্‌গলঃ॥ এই সব উৎকলকারিকা হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়, অম্বষ্ঠদের ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাপক শর্ম্মা পদবী ছিল। এইসব বচন বারিধিমহাশয়ের নয়নগোচর হইলে, তিনি কখনও লিখিতেন না "অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়; বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহেন?" বারিধিমহাশয় কি জানেন না? "আত্মাবৈ জায়তে পুত্র:" "আত্মাই পুত্ররূপে জাত হয়।" ব্যাসদেব কি মহাভারতে বলেন নাই? "যেনজাতঃ স এব সঃ" যে যৎ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সে তাহাই। ভগবান্ মনু কি তারস্বরে ঘোষণা করেন নাই "মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ" মাতা চর্ম্মধার মাত্র পুত্র পিতারই যে যৎ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সে তৎ স্বরূপ। মনু কি বলেন নাই? যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতংসুতে তথাবিধং।" যে স্ত্রী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে; সে তদনুরূপ পুত্র প্রসব করে। শ্রুতি কি বলেন নাই? "অথ যদৈব জায়াং বিন্দতেহথ প্রজায়তে তর্হি সর্ব্বো ভবতি।" বাজসনেয়ব্রাহ্মণ। পুরুষাত্মাই স্বয়ং পুত্র রূপে জায়াতে উৎপন্ন হয়।" ভগবান মনু নবম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কি বলেন নাই? "পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহ জায়তে। জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥ পতিভার্য্যা গর্ভে প্রবেশ করিয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে। যে হেতু পতি জায়াতে পুনরায় জাত হয়। সেই-হেতু জায়ার জায়াত্ব সিদ্ধ হয়। ভর্ত্তাও যে ভার্য্যাও সেই, অর্থাৎ ভর্ত্তা ও ভার্য্যা অভিন্ন। বারিধিমহাশয় একবার পরশুরামসংহিতোক্ত জাতিমালার গ্রহাচার্য্যের উৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি করুন, জাতিমালায় আছে:—"অম্বষ্ঠাদ্‌গণকোজাতো বৈশ্যাগর্ভে সমুদ্ভবঃ। নক্ষত্র তিথি যোগাদি গ্রহনির্ণয়কারকঃ। এই গণকগণেরই এক নাম গ্রহাচার্য্য, গ্রহবিপ্র। তাঁহারাও ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত। তাঁহারা যে মহারাজবল্লালের সময় অনাচরণীয় হন, তাহা ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যে স্থলে অম্বষ্ঠের অনুলোমাপসদ [illegible] সন্তানগণও বিপ্রপদ ভাক্, সেই স্থলে অম্বষ্ঠদের অব্রাহ্মণত্ব খ্যাপন কি অর্ব্বাচীনতা নহে?

বেদ ও স্মৃতি বচন দ্বারা কি প্রতীতি হয় না? পরিণীতা স্ত্রী মাত্রই ধর্ম্মপত্নী এবং তিনি সপুত্রা হইলেই জায়া নামে কথিত হন। জায়া ও পুরুষ মিলিত হইয়া একাত্মা হয়। তাঁহাদের এই রূপ সম্মিলন বিধাতৃ প্রেরিত ও অভেদ্য। ইঁহারা যেমন অভিন্ন ইঁহাদের জাত পুত্রই তদ্রূপ অভিন্ন ও একাত্মা। সুতরাং পতিপত্নী ও পুত্র একবর্ণীয় হয়। বারিধিমহাশয় "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" এই মনু বচনে অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব কোথায় পাইলেন, তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন। যে মনু ১০মঅধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকে লিখিয়াছেন:— শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে। অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্ যুগাৎ। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে পারশব অর্থাৎ অপসদ পুত্র জন্মে, সে যদি বিদ্যাগুণ সম্পন্ন হয়, সে অশ্রেষ্ঠ শূদ্রাপুত্র হইয়াও সপ্তমপুরুষে মুখ্য-ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। পারশব ব্রাহ্মণের বৃত্তির উল্লেখ করিয়া মহর্ষি উশনা বলিয়াছেন:—শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাত্যা পারশবা মতাঃ। মদ্রকাদীন্ সমাশ্রিত্য জীবেয়ুঃ পূজকাঃ স্মৃতাঃ॥ "ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান পারশব নামে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা মদ্রাদিদেশে (পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে দেবপূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।" কোষকার অমর "দেবাজীবস্তু দেবলঃ" দেবজীবী ব্রাহ্মণদিগকে শূদ্রবর্ণে স্থান দিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে দেবজীবী ব্রাহ্মণের অভাব নাই। বারিধিমহাশয় দেবজীবী ব্রাহ্মণের সংসর্গ হইতে কতদূর আত্মরক্ষা করিয়াছেন জানি না। বারিধিমহাশয় যে 'সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের' উল্লেখ করিয়াছেন:—তাঁহাদের জন্ম-বিবরণ জানিতে হইলে বিক্রমপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের "শুভ-বিবাহতত্ত্ব" নামক পুস্তক পাঠ করুন; তাহাতে অবগত হইতে পারিবেন। বিক্রমপুরের তথাকথিত সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই মুচি, হাড়ি, চামার বাগ্‌দি, এমন কি মুসলমানের কন্যা বিবাহ করিয়াও এই সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বারিধিমহাশয় গৌরবংশাবলী পাঠ করুন, তাহাতেও জ্ঞাত হইতে পারিবেন, বৈদ্যবংশাবতংস মহারাজ আদিশূর সাতশত অন্ত্যজজাতিকে বর প্রদানে মুখ্য ব্রাহ্মণ বানাইয়া তথাকথিত সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সাতশত অন্ত্যজজাতিকে যিনি বর প্রদানে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বানাইতে পারেন, তিনি কোন বর্ণীয় এবং তাঁহার স্থান কোথায়, বারিধিমহাশয় বলিতে পারেন কি? ঘটককারিকা পাঠ করুন। তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাই, ইহা ছাড়া বামুন নাই। যদি থাকে দুই এক ঘর, সাতশতী আর পরাশর। সপ্তশতীরা যে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাহা যজনব্রাহ্মণ ঘটকই বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর (দ্বিজকন্যার) গর্ভজাত সন্তান অম্বষ্ঠকে যাঁহারা অব্রাহ্মণ বলেন, তাঁহাদিগকে কিরূপ সংজ্ঞায় অভিহিত করা সঙ্গত, তাহা সুধীসমাজ নির্ণয় করিবেন। বারিধিমহাশয় একবার বিবাহমন্ত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি করুন! বিবাহমন্ত্রে যে পতিপত্নীর একীকরণের বিধান রহিয়াছে তাহা পাঠ করুন! তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, পতি ও পত্নী সপ্তপদী গমনের পর একাত্মীভূতা হয়। পত্নী-পতির গোত্রে, ধর্ম্মে ও কার্য্যে এক হইয়া যায়, তখন ব্রাহ্মণ আর বৈশ্যা থাকে না। তাহার উদাহরণ বশিষ্ঠপত্নী অক্ষমালা, মন্দ

পালের স্ত্রী সারঙ্গী, কনাদপত্নী উলকী, শুকদেবের পত্নী শুকী ইঁহারা হীনযোনি জাতা হইয়াও ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণী হইয়া সকলের পূজনীয়া হইয়াছিলেন। কুল্লুক, মেধাতিথি প্রভৃতি যজনব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য বিপথগামী হওয়াতেই বৈদ্য অধ্যাপকগণ অম্বষ্ঠের মুখাব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করার জন্ত লিখনী ধারণ করিয়াছিলেন, বৈদ্যগণকে যে বদ্যি ব্রাহ্মণ বলে, তাহা বারিধিমহাশয়ও জানেন। বৈদ্যদের সংজ্ঞাস্তবে যে 'অম্বষ্ঠ' দৃষ্ট হয়, তাহা জন্মগত নহে। যজন-ব্রাহ্মণের কুটনীতিতে এবং রাজাগণেশের আদেশের পর পুরাণে, উপপুরাণে বৈদ্য শব্দের সহিত অম্বষ্ঠ শব্দ সংযোগ হয়। বনাম দেবব্যাস সাজিয়া ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সুকৌশলে লিখিয়াছেন :—

"কেচিদ্বদন্ত্যম্বতুল্যাঃ রোগে তিষ্ঠত্যসৌ যতঃ। পিতৃবচ্চেক্ষতে রুগ্নং তেনাম্বষ্ঠঃ স কীর্ত্তিতঃ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো জ্ঞানাৎ ক্ষত্রবীর্য্যাচ্চ দৈহিকাৎ। রাজাভূবোহধিকারাচ্চ সোম্বষ্ঠশ্চচিকিৎসনাৎ॥" "কেহ বলেন যেহেতু ইনি রোগীর নিকট পিতার ন্যায় অবস্থান করেন এবং পিতার ন্যায় রোগীকে যত্ন পূর্ব্বক দেখেন, সেই হেতু অম্বষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হন্। ইনি ব্রহ্মবিষয় জ্ঞান হেতু ব্রাহ্মণ। দৈহিক বীর্য্য হেতু ক্ষত্রিয়, পৃথিবীর অধীশ্বর হেতু রাজা এবং চিকিৎসক হেতু অম্বষ্ঠ বলিয়া উক্ত হন।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এই চিকিৎসকের অম্বষ্ঠাপবাদ, "পরবর্ত্তী যুগের অর্থাৎ রাজাগণেশের আদেশের পরবর্ত্তীকালে যেমন মনু সংহিতার যজন ব্রাহ্মণগণ "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" পাঠৈকদেশ সন্নিবেশ করিয়া পবিত্র মনুসংহিতার কলেবর কলুষিত করিয়াছে, তদ্রূপ "ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদি"তেও বনাম ব্যাস নামে যে বৈদ্যের অম্বষ্ঠাপবাদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সুধী-বৃন্দ মুক্তকণ্ঠে বলেন। ইহার সবিশেষতত্ত্ব "বৈদ্যজাতির উৎপত্তি" নামক পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত ভরতশিরোমণির অভিমত পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি। অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি, এবং অম্বষ্ঠ পিতৃসদৃশ স্থানীয় জানিতে পারিয়া আত্ম-বিস্মৃত বৈদ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য অভিন্ন প্রতিপাদন করার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক নহে। বর্ণ প্রতিষ্ঠার বহুকাল পূর্ব্বে দেবতা স্থানীয় বিশ্বপূজ্য ব্রাহ্মণগণই বিদ্যাসমাপ্তি সূচক বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বারিধিমহাশয় তৎপর লিখিয়াছেন :— "তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ—এমন কি, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছেন। সেনশর্ম্মা, গুপ্ত-শর্ম্মা, ইত্যাদি রূপ উপাধি ব্যবহার করিতেছেন, ১০দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া একা-দশাহে পিত্রাদির আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেছেন, এবং অনেক বৈদ্য অধ্যাপক অধ্যাপনার প্রারম্ভে অভিবাদন কালে ব্রাহ্মণছাত্রগণের প্রতি সাগ্রহে পাদ প্রসারণ করিয়া থাকেন—তাহাতে সঙ্কোচ বোধ করেন না এবং তজ্জন্য কুফলের আশঙ্কাকে ও মনে স্থান দেন না।"

বারিধিমহাশয় বড়ই মনের ক্ষোভে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, যদি বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি মহামান্যশাস্ত্রে ও ইতিহাসে তাঁহার জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনও ঐরূপ অনুশোচনা করিতেন না। বৈদ্যব্রাহ্মণেরা যে তথাকথিত প্রসিদ্ধব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা অবিসংবাদিত সত্য। মহর্ষি বৃহস্পতি "মন্বর্থবিপরীতাতু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে।" বলিয়া

মনুস্মৃতির প্রাধান্যত খ্যাপন করিয়াছেন, সেই মনুস্মৃতি বৈদ্য-ধন্বন্তরির পূজার উল্লেখে লিখিয়াছেন :—
বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেহগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্। আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্॥
অগ্নেঃ সোমস্যচৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ। বিশ্বভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ। ৩ অঃ ৮৪।৮৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বক্ষ্যমান দেবতাগণকে সংস্কৃত অগ্নিতে বিধানানুসারে সর্ব্ব দেবোদ্দেশ্যে পক্কান্ন দ্বারা প্রতিদিন হোম করিবেন। অগ্নয়েস্বাহা, সোমায় স্বাহা অগ্নি সোমাভ্যাং স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো স্বাহা, ধন্বন্তরয়ে স্বাহা।" ইহাতে স্পষ্ট জানা যায়, মনু দেবতাগণের সহিত বৈদ্যধন্বন্তরির পূজার বিধান করিয়া দেবতা ও বৈদ্য যে অভিন্ন তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপ বহুতর বচন দ্বারা বৈদ্য-ধন্বন্তরিরও বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের পূজার বিধান যে মহর্ষিগণ বিধি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে বিধায় তৎসমস্ত বচন অধ্যাহার করিয়া পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিতে বিরত হইলাম। প্রয়োজন হইলে তৎসমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে বৈদ্যগণই জগতমান্য বিশ্বপূজ্য, শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ ছিলেন।

যে মহাভারতের জালবচন অধ্যাহার করিয়া বৈদ্যদিগকে অনাচরণীয় প্রতিপাদন করিতে বারিধিমহাশয়ের বিদ্যা গজাইয়া উঠিয়াছে সেই মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের ২৭ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে "অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ" যিনি "বৈদ্য" উপাধি প্রাপ্ত হন নাই তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। উক্ত উদ্যোগপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে আছে। "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" ইহা হইতে বৈদ্যের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক প্রমাণ আর কি হইতে পারে? বারিধিমহাশয় একবার রামগতিন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থখানি পাঠ করুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন; এই বঙ্গীয়বৈদ্যগণ স্মরণাতীত কাল হইতে নামান্তে শর্ম্মা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন "জগদ্ধর দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, নারায়ণধর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়" ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন। ধর পদবী যে তথাকথিত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের নাই এই জ্ঞান বোধ হয় বারিধি মহাশয়ের আছে। এই তাম্রশাসনের শেষাংশে "লক্ষ্মণ দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণঃ" লিখা হইয়াছে। তৎপর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বনামধন্য অক্ষয়কুমারমৈত্রেয় মহাশয় যে তাম্রশাসন হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা একবার দেখুন "মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ চন্দ্রদেবঃ কুশলী শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তান্তপাতি নান্দমণ্ডলে নেহকাষ্টি পাঠকভূমৌ। ৪০২ আঃ দ্রোণথোপরি লিখিতা ভূমিরিয়ম্ সমস্তরাজভোগকর হিরণ্য প্রত্যায় সহিত শণ্ডল্য (শাণ্ডিল্য) স্বো গোত্রায় ত্র্যর্ষি প্রবরায় মকরগুপ্তস্য প্রপৌত্রায় বরাহগুপ্তস্য পৌত্রায় সুবর্ণগুপ্তস্য পুত্রায় শান্তিবারিক শ্রীপীতবাসোগুপ্তশর্ম্মণে বিধিবদুদক পূর্ব্বকং তাম্রশাসনী কৃতা প্রদত্তা অস্মাভিঃ। ৪০৪ পৃঃ তাম্র। এই গুপ্তশর্ম্মা, বারিধিমহাশয়ের কল্পিত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের পদবী কি? কেবল তাহা নহে, প্রবাসীপত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীতে লিখিয়াছেন:—বৈদ্যগণ জাতিতে এখন ব্রাহ্মণ হইতে, স্বতঃ

হইয়া পড়িলেও আদিতে তাঁহারা ব্রাহ্মণই ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহাদের বেদ পঠন পাঠনে অধিকার বর্ত্তিয়াছিল এবং নাম হইয়াছিল বৈদ্য। অর্থাৎ বেদবিৎ, বেদপারগ, বিদ্বান্ এবং পণ্ডিত। বৈদ্যেরা এই জন্যই ব্রাহ্মণত্ব বাচক শর্ম্মা পদবী ব্যবহার করিতেন,· ইত্যাদি। বারিধিমহাশয় বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ মহামহোপধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "অর্চ্চনাতে" "বোপদেব" শীর্ষক যেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গীয়-বৈদ্যগণের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা পাঠ করুন, ভ্রম তিরোহিত হইবে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব"-গ্রন্থে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নামান্তে "সেনদেব" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি যম "শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য" শর্ম্মা এবং দেব ব্রাহ্মণের নামান্তে পদবী রূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় 'পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড ভারতবর্ষে, বঙ্গীয় বৈদ্য প্রসঙ্গ বাদ দিলেও ভারতীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর শ্রেণীবিভাগ ব্যপদেশে কনৌজীয় এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "বৈদ্যব্রাহ্মণের" অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইতিহাসের ৩৪৫। ৩৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বিকানির বৈদ্যগণ যে নামান্তে শর্ম্মা ব্যবহার করেন, তাহার উদাহরণের অভাব নাই। বিকানীর বৈদ্যব্রাহ্মণ ঘনশ্যাম চন্দ্রশর্ম্মা ১৭৯নং হ্যারিসন রোডে ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বহুদিন চিকিৎসাব্যবসা চালাইয়াছেন। তিনি বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়াই আত্মপরিচয় দিতেন। তাহার পিতার নাম ধীরমলজী চন্দ্রশর্ম্মা পিতামহের নাম রামজী চন্দ্রশর্ম্মা। চন্দ্র উপাধি যাজনব্রাহ্মণের হইতে পারে না। চন্দ্র একজন আদি বৈদ্যের নাম। মহারাষ্ট্র দেশীয় মহর্ষি অমৃতাচার্য্যের পঞ্চম কন্যা সুতৃষ্ণাকে বিবাহ করেন, তাঁহারই এক পুত্রের নাম ছিল "চন্দ্র" তাঁহার অধস্তন বংশধরগণ চন্দ্র পদবীতে গয়ার তীর্থগুরুগণ অর্থাৎ যাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কৃতার্থ হন, তাঁহারা গুপ্তশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা প্রভৃতি পদবী এখনও ব্যবহার করেন। বারিধিমহাশয় একবার সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লনাচার্য্যের আত্ম-পরিচয় পাঠ করুন, তাহাহইলে বুঝিতে পারিবেন বৈদ্যদের স্থান কোথায় ? তাঁহাদের পদবী কি ছিল ? তাঁহারা তথাকথিত সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ হইতে কত সমুচ্চ ছিলেন ? আজ সেই মহীয়সী জাতির বংশধরগণের বর্ণনির্ণয়ের জন্য বাদ প্রতিবাদ, অহো ! "কালস্য কুটিলাগতিঃ।" ১৩৩২ শালের ৭ই পৌষ মঙ্গলবারের আনন্দবাজার দেখুন, "বিদেশে ভারতের স্বার্থ কংগ্রেসে চতুর্ব্বেদীর প্রস্তাব" শীর্ষক সংবাদে বেনারসী দাশ চতুর্ব্বেদী লিখা হইয়াছে। এই তালব্য শকারান্ত দাশ মহাশয় কি যজনব্রাহ্মণ ? যে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় বৈদ্যের "জাতিতত্ত্ব" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দৈনিক বসুমতীতে বহুবার যে কংগ্রেস কর্ম্মীর নাম দত্তশর্ম্মায় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা বসুমতী পাঠে জানিতে পারিবেন। রাখালচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী বৈদ্যের নামান্তে শর্ম্মা ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

এইরূপ শত শত উদাহরণ দিতে পারি, বৈদ্যগণ প্রাচীনতম কাল হইতে সেনশর্ম্মা, গুপ্ত শর্ম্মা প্রভৃতি পদবী নামান্তে লিখিয়া আসিতেছেন। আজ যদি বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ জাতীয়

সংস্কার ও আচার গ্রহণ করিয়া সকলেই নামান্তে ব্রাহ্মণত্ব বাচক শর্ম্মা পদবী লিখিতেন, তাহা হইলে বিশ্বমসম্য বৈদ্যগণকে বর্ণসঙ্কর প্রতিপাদনের জন্য তথাকথিত পণ্ডিতগণ প্রবন্ধ লিখিতে সাহস করিতেন না; যদি ব্রাহ্মণ বর্ণজ্ঞাপক পদবীশর্ম্মা সকল বৈদ্য ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বারিধিব ন্যায় ব্যক্তি চিরবিদ্বান বৈদ্যের বিরুদ্ধে লিখনী ধারণ করিয়া যথেচ্ছাগালি দেওয়ার সুযোগ পাইত না।

তৎপর হইল বৈদ্যের অশৌচ। একদিন বৈদ্যের অশৌচ সদ্য ছিল। তাহা অম্বষ্ঠ বিরোধী রঘুনন্দনও শুদ্ধিতত্ত্বে সদ্যাশৌচপ্রকরণে উল্লেখ করিয়াছেন। কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ বলিয়া যে পরাশরের স্মৃতির প্রাধান্য, সেই পরাশরসংহিতা বলেন :— একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ। ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তু নিহীনো দশভির্দিনৈঃ। জন্মকর্ম্ম পরিভ্রষ্ট সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ। নামধারকবিপ্রস্য দশাহং সূতকং ভবেৎ॥ ৫।৩অঃ। অগ্নি ও বেদযুক্ত বিপ্রের একদিন, কেবল বেদাধ্যায়ীর তিনদিন, উভয়হীনের দশদিন অশৌচ হয়। জন্ম কর্ম্ম পরিভ্রষ্ট সন্ধ্যা ও বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মহীন নামধারী ব্রাহ্মণের দশদিন অশৌচ হয়। বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে চিরবিদ্বান্ "বিদ্বাংসোহি দেবাঃ" দেবতাস্থানীয় তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আত্মবিস্মৃতিতে ও তথাকথিত সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের কূটনীতিতে যে, বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ আচার ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয় বৈদ্যগণ যে দশাহাশৌচ গ্রহণ করেন, ইহা কি বারিধিমহাশয় অস্বীকার করিতে পারেন? মাননীয়া বিদুষী সরলাদেবীর বিবাহ যে রামভুজ দত্তশর্ম্মা চৌধুরীর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা কি বারিধিমহাশয় অবগত নহেন? বৈদ্যসংজ্ঞক ব্রাহ্মণের ব্যতীত দত্তশর্ম্মা পদবী যে তথাকথিত সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের নাই সরলাদেবীর জ্ঞাতিবর্গ যে দশাহাশৌচ গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বারিধি মহাশয়ের অজ্ঞতা তিরোহিত হইবে। বঙ্গীয়-বৈদ্যভ্রাতৃগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যদি জাতীয় আচার দশাহ অশৌচসকলে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বারিধিমহাশয়ের আক্ষেপ জন্মিত না। ইহাতে ও যদি বঙ্গীয়-বৈদ্যগণের সংজ্ঞা না হয়, তবে বুঝিব এই অধঃপতিত জাতির প্রতিভা লোপের দিন বহুদূরে নহে।

তৎপর হইল অধ্যাপনার প্রারম্ভে অভিবাদন কালে ব্রাহ্মণছাত্রগণের প্রতি সাগ্রহে পাদ প্রসারণ। এই পাদপ্রসারণ যে প্রাচীনতম কাল হইতে প্রচলিত এবং শাস্ত্রানুমোদিত তাহা বোধ হয় বারিধিমহাশয় অবগত নহেন। একবার ভগবান মনুর বিধানের প্রতি দৃষ্টি করুন; ব্রহ্মারম্ভেঽবসানে চ পাদৌগ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা। সংহত্য হস্তাবধ্যেয়ঃ স হি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ॥ ৭১।২অঃ ব্যত্যস্ত পাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ। সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ॥ ৭২।২অঃ বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ ও সমাপনের সময় শিষ্য বক্ষ্যমান রীতি ক্রমে কৃতাঞ্জলীপুটে সতত গুরুর পদদ্বয় স্পর্শ করিবে। ব্যত্যস্ত হস্তদ্বারা গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ উত্তান দক্ষিণহস্ত উপরে ও উত্তান বামহস্ত নীচে করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপদ ও বামহস্ত দ্বারা বামপদ স্পর্শ করিবে। এইরীতি চতুষ্পাঠীতে স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। বারিধিমহাশয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন কিনা জানি না। চিরকালেই বৈদ্য-অধ্যাপকগণের

পাদস্পর্শ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-শিষ্যগণ অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। তাহার উদাহরণের স্বরূপ কাব্যপ্রকাশ প্রণেতা মম্মথভট্টের উক্তি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মম্মথভট্ট নৈষধকাব্য রচয়িতা মহাকবি শ্রীহর্ষের মাতুল। তিনি অনন্তকালের জন্য যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের ৪র্থউল্লাসে শঙ্খনিনাদে ঘোষণা করিলেন :— "উভয়াভাবস্বরূপস্য চ উভয়াত্মকত্বমপি পূর্ব্ববৎ লোকপ্রত্যয়েনৈব নয়ম্বি। নতু বিরোধবিধৌ শ্রীমদাচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদাঃ। শ্রীমদাচার্য্য অভিনবগুপ্ত আমার আরাধ্যপাদ। যে কালে যজনব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ্য পূর্ণরূপে প্রকটিত ছিল, যে কালে হিন্দুরাজাদের শাসনে সমাজ পরিচালিত হইত, সেই কালে মম্মথভট্টের ন্যায় মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণকবি 'বৈদ্য' অভিনবগুপ্তকে আরাধ্যপাদ সম্বোধন করিয়াছেন, এই সংবাদে হয়তঃ বারিধিমহাশয়ের মতিভ্রম ঘটিবে। বোপদেবগোস্বামীর নিকট যে বারিধিমহাশয়ের অধ্যাপকস্থানীয় শত শত যজনব্রাহ্মণপণ্ডিত অধ্যয়ন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহা কি অবগত নহেন? একবার চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন :— বৈদ্যবংশাবতংশ সদাশিবকবিরাজ চৈতন্যমহাপ্রভুর পরমসখার ছিলেন, সদাশিবের পুত্রের নাম পুরুষোত্তম। তিনি বৈষ্ণববন্দনাগ্রন্থের রচয়িতা, চিকিৎসা-বৃত্তিক ছিলেন, তাঁহার বহুব্রাহ্মণ-ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে চারিজন সমধিক খ্যাতনামা হইয়া ছিলেন :— "তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। শ্রীমুখোমাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্যপণ্ডিতঃ॥ দেবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে। যেনৈব রচিতা পুণ্যা শ্রীমদ্বৈষ্ণববন্দনা॥" যেই মাধবাচার্য্যের পাণ্ডিত্যের স্ফুরণ সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলনকারিগণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, সেই মাধবাচার্য্য প্রমুখ ব্রাহ্মণশিষ্যগণ যে পুরুষোত্তমের পাদস্পর্শ করিয়া অধ্যয়ন করিতেন, ইহা কি বারিধিমহাশয়ের জ্ঞানগম্য হয় না? এইরূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যায় যে, প্রাচীনতমকাল হইতে বৈদ্য, অধ্যাপকগণের পাদস্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেন ও করিতেছেন। অমঙ্গলের ভয় দেখাইয়া বৈদ্য অধ্যাপকগণকে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অধ্যাপনা করাইবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মাইতে আর কি পারা যাইবে? বারিধি মহাশয় মনে রাখিবেন "তেহিনো দিবসাঃ গতাঃ"

তৎপর বারিধিমহাশয় বৈদ্য-কুলকলঙ্কদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আন্তরিকধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে সব বৈদ্য, নামের পর সেনশর্ম্মা প্রভৃতি লিখিয়া বা নিজকে জগন্মান্য বৈদ্য-ব্রাহ্মণজাতির বংশধর জানিয়াও ১৫ দিন অশৌচ পালন ও ষোড়শাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন, তাঁহারা যে বাস্তবিকই "ন হি কুক্কুট্যা অণ্ডম্ একতঃ পচ্যতে, অন্ততঃ প্রসবায় কল্পতে" র ন্যায় দুইকূল বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া জাতির অবমাননা করিতেছেন, তাহা আমরাও বলিয়া আসিতেছি। এইরূপ প্রকৃতির বৈদ্যসন্তানগণের জন্য ইহা হইতে আরও অধিকতর কিছুর ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত। বারিধিমহাশয় মনে করিবেন "যৎপাপং তেষু গচ্ছতি" তজ্জন্য সমগ্র ভারতবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণের প্রতি কেন দোষারোপ করিবেন?

তৎপর বারিধিমহাশয় বৈদ্য-প্রবোধনীতে লিখকের নাম স্বাক্ষর করেন নাই বলিয়া কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির সভাগণের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন, আমাদের ধারণা হইতেছে, বার্দ্ধক্যবশতঃ বারিধি মহাশয়ের দৃষ্টি দোষ ঘটিয়াছে, নতু বৈদ্য-প্রবোধনীর মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এতগুলি দেশমান্য সমাজবরেণ্য বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির সভাগণের নাম উল্লেখিত হওয়া সত্ত্বেও যিনি সত্যগোপন করিয়াছেন এবং পরাজয়ের আশঙ্কায় সত্য প্রচারেও আত্মগোপন করিয়াছেন, লিখিতে পারেন, তিনি চক্ষু থাকিতেও যে অন্ধ তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

তৎপর বারিধিমহাশয় বঙ্গদেশের অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তশিরোমণি গভর্ণমেণ্টের উপাধি পরীক্ষার সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের, ভট্টপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের, সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের, স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ স্মৃতি-ভূষণ মহাশয়ের ও হাতিবাগানের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপরি উক্ত বিশেষণ উল্লেখে নাম লিখিয়া লিখিয়াছেন :—"অধ্যাপক মহাশয়গণকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা যখন বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে নিঃসংশয় হইয়াছেন, তখন বৈদ্যদিগের অন্নভোজন, সমাজে তাঁহাদের সহিত একপংক্তিতে আহার, তাঁহাদিগের কুলে কন্যা আদান প্রদান করিতে পারেন কি ? বারিধিমহাশয় যাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতগণই ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যবস্থাপক। তাঁহারা শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়াই বৈদ্যদের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহারা দেবতুল্যও অশেষ ভক্তিভাজন। বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ে জাতীয় বিশিষ্টতা হইতে কথঞ্চিৎ ভ্রষ্ট হইয়া থাকিলেও ভরায়মেয়ের সংগ্রহী ও হীনকর্ম্মী তথাকথিত ব্রাহ্মণের সহিত যৌনসম্বন্ধ করিবে না। কোন বৈদ্যই অর্থ গ্রহণ করিয়া মৃতদেহ সৎকার করিবেন না, কোন বৈদ্যই দেবলব্রাহ্মণদের সহিত পংক্তিভোজন করিবেন না। যে বৈদ্যব্রাহ্মণ বরপ্রদানে সাতশত অন্ত্যজজাতিকে মুখ্যব্রাহ্মণত্বে উন্নমিত করিয়াছেন, যে বৈদ্যব্রাহ্মণ যজনব্রাহ্মণদের কুলাকুল নির্ণয় করিয়া কৌলীন্য প্রদান করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রদত্ত কৌলীন্য যজনব্রাহ্মণগণ এইক্ষণও সগর্ব্বে মস্তকে ধারণ করিতেছেন, যাঁহাদের বিভাগকৃত শ্রেণী মানিয়া এইক্ষণ ও যজনব্রাহ্মণগণ চলিতেছেন, তাঁহাদের বংশধরগণের এতই অধঃপতন ঘটে নাই যে, তাঁহারা তথাকথিত ব্রাহ্মণদের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যৌন সম্বন্ধ করিতে যাইবেন। বারিধিমহাশয় ! চন্দ্রপ্রভা পাঠ করুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকের সময়ও বঙ্গীয়-বৈদ্যদের ব্রাহ্মণ্য এতই প্রবল ছিল যে, রামসেন নামক জনৈক বঙ্গীয়-বৈদ্য, উরিষ্যাবাসী বৈদিকব্রাহ্মণ শ্যামদাস মিশ্রের কন্যা বিবাহ করিয়া সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। যথা :—"রামসেনেন স্বগৃহে নিজদুর্দ্দৈব দোষতঃ শ্যামদাসস্য মিশ্রস্য কন্যকা কটক স্থিতে।" চন্দ্রপ্রভা ১৯৬ পৃষ্ঠা। যে স্থলে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজনের ব্যবস্থা ছিল, যে স্থলে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন :—"দাসনাপিত গোপালকুল

মিত্রার্দ্ধসীরিণঃ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্ন যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" ২০ শ্লোক পরাশরসংহিতা। ভগবান মনু ৪র্থ অধ্যায়ের ২৫৩ শ্লোকে বলিয়াছেন:—"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালোদাস নাপিতৌ। এতেশূদ্রেষু ভোজ্যান্ন যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" অর্থাৎ দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীর কিম্বা যাহারা আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের সিদ্ধান্ন ভোজন করা যায়। অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সিদ্ধান্ন ভোজন করেন না। বারিধিমহাশয় শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য এইরূপ শূদ্রান্ন গ্রহণ করিয়া নৃত্য করুন! কোন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বৈদ্য পাচকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন না।

তৎপর বারিধিমহাশয় বহরমপুরের ব্রাহ্মণসভার বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বৈদ্যগণকে সেই সভা যজ্ঞসূত্র দানের অপাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি বৈদ্যব্রাহ্মণগণ সভা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন, বাঙ্গলার কথেক ব্রাহ্মণ সপ্তশতিব্রাহ্মণের ও মুচি, মুর্দ্দাফরাস, মেথর ও মুসলমান কন্যা সংস্পৃষ্ট বিধায়, তাঁহারা যজনব্রাহ্মণ পদবাচ্য নহেন, তাঁহারা অপাংক্তেয়। ইহার উত্তরে যাহা তাঁহারা বলিবেন, বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণও কি বহরমপুরের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহা বলিতে পারেন না? যদি ক্ষমতা থাকেত, যে সব মহামহোপাধ্যায় কয় অশেষ ভক্তিভাজন যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের, নাম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া প্রকাশ্য সভায় বিচার করুন, তাহা হইলে বিশ্ববাসীরা জানিতে পারিবেন, কে ব্রাহ্মণপদ বাচ্য, কে অব্রাহ্মণপদ বাচ্য হইবার যোগ্য। মহামতি রঘুনন্দন বঙ্গদেশে কথেক ব্রাহ্মণের এইরূপ ক্রূরনীতি দেখিয়াইত দৈবপৈত্রকার্য্যে কুশময় ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এই বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ যজনব্রাহ্মণ থাকিতে পিতৃকার্য্যে গুরু পুরোহিত সম্মুখে রাখিয়া কুশার ব্রাহ্মণকে পূজা করে কেন? পুরাণা কাসন্দা ঘাটিয়া লাভ নাই, এবং তথাকথিত ব্রাহ্মণদের যে প্রতিষ্ঠাটুকু এখনও অজ্ঞ সমাজে রহিয়াছে, তাহাও এতাদৃশ বাদ বিসম্বাদের ফলে চিরতরে উৎখাত হইয়া যাইবে।

বারিধিমহাশয় তৎপর বৈদ্যপ্রবোধনী'তে লিখিত 'বৈদ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ নিয়া কিচিমিচি করিয়াছেন। সেই অবান্তর বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার স্থান হইতেছেনা। তিনি লিখিয়াছেন:— "বেদজ্ঞকে বা বেদাধ্যায়ীকে 'বৈদ্য' বলে এমন কথা কোন শাস্ত্রেও নাই এবং লোক ব্যবহারেও নাই। কাশী, বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহুবেদধ্যায়ীও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন, তাহাদিগকে কেহই বৈদ্য বলে না।" এইজন্যইত নীতিকার বলিয়াছেন:—"অল্পবিদ্যাভয়ঙ্করী" এই শ্রেণীর বিদ্বানেরাইত সমাজে নানা বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছে, সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করিয়া হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়া চলিয়াছে। বৈদ্যসংজ্ঞা সম্বন্ধে পূর্ব্বে সূচনায় উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পুনঃ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বারিধিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, কালজ্ঞ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত সংহিতাদি যদি শাস্ত্র না হয় তবে শাস্ত্র কি? মহর্ষি উশনা প্রভৃতির বচন পূর্ব্বে অধ্যাহার করিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার কি বলেন দেখুন, "আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ

অধ্যয়নমধ্যাপনং চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম।" আয়ুর্ব্বেদের অভ্যাস, ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণতা, বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং চিকিৎসাই বৈদ্যের লক্ষণ। নীতিকারচাণক্য বলেন :— আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো শাস্ত্রজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ। আর্য্যশীলগুণোপেতো এষবৈদ্যো বিধীয়তে। যিনি আয়ুর্ব্বেদ সম্যক্ রূপে অভ্যস্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, আর্য্যাচার ও আর্য্যগুণসম্পন্ন তাহাকে বৈদ্য বলা যায়। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন :— আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাত্ত্বতো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ। আয়ুর্ব্বেদ উপনয়ন হেতু বৈদ্য বলিয়া কথিত। অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ডল্লনাচার্য্য সুশ্রুতের টীকায় লিখিয়াছেন :—যদ্যপি ব্রাহ্মণাদয়ঃ প্রাগুপনীতাস্তথাপি আয়ুর্ব্বেদপঠনারম্ভে পুনরুপনয়নম্ ঋক্‌যজুঃসামানি অধীত্য অথর্ব্বারম্ভে পুনর্ব্রতাবতারণম্। যদিচ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ পূর্ব্বে উপনীত হন, তথাপি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নারম্ভে পুনরুপনয়নবিধি। এই উপনয়ন তৃতীয়জন্ম রূপে গণনীয় এবং বিদ্যাসমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়াও তদ্দ্বারা বৈদ্যত্ব স্বীকৃত হয়। মহর্ষি চরকাদির বচন এইস্থলে অধ্যাহার নাই বা করিলাম। এই সমস্ত বচন যাঁহারা বিধিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন, বারিধিমহাশয় কি তাঁহাদিগকে শাস্ত্রকর্ত্তা নহেন, এবং এই সব বচন যাহাতে আছে, তাহা শাস্ত্র নহে বলিতে চাহেন? মহাভারতের, উশনসংহিতার, মনুসংহিতার ও মহর্ষিশংখের বচন সূচনার ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহারা যদি শাস্ত্রকর্ত্তা নহেন, তাঁহাদের কৃত মহামান্য গ্রন্থরাজী যদি শাস্ত্র না হয়, তবে রঘুনন্দনের পঞ্চাননের এবং বারিধিমহাশয়ের লিখিত পুস্তকাবলী কি শাস্ত্র? তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। শাস্ত্রকর্ত্তাগণত স্পষ্ট বলিয়াছেন, বেদত্রয় অধ্যয়নান্তে পুনঃ উপনীত হইয়া যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলন করেন, তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলে। কাশী, কাঞ্চি, বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশেও যাঁহারা বেদাদি অধ্যয়নান্তর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা করেন, তাঁহাদিগকে এখনও বৈদ্য বলে। যাঁহারা পুণ্যতমাচিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলন করেন না, তাঁহারা চতুর্ব্বেদ অধ্যয়নকরিলেও বৈদ্য উপাধি যে প্রাপ্ত হইতে পারেন না, এই জ্ঞান যাঁহার নাই; তাঁহার প্রতিশাস্ত্রোপদেশ নিরর্থক। বর্ত্তমানে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষপরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইলেও "ডাক্তার" উপাধি লাভ করা যায় না। তাঁহাদের জন্য বিশেষ গবেষণা করার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শিক্ষার ক্রমবিকাসের জন্য যেমন বি এ, এম এ, প্রভৃতি উপাধির ব্যবস্থা হইয়াছে। তদ্রূপ প্রাচীনতম কালেও দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী প্রভৃতি বেদাধ্যয়নের তারতম্য অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাঁহারা কেবল সামবেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে সমাধ্যায়ী, মীমাংসা শাস্ত্রের অধ্যয়নকারীকে মিশ্র, বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়নকারীকে বৈদান্তিক বলে এবং বর্ত্তমান সংস্কৃতকলেজের পরীক্ষায় যেমন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নকারীকে স্মৃতিতীর্থ, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নকারীকে ষড়্দর্শনতীর্থ, ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নকারীকে যেমন ন্যায়তীর্থ উপাধি দেওয়া হয়, তদ্রূপ প্রাচীনতমযুগে যাঁহারা বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয়বার উপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করতঃ পুণ্যতমাচিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাঁহারাই সর্ব্বোচ্চসম্মানসূচক বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। বিদ্যাপরিসমাপ্তিসূচক যেমন বৈদ্য

উপাধি ছিল, তদ্রূপ দ্বিতীয়বার উপনীত হইতেন বলিয়া 'দ্বিজ' উপাধিও তাঁহাদের হইত। যখন বর্ণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল না, "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রমাসীদেকমেব" ছিল, তখনই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি সর্ব্ববিদ্যায় বিভূষিত হইয়া দ্বিতীয়বার উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই কেবল বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জ্ঞান বারিধিমহাশয়ের থাকিলে, কখনও বেদাধ্যায়ী মাত্রকে বৈদ্য সংজ্ঞায় অভিহিত করার প্রয়াস পাইতেন না।

তৎপর বারিধিমহাশয় লিখিয়াছেন:— "আয়ুর্ব্বেদ বেদ হইলে" বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে "বেদাশ্চত্বারঃ" বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের পৃথক উল্লেখ থাকিত না। ভাগবতাদি শাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদকে উপবেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হা কপাল! এই জন্যই ত অনীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকে, মুষলো-দূখলবৈষ্ণব ভোতা ভোতা তবৈবচ। যদি বারিধিমহাশয় ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিতেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণীয় "বেদাশ্চত্বরঃ" পাঠ লিখিয়া আয়ুর্ব্বেদ'ক অবেদ বলার চেষ্টা করিতেন না। ব্রহ্ম সংহিতা বলেন:— ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বান্ দৃষ্টাবেদান্ প্রজাপতিঃ। বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চৈবায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ। কৃত্বাতু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ। সতন্ত্র সংহিতাং তস্মাদ্ ভাস্করশ্চ চকার সঃ॥ বেদচতুষ্টয়ের অর্থ চিন্তা করিয়া ও সারসংগ্রহ করিয়া প্রজাপতি পঞ্চমবেদ স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মসংহিতায় এই বচন লিখিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মসংহিতা সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ বলেন:— বিধাতাঽথর্ব্বসর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্। স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্॥ প্রথমতঃ ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বনামে অর্থাৎ ব্রহ্মসংহিতা নামে একখানি সংহিতা প্রণয়ণ করেন। এই (পঞ্চমবেদ) আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদ বলেন:—সব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ববেদপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বণে জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।" ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববেদ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে:— বেদাহ্যমৃতাঃ বেদ সকলই অমৃত। মহর্ষি চরক বলেন "আয়ুর্ব্বেদোহমৃতানাং শ্রেষ্ঠঃ। আয়ুর্ব্বেদ অমৃত সকলের (বেদ সকলের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ৮. মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন:—তস্মায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাংমতঃ। মহর্ষি সুশ্রুত বলেন:—চিকিৎসিতং পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি শুশ্রুমঃ। ফলতঃ প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ উপকারিত্ব ও পুণ্যত্ব হেতুতে আয়ুর্ব্বেদই সকল বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন:— স্মৃতিশ্রুতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে। তত্রশ্রুতেঃ প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হইলে বেদ বাক্যই প্রামাণ্য। স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ হইলে স্মৃতি বাক্যই গ্রহণীয়। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের উক্তি হইতে যে ব্রহ্মসংহিতার উক্তি প্রামাণ্য তাহা কি অস্বীকার করা যায়?

তৎপর বারিধিমহাশয় লিখিয়াছেন:— যে বিদ্যা অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ রূপ বিদ্যা যে জানে বা অধ্যয়ন করে এই অর্থে বৈদ্য, ইহার অর্থ- চিকিৎসক। পূর্ব্বে.. উশনা, হারিত ও ব্যাসদেবাদি মহর্ষিগণের বহু বচন অধ্যাহার করিয়াছি। যে বেদত্রয় অধ্যয়ন. সমাপন করিয়া পুনঃ

উপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাসমাপ্ত করিতেন, তাঁহারাই কেবল বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। বারিধিমহাশয়ের বিদ্যা—বিদ্য অন্‌ বা ষ্ণ= বৈদ্য। ইহাতে জাতির বিচার নাই। ব্রাহ্মণাদি যে কোন জাতীয় মনুষ্য চিকিৎসা ব্যবসায় করিলে তাহাকেই বৈদ্য বলা যায়। তাঁহার বিদ্যার দৌড় মহর্ষিগণকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। এইজন্যই হয়তঃ প্রকাশ্যভাবে "ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদ সভা" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই জন্যই বঙ্গীয়-যজনব্রাহ্মণ চিকিৎসকগণ—বৈদ্যব্রাহ্মণদিগকে সভায় যোগদান করার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বারিধি-মহাশয় বোধ হয় মন্বাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। অধ্যয়ন করিলে, কখনও লিখিতেন না যে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার অনুশীলন করিয়া বৈদ্য হইতে পারে। ভগবান্ মনু দশম অধ্যায়ের ৯৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন:— "যো লোভাদধমোজাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্ম্মভিঃ। তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ। যদি কোন নীচ জাতীয় লোক উচ্চ জাতীয় লোকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা রাজার কর্ত্তব্য। হিন্দুরাজা থাকিলে এই শাস্ত্রবেত্তার গলায় দড়ী বাঁধিয়া ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিত। মনু ১০ম অধ্যায়ের ৮১।৮২।৮৩ শ্লোকে ব্রাহ্মণের আপৎ কালীয় বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আপদ্‌কালে নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ বৃত্তির উল্লেখে ৮৬।৮৭।৮৮।৮৯ শ্লোকে বহুবিধ দ্রব্য বিক্রয়ের নিষেধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিষ, সোম, লতা রস, গন্ধবিশিষ্টকর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, ঘৃত, তৈল, গুড়, মধু, লবণ, নীল, লাক্ষা প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি বিষবটিত বটী, গন্ধদ্রব্য বিশিষ্ট কর্পূরাদিবটী, বৃহচ্ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঘৃত, যাবতীয় পাচিততৈল, ভাগীগুড় প্রভৃতি ঔষধ অভয়ালবণ প্রভৃতি লবণ বিশিষ্ট ঔষধ, মধু সংযুক্ত মোদকাদি লাক্ষাসংযুক্ত তৈল বিক্রয় না করিয়া কেহ চিকিৎসা করিতে পারেন? মনু কি ৯২ শ্লোকে বলে নাই? সদ্যঃ পতিত মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ। ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ৯৩ শ্লোকে কি বলেন নাই? ইতরেষান্তু পণ্যানাং বিক্রয়াদিহ কামতঃ। ব্রাহ্মণঃ সপ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিয়চ্ছতি॥ ব্রাহ্মণ মাংসাদি ভিন্ন অন্য প্রতিসিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সাতদিন বিক্রয় করিলে, বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪র্থ অধ্যায়ের ১৪৯ শ্লোকে দৈবকর্ম্মে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবে না। কিন্তু পিতৃকর্ম্মে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবে, বিধান করিয়া ১৫২ শ্লোকে "চিকিৎসকান্ দেবলকান্" বলিয়া চিকিৎসকব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধ কার্য্যে বরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা বলিবার হেতু যে, চিকিৎসা পুণ্যতমাবৃত্তি, ইহা দেববৃত্তি। শাস্ত্রে কোন বৃত্তিকে পুণ্যতমা বলেন নাই। যাহা "দ্বিজ" শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বৃত্তি তাহা কখনও সাধারণ ব্রাহ্মণের হইতে পারে না। ১০ম অধ্যায়ের ৭৮ শ্লোকে মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন:—আপৎকালেও ক্ষত্রিয়গণ ও বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণের যাজনাদি বৃত্তিত্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেই রূপ যজন ব্রাহ্মণগণও বৈদ্যব্রাহ্মণদের পুণ্যতমা

বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন না। কর্ম্মলোচন বলেন :— স্বকর্ম্মাণি পরিত্যজ্য অর্থলোভেন যো দ্বিজঃ। চিকিৎসাং কুরুতে হ্যাশু পাতিত্যং সোঽধি গচ্ছতি। টীকাকার লিখিয়াছেন :—অত্র দ্বিজপদং যজনব্রাহ্মণপরম। যে হেতু বৈদ্যব্রাহ্মণগণ 'ত্রিজ'। স্মৃতিকার বলেন :— চিতাঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চ যূপং চণ্ডালমেব চ। ব্রাহ্মণং ভিষজং স্পৃষ্ট্বা সচেল জলমাবিশেৎ। পূর্ব্বশ্লোকে দ্বিজঃ পর শ্লোকে ব্রাহ্মণপদ উল্লেখিত হওয়াতে চিকিৎসাবৃত্তি যে, বৈদ্য উপাধিক ত্রিজশ্রেণীর ব্রাহ্মণের ছিল, তাহা দৃঢ়তর রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। কোন এক আত্মজ্ঞানহীন বৈদ্যসন্তান নিজের আভিজাত্যের বিশিষ্টতার বিষয় জ্ঞাত না হইয়া জাতির অপমানকর "প্রতিভারবিকার" দ্বিতীয়পর্য্যায়ে নিজের বংশাবলীর পরিচয় দিতে যাইয়া যে রূপ অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহা বাস্তবিক অত্যন্ত ঘৃণার্হ। ধন্বন্তরিগোত্রীয় বিনায়ক সেন বংশসম্ভূত বিষ্ণুপ্রসাদ, সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ধন্বন্তরির বংশধরগণ কুত্রাপি যে 'সেনগুপ্ত' লিখিতেন না; তাহা অবিসংবাদিত সত্য। অথচ বিষ্ণুপ্রসাদের পরবর্ত্তী চারিপুরুষের নামান্তে 'ঠাকুর' উপাধি লিখিত হইয়াছে। ঠাকুরের পূর্ব্ববর্ত্তীর নাম সেনগুপ্ত লিখা কিরূপ নীতি-বিরুদ্ধ সুধীগণ বিচার করিবেন। বাস্তবিক ধন্বন্তরি যে, দেবতাস্থানীয় বিশ্বপূজ্য ছিলেন, তাহা মহাভারতেও ব্যাসদেব "ধন্বন্তরিস্ততোদেবো বপুষ্মানুদতিষ্ঠত" বলিয়া দেবতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গরুড়পুরাণ "ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবোধন্বন্তরির্হ্যভূৎ" বলিয়া ধন্বন্তরিকে দেবতাস্থানীয় বৈদ্য বলিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার "নারায়ণাংশো ভগবান্ স্বয়ং ধন্বন্তরির্ম্মহান্" বলিয়া দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ভগবান্ মনু "বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ" লিখিয়া ধন্বন্তরির পূজার বিধান করিয়াছেন। এই অবিশ্বাসের যুগেও ধন্বন্তরির পূজা হইতেছে। বিশ্বপূজ্য দেবতাস্থানীয় ধন্বন্তরির বংশধর যে এইরূপ ভাবে আত্মজ্ঞানহীন হইতে পারে, তাহা কখনও কল্পনায় আসে নাই। সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত নামান্তে লিখিলে বর্ণসঙ্কর জাতিতে যে পরিণত হইতে হয় তাহা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। প্রতিভার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লিখক ক্রমশঃ নিজ হইতে ঊর্দ্ধ চারিপুরুষের নামান্তেও গুপ্ত লিখিয়াছেন। এই চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে গুপ্ত আমদানী হইয়াছে যে এখনও পঞ্চাশ বৎসর গত হয় নাই। লিখকের পিতাও সেনগুপ্ত নাম স্বাক্ষর করেন না। এই ধন্বন্তরি বংশে বহুখ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেহই গুপ্তান্তনামে আত্মপরিচয় দেন নাই। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তাহার জ্ঞানবত্তার ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সব কীর্ত্তি বৈদ্যদের দেখিয়াইত বারিধিমহাশয় বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতিটাকে চণ্ডালের সহিত তুলনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রতিভার দ্বিতীয়পর্য্যায়ের লিখক "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" পাঠ কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা জানিতে চাওয়াতে এই স্থলে প্রতিভাবিকারের পরিচয়টী দিলাম। এই প্রবন্ধ পাঠে লিখকের ভ্রম বিদূরিত হইলে শ্রমসার্থক মনে করিব। তিনি বৈদ্য-হিতৈষিণীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মাশাস্ত্রী মহোদয়কে অত্রিসংহিতার ও যমসংহিতার বচন দ্বয়ের মীমাংসা করার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। শ্লোকদ্বয় যথা। আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো

নক্ষত্রপাঠক শ্চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যান্তে বৃহস্পতি সমা যদি। অত্রি শ্যাবদন্তোথ বৈদ্যাশ্চ অসদালাপ ক খ্যা। হব্যে শ্রাদ্ধে চ দানে চ বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ। যম। এই শ্লোকদ্বয় জগৎবন্দ্য বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। এই বচন দুইটী শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশক লক্ষণে লিখিত হইয়াছে। যে, ব্রাহ্মণ বস্ত্রব্যবসায়ী, যে ব্রাহ্মণ চিত্রকর, যে ব্রাহ্মণবৈদ্য, অর্থাৎ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, যে ব্রাহ্মণ নক্ষত্রপাঠক অর্থাৎ দৈবজ্ঞ গৌরকর্ম্ম করে, এই চতুর্ব্বিধ বিপ্র বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান্ হইলেও পূজনীয় নহে। যে ব্রাহ্মণের শ্যাবদন্ত, যে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক, যে ব্রাহ্মণ অসদালাপ করে, তাহাদিগকে পিতৃকার্য্যে অর্থাৎ শ্রাদ্ধকার্য্যে ও দানকার্য্যে যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণ যজনব্রাহ্মণপর বুঝিতে হইবে। যেহেতু ত্রিজশ্রেণীর বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে সর্ব্বত্র পূজ্য তাহা বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছি। চিকিৎসাকার্যে যে যজনব্রাহ্মণের অধিকার নাই, তাহাও পূর্ব্বেউদ্ধৃত করিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ন যিনি পণ্ডিতরাজ উপাধিতে গৌরবান্বিত ছিলেন। তিনি বোপদেবশীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণ চিকিসায় গর্হিত। ভগবান্ মনু তুল্যরূপে চিকিৎসাব্যসায়ী ব্রাহ্মণকে অপাংক্তেয় করিবার জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন ও ব্রাহ্মণ চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্যনির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে নয় মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও মনুর ব্যবস্থা বেদবৎ আদৃত, পূজিত ও আচরণীয় হইয়া আসিতেছে। এই অনাচারের দিনেও শাস্ত্রগর্হিত অনাচারের সমর্থন করিতে পারে না। আর যে সময়ে শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল। শাস্ত্রের বিধি নিষেধগুলি কঠোরতার সহিত সমাজে পালিত হইত, শাস্ত্রজ্ঞ বোপদেব যজনব্রাহ্মণ হইয়া সেই সময়ে যজনব্রাহ্মণের পক্ষে প্রতিসিদ্ধ শাস্ত্রগর্হিত তাৎকালিক সমাজে অভিনিন্দিত কার্য্য করিবেন কেন? স্বাধীনদেশে বাস করিয়া অন্নাভাবের তাড়নায় ভূবৃহস্পতি ও ভূনাগেন্দ্র বোপদেবের যে এইরূপ কুৎসিত জীবিকা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আবার তিনি সেই জীবিকা অনুষ্ঠানে লজ্জিত না হইয়া দুন্দুভিনিনাদে তাহা জগতে শুধু তৎকালের জন্য নহে, অনন্তকালের জন্য অক্ষয়রূপে বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সঙ্গে পূজনীয় পিতৃদেবের, পূজনীয় গুরুদেবেরও সেই দুরপনেয় কলঙ্ক কথাকে রাষ্ট্র করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে আমরা একান্ত অসমর্থ। বোপদেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জ্যোতিঃ স্ফুরণ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আমি বোপদেবকে যজনব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্গত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজের গৌরব ঘোষণায় অসমর্থ হইতেছি। সত্যের অনুরোধে নিরতিশয় দুঃখের সহিত বলিতেছি, তিনি জাতিতে বৈদ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই তর্করত্নের প্রতিভার নিকট বারিধি মহাশয় বা প্রতিভার লিখক খদ্যোত সমতুল্য হইবেন কি? প্রতিভার দ্বিতীয়পর্য্যয়ের লিখক মুচি, চামার, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, হাড়ি, কুমার, ধোপা, নাপিত, বর্ত্তমানে সকলেরইত চিকিৎসাবৃত্তিক এইজন্য সকলেই বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে লিখিয়াছেন। প্রতিভার দ্বিতীয়পর্য্যয়ের লিখক এই সকলের মধ্যে কাহাদের সজাতিত্ব তজনা করিতে চাহেন জানি না। শঙ্করাচার্য্যের

উক্তি মনে রাখিবেন। "মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষমেতি। মন্যেঽস্খলতোঽয়মনুগ্রহমে। অন্যত্র বলিয়াছেন:—দদতু দদতু গালি র্গালিবন্তোভবন্তঃ। বয়মিহ তদভাবাৎ গালিদানেঽসমর্থঃ যত পারেন নিন্দা করুন, যত পারেন গালি দিন; চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সভ্যগণ তজ্জন্য কুপিত হইবে না। মনে রাখিবে "দুরন্ত শোভতেমূর্খোযাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাসতে" মনে রাখিবে "সঃ হি শূদ্রসমস্তাবৎ যাবদ্বেদে ন জায়তে।" বারিধিমহাশয় ও লিখিয়াছেন, ইহাতে জাতির বিচার নাই, ব্রাহ্মণাদি যে কোনও জাতিষ মনুষ্য চিকিৎসা ব্যবসায় করিলে তাহাকেই বৈদ্য বলা যায়। ধন্য পাণ্ডিত্য! ধন্য জলের নিম্নগামিত্ব! ধন্য যজনব্রাহ্মণত্ব! একটুকু কষ্ট স্বীকার করিয়া দেবর্ষি নারদের বচনটী পাঠ করুন্:—

"অন্যজাতিকৃতঃ পাকোঽস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ।
ইতিসিদ্ধায় মতিমান্ বৈদ্যঃ পাকে নিয়োজয়েৎ॥
মোহাদ্দ্বিজাতি বর্ণাদ্যৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥"

ঔষধ বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোন জাতি কর্তৃক পাচিত হইলে, তাহা সকল জাতিরই অস্পৃশ্য হয়। ভ্রমবশতঃ দ্বিজাতির পাচিত ঔষধ সেবন করিলে শূদ্রেরাও প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। এবং দ্বিজজাতিরা সেবন করিলে জাতি ভ্রষ্ট হন।" এইস্থলে দ্বিজপদ উল্লেখ হওয়ায় যজন ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণকেই অবরোধ করিতেছে। যে হেতু বৈদ্যগণ ত্রিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

এইপর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা দ্বিতীয়বার উপনীত হইয়া 'ত্রিজ' উপাধি এবং অষ্টাদশবিদ্যা অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া সমুচ্চসম্মানসূচক 'বৈদ্য' উপনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিকারী ছিলেন।

যজনব্রাহ্মণগণ যেমন হীনবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন, তদ্রূপ বৈদ্যগণও স্বকর্ম্ম ভ্রষ্ঠ হইয়াও বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। অন্য কোন জাতি পুরুষানুক্রমে চিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলন করিলেও সে জাতিতে বৈদ্য বলিয়া আত্মখ্যাপন করিতে পারে না।

বারিধিমহাশয় তৎপর বৈদ্যের পত্নীকে 'বৈদ্যী' নির্দ্দেশ করায় জন্য সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন বিদ্যা জানার জন্য পুরুষ বৈদ্যপদ বাচ্য, তাদৃশ পুরুষের সহিত বিবাহ সংযোগ হেতুতেই তাঁহার পত্নী বৈদ্যী। তাহা কি বৈদ্যগণ অস্বীকার করেন? অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া যাঁহারা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাদৃশ বৈদ্যদের পত্নীর নাম বৈদ্যী হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। যদি কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণের পত্নী ব্রাহ্মণী হইতে পারেন, তবে বৈদ্যের পত্নী বৈদ্যী হইতে পারিবেন না কেন? তবে বৈদ্যের স্ত্রীগণ ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণী বলিয়াই পরিচিত এবং বঙ্গদেশেও একদিন বৈদ্যদের স্ত্রীগণ ব্রাহ্মণী বলিয়া সমধিক মাননীয়া ছিলেন।

বারিধিমহাশয় তৎপর লিখিয়াছেন :—জাতি বিশেষ বৈদ্যজাতি যথা :- চাণ্ডালো ব্রাত্য-বৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ। বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তে অপসদাস্ত্রয়ঃ॥ শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন পুত্র চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র ব্রাত্য এবং বৈশ্যাতে উৎপন্ন পুত্র বৈদ্য এই তিন জাতি অতিনিকৃষ্ট। একটা প্রবাদ আছে, "সাতকাণ্ড রামায়ণ" পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সীতা কাহার বাপ। বারিধিমহাশয়ের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ নহে কি ? যে মহাভারতে বৈদ্যকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, যে মহাভারতে বৈদ্য উপাধি যাঁহারা প্রাপ্ত হন্ নাই, তাঁহা-দিগকে অব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে মহাভারতে বৈদ্যকে প্রতিলোমজবর্ণসঙ্কর সাব্যস্থ করাকি সম্ভবপর হইতে পারে ? যে মনু বৈদ্য ধন্বন্তরির পূজার বিধান করিয়াছেন, যে মনু বৈদ্যের অপকার না করার জন্য তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, যে মনু অনুলোম বিলোম সমস্তজাতির উৎপত্তির বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, যে মনুর বচনের বিপরীত বা বিরুদ্ধ বচন গ্রহণীয় নহে বলিয়া বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সেই মনুর বচন ও মহাভারতের বচন বিরোধী, জাল বচন বারিধিমহাশয়ের পক্ষেই উপস্থিত করা সাজে। বারিধিমহাশয় কি মনে করিয়াছেন এই জালবচনের তত্ত্ব বৈদ্যেরা অবগত নহেন। শাস্ত্রীয়গ্রন্থ প্রচারের নাম করিয়া পণ্ডিতমহাশয় যে, এই বচনের বেদ্য স্থলে বৈদ্য করিয়াছেন, ইহা কি বৈদ্যেরা জানেন না। যাহাদিগকে বাদিয়া বলে সেই সকল অনাচরণীয় মাল বৈদ্যদের সহিত যে অনেক বঙ্গন ব্রাহ্মণের যৌন সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাহা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের "শুভবিবাহতত্ত্ব" পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। যে জাতি সাতশত অন্ত্যজ জাতিকে ব্রাহ্মণ বানাইয়াছেন, যে জাতির প্রদত্ত কৌলীন্য এখনও সগর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ শীর্ষে ধারণ করিতেছেন, যে জাতি অনাচরণীয় বলিয়া আড়াইশত ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যে জাতি ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগ করিয়া মেল বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, যে জাতি ব্রাহ্মণদের ভাগ্য নিয়ামক ছিলেন, যে জাতি ব্রাহ্মণদের অধ্যাপক ছিলেন, যে জাতির পাদস্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ অধ্যয়ন করিতেন, যে জাতির দান গ্রহণ করিয়া ও পাচিত ঔষধ সেবন করিয়া ব্রাহ্মণগণ দেহ পবিত্র করিতেন এইক্ষণও করিতেছেন, সেই বিশ্বপূজ্য বৈদ্যজাতিকে প্রতিলোমজাত বর্ণসঙ্কর অভিহিত করার জন্য জালবচন উদ্ধৃত করা কিরূপ ধৃষ্টতার কার্য্য তাহা সুধী সমাজ বিচার করিবেন। যে স্থলে ঋগ্বেদ :—"ঔষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়া মসি" বলিয়াছেন। যাহার ব্যাখ্যায় মহামতি পণ্ডিত সায়ন লিখিয়াছেন :—যস্মৈ রুগ্নায় ব্রাহ্মণঃ ঔষধি সামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণোবৈদ্যঃ কৃণোতি করোতি চিকিৎসাম্"। যেস্থলে অথর্ব্ববেদ "গুরুবৎ ভাবয়েৎ রোগী বৈদ্যং তস্য নমস্ক্রিয়াং মুনয়োযদিগৃহ্নন্তি তে ক্রবং দীর্ঘরোগীনঃ॥ রোগী বৈদ্যকে গুরুবৎ ভাবনা করিবে। মুনিগণও যদি বৈদ্যের নমস্কার গ্রহণ করেন, অর্থাৎ প্রতিনমস্কার না করেন, তবে তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল রোগী হইয়া থাকিতে হয়। যে স্থলে মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন :—"উপনয়নীয়স্তু ব্রাহ্মণঃ * * পুষ্পৈলাজৈর্ভক্তৈরত্নৈশ্চ দেবতাঃ বিপ্রান্ ভিষজশ্চ পূজয়িত্বা দার্ব্বীহোমিকেন বিধিনা

শ্রবেণাজ্যাহুতি জুহুয়াৎ লিখা রহিয়াছে। অর্থাৎ উপবীত ব্রাহ্মণ দেবতার সহিত সমভাবে বৈদ্যকে পূজা করিবার বিধান রহিয়াছে, যে স্থলে অবতার রূপী শঙ্করাচার্য্য "ভিষগসৌ হরিরেবতনুভৃতঃ বলিয়া বৈদ্যকে শরীরধারী বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে স্থলে মনু "বিপ্রানাং জ্ঞানতো জ্যেষ্ঠাং, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বানকে (বৈদ্যকে) শ্রেষ্ঠ নির্ণয় করিয়াছেন, যে স্থলে অগ্নিবেশ "যচ্চৌষধং বিকারাণাং সর্ব্বং তবৈদ্যসংশ্রয়ম্। প্রাণাচার্য্যং বুধস্তস্মাৎধীমন্তং বেদপারগম্। অশ্বিনাবিবদেবেন্দ্রঃ পূজয়েদিতিশক্তিতঃ। লিখিয়া বৈদ্যের পূজার বিধান করিয়াছেন, যে স্থলে মনু ৪র্থ অধ্যায়ের ১৭৯ শ্লোকে "বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতি সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ? পাঠ লিখিয়াছেন, অথচ বৈদ্যের উৎপত্তি লিখেন নাই। সে স্থলে মহর্ষি ব্যাসদেব বৈদ্যের উৎপত্তি শূদ্রের ঔরষে বৈশ্যকন্যার গর্ভে লিখিয়াছেন উল্লেখ করা কি ধৃষ্টতার পরিচায়ক নহে? যে স্থলে পদ্মপুরাণকার "সব্যাহৃতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাংপ্রণবেন চ। উপনীতঃ পঠেদ্বৈদ্যোনরসিংহার্চনং চরেৎ॥ প্রণবাদ্যৈঃ স্বাহাদ্যৈশ্চ মন্ত্রস্যাহরণং চরেৎ। লিখিয়া বৈদ্যের যাজনিক বৃত্তিও যে ছিল প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে স্থলে মনু দশম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে অধীয়ীরংস্ত্রয়োবর্ণাঃ কর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ। প্রব্রুয়াদ্ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ লিখিয়া পুনঃ তাহা সুস্পষ্ট করার জন্য ৭৭ শ্লোক লিখিলেন, "ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি। অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ।" লিখিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণের এমন কি দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের ও অধ্যাপনাদি কর্ম্মে অধিকার নাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার তারস্বরে বলিয়াছেন:—"অধ্যয়নমধ্যাপনং চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম্।" কেবল তাহা নহে, মহর্ষি উশনাও "তেষাং বৃত্তিশ্চ বিজ্ঞেয়া চিকিৎসাধ্যাপনাদিকা।" লিখিয়াছেন। যে স্থলে মহর্ষি কাত্যায়ন ও "নাবিদ্যানান্ত বৈদ্যোন" অর্থাৎ অবৈদ্যকে বৈদ্য বিদ্যাধন দান করিবেন না উল্লেখ করিয়াছেন, যে স্থলে মহর্ষি গৌতম:—"স্বয়মর্জ্জিতমবৈদ্যেভ্যো বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ।" লিখিয়াছেন, যে স্থলে এক অধ্যাপনা দ্বারা বৈদ্যের বিশুদ্ধব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়, সেই স্থলে যে মহর্ষি ব্যাসদেব বৈদ্যগণকে প্রতিলোমজাত বর্ণসঙ্কর নির্দ্দেশ করার উক্তি করা কি মূর্খতা ব্যঞ্জক নহে? যে স্থলে অগ্নিপুরাণ স্পষ্ট বলিয়া গেলেন:—"ক্ষত্রিয়বৈশ্য শূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকম্। তথান্য বর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ॥" ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদিগের গোত্র এবং প্রবর এবং বর্ণসঙ্করদিগের গোত্র ও প্রবর যাজক ব্রাহ্মণদের গোত্র ও প্রবর হইবে। অথচ যাজক-ব্রাহ্মণদের গোত্র নির্ণয়ে লিখা হইল "সর্ব্বেদ্বিচত্বারিংশদ্গোত্রাঃ ব্রাহ্মণাঃ। যাজকব্রাহ্মণদের গোত্র বিয়াল্লিশ। তৎস্থলে বৈদ্যদের গোত্র উল্লেখে লিখিত হইল "পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতাস্তস্মাদ্গোত্রাভিষককুলে" বৈদ্যের গোত্র পঞ্চাশ, অর্থাৎ ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, আদ্য, শালঙ্কায়ন, ধ্রুব, জম্বু ও মার্কণ্ডেয় এই আটগোত্র যজনব্রাহ্মণদের নাই। তাহার কারণ এই সমস্ত ব্রহ্মসৃষ্ট ব্রাহ্মণগণের সন্তানগণ যাজনিক কর্ম্ম অপকর্ম্ম মনে করিয়া অধ্যাপন ও পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তি নিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের গোত্র

বৈদ্যব্রাহ্মণেতর জাতিবাপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই। এই গোত্র প্রবরের বিধান হইতেও জানা যায়, বৈদ্যগণ ব্রহ্মসৃষ্ট মুখ্যব্রাহ্মণ এবং হবিবংশপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, বহুযজন-ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর প্রভৃতি বিশ্বপূজ্য বৈদ্য হইতে হইয়াছে। প্রতিলোমজ দূরের কথা, যদি ব্রাহ্মণের অনুলোমজাত সন্তান বৈদ্য হইতেন, তবে ধন্বন্তরি প্রভৃতি গোত্র যজনব্রাহ্মণের থাকিত। যখন বৈদ্যের এই আট গোত্র ব্রাহ্মণের নাই, শাস্ত্রকারগণও উল্লেখ করেন নাই, তদবস্থায় যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে ধন্বন্তরি প্রভৃতি আট গোত্রের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে; হয়তঃ ঘটনা বিপর্য্যয়ে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতিতে আত্মগোপন করিয়াছেন, না হয়, বৈদ্যের ঔরসে তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ "বৈদ্যজাতির উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে জানা যাইবে। এমতাবস্থায় যাঁহারা বৈদ্যগণকে প্রতিলোমজ বর্ণ-সঙ্করজাতি বলিয়া অনাচরণীয় সাব্যস্থ করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা কৃপার পাত্র কিনা সুধীবৃন্দ বিচার করিবেন।

বারিধিমহাশয় একবার হাতের লিখা পুরাতন মহাভারত দেখুন, তাহাতে লিখা রহিয়াছে "চাণ্ডালো ব্রাত্য বেদ্যোচ" যাহাকে বেদ্য অর্থাৎ বাদিয়া বলে তাহারাই প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্করজাতি। সেই বাদিয়াদিগকে বারিধিমহাশয় কি দেখেন নাই? চণ্ডালের ন্যায় বাদিয়াগণ যে অনাচরণীয় জাতি তাহা কি কেহ অস্বীকার করে? যদি বিশ্বপূজ্য বৈদ্যগণ সেই অনাচরণীয় জাতি হয়, তবে এমন কোন যজনব্রাহ্মণ আছেন কি? যাহার বর্ণসঙ্করত্ব বা চণ্ডালত্ব ঘটে নাই? ইহারাইত "শাস্ত্রাণ্যধীত্যভবন্তি মূর্খাঃ" ইহা যে, বঙ্গবাসীপ্রেসে ছাপান মহাভারতের কার্য্য তাহা কে না জানে? অসত্যকে সত্যের আবরণে আবৃত করার চেষ্টা করাতেই বঙ্গবাসীপত্রিকার সম্পাদকমহাশয় প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করিতে পারেন নাই। ইহা কে না জানে? যদি জগৎমান্য বৈদ্য-ব্রাহ্মণজাতি চণ্ডাল-জাতির সজাতিত্ব ভজনা করেন, তবে যজনব্রাহ্মণদের স্থান কোথায় যাইয়া দাঁড়ায় তাহা একবার বারিধিমহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করুন, আপস্তম্ভ গম্ভীরনাদে বলিয়াছেন :—"যস্যান্নং তস্যতেপুত্রা অন্নাচ্ছুক্রস্য সম্ভবঃ। অন্ন অর্থে যে আহারীয় দ্রব্য মাত্রকে বুঝায়, তাহা কি বারিধিমহাশয় অস্বীকার করিতে পারেন? যে স্থলে ব্রাহ্মণ দক্ষিণার্থ শূদ্রের হোম করিলে শূদ্র হয়, যে স্থলে শূদ্রান্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে

গৃধ্রোদ্বাদশ জন্মানি সপ্তজন্মানি শূকরঃ।
শ্বানশ্চ সপ্তজন্মানি ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ॥" ৪র্থ অঃ ব্যাসসংহিতা।

দ্বাদশজন্ম গৃধ্র, সপ্তজন্ম শূকর এবং সপ্তজন্ম কুকুর হইতে হইবে। সেই স্থলে জগন্মান্য বৈদ্যব্রাহ্মণজাতিকে চণ্ডালের সমান নির্দ্দেশ করিয়া আবহমানকাল তাঁহাদের নিকট হইতে দাক্ষিণা গ্রহণ, তাঁহাদের নিকট অধ্যয়ন, তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ, তীর্থগুরুজ্ঞানে চরণধূলি শীর্ষে ধারণ, তদুপরি তাঁহাদের পাচিত ঔষধ সেবন করিয়া আসিতেছেন

তদবস্থায় যজনব্রাহ্মণজাতির গতি কি হইয়াছে ও কি হইবে? বারিধিমহাশয় একবার অবহিত চিত্তে ধ্যান করুন! প্রতিভা বিকাবের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লিখক বৈদ্যকুলকলঙ্ক বাবুটীও চিন্তা করুন!! আপনি চণ্ডালের সজাতিত্ব ভজনা করিবেন? না জগদ্বন্দ্য বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির বংশধর বলিয়া আত্মখ্যাপন করিতে সংস্কার গ্রহণ করিবেন? ক্রমশঃ

(শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা ত্রিবেদী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।)

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

জাতিতত্ত্বের প্রতিবাদ লিখিতে যাইয়া অশ্বিনীবাবু যেরূপ পাণ্ডিত্যের পরিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বৈদ্য-ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ধন্য বাদার্হ। তবে এইরূপ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ না লিখিয়া যদি লিখিতেন, মাননীয় গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় বৈদ্যদের শিক্ষার ও প্রতিষ্ঠার জন্য কি বলিয়াছেন এবং যেই বিক্রমপুরসমাজ সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষায় শীর্ষ স্থানীয়, সেই বিক্রমপুর সমাজে আটজন বৈদ্যই আই, সি, এস্ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া দেশের ও সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। স্বর্গীয় ৺চিত্তরঞ্জন দাশ যে কলিকাতা মহানগরীর মেয়র পদ অলঙ্কৃত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এক নবযুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, যজন-ব্রাহ্মণের মধ্যে কেহ সেই মহোচ্চ সম্মান সূচক পদ লাভ করিতে পারিয়াছেন কি? বিক্রমপুর সমাজে কয়জন ব্রাহ্মণ আই, সি, এস্ পাশ করিয়াছেন, বারিধিমহাশয় তাহার হিসাব দিতে পারেন কি? এই সমুচ্চ শিক্ষায় কি বৈদ্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না? এইক্ষণও যিনি কলিকাতা মেয়র পদে প্রতিষ্ঠিত তিনি কোন বংশসম্ভূত তাহার তত্ত্ব বারিধিমহাশয় অবগত হইলে এই বিশ্বপূজ্য জাতিকে কখনও অনাচরণীয় সাব্যস্থ করার প্রয়াসে নিজেরা অনাচরণীয় হইতেন না। এইটুকু লিখিলেই যথেষ্ট হইত।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সফলতা।

উপনয়ন ঃ—ভাটিখাইন গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় স্বর্গীয় কবিরাজ ৺অন্নদাচরণ দাশ শর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী দাশশর্ম্মা বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় ৺মথুরামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য গুরুর কার্য্যে, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রহ্মকর্ম্মে এবং পটিয়েকোড়ার খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর স্মৃতিরত্ন মহাশয় তন্ত্রধার কার্য্যে বৃত হইয়া সত্যনিষ্ঠার ও শাস্ত্রনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ যজনব্রাহ্মণগণ সোৎসাহে সহযোগিতা করিয়াছেন। নলিনবাবু সকলকেই ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

তত্রত্য উপবীত অনুপবীত বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ এই উপনয়নসংস্কারে যোগদান করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

নয়াপাড়াগ্রামবাসী মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় স্বর্গীয় ৺পীতাম্বর সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা ব্রাহ্মণাচারে সেনশর্ম্মা সঙ্কল্পে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

গুয়াতলীগ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় তৎপুত্র শ্রীমান্ সুখেন্দুবিকাশ দাশশর্ম্মা চৌধুরী বি, এ এবং শ্রীমান্ শশাঙ্কবিকাশ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ও স্বর্গীয় ৺উমাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র দাশশর্ম্মাচৌধুরী তাঁহারা সকলেই বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কুলগুরু উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যগুরুর পদে বৃত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত অক্ষয় কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি যজনব্রাহ্মণগণ এই উপনয়ন সংস্কারকার্য্যে সহযোগিতা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বরমাগ্রামবাসী বৈশ্বানরগোত্রীয় স্বর্গীয় ৺দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজ কুমার সেনশর্ম্মা মহাশয় বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর পুণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

কেলিসহরগ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় কেদারবংশোদ্ভব স্বর্গীয় ৺শ্যামাচরণ চৌধুরী উকিল মহাশয়ের সুকৃতি পুত্র শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী এম, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী এম, এ, চট্টগ্রাম জজ আদালতের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী এম, এ, বি এল ক্লাস। কোয়েপাড়া গ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় স্বর্গীয় ৺জানকীজীবন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মুকুন্দ প্রসাদ সেনশর্ম্মা বি, এ, ক্লাস, তাঁহারা সকলেই গঙ্গাস্নানান্তে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ১২৪নং বাসভবনে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। স্বনামধন্য হাই-কোর্টের সুবৃদ্ধ উকিল গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যগুরুর কার্য্য করিয়াছেন।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত পূর্ব্ব-শিমুলিয়া নিবাসী শক্তি্রগোত্রীয় ময়মনসিংহ গফরগাঁও পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার সুকবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা মহাশয় ও তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল সেন শর্ম্মা মহাশয় এবং ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সহদেবপুর গ্রামনিবাসী শক্তি্রগোত্রীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা নিয়োগী মহাশয় বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর পুণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। সুচিয়া গ্রামনিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি আচার্য্যগুরুর কার্য্যে ও শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারের

কার্য্যে বৃত হইয়া উপনয়নসংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন।

ফরিদপুরজেলার অন্তর্গত কোঁয়রপুর গ্রামবাসী চট্টলপ্রবাসী শক্তিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার সেনশর্ম্মা রায় মহাশয় ফিরিঙ্গিবাজার রোডস্থিত বাসা বাড়ীতে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন। মোটপাড়াগ্রামবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় আচার্য্যগুরুর কার্য্যে এবং শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মধারের কার্য্যে বৃত হইয়া উপনয়নসংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন। বিক্রমপুর কামারখাড়ানিবাসী চট্টল প্রবাসী স্বনামখ্যাত কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার ও "চট্টগ্রাম আর্ব্বাণ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি, বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর একনিষ্ঠ সভ্য শ্রীযুক্ত জনার্দ্দনহরি সেনশর্ম্মা মহাশয় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট বৈদ্যব্রাহ্মণ এই উপনয়ন সংস্কারকার্য্যে উপস্থিত থাকিয়া ও আহারাদি করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

বিক্রমপুর বালিগাগ্রামের শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশশর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথ দাশশর্ম্মা প্রভৃতি তিন সহোদরভ্রাতা মাতৃদেবীর আসন্ন মৃত্যুর অবস্থা দেখিয়া ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে নিজ গ্রামের পুরোহিতদের সাহায্যে ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন। ঢাকার একনিষ্ঠকর্ম্মী শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগেই এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

বিক্রমপুর ষোলঘর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় ব্রাহ্মণাচারে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ঢাকা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির একনিষ্ঠ কর্ম্মী "চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা, মিশ্র মহাশয়ের জামাতা। যোগেশবাবু ঢাকায় পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঢাকার বৈদ্যদের সংস্কারকার্য্য যে ভালই চলিতেছে এবং ঢাকার বৈদ্য-ব্রাহ্মণের প্রাণে জাতীয় গৌরবরক্ষায় যে সাড়া আসিয়াছে, এই সমস্ত তাহারই নিদর্শন।

বিগত গত ১২ই অগ্রহায়ণ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কার্ত্তিকপুর গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর দাশ, শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র দাশ, ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশ তিন ভ্রাতা তদীয় পুত্রগণ সহ ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নাম সহকারে স্বীয় গ্রামস্থ পুরোহিত দ্বারা উপনীত হইয়াছেন।

একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ।

বরমাগ্রামনিবাসী স্বর্গীয় উমাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের পুণ্যশীলা পত্নী ৫ই পৌষ তারিখে পুত্রত্রয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ও বহু পৌত্র রাখিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে করিতে ৮০ বৎসর বয়সে চন্দ্রনাথ মহাতীর্থে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া ১৫ই পৌষ একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন।

ভাটিখাইন গ্রামনিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দাশশর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের পত্নী বিয়োগে সমস্ত জ্ঞাতিগণ দশাহাশৌচ পালন করিয়াছেন। এবং কাব্যতীর্থ মহাশয় তাহার স্বর্গীয়া পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

ধলঘাটগ্রামের মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় অত্রত্য চায়ু দাশবংশোদ্ভব জজআদালতের উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা বি, এল মহাশয়ের পিতা ৺ষষ্ঠীচরণ দস্তিদার মহাশয় গত ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখ নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া চির-শান্তি-নিকেতনে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উক্ত মহেন্দ্র বাবু দশাহশৌচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে অর্থাৎ ২রা পৌষ তারিখে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। অত্রত্য স্বনামখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গীতাপাঠে, গুয়াতলী গ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধারকতায়, সুচিয়াগ্রামের শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ শিরোমণি বিরাট পাঠে, পটিকোড়াগ্রামের শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর স্মৃতিরত্ন মহাশয় বাচাবাচকতায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য্য বিরাটের ধারকতায় বৃত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বহু যজনব্রাহ্মণ ও চারি শতাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ অন্নাহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

কোয়েপাড়া গ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় চট্টগ্রাম বৈদ্য-ব্রাহ্মণ আর্ব্বণ-কো-অপারেটিভ বেঙ্কের ক্লার্ক শ্রীমান্ বিনোদবিহারী সেন শর্ম্মার পত্নী ১১ই পৌষ তারিখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বিনোদবাবু ২০শে পৌষ তারিখে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া ২১শে পৌষ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন।

কেলিসহর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় তাঁহার পিতৃব্য স্বর্গীয় ৺নবীনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যুতে দশাহশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র লাল দাশশর্ম্মা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বরদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকা জেলার ভরকর পোঃ অন্তর্গত সাওগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী হাওড়া রামকৃষ্ণপুর গ্রামে ৪ঠা অগ্রহায়ণ ৺গঙ্গা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ৺মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে কলিকাতা কাশীমিত্রের ঘাটে ১৪ই অগ্রহায়ণ সম্পন্ন করিয়াছেন।

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত মাধব সিংহ গ্রামের শক্তিগোত্রীয় ৺গঙ্গাচরণ সেনশর্ম্মার মৃত্যুতে তদিয় পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা প্রভৃতি সকলেই দশাহে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপন করিয়া একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে আদ্যশ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গ মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। নোয়াখালী সমাজের সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধি প্রায় পাঁচশতাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ, ৫০জন যজনব্রাহ্মণ ও সাতজন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতার ২জন, চট্টগ্রামের ২জন পণ্ডিতকেও শ্রাদ্ধ কার্য্যে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া উপস্থিত করিয়া ছিলেন। সকলকেই ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছেন। নোয়াখালী জেলার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে এই শ্রাদ্ধই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণাচারে একাদশাহে সুসম্পন্ন হইল। আশা করা যায় অতঃপর নোয়াখালীতে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ দশাহাশৌচ পালন করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবেন।

বিনাপণে ব্রাহ্মণাচারে বিবাহঃ—বরমাগ্রামনিবাসী বৈশ্বানরগোত্রীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়াকন্যা শ্রীমতী অমিয়মাখা দেবীর সহিত শ্রীপুরগ্রামের ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেনশর্ম্মা কবিরাজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ হৃদয়রঞ্জন সেনশর্ম্মার শুভ-বিবাহ ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

ধলঘাটগ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত চট্টলচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমাকন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর সহিত গুয়াতলীগ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ দাশশর্ম্মা বি, এ, মহাশয়ের শুভ-বিবাহ-কার্য্য ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। গুয়াতলীগ্রামের শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া দাশশর্ম্মা উল্লেখে ঐ শুভ-কার্য্য নিষ্পন্ন করাইয়াছেন।

নয়াপাড়াগ্রামের ধন্বন্তরিগোত্রীয় স্বর্গীয় ৺দক্ষিণারঞ্জন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী নিস্তারবালাদেবীর সহিত উক্ত নয়াপাড়াগ্রামের মৌদ্গল্যগোত্রীয় স্বর্গীয় ৺পীতাম্বর সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মার শুভ বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সাবোয়াতলী গ্রামনিবাসী শালঙ্কায়নগোত্রীয় শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাশ (কারণ) মহাশয়ের কন্যার সহিত শ্রীপুরগ্রামনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের শুভ-বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার কুল-পুরোহিতগণ ও পরৈকোড়া গ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর স্মৃতিরত্ন মহাশয় বরপক্ষে উপস্থিত থাকিয়া এই শুভকার্য্য শর্ম্মাগুনামোল্লেখে সম্পন্ন করাইয়াছেন।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের একীকরণের দৃষ্টান্ত।

ঢাকা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর একনিষ্ঠসাধক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন গত ৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার ফরিদপুর পাঁচইগ্রামনিবাসী ঢাকার পুলিস অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাশশর্ম্মা মৌলিক মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নলিনী দেবীর সহিত নোয়াখালী কাঞ্চনপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র শ্রীমান্ ক্ষেত্রভূষণ গুপ্তশর্ম্মার শুভ-বিবাহ ঢাকা নগরীতে উভয় পক্ষের স্থানীয় পুরোহিতের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে শর্ম্মাযোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শুভ বিবাহের বিশেষত্ব, কন্যার পিতা অনুপবীত পাত্রের সঙ্গে কন্যা বিবাহ দিতে রাজি না থাকায়, পাত্রপক্ষ শুভকার্য্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে স্বীয় পরিবারস্থ সকলকে লইয়া যথাশাস্ত্র ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিক্রমপুর বালিগাঁওগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য গুরু ছিলেন। উপনয়নকার্য্য কুমিল্লা সহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উপনীত ব্যক্তিগণের নাম। (১) প্যারীমোহন গুপ্তশর্ম্মা, (২) অনঙ্গমোহন গুপ্তশর্ম্মা, (৩) চিন্তাহরণ গুপ্তশর্ম্মা, (৪) রাধিকামোহন গুপ্তশর্ম্মা, (৫) মনোরঞ্জন গুপ্তশর্ম্মা, (৬) ক্ষেত্রভূষণ গুপ্তশর্ম্মা, (৭) ইন্দুভূষণ গুপ্তশর্ম্মা, (৮) প্রিয়বন্ধু গুপ্তশর্ম্মা শরৎবাবু কন্যাকর্ত্তা হইয়াও অনুপবীত ব্যক্তির সহিত কার্য্য না করিতে দৃঢ়তা অবলম্বন করাতেই উপরোক্ত মহোদয়গণ উপবীত গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন। অন্যথা তাঁহারা কখনও বা কবে উপবীত গ্রহণ করিতেন তাহার স্থিরতা ছিল না। আমাদের প্রত্যেক উপনীত বৈদ্যব্রাহ্মণ যদি স্বীয় স্বীয় পুত্রকন্যা বিবাহে শরৎ বাবুর পথ অনুসরণ করেন, তবে অনুপবীত বৈদ্যসংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস হইবে।

বিক্রমপুর সোনারংগ্রামের বিশারদ বংশোদ্ভব শক্তিগোত্রীয় স্বর্গীয় সবজজ দেবেন্দ্র বাবুর পুত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রমোহন সেন বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ তদীয় কন্যা ময়মনসিংহ সেরপুরের স্বনামধন্য জমিদার কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীযুক্ত গোপালদাস নন্দী চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। সেরপুরের বৈদ্য-জমিদারগণ পুরুষ পরম্পরা যশোহর, বিক্রমপুর ও রাঢ়ীয় সমাজের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও বিক্রমপুর সমাজের যিনিই সেরপুর কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই সমাজে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহা উপেক্ষা করিয়া একীকরণ উদ্দেশ্যে এই যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বিভিন্ন সমাজের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া মনে করি।

ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভি বন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কামদে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

২য় বর্ষ,
১৩৩২ বৈদ্যাব্দ

পৌষ।

৯ম সংখ্যা।

বিক্রমপুর বৈদ্য-সম্মিলনীর চতুর্ব্বিংশ অধিবেশনের সভাপতি
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের

অভিভাষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাস্তবিক আবহমান কাল বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মণগণ কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ ইত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা সমাপ্ত করেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন হেতু আয়ুর্ব্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের বৈদ্য নামকরণ হইয়াছে। বৈদ্যগণ বৈশ্যাচার মতে উপবীত গ্রহণ করেন না। এমতাবস্থায় পক্ষাশৌচ বৈদ্যের পক্ষে ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাঁহাদের ব্রাহ্মণের ন্যায় দশাহ অশৌচ পালন করা শাস্ত্রানুমোদিত।

হে বন্ধুগণ, আমাদের সমাজ কি চিরকাল নিদ্রিতাবস্থায় থাকিবে? আমাদের পক্ষে এই নিদ্রা কি মহানিদ্রা বলিয়া পরিগণিত হইবে? সমাজ কি আর নড়িতে চড়িতে অশক্ত? আধুনিক শিক্ষা কি অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে? দ্বিজ হইয়া শূদ্রাচারে নিমগ্ন থাকা কি চিরকাল সমাজকে কলঙ্কিত করিবে? হে বন্ধুগণ, সকলে সমবেত হইয়া এই কলঙ্ক দূর করিতে চেষ্টা করুন। কেহ বলিতে পারেন যে, সকল বৈদ্য উপবীত গ্রহণের ব্যয় বহন করিতে সমর্থ নহেন। আমার মতে তাঁহাদের উপবীত গ্রহণের ব্যয় সমাজ বহন করিবে। কি ভাবে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া সমাজ অর্থসাহায্য করিতে পারে, তদ্বিষয় আগামী সভায় আপনারা স্থির করুন।

রাঢ়ের বৈদ্যগণ সমস্তই উপবীতধারী। তাঁহারা দশাহাশৌচ পালন করিতেছেন। আপনারা যে পর্য্যন্ত উপবীত গ্রহণ না করিবেন সে পর্য্যন্ত রাঢ়ের বৈদ্যগণ আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না

৩। পণপ্রথা নিবারণ:—

সমাজের আর যে সব কুপ্রথা আছে তদ্বিষয়ে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। কন্যার বিবাহে বরের পণ দিয়া বহু পরিবার নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে। বরপণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের বাল্য কালে কুলীনগণকে পুত্রাদির বিবাহ ২০০্ হইতে ৩০০্ টাকা পণের বেশী কখনও দাবী করিতে দেখি নাই, কিন্তু এখন দেখি কুলীন কেন সকল বৈদ্যই ছেলে গ্রেজুয়েট থাকিলে ৩০০০্ টাকা পর্য্যন্ত দাবী করেন এবং তদুপরি গহনা ইত্যাদি দাবী করিয়া থাকেন। ৩০০০্ টাকা পণ দিয়া কন্যা বিবাহ দিতে গেলে অন্যূন ৫০০০্ কি ৬০০০্ টাকা ব্যয় করিতে হয়। এখন দেখুন বন্ধুগণ, আমাদের সমাজে এমন কয়জন লোক বর্ত্তমান আছেন যাঁহারা বিনা ঋণে পাঁচ হাজার, ছয় হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারেন। আমি দেখিতেছি, অর্থাভাবে অনেকে ২০ কি ২৫ বৎসর বয়স্কা মেয়েকে বিবাহ দিতে অশক্ত। এই ভাবে চলিলে আট দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত পরিবারই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। সমাজের প্রধান ২ লোক এই সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি; বালিকা স্নেহলতার শোচনীয় আত্মবিসর্জ্জনের কথা একবার স্মরণ করুন এবং স্বর্গীয় কবি গোবিন্দদাসের রচিত "বাবা থাকুক আমার বিয়ে" নামক কবিতাটীর সারবত্তা চিন্তা করিয়া বিবাহের ব্যয় হ্রাস করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করুন। আমার মতে কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি হইতে সভাগণ গ্রামে ২ যাইয়া যাহাতে লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন, অবশ্য যাহারা দরিদ্র তাহাদিগকে পণ লইতে বাধা দিলে কোন ফল হইবে না। অনেকে পড়ার খরচ চালাইবার জন্য পণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা অবস্থাপন্ন তাঁহারা পণ গ্রহণ করিয়া সমাজের অধঃপতন সাধন করিতেছেন। তাঁহারা বাস্তবিক সমাজের শত্রু। এই শত্রুদিগের গ্রাস হইতে সমাজ রক্ষা করিতে আপনাদের চেষ্টা করা উচিত।

৪। দরিদ্র ও নিঃসহায় বালকদের পড়ার খরচ ও বিধবাদের ভরণপোষণের সাহায্য প্রদান। অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেক বৈদ্যসন্তান আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও খরচের অভাবে অকালে পড়া ছাড়িতে বাধ্য হয়। এই সকল ছেলেদের মধ্যে প্রতিভাবান্ ছাত্রের অভাব নাই এবং সকল ছাত্র উপযুক্ত সাহায্য ও সুযোগ পাইলে স্বীয় প্রতিভা বলে নিজে উন্নত হইয়া সমাজকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করিতে পারে। আবার কোন ছাত্র দরিদ্রতা নিবন্ধন পড়ার খরচের জন্য বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে অকালে বিবাহের ফলে শীঘ্রই সংসারের চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে এবং বাধ্য হইয়া অসময়ে ছাত্রজীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই প্রকার বালকদিগকে সাহায্য করিলে আমার বিশ্বাস সমাজ তাহাতে লাভবান্ হইবেন এবং সমাজের শক্তি সঞ্চার হইবে।

বৈদ্য-সমাজে দরিদ্র বিধবার মত নিঃসহায়া কেহই নাই; দেখা যায় যে অধিকাংশ বৈদ্য সন্তানই কন্যার বিবাহ, পুত্রের শিক্ষা প্রদান, ও অভাবগ্রস্ত আত্মীয় স্বজনের সহায়তা করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন না; এমন কি অনেক সময় অনাদায়ী ঋণ থাকিয়া যায়। এই সকল অনাথা বিধবার প্রতি সমাজের সদয় নেত্রে দৃষ্টিপাত করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমার মতে উল্লিখিত অভাবগ্রস্ত বালক ও বিধবাদিগের সাহায্য প্রদান এবং দরিদ্র বৈদ্যসন্তানগণের উপবীত গ্রহণের জন্যে "সাহায্য ভাণ্ডার" সংস্থাপিত আছে, সেই ভাণ্ডার পরিপুষ্টি সাধনে আপনাদের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

এখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয় তাহা বিরক্তিকর হইবে না। বৈদ্য-সমাজে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার থাকিলেও যাহাতে বৈদ্য সন্তানগণ চিরকাল উপযুক্ত প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহাদের জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন এবং বৈদ্য মহিলারাও যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষালাভে তাঁহাদের পিতা ভ্রাতা ও স্বামী পুত্রের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন, বৈদ্য-সমাজের যেন সেই বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে ঔদাসীন্য না আসে। আমার মতে বালিকাদিগকে পাশ্চাত্য প্রণালীতে ইংরেজী শিক্ষা দান উচিত হইবে না, কারণ এই প্রকার শিক্ষার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। আমাদের দেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর দোষে বালিকাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং অনেক স্থলেই ইহারা বধূজীবনে ঘরকন্না করিতে অসমর্থা হইয়া পড়িতেছে। যে শিক্ষা এইরূপ স্বাস্থ্যহানি আনয়ন করে আমি সেই শিক্ষার পক্ষপাতী নহি। আমার মতে তাহাদিগকে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে সমাজ বিপুলা, খনা ও গান্ধারী প্রভৃতির মত সহধর্ম্মিণী, গার্গী, লীলাবতী প্রভৃতির ন্যায় কন্যা প্রাপ্ত হইবে।

৫। আয়ুর্ব্বেদ বৈদ্য-জাতির জাতীয়বিদ্যা। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা ও প্রচারের জন্যই বৈদ্যগণ রাজশক্তি কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক আবহমানকাল পূজিত এবং সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। বৈদেশিক শিক্ষার চর্চ্চায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অনেকাংশ বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানের অনেক বৈদ্যসন্তান পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া লুপ্ত অংশের উদ্ধার সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইহা সুলক্ষণ বটে। আশা করি, বৈদ্যসন্তানগণ জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য সমভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির এবং বিস্তারের জন্য ষোল আনা শক্তি নিয়োগ করিবেন। কিন্তু সাবধান, দেখিবেন, যেন ব্রাহ্মণত্ব বিস্মৃত হইয়া আয়ুর্ব্বেদকে কেবলমাত্র অর্থাগমের পন্থা গণ্য করিয়া, বৈশ্যবৎ ব্যবসায়ী সাজিয়া নিজেদের অধঃপতন ডাকিয়া না আনেন।

৬। বৈদ্যের সংখ্যা—বৈদ্যের সংখ্যা অতি কম। এই জন্য সমাজ অতি দুর্ব্বল হইয়া রহিতেছে। সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে বল বৃদ্ধি হইবে না। বিক্রমপুর-সমাজের সঙ্গে মাণিকগঞ্জ কি বরিশাল সমাজের

আদানপ্রদান অতি বিরল। পাশ্চাত্যসমাজের সঙ্গে আদানপ্রদান হওয়ার কথা আমি জানি না। এই সব সমাজ ত্যাগ করিলে বৈবাহিক ক্রিয়া করা কঠিন হইয়া পড়ে। আমার মতে এই সব আমাদের সমাজের অংশ বলিয়া গণ্য করা উচিত। রাঢ়ের সমাজের সহিত আমাদের সমাজের মোটেই আদান প্রদান নাই। ইহার প্রধান কারণ আমাদের সমাজের বৈদ্যগণের অনেকেই উপবীত ধারণ করেন নাই। আমাদের এই দুই সমাজের মধ্যে এখন আদান-প্রদান চলিলে উভয় সমাজের উন্নতি হইবে। কিন্তু মনে রাখিবেন, যে পর্য্যন্ত সমস্ত বঙ্গজ বৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ না করিবেন সেই পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় সমাজের সহিত আদান প্রদান চলিতে পারিবে না।

এখন দেখা যাউক যে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যসমাজের সঙ্গে ক্রিয়া হইতে পারে কিনা। বাস্তবিক আমার যতদূর জ্ঞান, ত্রিপুরা কি শ্রীহট্টে প্রায় বৈদ্য সমাজ নাই। এই দুই স্থানের বৈদ্যগণ অনেকেই কায়স্থের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন; বৈদ্যগণ তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে যত্নবান হন নাই। চট্টগ্রাম সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। আমরা স্থানদোষ পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু যাহারা কায়স্থাদির সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া বৈদ্যজাতির স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে কি করিয়া বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। এই সব স্থানের বৈদ্য কায়স্থের সঙ্গে সম্বন্ধ করিলে আমাদের জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কায়স্থদিগকে আমাদের সমাজভুক্ত করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে আমাদের কিছু লাভ হইবে না।, বরং অশৌচ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে সংগ্রাম হইবে সেই সংগ্রামে আমাদের পরাজয় নিশ্চয় জানিবেন। তখন বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব কিম্বা দ্বিজত্ব সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়া যাইবে।

আমার বক্তব্য যাহা কিছু ছিল তাহা প্রায় সমস্তই সংক্ষেপে বলিলাম। এখন বৈদ্যের যজনাধিকার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া এই অভিভাষণ শেষ করিব। বৈদ্যের যজনাধিকার সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলেন :—

সব্যাহৃতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ।
উপনীতঃ পঠেদ্ বৈদ্যো নরসিংহার্চ্চনং চরেৎ॥
প্রণবাদ্যৈঃ স্বাহান্তৈশ্চ মন্ত্রস্তাহরণং চরেৎ॥

উপবীতী বৈদ্য প্রণবপুটিত গায়ত্রী পাঠ করিবে এবং শালগ্রাম পূজা ও স্বাহাদি প্রণবাদি দ্বারা মন্ত্র উচ্চার করিবে।.

বেদাদি অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণগণের যাজনিকতায় অধিকার জন্মিত, তাঁহাদের চিকিৎসা-বৃত্তিতে অধিকার জন্মিত না। সেই সব ব্রাহ্মণ বেদাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক যাজনিক কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ যজন-ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইলেন। আর যে সব ব্রাহ্মণ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া পুনঃ উপনয়নান্তে

আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ বৈদ্য বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইলেন। যজন ব্রাহ্মণগণের যেমন যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহরূপ ত্রিবিধ বৃত্তিতে অধিকার ছিল ও আছে, বৈদ্যজাতিরও তেমন ত্রিবিধ বৃত্তিতে অধিকার ছিল। আমার কোনও বৈবাহিক স্বয়ং তাঁহার নিজ বাড়ীতে যজনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। আরও দুই একজন বৈদ্য যজনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন ইহা আমি জানি। সেই যজনবৃত্তি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিবদ্ধ, বৈদ্যগণ সেই যাজনিক কার্য্য চিরকাল করিয়া আসিতেছেন। আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন গয়ালী পাণ্ডাগণ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ; তাঁহারা তীর্থগুরুরূপে গয়াতে ব্রাহ্মণের এবং অন্যান্য জাতির শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া থাকেন। বঙ্গে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে, বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্যগণ সাধারণতঃ যজন কার্য্য করেন না। এখন আমার মতে আপনাদের সকলেই যজন কার্য্য শিক্ষা করা উচিত। নতুবা আমাদের চিরকাল যজন-ব্রাহ্মণগণের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। যদি উপবীত গ্রহণ করিয়া আমরা পারিবারিক যজন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হই, তবে আমরা অতি সহজেই ব্রাহ্মণগণের বিনা সহায়তায় অশৌচ সংস্কার করিয়া লইতে পারিব। এখন সমবেত শক্তিতে সর্ব্বত্র সকল বৈদ্যের উপবীত গ্রহণ করিয়া অশৌচ পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। উপবীত গ্রহণ না করিলে অশৌচ কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, এ বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমি আপনাদের মূল্যবান্ সময় আর নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না

এই অভিভাষণ লিখিবার সময়ে আমি ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জাতিতত্ত্ব বারিধি, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন প্রণীত বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি নামক ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় প্রণীত বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি নামক গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এই জন্য উক্ত মহাত্মাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সম্মিলনীতে তাঁহাদিগকে এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কেদার কুল-পঞ্জিকা

শ্রীবিপিনবিহারী দাশশর্ম্মা চৌধুরী, উকিল, কেলিসহর।

আমি বিগত ভাদ্র সংখ্যার বৈদ্য-প্রতিভায় উপরোক্ত নামে আমাদের বংশের যে সংক্ষিপ্ত কুল-পঞ্জিকা প্রকাশিত করিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞাতিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিস্তৃত কুল-পঞ্জিকার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ভাটিখাইন, জয়ন্তী ও চন্দ্রশালা গ্রামবাসী

জ্ঞাতিগণের পক্ষে পটীয়া আদালতের প্রবীণ উকিল ভাটীখাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে প্রদত্ত হইল।............তোমার প্রচেষ্টা সর্ব্ববাদীসম্মত ও শুভ অনুষ্ঠান। জ্ঞাতিগণ সকলেই তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। এই কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলে তুমি আমাদের বংশের একটী সুমহৎ কার্য্য করিয়া গেলে বলিয়া সকলে দুহাত তুলিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবে। বৈদ্য-প্রতিভায় যাহা বাহির হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। ইহা পাঠে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে।............জ্ঞাতিগণের মতামত সংগ্রহ করিতে যাইয়া ইতিপূর্ব্বে তোমার পত্রোত্তর দিতে পারি নাই। এখন সকলেই একবাক্যে এই বংশ পত্রিকার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন বোধ হইল।" উক্ত যোগেন্দ্র বাবুকে এই সম্বন্ধে একজন Authority বলিতে হয়। কারণ তিনি নিজেও বহু অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিজ পরিবারের জন্য একটী বিস্তৃত কুলজী তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বংশের আরও কয়েক ঘরে ঐরূপ প্রাচীন কুলজী আছে। ঐ সব কুলজীর সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া আমি প্রস্তাবিত কুল পঞ্জিকাটী পুস্তকাকারে গঠন করিয়াছি। জ্ঞাতিগণ প্রায় সকলেই আমার ঐ কুলপঞ্জিকাটী দেখিয়াছেন ও তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার জন্য বলিতেছেন। কেহই এ যাবত উহাতে কোন ভুল বা আপাত বিরোধী ঘটনার সন্নিবেশ হইয়াছে বলিয়া বলেন নাই। বৈদ্যপ্রতিভায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণটী প্রস্তাবিত বিস্তৃত কুলপঞ্জিকার অনুরূপ তাহাতেও কোন ভুল বা আপাত বিরোধী ঘটনার সন্নিবেশ হওয়া কেহ বলেন না। একমাত্র আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান শিশির কুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী আমার প্রকাশিত উক্ত সংক্ষিপ্ত সংস্করণে আপাত বিরোধী ঘটনার সন্নিবেশ হইয়াছে বলিয়া কয়েকটী হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈদ্য-প্রতিভার গত কার্ত্তিক সংখ্যায় এক মন্তব্য প্রকাশ করায় তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার মনে করিতেছি। আমি যে প্রাচীন কুলজী দৃষ্টে উক্ত কুল-পঞ্জিকা তৈয়ার করিয়াছি তাহার অনুরূপ একটী কুলজী শিশিরকুমারের (তৎ স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্বহস্ত লিখিত) বাড়ীতে আছে। আমি উক্ত কুলপঞ্জিকার খসড়াখানি (যে যে পরিবারে প্রাচীন কুলজী আছে জানিয়াছি) সকলকেই মোকাবিলার জন্য দিয়াছি। শ্রীমান শিশিরকুমারকেও ঐ উদ্দেশ্যে উহা প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে দিয়াছিলাম। সে কয়েকদিন উহা রাখিয়া আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। তখন উহাতে কোন ভুল বা আপাত বিরোধী ঘটনার সন্নিবেশ হওয়া বলে নাই। বর্ত্তমানেও তাহার পিতৃদেবের লিখিত কুলজীর মোকাবিলায় কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে না। তাহার পিতৃদেবের লিখিত কুলজীর মোকাবিলায় আমার প্রস্তাবিত কুলপঞ্জিকাতে কোন ভুল দেখাইতে পারিলে আমি উপকৃত হইতাম। তাহা না করিয়া তাহার ব্যক্তিগত ভুল ধারণার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাওয়ায় তাহা হইতে কোন উপকার পাওয়া দূরের কথা বরং ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে। শ্রীমান শিশিরকুমার বংশের ইতিহাস নির্ভুল করার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া কার্য্যতঃ

তাহার বিপরীত করাই প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ তাহার মন্তব্যানুযায়ী কুলজী লিখিলে তাহা নির্ভুল না হইয়া ভ্রমে পরিপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমি অতি সংক্ষেপে তাহার মন্তব্যের সমালোচনা করিব।

১। তাহার প্রথম হেতুবাদ এই যে আমার পিতৃব্য লিখিত কুলজী হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর মর্ম্মার্থের সহিত কুলপঞ্জিকার সন্নিবিষ্ট নাম ধারার সামঞ্জস্য হয় না। তাহার উত্তর এই বলি যে কুলপঞ্জিকার নামধারা প্রাচীন কুলজী দৃষ্টে লিখা হইয়াছে, শ্লোক হইতে নয়। প্রাচীন কুলজীতে নাম ধারায় কোন ভুল নাই। অনেক পরিবারের রক্ষিত কুলজীর সহিত মোকাবিলা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ শ্লোকগুলিতে অনেক ভুল আছে। আমার প্রবন্ধেও আমি তাহা উল্লেখ করিয়াছি। তাহা বোধ হয় শিশিরকুমার মনোযোগ করে নাই। মনোযোগ করিলে ভুল শ্লোক লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইত না। ভুল কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করার কারণ এই যে তাহা হইতে বংশের গোত্র প্রবরাদি, আদি বাসস্থান ও তাহা ত্যাগের কারণ এবং চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনের বিবরণাদি সংক্ষেপে জানা যায়। ঐসব আর কোথায়ও নাই। প্রসঙ্গক্রমে শ্লোকে যে ২। ৪ জনের নাম উক্ত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের সম্পর্কের ভুল থাকাতে শ্লোকের মর্ম্মার্থ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। নামধারা সম্বন্ধে প্রাচীন কুলজী যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্বে উক্ত ভুল শ্লোকাবলী হইতে কষ্টকল্পিত অর্থ করিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করা বিরম্বনা মাত্র। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংস্কৃত শ্লোকের নকল করিতে গিয়া স্থানে স্থানে বিভক্তিআদির ব্যতিক্রম লিপি করায় গোলযোগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক প্রাচীন কুলজীতে শুক্লাম্বরের পুত্র মহিম্ন, মহিম্নের পুত্র নরহরি, নরহরির পুত্র পিতাম্বর স্পষ্ট লিখা আছে। তাহার ব্যতিক্রম লিপি করার আমাদের সাধ্য নাই। বিচার বুদ্ধির জোরে প্রাচীন কাগজের বিপরীত লিখিতে গেলে সমস্তই গোলমাল হইয়া যাইবে। বিচার বুদ্ধিও সকলের একরূপ নয়। ভিন্ন ভিন্ন ঘটে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি খেলিতেছে। বিশেষতঃ কুলজী সংগ্রাহকের হাত বদ্ধ। তাহার কোন স্বাধীনতা নাই। প্রাচীন কাগজে যাহা আছে তাহার ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই।

আর "মহিম্ন বিপশ্চিৎ মহিম্নর নামে শুক্লাম্বরের পরিচয়" সুতরাং মহিম্ন শুক্লাম্বরের পূর্ব্ব পুরুষ এইরূপ যে একটী যুক্তি শিশিরকুমার প্রদর্শন করিয়াছে তাহাও সমিচীন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিত পুত্রের নামে কোন কোন পিতা পরিচিত হইতে দেখা যায়, তা বলে ঐ পুত্র পিতার পূর্ব্বপুরুষ হয় না। ৺কেদার রায় চৌধুরীর নামে বংশের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত বংশধরগণ পরিচিত। অথচ তিনি শুক্লাম্বর দাশ হইতে অধঃস্তন দশম পুরুষ। পীতাম্বরের পুত্র রাঘবও বিদ্বান ছিল। শ্লোকে আছে, তাহাতেও সম্পর্কের ব্যত্যয় ঘটে নাই।

২। দ্বিতীয়তঃ কেলীশহর গ্রামের মঠবাড়ীর উৎকীর্ণ যে একটী সংস্কৃত শ্লোক শিশির-কুমার উদ্ধৃত করিয়াছে, তাহা আমরাও বিস্তৃত কুলপঞ্জিকায় উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু উক্ত

শ্লোকের মর্ম্মার্থের দ্বারা ১৬১৭ শক বুঝায়। শ্রীমান শিশিরকুমার তাহা ১৭১৬ শক ধরিয়াই যত সব গোলে পড়িয়াছে। আমাদের বংশের বর্ত্তমান সময়ের বৃদ্ধতম ও সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ও শিশিকুমারের বক্তব্য পাঠ করিয়া আমাকে প্রাচীন কাগজ দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে ও ১৬১৭ শাল অঙ্কে লিখা আছে। শ্লোকার্থে ও তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। শিশির একটু অভিনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারিবে।

শিশিরকুমার মেদিনীপুরের রাজা যে শোভাসিংহের কথা উল্লেখ করিয়াছে সে আমাদের ঐ মঠ স্থাপনের বা ৺কেদার চৌধুরীর সম সাময়িক লোক। আমি অনেক কষ্টে ঐ ইতিহাস পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তাহার সহিত আমাদের কুলজীসন্নিবদ্ধ শ্লোকোল্লিখিত শোভাসিংহের (যিনি বহুশত বৎসর পূর্ব্বে বনবিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন বলিয়া উক্ত আছে) ঠিক হয় না বলিয়া তাহার ঘটনা কুলপঞ্জিকায় উল্লেখ করা হয় নাই।

আর শিশিরকুমার আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এই অঞ্চলের আগমনের কাল যে ১৬৯৬ খৃঃ অঃ হওয়ার অনুমান করিয়াছে তাহা হইতেই পারে না। উক্ত রমেশবাবু প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ গত চাপ জরিপের সময় সেটেলমেণ্ট অফিসার মিষ্টার এলেন বাহাদুরের অনুরোধে আমাদের বংশের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া যে সুন্দর নাতি দীর্ঘ রিপোর্ট করিয়াছেন তাহাতে তিনি বহু অনুসন্ধানে দ্বারা ৺কেদারের পিতামহ ৺কন্দর্প রায় মজুমদার সায়েস্থাখাঁর সময় মুসলমান সেনাপতি উমেদখাঁর সহকারী থাকিয়া চট্টগ্রাম হইতে আরাকানীদিগকে সম্যক বিতাড়িত করিবার কাল ১৬৬৪—১৬৮৫ খৃঃ অঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট প্লিডার স্বর্গীয় রায় দুর্গাদাস দাশ বাহাদুরের স্বহস্ত লিখিত আত্মজীবনীতে ঐ ঘটনা ১৬৬৬ খৃঃ অঃ হওয়া উক্ত হইয়াছে। রমেশবাবুর উল্লেখিত রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট approve করিয়া এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টের অংশভুক্ত করিয়াছেন। তাহা কোন মতে ভুল বলিয়া বলিতে পারি না। তাহা হইলে দেখা যায় যে আমাদের উক্ত কন্দর্প রায় শুক্লাম্বর দাশ হইতে অধস্তন ৮ম পুরুষ। সুতরাং কন্দর্পরায়ের সময় ১৬৬৪—১৬৮৫ খৃঃ অঃ হইলে শুক্লাম্বর দাশের আদি বাসস্থান ত্যাগের কাল কখনও ১৬৯৬ খৃঃ অঃ বা ১৬১৮ শক হইতে পারে না। শিশিরকুমার এই বংশটীকে যত আধুনিক মনে করিয়াছে তা। বাস্তবিক নয়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বহুশত, বৎসর পূর্ব্বে সকলের আগে এই অঞ্চলে আসিয়াছেন। ইহা সকলেই স্বীকার করেন পীতাম্বরদাশ কুলজী মতে শুক্লাম্বরের প্রপৌত্র। তাহার মঠের উৎকীর্ণ তারিখের সহিত কোন বিরোধ নাই। এ শ্লোকের বর্ণিত ১৬১৭ শক ধরিয়া লইলেই সব পরিষ্কার মিলিয়া যায়। পীতাম্বরকে শুক্লাম্বরের সমসাময়িক ধরিবার কোন হেতু নাই।

৩। তৃতীয়তঃ শ্লোকগুলি ছাড়া বংশের অপর কোন ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকার কোন প্রমাণ নাই। আমাদের পুরোহিতগণের বা Rev. P. M. Chowdhury নিকট কোন ইতিহাস থাকার কথা গল্প মাত্র। উক্ত P. M. Chowdhuryর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ব্রজমোহন

চৌধুরী সেরেস্তাদার ও তাঁহার পুত্রগণের সহিত এই সম্বন্ধে আমার অনেক আলাপ হইয়াছে। কোন ইতিহাস তাঁহাদের নিকট থাকা কখনও বলেন নাই। তাঁহারা আমার সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা দেখিয়া দিয়াছেন।

৪। চতুর্থ! বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ শাখা সম্বন্ধে শিশিরকুমারের আপত্তি, তাহা প্রকাশ না করায় উত্তর দিতে অক্ষম। এইমাত্র বলিতে পারি আমার সংগৃহীত কুলপঞ্জিকার শাখা বিভাগ রমেশবাবুর উক্ত রিপোর্টও প্রাচীন কুলজীর অনুবলেই করা হইয়াছে। মনগড়া কিছুই করা হয় নাই। প্রাচীন লোকের মধ্যে উহা দেখাইয়াছি। কেহই কোন আপত্তি করেন নাই।

শিশিরকুমারের বর্ণিত যোগেন্দ্রবাবুর কোন্ স্থানে বিচার বুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে, আমি বুঝিতে অক্ষম। উক্ত যোগেন্দ্রবাবু ঘরে ঘরে গিয়া বর্ত্তমান ছেলেদের নাম সংগ্রহ করতঃ প্রাচীন কুলজীতে সংযোগ করিয়া কুলজীটী upto date করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার নিকট হইতে ঐ সব নাম আমি পাইয়াছি ও কুলজী ভুক্ত করিয়াছি এবং বহু অনুসন্ধানে তাহা নির্ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। শিশির কিছু মাত্র খবর না রাখিয়া উক্ত ভদ্রলোকের প্রতি দোষারোপ করা অন্যায় হইয়াছে মনে করি।

সর্ব্বশেষ বহুবৎসরের চেষ্টায় যে কুলপঞ্জিকা সংগৃহীত হইয়াছে ও যাহার জন্য জ্ঞাতিগণ বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশ না করার জন্য শিশিরকুমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছে। কুলপঞ্জিকা প্রকাশ একা আমার স্বার্থ এমন নয়। বিশেষতঃ ইহা প্রকাশ করিয়া নাম জাহির করিবার ইচ্ছাও আমার নাই। তবুও যে এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি তাহার একমাত্র কারণ এই যে সকলের বাড়ীতে (যার যার বাড়ীর কুলজী আছে) দেখিয়াছি প্রাচীন কুলজীগুলির কাগজ পঁচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এমন উৎসাহী লোক দেখা যায় না ঐ প্রকাণ্ড কুলজীটী নূতন করিয়া লিখিবেন। বর্ত্তমানে যুবকগণ এই কার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা পূর্ব্ব পুরুষগণের বড় একটা খবর রাখেন না বা রাখিতে চান না। অনেকে প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নামটা পর্য্যন্ত জানেন না। যে কয়েকজন প্রাচীন লোক বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের জীবিত কালে কুলজীটী স্থায়ী রকম করিয়া না লইলে তাহাদের অবর্ত্তমানে সমস্তই বিস্মৃতির তমসাবৃত হইবে সন্দেহ নাই। এসব চিন্তা করিয়া আমি বহু পরিশ্রমে কুলজীটী সংগ্রহ করিয়াছি এবং প্রাচীন লোক সকলেই তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। আমার সংগ্রহে কোন ভুল থাকিলে উহার নিশ্চয়ই সংশোধন করিবেন বা প্রতিবাদ করিবেন। এইরূপ স্থলে বহু চেষ্টার জিনিষটা নষ্ট হইতে দেওয়া ভাল বোধ হইতেছে না। আমার যদি ভুল থাকে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়ার জন্য সকলকেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। প্রকৃত ভুল দেখাইয়া না দিয়া সমালোচনায় জাতি সাধারণের জিনিষটী নষ্ট করিবার চেষ্টা প্রশংসাই নহে। পত্রিকার স্থানাভাব বলিয়া সম্পাদক মহাশয় আপত্তি করায় অতি সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করিলাম।

চাবুক।

শ্রীমন্মথনাথ সেনশর্ম্মা, শালিকা হাওড়া।

দয়ালঠাকুর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় কোথা হইতে এককপি "বৈদ্য-প্রবোধিনী" প্রাপ্ত হইয়া জাতিতত্ত্ব লিখিতে বসিয়া তাহার মুখবন্ধে বলিয়াছেন যে আমাকে এই পুস্তকখানি সমালোচনার জন্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের বহু অনুরোধে আমি বাধ্য হইয়া পুস্তক খানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই সমালোচনায় তিনি স্থির করিয়াছেন বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণেতর পরন্তু তাহারা

"চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যো চ ব্রহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥"

যাহা হউক এ হেন শ্লোক যখন শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের লেখনী নিঃসৃত হইয়া কার্ত্তিক সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে বৈদ্যকে চণ্ডাল ও অপসদ বলিয়া সর্ব্বসম্মুখে প্রকাশ করা হইয়াছে, তখন ইহার অন্যথা হইতে পারে না। যে হেতু বৈদ্যেরা চণ্ডাল, ধোপা, নাপিত প্রভৃতির সমষ্টি লইয়া তাহাদের সমাজ পরিপুষ্ট করিয়াছে। আর ১৬ই জ্যেষ্ঠ ১৩৩২ শালের ব্রাহ্মণসভার মুখপত্র বঙ্গবাসীর "সাম্যযুগ না বৈষম্যযুগ" প্রবন্ধেও উক্ত হইয়াছিল যে রঘুনন্দনের শূদ্র পর্য্যায় হইতে প্রথমে বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ হইয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করিলেন। আবার এখন তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কতক শূদ্রাচার সম্পন্ন আছেন। তাহা হইলে তাঁহারা শূদ্র, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ বর্ণীয়রূপে তিনভাগে বিভক্ত হইলেন।

বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মুখনিঃসৃত হইয়া যখন তাহাদের মুখপত্র বঙ্গবাসীতেও বৈদ্যকে শূদ্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তখন বৈদ্যেরা যে শূদ্র তাহা স্থির সিদ্ধান্ত এবং ইহা যে ব্রাহ্মণের বেদ বাক্য স্বরূপ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যে হেতু এই বঙ্গদেশের প্রধান স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন মহাশয় তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়া গিয়াছেন:—

শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথতা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না.............................॥

শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপহেতু কলিকালে বৈদ্যেরা শূদ্র হইয়াছে। অতএব ইহাতেই বেশ প্রমাণ হইতেছে, এই বঙ্গদেশের মধ্যে যে সমস্ত বৈদ্য শূদ্রাচারী থাকিয়া একমাস কাল অশৌচ পালন করিতেছেন তাঁহারা শূদ্রই; যেহেতু ইহার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। আর যাহারা অম্বষ্ঠ বলিয়া পঞ্চদশদিবস অশৌচ প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহারাও ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না; কারণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শূদ্র ছিলেন। অতএব যে সমস্ত বৈদ্য শূদ্র হইতে বৈশ্য হইয়া অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদিগকে

জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি প্রকৃতই শূদ্র ছিলেন? না যাঁহাদের বর্ণগুরু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তাঁহাদের কতিপয়ের অত্যাচারে ও রাজশাসনে বাধ্য হইয়া বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন?

প্রত্যুত্তর দাও হে বৈদ্যভ্রাতৃগণ! যদি না পার, তবে একবার অতীতের দিকে চেয়ে দেখো সেই মহারাজ আদিশূর, সেই বল্লালসেন সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি। যে বঙ্গভূমিতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতুলকীর্ত্তি রাখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিলে মনে যুগপৎ আনন্দ ও ভক্তির উদয় হয়, সেই মহাপুরুষদের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আজ তোমারা হেয় ও অপসদ হইয়া পড়িয়াছ।

হায় অধঃপতিত জাতি! তোমাদের অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া কি তোমরা একেবারে জাহান্নামে গিয়াছ? যে সমস্ত নীচ ও স্বার্থপরব্যক্তি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে অযথা কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত করিতেছে, এখনও তাদের দ্বারে দাঁড়াইতে লজ্জা হচ্ছে না, ধিক্ তোমাদের; যে স্বর্ণ সুযোগ আজ তোমাদের জাতীয় আকাশে উদয় হয়েছে; তাহা যদি একবার চলিয়া যায়, সহস্র সহস্র জনম মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও আর তাহা ফিরিয়া পাইবে না। তাই বলি নিজের বিপুল শক্তির উপর অটল বিশ্বাস রেখে উঠ। আত্মবিশ্বাস না থাকিলে, নিজের শক্তির উপর আস্থা না থাকিলে মানুষ কাপুরুষ হয়ে যায়, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই আজ সেই সমস্ত নীচ স্বার্থপর ব্যক্তিরা জগৎপূজ্য জরভাবাপন্ন বৈদ্যদের বুকে লাথি মেরে শিক্ষা দিতেছে। তাহারা ইঁহাদের প্রতি অন্যায় কচ্ছেনা বরং উপকারই কচ্ছে, যাঁদের অন্তরে আপন জাতীয়তা সহজে জাগেনা, তাহারা এমনি করে বুকে লাথি খেয়ে তবে জাগে। যাহারা আমাদিগকে এতদূর অপমানিত করেছে, বুকে পদাঘাত করছে পূর্ব্বপুরুষকে কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত করেছে, তাহারা আমার নমস্য। সেই নীচ স্বার্থপরদিগের পায়ের ধুলো আমি মাথায় নিই। যে অসুর ভীরু দেবতাকে পদাঘাত করে পৌরুষ শেখায়, তার লুপ্ত দেবত্বকে সিংহ বিক্রমে জাগিয়ে তোলে, সে অসুরকে আমি নমস্কার করি। যে জাগ্রত ও সমান সুপ্ত জগৎ সিংহকে ভীম পদাঘাতের দ্বারা যুদ্ধে আহ্বান করে, তাকে আমি নমস্কার করি। যে ভৃগু ভগবানের বুকে লাথি মেরে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাকে আমি নমস্কার করি। যে নরমুণ্ডমালিনী কালী নিদ্রিত শিবের বুকে দাঁড়াইয়া তা-তা থৈ থৈ রূপে নৃত্য করে জাগিয়ে তোলছে, সেই অশিব নাশিনীর উদ্দেশে আমার কোটি কোটি নমস্কার।

এসো আঘাতের দেবতা, এই অধঃপতিত জাতিকে আঘাত কর, সেই মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের যারা নিজের ও জাতির অপমান চক্ষে দেখে চুপ করে বসে থাকে, প্রতীকারের পন্থার অন্বেষণে উন্মত্ত উল্লাসে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেনা। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও যাদের চোক দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় না জড়ের ন্যায় বসে থাকে তাদের আঘাত কর। তাহাদিগকে শত ধিক্ দেও। জাগাও তাদের আত্মসম্মান, জাগাও তাহাদের জাতীয়তা। যাহারা নিজকে বৈদ্য বলে আত্মপ্রতারণা করে বৈশ্য ও শূদ্রাচার গ্রহণ কচ্ছে, তাহাদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত কর।

তাই বলি হে নির্জীব বৈদ্য ভ্রাতৃগণ! এখনও কি তোমরা অপমান সহ্য করবে, এ মোহ মদিরা কি তোমাদের কাটবে না। একবার আলস্য বিজড়িত দেহ ছেড়ে ওঠো, উঠে দেখ তুমি মুক্ত। তাতে যদি তোমার আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে, তবে বিশ্বে এতবড় দানবশক্তি নেই যে, তোমায় পায়ের তলায় ফেলে রেখে তোমার পিতৃপুরুষকে অযথা কলঙ্কিত করে এতদিন নির্য্যাতন যে সয়েছ, সে তোমাদেরই দোষ। তাই বলি ভাই উঠো, জাগো, আপনাকে চেন। যে মিথ্যুক ও শঠ তোমার পথ রোধ করে দাঁড়াবে, তাকে পিষে দিয়ে যাও তখন সে দেখবে তুমি ব্রাহ্মণ। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ওঠো জাগো হে নির্জীব ঘুমন্ত বৈদ্যভ্রাতৃগণ! ওঠো তোমাদের ডাক পড়েছে, ভগবানের ধর্ম্মের সিংহাসন হতে ওঠো তোমারা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরেণ্য ও পূজনীয় বৈদ্য-ব্রাহ্মণ। ধর্ম্ম সংস্থাপন করবার জন্যই যে, তিনি সাদরে তোমাদিগকে আহ্বান করছেন

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে

এই ভারতের বক্ষে আজ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের যে প্রবল বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে; সে বন্যার গতিরোধ করতে তোমরা ভিন্ন আর কেউ পারবেনা। ওঠো, উঠে সেই ভণ্ড শাস্ত্রী অমর্য্যাদাকারীর হাত থেকে সনাতন হিন্দুশাস্ত্রকে রক্ষা কর।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় যখন হিন্দুধর্ম্ম তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ সেন (আদিশূর) এই বাঙ্গালা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে বিদূরিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আজ সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপর অধর্ম্মরূপী ধর্ম্মের নিশান পত পত করে উড়ছে, আর তোমরা এখনও তাই চুপ করে বসে তাকিয়ে দেখছো। নাও, ওঠো, তুলে ধর তোমাদের পবিত্র বিজয় নিশান। উড়িয়ে দাও উঁচু করে ধরে তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেল ঐ অধর্ম্মের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে। ভেঙ্গে ফেল ঐ অধর্ম্মের চূড়া। যাহারা প্রতিজ্ঞা করে ধর্ম্মের নিশান ওড়াবে—তারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মের বুকের উপর অধর্ম্মের নিশান আর ওড়াতে দিব না। যে ও নিশান জ্বালিয়ে ফেলবে যে অধর্ম্মের নিশান আবার তুলে ধরতে চাইবে, তাকে এমন শাস্তি দেবো সে জীবনে যেন ভুলতে পারে না।

আজ সারা ভারতের লোক ধর্ম্মের পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে রয়েছে, তাদের সে পিপাসা নিবারণ করতে একমাত্র তোমারাই সক্ষম। ওঠো উঠে দিকে দিকে শাস্ত্র প্রচার কর। যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম ও শাস্ত্র তাহা সকলের হৃদয়স্রোতে বাজিয়ে দাও। বেদ তোমাদেরই

না কণ্ঠস্থ ছিল, তোমারাই না বেদেতে উপাধি লাভ করে বৈদ্য আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলে। সেই তোমরা - আর আজ তোমাদের অধঃপতন হইয়াছে বলিয়াইত ধর্ম্মের ভিতর এত জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজী চলিতেছে। তাই ঘরে ঘরে আজ হাহাকার আর ক্রন্দনের উপর ক্রন্দন চলিতেছে। যে বাঙ্গালা দেশে অন্নের অভাব কখন হয় নাই, আজ অধর্ম্মাচারী হইয়াছ বলিয়াই একমুষ্টি অন্নের জন্য প্রতিগৃহে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে দেখিতে পাইতেছ? তোমারই একভাই বৈদ্য-ব্রাহ্মণ মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন যিনি জ্ঞানে বশিষ্ঠ, বিদ্যায় বৃহস্পতি, ত্যাগে হরিশ্চন্দ্র এবং জীবনদানে দধিচীর ন্যায় ছিলেন, সেই মহাপুরুষ এই শোচনীয় অবস্থা দেখে কি কাঠোরব্রত গ্রহণ করে ভগবানের যে আশীর্ব্বাদ লাভ করেছেন, তাহা কি কেও পাইয়াছে? তাই বলিতেছি ভগবান্ যে তোমাদের উপর সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। নচেৎ চিত্তরা বাঙ্গালায় রাজনৈতিক নেতার অভাব হওয়াতে আবার তোমাদেরই অন্যতম ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন সেনকে কেন সেই পদে বরিত করেছে। কারণ তোমরা যে সর্ব্বস্বত্যাগী। সেই বশিষ্ঠ, ধন্বন্তরি, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ প্রভৃতি ঋষিদের প্রকৃত বংশধর। তাই বলি হে বৈদ্য ব্রাহ্মণ! তোমাদের উঠতে হইবে। আর ঘুমে অচেতন হয়ে থাকতে পারবে না। চেয়ে দেখ প্রভাত হয়েছে, শ্যামাচরণের প্রাণের মধ্য দিয়ে ভগবানের আহ্বান এসেছে তাহা কি তোমাদের কানে পৌঁচাচ্ছে না। ঐ শোন তিনি আবার গুরুগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" ওঠ জাগো তোমাদের প্রাপ্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

সমাজে দরিদ্রতার কারণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীচিন্তাহরণ সেনশর্ম্মা, ঢাকা।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া চিকিৎসাব্যবসা অবলম্বন করাইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার লুপ্তগৌরব এবং বৈদ্যজাতির শ্রেষ্ঠত্বের পুনরুদ্ধার হইতে পারে।

ব্যবসা-বাণিজ্য অক্ষমতা ও অমনোযোগিতা।

ব্যবসা বাণিজ্যই ধনাগমের একমাত্র প্রশস্ত পথ। বাণিজ্য বৈদ্যদিগের জাতীয় ব্যবসা না হইলেও সমাজের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করিবার জন্য আপদ্ধর্ম্ম রূপে সাদরে গ্রহণ করা উচিত। এখন আর শাস্ত্রবচন নিয়া কেবল মাত্র জাতীয় ব্যবসা লইয়া বসিয়া থাকিবার দিন নাই। যে যে ভাবে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা ধনশালী হইতে পারে, তাহার সেই উপায় অবলম্বনই

সুবুদ্ধির পরিচায়ক। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত ব্যবসাবাণিজ্য ব্যতীত কোন জাতিই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। যদাহু— বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং—ভিক্ষাং নৈবচ নৈবচ॥ মহাজন বাক্য কথনই মিথ্যা হইতে পারে না। প্রকৃত ধনী হইতে হইলে ব্যবসাবাণিজ্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। চাকুরিজীবিলোকদিগের মধ্যে নিজ উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিয়াছে এইরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা যেরূপ প্রভূত ধন উপার্জ্জিত হয় অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না ও হইতে পারে না। আমাদের দেশীয় স্যার মুখার্জ্জি, মহেশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্থল। উহারা প্রথম বয়সে যেরূপ চাকুরীতে ছিলেন এখন ও সেরূপ থাকিলে কোথায় পড়িয়া থাকিতেন তাহার কেহই খোঁজ পাইত না। ইংরাজ জার্ম্মান—আমেরিকান—জাপান প্রভৃতি জাতির যে প্রাধান্য বর্ত্তমান, তাহার ও মূল কারণ তাহাদের বাণিজ্য প্রিয়তা। বাণিজ্য ব্যপদেশেই তাহারা প্রভূত অর্থাগম করিতে সমর্থ হইতেছে। জার্ম্মাণির সঙ্গে যে এত বড় যুদ্ধ হইয়া গেল তাহার ও মূল কারণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে জার্ম্মাণির একাধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। আমাদের ভারতীয়গণের মধ্যে মাড়োয়ারী ভাটিয়া, নাখোদা প্রভৃতি ভিন্ন প্রকৃত ধনী আর কেহই নাই। আজকাল বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র যে ঐ সমস্ত মাড়োয়ারী প্রভৃতি বাণিজ্যক্ষেত্রকে একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে তাহাও আমাদের বাণিজ্য অক্ষমতা ও অমনোযোগীতা। উহারা সামান্য অবস্থায় এদেশে আসিয়া ক্রমে ক্রমে দেশের জমিদারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। আর কিছুকাল পরে বোধ হয় সমগ্র বাঙ্গালাদেশটা উহাদের হস্তগত হইয়া যাইবে। আমাদের দেশে অন্যান্য প্রদেশের লোক আসিয়া নানাপ্রকারে ধনোপার্জ্জন করিয়া ক্রোড়পতি হইতেছে, আর আমরা তাহা দেখিতেছি বসিয়া বসিয়া এবং তাহাদের বাড়ীতে "সরকারী" বা কেরাণীগিরি লইয়া তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের সহায়তা করিয়া জীবনকে ধন্য করিতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে চাকুরিজীবি আমারা অন্নজলক্লিষ্ট হইয়াও কোনরূপ ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিতেছি না। আমাদের প্রিয়তম চাকুরী ব্যবসাটিও আর বেশীদিন আমাদের হাতে থাকিবে আশা নাই। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি আসিয়া সে পথ ও দিন দিন সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতেছে। আজকাল চাকুরির বাজার যেরূপ গরম, উকীল মোক্তার প্রভৃতির অবস্থাও ততোধিক শোচনীয়। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ছেলে দিগকে পাশ (ফাঁস) করাইয়া একটা কোন ও কিছু হইবার আশা করা আজকাল বিড়ম্বনা মাত্র। লোভনীয় যে কয়টা চাকুরি আছে তাহা প্রত্যেক জাতিতে ভাগ করিয়া লইতে গেলে সম্ভবতঃ প্রত্যেক চাকুরি ৫।৭ জনকে করিতে হইবে। আজকাল উচ্চ শিক্ষা দিতে যে খরচ বহন করিতে হয়, তাহা প্রায় এক পরিবার পুরিবার সমান। শেষেফল লাভ বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় নামক জীবনধ্বংস কারী যন্ত্রের পেষণে ফেলিয়া সুকুমারমতি বালকদিগের জীবন নষ্ট না করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন

পর্য্যন্ত পড়াইয়া তাহাদের নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিয়োজিত করাই সঙ্গত চাকুরি করিতে যেরূপ শ্রম করিতে হয় এবং মনুষ্যত্ব নামক জিনিষটির মায়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা সামান্য পান চুরুটের দোকান দেওয়াও অনেক ভাল। আমরা চাকুরিতে যে শ্রম করি তাহার অর্দ্ধেক যদি ব্যবসাবাণিজ্যে ও শিল্পচর্চা প্রভৃতিতে নিয়োজিত করিতে পারি, তাহা হইলে চাকুরি অপেক্ষা অনেক অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে এবং শক্তিমত্তার ও পরিচয় পাওয়া যায়। চাকুরি এমনই জিনিষ যে তাহা অক্ষত রাখিতে হইলে মিথ্যা ব্যবহার করিতেই হইবে। এ ক্ষেত্রে ইহা প্রশ্ন হইতে পারে যে সকলেই যদি ব্যবসা প্রভৃতি করিবে তবে জিনিষ কিনিবে কে? আমাদের বাঙ্গলা দেশে প্রতিবৎসর শীতের সময় প্রায় ৩।৪ হাজার কাবুলি শীতকাপড় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ৩।৪ মাসে প্রায় ২ কোটী টাকা দেশে লইয়া যায়। এইরূপ সকল ব্যবসাক্ষেত্রেই এবং মুটে কুলিমজুর প্রভৃতি সকল কাজেই ভিন্ন দেশীয়দের প্রভাব খুব বেশী। আমাদের দেশের পাচক—চাকর—কুলি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল কাজেই হয় উড়িয়া বা পশ্চিমা প্রভৃতির একাধিপত্য। দেশের লোক না খাইয়া থকিবে, অথবা ভিক্ষা করিবে, তথাপি ঐ সমস্ত কাজ করিবেনা। ঐসব কাজ করা বড়ই অপমান জনক মনে করে এবং সেই জন্যই বঙ্গদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা খুব বেশী। তাহারা বোঝে না যে পরপদ সেবী হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন কত শান্তিকর। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি ব্যবসাদার দের সংখ্যা বাঙ্গলা দেশে নিতান্ত কম নহে। এখন বাজার একরূপ তাহাদেরই হাতে। বাজার উহাদের হাতে পড়ায় আমাদিগকে সমস্ত জিনিষই অতি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। উহারা এদেশে অর্থোপার্জ্জনের জন্যই আসিয়া থাকে। আমাদের খুব দুঃখ দেখিবার উহাদের কোন ও আবশ্যক নাই। ঐ সমস্ত ভিন্ন দেশীয় লোক যে সমস্ত ব্যবসাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহার অন্ততঃ শতকরা পাঁচটী যদি আমাদের দেশীয়দের হস্তগত হয় তাহা হইলেও দেশের আর্থিক অবস্থা অনেক স্থলে সচ্ছল হইতে পারে। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজ কোন ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে একবারে চেষ্টিত নহেন। এমন কি পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসাটি পর্য্যন্ত পরহস্তে ছাড়িয়া দিয়া সন্তুষ্টচিত্তে পদলেহনে নিযুক্ত আছেন। কেহ কেহ ব্যবসাক্ষেত্রে কিছু কিছু অগ্রসর হইয়া ছিলেন, কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা হেতু ও মূলধনের অপ্রাচুর্য্যতা নিবন্ধন এবং তদুপরি বিলাসীতার জন্য তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আমরা দোকান দিয়াই গাড়ীঘোড়ার বন্দোবস্তে চেষ্টিত হইয়া থাকি। কিন্তু সেরূপ ভাবে ব্যবসাক্ষেত্রে উন্নতি করা অসম্ভব। ব্যবসা করিতে গেলে খুব কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা করা আবশ্যক। উহা যোগ বিশেষ "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। কোনও রূপ বিলাসিতা আসিলে তাহার দ্বারা ব্যবসার উন্নতি হওয়ার আশা নাই। আমাদের দেশে যে কতগুলি যৌথকারবার ছিল; সে গুলির উন্নতি না হইবার প্রধান কারণ আমাদের মধ্যে ব্যবসাবুদ্ধির অভাব এবং আলস্যপরায়ণতা ও বিলাসিতা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব। অতএব আমাদের যাহাতে ব্যবসা করিবার ক্ষমতা জন্মে

সেরূপ ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমে অপর কোনও ব্যবসায়ীদের কারবারে থাকিয়া ব্যবসা শিক্ষা করিতে হইবে। বড় বড় কারখানা বা কারবার স্থাপন না করিতে পারিলে ব্যবসাকে প্রকৃত উন্নতির পথে আনয়ন করা যায় না। কিন্তু তাহার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন সমাজে এমত কেহ নাই যে প্রভূত মূলধন সহ কোনও একটা ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারেন। অতএব যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করাই সুপরামর্শ ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অংশ বিক্রয় করিয়া প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে অথচ তাহাতে দেশের ও সমাজের মহৎ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। বৈদ্য সমাজে কি এরূপ কোন লোক নাই যাহারা জাতীয় যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? প্রত্যেক বৈদ্য সন্তানগণ অন্ততঃ যদি একটি করিয়া টাকা সাহায্য করতঃ একটী কারবার সংস্থাপন করেন তাহা হইলেও অন্যূন ৪০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ হইতে পারে যাহ দ্বারা সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সংশোধিত হইতে পারে। অথবা যদি প্রত্যেকে অন্ততঃ ২৫৲ টাকা মূল্যের একটা করিয়া অংশ গ্রহণে কোনও কারবারে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে যে টাকা সংগ্রহ হইবে তাহা বোধ হয় "হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল" কোম্পানীর মূলধন হইতে কম হইবে না। তাহাতে অংশীদারগণও যেমন লাভবান হইবেন তেমনি লভ্যাংশ হইতে অন্ততঃ শতকরা ২০৲ টাকা উদ্বৃত্ত করিয়া জাতীয় ও সমাজের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত করিয়া সমাজকে দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই এবং তদুপরি কারবারের স্বজাতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া অনেক পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে অংশীদারগণের আপত্তি করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

আমাদের দেশীয় ধনী মহোদয়গণ যেন মনে না করেন যে, তাহারা চিরকালই এরূপ ভাবে সুখে দিন যাপন করিতে পারিবেন। দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে—এখন আর কেহই ছোট থাকিবে না। যাহার কিছুই নাই সে যে ভাবেই হউক ধনীদের ধন গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে দেশে সেরূপ অবস্থা আসিতে না পারে, সে জন্য এখন হইতেই প্রত্যেকে কিছু কিছু সাহায্য প্রদানে সকলকে সমান করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ পরে তাহাদিগকেই ইহার ফল বিশেষ রূপে ভোগ করিতে হইবে, তখন আর কোনও প্রতিকারের উপায় থাকিবে না। একজন গাড়ী ঘোড়া চড়িবে আর পাঁচজনে তাহা দেখিবে এবং কৃপাভিক্ষা করিবে সে দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

আমাদের অবসর সময়ে নভেল প্রভৃতি না পড়িয়া বা বাজে গল্প না করিয়া যদি আমরা আমাদের নিজ নিজ নিত্য আবশ্যকীয় গৃহশিল্প প্রভৃতি নিজ নিজ গৃহে উৎপন্ন করিয়া লইতে পারি তাহা হইলে ঐ সমস্ত জিনিষ কিনিতে আমাদের যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পয়সা ঘরে থাকিয়া গিয়া অন্য কোনও আবশ্যকীয় কাজ পড়িলে সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। বিক্রয় করিবার মত জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিলে তো কথাই নাই।

তাহা দ্বারা একজনের খোরাকীর বন্দোবস্ত হইতে পারে। অথবা আর কিছু না হইলেও যদি দেশের বা সমাজের কল্যাণের জন্য সেই উদ্বৃত্ত অর্থ সমিতির হস্তে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমিতির আয় অনেক বাড়িয়া যাইবে, ইহাতে কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আমাদের ঘরে ঘরে তোয়ালে, গামছা, ফিতা, নেওয়ার, পর্দ্দা, পাটী, বাশের টুক্‌রী, চাটায়, বেতের চেয়ার, টেবিল, মোড়া, কালি, কলম প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় জিনিষগুলি তৈয়ার হইতে পারে, তাহাতে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীখণ্ড ও বৈদ্য-গোস্বামিগণ।

(শ্রীবসন্তকুমার সেনশর্ম্মা, বি, এল, নোয়াখালী।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ চিন্তা করিতে করিতে মুকুন্দ শ্রীখণ্ড আসিয়া পৌঁছিলেন এবং শ্রীখণ্ডের দক্ষিণে বড় ডাঙ্গা নামক নির্জ্জন বন গৌরাঙ্গভজনের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া তথায় কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। এখানে থাকিয়াও মুকুন্দের আর অন্য চিন্তা নাই। সর্ব্বদা তাই কুটীরে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ চিন্তা করিতেছেন ও কুলদেবতা শ্রীগোপী নামের সেবা সুখে পরমানন্দে দিন যাপন করিতেছেন। এইরূপ ভাবে অবস্থান করিতে করিতে কেবল একটী লোক বড়ডাঙ্গাস্থিত কুটীরে আসিয়া তাহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলেন। মুকুন্দ বুঝিলেন সকলই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভঙ্গী। মুকুন্দও মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। এই ভাগ্যবতী রমণীর গর্ভেই পরে শ্রীরঘুনন্দনের জন্ম হয়। ১৬—১৮ পৃষ্ঠা

মুকুন্দের বিবাহ।

ভরতমল্লিক মুকুন্দ দাশের বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

"সুতো মুকুন্দ দাশস্য রাজবৈদ্যস্য জাতবান্।
রঘুনন্দন দাশো যঃ কৃষ্ণ সেবন তৎপরঃ॥
বৈষ্ণবো জগতি খ্যাতঃ কৃষ্ণপরিষদোপমঃ।
মালঞ্চকুল সম্ভূতঃ কন্দর্পখান সূনুজঃ॥" চন্দ্রপ্রভা, ৩৫১ পৃষ্ঠা।

রাজবৈদ্য মুকুন্দ দাশের কৃষ্ণসেবন তৎপর রঘুনন্দন নামে যে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল, তিনি কৃষ্ণপারিষদ তুল্য, জগতিখ্যাত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি মালঞ্চকুল সম্ভূত

কন্দর্পখাঁর দৌহিত্র। উক্ত বর্ণনায় জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মুকুন্দ-ধন্বন্তরি বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন মালঞ্চ বিনায়কসন্তান কন্দর্পখাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্দর্পখাঁর পিতৃদত্ত নাম শ্রীনাথ সেন, তিনি মালঞ্চনিবাসী মহাকুল কুমারসেনের প্রপৌত্র, কুমারসেনের পুত্র ভাস্কর, ভাস্করসেনের পুত্র সুরথসেন, তিনি গৌরাধিপতির মন্ত্রী ছিলেন, এই সুরথসেন কৃষ্ণখাঁন নামে বিখ্যাত। কৃষ্ণখাঁর পুত্র কন্দর্পখাঁন;—

কৃষ্ণখাঁনস্য তনয়াশ্চত্বারো বিনায়ান্বিতাঃ
শ্রীনাথসেন প্রথমঃ সঃ তু কন্দর্পখাঁনকঃ।

কন্দর্পখাঁর মধ্যমাকন্যা মুকুন্দ বিবাহ করেন;—

পদ্ম মুকুন্দ দাশায় বাজবৈদ্যার মধ্যমা।

চন্দ্রপ্রভা, ২৩ পৃষ্ঠা।

মুকুন্দ ও নরহরি উভয়েই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, শ্রীগোবিন্দ দাশের কড়চায় এই বংশ লিখিত আছে। যথা:—

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত

মুকুন্দ মুরারি গুপ্ত আর গদাধর।
নরহরি, বিদ্যানিধি শেখর, শ্রীধর॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত আরো দুই চারি জন।
যাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন॥

মুকুন্দ, মুরারিগুপ্ত, নরহরি প্রভৃতি মহাপ্রভুর এত প্রিয় ছিলেন, ইহাদের অনুপস্থিতি কালেও শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমাবিষ্ট হইয়া ইহাদিগকে স্মরণ করিতেন। যথা:—

কভু প্রভু মত্ত হ'য়ে গড়াগড়ি যায়।
আছাড়ি বিছাড়ি কভু পড়েন ধরায়॥
ঐ মোর প্রিয় সখা মুকুন্দ মুরারি।
এত বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী॥
কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি।
কৃষ্ণ নাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি॥

শ্রীগোবিন্দ দাশের করচা।

আমরা বৈদ্যকুলোদ্ভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানিতে পারি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দনকে ত্রিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। যথা:—

মুকুন্দেরে কহে প্রভু মধুর বচন।
তোমার এ কার্য্য ধর্ম্ম ধন উপার্জ্জন॥

রঘুনন্দনের কার্য্য কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইহার অন্য নাহি মন॥
নরহরি রহুক্ মোর ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে॥

মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন শ্রীশ্রীমহা প্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব জগতে বরণীয় হইয়াছেন। ভরতমল্লিক এইজন্যই শ্রীরঘুনন্দনকে "কৃষ্ণ সেবন তৎপর" লিখিয়াছেন।

নরহরি।

নরহরি "ঠাকুর নরহরি" এবং "সরকার ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন; তাঁহার বর্ণ গৌর, বাহুযুগল আজানুলম্বিত পৃষ্ঠ ও কটিদেশ বিলম্বিত কুঞ্চিত ভ্রমর কৃষ্ণ কেশধাম, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ছিল, নরহরিকে যিনিই দর্শন করিতেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য কৃত শ্লোকাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে 'নরহরির গঙ্গোর্ম্মি শুভ্র উজ্জ্বল অঙ্গ কান্তি, কুঞ্চিত কেশধাম ও চন্দন চর্চ্চিত বপুর বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

গাঙ্গেয়াঙ্গ দ্যুতি মতি ধীরং
শ্রীখণ্ডাঙ্কিত স শরীরম্।
বক্রকেশং পৃথু কটিদেশং
বন্দে শ্রীল নরহরি দাশং॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব যতদিন শ্রীধাম নবদ্বীপে লীলা করিয়াছিলেন শ্রীগৌরগতপ্রাণ নরহরি ও ততদিন তাঁহার নিকটেই ছিলেন। নরহরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিন্তায় এতই তন্ময় থাকিতেন যে, নবদ্বীপের তৎকালীন ভক্তসম্প্রদায় নরহরিকে "নরহরিচৈতন্য" আখ্যা প্রদান করেন। ঠাকুর নরহরি "শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত" "শ্রীভক্তি চন্দ্রিকাপটল" "শ্রীচৈতন্য সহস্র নাম" "নামামৃত সমুদ্র" "ভাবনামৃত" নামধেয় কতিপয় উৎকৃষ্ট ও প্রামাণিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করেন। সরল বঙ্গভাষায় গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলীর সৃষ্টিকর্ত্তাও ঠাকুর নরহরি সরকার। এই সম্বন্ধে 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে।

গৌরলীলা।

"গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের নরহরির নিকট যে ঋণ আছে, তাহা কখনই শোধ হইবার নহে।" শ্রীগৌরচন্দ্র নদীয়া পরিত্যাগ করিলেন, আর সেই সঙ্গে নদীয়া যেন তমসাচ্ছন্ন হইল। তাঁহার প্রধান প্রধান ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে বিক্ষিপ্ত হইয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব রূপসনাতন ও নিত্যানন্দের উপর দুইটী কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। নিত্যানন্দ আদিষ্ট হইলেন যে, তিনি জীবের ঘরে ২ হরিনাম সুধা বিতরণ করুন্ এবং গোস্বামিগণ শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সুমধুর লীলা প্রচার করুন।

ফলে এই হইল যে, ভক্তগণ কেবল হরিনাম গানে ও গোস্বামী শাস্ত্রালোচনায় বিভোর হইলেন। তথাপি তাঁহাদের যেন একটি অভাব বোধ হইতে লাগিল। অর্থাৎ তাঁহারা সুমধুর নদীয়ালীলা বা গৌরলীলা রসাস্বাদনের নিমিত্ত সমুৎসুক হইলেন। বৈষ্ণবগণের উৎকণ্ঠা দর্শনে চিন্তিত হইয়া তিনি বুঝিলেন যে, যতদিন বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রচারিত না হইবে, ততদিন উহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না। কিন্তু তাঁহার নিজের ও গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনময় গ্রন্থ লিখিবার সাবকাশ নাই। তবে তিনি গীতাকারে গৌরাঙ্গ বিষয়ক ছোট ছোট পদের রচনা আরম্ভ করিলেন। গৌরচন্দ্রিকার প্রথম সৃষ্টি হইল। গৌরলীলা ঘটিত পদ রচনা করিবার প্রথম পথপ্রদর্শক যে ঠাকুর নরহরি, তাহার ভক্ত বাসুদেব ঘোষ নিজপদে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজে মধুমতী নাম গুণের নাহি সীমা॥"

এই কারণেই শ্রীবৃন্দাবন দাসঠাকুর নরহরিকে সংকীর্ত্তনের অধিকারী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

*"শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা" গ্রন্থে, শ্রীল নরহরি ঠাকুর পূর্ব্বে ব্রজধামে শ্রীরাধিকার মধুমতী নাম্নী সখী ছিলেন, লিখিত আছে। শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীল নরহরির বন্দনায় লিখিয়াছেন :—

"বৃন্দারণ্যে ব্রজরমণীনাং। মধ্যে খ্যাতা হি মধুমতী যা॥
তং শ্রীগৌরাপ্রিয়তমশেষং। বন্দে শ্রীল নরহরি দাসং॥

ময়মনসিংহ বৈদ্যব্রাহ্মণ সভার কার্য্য বিবরণী।

(শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা, সম্পাদক।)

ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা কবিভূষণ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাশশর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা কবিভূষণ এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনশর্ম্মা মহাশয়গণের আহ্বানে স্থানীয় সুবিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত কামিনীকমল সেনশর্ম্মা বি, এল মহাশয়ের ভবনে এই সহরবাসী বিভিন্ন স্থানের বৈদ্যমহোদয়গণ গত ১লা শ্রাবণ (১৩৩২) সমবেত হইয়া একটি সভার অধিবেশন করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা, এল, এম, এস, ফরিদপুর।
" সারদাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা কবিভূষণ, বিক্রমপুর।
" হৃদয়রঞ্জন সেনশর্ম্মা এম. এ, বি, এল, চট্টল।
" অশ্বিনীকুমার দাশশর্ম্মা সবজজ, ত্রিপুরা।
" কামিনীকমল সেনশর্ম্মা বি, এল, টাঙ্গাইল।
" দেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মোক্তার, মহেশ্বরদি।
" রেবতীকমল সেনশর্ম্মা কণ্ট্রাক্টার, টাঙ্গাইল।
" উপেন্দ্রনাথ দত্তশর্ম্মা, বিক্রমপুর।
" কেশবচন্দ্র রায় তালুকদার, ময়মনসিংহ।
" শচীন্দ্রনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহ।
" হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা বি, এল, মাণিকগঞ্জ।
" জ্ঞানচন্দ্র দাশশর্ম্মা বি, এল, বিক্রমপুর।
" বরদাকান্ত গুপ্তশর্ম্মা, হুগলী।
" দুর্গাপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা, বিক্রমপুর।
" যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট, মাণিকগঞ্জ।
" সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বি, এল, ময়মনসিংহ।
" নলিনীমোহন দাশশর্ম্মা বি, এল বিক্রমপুর।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এল, মাণিকগঞ্জ।
" নন্দলাল সেনশর্ম্মা, বিক্রমপুর।
" প্রিয়নাথ সেনশর্ম্মা বি, এ, প্রধান শিক্ষক, এডওয়ার্ডস্কুল, টাঙ্গাইল।
" অবনীভূষণ গুপ্তশর্ম্মা কবিরাজ, বিক্রমপুর।
" রেবতীরঞ্জন সেনশর্ম্মা কবিরাজ, বিক্রমপুর।
" গিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন, বরিশাল।
" শরচ্চন্দ্র সেন, ঐ
" কালীপ্রসন্ন সেন, বরিশাল।
" রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মোক্তার, বরিশাল।
" সুরেশচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ।
" ললিতমোহন সেনশর্ম্মা কবিরাজ, বিক্রমপুর।
" কালীকান্ত সেনশর্ম্মা, টাঙ্গাইল।
" যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ময়মনসিংহ।
" ফটিকচন্দ্র দাশশর্ম্মা কবিরাজ, মাণিকগঞ্জ।
" ভুবনমোহন বিশ্বাস, ময়মনসিংহ।
" রামকুমার সেনশর্ম্মা, ঐ
" হীরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, টাঙ্গাইল।
" প্রভাতচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, বি, ফরিদপুর।

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন দাশশর্ম্মা বি, এল মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা বি, এল মহাশয় তাহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাশশর্ম্মা সবজজ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সভার সভ্য ময়মনসিংহের কবিরাজ সারদাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা কবিভূষণ "বৈদ্যব্রাহ্মণ সমস্যা" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে প্রবন্ধটি বিশদভাবে লিখিত হওয়ায় সকলেই উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে।

১ম প্রস্তাব :—বৈদ্যজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতি, উপনয়নাদি সংস্কার, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি সৃজন দ্বারা সামাজিক শক্তিবৃদ্ধি এবং পণপ্রথা নিবারণ উদ্দেশ্যে কিছুকাল যাবৎ কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে; উক্ত সভার কার্য্য প্রণালী প্রচারের জন্য বঙ্গদেশে

নানাস্থানে শাখাসমিতি সমূহ স্থাপিত হইতেছে; ঐরূপ কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বশতঃ অদ্য ময়মনসিংহ সহরস্থ বৈদ্যগণ সমবেত হইয়া "ময়মনসিংহ বৈদ্যব্রাহ্মণসভা" নামে একটি সভা সংস্থাপিত করিলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেনশর্ম্মা, এম, এ, বি, এল, (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা, এল, এম, এস, (কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সভার সভ্য।)

২য় প্রস্তাব :—নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা পণ্ডিতমণ্ডলী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৈদ্যজাতি বস্তুতঃ মুখ্য ব্রাহ্মণজাতি। এজন্য সর্ব্বত্রই উপনীত বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতেছেন এবং অনুপনীত বৈদ্যগণ যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ, ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালনে ব্রতী হইয়াছেন, অতএব—

(১) এই সভায় উপস্থিত উপনীত বৈদ্যগণ অদ্য হইতে নামান্তে শর্ম্মা উপাধি গ্রহণ ও দশাহ অশৌচ প্রতিপালনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনুপনীত বৈদ্যগণ অচিরাৎ যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালনে ব্রতী হইবেন।

কবিরাজ শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা কবিভূষণ প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলে শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনশর্ম্মা মহাশয় উহা সমর্থন করেন। কোন কোন বৈদ্যমহোদয় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু সম্মতি পরিগণনায় তাঁহারা অস্বীকৃত হইলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত বলিয়া ধার্য্য হয়।

৩য় প্রস্তাব :—পূর্ব্ব প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন, সভার উদ্দেশ্য প্রচার, মাসিক অধিবেশন এবং অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য এই সভা প্রস্তাব করেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সহ-যোগিতায় একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংগঠিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এল। সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, বি, এল।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা এল, এম, এস।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা কবিভূষণ, কবিরাজ। শ্রীযুক্তকুলদাচরণ দাশশর্ম্মা এম, এ, বি এল। শ্রীযুক্ত কামিনীকমল সেনশর্ম্মা বি, এল। সম্পাদক—শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা কবিভূষণ, কবিরাজ। সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা, বি, এল। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, বি। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বি, এল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য মনোনীত হইয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেনশর্ম্মা, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন দাশশর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ গুপ্তশর্ম্মা, কবিরাজ, শ্রীযুক্ত অবনীনাথ সেনশর্ম্মা বি, এল, শ্রযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এল।

৪র্থ প্রস্তাব :—এই সভা প্রস্তাব করেন যে, "ময়মনসিংহ বৈদ্যব্রাহ্মণ সভা" কার্য্যের সুবিধা ও সফলতার জন্য "কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির" অনুমোদন গ্রহণ করিবেন। প্রস্তাবক—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, বি, এল। সমর্থক—শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায়।

৫ম প্রস্তাব:—অদ্যকার সভার বিবরণ বৈদ্যহিতৈষিণী ও বৈদ্যপ্রতিভা পত্রিকায় প্রেরণ করা সঙ্গত বলিয়া এই সভা বিবেচনা করেন। প্রস্তাবক—শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা, কবিভূষণ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনশর্ম্মা।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা. বি, এল মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

চট্টলোপনিবিষ্ট কয়েকটী বৈদ্য-পরিবারের বিবরণ।

(শ্রীঅপর্ণাচরণ দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার, সেরেস্তেদার পটীয়া ১ম মুন্সেফী আদালত।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

আমি এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছি "চট্টলোপনিবিষ্ট কয়েকটী বৈদ্য-পরিবারের বিবরণ"। কিন্তু ইহাকে "বিবরণ" না দিয়া "বিবরণ জানিবার ইচ্ছা"— লিখিলেই সঙ্গত হইত। আমার ন্যায় শাস্ত্র জ্ঞান হীন সামান্য ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত বিবরণ লিখা অসাধ্য। কেরানিগিরি আমার জীবিকা। এমন সময় নাই যে, সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করি। যাহা হউক যথাসাধ্য লিখিয়া যাইতেছি। এই প্রবন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে, যদি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার মীমাংসা করেন বড়ই কৃতজ্ঞ হইব।

এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হওয়ার পর উকিল শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র সেনশর্ম্মা (মজুমদার) বি, এল মহাশয় বলেন, তিনি অনেক মৌলভীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন "ওহাদা" অর্থ মান "ওহাদাদার" অর্থ মাননীয় ব্যক্তির উপাধি যেমন (Honourable man or noble man দের উপাধি Earl, Lord, marquis.) স্বর্গীয় রেজিষ্টার মিষ্টার পিনেরো ঐ প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন বলিয়া কবিরাজ ৺যুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ওয়াদাদার মহাশয় ও বলিলেন। পুরাতন দলিলাদিতে ও ওয়াদাদার লিখিত আছে। বোধ হয় কেহ cotton সাহেবের বহি পাঠ করার পর ইহাকে ওয়াদাদার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাশ মহাশয় তাঁহার অভিধানে অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের ঐ সমস্ত উপাধির যথা মজুমদার, কানুনগোয়, নিয়োগী, দস্তিদার ওয়াদাদার ইত্যাদি শব্দের কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেন নাই। আশা করি ঐ অভিধানের ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ও সাধারণ অর্থ সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

সকল শাখারই গুরু পুরোহিত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের গুরু পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন অনুসন্ধান

করাতে জানা গেল ভুলুয়ার (নোয়াখালী) ঠাকুরেরাই ইঁহাদের গুরু ছিলেন। এখনও অনেকের গুরু আছেন। তাঁহারা ভাটীখাইন গ্রামের বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের ও মটপাড়া গ্রামের মৌদ্গল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণদেরও গুরু। ইহা হইতে এই অনুমান করা ভুল হইবে না যে, এই সমস্ত বংশের পূর্ব্বপুরুষ কেহ ভুলুয়া আসিয়া হয়তঃ তৎপর চট্টগ্রাম আসেন। এই দুই ব্রাহ্মণ বংশের অভিজ্ঞগণ এই সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন কিনা জানিনা। পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন জানিনা। আমার অনুমান শ্রীবিলাসদাশ মহাশয়ও কোন রাজকার্য্যে ভুলুয়ায় আসিয়াছিলেন। অথবা চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য ব্যপদেশে পরে ভুলুয়ায় গিয়াছিলেন। তথায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আচারপূত ব্রাহ্মণ দর্শনে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তখন ব্রাহ্মণগণ যাহাকে তাহাকে যে সে জাতিকে মন্ত্রশিষ্য করিতেন না। ইহাতেও দেখা যায় যে, বৈদ্যগণ তখনও এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি ভুলুয়ার ঠাকুরদের অন্য কোন জাতি মন্ত্র শিষ্য নাই। এই ঠাকুরবংশের শুচিতার ও আচার নিষ্ঠার একটি বিবরণ এইখানে বিবৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বিবরণটী এই :—এই বংশের ঠাকুরেরা কেহ সাধারণতঃ চট্টগ্রামে আসিতেন না। তাই তাঁহাদের অনেক শিষ্য এইস্থানে অন্য গুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। ১৮৯০ ইংরাজী হইতে ঠাকুর বংশের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত স্বর্গীয় নবকুমার বিদ্যারত্ন এই জিলায় আসা যাওয়া করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করার প্রস্তাব করেন। স্বনামধন্য পণ্ডিত ৺চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী উদ্যোগী হইয়া হাজারীস্কুল এক টোল স্থাপন করতঃ উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়কে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই টোলে আমিও কয়েকদিন সংস্কৃত শিক্ষাভিলাষী হইয়া যাওয়া আসা করিতাম। একদিন টোলে আসিয়া দেখি অধ্যাপক মহাশয় আসেন নাই। দুইএক দিন পরে আসিলে, না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "জ্বর হইয়াছিল।" হঠাৎ জ্বর হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন প্রত্যহ "ডেপুটীকে আমি পড়াইতে যাই, সেই দিন তাহাকে পড়াইতে গেলে, তাঁহার কুকুরটী আমার আসনের উপর আসিয়া বসে, তাহাতে আমার শরীর মন কেমন অপবিত্র বোধ হয়। ইহার পরই আমার জ্বর হয়।" এইকথা বলিয়া কুকুর যে অস্পৃশ্য একটী সংস্কৃত শ্লোকও আবৃত্তি করিলেন। আমরা ইংরেজী শিক্ষিতগণ ইহাকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইঁহাদের ঋষিবাক্যে কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল ইহা হইতে বুঝাযায়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, এই চট্টলভূমির মঠপারাগ্রামে নশ্বরদেহ রক্ষা করিয়া অমরধামে চলিয়া যান।

এই সরিৎমালিনী সাগরকুন্তলা শৈলকিরিটিনী পুণ্যভূমি চট্টলার মাটিতেই শ্রীবিলাস দাশ মহাশয় কমলনয়ন ও কৃষ্ণানন্দ নামক দুইপুত্র রাখিয়া নশ্বরদেহ রক্ষা করেন। তাঁহারা আর রাঢ়দেশে ফিরিয়া যান নাই। কেন তাহারা দেশে ফিরিলেন না, কোন্

দৈবদুর্ব্বিপাকে বা ধনোপার্জ্জন লিপ্সায় এই সাগরকুন্তলা সরিৎমালিনী শৈলকিরিটিনী সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা প্রকৃতির লীলা নিকেতন পূণ্য চট্টল ভূমিতে রহিয়া গেলেন জানি না। কমলনয়ন ভাটীখাইন গ্রামে ও কৃষ্ণানন্দ ডেঙ্গাপাড়াগ্রামে বসতি স্থাপন করিলেন। পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণও এই দুই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। দুইভাই দুইগ্রামে বাস করিবার কারণ যে? সে সময়ে কুলীনব্রাহ্মণ স্থাপন করা একটী রীতি সর্ব্বত্রই ছিল। তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমি ইঁহাদিগকে কুলীন বলার কারণ

শক্তি ধন্বন্তরিসেন মৌদ্গল্যদাশ পদ্ধতি।
কাশ্যপগোত্রগুপ্তেতি সিদ্ধবৈদ্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।

আমাদের পুরোহিতেরা সাবর্ণগোত্রীয় সামবেদীব্রাহ্মণ, এই জেলাতে সামবেদী ব্রাহ্মণেরাই কুলীন বা শ্রেষ্ট। উপরোক্ত শ্লোকের বলেই বোধ হয় তখনকার দিনে ইঁহারা বৈদ্যদের মধ্যে কুলীন ছিলেন। চট্টলসমাজে মহারাজ বল্লালের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্যের প্রভাব পৌঁছায় নাই। চট্টল সমাজে এমন একদিন ছিল।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুললক্ষণম।

এই নব লক্ষণান্বিত বৈদ্যগণই কৌলীন্য পদে অভিষিক্ত হইতেন, অপর এক বচনে দৃষ্ট হয়:—

"আদ্যোবৈশ্বানরোশক্তিধর্ধন্বন্তরিস্তথৈবচ।
পঞ্চ মৌদ্গল্য শাণ্ডিল্য ষড়েতেবৈদ্যনায়কাঃ॥"

এই চট্টগ্রাম জেলায় অনেক বৈদ্য পরিবারকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস অনেকেই করিয়াছেন ও করেন। আমি পাবনাজেলায় থাকা কালে সেনাটীর জনৈক বৃদ্ধ কুলীন বৈদ্য (তিনি তথায় ডেপুটীপোষ্টমাষ্টার ছিলেন) আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় কোন গোত্রীয় সেন "আমি বলিলাম মৌদ্গল্যগোত্র।" তদুত্তরে তিনি বলেন "যান মহাশয় মৌদ্গল্যগোত্র সেন কি বৈদ্য আছে? আপনি ভুল বলিতেছেন তখন আমার নিকট একখানা জাতিতত্ত্বের বহি ছিল, তাহা তাঁহাকে দেখাইলে তথাপি তিনি আমার কথায় সায় দিলেন না। ইহা তাঁহার কৌলীন্যের অহঙ্কার কি অজ্ঞতা বুঝিলাম না এই সমস্ত শ্লোক কোথায় হইতে আসিল এবং কেনই বা প্রচারিত হইয়াছিল জানিনা। যাহা হউক অত্যন্ত সুখের বিষয় "বৈদ্য প্রতিভার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের চেষ্টায় এই ভ্রান্তি ক্রমশঃ নিরসন হইতেছে।

পাণ্ডববর্জ্জিতজেলায় বসতি স্থাপন করায় কমলনয়ন ও কৃষ্ণানন্দের জ্ঞাতি স্বজন তাহাদিগকে বর্জ্জন করিলেন, না তখন যাতায়াতের ও যান বাহনের সুবিধা না থাকায় কেহ কাহারও সংবাদ লইতেন না, জানা যায় না। এইস্থানকে কোন কোন জেলার

লোক পাণ্ডববর্জ্জিত জায়গা বলে কেন? পাণ্ডবেরা এইখানে না আসিতে পারেন, কিন্তু এই চট্টগ্রাম যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মী হিন্দুদিগের মহাতীর্থ স্থান, তাহা পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে প্রতীয়মান, এই স্থান বাংলার অন্য সমাজিকের পক্ষে ছোট হইলেও কবি ও ধার্ম্মিকের চক্ষে ইহা পুণ্যভূমি তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর মহাধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মহানির্ব্বাণক্ষেত্র, চতুর্ব্বর্গী হিন্দু শক্তিদের পীঠস্থান শিবোপাসকদের তিনটী স্বয়ম্ভূলিঙ্গ এইখানে বর্ত্তমান। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে লইতে যেন চট্টগ্রামে দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতেছে। মহাত্মা যিশুখৃষ্টের মহাবাণী বঙ্গদেশে এই চট্টগ্রামজেলায় প্রথম প্রচারিত হয়। ইস্‌লামের সাম্যনীতি চট্টগ্রামে প্রথম কিঞ্চিৎ আদরিত হয়। এই চারিধর্ম্মের সাধুসন্ন্যাসী ও জনসাধারণ এই জেলায় এখন ও এই দলাদলির দিনেও গলাগলি করিয়া নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছেন। এই জেলায় বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ ধনে, মানে, শিক্ষায়, দীক্ষায় ও আভিজাত্য গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। চট্টগ্রামে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাতে বৈদ্য-ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত কম হইলেও প্রতিভায় ও গৌরবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের শীর্ষদেশে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত। এই চট্টলভূমিরদিকে দৃষ্টি করিলে মনে হয়, ইহা সুবৃহৎ ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র প্রতিমা ও বিরাট ভারতগ্রন্থের ক্ষুদ্র সংস্করণ। (ক্রমশঃ)

মনিব ও চাকর!

শ্রীসুরেন্দ্র লাল সেনশর্ম্মা, গাঁকরগাঁও, ময়মনসিংহ।

চাকর যে গড়ে, তাঁরি হাতে হয়,
যত মনিবের সৃষ্টি!
চাকর করেছে, শঙ্কা-ক্ষুব্ধ সুরে,
"হুজুর" "হুজুর" বৃষ্টি!
মনিব সকোপে, অহমিকা ভরে,
শাসিছে চাকর নিত্য,
কুকুর, বিড়াল, সমভাবে,—এ যে,
পদানত দীন ভৃত্য!
চাকর ত্রাসে বিক্ষোভিত বুকে,
কহে কর কৃপা প্রভো!
মান, মর্য্যাদা বিকিয়েছি পদে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা তুচ্ছ বেচেছি বন্ধু!

অনশন ক্লিষ্ট বিধুর বিহ্বল
মূক সেজে খাটে মনিব তরে,
ন্যায্য পাওনা, কাটা ছাটা করে,
তাও পড়ে কত হেলার তরে
হুকুম তামিলে, ক্ষণ দেরী হলে,
সর্ব্বনাশা রোষে আরক্ত মুখ,
গ্রহ-দোষ তার "রোজ" বিনা তার,
জরিমানা ভয়ে কাঁপিছে বুক।
আধ-পেট খেয়ে ছেঁড়া বাস পরে,
জায়া সুত বহে দৈন্য ভার।
শুধু করে কাজ, কাজই যে গো বড়,
দীন দুঃখে আঁখি ঝরেছে কার ?
নড় বড়া-ঘর জল ঝঞ্ঝাবাতে,
কোন মতে মাথা রাখিছে খাড়া।
এর পরে হায় ! মুদী, মহাজন,
পাওনার তরে করিছে তাড়া !
রাক্ষস আকার, ম্যালেরিয়া-জ্বর,
শুষিছে দেহের শক্তি বল !
প্লীহা, লিভার, উদর জুড়িয়া,
শরীরের রক্ত করিছে জল !
শাসন পেষণ সহিত তবু সে যে,
খাটিছে মনিব চরণ তলে,
রোদ, শীত, বাতে সমভাবে খাটে,
ভিজাইয়া দেহ বরষা জলে !
এত করিয়াও তুষিতে না পারে,
হাসি মুখ টুকু দেখাইতার !
প্রতি কাজে খুঁত খোঁজে ত্রুটি দোষ,
মলিন ভ্রুকুটি প্রাপ্য যে তার !
যেই হাসি মুখ, দুটি মিঠা কথা,
পারে বহাইতে পুলক-ধার,

হীন দম্ভ ভরে, মনিব নিয়ত,
এ-ও দিতে করে চাতুরী, ভান!
মনিবের মত চাকর ও মানুষ,
মানুষের মত থাকিতে চায়,
সসাগরা ধরা শাসিছেন যিনি,
তাঁরি চোকে এরা পৃথক্ নয়!
চাকরেরে তিনি সাজান মনিব,
মনিবেরে করে চাকর ভাই!
অদল, বদলে, এজগত চলে,
বুঝেও কি কেউ বুঝিছে তাই?
ঘোর-অবিচারে, হাহাকার সাথে,
কণা অশ্রু যদি ঝড়ে গো কা'র,
তাঁরি বুকে মিশে, মহাসিন্ধু সে যে,
তাঁরি হাতে বিশ্ব-বিধান-ভার!
মমতা-নিহার দরদী সে যে গো,
দুঃখ পরে সুখ বিলায় সে ই,
দীর্ণ বেদনা, কেড়েনেন তা'র,
বিদলিত হয়ে ডাকিছে যেই!

হিন্দুসমাজে বর্ণসঙ্কর কে।

শ্রীললিতমোহন দাশশর্ম্মা রায় বিদ্যাবিনোদ, মীরাট কণ্ট।

জাতি প্লাবিত ভারতে মূল চারিটী বর্ণ। অবশিষ্ট সমগ্র হিন্দুজাতি এই মূল বর্ণ য়ের অনুলোম ও বিলোম সম্ভূত। আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা, পণ্ডিত, মূর্খ, সাক্ষর ও নিরক্ষর সকলের সাধারণ বিশ্বাস ও ধারণা যে বিভিন্ন বর্ণের বিবাহে যে সন্তানাদি উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই বর্ণসঙ্কর সংজ্ঞার বিষয়ীভূত। কিন্তু এই ধারণার মূলে কোন সত্য বিনিহিত নাই এবং দ্বিবর্ণ সম্ভূতিই যে বর্ণসঙ্কর শব্দের নিদান নহে, তদ্বিষয়ের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। আশাকরি পণ্ডিতগোষ্ঠী সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমাদের উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন। বর্ণসঙ্কর এই বিগ্রহ পদের প্রকৃতার্থ কি এবং শাস্ত্রকারগণ প্রকৃতপক্ষে কাহাকে বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য করিয়াছেন এতদ্ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা

প্রথমতঃ। "সঙ্কর" শব্দটীর অর্থ প্রকটনে প্রয়াসবান হইব। অমরসিংহ তাঁর কোষে বলিয়াছেন :—

সম্মার্জ্জনী শোধনী স্যাৎ সঙ্করোঽবকরঃ কৃতঃ।

ইহার টীকা করিতে যাইয়া রঘুনাথচক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

সমিতিদ্বয়ং (সঙ্কর ও অবকর শব্দ) তথা শোধন্যা
ক্ষিপ্তারজস্তৃণাদৌ। সঙ্কীর্য্যতে মিশ্রীক্রিয়তে ইতি সঙ্করঃ।

উপরিস্থিত অমর বাক্য হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, স্বয়ং অমরসিংহ বলিতেছেন খেজুবার বা ঝাঁটার অথবা ঝাড়ুর দুইটী নাম একটী সম্মার্জ্জনী দ্বারা যে ধুলি বা তৃণাদি নিক্ষিপ্ত হয় উহার নাম সঙ্কর বা অবকর। কিন্তু টীকাকার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকার শেষাংশে সং (সম মিলন কৃ—করা+অ) সঙ্কর এই ধাতুগত অর্থ মিলন মানিয়া লইয়া সঙ্কর শব্দের মিশ্রীকরণ বা মিশ্রণ বলিয়াছেন। ধাতুগত একার্থ মিশ্রীকরণ মিশ্রণ বা মিলন হইলেও কোন কোষকারই এতদ অর্থে গ্রহণ করেন নাই। তাই হারাবলী এই সঙ্কর পদের অর্থব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিতেছেন :—"সঙ্করোঽগ্নিচটৎকারে সর্ম্মাজ্জন্যপসারিতে।" মেদিনীকোষ ও বলিতেছেন :—"সঙ্করোঽগ্নিচটৎকারে সর্ম্মার্জ্জন্যেবপুঞ্জিতে।"

অর্থাৎ অগ্নিজ্বলনকালে যে চট চট শব্দ হয় উহার নাম "সঙ্কর" আর সর্ম্মার্জ্জনী দ্বারা ঝাঁট দিলে যে ধুলি ও তৃণাদি পুঞ্জীকৃত হয়, তাহার নামও সঙ্কর। সুতরাং আমরাও কোষাকারগণের উক্তি অনুসারে "বর্ণসঙ্কর" এই বিগ্রহ পদের "সঙ্কর" শব্দটীর অর্থ মিলন বা মিশ্রীকরণ অথবা মিশ্র এতদ্ অর্থে ব্যবহার করিতে অভিলাষী নহি। বর্ণস্ত সঙ্করঃ মেলনম্ বর্ণসঙ্কর এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস না করিয়া বর্ণেষু সঙ্কর (অবকর) সপ্তমীতৎপুরুষ সমাস করিতে অভিলাষী। আমরা মনেকরি যে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে এই পদদ্বয় নিষ্পন্ন করিলে তবে ইহার প্রকৃত অর্থপ্রকটিত হইবে ও শাস্ত্রাদির উক্তির সহিত সামঞ্জস্য থাকিবে। কারণ বর্ণের মধ্যে যাহারা অবকর অর্থাৎ সর্ম্মার্জ্জনী দ্বারা নিক্ষিপ্ত ধুলি ও তৃণাদির মত তুচ্ছ, হেয় বা হীন, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুসমাজে বর্ণসঙ্কর। বিভিন্ন বিভিন্ন দুই বর্ণের মিলনে অর্থাৎ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহে উৎপন্ন সন্তানাদি বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য নহে। কারণ বর্ণসঙ্করগণ জন্মগত সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন সঙ্কীর্ণ পদবাচ্য তাই অমর কোষ সঙ্কীর্ণ শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিতেছেন :—সঙ্কীর্ণ, সঙ্কটে ব্যাপ্তে কুত্রচিৎ বর্ণসঙ্করঃ। সঙ্কীর্ণ শব্দের অর্থ সঙ্কট ব্যাপ্ত বা কুচ্চিৎ বা বর্ণসঙ্কর। সুতরাং সমাজে যাঁহারা সঙ্কীর্ণ তাঁহারাই বর্ণসঙ্কর। শাস্ত্রকারগণ কাহাকে বর্ণের মধ্যে সঙ্কীর্ণ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়াদিয়া আমাদের উক্তির যথার্থতা সপ্রমাণ করিব।

জগম্মান্য গীতা বলিয়াছেন :—"স্ত্রীষু দুষ্টাসু বাষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করাঃ।" ভগবান্ মনু বলিতেছেন :—"

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।

ভগবান্ মনুর মতে "বর্ণসঙ্কর" দ্বিবিধ। প্রথম জন্মগত। দ্বিতীয় স্বকর্ম্ম ত্যাগজনিত।

মনু যে জন্মগত বর্ণসঙ্করের নিকাশ দিয়াছেন উহাও আবার দ্বিবিধ:— প্রথম ব্যভিচারজাত। দ্বিতীয় অবেদ্যাবেদন। তাঁহার মতে যদি কোন পুরুষ আদিষ্ট না হইয়া অন্য কাহারও (স্ববর্ণ অথবা অন্যবর্ণের) পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করেন, তবে সেই সন্তান ব্যভিচারজাত বলিয়া বর্ণসঙ্কর নামের নির্দ্দিষ্ট হইবে।

অবেদ্যাবেদন—যাহাকে বিবাহ করিতে পারা যায় না, তাহাকে শাস্ত্রকারগণ অবেদ্যা বদন বলিয়াছেন; ইহা আবার দুই প্রকার (১) সপিণ্ড বা স্বগোত্রজ বিবাহ। যদি কেহ সহোদরা খুড়তুত, জ্যেঠতাত পিসতুত মামত বা মাসতুত ভগ্নীকে বিবাহ করে ও তাহাতে যে পুত্র জন্মায় তবে সে সন্তান বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য হইবে। কেন না ইহা স্বগোত্র বা স্বপিণ্ড বিবাহ তবে যদি ব্রাহ্মণবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অনুলোম ক্রমজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও পারসব ব্যতীত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সপিণ্ড ভিন্ন স্বগোত্রে বিবাহ করেন এবং উহাতে সন্তান জন্মায় তাহা হইলে কোনরূপ সাঙ্কর্য্য স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ ব্রাহ্মণগণ যে যে ঋষির সন্তান তাহারাই সেই সেই গোত্রভাক্।

৪। উচ্চবর্ণের কন্যা ও অধম বা নীচবর্ণের পুরুষে যে বিবাহ হয়. (অর্থাৎ প্রতিলোম বিবাহ) ইহাকে শাস্ত্রকারগণ দ্বিতীয় অবেদ্যাবেদন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন মনুসংহিতা বলেন:—

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃস্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥" ১৩৩ অঃ

এবং ব্যাসদেব "নাধমঃ পূর্ব্ব বর্ণজাং" এই উক্তি আংশিক সত্য হইলেও উহা পরমার্থতঃ, সার্ব্বজনীন বিধি বলিয়া প্রাচীন আর্য্যসমাজে গৃহীত হয় নাই। তবে অনার্য্য দ্বারা আর্য্য শোণিত কলুষিত হইতে দেখিয়া প্রাচীন সামাজিকগণ বিধি প্রণয়ন করেন যে, শূদ্র (বিজিত দাসজাতির) শূদ্রকন্যা বিবাহ করাই বিধেয়, অন্য বর্ণের নহে। যদি কেহ অন্যরূপ করে তবে উহা সমাজে অবেদ্যাবেদন বলিয়া আইনতঃ সিদ্ধ হইবে না। যেমন একালে যদি কোন

মহাভারতভূষা অর্জ্জুন সপিণ্ড বিচার না করিয়া মাতুলকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণগণ মামত ভগ্নীকে বিবাহ করেন। মনুসংহিতা বলেন:—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতিনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

এইরূপ বিবাহজাত সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য।

"গোত্রং বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধং আদি পুরুষং ব্রাহ্মণরূপ!" পক্ষান্তরে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের গোত্র স্ব স্ব পুরোহিত হইতে সমাগত, তদুক্তং প্রবৌ:—"পৌরহিত্যাৎ রাজন্য বিশাং প্রবৃণীতে।"

ইংরাজ রমণী (লর্ড ফ্যামিলির কন্যা) (Lord's family) প্রেমবশতঃ কোন ভারতীয় পুরুষকে বিবাহ করে, তবে সেই কন্যা নিজ ও তদ্ গর্ভজাত সন্তান ইংরাজ সমাজে যেরূপ সঙ্কীর্ণ বা হেয় বলিয়া গৃহীত হয় (কারণ ইংরাজ আমাদের "অর্য" 'প্রভু' বা 'লর্ড' এবং আমরা বিজিত দাস) তদ্রূপ অনার্য্যে ও আর্য্যের বিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া প্রাচীন সমাজে, কালে নিষিদ্ধ ও অবেদ্যাবেদন আখ্যার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই বিবাহকে অবেদ্যাবেদন সমীচীন বলিয়া মনে করি না, কেন না, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের হৃদয়—বিনিময়ের নামই বিবাহ। হিন্দুর বিবাহ ঘটিত মন্ত্রাদিতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্কর গৃহসূত্রে বলিতেছেন :—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব, প্রজাপতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্॥"

হে ললনে! তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক। আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হৃদয়ের অনুরূপ হউক। প্রজাপতি (ব্রহ্মা) তোমাকে আমার সহিত সম্মিলিত করুন। তথাহি :—

"ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক। * যে মিলনে স্ত্রী পুরুষের এইরূপ হৃদয় বিনিময় ঘটিয়াছে, তাহা আর্য্য—অনার্য্য-পরিণয় বলিয়া সমাজচক্ষে হীন হইলেও প্রকৃত অবেদ্যাবেদন নহে। তবে এইমাত্র স্বীকার করা যাইতে পারে যে, বহুকাল যাবৎ হিন্দুসমাজ আর্য্য অনার্য্য বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এবং শাস্ত্রকারগণ আর্য্য রক্ত কলুষিত হইবার ভয়ে প্রতিষেধক আইন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া গৌণভাবে ইহাকে 'অবেদ্যাবেদন' সংজ্ঞার বিষয়ীভূত করিতে পারা যায় এবং এই বিবাহ উৎপন্ন সন্তানগণ পরোক্ষভাবে বর্ণসঙ্কর আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন। এতদ্ বিষয় আমরা প্রতিলোম বিবাহ "শীর্ষক প্রবন্ধে" বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি; এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে প্রতিলোম বিবাহে অনার্য্য রক্তের সংশ্রব ঘটে নাই, তাহা "অবেদ্যাবেদন" বলা সমীচীন নহে।

মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থে প্রতিলোম বিবাহজাত সন্তান মাত্রেই যে বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত হইয়াছে দেখা যায়; উহা সার্ব্বজনীন বিধি বলিয়া তদানীন্তন সমাজেও স্বীকৃত হয় নাই। রোমহর্ষণ প্রভৃতি সূতগণ (ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়জাত) ঋষিগণকে মহাভারত পুরাণাদি শ্রবণ করাইতেন। যযাতির ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যা "দেবযানির" গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু জন্মগ্রহণ করেন। † এই যদু বংশ প্রসূত শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সূতগণ তদানীন্তন সমাজে ক্ষত্রিয়বৎ সম্মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। ইহারা সকলেই দ্বিজাতির মধ্যে পরিগণিত হইতেন। তাই মহর্ষি উশনা বলিয়াছেন :—

---

*মনু বাক্যের "দ্বিজাতীনাং" শব্দের অর্থ 'ব্রাহ্মণানাং' করিতে হইবে নচেৎ শাস্ত্রের অন্যান্য বাক্যের সহিত ঘোরতর সংঘর্ষ ঘটিবে।

† মৎ বিরচিত প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিবাহের উৎপত্তি "শীর্ষক প্রবন্ধ আর্চ্চনা ফাল্গুন ১৩২৫।

"শূদ্রাৎ ব্রাহ্মণ কন্যায়াং বিবাহেষু সমন্বয়ঃ। জাত সূতস্তত্র নির্দ্দিষ্ট প্রতিলোম বিধি দ্বিজঃ।" ২—১ কেবল ইহাই নহে যদি আমরা মনুসংহিতার "সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে তথা। তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বসংস্কারমর্হতি॥" ৬৯ | ১০ অ। এই বাক্যের প্রতি অভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি—তাহা হইলেও ইহাই প্রতিয়মান হয়। অতএব সপ্রমাণিত হইল যে, আর্য্য হইতে আর্য্যাতে প্রতিলোম বিবাহ জাত সন্তান (যেখানে অনার্য্য রক্ত প্রবেশ করে নাই) কেহই বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কীর্ণজাতি বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

৫। এক্ষণে আমরা অনুলোম বিবাহ বিষয় সংক্ষেপে দুইচারিটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দ্বিবর্ণ সম্ভূতই বর্ণসাংকর্য্যের নিদান এই অমূলক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে অনুলোমজগণকে ও 'সঙ্কীর্ণজাতি' বলিতে সমুৎসুক। মন্বাদি সংহিতা বা হিন্দুর জাতিতত্ত্ব ঘটিত কোন গ্রন্থেই অনুলোমজগণকে সঙ্কীর্ণজাতি বলিয়া অভিহিত হইতে দেখা যায় না; তবে দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থের টীকাকারগণ মূলশ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া গিয়াছেন এবং আমরাও তাহাই বিনা বিচারে আদেশাত্মক ধারার ন্যায় গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। সাধারণের অবগতির জন্য মনুসংহিতার মূলশ্লোক ও টীকা অধ্যাহার করিলাম।

"ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তর প্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নোবক্তুমর্হসি॥" ২—১অ

তত্রে কল্লুক—অন্তরপ্রভবানাঞ্চ সঙ্কীর্ণজাতীনাঞ্চাপি—অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাম্ অম্বষ্ঠকরণ ক্ষত্তৃপ্রভৃতীনাম্ তেষাং বিজাতীয়মৈথুনসম্ভবত্বেন খরতুরগীয়সম্পর্কাৎ জাতাশ্বতরবৎ জাত্যন্তরত্বাৎ। অর্থাৎ অন্তর প্রভব বা অসবর্ণ বিবাহে অনুলোমজাত এবং প্রতিলোমজাত সঙ্কীর্ণজাতি দ্বিবর্ণ সম্ভূত বলিয়া খরতুরগপ্রভব অশ্বতরবৎ ভিন্ন জাতিত্বভাক্। পক্ষান্তরে এই কল্লুকভট্ট মহাশয়ই আবার মনুসংহিতার:—"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ"। ৪১—১০ এই শ্লোকের টীকা করিতে যাইয়া নিজ উক্তির সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন—দ্বিজাতীনং সমানজাতিয়াসু জাতাঃ তথা আনুলোম্যেনোৎপন্নঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামেবং ষট্পুত্রা দ্বিজধর্ম্মিণঃ উপনেয়াঃ॥ যে অনুলোমজগণ উপনয়ন অধিকারবান্ এবং শাস্ত্রানুসারে *পিতৃবর্ণের অন্তরভুক্ত তাঁহারা কিরূপে সংকীর্ণ বা বর্ণসঙ্কর

* "বহ্বৃচঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানি ব্যজায়ত"। বায়ুপুরাণ

† অবশ্য মনুর টীকাকার কল্লুক ভট্টাদি ইহার ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন, কিন্তু সে ব্যাখ্যা সাধীয়সী নহে। মূলে যখন অনুলোম ও প্রতিলোম কিছুরই উল্লেখ নাই, তখন ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা ঘোরতর অবিচার। আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত সর্ব্বসংস্কারবান হইবেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কি আর্য্য নহেন? মৎ প্রণীত "প্রতিলোম বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধ আলোচনা ফাল্গুন ১৩২৯ দ্রষ্টব্য।

বিশেষণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন, তাহা চেতস্মান্ সমাজতত্ত্ববিৎগণ বিচার করিবেন। বড়ই দুঃখের বিষয় ইহাই যে, বর্ত্তমান সময়ে ও এইরূপ ভ্রান্ত ব্যাখ্যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দিনদুপুরে অধীত হইতেছে!* ইহাকেই বলে ভার্যা ব্যমোহ'! এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা কি দেশের যুবকবৃন্দের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে না? বিবেক ও যুক্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় চালিত হইয়াই কি আজ ভারতবাসী আমরা নানান্ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ নহি? এইরূপ ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া আজ কি শোভা পায়? কেন শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে নজর দেন না?

যাহা হউক, এক্ষণে আমারা সাহস করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বর্ণের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারজাত ও স্বপিণ্ডা বা স্বগোত্রা বিবাহ দ্বারা উৎপন্ন এবং শাস্ত্রানুসারে অবেদ্যাবেদনসম্ভূত—আয়গব, ক্ষত্তা, ও চণ্ডাল এই জাতিত্রয় জন্মগত সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন, বর্ণসঙ্কর নামের বিষয়ীভূত পরন্তু সমূহ অনুলোম বা প্রতিলোম ক্রমে সন্তানগণ (যেখানে অনার্য্য রক্ত প্রবেশ করে নাই)।

৭। বর্ত্তমান ভারতে পনের আনা হিন্দু স্বকর্ম্মত্যাগী. সুতরাং মনু যে স্বকর্ম্মত্যাগজনিত বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন এখন আর তদ্ অর্থে বর্ণসঙ্কর শব্দটী গ্রহণ করা না করা উভয়ই সমান।

৮। পরিশেষে বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যিকবৃন্দ ও বাঙ্গলাভাষায় অভিধান প্রণেতৃগণের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে, হিন্দুসমাজে প্রকৃত বর্ণসঙ্কর কে এবং বর্ণসঙ্কর শব্দের অর্থ প্রকটনে আমরা যাহা যাহা বলিলাম তাহা সাধীয়সী কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখুন। যদি আমাদের উক্তি গরীয়সী হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যেন বর্ণসঙ্কর এই পদদ্বয়ের সঙ্কর পদটী মিশ্রনার্থে (mixed) প্রয়োগ না করেন।*

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি, এ, আটকোসে সংস্কৃতবিভাগের মনুর ১ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোক কল্লুক টীকা সহ পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া পঠনপাঠনা হয়।

*"মাতাভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ"।২—২৯ বিষ্ণুসংহিতা মাতা চর্ম্মপেটিকা বিশেষ মাতা যে কোন বর্ণই হউক্ না কেন পুত্র পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। বর্ত্তমান সময়েও "ব্রাহ্ম" ও আর্য্যসমাজের মধ্যেই এই রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ, নব্যভারত ফাল্গুন ১৩২১ দ্রষ্টব্য।

†বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য হইলেও উহারা কেহই ঘৃণ্য সদৃশ নহে।
মূলবর্ণ চতুষ্টয় ব্যতীত অবশিষ্ট সমগ্র হিন্দুজাতি দ্বিবর্ণসম্ভূত বলিয়া বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কীর্ণ নহেন।

*সঙ্কর শব্দের অর্থ যদি "মিলন" বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে নিরতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যে বর্ণের মধ্যে অধিকতর মিশ্রণবশতঃ "থলপ্রথার" উৎপত্তি হইয়াছে সেই "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ" সমাজকে "অবকর" আখ্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে সামাজিকগণ পারিবেন কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।

"বৈদ্যগণ বর্ণসঙ্কর নহেন"—ভ্রান্তিতত্ত্ববারিধি নামক গ্রন্থে পূজ্যপাদ বেদাচার্য্য পণ্ডিত ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও দেশীয়পণ্ডিত সমূহের মত সমালোচনা পূর্ব্বক স্বমত সংস্থাপনায় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বাংলার বৈদ্যগণ অনুলোমজ "অম্বষ্ঠজাতি" বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাঁহারা একতর ব্রাহ্মণ। উক্ত প্রবন্ধে পণ্ডিতমহাশয় অনুলোমজজাতি গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য "বর্ণেষু সঙ্কর" সপ্তমীতৎপুরুষ সমাসে বর্ণসঙ্কর এই পদদ্বয় সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। এক্ষণে অধীয়ানবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে বাধিত হইব।

প্রার্থনীয়—একতা।

বিগত বিক্রমপুর বৈদ্য-সম্মিলনী সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বৈদ্যজাতির একতা সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী। যাঁহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অভিভাষণের প্রত্যুত্তরে কতই না মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু বাড়ী আসিয়া ছেলে কোলে করিয়া সভাব অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন আর কাহাকেও একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখিনা।

সমাজ বড়ই স্বার্থান্ধ। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা আশায় বুক বাঁধিয়া সভায় গিয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিল এবার বুঝি তাঁহাদের দুঃখ মোচনের সমাজিক আইন বা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবে। পাঠক! মাফ্ করিবেন। আমার আর কন্যা নাই, এজন্য দুঃখও নাই। পাঁচটি ছিল সব বিবাহ দিয়াছি। এখন ছেলে বিবাহের পালা।

হতভাগ্য কন্যার পিতা সভায় কেবল বাগাড়ম্বর শুনিয়া হতাশ মনে বাড়ী ফিরিলেন। সমাজের সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, তজ্জন্য নাকে কুটা দিয়া কেহ হাঁচিটি পর্য্যন্ত দিলনা। ছেলের বাপ "পণ গ্রহণ অন্যায়" কথা শুনিয়া মনে মনে আওড়াইলেন —ইহারা প্রলাপ বকে কেন? ছেলে কে বি এ বা এম, এ পাশ করাইলাম, তাহাতে কত টাকা গেল। আমি টাকা কেন নিব না?

স্বীকার করি বি, এ, বা এম, এ, পাস করিয়াছে। তাহার উপার্জ্জনের টাকা পিতা নিবেন, না শ্বশুরকে দিবেন? এই বি, এ, বা এম, এ, বৃক্ষের ফল কে ভোগ করিবে? এই মোটা কথাটা সকলের মাথায়ই খেলে, তবে কন্যার পিতাকে উৎপীড়ন করা অন্যায় নয় কি?

সমাজ-হৃদয় হীন—সমাজ উৎপীড়ক এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি। যে সমাজে বিচার নাই, সে সমাজের মুখাপেক্ষী না হইয়া, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতারা একসমাজ বদ্ধ হউন। আপনারা পণ করুন, মেয়ে বিবাহ দিব না। মেয়েকে সূচী, তাঁত, চিত্র, ফটো ইত্যাদি শিখাইব। যাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনে পয়সা উপার্জ্জন করিয়া স্বাবলম্বীনী হইতে পারে।

সোনারগাঁ, মহেশ্বরদী, পঞ্চাড়িয়া, কাঞ্চনপুর, বাজাপ্তি প্রভৃতি আরও অনেক বৈদ্য-সমাজকে বর্জ্জিত বলিয়াছেন। কেন বা কি জন্য তাঁহারা বর্জ্জিত হইবে? এই সকল স্থানের বৈদ্যদের মধ্যে

নীতি বিপর্য্যয় দেখা যায় না বা শুনি নাই। আমি ত্রিশবৎসর যাবৎ উল্লিখিত সমাজে অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। যদি সপ্তম বা পঞ্চম পুরুষ পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে, তাহার সন্ধান কে দিবে?

কন্যাদায়গ্রস্থ পিতারা এই সব সমাজে পুত্র কন্যা আদান প্রদান করিতে অর্থাৎ বিবাহ দিতে অগ্রসর হউন। আর কাহার মুখ পানে তাকাইবেন না। সমাজের কেহ আপনাদের দুঃখে দুঃখীত নহে। প্রত্যেক জিলা, মহকুমা, নগর, গ্রামে সভা সমিতি করিয়া সকলে একতাবদ্ধ হইবেন। আমি কায়মনোবাক্যে আপনাদের জন্য হাটীয়া খাটীয়া বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দিব। আমার ন্যায় আরও ২।১০ জন এই কার্য্যে ব্রতী হইলে আপনাদের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইতে পারে।

বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা পত্রের "নিবেদন পত্র" কেহ পড়িয়াছেন কি? না পড়িয়া থাকিলে তাহা পাঠ করিবেন, আমার বিশেষ অনুরোধ বর্ত্তমান সময় যাহারা বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিতেছেন, এই নিবেদন তাঁহাদেরই কাকুতি, মিনতি। আমি আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছি মুষ্টিমেয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ, কথার অনুসরণ করিলে বা একতাবদ্ধ হইলে নিশ্চয় একদিন ইহার পুরস্কার পাইব, ইহা ধ্রুবসত্য।

আপনাদের কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীমনোমোহন সেনশর্ম্মা। পোঃ আঃ ঢাকা, পূর্ব্বশিমুলিয়া।

একখানি পত্র।

অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা, শাস্ত্রী, এম, এ, শ্রীরামপুর কলেজ।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

বৈদ্য-প্রতিভায় মুদ্রিত আমার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু অবিলম্বে এই অসন্তোষের কারণ পরিহার করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রণয় ও স্নেহপূর্ণ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেও প্রবন্ধগুলি ৬।৭ মাস পূর্ব্বে হাত হইতে বাহির হইয়া যাওয়ায় কোন স্থলেই ভাষার অভীষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠে নাই। আপনি তো জানেন আমি বৎসরে দুই বারের বেশী প্রবন্ধ পাঠাই না, তাহাই অল্প অল্প করিয়া ছাপা হয়। পাঠকবর্গ সাধারণতঃ ইহা অবগত না থাকায় মনে করেন, তাঁহারা যে উপদেশাদি দান করিলেন, আমি তাহা অগ্রাহ্য করিলাম। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায় তাঁহাদের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য আমি আপনার পত্রিকার সাহায্যে তাঁহাদের অসন্তোষ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমার লেখায়, কোন বৈদ্য-সমাজের আচার ব্রাহ্মণোচিত এবং কোন সমাজের আচার অব্রাহ্মণোচিত, ইহা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহাতেই পাঠকেরা ব্যথিত হইয়াছেন। কোনও

স্থলের বৈদ্যকে বৈশ্যাচারী, এবং কোন স্থলের বৈদ্যকে শূদ্রাচারী বলিয়া উভয় আচারই বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু ঐ পার্থক্যসূচক বিশেষণ অনেককে মর্ম্মাহত করিয়াছে। ইহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞানকৃত অপরাধ। অসাবধানতা প্রযুক্তই এরূপ হইয়াছে, কাহাকেও লঘু করিবার জন্য, বা কোনও সমাজের মনে ব্যথা দিবার উদ্দেশ্যে বা ব্যথা দিতে পারে এরূপ জ্ঞানসত্ত্বে উহা লিখা হয় নাই। বহু বিদ্বান্ মহানুভব এবং পূজনীয় ব্যক্তি আমাকে জানাইয়াছেন, বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া 'শূদ্রাচারী' 'শূদ্রবৎ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা বিবেচকের কার্য্য নহে, উহা হইতে মনের অমিল কার্য্য পণ্ড হইতে পারে। বস্তুতঃ মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর যে কঠোর সাধনায় আমরা তিল তিল করিয়া অগ্রসর হইতেছি, তাহা আমাদের অসতর্ক কথাবার্ত্তা বা লেখায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ইহা কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। ব্যথিত অঙ্গের ব্যথা নির্দ্দেশ না করিলে চিকিৎসা হয় না, চিকিৎসার্থী হইয়া চিকিৎসার কালে রোগ গোপন করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হয় না, এবং রোগের উল্লেখ করিলেই রোগীকে ঘৃণার পাত্র হইতে হয় না। বৈদ্য-সমাজের পশ্চিম ও পূর্ব্ব উভয় অঙ্গেই বহু দোষ বিদ্যমান, উভয় অঙ্গেরই সুচিকিৎসার আয়োজন হইয়াছে, একের চিকিৎসায় অন্যের নিরাময় হইতে পারে না। সুতরাং সুধী পাঠকগণের নিকটে আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা সত্বর আপন আপন রোগের চিকিৎসা করিয়া নিরাময় হউন, তাহা হইলে আর কেহ কোন কথা বলিবে না এবং আমি অজ্ঞতা-বশতঃ যদি এক রোগীর নাম কহিতে অন্য রোগীর নাম করিয়া থাকি, এবং এক রোগের পরিবর্ত্তে অপর রোগের উল্লেখ করিয়া চিকিৎসা সঙ্কট ঘটাইয়া থাকি, পাঠকবর্গ অজ্ঞ লেখককে ক্ষমা করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

অবিচার।

শ্রীমনোমোহন সেনশর্ম্মা, পূর্ব্ব শিমুলিয়া, ঢাকা।

আমাদের সমাজসংস্কারক শ্রীযুত মনোমোহন দাশশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার "ঘটকরাজের বক্তৃতায় অষ্টঘর বৈদ্যকে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সহজে পণ্ড করা সাধ্যাতীত বলিয়া মনে করি। এখন সে বিষয়ের কোন প্রতিকার আছে কিনা, সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিবেন।

বিনায়কসেনের তিনপুত্রের মধ্যে রোষসেন বংশীয় ভাস্করসেনের পুত্রগণ এখনও রাঢ়দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। বঙ্গে (বিক্রমপুরের) ঐ বংশের যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কুল মর্য্যাদা নাই। বৈদ্যকুল গ্রন্থে দেখা যায়, কোন হীন ক্রিয়ার জন্য তাঁহাদের কুল যায় নাই। পিতৃমন্যুই কুলত্যাগের এক মাত্র কারণ। কণ্ঠহার লিখিয়াছেন—সাধ্যস্বভাব খলু কর্ম্ম দোষ। ডাকের লিখিয়াছেন— পিতৃ মন্যু জন্য কুল-শীল ত্যাজ্য, তথাপি সদ্বংশ গুণাদ্ পূজ্য।

যদি পিতা বা মাতার অভিসম্পাতে কুল যাওয়ার বিধি হয়, তাহা হইলে এখন কাহারও কুল নাই স্বীকার করিতে হইবে। যখন আমরা কদাচারী স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নই। তখন বঙ্গীয়-ঘোষের কুল যাইবে কেন? কুলগ্রন্থে ইহাও দেখা যায় যে, যাহারা বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বাস্তুদেশে বা বর্জ্জিত স্থানে বাস করিতেছেন, তাহার সন্তান সন্ততিগণ ২৪ পুরুষ অন্তে পুনরাগমন করিয়া পূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হইতেছেন। এমতাবস্থায় রোষের কুল যাইতে পারে না।

আরও দেখা যায়, ধন্বন্তরি সেন শোভাকর নাগকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার কুল গেল না। তদ্বংশীয় ঘোষসেনের কুল, পিতৃমন্যুতেই পাত হইল। ইহা কি নবাবী আমলের কাজির বিচার নয়?

ঘোষ-বংশীয় সূর্য্য সেনবংশ সোণারঙ্গ গ্রামে বাস করিতেছেন। মহাপুরুষ সূর্য্যসেন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আজও এই বংশ সিদ্ধবংশ বলিয়া গৌরব করেন। সিদ্ধিলাভ করিলে লোক ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সূর্য্যসেনের অধঃস্তন পুরুষগণকে শাপোন্মুক্ত বলিয়া স্বীকার করা কি ন্যায় বিগর্হিত? বৈদ্য-সমাজের প্রত্যেকের নিকট আমার প্রার্থনা। আপনারা এই ঘোষ সেন ও রায়সেন এবং ভূচলী সেনবংশ সম্বন্ধে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া স্ব স্ব মত পত্রিকাস্থ করিয়া মহত্ব প্রকাশ করিবেন।

অবহেলা ও শৈথিল্য।

শ্রীমনোমোহন সেনশর্ম্মা, পূর্ব্বসিমুলিয়া, ঢাকা।

আজকাল সর্ব্বত্রই সমাজসংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। কেহই আর নীচ বা হেয় হইয়া থাকিতে চাহে না। ইহা দেশের বা সমাজের উন্নতি বা অবনতি সে সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিবার অবসর আমার নাই। তবে আমাদের বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে ২।১টি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। যদিও তাহা গিলিত চর্ব্বণ বটে তবু প্রণিধান যোগ্য।

অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বৈদ্যজাতি সমষ্টিতে অত্যল্প। তন্মধ্যে আবার দ্বিমতাবলম্বী। কেহ পৈতক, আবার কেহ কেহ অপৈতকও আছেন। আমার বাস্তব্য গণ্ডগ্রাম সম্বন্ধেই বলি না কেন—এক গ্রামে ২৫ ঘর বৈদ্য বাস করি, ইহার মধ্যে ৫।৭ ঘর মাত্র উপবীত ধারী। অপরাপর কেহকে উপবীত লওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে, নিব নিতেছি ইত্যাদি সাময়িক কথা দ্বারায় নিবৃত্ত করেন। এই ভাবে আজ ১৫ বৎসর কাটিয়া গেল।

এইভাব হয়তঃ সকল স্থানেই আছে। ইহার প্রতিকারের উপায় কি কোন নির্দ্ধারণ করা যায় না? সমাজ এদিকে সম্পূর্ণ শিথিল, আদৌ দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। মহারাজা রাজবল্লভের সময় হইতে গণনা করিলে দেড়শত বৎসরের অধিক এই ভাবেই গত হইয়া গেল।

আমাদের পক্ষে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে যে দৈব পৈত্রকর্ম্ম সম্পাদন এবং দশাহশৌচ গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু সমাজের এই কলঙ্ক দূর করিতে না পারিলে, বৃথা বাগাড়ম্বরে কোন কাজ হইবে না। যাহাতে সত্বর এই রোগের স্খলন হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যেরা অপৈতক বলিয়া রাঢ়ীয় বৈদ্যেরা হেয় মনে করে। কোন কোন স্থানে দেখিয়াছি, আমাদিগকে তামাক খাইতে হুকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কতদূর গৌরবের বুঝিতে পারেন।

আমার মতে সামাজিক শাসন ভিন্ন ইহার প্রতিকারের উপায় নাই। কাজেই পৈতক বৈদ্য মহাশয়গণ নিকট সানুনয়ে নিবেদন, আসুন আমরা পৈতক সব এক হইয়া আহার, বিহার, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া পরস্পর সম্পাদন করি। অপৈতকের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখিব না। আমাদের হুকায় তাহাদিগকে তামাক খাইতে বারণ করিব। এই প্রকার বজ্র আটুনী থাকিলে যদি সমাজের সুমতি হয়।

যদিও আমার এই কথা পাগলের প্রলাপবৎ, সহৃদয় পাঠকগণ অনুধাবন করিলে সত্যতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। মুখে অনেকেই তথাস্তু বলিবেন, ছেলে মেয়ের বিবাহের সময় মনে রাখিতে পারিবেন কি?

জাতীয় সম্বাদ।

কলিকাতা কালীঘাট হইতে শ্রীযুক্ত বামাচরণ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, আমার শৈশবে বাঙ্গালা ১২৯২ সনের মাঘমাসে উপনয়ন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত আমরা পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলাম। এক্ষণ এখানকার "বৈদ্যহিতৈষিণী" ও আপনার প্রেরিত "বৈদ্য-প্রতিভা প্রাপ্তে তাহাতে উদ্ধৃত শাস্ত্র বাক্যাদি দর্শনে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া দৈনিক প্রাতঃ সন্ধ্যা অন্তে তর্পণকালে পিতৃপুরুষগণকে শর্ম্মান্ত বাক্যে জল দান করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বিগত ১৩৩১ সনের ৩রা বৈশাখ আমার একমাত্র পুত্রের ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে যজুর্ব্বেদীয় বিধানমতে শর্ম্মান্ত পদ উল্লেখে উপনয়ন হইয়াছে। আমার স্থানীয় পুরোহিত বরিশাল সিদ্ধকাঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুরোহিত এবং তন্ত্রধার ছিলেন। আমার পরমবন্ধু যশোহর নরাইল মহকুমার অধীন লক্ষীপাশানিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে লিখিয়াছেন, গত ১৮ই কার্ত্তিক বুধবার ফরিদপুর খালিয়ানিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় নিমদাশবংশীয় শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর দাশশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের সপিণ্ডকরণ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ২রা পৌষ বৃহস্পতিবার ফরিদপুরজিলার কোটালীপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়াতলী

নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় নরদাশবংশীয় ৺প্যারীমোহন দাশশর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ৩রা পৌষ শুক্রবার বরিশাল সিদ্ধিকাঠি নিবাসী শক্তিগোত্রীয় বিষ্ণুবংশীয় ৺তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা রায় মহাশয় একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকায় বরিশাল সম্বাদ "বৈদ্যের মতি" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কলিকাতা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সভা হইতে আগত কবিরাজ হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা ও সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা স্থানীয় সমিতির এক অধিবেশনে ও বৈদ্যজন সভায় বুঝাইয়াছেন যে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত। তজ্জন্য যথাসময়ে প্রত্যেকের উপবীত গ্রহণ, দশাহ অশৌচ পালন এবং পদবীর অন্তে গুপ্ত না লিখিয়া শর্ম্মান্তক পদবী লিখিতে হইবে। স্থানীয় সরকারী উকিল রায়বাহাদুর গণেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ঐ রীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করিয়াছেন। প্রচারকগণ এ জিলার বহু গ্রামে ব্রাত্য উপনয়ন, দশাহ অশৌচ ও শর্ম্মান্তক পদবী প্রয়োগে দীক্ষিত করিয়া আসিয়াছেন, এখানেও সেদিন স্বর্গীয় দীনবন্ধু সেনের পুত্রগণ এবং অপরাপর আরও বহু বৈদ্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ত্রিপুরা হইতে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্তশর্ম্মা লিখিয়াছেন, চট্টগ্রাম হইতে প্রচারিত ভূতপূর্ব্ব চট্টল গেজেট সম্পাদক উত্তর বিক্রমপুর আউটসাহি নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্তশর্ম্মার পঞ্চম পুত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মার শুভ-পরিণয় গত ১৯শে আষাঢ় মুর্শিদাবাদ কান্দির সাবডিভিশনেল অফিসার বাণ্টী নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মার ২য়া কন্যা শ্রীমতী প্রীতিরাণী দেবীর সহিত শর্ম্মান্ত উপাধিতে সম্পন্ন হইয়াছে। ফরিদপুর নিবাসী কান্দি হাই স্কুলের প্রথম পণ্ডিত পাত্রী পক্ষে ও অক্ষয় বাবু কুল-পুরোহিত পুরাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী পাত্র পক্ষে পৌরহিত্য করিয়াছেন।

গত ২২শে অগ্রহায়ণ উক্ত অক্ষয়বাবুর ৫ম কন্যা শ্রীমতী প্রভারাণী দেবীর শুভ-পরিণয় মধ্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেনের ১ম পুত্র শ্রীমান জিতেন্দ্রচন্দ্র সেনের সহিত শর্ম্মান্ত উপাধিতে ঢাকা টাউনে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ বিবাহেও পাত্রী পক্ষে উক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী পৌরহিত্য করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা।

কেলিসহর গ্রামবাসী কেদারবংশীয় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের এক পৌত্র ২৮শে পৌষ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার পৌত্রের ষষ্ঠী পূজায় তাঁহাদের

কুল-পুরোহিত শুয়াতলী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকিশোর ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ স্মৃতি-পঞ্চানন্ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দকুমার ভট্টাচার্য্য ও স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী প্রবীণ মোক্তার মহাশয়ের অপদিক্ত শ্রীযুক্ত রত্নমণি শর্ম্মা মহাশয় প্রমুখ যজনব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে ষষ্ঠী পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

কেলিসহর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা মহাশয় ১৩৩১ বৈদ্যাব্দের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত বাক্যে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

গৈড়ঙ্গা গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় পটীয়া-হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান জ্যোৎস্নাকুমার সেনশর্ম্মা এম, এ এবং ধলঘাট গ্রামবাসী মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার মহাশয়ের চতুর্থপুত্র শ্রীমান হরেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা (এম, এ ক্লাশ প্রেসিডেন্সি কলেজের) ৪ঠা মাঘ তারিখে কলিকাতা নগরীতে ব্রাত্য পাপক্ষয় কামসংকল্পে গঙ্গা-স্নান করিয়া যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

(শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ডি, লিট প্রণীত)

চাকুরীর বিড়ম্বনা নামক বহিটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এই আখ্যায়িকার এই একটী বিশেষত্ব যে ইহাতে পুচ্ছগ্রাহিতা ও অনুকরণবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় না। লেখক নূতন পথে লেখনী পরিচালিত করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ঔপন্যাসিকগণের চিহ্নিত পথ লেখক অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার কল্পনা উন্মুক্ত ও অনাবদ্ধগতি। বাঙ্গালী যুবকগণের বর্ত্তমান বেকার অবস্থা ও অর্থসমস্যার সমাধান পুস্তকের উদ্দেশ্য এবং আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যক্তিগত স্বাবলম্বনের দ্বারা অভাবের সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করিয়া কি করিয়া আর্থিক উন্নতি ও অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা লিখকের প্রতিভাময়ী লেখনীর দ্বারা অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য মূলক উপন্যাস বাঙ্গালাভাষায় বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম। তাঁহার আখ্যায়িকার ভিত্তিস্বরূপ এই বাস্তব ঘটনাকে কল্পনার তুলিতে অঙ্কিত করিয়া অভিনব ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। উপাখ্যানে বর্ণিত যোগেশের চরিত্র পাঠ করিয়া হৃদয়ে আত্মশক্তি ও আত্মসম্মান জাগিয়া উঠে। বিপিনের ও সুহাসিনীর চরিত্রে প্রেমের নিষ্কাম মাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। মানুষী প্রেমের উপর যে অমানুষী প্রেম রাজত্ব করে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত ও অঙ্কি-

ফলিত হইয়াছে। বিপিন ও সুহাসিনীর প্রেমে কামগন্ধ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব সৃষ্টি শতদল বাসিনীর চরিত্র। এই চরিত্র সৃষ্টি লেখকের অনন্য সাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। চিরকাল সুখে লালিত পালিত ও বিলাসোপকরণে পরিবেষ্টিত শতদলবাসিনী অতি অভিমানিনী। তাঁহার স্বামী তাঁহার হাতের মুঠোর ভিতর ছিলেন, যিনি সন্ধ্যাবেলা মোজা মাগিতেন। পাম্প শু ছাড়া যিনি চলা-ফেরা করিতেন না, এবং দেশীয় গহনা উপেক্ষা করিয়া যিনি হ্যামিল্টনের পালিশ গহনার পক্ষপাতী ছিলেন, সেই শতদলবাসিনী আর রঘুনাথপুরের শতদলবাসিনী আত্মনির্ভরতার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি বিলাস ত্যাগিনী শতদলবাসিনী যেন দুই ব্যক্তি। অতি কৌশল ও নিপুণতার সহিত লেখক এই চরিত্রের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন পরিস্ফুট করিয়াছেন।

যোগেশের উদারভাব ও বৈদ্যগণের আচার সাম্যের অনুরাগ এবং অন্য সমাজের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া যে একীকরণের প্রচেষ্টা তাহা অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু লেখকের একটী ধারণা ভ্রমাত্মক। চট্টগ্রামে এমন শত শত বৈদ্য পরিবার আছেন যে, যাঁহার নিজের জাতিগত ও বর্ণ-গত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অন্য জাতীয় লোকদের সঙ্গে কতক কতক বৈদ্য মিশে গিয়াছেন বলিয়া লেখকের যে ধারণা সেই অন্য জাতিরাও ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। আত্মবিস্মৃত হইয়া কায়স্থ বলিয়া আত্মখ্যাপন করিয়াছেন, যেমন ভরদ্বাজগোত্রের রক্ষিত, ও কাশ্যপগোত্রের নন্দী ও কৌশিক ও কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের দত্ত ইত্যাদি। সে যাহা হউক, পুস্তকটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

সাধনা—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র রায় প্রণীত।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি, তিনি ঢাকা রাজকীয় কুষ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমরা তাঁহার লিখিত সাধনা নামক পুস্তকটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তিনি এই গ্রন্থে প্রকৃতি ও অধ্যাত্মতত্বের সমন্বয় করিয়া কিভাবে আত্মার উন্নতি ও ব্যাপ্তি সাধন করিতে পারা যায় তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। সাধক না হইলে সাধনতত্বের বিষয় অবগত হওয়া কঠিন। জ্যোতিশচন্দ্র একজন নীরব সাধক। পৃথিবীর উদ্দাম কোলাহল হইতে সুদূরে সরিয়া অথচ রাজকার্য্যের বিশ্রামহীন ব্যস্ততায় বদ্ধ থাকিয়াও তিনি যে বিশ্বজীবনের মূলীভূতকারণনিচয় দার্শনিকের দৃষ্টিতে দর্শন ও অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তজ্জন্য, আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। আমরা গ্রন্থকারের দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাঁহার লেখনি হইতে নূতন নূতন ভক্তি তত্বসম্বলিত গ্রন্থ নিঃসৃত হইয়া ধর্ম্মকামেচ্ছু লোকগণের অন্তরে শান্তি সুধা বর্ষিত করুক ইহাই প্রার্থনা।

সাধনা-সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাশ ঘটক কর্ত্তৃক রচিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

এই পুস্তকটীতে ১১১টী ধর্ম্ম সঙ্গীত আছে। প্রত্যেক সঙ্গীতে অধ্যাত্মভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীত তাল লয় মানে গীত না হইলে ইহার ভাব নিগূঢ়তা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। তবুও প্রত্যেকটী সঙ্গীত পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের আন্তরিক ধর্ম্মভাবের গভীরতার সম্যক পরিচয় পাইয়াছি। গ্রন্থকারের লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।

ধর্ম্মতত্ত্বসার সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাশ ঘটক প্রণীত।

নামেই উক্ত গ্রন্থের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। যাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে চাহেন অথচ গভীর শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ অত্যন্ত উপাদেয় হইবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে শাস্ত্রোক্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে ও সহৃদয়তার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে এই পুস্তিকাটীর মহাপ্রাণহিন্দুদের মধ্যে সুপ্রচারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কামদে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

২য় বর্ষ, ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ। ফাল্গুন { ১১শ সংখ্যা।

সূক্তিরত্নাবলী।

কবিরাজ শ্রীভোলানাথ দাশশর্ম্মা, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ, বিষ্ণুপুর, (বাঁকুড়া)।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মানসোত্তুঙ্গমাতঙ্গ-মদভঙ্গায় সম্ভ্রমাৎ।
সাধকাধোরণস্তীক্ষ্ণং বিবেকাঙ্কুশমুদ্ধরেৎ॥ ২১
মনমাতঙ্গের মদভঙ্গের কারণ।
বিবেক অঙ্কুশ সাধু করিবে ধারণ॥ ২১
[illegible]ক্লেশপদাগারং মত্তচিত্তমতঙ্গজম্।
সংসারমলসংসর্গাৎ ত্রায়তাং স্বৎপবিত্রতা॥ ২
রাখি [illegible] মত্তচিত্তমতঙ্গজে।
পবিত্রতা রাখ তার সংসারের মলরজে॥ ২।
সংসার শকুন্তার্থং ... সাধনাপটৈঃ
জীবিকাবাগুরা কৃত্যা বিদ্বঃ সদাবধেহকুশলাঃ।
সংসার পাখীর পরে যে জন সাধনা করে,
জীবিকা বলিয়া তার রাখী প্রয়োজন।

সে শব চঞ্চল হ'লে তৃপ্ত হয় তার ফলে,
তা না হলে নানাবিঘ্ন করে সে স্বজন॥ ২৯
বিঘ্নতো যত্নতো রক্ষেদসিদ্ধং সাধনাঙ্কুরম্ ;
অসিদ্ধেন হি তেনৈব বিঘ্নএব বিহন্যতে। ৩০
বিঘ্ন হতে যত্নে রাখ সাধনা অঙ্কুর।
এহতেই দেখো পরে বিঘ্ন হবে দূর॥ ৩০
নশ্বরং চিত্তবংশস্থং শুদ্ধিবৈশ্বানরং নরঃ।
তীব্রৈঃ সাধনফুৎকারৈরভিরক্ষেন্মুহুর্মুহুঃ॥ ৩১
নশ্বর তো চিত্তশুদ্ধি বংশবহ্নিপ্রায়।
সর্ব্বদা সাধনা ফুকে রক্ষা কর তায়॥ ৩১
উপাসনোপহাসী চ ধর্ম্ম-ধার্ম্মিক-নিন্দকঃ।
সাধুনা সাধনাকালে বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ ৩২
ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদ্বেষী সাধনা নিন্দক।
এদেরে সাধনা কালে ত্যজিবে সাধক॥ ৩২
চিত্তবৃক্ষকুচিন্তাখ্যপক্ষিমোক্ষায় সাধকৈঃ।
ধ্যানাৎ পূর্ব্বং হরের্নাম্না করতালী প্রদীয়তে॥ ৩৩
ধ্যানারম্ভে নাম করি করতালী দিবে।
চিত্তবৃক্ষে কামপক্ষী তাহে না থাকিবে॥ ৩৩
সমস্তান্ বিঘ্নাংস্ত্যক্ত্বা স্বসিদ্ধিং সাধয়েৎ সুধীঃ।
ব্যাধবাধমনালক্ষ্য লক্ষ্যমীনো যথা বকঃ॥ ৩৪
সমস্ত বিঘ্ন ত্যজি স্বসিদ্ধি সাধিবে।
দেখেকি শিকারী বক ব্যাধ যে বধিবে? ৩৪
সাধনাফলমাসাদ্য মা সাধুঃ পাপমাচরেৎ।
আরোগ্যমবাপ্যেতি কিং কুর্য্যাৎ কুভোজনম্?
লভিয়া সাধন ফল পাপ না করিবে।
পাইলে [illegible] যা তা কি খাইবে॥ ৩৫

স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ বনাম বৈদ্যব্রাহ্মণ।

অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী, এম, এ, শ্রীরামপুর কলেজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তর্কের খাতিরে বৈদ্যজাতিকে অম্বষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেও সমস্ত স্মৃতিতেই যখন অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন বৈদ্য ব্রাহ্মণবর্ণীয়ই হইতেছে। ইহা দেখিয়া স্মার্ত্তমহাশয়েরা স্মৃতিবাক্যের কদর্থ ও পাঠবিকৃতি দ্বারা বৈদ্যকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটী নমুনা দেখুন। ব্যাসসংহিতায় উক্ত আছে—

"ঊঢ়ায়াং হি সবর্ণায়াম অন্যাম্ বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রঃ ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে।"

ইহার অর্থ 'সবর্ণা বিবাহ করিয়া অন্যবর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে পারে; ঐ অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র সবর্ণ হইতে হীন হয় না। প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায়, যে এখানে দ্বিজের অনুলোম বিবাহের কথা হইতেছে। এই উক্তি দ্বারা বৈধবিবাহের অসবর্ণা পত্নী যে পতির সবর্ণা ও সগোত্রা হইয়া যায় এবং সবর্ণ পুত্র প্রসব করে, তাহা বুঝান হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভজাতপুত্র ব্রাহ্মণই হইল। এই অর্থ শ্লোকের স্পষ্ট অর্থ এবং মন্বাদির স্মৃতির অনুগামী। কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণ ব্যাস সংহিতায় ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে "সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্য বর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না। সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র সবর্ণ হয়, ইহা সকলেই জানে; অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র কোন্ বর্ণ হইবে, পিতার বর্ণ পাইবে কি না, এরূপ সংশয় স্বাভাবিক; এবং ঐ সংশয়ের নিরসনের জন্যই এই শ্লোক রচিত, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু ব্যাখ্যাকর্ত্তা তর্করত্নমহাশয় কদর্থ করিয়া শ্লোকের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বৈশ্যাগর্ভজাত 'অম্বষ্ঠ' পাছে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়!

অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের কিরূপ সংস্কার হইবে, তাহা ব্যাসসংহিতায় মীমাংসিত হইয়াছে।

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ।
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যেভ্যঃ ভবঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।" ব্যাস, ১।৭-৮

স্মার্ত্তমাত্রেই জানেন 'বিন্না' অর্থ পরিণীতা, যথা 'বিন্নাবেষ বিধিঃ স্মৃত' (যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৯২) উদ্ধৃত পংক্তিগুলির অর্থ, বিপ্রের বিবাহিত (বিপ্রবর্ণীয়া, ক্ষত্রিয়বর্ণীয়া ও বৈশ্যবর্ণীয়া) পত্নীতে উৎপন্নের জাতকর্ম্ম বিপ্রবৎ হইবে, ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত (ক্ষত্রিয়বর্ণীয়া ও বৈশ্যবর্ণীয়া) পত্নীতে

ক্ষত্রবৎ সংস্কার হইবে, ইত্যাদি। বঙ্গবাসীর সংস্করণে এবং তদ্দৃষ্টে মুদ্রিত অন্যান্য পুস্তকে এইরূপ বিকৃত পাঠ দেখা যায়—

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।" ব্যাস ১।১৮

এই পাঠের মাথামুণ্ডু কোন অর্থ হয় না, পাঠক সত্যাসত্য পড়িয়া ও অন্বয় করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন। এক্ষণে বঙ্গবাসীর সংস্করণ খুলিয়া অনুবাদটী কিরূপ উদ্ভট হইয়াছে দেখুন—'ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত ব্রাহ্মণকন্যাকে 'বিপ্রবিন্না বলে, তাহাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মণের মত হইবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত ক্ষত্রকন্যাকে 'ক্ষত্রবিন্না' কহে, তাহাতে জাত পুত্রের ক্ষত্রবৎ সংস্কার হইবে। ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি বৈশ্যজাতির মত হইবে, ইত্যাদি।" (অনুবাদটী একটু সংক্ষেপ করিয়া দিলাম) এই অদ্ভুত অনুবাদ দেখিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক কি বলিবেন? এখানেও সেইভয়, পাছে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন হয়। সেইজন্য 'বিপ্রবিন্না, ক্ষত্রবিন্না প্রভৃতি শব্দের এমন অর্থ। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে উৎপাদিত পুত্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাতে উৎপাদিত পুত্র বৈশ্য। এই স্থলে ব্যাসদেব মহাভারতে কি বলিয়াছেন দেখুন—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈবহি।

মহাভারত, অনু ৪৭অঃ ২৪

এখানে ব্রাহ্মণের বিবাহিত বৈশ্যবর্ণীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র যে ব্রাহ্মণ হইবে, তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। তবে ব্যাসদেব উপরের উদ্ধৃত বাক্য দুইটীতেও যে সে কথাই বলিয়াছেন, তাহাতে সংশয় কি? ভগবান মনুরও এইমত। সুতরাং অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গরজ বড় বালাই! বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ করা হইয়াছে, কিন্তু অম্বষ্ঠ যদি ব্রাহ্মণই হইল তবে বৈদ্যের সদ্গতি কই করা হইল? অতএব কি কারণে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ঠাকুরের শাস্ত্রবাক্য বিকৃত করিয়া তাহার কদর্থ করিয়াছেন তাহা বুঝা গেল।

এই স্বনাম ধন্য তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গবাসীর ছাপাখানা হইতে একখানি সংস্কৃত মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষা করা; সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে যে সকল পাঠ বিকৃতি ঘটাইয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি তাহা পাঠকেরা বুঝিতে বাকি থাকে না। অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে তিনি এইরূপ সন্নিবেশিত করিয়াছেন—

"চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়।

অর্থাৎ শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন পুত্র চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র ব্রাত্য এবং বৈশ্যাতে উৎপন্ন পুত্র বৈদ্য, শূদ্র হইতে এই ত্রিবিধ নিকৃষ্ট পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

এই শ্লোকে 'বৈদ্য শব্দ অধুনাতন বিবেচনী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের প্রক্ষিপ্ত কারণ বোম্বাই ও কাশীতে ছাপা মহাভারতে এ পাঠ নাই, হিন্দী মহাভারতেও বৈদ্য শব্দ নাই। কালীসিংহের মহাভারতে বৈদ্য শব্দের স্থলে চেল শব্দ দেখা যায়। উহার অনুবাদ এইরূপ—

"শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণের গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে ব্রাত্য, এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে চেল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে মহা, অনু-৪৯।৯

স্মার্ত্ত ভ্রাতা মূলের পাঠ একসময়ে ছাপাকালে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন, উদ্দেশ্য কালে উহা অস্ত্ররূপে বৈদ্যভ্রাতার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারিবে। হইতেছে ও তাহাই। কোন মূর্খ ব্রাহ্মণ এই জাল বৈদ্য শব্দ দেখিয়াই যে বৈদ্য চিরকাল তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মুখে অন্তিম জলবিন্দু দিয়া আসিলেন, যে মহামহোপাধ্যায়, বাচস্পতি, শিরমণি, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্য ভূরি ভূরি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা ও ভারতের বিদ্যাশিক্ষার পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়াছেন। যাহারা অদ্যাপি টোলে ব্রাহ্মণছাত্রদের অধ্যাপনা করেন যাহারা বহু সদ্‌ব্রাহ্মণের মন্ত্রদাতাগুরু যাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজে এখনও সমাজপতিত্ব করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অম্লানবদনে ঐ নিকৃষ্ট চণ্ডালসদৃশ নিরক্ষর ও. অস্পৃশ্য জাতির সহিত অভিন্ন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে। অনেক মূর্খ আপনার জন্মদাতা পিতাকে ঐরূপ না ভাবিয়া চিবিয়া গালি দেয়, তখন শক্তিমান বুদ্ধিমান পিতা পুত্রকে শাস্ত্র দেখাইতে অগ্রসর না হইয়া সোজাসুজি যে ব্যবস্থা করেন, ঐ মূর্খ ব্রাহ্মণকেও সেই উপায়ে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। শাস্ত্রের প্রমাণে যাহা হয়না কাচুলী খাওয়াইয়ে তাহাপেক্ষা বহুগুণ ফল হয়। বৈদ্য সন্তান এমন কি কেহ নাই যে অবিলম্বে অপরাধীর বাতিকী চিকিৎসাদ্বারা রোগ দূর করিয়া দেন? ঈদৃশ ব্যাধিতে বাকিমী ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগবীজ সমূলে বিনষ্ট হয় শুনিয়াছি। আর অপর কাহারও ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না।

কালীসিংহের প্রকাশিত অনুবাদ বিশজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিশুখানা মহাভারত মেলাইয়া করিয়াছিলেন। তাঁহারা তদানীনন্তন পুঁথিগুলিতে যে পাঠ দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ অনুবাদ করিয়াছিলেন। বোম্বাই ও কাশীর পাঠদ্বারাও তাঁহাদের পাঠ সমর্থিত হইতেছে। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, বঙ্গবাসীর সংস্করণে যে পাঠ তাহা নকল; বাঙ্গালী বৈদ্য ব্যাসের বিদ্বেষ বিজোদগার।

মনু ও অন্যান্য স্মৃতিতে শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে উৎপাদিত পুত্রদের যথাক্রমে চণ্ডাল, ক্ষাত্ত ও আয়োগব এই নামসমূহ দৃষ্ট হয়। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ বৈদ্যকে শূদ্র বলিয়া যখন তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিলনা, তখন, ঘোর জাল চালাইয়া উহাকে প্রতিলোমজ অস্পৃশ্যজাতি বানাইবার জন্য অগ্রসর। এরূপ প্রবৃত্তির প্রশংসা ক্ষমতা আছে কি?

কালীসিংহের মহাভারতে এই স্থানে 'চেল' শব্দ বজায় আছে বলিয়া উক্ত গ্রন্থের সর্ব্বত্রই যে মূলানুসারী অনুবাদ হইয়াছে, তাহা নহে। অনুবাদক পণ্ডিতগণের মধ্যে সাধু ও অসাধু দুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন। সাধুর হাতে পাঠ সুরক্ষিত হইয়াছে, অনুবাদ ঠিক হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে 'চেল' শব্দের আলোচনায় দেখান হইয়াছে। এক্ষণে অসাধুরা প্রকৃত পাঠের অনুসরণ না করিয়া, কিরূপে সুবিধামত পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা দেখাইব। স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ শাস্ত্রের যে অংশ দুষ্টের হাতে পড়িয়াছে, তাহাই বিকৃত হইয়াছে। এই জন্য বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত বর্দ্ধমান রাজবাটীর সংস্করণের মহাভারতের স্থানে স্থানে বিকৃতি দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, যখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সহিত বৈদ্যদিগের বিবাদ তখন পাঠ বিকৃতির বিচার করিতে হইলে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অনুমোদিত বা প্রকাশিত মহাভারতের পাঠ প্রমাণ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পাঠই এ ক্ষেত্রে প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

জাতীয়তা লাভের কথা।

জীতেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা, সেনহাটী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালার এক বিরাট যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অনাচারের ফলে এইরূপ নবযুগের সূচনা সহজ ও সনাতন রীতেতেই আসিয়া থাকে, ভারতের—তথা জগতের ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন গুলি ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সপ্রমাণ করিতেছে। এই দেব রক্ষিত ভারতবর্ষে যখনই ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তখই ভগবান সচ্চিদানন্দ ঘন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন অথবা অনৈসর্গিক প্রতিক্রিয়া প্রভাবে গ্লানি মুক্ত হইয়া ধর্ম্মের নিজ সনাতনত্ব রক্ষিত হইয়াছে।

অধুনা হিন্দুজাতির মধ্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় হিন্দুর অতৃপ্ত শাখা জাতি সমূহ এক নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীকার ও স্বধর্ম্ম লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান বিরহিত যজন ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য ও তাঁহাদের সংস্কার মূলক অত্যাচারে জনগণের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব আহত হইয়া পড়িয়াছে। দিন দিন হিন্দুজাতির মধ্যে ধর্ম্ম সন্ধান প্রচেষ্টা যেরূপ প্রবল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহারা যে হিন্দুর শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া অচিরে ধর্ম্মলাভ করিতে বদ্ধপরিকর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহাদের এই প্রচেষ্টা ধর্ম্ম জগতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তা লাভের যে উন্মত্ত প্রচেষ্টা মূর্ত্ত হইয়া আসমুদ্র হিমাচল ভারতকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, সেই প্রচেষ্টা মহান ও সর্ব্বতোভাবে যুগোপযোগী। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি চিরকালই সম্বদ্ধভাবে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। রাজনীতি যে দিন ধর্ম্মনৈতিক শাসনে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া ধর্ম্মনীতির উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতঃ ধর্ম্মের সনাতন গতিরুদ্ধ করিয়াছে সেই দিন হইতেই, প্রকৃতপক্ষে ভারতে পরিস্ফুট ভাবে ধর্ম্মগ্লানি আরম্ভ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। এই বিশৃঙ্খলার ফলে অধিকাংশ ব্রাহ্মণেতর জাতিগণই বৈদেশিক ও বিধর্ম্মিরাজ শাসনের সংস্পর্শে আসিয়া প্রথম ধর্ম্মও সমাজনীতি উল্লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময় সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ সময়োপযোগী কঠোর সামাজিক নিয়ম প্রণয়ন করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মকে বিজাতীয় প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। এই সমূদয় প্রণয়ন শাস্ত্রের নামে প্রচার করিতে তাঁহারা জাতির ভবিষ্যতেরদিকে লক্ষ্য রাখিতে অবসর পান নাই। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সমাজে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ঐ সমস্ত শাসন অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যে নিয়মগুলি একদিন সমাজ রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সমাজের অবস্থা বিপর্য্যয়ে আজ তাহাই সমাজ ধ্বংসের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। সমাজের বিশৃঙ্খলার দিকে লক্ষ্য করিলে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমানে সমাজ সংস্কার না করিলে হিন্দুর জাতীয়তা অচিরকালেই পঙ্গু হইয়া পড়িবে।

অধুনা ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে শিক্ষার আলোক প্রবেশ লাভ করিয়াছে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব জাতির অনাচার ও অধর্ম্মে অতৃপ্ত হইয়া শাস্ত্রানুমোদিত পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য তাঁহারা শাস্ত্রউদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সমস্ত হিন্দুজাতির উন্নতির পক্ষে শাখাজাতি সমূহের এইরূপ প্রচেষ্টা বস্তুতঃ-আশাপ্রদ কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতার অভাব বশতঃ সমগ্র জাতির স্বার্থ উপযুক্ত ভাবে রক্ষা হইতেছে না। প্রত্যেক শাখাজাতি যদি নিজের আদর্শটাকে নিখুঁত চিন্তা করিয়া তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে চেষ্টা করেন তবে হিন্দুজাতির পক্ষে তাহা খুব লাভের কথা হইবে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া হিন্দুত্বের জন্য যাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেনা পরন্তু বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাঁহারা প্রকৃতই হিন্দুর শত্রু।। শাখাজাতির সমূহের স্বাধিকার ও স্বধর্ম্ম লাভের উদ্যম লক্ষ্য করিয়া যজনব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত দুই একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের অবলম্বনীয় মূল প্রমাণ গুলি ব্যাহত করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতেছে। উন্নতিকামীগণের অবলম্বনীয় শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ হিন্দুর বেদ পুরাণ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যদি ঐ গুলির সত্যতার উপর সন্দিহান হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের সন্দেহের কারণ উপযুক্ত ভাবে লোক সমক্ষে উপস্থিত করিয়া উহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দেন না কেন? কোনও একটা শ্লোকের বিরোধি অন্য একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই পূর্ব্বশ্লোকের সত্যতা অপ্রমাণিত হয় না।

ইঁহারা যেমন প্রমাণের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, বিরুদ্ধবাদী যজন ব্রাহ্মণগণ যদি সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন তবে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য অস্বীকার করা যাইত না। তাঁহারা প্রতিবাদের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক হয় নাই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্ব স্ব অধোগতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত পরায়ণ হইয়া স্বাধিকার ও স্বধর্মলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের পথ প্রদর্শকের কার্য্য করাই বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। চক্ষুষ্মাণের পথ প্রদর্শন করিতে চক্ষুবিহীন কোন ব্যক্তিই সমর্থ হয় না। যজন ব্রাহ্মণদিগের মূর্খতা গৃহে গৃহে প্রমাণিত হইতেছে। এমতাবস্থায় তাঁহাদের মুখে মামুলি ধরণের দুই একটী শ্লোকের অবতারণা শুনিয়া লোকে না হাঁসিয়া থাকিতে পারিবে কেন? ব্রাহ্মণগণের মূর্খতা স্বীকার করিতে ব্রাহ্মণেতর জাতি সমূহই আজিও কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু সত্য কাহারও অনুভূতির খাতির রাখিয়া প্রকাশ বা অপ্রকাশ হয় না। তাঁহারা যদি আজও অবহিত হইয়া কার্য্য করেন, তবে তাঁহাদের অমঙ্গলের আশঙ্কা দূর হইতে পারে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা, বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ যে কারণেই হউক অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন সে কথা কেহ অস্বীকার করেন না কিন্তু তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের দাবী নাই। একথা শুনিলে বিদ্রোহী না হইয়া থাকিতে পারিবে কেন? বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ চিরকালই জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতর স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন আজিও সে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই ইংরাজী ১৯১১ শালের আদমসুমারী পাঠে তাহার সত্যতা নিঃসংশয়ে উপলব্ধী হইবে। বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ যে ভাবে তাঁহাদের সমাজ সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে অবান্তর ও অযৌক্তিক প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়া ব্রাহ্মণগণ লোক চক্ষে বড়ই হীন প্রতিপন্ন হইতেছেন। শাস্ত্রে কাহারও একচেটিয়া অধিকার নাই, শ্রেষ্ঠতর বৈদ্যব্রাহ্মণ কেন, ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতি ও আজ শাস্ত্রজ্ঞানে যজন ব্রাহ্মণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণগণ যাহা যাহা বলিবেন, তাহা ধীরভাবে বিচার করিয়াই বলা উচিৎ। নতুবা সমাজে তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা হওয়া কঠিন।

যে ব্রাহ্মণজাতি একদিন সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য জাতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য না করিয়া অন্যান্য জাতিকে স্বাধিকার চ্যুত করিয়া হিন্দু জাতিকে দুর্ব্বল করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই আজ তাঁহাদের বংশধরগণ কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আজ সমাজে যদি কেহ শাসকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে যজন ব্রাহ্মণজাতির দশা কি হইত? চিরদিন কাহারও সমান যায় না,—যাওয়া উচিৎও নহে। উত্থান পতনের সঙ্গে জাতীয় বৈশিষ্ট ও সনাতনত্ব প্রচ্ছন্ন হইতে পারে, কিন্তু কোন ক্রমেই বিলুপ্ত বা ধ্বংস হইতে পারে না। এই জন্যই প্রাচীন সমাজনীতিজ্ঞেরা ব্যবহার শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের অবসর রাখিয়া উত্থান ও পতনের মধ্যে সংযোগ রাখিয়া গিয়াছেন। সাময়িক কৃতকর্ম্মের জন্য ব্যষ্টি বা সমষ্টিকে স্বাধিকার চ্যুত করিবার প্রয়াস করিয়া মূর্খতার পরিচয় দেন নাই।

কালপ্রভাবে হিন্দুসমাজে যখন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নিজ নিজ জাতির আদর্শে জাতীয় জীবন গঠন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তখন প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ক্ষুদ্রস্বার্থ ও দাম্ভিকতা পরিহার করিয়া হিন্দুর লুপ্তগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। হিন্দুর তথাকথিত উচ্চ-বর্ণের সংস্কারমূলক অত্যাচারে অন্ত্যজজাতি সমূহ যে ভাবে উত্যক্ত হইয়া ধর্ম্মান্তর প্রতিগ্রহ করিতেছে, তাহাতে জাতির দৌর্ব্বল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতিকে আসন্ন ধ্বংশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ও সনাতনত্ব যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া সমাজ সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে, তাহারা যদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আদর্শে উন্নীত হয়, তবে কাহারও ক্ষতি হইতে পারে এমন ধারণা কোন মতেই করা চলে না। সমগ্র হিন্দুজাতির স্বার্থ ও সত্ত্বা বজায় রাখিবার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করিতে হইবে। যজনব্রাহ্মণগণ নিষ্ঠুরভাবে ঘৃণার দ্বারা মানবত্বের উপর অত্যাচার সমাজে যে প্রভুত্বলাভ করিতেছিলেন, প্রভুত্বের সে সৌধ আজ কালের গতিতে ভিত্তি বিহীন বলিয়া খসিয়া পড়িতেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণ যজনব্রাহ্মণ, নিজের দাম্ভিকতা ও অজ্ঞানতা বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মপ্রবীর সহায় হও, ভারতে আবার হিন্দুর বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক!!!

মেলতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীললিতমোহন দাশশর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, মিরাট

দেবীবরের উপদেশ ধ্রুবানন্দ মিশ্র গ্রহ

লিখেন, দেবীবর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়। গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৬ পৃষ্ঠা

ঘটকচূড়ামণি দেবীবরই যে মেল বন্ধন করেন, তাহা বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত কারিকায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"কামরূপে মহাপীঠে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ।
তত্রগত্বা প্রবর্ত্তেন দেবীবর বিশারদঃ॥
বিধবেন্দু শাকে চৈত্র মেষে মার্ত্তণ্ডবাসরে।
ক্রিয়তে বাক্য সিদ্ধার্থ রাত্রী দ্বিজকুলোপরি॥"

দেবীবর মানবদেবতা প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক। তিনি যে মেলবন্ধন করেন তাহা "গৌড়ে ব্রাহ্মণে" বিশদভাবে উল্লিখিত রহিয়াছেঃ—

চেবে ছোঁড়া বড় চট্ট নিমেতার নাম।
রঘো বেটা মোটাবুদ্ধি ঘটকের ধাম॥
কাঁনাছোঁড়া বুদ্ধিদড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধর যাবে করে সাথ॥
এইকালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়িলেক ধুম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধুম॥
কিছু পরে সন্তোষের বংশে একছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যাবে বলে॥
সেই ছোড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥

গৌড়ে ব্রাহ্মণ ২০৯পৃঃ

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজকে সংস্কার করতঃ ঘটকবিশারদ দেবীবর ছত্রিশটী মেলে বিভক্ত করেন। যবন ও অন্যান্য সামাজিক অত্যাচারে যে উক্ত সমাজে নানান সংমিশ্রণ ঘটে, ঐ সমস্ত মিশ্রণ দোষের একত্র মিলনের নামই "মেল" এই "মেল" সাধারণতঃ চারি প্রকার।*

প্রকৃতিগত উপাধিগত, গ্রামগত ও কুলগত। দোষনির্ণয় নামক গ্রন্থে এই মেলগুলির সবিশেষ বর্ণনা লিপি বদ্ধ হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা উক্ত গ্রন্থ হইতে ৩৬ মেলের নাম এবং কি কি দোষে ঐগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, সেই অংশের বঙ্গানুবাদ মাত্র প্রদান করিলাম। মোট ৩৬টী মেল। তন্মধ্যে ২২টী প্রকৃতির নাম, ৬টী গ্রামের নাম, ৩টী উপাধির এবং ৫টী কুলগত দোষ হইতে সমাগত।

ফুলিয়া, খড়দহ, দেহাটা, বাঙ্গাল, বালি ও নড়িয়া এই ছয়টী গ্রামের নাম হইতে। পণ্ডিতরত্নী, সর্বানন্দ, সুরাই, চট্টরাঘবী, ভৈরবী, মাধাই, চান্দাই, বিজয়-পণ্ডিতী, শতানন্দী, দশরথঘটকী, কাকুস্থী, চন্দ্রাপতি, গোপাল-ঘটকী, বিদ্যাধরী, রাঘবঘোষালী, শুভরাজখানী, শ্রীরাবর্দ্ধনী, ধরাধরী, রঙ্গভট্টমিশ্রি, ছয়ী, মালাধরী, এই বাইশটী মেল প্রকৃতির নাম হইতে।

ফুলিয়া, খড়দহ, দেহাটা, বাঙ্গাল, বালি ও নড়িয়া এই ছয়টী গ্রামের নাম হইতে। পণ্ডিতরত্নী, আচম্বিতা ও আচার্য্যশেখরী এই তিনটী উপাধি হইতে এবং ছায়া, পারিহাল, শুদ্ধসর্বানন্দী, প্রমোদনী ও হরিমজুমদারী, এই পাঁচটী কুলগত দোষের নামানুসারে কথিত হইয়াছে।

---

*চৌদ্দশত সাতশকে মাস ফাল্গুন।
অকলঙ্ক গৌড়চন্দ্র দিলা দরশন।
প্রভুপাদকৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা।

দোষাদ্যাগাদিব মেলনং সমুদ্দিষ্টা মেলনাঃ কুলজ্ঞৈরেব। নাম্নি গ্রাম উপাধিতোহপি ক্রমে দোষজ এবা মেলকঃ।

এই ছত্রিশমেল আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত। খেহাটা, ভৈরবঘটকী, নড়িয়া, মাধাই, বিজয়পণ্ডিতী, বাঙ্গাল, কান্দাই, দশরথঘটক, আচম্বিতা, গোপালঘটকী, শুভরাজখানী, রাঘববোবানী এই বারটী এক পর্য্যায়ভুক্ত। বিদ্যাধরী, পারিহাল, বালী, ধরাধরী, ছুনাই, শ্রীরঙ্গভট্ট, চট্টরাঘবী, বল্লভী, সর্ব্বানন্দ, মিশ্রী, খড়দহ, পণ্ডিতরত্নী কাকুস্থী আচার্য্যশেখরী মালাধরী, চন্দ্রাপতি, শুদ্ধসর্ব্বানন্দী, প্রমোদনী, এই ১৯টী এক পর্য্যায়ভুক্ত। ফুলিয়া, শতানন্দী, শ্রীবর্দ্ধনী এই তিনটী এক পর্য্যায়ভুক্ত। উপরিউক্ত ৩৬টী মেল আবার ত্রিদোষ সাম্মিশ্রিত—জাতিগত কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত। প্রথমে আমরা জাতিগত ও কুলগত দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া তৎপর শ্রোত্রিয়গত দোষের বিষয় বলিব। নানান্ জাতির সংমিশ্রণবশতঃ যে যে মেলের উৎপত্তি হইয়াছে, উহাই জাতিগত দোষ বলিয়া সমাখ্যাত। পূর্ব্বাপর কুলাচার্য্যগণের উক্তি অনুসারে আমরা মেলের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম :—

মেলের নাম।	সংমিশ্রণ জাতির নাম।
বিজয় পণ্ডিতী	কলু, কোচ।
চট্টরাঘবী	হেড়া।
বাঙ্গাল	ঐ
বিদ্যাধরী	হেড়া, হালাও।
শ্রীরঙ্গভট্ট	রজক।
পণ্ডিত রত্নী	বেড়ুয়া, হাড়ী, যবন।
ফুলিয়া	যবন।
ভৈরবী ঘটকী	ঐ
কাকুস্থী	ঐ
শতানন্দী	ঐ
দশরথ ঘটকী	ঐ
মালাধরী	ঐ
শুদ্ধসর্ব্বানন্দী	ঐ
শুভরাজখানী	ঐ
হরি মজুমদারী	ঐ

কুলগত দোষ, কন্যাপুত্রের অভাব, সূতিকাগমন, জীবিত ব্যক্তির পিণ্ডদান, অজ্ঞাতক্ষেপ (পিতৃপক্ষে ৫ পুরুষ ও মাতৃপক্ষে ৩ পুরুষের মধ্যে বিবাহ।) ত্যাজ্যপুত্র, কন্যাবহির্গমন, অভিশপ্তা (যে কন্যার পিতামাতা বা ভ্রাতা নাই এইরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ করা) বলাৎকার, জন্মান্ধ, কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত, খোড়াদোষ বা খঞ্জদোষ, নীচগৃহে বিবাহ, নাস্তিক, অন্যপূর্ব্বা ঘরে জোঠা, মাতুলাজা ষগোত্রা, দুষ্টাকন্যা, অঙ্গহীনা, কানা কুব্জা ও বাক্জড়া (বোবা) এই সকল কন্যার পাণিগ্রহণ,

কন্যকেই কুলজ্ঞেরা কুলগতদোষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কুলগতদোষ হইতে যে সকল মেলের উৎপত্তি হইয়াছে তন্মধ্যে ৯টী রণ্ডদোষে ১২টি বলাৎকার দোষে ৬টী বিপর্য্যায়, ৭টী খণ্ড ২ অন্নমাংক্ষেপ, ২টী অন্যপূর্ব্বা, ১ বিবর্জ্জন, ২ ব্রহ্মহত্যা ও ৫ কন্যাবহির্গমন দোষে দূষিত। কোন্ মেল কি কি দোষে দূষিত তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে উক্ত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে মূল শ্লোকগুলি অধ্যাহার করিলাম।

"আচার্য্যশেখরী সর্ব্বানন্দী দেহাটিকা তথা।
প্রমোদনী চ কাকুস্থী নড়িয়া অনন্তরম্॥
শ্রীবর্দ্ধনী তথা মাল্যধরী রাঘবঘোষালী।
নবৈতে রণ্ডদোষেণ মেলা দেবীবরোদিতাঃ॥
বল্লভী চ তথা সর্ব্বানন্দী মাধাই ভৈরবো।
দশরথী শতানন্দী কাকুস্থী সপ্তপিণ্ডজাঃ॥
সর্ব্বানন্দী পণ্ডিতাখ্যা শ্রীবর্দ্ধনী প্রমোদনী।
আচম্বিতা চান্দাই চ ষট্ বিপর্য্যয়তঃ স্মৃতাঃ॥
ছায়াকার্য্যশেখরী চ হরিমজুম্দারী শতনন্দকঃ।
সর্ব্বানন্দিকভৈরবামাধটকৌ শ্রীবর্দ্ধনী সংজ্ঞকো॥
শ্রীমদ্রাঘব ঘোষালী চ নড়িয়া খ্যাতশ্চাচাম্বিতা।
শ্রীযুক্তা হি প্রমোদনী খ্যাতো ইমে দ্বাদশিকা॥
গোপালঘটকী বিদ্যাধরী চট্টরাঘবী।
বালীদশরথী চৈব পরমানন্দক মিশ্রকঃ॥
শ্রীরঙ্গভট্ট সপ্তৈতে মেলাশ্চ খণ্ডদোষতঃ।
চান্দাশ্চৈব মাধাই দ্বৌ ব্রহ্ম বধদোষতঃ।
তথৈবাম্বিতা মেলা পিতৃসত্তজ্য দোষতঃ।
দশরথ ঘটকশ্চ পরমানন্দ মিশ্রকঃ॥
শুভরাজখানিশ্চ শুদ্ধ সর্ব্বানন্দিকঃ।
তথা হরিমজুম্দারী পঞ্চকন্যা বহির্গমনাৎ॥

(১) "রণ্ডস্ত্রিবিধোজ্ঞেয়ঃ কথ্যতে কুলকবিদৈঃ।
কন্যাভাবাদ্ভ্রেরণ্ডঃ কুলভাবাচ্চ নৈকষে।
রক্তিকাগমনাদেব রণ্ড স্ত্রিবিধ উচ্যতে॥

(২) পিণ্ডদানাৎ ভবেৎ পিণ্ডঃ পিণ্ডার ভক্ষণাদপি,
সপিণ্ডোদ্বাহনাৎ পিণ্ডস্ত্রিবিধঃ পরিকল্পনে॥

(৩) বিপর্য্যয়াদ্বিপর্য্যয়ঃ কৃতি পুত্রবরেণ চ।

তথা পুত্রানুগমনাৎ বিপর্য্যায় ইতি ত্রিধা ॥

দেবীবর।

আবোল-তাবোল।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা, গফরগাঁও ময়মনসিংহ)

বারিধির হায়! ঢঙ্ দেখে তাই, সাম্‌লে থাকা দায়,—
বিনা ঝড়ে, উথ্‌লে পড়ে, বসুমতীর গায়!
পাত্র আলায়, কল্‌কা, ছটা, ফুটছে সারা অঙ্গে,—
ফেনিল হয়ে, পড়্‌ছে ঝরে তরল-কালীর সঙ্গে!
চাইছে হতে আখর টেনে, সমালোচক—বড়,—
আপন শেলে, আবোল তাবোল, কর্‌ছে প্রমাণ জড়!
খাটি কথা শুনছে না হায়! দেয় না শাস্ত্রে কাণ,—
অনুস্বার আর বিসর্গ এঁটে, ঝাড়ছে কথার বাণ!
মাল্‌-মসলা যাচ্ছে ধুঁয়ে, পড়ছে যে ঝাঁজ ছেপে,—
আপনি পোড়ে, পড়কে পোড়ায়, রাখ্‌তে নারে চেপে!
তালির পরে তালি এঁটে, জুড়তে চায় বেশ্ ঠেঁসে,—
টানের উপর টান পড়িয়ে, যাচ্ছে যে সব ফেঁসে!
পড়ে গেছে বিষম দায়ে, হল ফুটানের তয়,—
"ফরমাসি" হায়! যায় না ছাড়া, সমালোচনায় দায়!
আত্মা যে হায়! চির স্বাধীন, ভয় করে না কারে,—
টরপেডোর" বায় ঝাঁপিয়ে শেষে, পড়ছে বালুর চড়ে!
স্বাধীন চিন্তায়, বক্ বকিয়ে, পাগল সবার বড়।
"এসাইলামে" শিকলি বেঁধে; করছে গোসাঁই-জড়!
সমাজ শীর্ষ পায়ের গোড়ল, ভোগ দখলের যন্ত্র!
মনগড়া, তাই, উক্তি স্বাধীন, সব তাতে স্বতন্ত্র!
"সমান" হবে? করব - শর্ম্মা! ছাড়ব না এক লেশ,
এদের—"আমার" স্বজন-ভক্তি, সুবুদ্ধিজ্ঞ [illegible] "দেশের" [illegible]

কেদার কুলপঞ্জিকা।

তারিখের নিরিখ ও বিভণ্ডার হিড়িক।

শ্রীশিশিরকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী, এম এ, বি এল, ১২৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, (কলিকাতা)।

আমার প্রতিবাদের উদ্দেশ্যের প্রতি উল্লাসংযুক্ত কটাক্ষপাত করিয়া শ্রদ্ধের বিপিনবাবু যে সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না কিন্তু আমার সতীর্থ যোগেশবাবুর বিচার বুদ্ধির উপর আমি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছি, বিপিনবাবুর এইরূপ একটি পরীবাদপরকলন প্রয়াস দেখিয়া আমায় এই কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইতেছে।

কৌতূহলী পাঠকবর্গ ও জ্ঞাতিবৃন্দের বোধসৌকর্য্যার্থ বিপিনবাবুর আলোচনার ক্রমপদ্ধতিই বজায় রাখিলাম।

১। (ক) আমি লিখিয়াছিলাম উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মর্ম্মার্থের সহিত কুলজীর নামধারার সামঞ্জস্য হয় না। বিপিনবাবু বলিতেছেন—নামধারা অভ্রান্ত ও শ্লোকগুলিই ভুল। 'শ্লোকগুলি ভুল' এইরূপ একটা কথা বেপরোয়াভাবে বলিবার স্পর্দ্ধা বা দুঃসাহসিকতা আমি রাখি না। তবু বিপিনবাবুর কথাই হেতুবাদ মানিয়া লইয়া দুইটি প্রসিদ্ধ নামের দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

বিপিনবাবুর 'সংক্ষিপ্ত সংস্করণ' — শ্রদ্ধাভাজন রমেশবাবুর রিপোর্ট (বিপিনবাবুর উক্তি—তাহা কোন মতে ভুল বলিয়া বলিতে পারি না।)

(১) ভবানন্দ — ভৃগুপতি
| — |
শুক্লাম্বর — শুক্লাম্বর
|
মহির

নরহরি, হংসপতি — মহির, হংসপতি

• শ্লোক—যোগীন্দ্রীন্দ্রজৌ (শুক্লাম্বরঃ) দ্বিজসুত সহিতো হংসপত্যভিনাম্না।

(২) দুর্গাপ্রসাদ — রামজয়

পার্ব্বতী, রতন — পার্ব্বতী, রতন

এই সঙ্গে সুধীবর্গ বিপিনবাবুর লিপিবদ্ধিত মন্তব্যগুলি মিলাইয়া লইবেন:—

"প্রাচীন কুলজীতে নামধারায় কোন ভুল নাই। অনেক পরিবারের রক্ষিত কুলজীর সহিত মোকাবিলা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ শ্লোকগুলিতে অনেক ভুল আছে……নামধারা সম্বন্ধে

প্রাচীন কুলজীতে যথেষ্ট প্রমাণ থাকাতে উক্ত মূল শ্লোকাবলী হইতে কষ্টকল্পিত অর্থ করিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করা বিড়ম্বনা মাত্র। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংস্কৃত শ্লোকের নকল করিতে গিয়া স্থানে স্থানে বিভক্তি আদির ব্যতিক্রম লিপি করায় গোলযোগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে মাত্র।"

১। (খ) "মহির বিপশ্চিৎ, মহিরের নামে শুক্লাম্বরের পরিচয়" একথা আমি লিখিয়াছি; কিন্তু 'সুতরাং মহির শুক্লাম্বরের পূর্ব্বপুরুষ' এই কথা আমি বলি নাই। আমার উক্তি শুক্লাম্বর মহিরের অধস্তনপুরুষ, কেন না, তিনি 'মহিরস্য ধারাজাতঃ' এবং আমার নিজস্ব 'ষষ্ঠ, বলে, ধারা নিম্নগামিনী। কিন্তু আমি যাহা বলি নাই, তাহাই আমার মুখে আরোপ করিয়া তদ্মূলে বিতণ্ডা করিলে স্বীকার করি, তর্কের প্রসারতা বাড়ে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, তাহার অসারতাও সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়।

এখন সুধীবর্গের বিচার্য্য বিভক্তিবিচারবুদ্ধি আমি কষ্ট কল্পিত অর্থ বাহির করিয়া গোলযোগ করিবার সুবিধা খুঁজিয়াছি কিনা।

২। (ক) পার্ব্বতী মঠের শ্লোকশকসংখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, আমাদের বংশ আমি যতটা আধুনিক মনে করিয়াছি বাস্তবিক ততটা নহে, এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ শোভাসিংহ ও কুলজীবর্ণিত শোভাসিং এক ব্যক্তি নহেন। তাঁহার মতে অভ্রান্ত ("তাহা কোন মতে ভুল বলিয়া বলিতে পারি না") গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত গ্রন্থের রমেশবাবুর রিপোর্টের দোহাই পাড়িয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিতেছেন ১৬১৭ শক (১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়া লইলেই সব পরিষ্কার মিলিয়া যায়,' রমেশবাবুর রিপোর্ট এখন আমার কাছেই আছে। তাহাতে হংসপতি ও মহিরের চট্টগ্রাম অঞ্চলে মগাক্রমণ রোধার্থ আগমন পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বিপিনবাবু তাহারই নজিরে ইতিহাস খ্যাত শোভাসিংহকে উড়াইয়া দিয়া বলিতেছেন "বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সকলের আগে এই অঞ্চলে আসিয়াছেন।" রমেশবাবুর মতে দেখিতে পাই আরকানবাসিগণ বিতাড়িত হইলে সায়েস্তা খাঁর নবাবনিজামতীর সময় (রমেশবাবুর মতে ১৬৬৪—১৬৮৫ খৃঃ) কন্দর্প রায় চক্রশালা পরগণায় প্রতিষ্ঠিত হন। (বিপিন বাবু বলিতেছেন উকিল ৺দুর্গাদাসবাবুর মতে ১৬৬৬ খৃঃ)। এই ঐতিহাসিক তারিখের নিরিখই বিপিনবাবুর প্রধান নির্ভর।

অর্থাৎ মহির ও কন্দর্প রায়ের অন্তর্বর্ত্তী পাঁচ পুরুষের ব্যবধান কাল দুইশতাধিক বৎসর রমেশবাবুর মতে কন্দর্পরায় ও পার্ব্বতীর অন্তর্ব্বর্ত্তী দুই পুরুষ, সুতরাং মঠ প্রতিষ্ঠা সন ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইলে দুই পুরুষের ব্যবধানকাল ত্রিশ বৎসরেরও কম।

মন্তব্য সম্ভবতঃ নিষ্প্রয়োজন। তবে বলিয়া রাখা ভাল। রমেশবাবুও তাঁহার রিপোর্ট স্বপ্ন সম্ভাবনা মাত্র হীন এরূপ মনে করেন না। তাঁহার সহিত কলিকাতায় আমার দেখা ছিল।

"শৈলেন্দুকালায়ুতরশ্মিসংখ্যে" বাক্যটিকে ১৬১১ শক ধরিতে পারে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই [illegible]

তবে ইহাও দেখিতে পাই চারি সংখ্যা যাহা যেখানে একটী সংখ্যা গ্রথিত হয়, তাহাতে দুই দুই করিয়াও সাংখ্যায় বামাবর্ত্ত গতি হয়। ইতিহাসের দিক ছাড়িয়া দিলে এই বাক্যটী নিম্নলিখিত শকগুলি বুঝাইতে পারে ১৬১৭, ১৩৭৭, ১৩১৭, ১৭৭৬, ৩৭৭৬, ১৭৭৩, ১৭১৬, ৭৭১৬, ১৭১৩, ৭৬১৭, ৭৬৩৭, ৭৩১৭ ইত্যাদি। কেননা 'কাল' ৩ ও ৬ দ্যোতক এবং ইন্দু ১ ও ৭ দ্যোতক।

প্রমাণসূচক শ্লোক বাংলার ইতিহাসে অনেক আছে, চাহিলে আমি আনন্দের সহিত পাঠাইব। এই অনির্দ্দিষ্টতা এড়াইবার জন্যই আমি শোভাসিংহের data ধরিয়াছিলাম এবং ১৭১৬ শকই ইতিহাসের দিক হইতে সমীচীনতর মনে করিয়াছিলাম। তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, পীতাম্বর ও শুক্লাম্বর সমসাময়িক লোক ও নামসাম্যে উভয়ের ভ্রাতা হওয়াও বিচিত্র নহে।

বিপিনবাবু বলিতেছেন—"পীতাম্বরকে শুক্লাম্বরের সমসাময়িক ধরিবার কোন হেতু নাই। ইতিহাসের দিক ছাড়িয়া কুলজীর নিম্নোলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাক্।

রাঢ়াৎ যাম্যভাগেহভূদতি সুনগরে বল্লবিষ্ণুপুরাখ্যো। শোভাসিংহস্য রাজ্যে নরপতি কবিপো দাশঃ শুক্লাম্বরাখ্যঃ॥ ভরদ্বাজগোত্রপ্রবর ত্রিতয়েক কৌথুমী শাখয়া চ। ধারাজাতঃ মতিরস্য চ ত্রিবর্ষংশোদ্ভূতো বিপশ্চি ঃ॥ শোভাসিংহস্য যুদ্ধে যবননৃপতিনা রাজ্যভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। যোগীদ্বীপজতোহসৌ নিজসুতসাহিতো হংসপত্যা ভিনাম্না। তজ্জঃ পীতাম্বরাখ্যঃ তদনুজ সহজ শ্রীরামনাথ দাশঃ জাতং পীতাম্বরাস্যাত্মজ মুকুট ইব মদন রাঘব দাশ নাম্নো॥ সৌদর্য্যা রক্ষাকুলাবস্থানুনীতি ঘটনা চট্টগ্রাম রাজ্যে। সীতাকুণ্ডাখ্যো তীর্থাটন বিষয়ে চাপতা চন্দ্রশেখর দৃষ্ট তীর্থম্ ইত্যাদি। ইহারা সাদাসিদা (প্রাসঙ্গিক অর্থ এই—

শুক্লাম্বর নিজপুত্র হংসপতির সহিত চট্টগ্রাম আসেন। পীতাম্বর তাঁহার 'অনুজ সহজ' রামনাথ দাশ ও পীতাম্বর পুত্র রাঘবদাশও চট্টগ্রাম আসিলেন। ইহা সৌদর্য্য রক্ষা আকুল অবস্থা অনুনীতি ঘটনা।" অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শুক্লাম্বরেরই চট্টগ্রামে আসিবার কথা আছে। সৌভ্রাত্র রক্ষাকুল পীতাম্বর ও রমানাথ চট্টগ্রামে আসিলেন।

এই অর্থ কষ্টকল্পনা কিনা তাহা 'সুধীভির্বিভাব্যম্'। যদি না হয়, তাহা হইলে শ্লোকাবলী শুক্লাম্বর ও পীতাম্বরের ভ্রাতৃত্ব সমসাময়িকত্ব সূচিত করে কিনা। তাহাও তাঁহারা অনুধাবন করিবেন। ইতিহাসের দিক হইতে ইহার সমর্থন গত কার্ত্তিক মাসে আমি আলোচনা করিয়াছি।

বিপিনবাবু বলিতেছেন ঃ—প্রসঙ্গক্রমে শ্লোকে যে ২।৪ জনের নাম উক্ত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের "সম্পর্কের ভুল" থাকাতে শ্লোকের যথার্থ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না।" সম্পর্কের ভুল—কেননা তাঁহার মতে 'নাম ধামের কোন ভুল নাই'। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনুবাদক আদির ব্যাখ্যা দেখিয়া বা শুনিয়া শ্লোকের যথার্থ বুঝিতে না পারিয়া সাদাসিদা

গোলযোগ করিতে পারে না। এইরূপ সম্ভাবনা বিপিনবাবুর মনে একবারও উদিত হইয়াছে কি? একই ভুল এক কুলজীতে লিপিবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন কুলজীতে অবিকল অনুলিপি-রূপে সঞ্চারিত হইতে পারে না কি? আমি জানি, আমাদের শাস্ত্রীয় কুলজী অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া অনেক পরিবর্তিত আকারে সমস্ত কুলজীতে সংক্রামিত করিয়া দিয়াছে।

বিপিনবাবু সন্দেহ করিয়াছেন কি পীতাম্বর ভ্রাতা 'রামনাথ দাশ' সর্বত্র কুলজীতেই অনুল্লিখিত আছেন? এক 'রামনাথ' আছেন তিনি রাঘবের পৌত্র। অর্থাৎ রাঘবের পিতৃব্য ও পৌত্র সনামা। ইহা একেবারে অসম্ভব না হইলেও সর্বঘট সাধারণ বুদ্ধির যে একটা অনুমান (common sense) আছে, তাহাতে পিতামহ রাঘব দাশ বা তৎপুত্রের নামকরণ বিষয়ে এতটা অভাব কল্পনা বা এই অসম্ভ সাধারণ-ঘটনা সম্ভব মনে হয় কি?

(৩) পুরোহিতগণেরই প্রমুখাৎ Rev. P. M Chaudhuri'র কাছে এবং পুরোহিতগণের সংগৃহীত তথ্য আছে শুনিয়াছিলাম। বিপিনবাবুকেও তাহার অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলাম। উহা যদি মিথ্যা গল্প হয় তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কেননা আমিও তাহা শুনাকথা বলিয়াই লিখিয়াছি।

(৪) পরলোকগত সদস্য ৺চন্দ্রকুমার রায় মহোদয় চট্টগ্রামের সমস্ত অম্বষ্ঠগোষ্ঠীগণ একই বংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান করিতেন এবং আমার সহিত সেই প্রসঙ্গ আলোচনাও করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা, ৺উকীল নগেন্দ্র রায়ও সেই কথার আংশিক সমর্থন করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি বংশের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা আমাদের বংশের বিভিন্ন শাখা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ৺উকীল বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়ও এই মত পোষণ করিতেন। আমার শ্রদ্ধাভাজন প্রপিতামহ রমেশবাবু ও চন্দ্রকুমারবাবুর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন শুনিয়াছি। তাই অম্বষ্ঠগোষ্ঠীগণের কুলজী আলোচনা করিলে অনেক শাখার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এই আশায় ফেণিশহরের মুন্সেফ ৺কিশোর মহাজন মহাশয়ের বাড়ীতে রাখবার পূর্ব্বে আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাশশর্মা ও শ্রীযুক্ত ... দাশশর্মা মহাশয়গণের সাক্ষাতে [illegible] লিখিয়া এবং আমার ভ্রাতা যোগেন্দ্রবাবুকে যে কাজে কুলগ্রন্থ হইতে বলিয়াছিলাম; আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি যাহা শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ বা সাক্ষ্য আছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই এবং তাঁহার শিক্ষিত বুদ্ধির আলোকপাতে কুলজী ঘটনাদির আবিষ্কার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার ভাব কতা ও অগ্রবর্ত্তী শিক্ষিত [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিচার করিয়াছেন, আমি এ কথা বলিয়াই এবং এ কথা লিখা

ইচ্ছা হয়, বর্ত্তমানে যুবকগণ এই কার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন এই সর্ব্বব্যাপক কথাটা লিখিবার সময় বিপিনবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, যোগেশবাবু এখনও অনাগতবার্দ্ধক্য এবং অনতীত যৌবন? তাঁহাদের প্রকাশিত কুল-পত্রিকার অবতরণিকার দক্ষিণরাঢ়ীয় বন-বিষ্ণুপুর, বর্ত্তমান বাঁকুড়া, কতিপয় যবনভূপতি কর্ত্তৃক গোস্তাদিংহের রাজ্য আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইবার ঘটনা এবং পীতাম্বর অসীম ক্ষমতাবলে উত্তরে কর্ণফুলী নদী হইতে দক্ষিণে শঙ্খ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকারভুক্ত করেন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরম সত্য গ্রহণ করিতে যুবকগণ যদি উদাসীন থাকেন তাঁহাতে হানি তো কিছুই দেখিতে পাই না। বিপিনবাবু বহু পরিশ্রমে কুলজীটী সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রাচীন লোক সকলেই তাহা অনুমোদন করিয়াছেন এবং তন্মতে শ্রদ্ধেয় উকিল যোগেন্দ্রবাবুর প্রশংসাপত্র উদ্ধৃত করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রশংসাপত্রের উদ্ধৃত অংশের সমর্থন করি।

সমালোচনায় জাতি সাধারণের জিনিষটা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং বংশের ইতিহাস নির্ভুল করিবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত করিতেছি। এইরূপ মন্তব্যের যুক্তিমূলতা সুধীবর্গের বিচার্য্য। বিপিনবাবু বলিতেছেন যুবকগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং পুনঃ বলিতেছেন, "প্রাচীন সেই ভুল থাকিলে তাহার সংশোধন বা প্রতিবাদ করিতেন। অতএব তিনি যুবকসম্প্রদায় নিরপেক্ষ এবং শুধু প্রাচীন মুখাপেক্ষী দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং যুবকবৃন্দের উপর এ কটাক্ষপাত তাঁহার পক্ষে শোভন হয় নাই বলিতে হইবে।

আমাদের বাড়ীর কুলজী, বিপিনবাবুর জ্ঞাতার্থ লিখিতেছি, আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ দাশশর্ম্মা মহোদয়ের লিখিত। কিন্তু তাহাতে কোন ভুল থাকিলে সেই-ভ্রান্তিনিরাস প্রয়াস তাঁহার আত্মমর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করে না, তাঁহার স্নেহ ও আমার শ্রদ্ধা তাহাকে টিট্‌ খায় না। স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মর্য্যাদাজ্ঞান ও সত্য সমধর্ম্মী সকলেই উদার।

এই কয়টি কথা বলিয়া আমি বিদায়গ্রহণ করিতেছি।

মাতামহীর জীর্ণ কাঁথার অন্তরালস্থিত কল্পনাবিনোদী 'কিম্বদন্তীর কুহেলি' আবৃত "সত্য" বাহিরের আলোর স্পর্শে ও সংঘাতে এবং বিচারবুদ্ধির নিকষে পরীক্ষিত হইয়া তাঁহার যেকিছু দুষ্ট ও খাঁটি অংশটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠুক; এই ছিল আমার কামনা। আচ্ছাদনের উপরদিকের আবরণটি খুলিয়া যাক্ এবং মহাপঙ্কতায় অনিষ্টকর গোঁড়ামিটুকু পঙ্কে প্রোথিত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।

"কুলজীর বাদ প্রতিবাদ পুনঃ পুনঃ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়াতে [illegible] [illegible] বিরক্তি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। অতএব বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, এই সম্বন্ধে আর বৈদ্য-প্রতিভার পত্রিকায় স্থান দিবেন না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অনাথার পত্র।

শ্রীশৈলেন্দ্রবালা দেবী, C/o Late Ram Kamal Sen.

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার করশর্ম্মা ঠাকুর সমীপেষু।

মান্যবরেষু

আপনি যে শ্রীমান্ অন্নদা বাবাজীকে পত্র দিয়াছেন তাহাতে সমস্ত অবগত হইলাম। আপনার প্রধান শিষ্য শ্রীভোলানাথ এখানে আসিয়াছিলেন। সে আপনাকে বোধ হয় পত্র দিয়াছে। আমিও লিখিতেছি। আমি অনাথা বিধবা আমার কেহ নাই একমাত্র কন্যা আছে বিবাহ যোগ্যা। এইক্ষণ বিনা টাকায় মেয়ে বিবাহ হয় না। আমাদের সমাজের বন্ধন নাই, স্বজাতীয়েরা গরীব দুঃখী দেখেন না। আমার অবস্থার মত অবস্থা কোন দেশে বোধ হয় নাই। এদেশেও নাই। কোন কোন স্বজাতি হইতে সামান্য ভিক্ষা পাই, তাহা দ্বারা কোন মতে কন্যাটী লইয়া বাঁচিয়া থাকি। আপনিও স্বজাতি, দয়াশীল, এইজন্য অনুরোধ করিতেছি আপনি আমাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করুন। আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনা। আপনার শিষ্য মেয়ে দেখিয়া গিয়াছে। মেয়ের নাম শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী। এমন কি ঘর একখানিও ছিল না, ভিক্ষা করিয়া একখানি যোগাড় করিয়াও ১৫৲ টাকার কম ঘরখানি এই পর্য্যন্ত সারাইতে পারিলাম না। সমস্ত অবস্থা মহাশয়কে জানাইলাম। যদি এ দীন দুঃখীর প্রতি দয়া হয়, তবে শীঘ্র পত্রখানার উত্তর দিয়া সুখী করিবেন। সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে লিখিবেন। মহাশয়ের মঙ্গল চাই। মেয়ে সব কাজ ও লিখাপড়া জানে, বয়স ১৫ বৎসর। আমরা বারেন্দ্র শ্রেণীর বৈদ্য।

জাহানাবাদ গয়া হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার করশর্ম্মা ঠাকুর মহাশয় উপরের লিখিত পত্রখানি পাঠাইয়া "বৈদ্যপ্রতিভা"তে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন :—

বৈদ্যব্রাহ্মণসন্তানগণের এই পত্রপাঠে হৃদয় গলিবে না কি? গত কার্ত্তিকমাসের "বৈদ্য হিতৈষিণীর" ২৯০ পৃষ্ঠায় অবগত হইয়াছিলাম যে কৃষ্ণপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় কন্যা লইয়া বিপদগ্রস্ত। আমি তথায় আমার একজন শিষ্যকে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ পায় নাই। তাঁহারা কোন আত্মীয়ের নিকট মাধবপুরে ছিলেন। আমার শিষ্য তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং অনেকগুলি বিবাহযোগ্যা কন্যা দেখিয়া আসিয়াছিল। সকলেই গরীব এবং কন্যা লইয়া বিব্রত। পূর্ব্বে পূর্ব্বদেশের বিক্রমপুর ও ঢাকা জেলার বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের সহিত আমাদের (শ্রীখণ্ড সমাজের বৈদ্যদিগের) আদান প্রদান হইত না, কিছুদিন হইতে বীরভূম ও বাঁকুড়ায় আদান প্রদান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বদেশের বৈদ্যগণ ১ মাস অশৌচ পালন করিতেন এই জন্যই একটু আপত্তি ছিল। এক্ষণে অনেকেই দশাহ অশৌচ পালন করিতেছেন এবং মনে হইতেছে অল্পকাল মধ্যে ভারতের সমগ্র বৈদ্যজাতি দশাহ অশৌচ ও সদাচার পালন করিবেন। অতএব এক্ষণে সমস্ত বৈদ্যই একাচারী ও এক সমাজভুক্ত তাহা হইলে আদানপ্রদানে আর কোন বাধা দেখিতেছি না।

শোক সংবাদ।

চক্রপাণিদত্ত, বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ লিখক, নোয়াখালী জজ আদালতের সুযোগ্য প্রতিভাসম্পন্ন ও সুবক্তা উকিল বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা আর ইহ জগতে নাই। সমগ্র বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি চিরশান্তি নিকেতনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ৮ই ফাল্গুন সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি পৃষ্ঠব্রণে কষ্ট পাইতেছেন। ১০ই ফাল্গুন তারযোগে জানা গেল যে, তিনি ৮ই ফাল্গুন অপরাহ্ন তিনঘটিকার সময় নশ্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ সমবেত হইয়া সকলেই তাঁহার গুণাবলীর আলোচনা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকের বৈদ্যসমাজে হাহাকার পড়িয়া গেল। তিনি যেরূপ ধীর, স্থির, গম্ভীর ও ইতিহাসজ্ঞ ছিলেন তদ্রূপ মধুরভাষী বিনয়ী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার অকাল দেহত্যাগে বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির একটি গৌরব স্তম্ভ ভগ্ন হইল। বঙ্গ সাহিত্যাকাশের একটি নক্ষত্রের পতন হইল। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার বিনয় স্বভাব, অমায়িক ব্যবহার এবং বিবিধ গুণের বিষয় যখন ভাবি, তখন তাঁহার অভাবে বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইল তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিনা। যদিও বসন্তবাবু নশ্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বিবিধ গুণ সমূহের দ্বারা তিনি অমর হইয়া থাকিবেন। বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রথম খণ্ডে তাঁহার নাম সেনগুপ্ত পদবী উল্লেখে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীতে পদার্পণ করেন, তখন চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর এক সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে গুপ্তান্ত "পদবী" ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে গুপ্ত পদবী ত্যাগ করিয়া সেন নামাকরণে প্রকাশ করেন। তৎপর এই অকিঞ্চনের সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার হইতে থাকে। তিনি এতই সুদূরদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন যে ২।৩ খানা পত্র লেখালেখির পরই তিনি সেনশর্ম্মা নাম স্বাক্ষর করিয়া আমাকে পত্র লিখেন। কেবল তাহা নহে গত পূর্ব্ববৎসর বিক্রমপুর-বৈদ্যসম্মিলনীতে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া যান। এই অকিঞ্চন ও তথায় উপস্থিত ছিল। তিনি সাগ্রহে আমাকে তাঁহার অভিভাষণে যে শর্ম্মান্ত নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহা দেখাইলেন। তাঁহার অভিভাষণ এতই মর্ম্মস্পর্শী ও সময়োপযোগী হইয়াছিল যে, উপস্থিত সভ্যগণ উহার পঠন কালে চিত্রার্পিতের ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ অভিভাষণে তিনি বৈদ্যজাতির মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিয়া উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে [illegible] শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব ও পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। [illegible] যখন চট্টগ্রামে উপস্থিত হন, তখন [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] তাঁহার যে [illegible] প্রকাশিত হইবে তাহাতে সেনশর্ম্মা নামোল্লেখ থাকিবে। বঙ্গদেশীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে অচিরাৎ

আজি যাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। দুইবৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গোস্বামী জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই অকিঞ্চনের বাসভবনে পদার্পণ করিয়া কয়েকদিন প্রবাস করতঃ এই সমাজ সেবককে পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি বিদায়ের সময় আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিয়াছিলেন যে, আমি এইক্ষণ শান্তিতে চলিয়া যাইতে পারিব। এই বৃদ্ধবয়সে সুদূর চট্টলে বিশ্বপিতা বোধহয় আমার প্রাণে শান্তি দেওয়ার জন্যই তোমার সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করাইয়াছেন, তুমি জাতীয় গৌরব রত্নাকরে যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ, তাহা আমার আশীর্ব্বাদে সফল হইবে। ভগবানের কি মহিমা জানি না আমাকে আশীর্ব্বাদ করার জন্য যেন তিনি কত কষ্ট সহ্য করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে আমার পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আমার বাসা হইতে ফিরিয়া যাওয়ার মাসেক পরেই তিনি বিশ্বেশ্বরের ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। বসন্তবাবু ও আমাদিগকে এই অসম্পূর্ণ সংস্কারের অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। হায়! একে একে নিভিছে দেউটী। কি বলিয়া যে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিব তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না এইরূপ প্রতিভা সম্পন্ন সুবক্তা ও বৈদ্যজাতির ইতিহাস বেত্তা বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান বঙ্গদেশে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অতি সমুচ্চ ছিল। জাতির কল্যাণার্থ প্রচার করিতে দেশে দেশে যাইবেন বলিয়া আমার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন। নোয়াখালীর দালালবাজারের বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির আশ্বিনমাসের অধিবেশনেই আমার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। আমি করজোরে কাতর কণ্ঠে মঙ্গলময় বিশ্বপিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি অভিষিক্ত হউক।

কলিকাতার স্বনামধন্য কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী, এম্ এ, এল্ এম্, এস মহাশয়ের সৌভাগ্যবতী পুণ্যশীলা সাধ্বীপত্নী বিগত ১৪ই ফাল্গুন ইষ্টদেবের এবং পতিতপাবনী বা গঙ্গার নাম জপ করিতে করিতে পতিপুত্রাদি পরিজনবর্গকে অকূল শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ২ দিন মাত্র পূর্ব্বে কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অসুখের সংবাদ দিয়াছিলেন। কখনও মনে করিতে পারি নাই, তিনি অকালেই শান্তিধামে বিশ্রামার্থ চলিয়া যাইবেন। তৎপরে আনন্দবাজার পত্রিকা পাঠে যখন জানিতে পারিলাম, গণনাথবাবুর পত্নী বিয়োগ হইয়াছে তখন আমি এতই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, মহামহোপাধ্যায়কে একখানি সমবেদনা সূচক তার বা পত্র লিখিতে সাহস করি নাই। কি বলিয়া যে তাঁহার প্রাণে শান্তি দিব তাহা ভাবিয়া পাই নাই। কবিরাজ হরিপদবাবুকে লিখিয়াছিলাম আমার আন্তরিক সমবেদনা মহামহোপাধ্যায়কে জ্ঞাপন করিবেন। তৎপর ২০শে ফাল্গুন তারিখ তাঁহার সুকৃতি পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমার সেনশর্ম্মা বি এ সি, হইতে তাঁহার মাতৃদেবীর [illegible] চিঠিখানা পাইয়া বিষাদের মধ্যেও আনন্দানুভব করিলাম। মনে হইতে লাগিল [illegible] অগ্রগামী বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানদিগকে জাতীয় আচারে উদ্বুদ্ধ করিতে, [illegible] [illegible]

বর্ত্তব্রাহ্মণপণ্ডিতের অভাব হয় না ইহা প্রতিপাদন করিতে যেন স্বেচ্ছায় তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেশবিখ্যাত এবং সমাজবরেণ্য গগনাথবাবুর পত্নীর এবং বসন্তবাবুর আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হওয়াতে সমগ্র বৈদ্যব্রাহ্মণের মধ্যে জাতীয় আচার গ্রহণের এক প্রবল সাড়া আসিয়াছে। বহু বিরুদ্ধবাদীর প্রাণও জাতীয় আচার গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

সমাজের শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায়ের পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণাচারে একাদশাহে সম্পন্ন হওয়াতে সমাজের প্রাণ যে আলোড়িত হইয়া উঠিবে বিচিত্র কি? মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং তৎপুত্র ও পরিজনবর্গের প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

বিগত ১১ই ফাল্গুন সোমবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় চট্টগ্রামের খ্যাত নামা পরলোকগত জমিদার রায়বাহাদুর ৺প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র রায়বাহাদুর ৺বিনোদলাল রায় মহাশয় স্ত্রী, ভ্রাতা ও পরিজনবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নশ্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় উদারচেতা গুণগ্রাহী সর্ব্বজনপ্রিয় প্রজাবৎসল বৈদ্য-জমিদার ছিলেন। চট্টগ্রামে তাঁহার ন্যায় বৈদ্য-জমিদার দ্বিতীয় নাই। তিনি বহুবৎসর যাবৎ প্রথম শ্রেণীর অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বিচারাসনে বসিয়া ন্যায়তঃ নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বদা বিচার করিতেন। সরকারবাহাদুর তাঁহার বিচারকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে স্বয়ং তাঁহার প্রজাদের আবেদন গ্রহণ করিয়া ন্যায় বিচার করিতেন। প্রজারাও নিজ জমিদার দ্বারা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করাইয়া বহু ব্যয়সাধ্য সরকারের কোর্টকাছারি হইতে রক্ষা পাইত। এইরূপে তাঁহার প্রজারা রামরাজত্ব উপভোগ করিতেছিল। সমগ্র চট্টগ্রামবাসী তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমি করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার আত্মার সদ্গতি হউক্ তাঁহার পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি অভিষিক্ত হউক্।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মথনাথ সেনশর্ম্মা, শালিখা হাওড়া।

পরম কারুণিক মঙ্গলময়ের সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া আজ অভ্রান্তভাবাপন্ন বৈদ্যেরা তাঁহাদিগের শতাব্দী বৎসরের কুসংস্কার পরিহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী

হইয়া বৈশ্য ও শূদ্রাচারে রত আছেন, তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য, বর্ত্তমানে কতিপয় মহাপুরুষ স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক, ভগবানের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা।

বর্ত্তমানে আমরা সকলেই ক্রিয়াহীন হইয়া শক্তিলোপ করিয়া বসিয়াছি; সেই লুপ্ত শক্তিকে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশ্যক। কি ভাবে কার্য্য করিলে সেই লুপ্ত শক্তিকে পুনরায় লাভ করিতে পারা যাইবে তাহার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। নচেৎ কেবল দশাহ অশৌচ পালন ও শর্ম্মা শব্দ ব্যবহার করিয়া কোন ফলোদয় হইবে না। কেবল মাত্র আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও বৈদ্যাখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে পারা যাইবে না। যেদিন হইতে পুণ্যচেতা বৈদ্যেরা স্মৃতি, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আয়ুর্ব্বেদকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে তাঁহারা তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্যশক্তি লোপ করিয়া বৈশ্য ও শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন যখন তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তখন বেদ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করতঃ প্রকৃত বৈদ্যব্রাহ্মণের পরিচয় দিতে হইবে। নচেৎ মুখে ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিলে কোন ফল লাভ হইবে না।

এখন সমস্ত সমাজের অনেকেই শর্ম্মান্ত নামোল্লেখ করিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহা বৈদ্যপ্রতিভা ও বৈদ্যহিতৈষিণী পাঠে অবগত হইতে পারিতেছি। কিন্তু একটী বিষয়ের অভাব আমি বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি যে, সর্ব্বত্রই রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহায়তায় আমরা আমাদের কার্য্য করিয়া যাইতেছি। আমাদের স্ব-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বারায় কোথাও কোন কার্য্য করাইতেছি না। আমাদের এখন হইতে স্থলে স্থলে বৈদ্যব্রাহ্মণ দ্বারায় শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইবে। সমস্ত বিষয়ই যদি উঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ব্রাহ্মণত্বে ধিক্! বলিতে পারেন যাজনিক ক্রিয়া পূণ্যপ্রদ চিকিৎসাবৃত্তি অপেক্ষা অতি অপকৃষ্ট কর্ম্ম এবং বৈদ্যেরা উক্ত যাজনিক ক্রিয়াকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বৈদ্যেরা এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াইত আজ অধোগমনে গিয়াছে। এই অহঙ্কারিতাই তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে প্রেরণা করিয়াছে। তাই বলিতেছি যদি জাতির উন্নতি কামনা কাহারো মনে তিল মাত্র উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ বৈদ্যব্রাহ্মণকে পৌরহিত্যপদে বরণ করুন। নচেৎ কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না। যেরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব তাহাও সেই রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে, নচেৎ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফললাভ হইবে না। স্থলে স্থলে এই ভাব ত্যাগ করিয়া বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে। যজনব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে বৈদ্যব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া যদি আত্মতৃপ্তি না হয়, তাহা হইলে এরূপ ব্রাহ্মণের কি প্রয়োজন? সাম্বৎসরিক বা মাসিকশ্রাদ্ধে শিবচতুর্দ্দশীব্রত ও অন্যান্য ব্রত উপলক্ষে যাহা ভোজন করিয়া

যা যাহার যাহা ক্ষমতা তদনুযায়ী বৈদ্যব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে; ইহাতে যজনব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে চলিবে না। এইরূপ ভাবে ক্রমশঃ উঠিতে হইবে।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ও বুঝিতে দেখিতে পাইতেছি যে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে সেই সমাজের প্রধান যে দেবতা তাহাকে করতলগত করিতে হইবে, তবেই প্রাধান্য লাভ করিতে পারা যাইবে। আজ রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এমন কি উৎকলীয় ব্রাহ্মণগণ এই বঙ্গদেশে আসিয়া কেন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে? তাহার একমাত্র কারণ যে তাহারা সমাজের প্রধান দেবতা শালগ্রামশিলাকে হস্তগত করিয়া রাখিয়াছে। হয়তঃ কালে ঐ জিনিষটি যাঁহার কাছে থাকিবে তিনিই প্রাধান্য লাভ করিবেন। বৈদ্যদিগের প্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা স্থলে স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, ও তাহার পূজাদির জন্য রাঢ়ী ও বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ নিয়োজিত আছেন; কিন্তু যাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা তাঁহারা ঐ দেবতাটিকে স্পর্শ করিতে সাহস করেন না। পাছে তিনি বা তাঁহার সমস্ত বংশটি ভস্মীভূত হইয়া যায় বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাই তাঁহারা যাজনিকব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। এমন অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন শর্ম্মা উপাধিধারী বৈদ্যব্রাহ্মণও শালগ্রামের পূজা করিতে ভয় পাইয়া থাকেন। বৈশ্য ও শূদ্রাচারী বৈদ্যের কথা স্বতন্ত্র তাঁহারা নারায়ণের দরজায় পা দিতেই সাহসী হন না। আর যাহাদের ধমনীতে যবন রক্ত প্রবাহিত হইতেছে সেইরূপ যজনব্রাহ্মণ শালগ্রামশিলার পূজা ও তাহাদের পত্নীর রন্ধনাদি যাবতীয় দ্রব্য নারায়ণকে নিবেদন করিয়া অম্লানবদনে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একটিও ভস্মীভূত হয় নাই বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয় নাই। তাই বলিতেছি বৈদ্যব্রাহ্মণগণ আমাদের সমাজের মধ্যে এরূপ ভাবে ক্রিয়া প্রচলিত না করিলে কিছুতেই আমাদের মঙ্গল হইবে না।

সভাসমিতিতে চা প্রভৃতি পান করিয়া ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিতে পারা যায় না। এ সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় প্রায় সর্ব্বত্রই সভা সমিতি হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রচার কার্য্য করিতেছেন অর্থাৎ অপরকে শাস্ত্রদ্বারা সমস্ত বুঝাইয়া দিতেছেন, তাঁহাদের কি চা পান করা উচিত? তাঁহাদিগকে ধর্ম্মে থাকিয়ে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। তবেত তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অপর বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার পালন করিতে শিক্ষা করিবেন। যিনি প্রচারকার্য্য বা উপদেশ দান করিবেন, তাঁহাকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। হউন তিনি জমিদার, হউন তিনি কবিরাজ, আর হউন তিনি উকীল বা মোক্তার সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবেই তাঁহাদের আদর্শে অন্যান্য সকলে অনুপ্রাণিত হইয়া যে। উপদেশ দিলাম তোমাদের উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে; শর্ম্মা সহযোগে নাম ও কার্য্য করিতে হইবে এবং সন্ধ্যা বন্দনাদিও করিতে হইবে। ইহা কতকটা বহুদিন ও কতকটা দায়ে পড়িয়া করিবে, যেমন রোগের দায়ে তিক্ত ঔষধ সেবন করিতে হয়। বৈদ্যের প্রতিপালিত থাকিব এই জানে একটা কেহই ভাবিবে না। কাজেই কোনরূপ

ভাল হইবে না অকালে তাহা পুনঃ তমসাবৃত হইয়া যাইবে।

বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কন্যাদায়েরও প্রতিকার হইবে না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছে? যেখানে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সেখানে কন্যাদায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। আর যেখানে নামে মাত্র ব্রাহ্মণ ও বিলাসিতার পরিপূর্ণ সেইখানেই বরপণরূপী ভীষণরাক্ষস মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। আমাদের বাবুরদল কুললক্ষ্মীদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষানুযায়ী জুতা, মোজা, সেমিজ, বডি পরাইয়া বিবি সাজাইয়া বিলাসিতার নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, কাজেই তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে। আমাদের ঘরে ঘরে তোয়ালে, গামছা, বাঁশের টুকরী প্রভৃতি তৈয়ারী হইত, বর্ত্তমানে তৎপরিবর্ত্তে নাটক নভেল ও বাইবেল পড়িয়া সময় ব্যয় করি এবং কুল-লক্ষ্মীগণকেও পড়াইতেছি। গ্রন্থি দেওয়া পৈতা যদি বাজারে পাওয়া যায় তাহা হইলে খুবই ভাল হয়। আমরা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছি। কিন্তু পৈতা প্রস্তুত করা সুতা কাটা ও পৈতার গ্রন্থি দেওয়া পর্যন্ত শিক্ষা করিতেছে না। তাই বলিতেছি অন্ততঃপক্ষে মা লক্ষ্মীদিগকে আগে সুতা কাটিয়া পৈতা প্রস্তুত করাইতে শিক্ষা দিন তাহার পর ক্রমে সমস্তই হইবে।

আমাদের মধ্যে শতকরা একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণাচারী হইলে চলিবে না। শতকরা অন্ততঃপক্ষে ৬০ জনকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, তাহা হইলে বাকী ৪০ জনকে ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে। একজন কখনও ৯৯ জনের উচ্ছৃঙ্খল শক্তিকে স্থির রাখিতে পারে না। প্রায় প্রত্যেক গৃহে শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য এবং সকলকেই উহা স্পর্শ করাইয়া জুজুর ভয় ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমানে যাঁহারা বৈদ্যাচারী আছেন, তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন তিনি অর্দ্ধঘণ্টা কাল প্রত্যহ সাবিত্রী মন্ত্র জপ করুন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে আপনার শরীরে কি পরিমাণ ব্রাহ্মণ্যশক্তি লাভ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ আনন্দের উদয় হইয়াছে। তাহাতে আপনার উন্নত মস্তক আর কখনও অনাচারী যজনব্রাহ্মণ পদে নত হইয়া পড়িবে না।

দুইটী কথা।

শ্রীসুখরঞ্জন সেনশর্ম্মা, ইদিলপুর বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজ। পোঃ সাহসপুর, জিলা (বরিশাল)।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, অদ্য "বৈদ্যপ্রতিভার" মারফতে আপনার দরবারে দু'টী কথা নিবেদন করিতেছি; আশা করি, আমার এই আর্জি সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করিয়া অনুগৃহীত ও বাধিত করিবেন।

সরকারী লোক গণনার বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, বঙ্গদেশে বৈদ্য-ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। অন্যান্য বর্ণের তুলনায় যদি আমাদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। এতকাল আমরা এক প্রকার উদ্দেশ্যহীন ভাবে জাতীয়তার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া স্ব স্ব উদরপূরণের

এক প্রকার স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছিলাম। এস্থলে কেহ যেন মনে করিয়া না বসেন যে; আমি আবহমান কালের কথা বলিতেছি—পূর্ব্বে আমরা যাহা ছিলাম—আমাদের জাতীয় জীবন ধারা যেরূপ প্রচলিত ছিল, সে পথ,—সেই জীবন ধারা জাতীয়ভাব পূর্ণ পরিপোষকই ছিল; কিন্তু আজ প্রায় শতাব্দীকাল অতীত হইতে চলিল আমরা পথভ্রষ্ট—অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি;—আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া অনেকেই অনেক ভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ সংরক্ষণ জন্য যথাসাধ্য যত্ন, চেষ্টা ও উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

বহু পূর্ব্বের কথা আমি অবগত নহি। তবে পরলোকগত বেদাচার্য্য পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ই বোধ হয়, এবিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে "জাতিতত্ত্ববারিধি" নামক গ্রন্থের প্রচার দ্বারা আমাদিগকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থ লিখিয়াও বিদ্যারত্ন মহাশয় দেখিলেন যে, আরও কিছু করা আবশ্যক,—গ্রন্থ সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার প্রচার কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই তিনি জীবন সন্ধ্যায় দারিদ্র্য দুঃখের ঘোর দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াও স্বজাতীয় উন্নতি কামনায় "মন্দারমালা" নিজ সম্পাদকতায় প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, অবশ্যই তাঁহার এই সদনুষ্ঠানে স্বজাতি মাত্রেরই সাহায্যে এবং সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবেন না। কিন্তু তাহার পরিণাম যে কি হইল,—কেন "মন্দারমালা" অকালে তাঁহার মৃত্যুর অপেক্ষা না রাখিয়া—প্রচার বন্ধ হইয়া গেল, তাহা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন।—অর্থাভাবই তাহার একমাত্র কারণ। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বিদ্যারত্ন মহাশয় পরবর্ত্তী বেলায় কি আহার করিবেন তাহার সংস্থান নাই—অথচ পত্রিকামুদ্রণ কার্য্য ও গ্রাহক অনুগ্রাহকদের নিকট পত্রিকা প্রেরণে কোন প্রকার বাধা হয় নাই। নিজে না খাইয়া পত্রিকা প্রচারের জন্য অর্থব্যয় করিতে তিনি বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এমন ভাবে আর কতদিন কাজ চলিতে পারে।—পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেল। স্বজাতীয় পত্রিকা আরও ২।৪ খানি বাহির না হইয়াছিল, এমন নহে;— আজ তার একখানারও অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রতি যে কতটা আগ্রহ তাহা এতদ্বারা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হইতেছে না কি?

সম্পাদক মহাশয়, আজ দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, আমাদের জাতীয় জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করণোদ্দেশ্যে আপনি "বৈদ্যপ্রতিভা" প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আবার কলিকাতা হইতেও "বৈদ্য হিতৈষিণী" নামে একখানা জাতীয়পত্রিকা ১৩৩১ বৈদ্যাব্দের (সালের) পৌষমাস হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য একহিসাবে জাতীয়পত্রিকার সংখ্যা যত বেশী হইবে, ততই বুঝা যাইবে যে, আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রসার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ... জাতীয় জীবনগঠনে বহুপরিকর হইতেছে। কিন্তু আবার ইহাও দেখা আবশ্যক যে, এই যে ... প্রকাশিত হইতেছে, উহার মূল্য কতটুকু আছে। পত্রিকাগুলি বাহির ... করিতে পারিবে কিনা? আমাদের ... কি ... জাতীয়পত্রিকার ...

হইতে পারে? এমন লোক সংখ্যায় আমাদের মধ্যে কত আছে? কতজন গ্রাহক হইলে এক একটা পত্রিকা প্রকাশ কার্য্যে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না?

আমরা সংখ্যায় মাত্র প্রায় একলক্ষ। এই লক্ষের মধ্যে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষ নিয়া ঐ লক্ষের সমষ্টি। আবার ঐ লক্ষ জনের লক্ষ পরিবার নহে;—বোধ হয় ৮।১০ হাজার হইবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য এই ৮।১০ হাজার পরিবারের অর্দ্ধেক পরিবারই যদি নিয়মিত মত কোন পত্রিকার গ্রাহক হন, তবে বোধ হয় একটা জাতীয়পত্রিকা বেশ ভাল ভাবেই পরিচালিত হইতে পারে;—পত্রিকা পরিচালকদের কোন প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের যেরূপ অবস্থা (অন্ততঃপক্ষে অর্থের দিক দিয়া) তাহাতে দুইখানা জাতীয় পত্রিকার গ্রাহক হইয়া বাৎসরিক ৪।০ টাকা ব্যয় করা আমাদের অনেকেরই পক্ষে অসম্ভব বলিয়া আমি মনে করিতেছি। কারণ, আজকাল জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করাই নিতান্ত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। শস্যের মূল্য ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় প্রায় ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সংসার পূর্ব্বে ২০০৲।২৫০৲ টাকায় সুখে স্বচ্ছন্দে চলিত, আজি সে সংসার ব্যয় ১০০০৲।১২০০৲ টাকায় সঙ্কুলান হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। আবার ইহার উপর প্রতি ঘরে ঘরে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ অপেক্ষা ভীষণ কন্যাদায় অথবা মেয়ের পিতামাতার সদ্যমস্তক চর্ব্বণকারী যুবকদের শুভাগমনোপলক্ষে অধিকাংশেরই জীবন সঙ্কটাপন্ন। এমত অবস্থায়—এই ভীষণ জীবন সংগ্রামের ভিতর বাস করিয়া স্ব স্ব জাতির সমাজের সুখ দুঃখের সংবাদ অবগত হইবার আকাঙ্ক্ষা কয় জনার মনে জাগিয়া উঠিতে পারে, আর উঠিলেইবা কয়জনে তাহা ইচ্ছা সত্বেও কার্য্যে পরিণত করিতে পাবেন তাহাসমস্তার বিষয় নহে কি?

এতএব আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনারা বাঙ্গলার মধ্য ও পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে দুই মহারথী আমাদের হিতার্থে জীবনপণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনাদের জ্ঞানোপদেশের হিসাবে অবশ্য ৪।৫৲ টাকা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। সে হিসাব নিকাশ করিতে যাওয়াও আমাদের মূর্খতা বই আর কিছু নয়। তবুও আমাদিগকে বলিতে হয় যে, আমাদের পক্ষে কিন্তু এই কয়টী মুদ্রা ব্যয় করাও নিতান্ত কষ্টসাধ্য। এমত অবস্থায়, হয়, আপনারা পত্রিকার প্রচারার্থে এক একটা স্থায়ী তহবিল রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পত্রিকার মূল্য হ্রাস করুন, অথবা যদি সম্ভব হয় তবে, কলিকাতা ও চট্টগ্রামের মিলন সঙ্ঘটন করিয়া একখানা পত্রিকার সাহায্যে আমাদিগকে আমাদের কর্ত্তব্য পথে পরিচালন পক্ষে সহায় হউন।

এসম্বন্ধে আমার আর্জ্জি আপনাদের সমক্ষে পেশ করিয়াই আমি থামিলাম, আপনারা সমাজের শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞবুধগণ; আপনাদের রায় শুনিবার অপেক্ষায় রহিলাম।

আমি বর্ত্তমান বর্ষের "বৈদ্যপ্রতিভার" প্রথম সংখ্যায় 'প্রতিবাদ' প্রবন্ধে বরিশাল সিদ্ধকাটিতে দত্ত উপাধির বৈদ্য আছেন বলিয়া লিখিয়াছিলাম কিন্তু মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ মহোদয় উপর্য্যুক্ত উক্তি ভুল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি

নাকি এসম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করিয়া আমার ভ্রম নিরসনে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কিভাবে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন জানি না,—আমি কিন্তু জানি আজ প্রায় ১৫।২০ বৎসর অতীত হইল একঘর দত্ত যে কোন কারণেই হউক (কারণ অপ্রকাশ্য) বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া এই সিদ্ধকাঠীতে নিয়মিত বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থানের সহিত বর্ত্তমানে কোন প্রকার সংস্রব আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এইরূপ জানিয়াই আমি সিদ্ধকাঠীতে দত্ত বৈদ্যের স্থিতি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।

দ্বিতীয়তঃ আমি লিখিয়াছিলাম যে, হেমবাবুর লিখিত বৈদ্য গ্রামগুলির মধ্যে কোন প্রকার গ্রামে বৈদ্য নাই (কোন কালে ছিল না, তাহা নহে—বর্ত্তমান সময়ে নাই; ইহাই আমার লেখার উদ্দেশ্য।) এবং কোন কোন গ্রামে তাঁহার লিখিত বংশ নাই। —কুলগ্রন্থের সময়ে হয়তঃ সেই সমস্ত গ্রামে বৈদ্য এবং সেই সেই বংশ বর্ত্তমান ছিল। কুলগ্রন্থ ভুল লিখিয়া গিয়াছেন কিম্বা হেমবাবু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এমন কথা আমি বলিতে পারি না—যেহেতু কুলগ্রন্থের সহিত আমার অতি অল্পই পরিচয় আছে এবং হেমবাবুর ন্যায় পাণ্ডিত্য এবং অধ্যবসায়ের দাবী করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। তবে আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের সম্পর্ক অনেক স্থলেই লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে বৈদ্য ছিল—তার চিহ্ন বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। যে কারণেই হউক বংশ লোপ হইয়াছে বা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা অতীতের সাক্ষী কুলগ্রন্থের আশ্রয় নিয়া লিখি নাই; বর্ত্তমানকেই —চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকেই আমার প্রধান সত্য মনে করিয়া লিখিয়াছি। আমার পাণ্ডিত্যের দৌড় ঐ পর্য্যন্তই। আমি এক প্রকার জ্ঞানহীন মূর্খ শ্রেণীর জীব বিশেষ, আমার ন্যায় লেখকের প্রবন্ধ আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রিকায় স্থান দান করাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তাহাতে আবার আমার লেখার প্রতি হেমবাবুর ন্যায় সুধী সজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তাহা এই অক্ষম লেখনী মুখে প্রকাশ হওয়া একান্তই অসম্ভব! অতএব, আমি সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় ও অধ্যাপক হেমবাবুর নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, যদি এই প্রবন্ধ মধ্যে আমার অসাবধান হস্তের লেখনী মুখে কোন প্রকার অসন্তুষ্ট জনক অভদ্রোচিত বাক্য বিন্যস্ত হইয়া থাকে, তবে আপনারা স্ব স্ব ঔদার্য্য গুণে অধমকে ক্ষমাই মনে করিয়া বাধিত করিবেন।

দুটী কথা সম্বন্ধে সম্পাদকের অভিমত।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণদিগের অমনোযোগিতায় ও অদূরদর্শিতায় "সন্ধ্যারাধ্যা" "ধন্বন্তরি" প্রভৃতি জাতীয় পত্রিকাগুলি স্থায়ী হইতে পারে নাই যে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। জাতীয়পত্রিকা প্রচার বন্ধ হইয়া যাওয়াতে সংস্কার কার্য্য কতদূর পিছাইয়া গিয়াছিল, জাতীয় আচার গ্রহণের উদ্দীপনা কিরূপে জলবুদ্‌বুদের মত বিলীন হইয়াছিল, ব্রাত্যবৈদ্যব্রাহ্মণদের উপবীত গ্রহণের কিরূপ প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছিল, তাহা বঙ্গীয়বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন; বেদাচার্য্য স্বর্গীয় ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় জাতীয়-গৌরব রক্ষার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই জাতীয়জাগরণের যুগে বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ জাতীয়গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। যদি স্বজাতির অবমাননার জন্য বিদ্যারত্নের প্রাণ কাঁদিয়া না উঠিত, তাহা হইলে বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির স্থান কোথায় হইত; তাহা পারিপার্শ্বিক জাতির জাতীয়জীবন গঠনের অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিলে সহজে অবগত হওয়া যায়। আদিশূর, বল্লাল, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি বৈদ্য-মহারাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যে সব জালদলিল, জাল-তাম্রশাসন, জালপ্রস্তরফলকের সৃষ্টি হইয়াছিল, বিদ্যারত্ন লিখনী ধারণ না করিলে, তাহা বেদমন্ত্ররূপে সমাজে গৃহীত হইত এবং বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির স্থান বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে তৃতীয় বা চতুর্থ হইত। ক্রূরমতি কতিপয় তথাকথিত যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা যে ভাবে বৈদ্য-ব্রাহ্মণজাতিকে সূতমাগধাদির ন্যায় অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে জালবচন প্রক্ষিপ্ত করিয়া হিন্দুর পবিত্র ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে, জাতীয়পত্রিকার অভ্যুত্থান না হইলে কে তাহার অসত্যতা প্রতিপাদন করিত? শিক্ষায়, জ্ঞানে পারিপার্শ্বিকজাতি, বৈদ্যব্রাহ্মণজাতি হইতে সংখ্যার অনুপাতে হীন হইলেও তাহাদের স্ব স্ব জাতির মধ্যে একাধিক জাতীয়পত্রিকা বহুকাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ই গ্রন্থ সঙ্কলনের দ্বারা জাতীয়শক্তির বিকাশ হইবেনা মনে করিয়া জাতীয়পত্রিকা প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। জাতীয়পত্রিকা প্রচার করিতে যাইয়া তিনি যে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধ লেখকমহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন মনীষী যদি ইউরোপে জন্ম পরিগ্রহ করিত, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভার বিকাশে সমস্ত বিশ্ব আলোকিত হইত। তাঁহার জ্ঞান গবেষণা কত সমৃদ্ধ, কত সুদূরস্পর্শী ছিল, তাহা শিক্ষাদীপ্ত মনীষিগণ নিশ্চয়ই অনুভব করিতেছেন। তাঁহার সম্পাদিত জাতীয়পত্রিকার মূল্য কেহ বুঝিয়াছিলেন? তখন যেমন বুঝেন নাই, বস্তুতঃ এইক্ষণও জাতীয়পত্রিকা বাঁচাইয়া রাখিবার আবশ্যকতা বুঝিবেন না। যাঁহারা জাতীয়পত্রিকা প্রকাশের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও হয়তঃ কেহ প্রভাবের নিষ্পেষণে বিদ্যারত্নের ন্যায় প্রতিভা, বক্ষ করিতে যে বাধ্য হইতে পারেন, তাহা কি অস্বীকার করা যায়?

প্রবন্ধলেখকমহাশয় যে হেতুবাদে জাতীয়পত্রিকাদ্বয়কে একত্রা করার জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একমত হইতে পারিলাম না। তিনি আদমসুমারীর হিসাব নিকাশ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, বাৎসরিক ৪।০ টাকা ব্যয় করিয়া দুইটী পত্রিকা গ্রহণ করিতে পারেন যত বৈদ্যব্রাহ্মণের সংখ্যা ৩।৪ সহস্রের অধিক হইবেনা। ইহাতে যে পত্রিকাদ্বয় প্রকাশিত হইতে কোনরূপ বাধা হইতে পারে বোধ হয় না। যে হেতু পত্রিকাদ্বয়ের জীবন রক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখিতে এক সহস্রের অধিক গ্রাহকের আবশ্যক করে না। জাতীয় পত্রিকা প্রচার ব্যবসায় জন্য নহে, ইহাতে ব্যবসায়িকাবুদ্ধি জন্মিতে পারেনা। ইহাদ্বারা অর্থসম্পদ বর্দ্ধিত হউক এইরূপ কামনা নিয়া কেহই জাতীয়পত্রিকা প্রচারকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করে না। জাতির অভাব অভিযোগ আচার অনাচার সম্বন্ধে আলোচনা করার এবং পরিপার্শ্বিকজাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যই জাতীয়পত্রিকার প্রাদুর্ভাব হয়। মঙ্গলময়ের অপার করুণায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সাধিত হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ নহে, আসাম, বেহার, উড়িষ্যা, এমন কি বিরাট, গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত এই পত্রিকা সাদরে গৃহীত হইয়াছে এবং বৈশ্যশূদ্রাচার অশাস্ত্রীয় জানিয়া ব্রাহ্মণাচার গ্রহণের প্রবল সাড়া সর্ব্বত্র পড়িয়াছে। পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র দুইবৎসর। এই দুই বৎসরের মধ্যে ১৩৩১ বৈদ্যাব্দে চট্টলবাসী ও প্রবাসী প্রায় দ্বিশতাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বহু আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছিল, বহু দৈব পৈত্রকর্ম্ম ও বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ১৩৩২ বৈদ্যাব্দে অকাল ছিল বিধায় অনেকেই কালের প্রতিক্ষায় উপবীত গ্রহণ করেন নাই। তথাপি চট্টগ্রামে ৬০, ঢাকায় ৫০ ময়মনসিংহে ২ ফরিদপুরে ২৬, বরিশালে ৫, নোয়াখালী ৩১ জন বৈদ্যব্রাহ্মণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। সমগ্র রাঢ়ীয় এবং বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজে ৫০শের অধিক আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। শর্ম্মান্তনামোল্লেখে বিবাহ দৈব পৈত্র কর্ম্ম শত শত হইয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ নিষ্প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় গেজেটে সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা নামোল্লেখে পরীক্ষার্থীদের নাম প্রকাশিত হইতেছে, এই সমুদয় কি জাতীয়পত্রিকা প্রচারের ফল নহে? ইহাতে পত্রিকার মূল্য কতটুকু জানা কি যায় না? বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্ত চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত জাতীয়পত্রিকা "বৈদ্য-প্রতিভার" গ্রাহক বিনা বিজ্ঞাপনে বিনা গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টায় ৮৫০ জন গ্রাহক হওয়াতে কি বুঝা যায় না বৈদ্য ব্রাহ্মণদের প্রাণে স্পন্দন আসিয়াছে! জাতীয়জীবন গঠনের আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে? কলিকাতায় যে বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা, বিক্রমপুর অম্বষ্ঠ সম্মিলনীর নাম পরিবর্ত্তন, বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকার আবির্ভাব, প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের জাতীয়পত্রিকা বাচাইবার জন্য আশীর্ব্বাদ এই সমুদয় কি জাতীয়পত্রিকা প্রচারের ফল নহে? তিনবৎসর হইতে "বৈদ্য-প্রতিভা" যে পাক্ষিকের স্থানে মাসিক হইয়া চলিবে এইরূপ আশা নিয়া বৈদ্যপ্রতিভা প্রকাশিত

হইতে পারে নাই। গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের মহানুভবতার ও কাতরতায় অসম্ভব ও সম্ভব হইয়াছে। রাঢ়ীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণদের মধ্যে "বৈদ্যপ্রতিভা" কিভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহা পত্রিকা পাঠেই জানা যায়। রাঢ়ীয়-বৈদ্য ব্রাহ্মণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মাশাস্ত্রী এম্, এ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাশশর্ম্মা স্মৃতিকণ্ঠ, স্বধর্মনিষ্ঠ মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়েরাই দুই শতাধিক গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ জাতীয়পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা যে ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহার দশভাগের একভাগ যদি বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণগণ অনুভব করিতেন, তাহা হইলে দুটী কেন ততোধিক জাতীয়পত্রিকা প্রকাশিত হইতে পারিত। এক বরিশাল জেলায় প্রায় ত্রয়োদশ সহস্র বৈদ্যের বাস, একখানি জাতীয়পত্রিকা একা বরিশাল জেলাবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণগণ বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন। পক্ষান্তরে যে ভাবে বৈদ্যপ্রতিভার গ্রাহক বৃদ্ধি হইতেছে, যে ভাবে 'বৈদ্যপ্রতিভা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সহানুভূতি সূচক পত্র হস্তগত হইতেছে, তদবস্থায় বৈদ্যপ্রতিভার জীবন সহসা বিনষ্ট হইবে বুঝা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যব্রাহ্মণগণ উপবীতী, তথায় যে বৈশ্যাচার ছিল, তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিতেছেন এবং ইহার মধ্যে শত করা ৭৫ জনে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের শতকরা ৯০জন বৈদ্যব্রাহ্মণ অনুপবীতী। বহুপুরুষপরা অনুপবীতী বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৮০ জনের কম নহে। তদবস্থায় বৈদ্যপ্রতিভার প্রচার বন্ধ হইলে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের প্রাণে যে জাতীয়তার ভাব জাগিয়াছে, তাহা অঘোরনিদ্রায় পুনঃ অভিভূত হইবেনাক? "বৈদ্য প্রতিভা" বৈদ্য ব্রাহ্মণদিগকে বৈশ্যশূদ্রাচারের অশাস্ত্রীয় বাণী শুনাইতে, ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিধান দর্শাইতে, বহুপুরুষপরা অনুপবীতী বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ পুনঃ উপবীত গ্রহণ করিয়া জাতীয় আচার গ্রহণ করিতে যে পারেন, তাহা প্রতিপাদন করিতে, কুমতিগণের কুযুক্তি উৎখাত করিতে, অসহযোগিগণকে সহযোগী করাইতে, বিভিন্ন সমাজের বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে একীকরণ ও একতা স্থাপনের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিতেই এই জাতীয়পত্রিকার আবির্ভাব। বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছা করিলেই জাতীয়পত্রিকাদ্বয় বাঁচাইতে পারেন। পারিপার্শ্বিক অপরাপর জাতির তুলনায় বৈদ্যব্রাহ্মণজাতি নিতান্ত মুষ্টিমেয় হইলেও শিক্ষায়, জ্ঞানে, প্রতিষ্ঠায় সমাজের শীর্ষদেশেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। শিক্ষিত জনগণই সংবাদ পত্রিকার প্রাণ। শিক্ষিত লোকেরাই বার্ষিক ৬৷১২৷১৮ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া অপরাপর জাতির পত্রিকার গ্রাহক হইয়া থাকেন, হয়তঃ তাঁহারা বলিতে পারেন, সেই সব পত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ থাকে, গল্প থাকে, মনোমুগ্ধকর ছবি থাকে, জাতীয়পত্রিকায় কেবল একঘেঁয়ে জাতীয় কেচকেচানী তাহা পাঠ করিয়া কে বহুমূল্য সময় নষ্ট করিবে? কিন্তু এই বিশ্বে এমন কোন সভ্য জাতি নাই, যাঁহারা নিজের জাতির বা জাতীয় তত্ত্বের খবর রাখেন না। জ্ঞানালোচনের যুগে এই ... কয়জন বৈদ্যব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা কোনবর্ণের ...

কিরূপ হওয়া সঙ্গত। নিজ দেশের নিজ জাতীয় সংবাদ জ্ঞাত না হইয়া পর দেশের পর জাতির সংবাদ সংগ্রহের প্রবল ইচ্ছা একমাত্র আচারভ্রষ্ট বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির পক্ষে সম্ভব। হয়তঃ কিছুকাল পরে নিজ নিজ বংশের বা পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ নামও জানিবে না। এবং জানিবার চেষ্টাও করিবে না। এইক্ষণও বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা নিজ বংশের ইতিবৃত্তের তত্ত্ব রাখেন না। প্রতীচ্য জ্ঞান গবেষণার জন্য মাসিক কি পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছেন, এইক্ষণ অপরাপর সংবাদপত্র পাঠের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় করেন, তাহার তুলনায় জাতীয়পত্রিকার মূল্য কতটুকু তাহা "সুনীতিবিভাবক" যদি এই জাতীয়পত্রিকা প্রচারের কালে একজন অনুপবীতী বৈদ্য ব্রাহ্মণাচারে উপবীত হন, বৈশ্যাচারীবৈদ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই মনে করিতে হইবে, পত্রিকার নির্দ্দিষ্টমূল্য হইতে তাহার মূল্য বহুগুণে অধিক এবং পত্রিকাপ্রচারও মনে করিবে তাহার জীবন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

যে স্থানে শরীরের অনিষ্টকারী ও জাতীয়সম্পদ বিনষ্টকারী চা, রুটি, বিস্কিট, চুরুট, বিড়ি সিগারেটের ব্যয় মাসিক ৮।১০ টাকা হয়, যে স্থলে লেমনেট, সোডা ও পান খানাকের ব্যয় মাসিক ৭।৮ টাকা হয় সেই স্থলে মাসিক তিন আনা বা ছয় আনা ব্যয়ে একটী বা দুইটী জাতীয় পত্রিকার প্রাণ রক্ষা করার সামর্থ্য নাই এইরূপ উক্তি সমাজের পক্ষে কতদূর সম্মানের তাহা চিন্তাশীল মনীষিগণ চিন্তা করিবেন। দৈনিক অর্দ্ধপয়সা বা একটী পয়সা অপব্যয় স্বরূপে হইলেও জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে পারেন না এমন দুঃস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে কতজন আছেন জানি না। বিলাসসামগ্রীর বা রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্যের মধ্য হইতে দৈনিক অর্দ্ধ পয়সা বা এক পয়সা উদ্বৃত্ত করিয়া কি এই জাতীয়পত্রিকাকে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। যাঁহাদের প্রাণ আছে, জাতীয় মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিবার আগ্রহ আছে, জাতীয় আচার গ্রহণ করার বাসনা আছে, জাতীয়শক্তিকে সুদৃঢ় করার ইচ্ছা আছে, জাতীয়জীবন গঠন করিয়া এক মহাজাতি প্রতিষ্ঠা করার কামনা আছে, পারিপার্শ্বিকজাতির আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা আছে, অনাচার হইতে রক্ষা করিয়া সূর্য্যের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ও জ্যোতিষ্মান্ করিবার স্পৃহা আছে, ক্রূরমতি যজনব্রাহ্মণদিগের কবল হইতে রক্ষা করার বাঞ্ছা আছে, বৈদ্য,--বৈদ্য যে এক নহে, বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে বিশ্বপূজ্য পূজার্হজাতি তাহা অবগত হইবার উৎসাহ আছে, তাঁহারা একাধিক জাতীয়পত্রিকা গ্রহণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবেন না।

অতঃ "বৈদ্যপ্রতিভার" অকৃতিসম্পাদকের অযোগ্যতা দর্শন করিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় অনুগ্রহ পেশ করিয়া থাকিবেন। সরলপ্রাণে জাতীয়গৌরব রক্ষার জন্য সম্পাদক বলিতে বাধ্য ; যদি রাঢ়ীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের সদাচার গ্রহণের কোন বাধা না জন্মে। প্রাচ্য বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যদি ব্রাত্যতা পরিহার করিয়া শূদ্রাচারী বাঙ্গালবৈদ্য নামের কলঙ্কমোচন করিতে অগ্রসর হন, এবং বৈদ্যপ্রতিভার গ্রাহকগণ যদি সকলেই পত্রিকা উঠাইয়া দেওয়ার অভিমত জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে এই অকৃতিসম্পাদক সানন্দচিত্তে লেখক ও অনুগ্রাহকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া [illegible] করিবেন। [illegible] সম্পাদক।

ওঁ তৎসৎ

বৈদ্য-প্রতিভা।

ওঁকারস্বরূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কামদে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

২য় বর্ষ, ১৩৩২ বৈদ্যাব্দ। চৈত্র { ১২শ সংখ্যা

উদ্বোধনী।

কবিরাজ কবীন্দ্র শ্রীশীতলচন্দ্র দত্তশর্ম্মা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, পলাশপাই মেদিনীপুর।

কে আছে গো এখনও অন্ধ তমিস্রায় সুপ্তি মগ্ন বিশ্বপূজ্য হে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ!
জাগরিত হও ত্বরা এসেছে প্রভাত—চারিদিকে শোন ওই জাতি জাগরণ।
বদ্ধ আঁখি মোহ নিদ্রাঘোরে তাই কুসংস্কারস্বরূপ মহা ভ্রম অন্ধকারে পড়ি'—
নাশ দৈব পৈত্র্যকর্ম্ম কেহ বৈশ্যাচার কেহ শূদ্রাচার রূপ কদাচার ধরি।
কিন্তু শোন বেদ স্মৃতি পুরাণ ঘোষিছে জলদ গম্ভীর নাদে ত্রিভুবন মাঝে।
বৈদ্য শ্রেষ্ঠ সর্ব্বতাত অমর বন্দিত প্রাণাচার্য্য ত্রিজ বৈদ্যে নিত্য বিশ্ব পূজে।
অন্যায় শাসনে ক্রূর নীচ স্বার্থপর বিদ্বেষান্ধ কতিপয় যজন ব্রাহ্মণ
তোমাদের সে অনন্ত সুলভ গৌরব অন্যায় শাসনে করায়েছে বিসর্জ্জন।
চেয়ে দেখ হে মহান! গোত্রে ও প্রবরে বেদ শাখায় অভিন্ন তোমার—
গয়াধামে গয়ালী ব্রাহ্মণ মাথুরে অমৃত সেনী বন্দনীয় বিশ্বে সবাকার।
জাগো জাগো ওই শোন তোমাদের জাগরণ বার্ত্তা পেয়ে বিদ্বেষান্ধ সেই—
ঈর্ষক ব্রাহ্মণগণ দিগন্ত কম্পিত করে শাস্ত্রে ক্লিষ্ট শ্লোকে পুনঃ ওই।
কিন্তু ভ্রান্ত ঘোরে নাক রাজা গণেশের আমলের মত শাস্ত্র রাজশক্তি আর—
নহে হস্তগত এবে—যাহাযো যাহার করিবারে পারে এর বলে প্রতিকার।
যারা যুঝিতেছে এই বিপক্ষে সত্যের পক্ষে বলি স্তায় শাস্ত্র যুবেশাক জাম্বু—
তাঁহাদের জাতিটির অস্তিত্ব কোথায় সাজে কি তাহাদের কভু মুখা গর্ব্ব করা।

চালুনীর দোষ দান ছুঁচে ষরা কর হে ভিষক্! বিষ্ণুতৈল ব্যবস্থা মূর্চ্ছায়।
নতুবা প্রলাপ বকি' উপহাস্ত হবে বক্ষ যাবে কেন ফেটে দারুণ ঈর্ষায়।
খোল নয়নের ঠুলি হে নিদ্রিত! ত্বরা ছিঁড়ে ফেল নিজ নিজ কদর্য্য বন্ধন।
ধর উপবীত কর দশাহ অশৌচ যাহা এবং যাহা সত্য কর্ত্তব্য আপন।
ওই দেখ একদিকে গণনাথ সম অন্যদিকে শ্রীশ্যামাচরণ—
শ্যামাচরণের সম বরাভয় বেদবাণী নিয়ে করে উচ্চৈঃস্বরে আবাহন।
শাস্ত্র-অস্ত্র তীক্ষ্ণ দৃঢ় করে পতিতের উদ্বোধন হেতু দাঁড়াইয়া—
যারা ফেলাইয়েছে নীচে সেই গর্ব্বিতের গর্ব্বচ্ছেদি' দেয় তাড়াইয়া।
উঠ উঠ দেখ বঙ্গ ভিন্ন অন্যস্থান ভাবতের এই—তব ভ্রাতৃগণ ওই—
কি উন্নতি কত পূজ্য যুগযুগধর্ষি তুমি কেন নীচে পড়ে বল বল ভাই?
হিন্দু শীর্ষে স্থান যার মোহগর্ত্তে পড়ি' বিনাশিবে সেই চির মহান্ গৌরব?
যত অধঃপতিতের দল ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করি দেখাবে বৈভব?
আর ঘুমাওনা—জাগো আত্মহারা ভাই! এসেছে আলোক ধবা ছেয়ে।
কেন পাংশু আবরণে আবৃত থাকিয়া হে মাণিক! রও হেয় হ'য়ে।

কলিকাতা ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজে রীতিমত অধ্যয়ন অধ্যাপন ও কর্ম্ম শিক্ষার উপযুক্ত প্রতিবিধান বর্ত্তমানে করিয়া উঠিতে না পারিলেও সময়ে উহা প্রাচ্য প্রতীচ্য বিজ্ঞান সম্মত এক অভিনব চিকিৎসা শিক্ষার কেন্দ্রস্থান হইবে এবং ইহার দ্বারা জীবনসমস্যার যুগে দেশের প্রভূত কল্যাণ যে সাধিত হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে যে ভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,তাহা ভারতবর্ষের জলবায়ুর অনুকূল নহে। শিক্ষার এইরূপ কাল নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ভারতের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশে প্রভাত ও অপরাহ্নের দুর্ব্বিসহ শৈত্য স্বাস্থ্যরক্ষার ও বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে, জীবন যাপন ব্যাপারেও এই উভয়বিধকাল শৈত্যাধিক্য হেতু সর্ব্ববিধ কর্ম্মের পক্ষে বর্জ্জনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেই দেশের হিমানীসম্পাতে গৃহের বহির্কপাট সঞ্চালনের দৃঢ়তা ছাড়িতে প্রায় দশঘটিকা অতিবাহিত হইয়া যায়, সেই দেশে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিধান প্রভাতে নির্দ্দিষ্ট হইতে কোন মতেই পারেনা। এই প্রতীচ্য দেশবাসীর পক্ষে দিনের দশঘটিকার পর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সাধনের অনুকূল হইয়াছে। কিন্তু গ্রীষ্মাধিক্য হেতু যে দেশের ছাত্রগণ শীতল, স্নিগ্ধ তপোবনে বিমুক্ত আকাশতলে তরুচ্ছায়ায় নদীসৈকতে বসিয়া গুরুর নিকট পাঠাভ্যাস করিত, সেই দেশের অধস্তন পুরুষের বংশধরগণ প্রচণ্ডরৌদ্রের প্রখররশ্মি জালে দগ্ধ হইয়া মৃতোষ্ণ নিদাঘের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের জ্বালা মালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে পাখার অপর্য্যাপ্ত বাতাসে হাহু করিয়া এবং ঝড়ির ঘরঘরানিতে অথবা বৈদ্যুতিক পাখার ঝট্‌ঝটকানিতে মনঃ সংযোগের বাধা পাইয়া পাঠাভ্যাস করিতে যাওয়া কতদূর সমীচীন তাহা [illegible] বিষয়। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যাপক [illegible] আছেন ।—

"উচিতে বর্ত্তমানস্য নাস্তি দুর্দ্দেশজং ভয়ম্।
আহারস্বপ্নচেষ্টাদৌ তদ্দেশস্য কৃতেসতি॥
যস্তদেশস্য যোজন্তু তজ্জন্তস্যৌষধংহিতম্।
দেশাদন্যত্র বসতস্তত্তুল্য গুণমৌষধম্॥"

"স্বদেশে বাস করিয়া স্বদেশীয় বিধানুসারে আহার, নিদ্রা ও চেষ্টাদি করিলে ভিন্নদেশীয় কোন রোগ উৎপন্ন হইতে পারেনা। যে দেশে যাহার জন্ম ও বাস, তাহার পক্ষে সেই দেশের ঔষধই হিতকর। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যাইয়া বাস করিলে তাহার পক্ষে তৎদেশজ ঔষধই স্বাস্থ্যসাধক হয়।"

আজ যে ভারতবাসীরা ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ, বেরিবেরি, প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং অকালে স্বাস্থ্য হারাইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে তাহার প্রধানতম কারণ যে শীতপ্রধান দেশের পোষাক পরিচ্ছেদ, আহার বিহার, ঔষধ পথ্য ও শিক্ষার অনুকরণ তাহা চিন্তাশীল মনীষিগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। এইক্ষণও চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন অধ্যাপনার প্রাচীন নীতি অনেকাংশে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রতীচ্যশিক্ষার অনুকরণে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদকলেজের মনীষী অধ্যাপকগণ ও প্রতিষ্ঠাতৃগণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপদেষ্টা হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গকারী দেশের জলবায়ুর প্রতিকূল অধ্যয়ন অধ্যাপনার সময় নির্দ্দেশ কেন করিয়াছেন জানিনা। বিশেষতঃ প্রাচ্যের গ্রীষ্মাধিক্য হেতু আমরা ক্রমশঃই শরীরের উপরি ভাগ অনাবৃত রাখিয়া থাকি। এমন কি প্রভাতের শীতল স্নিগ্ধ বায়ুতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ কাল আমরা খোলা শরীরে বিচরণ করি। এইরূপ অবস্থায় মধ্যাহ্নের ভীষণ উত্তাপে কর্ত্তব্যের ব্যপদেশে ছাত্র বা শিক্ষক সাজিয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত রাখিয়া অজস্র ঘামিতে ঘামিতে প্রায় ছয়ঘটিকা কাল অতিবাহিত করা সুস্থব্যক্তিও কতদূর ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে তাহা আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটী আমাদের নিজস্ব। যাহা নিজস্ব এইক্ষণও যাহার প্রতি সরকারবাহাদুর উদাসীন তাহার কর্ম্ম পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সরকারবাহাদুরের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় হইয়াছে কিনা জানি না।

আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা হাতে হাতে করিতে হয়। তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মোদক, পিণ্ডী ও ধাতব দ্রব্যাদির শোধন জারণ মারণ শিক্ষা করাও সহজ ব্যাপার নহে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় আয়ুর্ব্বেদিকচিকিৎসা চলে না; প্রত্যেক কর্ম্মই পুনঃ পুনঃ স্বহস্তে করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। কেবল শাস্ত্রজ্ঞ, কেবল কর্ম্মজ্ঞ দুইজনই অনিপুণ। বিশেষতঃ নাড়ীপ্রকাশ বলিয়াছেন :—

"প্রাতঃকৃতসমাচারঃ কৃতাচারপরিগ্রহম্।
সুখাসীনঃ সুখাসীনং পরীক্ষার্থমুপাচরেৎ॥"
"তৈলাভ্যঙ্গেচসুপ্তেচ তথাচ ভোজনান্তরে।
ন তথা জায়তে নাড়ী যথা দুর্গতরা নদী॥"

"নাড়ী পরীক্ষক ও নাড়ী পরীক্ষার্থী উভয়েই প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইবেন। পরে পরীক্ষক অর্থাৎ চিকিৎসক পরীক্ষার্থীর (রোগীর) নাড়ী পরীক্ষা করিবেন।" "তৈলমর্দ্দন কালে, নিদ্রাবস্থায়, ভোজন সময়ে, ভোজনের পরে নাড়ী পরীক্ষা

করিবে না। অতি দুর্গম নদীর বেগ যেমন অবধারণ করা সুকঠিন ঐ সময়ে নাড়ী বেগ ও স্থির করা দুরূহ।"

সুতরাং প্রাতঃকালই নাড়ী পরীক্ষার প্রশস্ত সময়। কারণ প্রাতঃকালে নাড়ী স্নিগ্ধ ভাবাপন্ন থাকে, মধ্যাহ্নকালে নাড়ী উষ্ণ এবং সায়ংকালে ধাবমান হয়। প্রাতঃকালে নাড়ীর পরীক্ষা করিলে নাড়ীর প্রকৃতাবস্থা জানা যায়। গ্রন্থান্তরে ও উল্লেখ আছে" স্নানের বা ভোজনের অব্যবহিত পর ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কালে আতপ তাপিতাবস্থায় ব্যায়ামক্লান্ত দেহে নাড়ীর গতি সম্যক্ বুঝা যায় না। কবিরাজ মহাশয়েরা যেমন ছাত্রদিগকে নাড়ীর গতি শিখাইতে হয়, রোগীদের অবস্থার সহিত তদ্রূপ লক্ষণ মিলাইয়া রোগনির্ণয় শিক্ষা দিতে হয়, প্রাতঃকালেই প্রায়শঃ রোগীরা ঔষধালয়ে সমাগত হয়। সুতরাং দিনের দশটা হইতে অপরাহ্ন চারিটা পর্য্যন্ত অধ্যয়নের কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা কিরূপ হইবে আমাদের জ্ঞানগম্য নহে। ছাত্রদের উপর হয়তঃ প্রাতঃকালে রোগীচর্য্যার ভার থাকিবে। তাহা আংশিক সত্য হইতে পারে তাহাতে বিভাগক্রমে হয়তঃ সংবৎসরের মধ্যে এক একজন শিক্ষার্থীর সেইরূপ কার্য্যভার দশ দিনের অধিক থাকিবে না। বিশেষতঃ কলেজের সংলগ্ন ছাত্রাবাস না থাকায়, দূর দূরান্তর হইতে শিক্ষার্থীগণ আসিয়া প্রাতঃকালে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা, ঔষধের অনুপান সহ পান ঠিক করা রোগের প্রকার ও অবস্থা ভেদে ঔষধ নির্ব্বাচন করায় প্রণালী শিক্ষা সম্যক রূপে হইবে না বলিয়া আমাদের ধারণা হইতেছে। যে স্থলে দেশের মহামনীষী অধ্যাপক, অধ্যক্ষগণ, তথায় রহিয়াছেন আমার ন্যায় অকৃতির অভিমত নিরর্থক। তবে আয়ুর্ব্বেদকলেজে শিক্ষা করিতে যে পরিমাণ ব্যয় হইবে, তাহা ভাবিলে আমার ন্যায় ব্যক্তির আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এতকাল আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থীর গ্রাসাচ্ছাদনের বাসস্থানের ও অধ্যাপকের বেতনের জন্য আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থীর পিতাকে ভাবিতে হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থীরা কবিরাজমহাশয়দের গৃহে থাকিয়া বিনা ব্যয়ে শিক্ষা করিতেন। তাহাতে একদিকে যেমন কবিরাজমহাশয়দের ঔষধ প্রস্তুত এবং রোগী চিকিৎসার সুবিধা হইত, অপরদিকে শিক্ষার্থীর শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত। ঔষধ প্রস্তুত, চিকিৎসা, রোগী দেখা ও রোগীর পরিচর্য্যা প্রভৃতির ভার প্রায়ই শিক্ষার্থীর উপর ন্যস্ত থাকিত। তাহাতে কেবল কর্ম্ম কুশলতা শিক্ষা হইত এমন নহে, ব্যায়ামের কার্য্য ও অনেকাংশে সাধিত হইত, তাহাতে শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি সাধিত হইত। কাহাকেও অর্থাভাবে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে বিরত হইতে হইত না। দুঃস্থ পিতাও পুত্রের অধ্যয়নের ব্যয় যোগাইতে ত্রাহি ত্রাহি রবে আকাশ পাতাল বিক্ষোভিত করিয়া উঠাইত না। বর্ত্তমানে যে ভাবে আয়ুর্ব্বেদকলেজের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাহাতে শিক্ষা হইতে শিক্ষায় ব্যয় যে বহুলাংশে অধিক হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অভ্রভেদী দ্বিতল, ত্রিতল, অট্টালিকাবাসে অভ্যস্ত হইয়া বৈদ্যুতিক বাতাসে ঘর্ম্মাক্ত ও শ্রান্তদেহের শান্তি বিনোদন করিয়া তাড়িতালোকে অধ্যয়ন করতঃ তাহারা বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে থাকিবে। [illegible]

অভিভাবকগণকে টাকার চাহিদাতে অস্থির করিয়া তুলিবে। শিক্ষার পরিসমাপ্তিতে এক একজন ভোগবিলাসরত নবীন জীব সাজিয়া উঠিবে। সেই শিক্ষা তাহার জীবন বিটপীকে মধুময় ফুল ফলে সুশোভিত না করিয়া নানাবিধ ব্যয় বাহুল্যের দ্বারা দুঃখময় করিতে থাকিবে। তাঁহারা নিজ নিজ পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতে ইতস্ততঃ করিবে। গ্রাম্য রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া দরিদ্ররোগীদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া "তস্মাৎপুত্রবদচৈনং পালয়েদাতুরং ভিষক্।" জ্ঞানে চিকিৎসা করিতে পারিবে না। এইরূপ শিক্ষা আয়ুর্বৈদিক চিকিৎসাশিক্ষার্থীর আত্মসংযমকে জন্মের তরে বিসর্জন দিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে! ভোগেচ্ছা বর্দ্ধিত হইলে বিষয় রঙ্গে পড়িয়া মন একাগ্রতা হারাইয়া ফেলিবে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন রূপ তপশ্চর্যায় বিলাসী শিক্ষার্থীগণ সুফল লাভ করিতে পারিবে না। বিলাসিতার স্রোতে পড়িয়া যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের শিক্ষার্থীগণ বাবু সাজিতে আরম্ভ করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? প্রাণের আবেগে ধান ভানিতে শিবের গানের মত অনেক অবান্তর কথার উল্লেখ করিলাম।

দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া কলেজের চতুষ্পার্শ্বের স্থান দেখিবার জন্য কলেজ গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। কলেজের উত্তরস্থ রাস্তার উত্তর প্রান্তে শ্যামবাজার নিউপার্ক নামকরণে যে সুবৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে, তাহার পাড়ভূমি নানাবিধ ফলফুলে পরিশোভিত হওয়াতেও বসিবার স্থান করাতে পুষ্করিণীর দৃশ্য যেমন সুমনোহর হইয়াছে তদ্রূপ আরামপ্রদও হইয়াছে। কলিকাতার মহাকোলাহলময় অশ্রান্ত কর্ম্মব্যস্ততার পরিধি ছাড়িয়া এই স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে "ছাত্রাণামধ্যয়নন্তপঃ" অধ্যয়ন রূপ তপশ্চর্য্যার উপযোগীই হইয়াছে। পুষ্করিণীর দৃশ্য দেখিয়া মহারাজদুষ্মন্তের কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণনার কথাই মনে পড়িল।

"কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো ধৌতমূলা,
ভিন্নোরাগঃ কিশলয় রুচামাজ্যধূমোদ্গমেন।
এতেচার্ব্বাগুপবনভুবিচ্ছিন্নদর্ভাঙ্কুরায়াম্
নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দ মন্দং চরন্তি॥"

"যে ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহার সলিল পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া তীরস্থ তরুগণের মূল ধৌত করিতেছে, আর আহুত ঘৃতের ধূমোদ্গমে নব পল্লবসমূহের রক্তিমা কিঞ্চিত মলিন হইয়াছে। এবং যাহার কুশ সকল মুনিগণ ছিঁড়িয়া লইয়াছেন, সেই উপবন ভূমিতে হরিণশিশুসকল নির্ভয়চিত্তে আমাদের সন্নিধানেই বিচরণ করিতেছে।"

এই স্থানটিরও অদূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে পতিতপাবনী গঙ্গা কুলু কুলু নাদে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্ব উত্তরপ্রান্তস্থ পাটের কল হইতে ধূমোদ্গম হইতেছে, পুষ্করিণীর জল পবন-হিল্লোলে সঞ্চালিত। পুষ্করিণীর পাড়স্থিত বৃক্ষরাজির নবপল্লবসমূহে অর্দ্ধাস্তমিত সূর্য্যকিরণ পড়িয়া রক্তিমাকে কমনীয় কান্তি সমুজ্জ্বল হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিলে কে না বলিবে, এই স্থানটি

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদকলেজের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে? তবে কলেজের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড কালজের ছাত্রাবাসের বনৌষধের বাগানের এবং ঔষধ প্রস্তুতের গৃহের জন্য গ্রহণ করা হইলে কলেজের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে পারে। যামিনীবাবু বলিলেন অর্থ সংগ্রহ হইলে মালিক হইতে জমিটুকু খরিদ করা যায়। কিন্তু অর্থের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। ইহা আমাদের সমবেত চেষ্টার অভাবই বলিতে হইবে। কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ সকলেই সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে জমি খরিদ করার উপযোগী অর্থ সংগ্রহের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঔষধ প্রস্তুত, রোগীচর্য্যা, দ্রব্যজ্ঞান তৎসমস্তই আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থীকে শিক্ষা করিতে হয়, "একাঙ্গহীনো ন শ্লাঘ্যো একপক্ষ-বিবর্জিতো" ঠিক একটী ডানা বিশিষ্ট দুইপাখী যেমন ইতস্ততঃ বিচরণে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ কেবল শাস্ত্রজ্ঞ, কেবল কর্ম্মজ্ঞ উভয় চিকিৎসকই চিকিৎসাকার্য্যে অনিপুণ হয়। অন্ততঃপক্ষে কলেজ গৃহটির ত্রিতলের কার্য্য স্থগিত রাখিয়া হইলেও পূর্ব্বদিগের জমিটুকু খরিদ করিয়া নেওয়া আবশ্যক মনে করি। দেশের বদান্যবর্গ এতদর্থে মুক্তহস্ত না হইলে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। দানশীল স্বর্গীয় ডাক্তার ৺রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির ন্যায় যদি কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান পুনঃ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। এইরূপ দানে মাননীয় সরকারবাহাদুর হইতে উপাধি রূপী ব্যাধি লাভের সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক ইহাই কি অর্থসংগ্রহের একমাত্র অন্তরায়?

কথাচ্ছলে যামিনীবাবুকে কলিকাতা-বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে রাঢ়ীয় এবং বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হওয়ার হেতু কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন, তৎসমস্ত বিষয়ের অবতারণা করার স্থান হওয়া এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় সম্ভব নহে; সংক্ষেপে বলিতে গেলে বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে কথা হইয়াছিল যে একবৎসর রাঢ়ীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ হইতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবে, অপর একবৎসর বঙ্গীয়-বৈদ্য-ব্রাহ্মণ হইতে সভাপতি মনোনীত করা যাইবে। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী কয়েকমাস সভার কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়ার পর সমিতির মঙ্গলকামী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি রাঢ়ীয় বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ বিভেদ না রাখিয়া "কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির" সভ্যগণের মধ্যে যিনি অধিকাংশ সভ্যগণের সমর্থিত্রমে সভাপতি পদে বৃত হইবেন তাঁহাকেই সভাপতিরূপে সভা গ্রহণ করিবেন। এই মর্শ্মে কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর সাব্যস্ত হইয়াছিল যে সাধারণ সভার অধিবেশনে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাই গ্রহণ করা যাইবে। তৎপর যখন সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, তখন যামিনীবাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চিকিৎসার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তিনিই সমিতির সম্পাদক। তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে সাধারণ সভার অধিবেশন হওয়াই তাঁহার আপত্তির প্রধান কারণ বলিয়াই বুঝা গেল। সেই সব পুরাতন কথার আলোচনা করিয়া এখনকার অপ্রীতিকর

বৃদ্ধি করিব না। সাধারণ সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, রাঢ়ীয় বঙ্গীয় কোন প্রভেদ রাখা হইবে না, অধিক সংখ্যক সভ্যের অভিমতানুসারে সভাপতি নির্ব্বাচন হইবে।

কোন কোন বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণের ধারণা মুখে, কাগজে পত্রে, প্রবন্ধে সভা সমিতিতে, প্রস্তাবের অনুমোদনে, সমর্থনে কেবল সহৃদয়তার সমপ্রাণতার একীকরণের ও একত্রাবস্থানের ভাব দেখা যাইলেও কার্য্যকালে ইহার প্রতিকূলে দাঁড়াইবার সভ্যের অভাব নাই। পশ্চিম বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণদের সহিত পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণদের কন্যা আদান প্রদান সহজে হইবে না। কন্যাদায় এড়াইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন দুঃস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণ পিতা বিনাপণে কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেও বিনাপণে পশ্চিমবঙ্গের কোন বৈদ্যব্রাহ্মণই পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যব্রাহ্মণের কন্যাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ উক্তি অনেকেই অভিব্যক্ত করিলেন, ইহাতে আমার আশা, ভরসা, উৎসাহ, উদ্যম, যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রাণ নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল তবে কি এই অভিশপ্ত জাতির শাপমুক্তি কখনও হইবে না। যে আত্মদ্রোহ ও বর্জ্জননীতির ফলে বৈদ্যব্রাহ্মণজাতি অপর জাতির তুলনায় মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িয়াছে, জাতীয় আচার, কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল আপনার দাম্ভিক ও অহঙ্কারের দোষে নিজের চতুষ্পার্শ্বে গণ্ডী রচনা করিয়া অপর সমাজের বৈদ্যব্রাহ্মণদের সহিত অহেতুকী ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। এক দায়াদও বহুসমাজে বিভক্ত হইয়াছে। সঙ্ঘশক্তি হারাইয়া পরস্পরের মধ্যে কেবল কলহ, মতভেদের আয়োজন করিতেছে, এই বিংশশতাব্দীর মিলনের যুগেও কি সেই সংকীর্ণ, সেই অনুদার ভাব আমাদের মজ্জাগত হইয়া থাকিবে? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ইত্যাদি বিভিন্নতা ভুলিয়া কখন যে আমরা নিজের মধ্যে সাম্য মৈত্রীর স্নেহ বন্ধনে একত্র হইয়া এক অবিভক্ত উদ্দেশ্যে জাতীয়কল্যাণ বেদিকামূলে পরস্পরের মিলনমন্দির রচনা করতঃ সমস্বরে সমপ্রাণে জাতীয় মঙ্গলধ্বনি করিতে পারিব কে জানে? ভ্রাতৃস্পর্শ দোষ পরিহার করিয়া এক আচারে একই ধর্ম্মমূলে কখন যে আমরা দীক্ষালাভ করিব? হতভাগ্য কন্যার পিতাকে অথবা পণপ্রথার কঠোরতা হইতে উদ্ধার করিব? বাঙ্গালার প্রতি ঘরে ঘরে আজ কন্যার পিতার করুণকণ্ঠের যে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, তাহার শান্তিসমাধান করিবার ক্ষমতা আমাদের হাতেই রহিয়াছে। আমাদের আলস্য ঔদাস্য, কর্ম্মকুণ্ঠা এবং আত্মদ্রোহ, নিন্দা, কুৎসা প্রভৃতি অগুণাবলীতে আমরা পরস্পরের প্রতি স্বভাবতঃই কঠোর ও সহানুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছি নতুবা পণপ্রথার দায়ে পড়িয়া এতই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিব কেন? আমাদেরই অদূরদর্শিতা ও দুর্ব্বুদ্ধির ফলে আজ বৈদ্যব্রাহ্মণদের সমাজচিত্র যেরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা বাস্তবিক আমাদের ব্যক্তিগত তথা সমাজজীবনের পক্ষে কলঙ্কের কথা। যে ভাবে আমাদের মধ্যে এইক্ষণও শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, যে ভাবে কৌলীন্যের দাপটে সমাজবন্ধন চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে আমরা দ্বিধাবোধ করিতেছি না, যে ভাবে পণপ্রথা দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে, যে ভাবে দানসামগ্রীর ঘটা বৃদ্ধি পাইতেছে, যে ভাবে বিলাসদ্রব্যাদির সমাবেশ হইতেছে,

তাহার ফলে স্নেহলতার মত কত কত বৈদ্যব্রাহ্মণকুমারী আজ "না ফুটিতে না দিতে সুবাস" অকালে প্রজ্বলিত হোমানলে আত্মাহুতি প্রদান করতঃ ঋণদাতার করাল গ্রাস হইতে দরিদ্র পিতার ভদ্রাসনখানি রক্ষা করিতেছেন। তাহার হিসাব নিকাশ কেন করিয়াছে? তাঁহাদের নবীন কিশোর বয়সের সকল পবিত্রতা, কোমলতা দিয়া পিতার দারুণ দুশ্চিন্তা অপনোদন যে করিতেছেন তজ্জন্য কয়জন বৈদ্যব্রাহ্মণের প্রাণ আকুল হইয়াছে? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের এই পিতৃভক্তির পুণ্যকাহিনী সতীশাস্ত্রের মত ভক্তির সহিত স্মরণীয় হইলেও আমাদের সমাজের পক্ষে নিতান্ত গ্লানিকর ও কলঙ্ক সূচক। এইজন্য পণগ্রহণকারীকে এক দিন না একদিন প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে অবিবেচনা ও দুর্নীতের স্থান যোগাইতে নারীজীবনের এবম্বিধ 'অপচয়' নিশ্চয়ই ঘৃণার্হ। নারীত্বের তথা মাতৃত্বের মর্যাদা বুঝি না বলিয়া আমাদের আজ হীনদশা। মাতৃজাতির প্রতি এতাদৃশ নিষ্ঠুর ও কঠোর আচরণ জাতির যে অকল্যাণকর তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

বৈদ্যব্রাহ্মণদের উদাসীনতা দেখিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম। কলেজের ত্রিসীমার অবস্থাও কার্য্যাদি দেখিয়া অধ্যাপকদিগের বিশ্রামাগারে আসিয়া উপবেশন করিলাম। কলেজের পরিদর্শক সত্যবাবু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় ও আসিয়া বসিলেন। যামিনীবাবু আমার সম্মুখে পরিদর্শন বহিটি স্থাপন করিয়া বলিলেন, আপনি যাহা দেখিলেন তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত ইহাকে লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিন। পরিদর্শন পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া আমি একেবারে অবাক্ হইয়া পড়িলাম। যেহেতু পরিদর্শকরূপে যে সমস্ত মহানুভবগণ মন্তব্য বিবৃত করিয়াছেন তৎসমস্তই ভারতবর্ষের খ্যাতনামা মহামনীষী ব্যক্তি। তন্মধ্যে বহু রাজা, মহারাজা, জমিদার, হাকিম, অধ্যাপক রহিয়াছেন। আমার ন্যায় অকৃতি সমাজসেবক সেই বহিতে অভিমত প্রকাশ করিলে তাহার গুরুত্ব নষ্ট হইবে জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু যামিনীবাবুকে কথায় কেহ যে এড়াইয়া উঠিতে পারে না, তাহা তাঁহার সহিত প্রথম আলাপেই বুঝিয়াছিলাম। তাঁহার উদ্যোগ, আয়োজন তাঁহার কর্ম্মশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতি তাঁহাকে সাফল্যের পথে নিয়া চলিয়াছে। "উদ্যোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যানি নো মনোরথৈঃ" হিতোপদেশের বাণীর সার্থকতা তখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম। শিষ্টছাত্রের মত বিনাবাক্যব্যয়ে অভিমত লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিলাম। সত্যবাবু এবং বৃদ্ধ অধ্যাপক অমৃতলাল গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া প্রীত হইলাম। যামিনীবাবু তাঁহার বাসায় রাত্রিকৃত্য সমাপন করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রিতে মহামহোপাধ্যায় গণনাথবাবুর বাড়ীতে আহার করিব প্রতিশ্রুতি দিয়াছি বলাতে তৎপর দিন প্রাতঃকালে আহার করার জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎপর দিন শালিখা যাইয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে বলাতেই তিনি বুধবার রাত্রিতে আহার করার জন্য চাপিয়া ধরিলেন, এবং ইহাও বলিলেন যে চট্টগ্রাম গেলে কি আমাদিগকে ডাকবাংলোয় থাকিতে হইবে? ইহা কি তাহারই পূর্ব্বাভাস? তাঁহার প্রতিভা যে সর্ব্বতোমুখী এই এক কথায়

জানা যায়। বৃদ্ধকবিরাজমহাশয় অমনি বলিয়া বসিলেন, এই কথার উপর আপনার কোন বক্তব্য নাই। বলিবার কিছুই ছিল না সত্য, কিন্তু যামিনীবাবুর ন্যায় সমাজবরেণ্য এবং কর্ম্মবীর যে চট্টগ্রামে আসিবেন, আমার ন্যায় অকৃতি সমাজসেবকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন, সেইরূপ আশা আমি কখনও পোষণ করিতে পারি না। সেই দিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীমান নরেন্দ্র সহ বাসাভিমুখে ছুটিলাম। শ্রীমান আমাকে বাসায় দিয়া চলিয়া গেল। শ্রীমান নরেন্দ্রের সরলতা ও আন্তরিকতাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া সায়ংসন্ধ্যায় রত হইলাম, সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিতে না করিতেই গণনাথবাবুর ২জন ছাত্র একখানি ট্যাক্সি নিয়া উপস্থিত হইল। কথায় বলে "নৃত্যান্তে ভোজনে বিপ্রাঃ॥ অবিপ্র হইয়াও বিপ্রের মত সোৎসাহে ভোজনে চলিলাম। গণনাথবাবুর সুরম্য দ্বিতলের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখি "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" অনেক ভদ্রলোক দৈর্ঘ্যে প্রস্থে, পোষাকের পরিপাট্য এবং সৌন্দর্য্যে গণনাথবাবুকেও ছাড়াইয়া আসনটী জুড়িয়া বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, তিনি একজন খ্যাতনামা ডাক্তার গণনাথবাবুর কন্যাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কবিরাজ যামিনীবাবুও তথায় সমুপস্থিত। তিনি গণনাথবাবুর সহিত আয়ুর্ব্বেদকলেজ সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন। উভয় পুরুষসিংহকে একত্রে পাইয়া আমার প্রাণ আলোচ্য বিষয়ের একটা সুমীমাংসা হইতে পারিবে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গণনাথবাবু আমার পরিচয়টা যামিনীবাবুকে দেওয়ার চেষ্টা করিতে না করিতে যামিনীবাবু বলিলেন আমার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। দুই মহারথীর দর্শন একসঙ্গে হওয়া আমার বড় সৌভাগ্য, এই কথা বলিতেই গণনাথবাবু যামিনীবাবুকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি বড়ই আশা করিয়াছিলাম উভয় মহাপুরুষের মধ্যে বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির কার্য্য নিয়া যে বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে তাহার একটা সুমীমাংসা এই ক্ষণেই হইয়া যাইবে। কিন্তু যামিনীবাবু মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা না করিয়া বিশেষ কাজ আছে বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। তখন মনে হইল "যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি" ভগবান্ রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির মত যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা দূরে চলিয়া গেল। দক্ষিণদিকের একখানি চেয়ারে নীরবে নিস্পন্দভাবে এক মহাত্মা বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার দিকে চাইতেই গণনাথবাবু বলিলেন, ইনিই কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী। "যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি" যাহা মনে চিন্তা করি নাই তাহাই উপস্থিত হইল। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়াই মনে হইয়াছিল তিনি একজন বহুদর্শী বিজ্ঞব্যক্তি। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ইনিই বর্ত্তমানে "বৈদ্য হিতৈষিণী" পত্রিকার কর্ণধার। একদিকে যেমন মহামহোপাধ্যায় গণনাথবাবু কলমের উৎকট পীড়ায় ব্যতিব্যস্ত, অপরদিকে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ডি.লিট মহোদয়ও বাংবাতিক পীড়ায় শয্যাগত। সুতরাং জাতীয়পত্রিকার পরিচালনা তিনিই করিতেছেন। [illegible]

পরামর্শ করিতে তিনি আসিয়াছেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা উপলক্ষে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়াতে নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিলাম। তিনিও একজন জাতীয়সংস্কার রূপ মহাযজ্ঞের ঋত্বিক্। গণনাথবাবুর সহিত আচার বৈষম্য নিবারণের, একীকরণের এবং বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির বিষয় সম্বন্ধে আলাপ হইতেছিল, এমন সময় আহারের স্থান হইয়াছে সংবাদ আসিল। সুতরাং আলোচনার অর্দ্ধ অবস্থায় আহারের জন্য উঠিতে হইল।

কবিরাজ হরিপদবাবু বিদায় নিয়া যাইতেছেন এমন সময়; মহামহোপাধ্যায় মহাশয় কি জানি কি সাদৃশ্যে হঠাৎ হরিপদবাবুকে বলিলেন, আজ অনেকদিনের পর স্বর্গীয় কবিরাজ ৺বিজয়রত্নের স্মৃতি আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, ইঁহার বাক্য, কার্য্য ও সাদৃশ্য অনেকটাই বিজয়রত্নের অনুরূপ; কবিরাজ হরিপদবাবুও হাঁ বলিয়া তাঁহার উক্তির পোষকতা করিলেন। তাহা শুনিয়া আমি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। বিশ্ববিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ৺বিজয়রত্ন যে গুণে জগৎকে ক্রয় করিয়াছিলেন, যাঁহার কীর্ত্তি-চন্দ্র, কুন্দ, কুমুদ ও ক্ষীরোদসমুদ্রের জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল ছিল, যাঁহার পাণ্ডিত্যের জ্যোতিঃতে সমগ্র ভারতবর্ষ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল যিনি কালিদাসের ন্যায় বলিতে সমর্থ ছিলেন :—

পুরোবাপশ্চাদ্বা কশ্চিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে।
তদাকালো হানির্বচনরচনৈঃ ক্রীতজগতাম্॥
বনে বা হর্ম্ম্যে বা কুচকলসে বা মৃগদৃশাং।
মণেস্তুল্যং মূল্যং সহজসুভগস্য দ্যুতিমতঃ॥

যাঁহার বিদ্যাবত্তার জ্ঞানবত্তারজন্য মাননীয় সরকারবাহাদুর অযাচিত ভাবে "মহামহোপাধ্যায়" ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মহাগৌরব সূচক সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার যশোরাশি বিশাল অম্বুধি ও উত্তুঙ্গ পর্ব্বতরাজী ও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল, যাঁহার যশোগাথা আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে গীতিরূপে উচ্চারিত হইত, সেই নরদেবের সহিত এই অকৃতি-সমাজ সেবকের সাদৃশ্য রহিয়াছে, এইরূপ উক্তি গণনাথবাবু কেন করিলেন, সেই চিন্তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

মহামহোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে নিয়া ত্রিতলের ভোজনাগারে উপস্থিত হইলেন। আসবাব সমস্তই সুদৃশ্য। দুইখানি সুমনোহর কোমল পদ্মাসন পাতা রহিয়াছে। তৎসম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই খানি থালায় একাধিক রকমের পলান্ন, লুচী, নিমকী প্রভৃতি সজ্জিত হইয়াছে। এক একটী থালার ত্রিপার্শ্বে প্রায় ৩০টী করিয়া বাটী চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় নানারূপ ব্যঞ্জন, বিবিধরূপ ...ার, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর রাবড়ী প্রভৃতি কতই নাম করিব। যে সব আহার্য্য সম্ভার সাজান হইয়াছে, আমার ন্যায় ক্ষীণোদরীর পক্ষে অন্ততঃ চারিবেলার উপযোগী বটে। আহারে বসিয়া "বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির" সভাপতি সম্বন্ধে পুনঃ আলাপ চলিতে লাগিল। মহামহোপাধ্যায় পিট

বলিলেন যে, আমি সভাপতিপদ গ্রহণে সমুৎসুক নহি। সভার সিদ্ধান্ত: যাঁহারা জাতীয় আচার, কুলধর্ম্ম রক্ষাকারী যে-কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সভাপতি হইতে পারেন। যদি সমিতির সভ্যগণ আমাকে সভাপতি পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন তবে আমি কি করিব। পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্যব্রাহ্মণ সভ্যের সংখ্যা অধিক, তাঁহারা চেষ্টা যত্ন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি মনোনীত করিয়া লইতে পারেন, অধিক সভ্যের মতানুযায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়। সুতরাং বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণসভ্য হইতে একজন সভাপতি করা কোন ক্রমেই কঠিন নহে। পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যব্রাহ্মণগণও পূর্ব্ববঙ্গের সভ্যদের মধ্যে যিনি সভাপতি হওয়ার উপযুক্ত তাঁহাকে সভাপতি পদে বরণ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয়কে সভাপতি পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করিয়া আমরা অকৃতকার্য্য হইয়াছি। গণনাথবাবুর উদারতা ও মহানুভবতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

যিনি বহুবার নিখিলভারতীয় বৈদ্যসম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিয়া দেশের ও সমাজের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, যাঁহার প্রতিভায় ও পাণ্ডিত্যে সমগ্র ভারতবর্ষ মুখরিত, যাঁহার বিদ্যাবত্তার ও জ্ঞানবত্তার জন্য সরকারবাহাদুর মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার ব্রাহ্মণ্যদীপ্তিতে সমগ্র বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজ আলোকিত, যাঁহার পাণ্ডিত্যে বহু মহামহোপাধ্যায় ও তৎকল্প যজনব্রাহ্মণঅধ্যাপক তাঁহার বাড়ীতে দৈব পৈত্র কর্ম্মে সহযোগিতা করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে "কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির" সভাপতিত্ব যে অতি অকিঞ্চিৎকর তাহা বলাই বাহুল্য। বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির সভাপতিপদ গ্রহণের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম এ মহাশয় প্রথম দিনেই আমাকে বলিয়া ছিলেন, কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির সভ্যদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সভাপতি পদের যোগ্যতমব্যক্তি গণনাথবাবু। যে হেতু তিনি সমিতির সমস্ত সিদ্ধান্ত রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। অপরাপর সভ্যদের মধ্যে অনেকই সিদ্ধান্ত মানিয়া চলেন না। বঙ্গীয়-বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের মধ্যে সভাপতি রূপে সভা অলঙ্কৃত করিতে পারেন, বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বিদ্যাভূষণ এম, এ। তিনি যেমন বয়োবৃদ্ধ, তদ্রূপ জ্ঞানবৃদ্ধও বটেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুচ্চ উপাধিধারীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম জাতীয়ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি সমিতির সমস্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া চলেন এবং ব্রাহ্মণাচারে দশাহাশৌচ পালন করেন। আমরা কয়েকজন সভ্য তাঁহাকে সভাপতি পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়াছিলাম। বাতব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া তিনি সভাপতি পদ গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। তিনি ইহাও বলিয়া ছিলেন যে, আমি বাতব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া না পড়িলে সভাপতিপদ গ্রহণ করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষায় তৎপর হইতে পারিতাম্। কেবল নামের জন্য এতবড় একটা দায়িত্ব পূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে পারি না। যিনি সভাপতি হইবেন, তাঁহাকে সভার সমস্ত নিয়মাবলী যেমন পালন করিতে হইবে, তদ্রূপ যাবতীয় কার্য্যও শিষ্টাচারের সহিত সম্পন্ন করিতে

হইবে। আমার সেই শক্তি নাই। সভার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। অধ্যাপক হেমবাবু আমাকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে কলিকাতা প্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণদের মধ্যে সভাপতি হওয়ার উপযুক্ত ইউনিভার্সিটী কলেজের অধ্যাপক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ডি'লিট্ এবং স্বনামখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায়শর্ম্মা রায় এম, এ, এম, ডি, মহাশয়। দীনেশবাবু অনেকদিন হইতে পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত আছেন। যামিনীবাবু অষ্টাঙ্গআয়ুর্ব্বেদকলেজ লইয়া বিব্রত। তাঁহারা উপযুক্ত হইলেও জাতীয়সংস্কার কার্য্যের জন্য এতটা মাথা ঘামাইবার মত অবসর ও শক্তি তাঁহাদের বর্ত্তমানে নাই। সুতরাং গণনাথ বাবু ব্যতীত সভাপতি পদের অপর কোন যোগ্যতম ব্যক্তি সমিতির সভ্য নাই। গণনাথ বাবু আমাকে বলিলেন্ পূর্ব্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গবাসী নিয়া আমাদের মধ্যে কোন তর্ক উঠিতে পারে না। আমি নিজে বিক্রমপুর সোণারঙ্গনিবাসী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ মহাশয়কে, সভাপতিপদ গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারি। তিনি যেরূপ কর্ত্তব্য নিষ্ঠ, তদ্রূপ ন্যায়পরায়ণ। নিষ্ঠার সহিত সমিতির সিদ্ধান্ত যে ভাবে মান্য করিয়া চলেন, তজ্জন্যই তিনি ধন্যবাদার্হ। কেবল যে জাতীয় আচার প্রতিপালন করেন তাহা নহে, জেলায় জেলায় যাইয়া প্রচারকের কার্য্য ও করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহে তিনি বর এবং বরের পিতাকে উপনীত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে কন্যাসম্প্রদান করিয়াছেন। কন্যার পিতা এইরূপ দৃঢ়তার সহিত জাতীয়গৌরব রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নহে। এই সত্যনিষ্ঠার, ধর্ম্ম-নিষ্ঠার জন্যও আমরা তাঁহাকে সানন্দে সাগ্রহে সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। আমি বলিলাম আপনিও এই হেতুতে আপনার কন্যার বিবাহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি, তাহা কি সত্য? তিনি তদুত্তরে বলিলেন, আমি যে আচার সত্য এবং কুলধর্ম্মের অনুকূল জানিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই ব্রাহ্মণাচার যাঁহারা গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদের সহিত কিরূপে যৌন সম্বন্ধ করিব এবং কিরূপেই বা তাঁহাদের সহিত পংক্তিভোজন করিব। সুতরাং এই রূপ প্রবাদের মূলে অসত্য থাকা কোন কারণ নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণদের মধ্যে শতকরা ৭০জন ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়াছেন। ৫।৭ বৎসরের মধ্যে আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজে বৈশ্যাচার থাকিবে না। তাহা শুনিয়া প্রাণ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া গেল। পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যব্রাহ্মণগণ এত সত্বর জাতীয় আচার গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দ্বিজত্বেরই কারণ। তাঁহাদের মধ্যে অনুপবীতী নাই। সুতরাং পক্ষাশৌচ ত্যাগ করিয়া দশাহাশৌচ গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন সমস্যার বিষয় নহে। (ক্রমশঃ)

চট্টগ্রাম বৈদ্য-ব্রাহ্মণ আর্ব্বাণ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্।

৪র্থ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

(১ | ৭ | ২৪ তারিখ হইতে ৩০ | ৬ | ২৫ ইং পর্য্যন্ত) সাধারণ সভা তাং ২১ | ১২ | ২৫ ইং।

মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অপার করুণায় বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির অতি গৌরবের জিনিষ এই বৈদ্যব্রাহ্মণব্যাঙ্ক ৪র্থ বৎসরের কার্য্যক্রম শেষ করিয়া, ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে সঞ্চয়শীলতা, আত্মনির্ভরতা ও পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে এবং এই জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনার্থ এই ব্যাঙ্ক ১৯২১ ইংরেজীর ১৭ই মে তারিখে ১৯১১ সালের কো-অপারেটিভ সোসাটির ২ আইনমতে রেজেষ্টরী করা হইয়া ১৯২১ ইংরেজী ২১শে আগষ্ট তারিখে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এই পর্য্যন্ত রীতিমত কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। এই ব্যাঙ্ককে এখনও অতি শিশুই বলিতে হইবে। সুতরাং ইহাকে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইলে এই জাতির সমবেত উৎসাহ, যত্ন, সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রয়োজন। ইহা আনন্দের সহিত বলিতে পারা যায় যে ব্যাঙ্কের সভ্যগণের হিতোপদেশ, চেষ্টা এবং শুভ-ইচ্ছায় ব্যাঙ্কের কার্য্য খুব দ্রুতভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

১৯২১ ইংরেজীর আগষ্ট মাসে ব্যাঙ্ক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও নানা কারণে ১৯২২ ইংরেজীর জানুয়ারী মাসের পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিয়াছিল না। ব্যাঙ্কের কার্য্য কিরূপ ভাবে উত্তরোত্তর উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে নিম্নের সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

১৯২১—২২ ইংরেজী।

সভ্য সংখ্যা—২৭ মূলধন—৫৯০৲, লাভ—২২৶৬।

১৯২২—২৩ ইংরেজী।

„ ৬২ „ ২৭৮২৶৬, „ ১৮৯৴৯।

১৯২৩—২৪ ইংরেজী।

„ ৯১ „ ৫১৩৬৸৵০, „ ২৮৪৴০।

১৯২৪—২৫ ইংরেজী।

„ ১১৭ „ ৬২৩৯৷৵৭ „ ৩২১৷৴৮।

উপরোক্ত হিসাবই ব্যাঙ্কের উন্নতির যথেষ্ট প্রমাণ। গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে সর্ব্বমোট ১১৭ জন সভ্য ছিলেন। তৎপর আরও সাতজন ব্যাঙ্কের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, এবং অদ্য তারিখ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের মোট সভ্য সংখ্যা ১২৪ জন।

গত বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যাঙ্কের পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান নাম "বৈশ্য-ব্রাহ্মণ আর্য্যাণ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড" করার সাব্যস্ত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের মাননীয় এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টার সাহেব মহোদয়ের সহিত অনেক লিখাপড়ার পর তার অনুমোদন আনয়ন করা হইয়াছে। কর্জ্জ টাকার সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৫৲ পনর টাকা করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু রীতিমত কিস্তি আদায় করিলে দিলে ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে Rebate বা সুদ ফেরৎ দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই Rebate বা সুদ ফেরৎ দেওয়ার প্রথা যে বিশেষ হিতকারী তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কেননা একদিকে যেমন তাহা দ্বারা কর্জ্জ গ্রহীতাগণের সুদের হার অনেক কমিয়া যায়, অন্যদিকে ব্যাঙ্কের কিস্তির টাকা রীতিমত আদায়ের পথ অনেকটা সুগম হয়। স্থায়ী বা এক বৎসরের জন্য আমানতের সুদ শতকরা বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা ও অস্থায়ী বা Savings Bank আমানতের সুদ শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে দেওয়া হইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু গত সাধারণ সভায় আরও স্থির হইয়াছে যে যদি কোনও ব্যক্তি তিন বৎসরের জন্য টাকা আমানত রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে শতকরা বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইবে। এই সহরের উপর আরও অনেক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে বটে, কিন্তু তাহাদের আমানত টাকার সুদের হার এই ব্যাঙ্কের সুদের হার অপেক্ষা অনেক কম।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কের Reserve Fund বা রক্ষিত তহবিল হইতে ৩৫।৯৭ পাইতে দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসরের ২৩৭৵৭ পাই রক্ষিত তহবিল ছিল, আলোচ্যবর্ষে আইন অনুযায়ী ১২২৵ রক্ষিত তহবিলে দিতে হইবে। ইহার অতিরিক্ত টাকা দেওয়া না দেওয়া ব্যাঙ্কের সভ্যগণের বিবেচনা সাপেক্ষ।

গত বৎসর পর্য্যন্ত Bad debt বা অনাদায়ী কর্জ্জ Fund এ ৬০৲ টাকা রাখা হইয়াছে। এই বৎসর আমরা তাহাতে আরও ৬০৲ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করিতেছি। Reserve fund বা রক্ষিত তহবিল এবং Bad debt বা অনাদায়ী কর্জ্জ Fund এর টাকার ব্যবহারের একটু পার্থক্য আছে। রক্ষিত তহবিল Registrar সাহেবের বিশেষ অনুমোদন নিয়া মাত্র ব্যাঙ্ক Dissolved বা উঠিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে কিছুতেই কোন কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু কোনও কর্জ্জ গ্রহীতা হইতে টাকা কিছুতেই উসুল করিতে পারা না গেলে Bad debt বা অনাদায়ী কর্জ্জ Fund এর টাকা হইতে Registrar সাহেবের অনুমোদন নিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কে মাসিক ১০৲ দশ টাকা বেতনে একজন স্থায়ী কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, তিনি Matriculation পরীক্ষা উত্তীর্ণ ও বিশেষ উৎসাহী লোক হন। গত ১লা মে হইতে তাহাকে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে বটে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ব্যাঙ্কের কার্য্যে অনেকটা দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। উৎসাহ ও যত্নের সহিত ব্যাঙ্কের কার্য্য শিক্ষালাভ করিতে থাকিলে যে, তিনি অচিরেই একজন

পাকা কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার বেতন কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য আমরা সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছি।

কার্য্যকরী সমিতির পুরাতন সভ্যগণের মধ্যে কার্য্যকাল তিন বৎসরের অধিক হওয়ায় Registrar সাহেবের অনুমোদন বিনা পুনরায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হওয়ার প্রতিবন্ধক থাকায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ পুনঃ নির্ব্বাচনে অসমর্থ হইয়াছেন।

(১) শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা। (২) শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। (৩) শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ সেনশর্ম্মা। তাঁহারা ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান উন্নতির প্রধান সহায় ছিলেন এবং ব্যাঙ্ক তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইতেই ব্যাঙ্কের জন্য নিজের ঘর, আসবাব ইত্যাদি ও ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর থাওয়ার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়ান কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। তজ্জন্য তিনি ব্যাঙ্কের সভ্যগণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ ও ব্যাঙ্ক তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ও শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়গণও এই ব্যাঙ্কের সাহায্য ও উন্নতিকল্পে তাঁহাদের যথাশক্তি নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্য হইতে না পারিলেও ব্যাঙ্ক কথনও তাঁহাদের সাহায্য উপদেশলাভে বঞ্চিত হইবে না। কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির পুরাতন সভ্যগণের মধ্যে মাত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুনরায় সভ্য হওয়ার অনুমোদন আনয়ন করায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য কার্য্যকরী সভায় তাঁহার অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত করা হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সমস্ত সভ্য বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়া সকলের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই বৎসরের লাভ বাবত ৩০১॥/৮ পাই ও গতবৎসরের অতিরিক্ত লাভ ১৩৯/৬ পাই সহ সর্ব্বমোট ৪০৫৸/২ পাই এই বৎসর বিতরণের জন্য আমাদের হাতে আছে। তাহা হইতে Reserve Fund বা রক্ষিত তহবিলে আইনতঃ ১২১৵০ আনা দিতে হইবে। তৎপর গত বৎসরের ন্যায় ৬।০ ছয় টাকা চারি আনা হারে Dividend বা লভ্যাংশ দেওয়া সাব্যস্ত হইলে তাহাতেও ১০০৷৶/৮ পাই লাগিবে। অবশিষ্ট ১৮২॥/৬ পাই বিতরণের জন্য থাকিবে। তন্মধ্যে হইতে অনাদায়ী কর্জ্জখাতে ৬০৲ ও জাতীয় উন্নতির জন্য ২৫৲ পঁচিশ টাকা দেওয়ার জন্য কার্য্যকরী সমিতি প্রস্তাব করিতেছেন। বাকী ১৭॥/৬ কিভাবে বিতরণ করা হইবে তাহা সভ্যগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। গত বৎসর বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির জন্য বিশেষতঃ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই জাতীয় আন্দোলনে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের সাহায্যার্থে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদকের হস্তে ১৮৲ আঠার টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

এই ব্যাঙ্কের Budget অতি সামান্য। একজন মাত্র কেরাণীর বেতন ও অল্পমাত্র বাজেখরচ।

ব্যাঙ্কের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি আমানত টাকার উপর অনেকটা নির্ভর করে। সেণ্ট্রালব্যাঙ্ক হইতে ১০॥০ সাড়ে দশটাকা হারে কর্জ্জ আনিয়া ১২॥০ সাড়ে বারটাকা হারে তাহা খাটাইলে কর্ম্মচারীর বেতন ও বাজে খরচ বাদ যাইয়া অতি অল্পমাত্র লাভ থাকে। বিশেষতঃ টাকার প্রয়োজন হইলে সকল সময়ে সেণ্ট্রালব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনানুরূপ টাকা পাওয়া যায় না। সুতরাং এই ব্যাঙ্কের হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই যাহাতে আমানত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহার দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। পরন্তু এই ব্যাঙ্কে আমানতের সুদের হার ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অনেক বেশী। এই ব্যাঙ্কের কার্য্যপরিচালন সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ও গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ বিশেষ সন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসরের অডিট মোট Balance sheet এবং Audit Statement উপস্থিত করা হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে চট্টগ্রাম অধিবাসী ও চট্টলপ্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণগণের সমবেত উৎসাহ ও উদ্যমের ফলে যে বৈদ্যব্রাহ্মণ আর্ব্বাণ কো-অপারেটিভব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইয়াছে ইহা শৈশব হইতে মাত্র কৈশরের দিকে অগ্রসর হইলেও ইহার সম্যক পরিপুষ্টি সাধনের জন্য স্বজাতিপ্রাণ মহাত্মাগণের সদয়, সহানুভূতি ও সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে অনায়াসেই এই ব্যাঙ্কের উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অভাবগ্রস্ত; উপায়হীন বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণের সাহায্যার্থ সমুদয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণ একত্রিত হইয়া কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যাঙ্ক সকলের অভাব অনটন দূরীকরণে সমপ্রাণতার ও স্বাবলম্বন ধর্ম্মশিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইবে। বিগত বৎসর এই ব্যাঙ্কের কল্যাণকামী পৃষ্ঠপোষকগণ যেরূপ সৎউৎসাহের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সমস্ত অটিলসমস্তা পূরণ করিয়া ব্যাঙ্কের নবজীবনী শক্তি প্রদানান্তর ব্যাঙ্কের সদস্য ও বৈদ্যব্রাহ্মণ সাধারণের প্রাণে আশার উজ্জ্বল বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিয়াছিলেন তদ্রূপ আগামী বর্ষেও কার্য্যে ব্রতী হইলে ব্যাঙ্কের উন্নতির মুকুল কালে অশেষ ফলপ্রসূ মহামহীরূপে পরিণত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে চাই আমাদের ধৈর্য্য, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সকলের সমবেত উদ্যম ও সর্ব্বোপরি আমাদের কর্ত্তব্য নিষ্ঠা।

অতএব স্বজাতিবৎসল সজ্জনমণ্ডলী, আপনারা সকলে এই ব্যাঙ্কের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও স্বজাতির কল্যাণ বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকিলে, অচিরাৎ নবীন উদ্যমে কার্য্যে অগ্রসর হইয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির মুখোজ্জ্বল করুন, আমাদের এই সাধু ইচ্ছায় ভগবানের শুভাশীষ বর্ষিত হউক, আমাদের সঙ্কল্প দৃঢ়তর হউক, সাধনা অধিকতর বলবতী হউক, ইহাই ভগবৎ চরণে প্রার্থনা।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৈদ্যমহোদয়গণের প্রতি নিবেদন।

আপনারা অবগত আছেন, পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যগণের মধ্যে শতকরা ৭০ জন ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা বৈশ্যাচার পালন করিতেছেন, তাঁহারাও অদূরভবিষ্যতে ব্রাহ্মণাচার পালন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে অনুপবীতী বৈদ্যপরিবার নাই, যদি কোন অনিবার্য্য কারণে কোন বৈদ্যের ব্রাত্যতা ঘটিয়া থাকে, তিনিও বিবাহের পূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাত্যতা পরিহার করেন। কোন বৈদ্য অনুপবীতী যবকে কন্যা সম্প্রদান করেন না; কোন বৈদ্যই অনুপনীতা-কন্যায় বিবাহ করেন না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্যদের সহিত পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যদের জাতীয়তার তুলনা হয় না। আপনাদের সমাজে এই জাতীয় জাগরণের যুগেও বহু বৈদ্য অনুপবীতী আছেন। যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বৈশ্যাচার পালন করিতেছেন। যে বৈশ্যাচার পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্যগণ স্বৈরাচার জানিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা আপনাদের কেহ কেহ কোন্ স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া আকড়াইয়া ধরিয়া আছেন জানি না।

যে শূদ্রাচার আপনাদের পারিপার্শ্বিক হীনজাতিরাও ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প, সে শূদ্রাচার আপনাদের দায়াদগণ ত্যাগ করিতে কালক্ষয় করিতেছেন কেন? জিজ্ঞাসা করি অনুপবীতী শূদ্রাচারী বৈদ্যগণ কোন যুক্তি তর্কমূলে বিশ্বপূজ্য দেবতাস্থানীয় বৈদ্যজাতির বংশধর বলিয়া আত্ম খ্যাপন করেন? কোন্ হেতুতে জাতিতে বৈদ্য লিখিয়া আত্মপ্রতারণা করেন জানিনা। যদি বলেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে আচার পালন করিয়াছেন, আমরাও সেই আচার পালন করিব। আপনারা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারিবেন কি? দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণ বৈশ্য শূদ্রাচার পালন করিয়াছিলেন? যদি ঘটনা বিপর্য্যয়ে নানা ঘাতপ্রতিঘাতে আপনাদের অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণ শূদ্রাচার প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন; আপনারা তাহা অশাস্ত্রীয় জানিয়াও কি তৎপরিত্যাগে তৎপর হইবেন না? পূর্ব্বপুরুষগণ কি নামান্তে সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত লিখিতেন? ম্লেচ্ছভাষা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন? বাষ্পীয়যানে চড়িয়া যথেচ্ছ আহারাদি করিতেন? না তাঁহারা জাতীয়গৌরব ত্যাগ করিয়া দাসত্ব জীবনের মধুময় ফলভোগ করিয়া ধন্য হইতেন? এইখানে ত পূর্ব্বপুরুষের দোহাই উঠে না। আপনাদের মধ্যে কোন কোন মহাত্মা ভৃত্যবাচক দন্ত্যসকারান্ত 'দাস' পদবীতে আত্মপরিচয় দিতে শ্লাঘানুভব করেন, নিজে 'দাস' হইতে পারেন, কিন্তু পিতা মাতার নামান্তে "দাস" "দাসী" লিখা বা তদুল্লেখে তাঁহাদের আত্মার প্রীত্যর্থে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করা এই জ্ঞানানুশীলনের যুগে শোভা পায় কি? হয়তঃ পূর্ব্বপুরুষগণ অন্যজাতির শাসনাধীন হইয়া ধর্ম্মের ও সমাজের বিপ্লবে পড়িয়া গ্রহাদির

অভাবে ও আলোচনার অভাবে বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে পারেন নাই, "দাস" যে শূদ্রজাতির পদবী হয়তঃ তাঁহারা অবধারণ করিতে পারেন নাই, আপনারা কি সেই অভাব অসুবিধা অনুভব করিতেছেন? আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে 'দাস' লিখিবার জন্য প্রতারিত হইলেও দাসের পর গুপ্ত সংযোগ করেন নাই। পূর্ব্বপুরুষের দোহাই এইখানে খাটে না কেন? যদি দুইজন আদি পিতার নাম একত্রে সংযোগ করিয়া আদি মাতাকেব্যভিচারিণী করিতে লজ্জা বোধ না হয়, তবে যাহা শাস্ত্রসিদ্ধপদবী তাহা গ্রহণ করিতে এত আশঙ্কা কেন? যদি পূর্ব্বপুরুষের আচরিত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, বৃত্তি, পরিচয়, সমস্তই ছাড়িতে পারি, তবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে পূর্ব্বপুরুষের দোহাই উঠে কেন? ইহা কি জুজুভয়? না আত্মম্ভরিতার প্রভাব? যদি জাতীয়বর্ণ প্রতিপাদক 'শর্ম্মা' পদবি নামান্তে উল্লেখ করাকে লেজুরী জুড়িয়া দেওয়া বলা যায়, তবে সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতির পর 'গুপ্ত' সংযোগকে কি লাঙ্গুল বলিবে? রায়, মজুমদার, চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিকে কি পুচ্ছ বলা হইবে? "শর্ম্মা" যে ব্রাহ্মণের বর্ণজ্ঞাপক পদবী তাহা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ মনীষিগণ অবগত আছেন। শাস্ত্রে আছে—

শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্র সংযুতম্।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

ব্রাহ্মণ শর্ম্মা, ক্ষত্রিয় বর্ম্মা, বৈশ্য গুপ্ত এবং শূদ্র দাস পদবী নামান্তে ব্যবহার করিবে। আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ কোন বৈদ্যই শর্ম্মা ত্যাগ করিয়া দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন না; কোন কোন বৈদ্য ঘটনা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া বৈশ্যাচার (পক্ষাশৌচ) পালন করিতে বাধ্য বা প্রতারিত হইলেও নামান্তে কেহই বৈশ্যবর্ণ প্রতিপাদক 'গুপ্ত' উপপদবী শতাব্দী পূর্ব্বে উল্লেখ করিতেন না। রিজলী সাহেবের সময়ে পারিপার্শ্বিক অপরাপর জাতি হইতেপৃথকত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্যদের পক্ষাশৌচ দেখিয়া বৈশ্যবর্ণাত্মক গুপ্ত, জাতিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, প্রতীচ্যশিক্ষাদীপ্ত কোন প্রখ্যাত নামাবৈদ্য নামান্তে গ্রহণ করেন। অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীবৈদ্যগণ ভাল, মন্দ, হিত, অহিত বিচার না করিয়া তদনুকরণে নামান্তে গুপ্ত লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহার প্রভাব এতই বৃদ্ধি পায় যে কোন কোন আত্মজ্ঞানহীন বৈদ্য নিজের কুলগত পদবী সেন, দাশ, প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কেবল গুপ্তান্ত নামে আত্মপরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণগোত্রীয় বৈদ্যগণেরই "গুপ্ত" কুলগত পদবী, তাঁহারা গুপ্ত লিখিবেন, অপর বৈদ্যগণ লিখেন কেন? এই 'গুপ্ত' উপপদবী প্রচলিত হইয়াছে যে এখনও শতাব্দীগত হয় নাই। সত্য কখনও গোপন থাকে না, ভস্মাবৃত অগ্নি যেমন সামান্য ইন্ধন প্রাপ্ত হইলে জ্বলিয়া উঠে, সত্যও সামান্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাবিত হইয়া পড়ে। এখনও পাঁচবৎসর গত হয় নাই, ব্রাহ্মণাচার গ্রহণের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যে বঙ্গের বহু বরেণ্য ও আত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠ মনীষি বৈদ্য শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে আত্মপরিচয় দিতেছেন এবং দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষা করিতেছেন। আর যাহারা নিজকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় জানিয়া

নিজের দাম্ভিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শূদ্রবর্ণাত্মক 'দাস' বৈশ্যবর্ণাত্মক 'গুপ্ত' নামান্তে সংযোগ করিয়া খচ্চরবর্ণীয় হইতে কামনা করেন, তাঁহারা তবর্ণীয় হইয়া থাকিতে ধর্মের ও শাস্ত্রের বাধা হইলেও বৈদ্যব্রাহ্মণদের কোন বাধা নাই। ভ্রষ্টাচারীদের মস্তিষ্কে শর্ম্মা পদবীর গুরুত্ব মহত্ত্ব প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে। শর্ম্মা পদবীতে আত্মপরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা, ভগবান মনুও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে করিয়াছেন। সুরগুরু বৃহস্পতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, মনুর অর্থের বিপরীত স্মৃতি গ্রহণীয় নহে। মহামতি রঘুনন্দনও ব্যবস্থা দিয়াছেন, বর্ণজ্ঞাপক পদবী উল্লেখ ব্যতীত দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে তাহা পণ্ড হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে যে ভাবে পদবী পরিবর্ত্তনের লুকোচুরী আরম্ভ হইয়াছে, যেভাবে অম্বষ্ঠজাতির মধ্যে সেন, দাস, দত্ত প্রভৃতি পদবীর সংযোগ হইতেছে, তদবস্থায় আদিপুরুষের নাম মাত্র পদবী রূপে গ্রহণ করিল এবং রায়, মজুমদার, কানুনগোয় প্রভৃতি নবাবদত্ত উপাধিতে আত্মপরিচয় দিতে থাকিলে, তাঁহারা ছত্রিশজাতির মধ্যে কোন্ জাতির অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যে জগৎপূজ্য বিদ্বানজাতির বংশধর তাহাও সূচিত হয় না। অপর জাতির কুহকে পড়িয়া ব্রাহ্মণবর্ণাত্মক 'শর্ম্মা' নামান্তে উল্লেখ না করিলে আত্মপ্রতারণা করা হয়। তাঁহারা যে মুখ্যব্রাহ্মণের বংশধর তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। আত্মপ্রতারণা মহাপাপ, তাহার পরিণাম রৌরব নরক। যাঁহারা নিজকে অতিকায় হস্তী মনে করিয়া সংস্কার গ্রহণে কিম্বা বর্ণপ্রতিপাদক সংজ্ঞা পদবীরূপে নামান্তে ধারণ করার পরিপন্থী হইয়াছেন, সেই অতিকায় হস্তীকে ক্ষুদ্র মাহুত অঙ্কুশ প্রয়োগে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। সিংহশাবকের নিকট অতিকায় হস্তী নিয়ত বিদীর্ণশির হয়। তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত হস্তী অতিকায় হইলেও চতুষ্পদজন্তু ব্যতীত অপর কিছুই নহে। নীতিকার চাণক্য বলিয়াছেন:—

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পশুদিগের ও মানবদিগের সমান। তন্মধ্যে ধর্ম্মই একমাত্র বিশেষ, ধর্ম্মহীন মানবেরা পশুর সমান। যাহার বিধিসঙ্গত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, অনুষ্ঠান নাই, তাহাকে নীতিকারগণ পশুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও আচারহীন পশুভাবাপন্নদের সহিত আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ও আচারনিষ্ঠদের কোনরূপ তুলনা হইতে পারে না। পশুরা পশুধর্ম্ম রক্ষা করিবে, মানবেরা বর্ণগত সংজ্ঞাও ধর্ম্ম পালন করিবেন ইহাই সনাতন নিয়ম।

উচ্চকণ্ঠে স্বীতবক্ষে গর্ব্বিতবাক্যে মহাকায় হস্তীর সহিত তুলনা করিয়া যিনি বলিতে চাহেন, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ কোন্ বৈদ্যই কিরিঙ্গিবাজারের ফতোয়া মানিয়া লইবে না। তাঁহার জানা উচিত তাঁহার গুরুর স্বামীর, দেশবরেণ্য, সমাজবরেণ্য শত শত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী মহামনীষি বৈদ্যগণ শাস্ত্রাদেশ নতশীর্ষে মানিয়া ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়াছেন, শত

শত বৈদ্যকুলপতি শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। বহুশত আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশ দিবসে ব্রাহ্মণাচারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এইরূপ মিথ্যা উক্তি কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যে ব্যক্ত করিতে পারেন এই ধারণা আমাদের ছিল না। এখন দেখিতেছি মানের দায়ে অতিকায় হস্তীরূপীরা না করিতে পারে এমন কোন কর্ম্মই নাই। এই অতিকায়ের দল সংস্কারভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারী হইয়া কোন শাস্ত্রের অনুবলে বৈদ্য বলিয়া আত্মখ্যাপন করিতে চাহেন, তাহা প্রকাশ করিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত।

শূদ্রাচারীকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলে তাহারা রাগোন্মত্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু এক বার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি তাঁহারা কোন বর্ণের অন্তর্গত? কোন এক বৈদ্যকুলাঙ্গার হাওড়ার নাপিতদের সভার কার্য্যবিবরণীর স্থানে স্থানে দাগ দিয়া পাঠাইয়াছেন যে নাপিতগণ সংজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া 'বৈদ্য'সংজ্ঞায় আত্মপরিচয় দেওয়ার জন্য সভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বপূজ্য দেবতাস্থানীয় বৈদ্যব্রাহ্মণদের কি ক্ষতি হইতে পারে? ধর্ম্মচরণবৈদ্য, ধনঞ্জয়বৈদ্য মনির আহামদবৈদ্য নামে বহু খণ্ডিকী চিকিৎসক আত্ম পরিচয় দিতে দেখা যায়, এই সমুদয় অস্পৃশ্যজাতির সহিত এবং নাপিতদের সহিত স্বজাতিত্ব ভজনা করার উদ্দেশ্যে যাহারা নিজকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় প্রতিপাদন করাকে এবং ব্রাহ্মণবর্ণাত্মক শর্ম্মা সংযোগে আত্মপরিচয় দেওয়াকে অগৌরবের কার্য্য মনে করেন, তাঁহারা অতঃপর উপরি উক্ত বৈদ্য সংজ্ঞাধারীদের স্বজাতি বলিয়া আত্মগৌরব অনুভব করিতে পারিবেন। এবং অপরাপর জাতিরা যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যত্বের দাবী করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাচারী হইতেছে, তাহাদের পদতলে স্থান লাভ করিয়া নিজ নিজ কৌলীন্যের স্পর্দ্ধা করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। ইহাকেই বলে আপনার মুণ্ড কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ। ইহাকেই বলে আপনি মরিয়া জ্ঞাতিকে অশুচি করা। অতিকায়বাবু মহাভারতের "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণীয় হইলেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহার উচিত ছিল, সেই মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের ২৭ অধ্যায়ের "অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ বচনটী" পাঠ করা। তাঁহার অজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে "হাতি ঘোড়া হল তল ভেড়ায় বলে কত জল" এই প্রবাদ বাক্যটী মনে পড়ে। বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অন্তরালে থাকিয়া আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেও অতিকায় বিধার লোক লোচনের বহির্ভূত হইতে পারেন নাই। তিনি কি বারিধির বর্ণিত অস্পৃশ্য জাতিতে আত্মগোপন করিতে লালাইত? এ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোন বৈদ্যই জাতীয়গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজের আত্মম্ভরিতা বিকাশ করার জন্য লিখনী ধারণ করেন নাই। কোন আত্মজ্ঞান নিষ্ঠ বৈদ্য নিজের জাতীয়তাকে বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য জাতীয়সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। তদবস্থায় যাহারা জাতীয়গৌরব ক্ষুণ্ণ করার জন্য এতই ব্যস্ত, বাস্তবিক তাহারা কি বৈদ্যবংশধর নহে? তাহারা কি তাহাদের জন্মপূততায় সন্দেহ করে? যে, চট্টল বৈদ্যসমাজে, মহাকবি ৺নবীনচন্দ্র, হাইকোর্টের উকিল ৺অখিলচন্দ্র, স্বদেশভক্ত তারাচরণ, সুনামধন্য

চন্দ্রকুমার সি, আই, ই, শরতচন্দ্র, কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র, প্রভৃতির জন্ম। চির উপেক্ষিত চট্টল—বৈদ্যসমাজে অসাধ্য সাধন করিয়া সমগ্র বঙ্গীয়—বৈদ্যব্রাহ্মণদের প্রাণে যে চট্টলবৈদ্য জাত্যাত্মকজ্ঞানের অনুভূতি আনিয়াছেন, সেই চট্টলবৈদ্যসমাজে বিভীষণের জন্ম হইতে পারে, এই ধারণা আমাদের পূর্ব্বে ছিল না। চট্টলবৈদ্য ব্যতীত অপর কোন সমাজের বৈদ্য শাস্ত্রাদেশকে ফতোয়া, শাস্ত্রোপদেষ্টাকে পয়গম্বর লিখিতে পারে না। চট্টগ্রাম মগ্ মুসলমানের দেশ বলিয়া যে প্রবাদ ছিল, ইহা কি তাহারই নিদর্শন? যেভাবে চট্টলবৈদ্যগণ জাতীয় জীবনগঠনের জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, যেভাবে জাতীয়সংস্কার গ্রহণ করিয়া জাতীয় আচার প্রতিপালন করিতেছেন, আমাদের ধারণা ছিল চট্টগ্রাম কালে বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির তীর্থ স্থান হইবে। কিন্তু ফতোয়া জারীর উক্তিতে সেই ধারণা আমাদের তিরোহিত হইতে চলিল।

যাহাদের বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির কুলপঞ্জিকা ও ইতিবৃত্ত দেখার সৌভাগ্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, নিজে বৈদ্য কি কায়স্থ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা নাই, তাদৃশ ব্যক্তিরা যে কায়স্থকুল পঞ্জিকাকে বেদবাক্য মনে করিবে এবং দিনাজপুরের রাজা যজনব্রাহ্মণগণেশকে কায়স্থ বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা পাইবে বিচিত্র কি? যে জাতি মহারাজ আদিশূর, মহারাজ বল্লাল, মহারাজ লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি বৈদ্যমহারাজগণকে এবং চক্রপাণিদত্ত, বিজয়রক্ষিত, শীলরক্ষিত, শ্রীকণ্ঠনন্দী, সন্ধ্যাকর নন্দী, মুকুন্দ দত্ত, মাধব কর, ব্যাপীধর প্রভৃতি বৈদ্যমহারথীকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার জন্ম বিবিধ জাল বচন, জাল তাম্রফলক ও প্রস্তর ফলকের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই জাতির কুলগ্রন্থকে বেদবৎ মান্ত যাহারা করিতে পারে, তাহাদের দেহে বৈদ্যের রক্ত আছে কিনা বৈদ্যমনীষিগণ সিদ্ধান্ত করিবেন।

চট্টলবৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে এমন কোন বৈদ্যসভ্য নাই, যাহার পিতৃকুলের মাতৃকুলের গোত্র প্রবরের সমন্বয় করিতে যাইয়া সঙ্কটে পড়িবে। সাহস থাকেত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে বিচার কর, আত্মগোপন করিয়া অন্তরালে থাকিলে কি লাভ হইবে। চট্টলবৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সভ্যদের মধ্যে বহুব্যক্তি অতিকায়বাবুর গুরুস্থানীয় আছেন। যাঁহারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী অতিকায়ের সংসর্গ কখনও করিবেন না।

"উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমেদিগ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ
ন চলতি খলুবাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥"

সজ্জনদের বাক্য কখনও বিচলিত হয় না।

অতিকায়দের মনে রাখা উচিত খদ্যোতালোকে চন্দ্রকিরণ ম্লান হয় না। শৃগাল কুকুরের ন্যায় পাদমূলে দংশন করিয়া বিশ্বপূজ্য এই মহিয়সী জাতিকে নিগ্রহ করিতে পারিবে কি? কবির বাণী স্মরণ কর:—

প্রাবৃপাদয়ো পতন্তি খাদন্তি পৃষ্টমাংসং।
কর্ণে কিমপি কলং করোতি শনৈর্বিচিত্রম্॥
ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ।
সর্ব্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি॥

মশকের ন্যায় খল চরিত্র, বিকাশ করিলে কি হইবে? চালুনী বহিচুর্জনা হইয়া লাভ কি? লোক না হাসাইয়া এবং পারিপার্শ্বিক জাতিদের নিকট জগদ্বন্দ্যজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা না করিয়া ক্ষমতা থাকে প্রকাশ্য সভায় শাস্ত্রীয় বিচারে তৎপর হও। সাদরে বিচারার্থ আহ্বান করিতেছি। এমন কোন ব্যক্তি ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতিকে অব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। যাঁহাকে ফিরিঙ্গিবাজারের নরদেবতা উল্লেখ করিয়াছ; তিনি বাস্তবিকই নরদেবতা। শত শত অপদেবতা একত্র হইয়াও এই নরদেবতাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। আবহমানকাল দেবাসুরের যুদ্ধ চলিয়াছে, কিন্তু কোন কালেও অসুরের প্রভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। এই ভারতবর্ষে বহুবার আর্য্য অনার্য্যের সংগ্রাম হইয়াছে, কিন্তু অনার্য্যগণ আর্য্যদের পদপ্রান্তে স্থানলাভ করিয়াই মুক্ত হইয়াছে। যাহাকে পয়গম্বর বলিয়াছ, পয়গম্বর যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া একটি অনাচারী জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা যে তোমাদের প্রাণে জাগিয়াছে, তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। পয়গম্বর বহু দৈত্য দানবের প্রাণে জাতীয়তা ও ধর্ম্মের বাণ ডাকাইয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপী এই নরদেবতা তোমাদের মত অসুরদিগের প্রাণে জাতীয়তার মহামন্ত্রের বীজ বপন করিবেন। নরদেবতার শক্তিমত্তার ও গুণের পরিচয় শূদ্রাচারী আচারভ্রষ্ট কুলাঙ্গারগণ কি করিয়া বুঝিবে? কবি বলিয়াছেন:—

গুণীগুণংবেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ, বলীবলং বেত্তি ন বেত্তি নির্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ, করীচ সিংহস্য গুণং ন মূষিকঃ॥

ভ্রষ্টাচারী জারজদের অভিনয়কারীদের প্রাণে কি করিয়া একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করার মহত্ত্ব অনুভব হইবে! কি করিয়া দেবতাস্থানীয় জাতির বংশধর বলিয়া নিজকে ধারণা করিতে পারিবে? কি করিয়া ব্রাহ্মণের পদবী "শর্ম্মার" অভিরুচি হইবে!! কি করিয়া পিতা মাতাকে ভৃত্যবাচক দাস দাসী উল্লেখ না করিয়া দেবদেবী উল্লেখ করার কামনা জাগিবে! মহেন্দ্রবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্রী নিয়া ব্যভিচারী হইতে পারেন নাই, তিনি এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, বহু জাতিতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া সত্যপথে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রালোচনা কর, তখন বুঝিতে পারিবে তাঁহার স্থান, তোমার স্থান কত পার্থক্য হইয়াছে। নরদেবতার সম্মান প্রতিপত্তি দেখিয়া যে তোমাদের গাত্র-দাহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিয়াছি, এতকাল কলিকাতায় থাকিয়াও যে, রাঢ়ীয় বৈদ্যশাখাভিমানীগণের নিকট দাস-

হইতে পার নাই? তাহা কি তোমাদের ভ্রষ্টাচারিতারই ফল নহে। আচারবান্ হও তোমরাও ঐরূপ সম্মান পাইবে, তোমাদের গাত্রদাহ উপশমিত হইবে।

বৈদ্যবন্ধুগণ! কি ভাবে পাঁজির সাহায্যে আপনাদিগকে ভ্রষ্টাচারী রাখিবার অপর এক নূতন জাল পাতন হইয়াছে দেখুন। বহুকাল হইতে নূতনপঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়া ধর্মকর্মের সুবিধা করিয়াছে। কোন পঞ্জিকাকারই উপনয়নের দিন নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত যাহারা সংস্কারভ্রষ্ট তাহাদের পুনঃ সংস্কার গ্রহণ হইতে পারে না এইরূপ ব্যবস্থা দেন নাই। পাঁজীকারের ব্যবস্থা কে শুনিবে? যে বারেন্দ্র শ্রেণীর আড়াই শত ব্রাহ্মণকে মহারাজবল্লাল অনাচারী দেখিয়া বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন, সেই বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের এই কার্য্য। ইহাতে কি ভবী ভুলিবে? এই মূর্খ পাঁজীকারের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় তিনিও একজন গুলিখোরের আড্ডার লোক। তাহার জানা উচিত এইক্ষণও দেড়শত বৎসর গত হয় নাই, রাজারাজবল্লভ যে ভারত বর্ষের নানা প্রদেশ হইতে অশেষশাস্ত্রজ্ঞ ৬০৬ জন যজনব্রাহ্মণপণ্ডিত আনিয়া ব্যবস্থা নিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্যবস্থাখানি বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি নামক গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় অধ্যাহার করা হইয়াছে। রাজারাজবল্লভ যখন দশলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দেশের কৃতবিদ্য মনীষিগণ হইতে ব্যবস্থা নিয়াছিলেন, তখন রাজার ঊর্দ্ধতন বংশধরগণ প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পর্য্যন্ত অনুপবীতী ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণের সময় হইতে বঙ্গীয়-বৈদ্যগণই যে যে শূদ্রাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা "বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি" পাঠে জানা যাইবে। একশত বৎসরে চারিপুরুষ হইলেও ১৬ কি ২০ পুরুষ পর রাজারাজবল্লভ উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? যে ব্যবস্থার অনুবলে বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণজাতি ব্রাত্যতা পরিহার করিয়া আসিতেছেন, সে ব্যবস্থার নিকট পাঁজীকারের ব্যবস্থার মূল্য কতটুকু সুধীগণ বিচার করিবেন। ইহাতে কি মনে হয় না?

অগাধ জল সঞ্চারী বিকারো ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফড়্‌ফড়ায়তে॥

গত দেড়শতাব্দী হইতে বঙ্গীয়-ব্রাত্যবৈদ্যব্রাহ্মণগণ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তখন এই পাঁজীকার কোথায় ছিলেন, বাঙ্গালার যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, তাদৃশ পণ্ডিতদের একাদশখানি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যপরিচয় নামক গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। কতিপয় ক্রূরমতি যজনব্রাহ্মণ দ্বারা কি বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের সংস্কারের গতিরোধ সম্ভব হইবে? এমন কোন ব্যক্তি আছেন ৬০৬ জন মহামান্য পণ্ডিত যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিতে পারেন? অনুপবীতী বৈদ্য মহোদয়গণ আপনারা এই ক্রূরমতিগণের ক্রূরতায় ভুলিবেন না, তাহাদের ন্যায় কতিপয় ক্রূরমতির ক্রূরতায় আজ আপনারা শূদ্রাচারী, আপনারা কালক্ষয় না করিয়া উপবীত গ্রহণ করুন। ব্রাত্যের কন্ত কালাকালের আবশ্যকতা যে নাই তাহা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা উপযুক্ত কালের ও দিনের অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁহারা আগামী বৈশাখের ২।১০।৩০। জ্যৈষ্ঠ ৪, আষাঢ় ৩০ চৈত্রের ৩০ তারিখে

৫৯

উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন। এই ব্যবস্থা চট্টগ্রামের জন্ত যে সারস্বতপঞ্জিকা ছাপা হইয়াছে তাহাতেই উল্লেখ রহিয়াছে। সারস্বত পঞ্জিকায় উপনয়নের দিন দেখুন।

আপনারা আজি কালি করিয়া আর কালক্ষয় করিবেন না। যেভাবে জাতীয়জীবন গঠনের সাড়া পড়িয়াছে, তদবস্থায় আপনারা অনুপবীতী থাকিলে জাতীয়সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবেন না, " একীকরণের ও একতা সংস্থাপনের মহাকল্যাণকর সুফল লাভ করিতে পারিবেন না। এই যে কন্যাদায়রূপী ভীষণরাক্ষস মুখ ব্যাদন করিয়া আছে, একীকরণ ব্যতীত তাহার বিনাশ হইবে না। আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ উপবীতী বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কখনও অনুপবীতীর সহিত কন্যা আদান প্রদান করিবেন না। পশ্চিম-বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণেরা কখনও পূর্ব্ববঙ্গীয় অনুপবীতীদের সহিত সংসর্গ করিবেন না। ভগবান মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন "ব্রাত্যদের" অন্নভোজন করিবে না ব্রাত্যের সহিত যৌন সম্বন্ধ করিবে না, যাঁহারা শাস্ত্রের আদেশ প্রতিপালন প্রয়াসী ধর্ম্মভীরু তাঁহারা কখনও ভ্রষ্টাচারীদের সহিত সম্মিলিত হইবে না। তাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, "আপনারা কৌলীন্যাভিমান ত্যাগ করিয়া জাতীয় আচার গ্রহণ করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষা করুন! আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ যে গুণে কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপনারা তাঁহা দর পদানুসরণ করুন! কৌলীন্যের লক্ষণে আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ বিধান করিয়া গিয়াছেন :—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণম্॥

এই নববিধ লক্ষণের সহিত বংশমর্য্যাদা যাঁহার রহিয়াছে তিনিই কুলীন। কু তে লীন হইলে আর চলিবে না!! অনাচারী, কদাচারী, আত্মাত্মক জ্ঞানহীন, ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তি কুলীন হইতে পারে না।

বৈদ্যবন্ধুগণ! আপনারাই সমাজযন্ত্রের পরিচালক, আপনারা যদি সমাজকে উন্নতির দিকে নিতে চাহেন, সমাজ নিশ্চয়ই সমুন্নত হইয়া উঠিবে। পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে আমাদিগকে বাঙ্গাল বৈদ্য বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে তাহার একমাত্র কারণ আমাদের উপবীত হীনতা। শিক্ষায় জ্ঞানে আপনারা কোন অংশেই পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণদের চেয়ে হীন নহেন। "একো হি দোষো গুণরাশিনাশী" এক উপবীত হীনতাই সমস্ত গুণরাশিকে নাশ করিয়াছে। আপনারা সকলেই ধীমান্ সকলেই আত্ম নিষ্ঠ, সকলেই জাতীয়গৌরবকামী, সুতরাং আপনারা আগামী উপনয়নের বিশুদ্ধদিনে সামান্য ব্যয়ে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া অথবা গঙ্গাস্নান করিয়া উপনীত হউন্। নীতিকার স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

আরভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ।
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ॥
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ।
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি॥

বিঘ্ন হইবে ভয়ে কোন শুভকার্য্য যাঁহারা আরম্ভ করেন না তাঁহারা নীচব্যক্তি, আরব্ধ কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিলে যাঁহারা বিরত হন্ তাঁহারা মধ্যমব্যক্তি, আরব্ধকার্য্য বিঘ্নদ্বারা পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইতে থাকিলেও যাঁহারা ত্যাগ করেন না, তাঁহারাই উত্তম ব্যক্তি। সুতরাং নীচব্যক্তির নীতি অবলম্বন করিয়া সংস্কারকার্য্যে উদাসীন থাকা কি বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির পক্ষে গৌরবকর? যাঁহারা অনেক দিনের পরিত্যক্ত সংস্কার পুনঃ গ্রহণ করিলে অমঙ্গল হইবে আশঙ্কা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উপায় শিক্ষা করিলে অথবা সন্তানকে পরমব্রহ্মের চরণে সমর্পণ করিলে অমঙ্গল হয়, তবে মঙ্গল কিসে সাধিত হইবে? কত শত শত অত্যাচার অনাচার অম্লানভাবে আলিঙ্গন করিতেছেন, তাহাতে অশুভ হওয়ার আশঙ্কা বিন্দুমাত্রও করিতেছেন না। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পক্ষে যাহা একমাত্র উপায় তাহাতে অশুভ হওয়ার আপত্তি কি হাস্যকর নহে? আশা করি আর কালক্ষয় না করিয়া উপবীত গ্রহণে জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

বিনীত

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা, ত্রিবেদী, বরিশাল।

বিক্রমপুর বৈদ্য-সম্মিলনীর চতুর্বিংশতি অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মা, বিদ্যাভূষণ।)

সিদ্ধিদাতা ভগবান্ আমাদের এই শুভ-সম্মিলন সর্ব্ববিষয়ে সফল করুন।

স্বাগতম্! আজ আমি আমাদের এই দীন দরিদ্র পল্লীর বৈদ্যঅধিবাসিগণের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে এই দরিদ্রপল্লীর নিভৃত নিকেতনে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। দীন আমরা! ক্ষুদ্র আমরা! জীর্ণকুটীরবাসী আমরা আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিবার মত কিছুই আমাদের নাই।

থাকিবার মধ্যে আছে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রাণের পবিত্র অকৃত্রিম সাদর অভিনন্দন-বাণী, আমরা আপনাদিগকে ভক্তি-বিনম্র-কণ্ঠে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত আবেগ ব্যাকুলস্বরে আবার বলিতেছি স্বাগতম্।

গুরুজন যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা আমাদের বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, সমবয়স্ক যাঁহারা তাঁহারা আমাদের প্রীতি-নমস্কার ও প্রাণভরা আলিঙ্গন নিন্, আর তরুণ যাঁহারা তাঁহারা শরতের শুভ্র শেফালীর মত শুভ্র আশীর্ব্বাদ-পুষ্প শিরে গ্রহণ করিয়া

আমাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করুন। আমরা জানি আপনারা কর্ম্মী, স্বজাতিবৎসল, মহাজ্ঞানী তাই সাহস করিয়া বলিতেছি, স্বাগতম্! স্বাগতম্!

এই প্রসঙ্গে ভারতগৌরব, দেশনেতা দেশবন্ধু মহাকর্ম্মী বিক্রমপুরের প্রিয়সন্তান তেলির বাগের প্রসিদ্ধ দাশবংশীয়দের গৌরবোজ্জ্বল কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষ চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে শোক-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে আন্তরিক শোকবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি সকলেই এই শোক ব্যথায় সম-বেদনা প্রকাশ করিবেন। বৈদ্যসমাজের যে রত্ন যে হৈমশৃঙ্গ হিমালয়ের তুষার বক্ষে বিলীন হইল কে জানে কবে কোন্ শুভযুগে আবার এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে।

মূলচর ক্ষুদ্রগ্রাম। ক্ষুদ্র বলিলেই সব কথা বলা হইল বলিয়া মনে হয় না। গ্রামখানি ক্ষুদ্র এবং নগণ্যও বটে। জন সংখ্যা দুইহাজারেরও অনেক কম। প্রাচীন ইতিহাসেরও গৌরব করিবার মত কিছুই নাই। প্রাচীন দলিলপত্র খুঁজিয়া দেখিয়াছি, চারিশত বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন প্রামাণিক কিছুই নাই। গ্রামখানির নাম মূলচর। গ্রামের নামের উৎপত্তির ইতিহাস স্বাভাবিকভাবে 'চর' সংযুক্ত বলিয়া ইহাকে অতি আদিকালের চরাভূমি বলিয়া মনে হয়, মনে হয় প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ বা মেঘনার বুকের উৎক্ষিপ্ত চরাভূমিই সময়ে আসলি জমির সহিত সম্মিলিত হইয়া এই নাম ধারণ করিয়াছে। মূলচরের সংশ্লিষ্ট দক্ষিণদিকের গ্রামের নাম কান্ধারবাড়ী, সংস্কৃত স্কন্ধ শব্দ হইতে কাঁধ কাঁধা, কান্দা ইত্যাদি নাম হইয়াছে। যেমন সোনাকান্দা, দক্ষিণকান্দা ইত্যাদি, সাধারণতঃ চরাজমির এইরূপ নামাকরণ হইয়া থাকে, সেইদিক্ দিয়াও মূলচরের স্কন্ধ বিশিষ্ট কান্ধা কান্ধারবাড়ী নামে পরিচিত। সম্মুখে নদীর পরপারে যে বিস্তৃত চর দেখিতেছেন, সে সমুদয়ই মেঘনার গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, এবং এদিকে পদ্মসাগাঁ নামক গ্রামটিই ছিল, মেঘনানদ বা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এবিষয়ে ইতিহাসের অনেক কথা আছে; সে বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্ত ধৌত করিয়া যে কলনাদিনী তরঙ্গিনী উত্তরবাহিনী হইয়া বহিয়া চলিয়াছেন। প্রাচীন মানচিত্রে যেমন ডি, ব্যারোস্, রেণেল এমন কি বর্ত্তমান সেটেলমেণ্ট জরিপের ম্যাপেও এই নদী Old bed of Brahmaputra নামে পরিচিত। প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের খাত নামে পরিচিত নদীর সম্বন্ধে এ সাধারণ কাহিনীটুকু অনেকে জানেন না, তাই কেহ স্বীয় কল্পনা বলে নাম দেন রজতরেখা, কেহ বলেন মূলচরের গাঙ, কেহ বলেন সেরেজাবাজের নদী, কেহ বলেন রাজাবাড়ীর নদী, কোন একটা বিশেষ নামে এ নদী পরিচিত নহে।

তারপর মূলচর চর বলিয়া ইহা যে খুবই আধুনিক তাহা নহে। কারণ মৃত্তিকাস্তরের মধ্যে বালুকাস্তর খুব কাছাকাছি নাই,—সে হিসাবেও ইহার বয়স সাত আটশত বৎসরের কম বলিয়া মনে করি না। একবার সে প্রায় পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে "ডাক্তার বাড়ী" নামে পরিচিত এক বাড়ীর পুষ্করিণী খনন করিতে একটী সূর্য্যমূর্ত্তি, নৌকার ভগ্নাংশ ও একটী লোহার শিকল পাওয়া গিয়াছিল, কাজেই মূলচর গ্রামটি যে নদীর বক্ষোলিপ্তা তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

এতদ্ব্যতীত একটী ক্ষুদ্র ভগ্ন উমামহেশ্বর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছিল, এসব দিক্ দিয়া বিচার করিয়াই ইহার বয়স সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছি।

এ গ্রামে বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, নাপিত, ভূঁইমালী, বারুজীবি, জোল, কৈবর্ত্ত, গোয়ালা সমুদয় জাতিরই বাস আছে। বৈদ্যজাতিই এ গ্রামের আদিম অধিবাসী এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা সেনবংশীয়েরাই মূলচর গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। চারিশত বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে পারে বেণেবহ গ্রাম হইতে সেনবংশীয় মাধবের সন্তান। ইঁহারা এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাহার পূর্ব্বে এখানে বনজঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। প্রথমে আসিয়া তাঁহারা যে বাড়ী নির্ম্মাণ করেন, সেখানে নৌকা রাখিবার জন্য পুকুর কাটান, বাড়ী নিরাপদ রাখিবার জন্য পরিখা খনন করেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের আদি বাসস্থান পুরাণবাড়ী। নাওয়াঘাটার পুকুর, বৃহৎ বৃহৎ দীঘি পুষ্করিণী আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া বাঁচিয়া আছে। এই সেনবংশীয়েরা বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার সময় গুরু, পুরোহিত, শিকদার, ধোপা, নাপিত এই পঞ্চবৃত্তা অর্থাৎ বৃত্তিভোগী সহ এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

পুরাতন বা পুরাণবাড়ীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায়, মুন্সীবাড়ী বা দক্ষিণের বাড়ী, মধ্যের বাড়ী ও নয়াবাড়ী এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে থাকেন। মাধ্যর বাড়ীর অধিবাসীরা আজ দেশ ছাড়িয়া গিয়াছেন। প্রথম বসতি নির্ম্মাণের পর প্রায় এক শত বৎসর কাল এক বাড়ীতেই সকলে বাস করেন, পরে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী নির্ম্মিত হয়। নয়াবাড়ী নির্ম্মাণ করেন স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ সেন মহাশয়। তিনি সকলের আগে ঠাকুর ঘর নির্ম্মাণ করেন। সেকালের প্রাচীন কর্ত্তারা তাহাই করিতেন। আজও সেই ঝিকুটি ঘরটি বাঁচিয়া আছে। তাহার মাথায় অশ্বত্থের চূড়া পত্রপল্লবে শোভা পাইতেছে। পাতলা লাল ইটে গড়া সেকালের মজবুত গাঁথুনি সংযুক্ত গৃহটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বুকে লইয়া তিনশত বৎসর পূর্ব্বের স্থাপত্য গৌরবের পরিচয় দিতেছে।

সে দিনও এই 'নয়াবাড়ীর' একটি পুরাতন পুষ্করিণী খনন করিতে একটী প্রশস্ত প্রাচীন মার্বেল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মঠবাড়ী, শিব বাড়ী প্রভৃতি দেবায়তন ও দেবমন্দির ছিল, আজ তাহা কালের বুকে কোথায় মিলাইয়াছে।

সেন বংশীয়েরা মজুমদার নামে খ্যাত। এই বংশের রামকান্ত মজুমদার—মহারাজা রাজবল্লভের সমসাময়িক। রাজা রাজবল্লভের পুত্রের বিবাহোপলক্ষে রামকান্ত মজুমদার বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে দেশবিদেশের সমাগত কুলীনগণ দণ্ডায়মান হইয়া সেন মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিলে, রাজবল্লভ জিজ্ঞাসা করেন ইঁহাকে আপনারা এইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন কেন? তখন কুলীনগণ বলিলেন "ইনি মূলচরের রামকান্ত মজুমদার। ইঁহার কন্যার বিবাহোপলক্ষে আমাদিগকে যেরূপ সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেরূপ সম্মান ও মর্য্যাদা দান আপনার পক্ষেও গৌরবের বিষয়। মহারাজা সসম্মানে মজুমদার মহাশয়কে উচ্চাসন প্রদান করিলেন।

একবার মহারাজা রাজবল্লভ কার্য্যোপলক্ষে ঢাকা যাইতেছেন, কান্দার বাড়ীর নিকটে আসিয়া রাত্রি হইল, মজুমদার মহাশয় তথায় যাইয়া উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা করিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিতে বলিলে রাজা বলিলেন মজুমদার মহাশয়! অপরের জমিতে অন্নাহার করি না। তারপর হাস্য করিয়া বলিলেন "যদি আপনি সেরূপ ব্যবস্থা করেন তবে আমি মজুমদারের অন্ন গ্রহণ করিব।" অবশ্যই মজুমদার মহাশয়, রাজা রাজবল্লভকে তৎক্ষণাৎ কান্দারবাড়ী মৌজাটি দানপত্র লিখিয়া দিলেন। অদ্যাবধি উহা তালুক রাজা রাজবল্লভ নামে পরিচিত। ইহাদের প্রাচীন ইতিকথা এমনই গৌরবান্বিত ছিল।

চারিঘর সেন বংশীয়েরা ব্যতীত এ গ্রামের অন্যান্য বৈদ্যসন্তান সকলেই নবাগত! এমন কি পঞ্চাশবৎসর হয় নাই, বর্ষগণনায় ববং তাহা অপেক্ষাও অনেক কম হইবে। এক সময়ে ইঁহারা গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, ইঁহাদের ধনবল, জনবল, এবং অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এবং সর্ব্বত্র সম্মান ও খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। ভূঁইয়া বলিয়া ইহাদের নাম ডাক এখনও ইঁহারা ভূঁইয়া নামে পরিচিত। তালুক রামগঙ্গা রামচরণ সেন, তালুক প্রাণকৃষ্ণ সেন, তালুক মৃত্যুঞ্জয় সেন, বুড়ামজুমদার তালুক ইত্যাদি ইঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মৃতির পরিচয় দিতেছে।

নবাগত বৈদ্যগণের মধ্যে স্বর্গীয় রায় অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুর, ৺শ্যামাচরণ সেন, স্বর্গীয় গগণচন্দ্র; শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন, ৺আনন্দচন্দ্র দাশ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ সেন, ৺পার্ব্বতীচরণ সেন, ৺মোহন সেন, ৺ঈশানচন্দ্র সেন, ৺রজনীকান্ত সেন, ৺মহেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ইঁহারা একে একে বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া এ গ্রামের অধিবাসী হইয়াছেন। এ কয়ঘর বৈদ্যের মধ্যেও আবার অনেকেই বিদেশবাসী, কেহ কেহ দেশ একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন, পরিত্যক্ত বাড়ীতে শৃগালের ঐক্যতান বাদন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বনিত হইয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

অযাচিত দান।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা, গোয়ালপাড়া।

যখন আমার জ্ঞান ছিল না,
ভুল করে'ও চাইনি যখন,
আপনা হ'তে অশেষ কৃপা
দান করেছ তুমি তখন।
এখন আমার চোখ্ ফুটেছে,
লোভ হ'য়েছে আরও পেতে।
তুমি কিন্তু ঠিকই আছ,
এগুলো কোন মতে।

প্রতিভার বিকারে জরদ্গাবের প্রতি।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা, গফরগাঁও ময়মনসিংহ।

তোমায় বল্‌ব কি আর জরদ্গব্!
বল্‌তে গেলে চক্ষু নেড়ে,
কিচির মিচির তুল্‌ছ যে রব্!
ভাষার গতি—ছেঁকড়া—গাড়ী,
অবিশ্রান্ত—যাচ্ছ—বাড়ী!
নীরস-চাকায়,—"বিষম"-ঠেকে,
ভ্যানর্ ভ্যানর্ তুল্‌ছে যে রব্!
তোমায় বল্‌ব কি আর জরদ্গব্!
বল্‌তে গেলে দন্ত নেড়ে,
আবোল তাবোল বল্‌ছ কি সব?
ডানায় জোরে ছুট্‌ছ যদিও,
শূন্য--মার্গে—স্বাধীন—বায়,
তফাৎ তবুও অনেক জেনো
বিহঙ্গ আর আরশুলায়!
ঘোঁট পাকালে খায় কে ধোকা?
শাস্ত্রকার সব নয় রে বোকা!
শূদ্রাচারের দীক্ষা নিয়ে,
স্মৃতি ছাড়া বল্‌ছ কি সব?
তোমায় বল্‌ব কি আর জরদ্গব্!
বল্‌তে গেলে খাবৃলি মেরে,
ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ তুল্‌ছ গো রব!
পর্য্যায়ের পর পর্য্যা টেনে,
ছুঁৎমার্গেয়ি আখর গণে,
আড়াল বসে মুখস এঁটে,
কিচির মিচির বক্‌ছ কি সব?
তোমায় বল্‌ব কি আর জরদ্গব্!
বল্‌তে গেলে দন্ত নেড়ে,
কতই—কিনা বল্‌ছ—সব!

ছল ফুটায়ে পাথার ঘায়ে,
থাক্‌ছে মশক ক'দিন চোস্ত ?
পুচ্ছ গুঁজে দল ছেড়ে হায়,
দেলের বয় ক'দিন "দোস্ত" ?
সভ্য—ভব্যের নিশান তুলে,
শাস্ত্র-শাসন পায় ঠেলে,
রাখছ বজায় রসাল তৈরি,
খাইলা, কবাব্ কাটলেট্ চব্।
তোমায় বল্‌ব কি আর জবদগব্!
বল্‌তে গেলে মুখ বাঁকিয়ে,
হট্ট হাস্তে, তুল্‌ছ যে রব্!
পথ কুড়ান ছেঁড়া পাতায়,
কলম যেন তব্ তব্ ধায়!
সাহিত্যিকের মস্‌নদ আশায়,
"রাবিশ" কতই বল্‌ছ যে সব!
তোমায় বল্‌ব কি আর জবদগব্!
বল্‌তে গেলে ফেউয়ের মত,
খোলা গলায়, করছ গো রব্!
মিঠাই, মণ্ডা, মুড়ি, মুড়কি,
তোমার পাতে সবই সমান;—
জিহ্ব নাড়াতে "ট্যাক্স" লাগেনা,—
বল্‌ছ যে তাই পাহাড় প্রমাণ!
গাঁয় মানে না, সাজছ মোড়ল,
গাত্র জ্বালায়—ঢাল্‌ছ গরল!
অমৃতে তোর নাই যে দাবী,—
দৈত্য, দানব, ভোগ্য এ—সব!
তোমায় বল্‌ব কি আর জবদগব্!
বল্‌লে কিছু, খাবুলি মেরে,
ঘ্যানর ঘ্যানর তুল্‌ছ যে রব!

জাতীয় সংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ—চট্টগ্রাম।

ধলঘাটগ্রামবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় ৺রমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার মহাশয়ের ৫ম পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ২৮শে মাঘ বৃহস্পতিবার বেলা তিন ঘটিকার সময় মাতা, ভ্রাতা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া অকালে কাল-কবলে বিলীন হইয়াছে। তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাটীখাইন গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কমলকুমার চক্রবর্ত্তী, সুচিয়াগ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ স্মৃতিরত্ন ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অপক্ষিত ধলঘাটগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য যজনব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ সহযোগীতা করিয়াছেন এবং আহারাদি করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ভাটীখাইনগ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী দাশশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পুত্রের অন্নারম্ভ ৬ই ফাল্গুন বুধবার ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন করিয়াছেন। বহু যজনব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণ ভোজন করাইয়াছেন।

বহরমপুর।

জঙ্গিপুর হইতে শ্রীযুক্ত ভাবাণচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা আবকারী সাব-ইন্স্পেক্টার মহাশয় লিখিয়াছেন

আদ্যশ্রাদ্ধ—হালিসহরনিবাসী বৈদ্যকুলচূড়ামণি ৺চন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত নন্দলাল গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া দেবী গত ২৩শে ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যার সময় ৩টী কন্যা ও একটী শিশু পুত্র রাখিয়া ৺গঙ্গা লাভ করিয়াছেন। বয়স অনুমান ৩৮ বৎসর। আমরা ১০ দিনে অশৌচান্ত করিয়া একাদশাহে যথারীতি ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে বিগত ৩রা চৈত্র তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ চুচুড়ায় সম্পন্ন করিয়াছি। ১০ দিনে অশৌচান্ত হওয়ায় চুচুড়াস্থ ব্রাহ্মণগণ প্রতিবন্ধক হইবেন আশঙ্কায় আমি কলিকাতাস্থ বৈদ্য-ব্রাহ্মণসমিতির সহকারী সম্পাদক হালিসহরনিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনশর্ম্মা গীতাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি একখানি পত্র লিখিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

আমি স্বয়ং কলিকাতাস্থ বৈদ্য-ব্রাহ্মণসমিতির অন্যতম সভ্য, বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির নিয়মাবলীতে লিখিত আছে যে সদাচার রক্ষাকল্পে প্রত্যেক সভ্যই আবশ্যকস্থলে এই সমিতির এবং সমিতির প্রত্যেক সভ্যের নিকট হইতে সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবেন। আমি সেই আশায় উক্ত সহকারী সম্পাদক মহাশয়কে পৌরহিত্য বিষয়ে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

আমি গীতাচার্য্য যতীন্দ্র বাবুকে বিশেষভাবে জানি। তিনি একজন সদাশয় ব্যক্তি, তিনি একখানি পত্রের উত্তর দেন নাই, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না, আমার ধারণা পত্রখানা তাঁহার হস্তগত হয় নাই। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতি সুদূর নোয়াখালীর বৈদ্যব্রাহ্মণদেরও সাহায্য করিয়াছেন, তদবস্থায় হালী সহরের বাসিন্দা হইয়া হালী সহরের স্বজাতিকে সাহায্য না করার যে অভিযোগ যতীন্দ্র বাবুর ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য নহে।

নোয়াখালী।

নোয়াখালী হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন—

উপনয়ন—গত ১১ই এবং ১৫ই ফাল্গুন নোয়াখালীজিলার অন্তর্গত মঙ্গলকান্দিগ্রামে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাশশর্ম্মার ২য়পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরীর ১ পুত্র ২য় ভ্রাতা ২ ভ্রাতুষ্পুত্র মোট ৭ জন ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন, আচার্য্যগুরুর কার্য্য আমিই সম্পন্ন করিয়াছি। তাঁহাদের পুরোহিত এবং গ্রামের আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কার্য্যে যোগদান ও আহারাদি করিয়াছিলেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ১৮ই ফাল্গুন নোয়াখালীপ্রবাসী বৈদ্য-কুলগৌরব ৺বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার পুরোহিত বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদ্যশ্রাদ্ধ করাইয়াছেন। চট্টগ্রাম-বৈদ্য ব্রাহ্মণসম্মিলনী হইতেও ভাটীপাইন গ্রামবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্তখগেন্দ্রলাল দেবশর্ম্মা ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়কে নোয়াখালী সহরে এই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে পাঠান হইয়াছিল। আরও প্রায় ২৪। ২৫ জন যজনব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কার্য্যে যোগদান ও আহারাদি করিয়াছেন। আমি বিরাট পাঠ করিয়াছি। নোয়াখালী প্রবাসী প্রায় সমস্ত বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ও দেশের অনেক বৈদ্য-ব্রাহ্মণ এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির পক্ষ হইতে জনৈক যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, বাণীগ্রাম, সিরাজগঞ্জ হইতে সিরাজগঞ্জ ও বাণীগ্রাম সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা "বৈদ্য-প্রতিভাতে" প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বাণীগ্রামে যাঁহারা মৌদ্গল্যগোত্র পদ্মদাশ রায়বংশ তাঁহারা প্রায় ৭০০ বৎসর যাবৎ তথায় বাস করিতেছেন। বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব ১২০৩ খৃষ্টাব্দে অবসান হইলে বঙ্গদেশ মুসলমান নরপতির হস্তগত হয়। এই রায়বংশ যাঁহার অধস্তন সন্তান তিনি লক্ষ্মণসেনের সেনাপতি ছিলেন। পরবর্ত্তী মুসলমানদিগের হস্তে রাজত্ব পরায় উক্ত সেনাপতি মুসলমানদিগের হস্তে নিহত হন। পরে তাঁহার বিধবা স্ত্রী দুইটী নাবালক সন্তান লইয়া গৌড় হইতে পলাইয়া পাবনাজেলার অন্তর্গত তাঁহার নিজ সম্পত্তি চকবাবুর মধ্যে

এই রাণীগ্রামে আসিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। সেই রাণীর উপাধি নামানুসারে এই গ্রামের নাম রাণীগ্রাম হইয়াছে। সেনাপতির বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেদের প্রতি মুসলমানদের কোন রূপ অত্যাচার না হয়, এই জন্য তাঁহার স্বামীর নাম অপ্রকাশ রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ কারণে সেনাপতির নাম অপ্রকাশই রহিয়াগিয়াছে। পরে মুসলমানগণ সেনাপতির বংশধর রাণীগ্রামে আছে জানিতে পারিয়া ঐ দুটী ছেলেকে হত্যা করার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই রাণীগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী মুসলমান ফকির বাস করিতেন। সেনাপতির বিধবা স্ত্রী ছেলে দুইটার জীবন রক্ষার জন্য সমস্ত বড়বাবু পরগণার ।৶০ অংশ ঐ ফকিরকে দান করেন এবং ঐ ফকির তৎকালীন মুসলমান নবাবের নিকট হইতে ঐ ছেলে দুইটার জীবন ভিক্ষা করিয়া লয়েন। ছেলে দুইটার নাম যথাক্রমে রাঘবানন্দরায় ও রামরাঘব রায়। ফকিরের নাম ছিল সিরাজ আলী। তাঁহার নাম অনুসারেই সিরাজগঞ্জ নাম হইয়াছে। এই স্থানে রাণীগ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে একমাইল দূরে জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া সিরাজফকিরের অধস্তন বংশধরগণ চৌধুরী উপাধি লাভ করতঃ সিরাজগঞ্জ হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া বসতি করেন।

কেলিসহর গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় স্বর্গীয় ৺বংশীবদন দাশশর্ম্মাচৌধুরী মহাশয়ের পুণ্যশীলা সৌভাগ্যবতী পত্নী বিগত ৮ই ফাল্গুন তারিখে নশ্বর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশশর্ম্মাচৌধুরী মহাশয় তাঁহার মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। পরৈকোড়ার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীকান্ত স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয় ও তাঁহাদের গুরুদেব গুয়াতলীগ্রামের শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং পণ্ডিত রামকৃষ্ণ স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয়ের পুত্র ও অপরাপর বহু যজনব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকার্য্যে আহাবাদি করিয়া সহযোগীতা করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

অধ্যাপক--শ্রীকরুণাময় দাশশর্ম্মা শাস্ত্রী, এম, এ, সম্পাদক, বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনী।

গত ১৪ই চৈত্র ২৮শে মার্চ্চ রবিবার চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সাধারণ অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দাশশর্ম্মা, চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় অনেক গণ্যমান্য বৈদ্য-ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, শ্রীযুক্ত অবনীপ্রসাদ সেনশর্ম্মা নিয়োগী মুন্সেফ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাশঙ্কর গুপ্তশর্ম্মা মুন্সেফ শ্রীযুক্ত জনার্দ্দনহরি সেনশর্ম্মা অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোর অবসরপ্রাপ্ত পুলিশইন্স্পেক্টার, উকিল শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মারায় দেশনায়ক, শ্রীযুক্ত হরদয়াল গুপ্তশর্ম্মা এসিষ্টাণ্টহেড্‌মাষ্টার, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেনশর্ম্মা ও অন্যান্য অনেকজন উপস্থিত হন, সর্ব্বপ্রথমে সভাপতিমহাশয় নোয়াখালীর জজআদালতের স্বনামখ্যাত উকিল বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রণেতা সুবক্তা মহাশয় স্বর্গীয় বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহাশয়ের পতিব্রতা পুণ্যশীলা পত্নীর এবং মহাপ্রাণ উদারচেতা জমিদার ৺বিনোদলাল রায় মহাশয়ের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। [illegible]